# শ্রীচৈতন্যভাগবত

## মধ্যখণ্ড : দ্বিতীয়ার্ধ

রাধাগোবিন্দ নাথ

সাধনা প্রকাশনী

# শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড (দ্বিতীয়ার্ধ)

পূজ্যপাদ ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরমহোদয়-বিরচিত
এবং নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী-টীকাসম্বলিত সংস্করণ

# শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

(মধ্যখণ্ডঃ দ্বিতীয়ার্ধ)


শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় স্ফুরিত
এবং
কুমিল্লা ভিক্‌টোরিয়া কলেজের ও পরে নোয়াখালী চৌমুহানী কলেজের
প্রাক্তন অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ

**রাধাগোবিন্দ নাথ**

এম.এ., ডি.লিট্, পরাবিদ্যাচার্য, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ
ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্তভাস্কর
কর্তৃক লিখিত




**সাধনা প্রকাশনী**

৭৫/২বি, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা ৭০০ ০৩৪

শ্রীচৈতন্যভাগবত (মধ্যখণ্ড ঃ দ্বিতীয়ার্ধ) প্রকাশের সময়
ফাল্গুন, ১৩৭৩ । শকাব্দা ১৮৮৮
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৮১ । ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭

নবকলেবর
রথযাত্রা, আষাঢ় ১৪১৯
জুন, ২০১২

প্রকাশক ঃ সন্দীপন নাথ
সাধনা প্রকাশনী
৭৫/২বি, রায় বাহাদুর রোড, কলকাতা ৭০০ ০৩৪

প্রাপ্তিস্থান ঃ
সাধনা প্রেস
৭৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন ঃ ২২৩৭ ৮৪৫৬ / ২২১২ ১৬০০
মোবাইল ঃ ৯৮৩০৯ ১১৪২৬

মুদ্রাকর ঃ
দাস এন্টারপ্রাইস
১৮০, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০১২

# সঙ্কেত-পরিচয়

| সঙ্কেত | | পরিচয় |
|---|---|---|
| অ. কৌ. | — | কবি কর্ণপূরের অলঙ্কার কৌস্তুভ (পুরীদাস-মহাশয়-সংস্করণ) |
| অ. প্র. | — | প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতের টীকা |
| উ. নী. ম. | — | উজ্জ্বলনীলমণি (বহরমপুর-সংস্করণ) |
| কঠ | — | কঠোপনিষৎ |
| কড়চা | — | মুরারিগুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্, কড়চানামে খ্যাত |
| গী. বা গীতা | — | শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা |
| গো. পূ. তা. | — | গোপালপূর্বতাপনী শ্রুতি |
| গৌ. কৃ. ত. | — | শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গৌরকৃপা-তরঙ্গিণী টীকা (রাধাগোবিন্দ নাথ) |
| গৌ. গ. দী. | — | কবি কর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (বহরমপুর-সংস্করণ) |
| গৌ. বৈ. অ. | — | শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধান (হরিদাস দাস) |
| গৌ. বৈ. দ. | — | গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন (রাধাগোবিন্দ নাথ) |
| চৈ. চ. | — | শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণ) |
| ছান্দো., বা ছা., উ. | — | ছান্দোগ্য উপনিষৎ |
| তন্ত্রসার | — | শ্রীযুক্ত বীরেশনাথ বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদসহ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন-ভট্টাচার্য-সম্পাদিত। ১৩৩৪ সাল। |
| তৈ. উ. | — | তৈত্তিরীয়-উপনিষৎ |
| নৃ. পূ. তা. | | নৃসিংহপূর্বতাপনী উপনিষৎ |
| বি. পু. | — | বিষ্ণুপুরাণ (বঙ্গবাসী-সংস্করণ) |
| বৃ. আ. | — | বৃহদারণ্যক-শ্রুতি |
| বৃ. ভা. | — | বৃহদ্‌ভাগবতামৃত (সনাতন গোস্বামী) |
| ব্র. সং. | — | ব্রহ্মসংহিতা (বহরমপুর-সংস্করণ) |
| ভ. র. সি. | — | ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (বহরমপুর-সংস্করণ) |
| ভা. | — | শ্রীমদ্‌ভাগবৎ (বঙ্গবাসী-সংস্করণ) |
| মশ্রী | — | মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ (রাধাগোবিন্দ নাথ) |
| মাঠরশ্রুতি | — | প্রীতিসন্দর্ভঃ। ১-অনুচ্ছেদ-ধৃত মাঠরশ্রুতিবাক্য। |
| মুণ্ড | — | মুণ্ডকোপনিষৎ |



( পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )

| | | |
|---|---|---|
| ল. ভা. | — | লঘুভাগবতামৃত বা সংক্ষেপ ভাগবতামৃত (পুরীদাস-মহাশয়ের সংস্করণ) |
| শতপথশ্রুতি | — | ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৩৪ অনুচ্ছেদ-ধৃত। |
| শ্বেতা | — | শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি |
| সৌপর্ণশ্রুতি | — | প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৩২ অনুচ্ছেদ-ধৃত। |
| হ. ভ. বি. | — | শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস (শ্যামাচরণ কবিরত্ন সংস্করণ) |
| ১।২।১৪১ ইত্যাদি | — | শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ড। দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৪১-পয়ার। ইত্যাদি |

# মধ্যখণ্ড ঃ দ্বিতীয়ার্ধের সূচীপত্র

### বিংশ অধ্যায়



### একবিংশ অধ্যায়



### দ্বাবিংশ অধ্যায়

| বিষয় | পৃষ্ঠাঙ্ক |
|---|---|

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়



## চতুর্বিংশ অধ্যায়



## পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ইতি মধ্যখণ্ড-দ্বিতীয়ার্ধের সূচিপত্র সমাপ্ত

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-প্রীতয়ে

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু

# মধ্যখণ্ড

## চতুর্দশ অধ্যায়

চতুর্ম্মুখ-পঞ্চমুখ-আদি দেবগণ।
নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন ॥ ১
আজ্ঞা বিনে কেহো ইহা দেখিতে না পারে।
তানা পুনি ঠাকুরের সভে সেবা করে ॥ ২
সর্ব্বদিন দেখে প্রভু যত লীলা করে।
শয়ন করিলে প্রভু সভে চলে ঘরে ॥ ৩
ব্রহ্মদৈত্য-দুইর সে দেখিয়া উদ্ধার।
আনন্দে চলিলা তা'ই করিয়া বিচার ॥ ৪

"এমত কারুণ্য আছে চৈতন্যের ঘরে।
এমত জনেরে প্রভু করয়ে উদ্ধারে ॥ ৫
আজি বড় চিত্তে প্রভু দিলেন ভরসা।
'অবশ্য পাইব পার' ধরিলাঙ আশা ॥" ৬
এইমত অন্যোহন্যে করি সঙ্কথন।
মহানন্দে চলিলা সকল দেবগণ ॥ ৭
প্রভু-স্থানে নিত্য আইসে যম ধর্ম্মরাজ।
আপনে দেখিল প্রভু চৈতন্যের কাজ ॥ ৮

### নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**বিষয়।** জগাই-মাধাইর উদ্ধার-দর্শনে যমরাজের বিস্ময়, চিত্রগুপ্তের নিকটে তাহাদের পাপের পরিমাণ-সম্বন্ধে যমরাজের জিজ্ঞাসা, চিত্রগুপ্তের উত্তর। জগাই-মাধাইর উদ্ধার-দর্শনে যম ও অন্যান্য দেবগণের আনন্দ-নৃত্য, কৃষ্ণাবেশে যমরাজের মূর্চ্ছা, অন্যান্য দেবগণকর্তৃক কৃষ্ণকীর্তনের দ্বারা তাঁহার চেতনা সম্পাদন।

১। **নিতি আসি**—নিত্য, প্রতিদিন, সর্বদা, আসিয়া। পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-মহাশয় লিখিয়াছেন, এই পয়ারের পূর্বে, অর্থাৎ এই অধ্যায়ের আরম্ভে, "মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'হেম কিরণিয়া। গৌরাঙ্গসুন্দর তনু প্রেম-ভরে ভেল ডগ-মগিয়া। নাচত, ভালে গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া ॥ ধ্রু ॥' "হেম কিরণিয়া—যাঁহার দেহ হইতে স্বর্ণবর্ণ কিরণ বা জ্যোতিঃ বহির্গত হয়। **ভেল**—হইল। **ডগ-মগিয়া**—গর গর, বিভোর। **তনু**—দেহ। **ভালে**—ভাল বা উত্তমরূপে।

২। **আজ্ঞা বিনে**—গৌরসুন্দরের আদেশ বা কৃপা ব্যতীত। **তানা**—তাঁহারা; চতুর্মুখ ব্রহ্মা এবং পঞ্চমুখ শিব প্রভৃতি দেবগণ। **পুনি**—পুনঃপুন, বারবার।

৩। **সর্ব্বদিন** ইত্যাদি—প্রভু যত লীলা করেন, সমস্ত দিন ভরিয়া তাঁহারা তাহা দর্শন করেন এবং **শয়ন করিলে** ইত্যাদি—প্রভু শয়ন করিলে তাঁহারা নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যায়েন।

৪। **ব্রহ্মদৈত্য দুইর**—ব্রহ্মদৈত্য সদৃশ জগাই ও মাধাই—এই দুই জনের। "দেখিয়া উদ্ধার"-স্থলে "দেখি মহোদ্ধার"-পাঠান্তর। **তা'ই**—তাহাই, সে-সম্বন্ধে, সেই উদ্ধার-সম্বন্ধে। **করিয়া বিচার**—বিচার করিতে করিতে, ভাবিতে ভাবিতে। পরবর্তী দুই পয়ারে তাঁহাদের বিচার উল্লিখিত হইয়াছে।

৭-৮। **অন্যোহন্যে**—পরস্পর। **সঙ্কথন**—কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা। "করি"-স্থলে "কহি"-পাঠান্তর। অন্যান্য দেবগণের ন্যায় ধর্মরাজ যমও প্রতি দিন প্রভুর নিকটে আসিতেন এবং প্রভুর কার্য দর্শন করিতেন। এই দিন জগাই-মাধাইর উদ্ধারও তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন।

চিত্রগুপ্ত-স্থানে জিজ্ঞাসয়ে প্রভু যম ।
"কিবা এ-দুইর পাপ, কিবা উপশম ?" ৯
চিত্রগুপ্ত বোলে "শুন প্রভু ধর্ম্মরাজ !
এ বিফল পরিশ্রমে আর কিবা কাজ ॥ ১০
লক্ষেক কায়স্থ যদি একমাস পঢ়ি ।
তথাপি পাইতে অন্ত শীঘ্র হয় বড়ি ॥ ১১
তুমি যদি শুন লক্ষ করিয়া শ্রবণ ।
তথাপিহ শুনিবারে তুমি সে ভাজন ॥ ১২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯। এই দিনও, অন্যান্য দেবগণের ন্যায় যমরাজও স্বপুরীতে যাওয়ার নিমিত্ত স্বীয় রথে আসিয়াছিলেন। মহাপাপী জগাই-মাধাইকে, তাহাদের পাপের কিঞ্চিন্মাত্র ফলও ভোগ না করাইয়া, প্রভু তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন দেখিয়া যমরাজ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাহাদের পাপের পরিমাণ এবং তাহার উপযুক্ত শাস্তি কি হইতে পারিত, তাহা জানিবার নিমিত্ত যমরাজের কৌতূহল জাগিল। তখন কৌতূহলবশতঃ **চিত্রগুপ্ত-স্থানে** ইত্যাদি—প্রভু যমরাজ চিত্রগুপ্তের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন, চিত্রগুপ্ত ! দেখ দেখি, **কিবা এই দুইর পাপ**—জগাই ও মাধাই, এই জনের কি কি পাপ আছে, এবং **কিবা উপশম**—কিরূপ শাস্তি পাইলে ইহাদের পাপের শান্তি হইতে পারিত। **চিত্রগুপ্ত**—ধর্মরাজ যমের প্রধান কর্মচারী। সংসারী জীব যাহা কিছু করে, চিত্রগুপ্ত তৎসমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন।

১০-১১। যমরাজের কথা শুনিয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন, **শুন প্রভু ধর্ম্মরাজ !**—ধর্মরাজ ! তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার ভৃত্য ; সুতরাং তোমার আদেশ পালন আমার কর্তব্য। কিন্তু **এ বিফল পরিশ্রমে**—খাতাপত্র দেখিয়া এই দুইজনের পাপের হিসাব-নিকাশ করিতে যে পরিশ্রম হইবে, সেই পরিশ্রম তো বিফলই ( নিষ্ফল, অনর্থকই ) হইবে ; সুতরাং অনর্থক পরিশ্রমের **আর কিবা কাজ**—আর কি-ই বা প্রয়োজন আছে ? প্রভু তো এই দুই জনের উদ্ধার করিয়াছেন ; তাহাদিগকে তো আর শাস্তি দেওয়া যাইবে না। কেন তবে অনর্থক পরিশ্রম। ধর্মরাজ ! ইহাদের পাপের পরিমাণ নির্ণয় করাও এক অসম্ভব ব্যাপার। তবে তাহা জানিবার নিমিত্ত তোমার যখন কৌতূহল জাগিয়াছে, সমস্ত পাপের বিবরণ দেওয়া সম্ভব না হইলেও, ইহাদের পাপ-সম্বন্ধে যাহাতে তোমার একটু ধারণা জন্মিতে পারে, তজ্জন্য মোটামোটি-ভাবে কিছু বলিতেছি। **লক্ষেক কায়স্থ যদি**—যদি এক লক্ষ কায়স্থও, **এক মাস পঢ়ি**—এক মাস কাল পর্যন্ত খাতাপত্র পঢ়েন (দেখেন), **তথাপি**—তাহা হইলেও, ইহাদের পাপ এত **বড়ি**—এত অধিক যে, তথাপি **পাইতে অন্ত**—তাহাদের পাপের অন্ত ( শেষ ) পাইবার পক্ষে ( সমস্ত পাপের পরিমাণ নির্ণয় করার পক্ষে ) **শীঘ্র হয়**—এই এক মাস সময়ও শীঘ্র ( অতি অল্প ) হইয়া পড়িবে ; অর্থাৎ এক লক্ষ কায়স্থ একমাস ধরিয়া খাতাপত্র দেখিলেও ইহাদের পাপের অতি অল্প অংশমাত্র নির্ণয় করিতে পারিবেন, সমস্ত পাপের পরিমাণ নির্ণয় অসম্ভব হইবে। **কায়স্থ**—কায়স্থগণ হইতেছেন চিত্রগুপ্তের বংশধর, লিখনবৃত্তি। যমপুরীতে চিত্রগুপ্তের কার্যালয়ে, চিত্রগুপ্তের সহকারীরূপে তাঁহারা সংসারী লোকদিগের পাপকর্মাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। এই পয়ারে "হয়"-স্থলে "নহে"-পাঠান্তর। অর্থ—এক মাস সময়ও শীঘ্র ( অতি অল্প ) হয়, বড়ি নহে—অধিক হয় না।

**১২।** চিত্রগুপ্ত ধর্মরাজকে বলিতেছেন, হে ধর্মরাজ ! **লক্ষ করিয়া শ্রবণ**—এক লক্ষ শ্রবণ

এ-দুইর পাপ নিরন্তর দূতে কহে।
লিখিতে কায়স্থ সব উত্তাপিত হয়ে॥ ১৩
এ-দুইর পাপ দূত কহে অনুক্ষণ।
ইহা লাগি দূতে কত খাইল মারণ॥ ১৪
দূত বোলে—পাপ করে সেই দুই জনে।
লেখাইতে ভার মোর, মোরে মার' কেনে॥ ১৫
না লিখিলে হয় শাস্তি, হেন করি লিখি।
পর্ব্বত-প্রমাণ 'গড়া' আছে তার সাক্ষী॥ ১৬
আমরাও কান্দিয়াছি ও-দুই লাগিয়া।
কেমতে বা এ যাতনা সহিব আসিয়া॥ ১৭
তিল-মাত্র মহাপ্রভু সব কৈলা দূর।
এবে আজ্ঞা কর' 'গড়া' ডুবাই প্রচুর॥" ১৮
কভু নাহি দেখে যম এমত মহিমা।
পাতকি-উদ্ধার যত—তার এই সীমা॥ ১৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(কর্ণ) ধারণ করিয়া **তুমি যদি শুন**—জগাই-মাধাইর পাপের বিবরণ যদি তুমি শুনিতে থাক, **তথাপিহ**—তাহা হইলেই **শুনিবারে** ইত্যাদি—ইহাদের পাপের বিবরণ শুনিবার যোগ্যপাত্র তুমি হইতে পারিবে। **ভাজন**—পাত্র, যোগ্যপাত্র।

১৩। **নিরন্তর**—সর্বদা। **উত্তাপিত হয়ে**—লিখিতে লিখিতে উত্তপ্ত হইয়া যায়, পরিশ্রমে এবং মনোনিবেশে তাঁহাদের মাথা গরম হইয়া যায়। "উত্তাপিত হয়ে"-স্থলে "উচ্‌পির্চ্চ জন্ময়ে," "উৎপিচ্চ জন্ময়ে," "উৎপিচ্ছিয় হএ," "উৎপাত জন্ময়ে," "উৎপাত গণয়ে" এবং "উৎপৃষ্ঠ হয়ে"-পাঠান্তর। উচ্‌পির্চ্চ, উৎপিচ্চ এবং উৎপিচ্ছিয় শব্দগুলির অর্থ বোধ হয়—উস্‌পিস্‌, অধীর, অসহিষ্ণু।

১৪। "দূত"-স্থলে "যত"-পাঠান্তর। **অনুক্ষণ**—সর্বদা। **খাইল মারণ**—কায়স্থদের হাতে প্রহার খাইল।

১৫। **লেখাইতে ভার মোর**—ইহাদের পাপের বিবরণ লিখিবার জন্য তোমাদের নিকটে বলাই হইতেছে আমার দায়িত্ব।

১৬। **না লিখিলে** ইত্যাদি—এই দুই জনের পাপের বিবরণ যদি না লিখি, তাহা হইলে আমাদের কর্তব্যের অবহেলার নিমিত্ত তোমার (যমরাজের) নিকটে শাস্তি পাইতে হয়। **হেন করি লিখি**—সেজন্য উৎপাত মনে করিলেও লিখিতে হয়। আমরা যে লিখিয়াছি, **পর্ব্বত-প্রমাণ** ইত্যাদি—পর্বত-প্রমাণ খাতাপত্রের গড়াই (স্তূপই) তাহার সাক্ষী। **পর্ব্বত-প্রমাণ**—পর্বতের ন্যায় উচ্চ। "গড়া"-স্থলে "ঘড়া"-পাঠান্তর, ইহা বোধ হয় লিপিকর-প্রমাদ; যেহেতু "ঘড়া" বলিতে, ঘটি, কলসাদি জলপাত্রকে বুঝায়; ঘটি-কলসাদি কখনও "পর্ব্বত প্রমাণ" হয় না।

১৮। **তিলমাত্র**—তিলমাত্র সময়ের মধ্যেই। **গড়া ডুবাই প্রচুর**—এই প্রচুর (অত্যধিক, পর্বতপ্রমাণ) গড়া (খাতাপত্রের স্তূপ) জলে ডুবাইয়া ফেলি।

১৯। **এমত মহিমা**—জগাই-মাধাইর উদ্ধারে প্রভু যে-মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, এতাদৃশ মহিমা। **পাতকি-উদ্ধার যত** ইত্যাদি—বিভিন্ন যুগে যত পাতকী উদ্ধার লাভ করিয়াছে, সে-সমস্ত উদ্ধার উদ্ধারের সীমা নহে; জগাই-মাধাইর উদ্ধারই হইতেছে উদ্ধারের সীমা। ২।১৩।২৭৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

স্বভাব-বৈষ্ণব যম—মূর্ত্তিমন্ত ধর্ম্ম।
ভাগবতধর্ম্মের জানয়ে সর্ব্ব-মর্ম্ম ॥ ২০
যখন শুনিলা চিত্রগুপ্তের বচন।
কৃষ্ণাবেশে দেহ পাসরিলা ততক্ষণ ॥ ২১
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া রথের উপরে।
কোথাও নাহিক ধাতু সকল শরীরে ॥ ২২
আথেব্যথে চিত্রগুপ্ত-আদি যত গণ।
ধরিয়া লাগিলা সভে করিতে ক্রন্দন ॥ ২৩
সর্ব্ব দেব রথে যায় কীর্ত্তন করিয়া।
রহিল যমের রথ শোকাকুল হৈয়া ॥ ২৪
দুই ব্রহ্ম-অসুরের মোচন দেখিয়া।
সেই গুণ-কর্ম্ম সভে চলিলা গাইয়া ॥ ২৫
শঙ্কর-বিরিঞ্চি-শেষ-আদি দেবগণ।
নারদাদি গায় সেই-দুইর মোচন ॥ ২৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০। **স্বভাব-বৈষ্ণব যম**—যমরাজ স্বভাবতঃই বৈষ্ণব ( ভক্ত ) ; তিনি সর্বদাই ভগবানের আদেশ পালনরূপ সেবা করিয়া থাকেন। যমদূতগণের দ্বারা অজামিল পাশবদ্ধ হইলে বিষ্ণুদূতগণ তাহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার পরে যমদূতগণ যমরাজের নিকটে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "ধর্মরাজ! এ-পর্যন্ত আমরা জানিতাম, তুমিই জীবলোকের একমাত্র ঈশ্বর, শাসনকর্তা। এখন দেখিতেছি, তোমার শাসন আর চলিতেছে না।" একথা বলিয়া যমদূতগণ ধর্মরাজের নিকটে অজামিল ও বিষ্ণু-দূতগণের বিবরণ বলিলে, ধর্মরাজ বলিয়াছিলেন—"এমন একজন আছেন, যিনি জগৎকর্তা, জগৎস্বামী, সর্বাধীশ। আমি তাঁহার কিঙ্করমাত্র। তাঁহারই নির্দেশে আমি কেবল পাপী মনুষ্যদিগের, অপর কাহারও নহে, শাসন করিয়া থাকি। ( ভা. ৬।৩।১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। **ভাগবত ধর্ম্ম**—২।১০।৩১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ভাগবত ধর্ম্মের** ইত্যাদি—ধর্মরাজ যম ভাগবতধর্মের সমস্ত মর্ম অবগত আছেন। স্বীয় দূতগণের নিকটে যমরাজ বলিয়াছেন, "ধর্ম্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ। ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ ॥ স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ। প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥ দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ। গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥ ভা. ৬।৩।১৯-২১ ॥ ধর্ম সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত। সেই ধর্ম ঋষিগণও জানেন না, দেবগণও জানেন না, সিদ্ধ-মুখ্যগণও জানেন না, অসুরগণ এবং মনুষ্যগণও জানে না। বিদ্যাধর-চারণাদি কিরূপে জানিবে? হে দূতগণ! কেবল স্বয়ম্ভূ, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও আমি—আমরা এই দ্বাদশজনই ভাগবত-ধর্ম অবগত আছি। এই ভাগবতধর্ম অত্যন্ত গুহ্য, বিশুদ্ধ, দুর্বোধ্য ; কিন্তু তাহাকে জানিতে পারিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।"

২১। **কৃষ্ণাবেশে**—গৌররূপ কৃষ্ণের অপূর্ব মহাকারুণ্যের স্মরণে আবিষ্ট হইয়া যমরাজ **দেহ পাসরিলা**—নিজের দেহকেও ভুলিয়া গেলেন ; তাঁহার দেহস্মৃতি বিলুপ্ত হইল।

২২। **ধাতু**—জীবনশক্তি। ২।১।৩১৭ ও ৩২১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৪। **সর্বদেব** ইত্যাদি—প্রভুর লীলা দর্শন করিয়া সমস্ত দেবগণ স্ব-স্ব রথে চড়িয়া কীর্তন করিতে করিতে নিজ নিজ স্থানে চলিয়াছেন ; কেবল যমরাজের রথই শোকাকুল হইয়া রহিয়া গেল।

কাহো কেহো না জানয়ে আনন্দ কীর্ত্তনে।
কারুণ্য দেখিয়া কেহো করয়ে ক্রন্দনে ॥ ২৭
রহিয়াছে যম-রথ—দেখে দেবগণে।
রহিল সকল রথ যম-রথ-স্থানে ॥ ২৮
শেষ, অজ, ভব, নারদাদি ঋষিগণে।
দেখে পড়ি আছে যমদেব অচেতনে ॥ ২৯
বিস্মিত হইলা সভে—না জানি কারণ।
চিত্রগুপ্ত কহিলেন সকল কারণ ॥ ৩০
'কৃষ্ণাবেশ' হেন জানি অজ-পঞ্চানন।
কর্ণমূলে সভে মিলি করয়ে কীর্ত্তন ॥ ৩১
উঠিলেন যমদেব কীর্ত্তন শুনিয়া।
চৈতন্য পাইয়া নাচে মহামত্ত হৈয়া ॥ ৩২
উঠিল পরমানন্দ দেব-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণের আবেশে নাচে সূর্য্যের নন্দন ॥ ৩৩
যম-নৃত্য দেখি নাচে সর্ব্ব-দেবগণ।
নারদাদি-সঙ্গে নাচে অজ-পঞ্চানন ॥ ৩৪
দেবগণ-নৃত্য শুন সাবধান হৈয়া।
অতি গুহ্য,—বেদে ব্যক্ত করিবেন ইহা ॥ ৩৫

শ্রীরাগ

নাচই ধর্ম্মরাজ,　ছাড়িয়া সকল কাজ,
কৃষ্ণাবেশে না জানে আপনা'।
সঙরিয়া শ্রীচৈতন্য,　বোলে "অতি ধন্য ধন্য,
পতিতপাবন ধন্য বাণা"। ১ ॥ ৩৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৭। কাহো কেহো ইত্যাদি—কীর্তনের আনন্দের আবেশে কোনও দেবতাই অপর কোনও দেবতাকে (অপর কোনও দেবতার অস্তিত্ব) জানিতে (অনুভব করিতে) পারিতেছিলেন না। "কাহো"-স্থলে "কেহো"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই। কারুণ্য—গৌরের করুণা।

৩০। "সকল কারণ"-স্থলে "সব বিবরণ" এবং "সকল কথন"-পাঠান্তর। কথন—কথা, বিবরণ।

৩১। কৃষ্ণাবেশ ইত্যাদি—কৃষ্ণাবেশে যমরাজ অচেতন হইয়াছেন, চিত্রগুপ্তের মুখে এ-কথা জানিয়া অজ (ব্রহ্মা) এবং পঞ্চানন (শিব) কর্ণমূলে ইত্যাদি—অন্য সমস্ত দেবতাগণের সহিত মিলিত হইয়া যমরাজের কর্ণমূলে কৃষ্ণকীর্তন করিতে লাগিলেন। "মিলি"-স্থলে "বেঢ়ি"-পাঠান্তর। বেঢ়ি—যমরাজকে বেষ্টন করিয়া, তাঁহার চারিদিকে দাঁড়াইয়া।

৩৩। সূর্য্যের নন্দন—যমরাজ।

৩৫। দেবগণের নৃত্যের বিবরণ পরবর্তী ত্রিপদীসমূহে, ২১ ভাগে কথিত হইয়াছে; দুইটি ত্রিপদীতে এক ভাগ।

৩৬। "কাজ"-স্থলে "লাজ"-পাঠান্তর। লাজ—লজ্জা। বাণা—জয়পতাকা। **পতিত-পাবন ধন্য বাণা**—পতিত-পাবন বাণা (জয়পতাকা) ধন্য। পতিত-পাবন বাণা—পতিতপাবনত্বই প্রভুর বাণা বা জয়পতাকা। প্রভু যে পতিত লোকদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহার এই কীর্তিই তাঁহার বাণা বা জয়পতাকাতুল্য; সেই কীর্তিরূপ জয়পতাকা ধন্য হউক। অথবা, পতিতপাবন বাণা—পতিত-পাবন প্রভুর জয়পতাকা (তাঁহার জয়)।

হুহুঙ্কার গরজন, সপুলক মহাপ্রেম,
যমের ভাবের অন্ত নাই।
বিহ্বল হইয়া যম, করে বহু ক্রন্দন
স্মঙরিয়া জগাই মাধাই ॥ ২ ॥ ৩৭

যমের যতেক গণ দেখিয়া যমের প্রেম,
আনন্দে পড়িয়া গড়ি যায়।
চিত্রগুপ্ত মহাভাগ, কৃষ্ণে বড় অনুরাগ,
মালসাট পূরি পূরি ধায় ॥ ৩ ॥ ৩৮

নাচে প্রভু শঙ্কর, হইয়া দিগম্বর,
কৃষ্ণাবেশে বসন না জানে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য, জগত করয়ে ধন্য,
কহিয়া তারক-রামনামে ॥ ৪ ॥ ৩৯

শিব নাচে মহানন্দে, জটাও নাহিক বান্ধে,
দেখি নিজ-প্রভুর মহিমা।
কার্ত্তিক গণেশ নাচে, মহেশের পাছেপাছে,
স্মঙরিয়া কারুণ্যের সীমা ॥ ৫ ॥ ৪০

নাচয়ে চতুরানন, ভক্তি যাঁর প্রাণ ধন,
লইয়া সকল পরিবার।
কশ্যপ কর্দ্দম দক্ষ, মনু ভৃগু মহামুখ্য,
পাছে নাচে সকল ব্রহ্মার ॥ ৬ ॥ ৪১

সভে মহাভাগবত, কৃষ্ণরসে মহামত্ত,
সভে করে ভক্তি-অধ্যাপনা।
বেঢ়িয়া ব্রহ্মার পাশে, কান্দে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাসে,
স্মঙরিয়া প্রভুর করুণা ॥ ৭ ॥ ৪২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৭। **হুহুঙ্কার**—প্রেম-হুঙ্কার। **গরজন**—গর্জন। **সপুলক**—পুলক বা রোমাঞ্চের সহিত। **মহাপ্রেম**—মহা-কৃষ্ণপ্রেমাবেশ। **ভাবের**—অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক এবং অন্যান্য ভাবের।

৩৮। **গণ**—পরিকর। **আনন্দে** ইত্যাদি—আনন্দের আবেশে রথোপরি পতিত হইয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। **মহাভাগ**—মহা ভাগ্যবান্। **মালসাট পূরি** ইত্যাদি—মল্লগণের ন্যায় ঘন ঘন আস্ফালন করিতে করিতে ধাবিত হইতে ( ছুটাছুটি করিতে ) লাগিলেন। "পূরি পূরি"-স্থলে "মারিয়া সে"-পাঠান্তর।

৩৯। **দিগম্বর**—দিগ্‌বসন, উলঙ্গ। **কৃষ্ণাবেশে**—কৃষ্ণ-প্রেমে আবিষ্ট হইয়া। **বসন না জানে**—পরিধানের বস্ত্র কোথাও আছে, তাহাও জানিতে পারেন না। **বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য**—বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্‌ভাগবতের পুরাণ-শ্রেষ্ঠত্ব-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীসূত গোস্বামী বলিয়াছেন—"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানমিদং তথা ॥ ভা. ১২।১৩।১৬ ॥—নদীসমূহের মধ্যে যেমন গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে যেমন অচ্যুত শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন শম্ভু ( শিব ) শ্রেষ্ঠ, তেমনি পুরাণসমূহের মধ্যে এই শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রেষ্ঠ।" **কহিয়া তারক-রামনামে**—তারক ( সংসার-বন্ধন হইতে পরিত্রাণকারী ) রাম-নাম কীর্তন করিতে করিতে ( শঙ্কর নাচিতেছেন )।

৪০। "শিব নাচে মহানন্দে"-স্থলে "আনন্দে মহেশ নাচে"-পাঠান্তর। **নিজ প্রভুর**—মহেশের প্রভু শ্রীগৌরের।

৪১। **চতুরানন**—চতুর্মুখ ব্রহ্মা। **পরিবার**—পরিকর। কশ্যপ-কর্দমাদি ব্রহ্মার পরিকর। **মহামুখ্য**—পরম শ্রেষ্ঠ। "মহামুখ্য"-স্থলে "মহা দক্ষ"-পাঠান্তর। **পাছে নাচে** ইত্যাদি—কশ্যপাদি সকলে ব্রহ্মার পশ্চাতে থাকিয়া নৃত্য করিতেছিলেন।

৪২। "ছাড়ি দীর্ঘ"-স্থলে "ছাড়ে ঘন"-পাঠান্তর। **ভক্তি-অধ্যাপনা**—ভক্তি-শিক্ষা-দান।

দেবর্ষি নারদ নাচে,　　রহিয়া ব্রহ্মার পাছে।
নয়নে বহয়ে প্রেমজল।
পাইয়া যশের সীমা,　　কোথা বা রহিল বীণা,
না জানয়ে, আনন্দে বিহ্বল ॥ ৮ ॥ ৪৩

চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য,　　শুকদেব করে নৃত্য,
ভক্তির মহিমা শুক জানে।
লোটাইয়া পড়ে ধূলি,　　'জগাই মাধাই' বলি,
করে বহু দণ্ডপরণামে ॥ ৯ ॥ ৪৪

নাচে ইন্দ্র সুরেশ্বর,　　মহাবীর বজ্রধর,
আপনারে করে অনুতাপ।
সহস্র-নয়নে ধার,　　অবিরত বহে যার,
সফল হইল ব্রহ্মশাপ ॥ ১০ ॥ ৪৫

প্রভুর মহিমা দেখি,　　ইন্দ্রদেব বড় সুখী,
গড়াগড়ি যায় পরবশ।
কোথা গেল বজ্রসার,　　কোথায় কিরীট হার,
ইহারে সে বলি 'কৃষ্ণরস' ॥ ১১ ॥ ৪৬

চন্দ্র সূর্য্য পবন,　　কুবের বহ্নি বরুণ,
নাচে সব—যত লোকপাল।
সভেই কৃষ্ণের ভৃত্য,　　কৃষ্ণরসে করে নৃত্য,
দেখিয়া কৃষ্ণের ঠাকুরাল ॥ ১২ ॥ ৪৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৩। **পাইয়া যশের সীমা**—জগাই-মাধাইর উদ্ধারে গৌরের মহিমার সীমা অনুভব করিয়া।

৪৪। **দণ্ডপরণাম**—দণ্ডবৎ প্রণাম।

৪৫। **সুরেশ্বর**—সুরগণের ( দেবতাগণের ) ঈশ্বর—ইন্দ্র। **বজ্র**—ইন্দ্রের অস্ত্রের নাম বজ্র। **আপনারে করে অনুতাপ**—নিজেকে ধিক্কার দিয়া অনুতাপ করেন। "ধিক্ আমাকে। ধিক্ আমার কর্মকে, যে-কর্মের ফলে এই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য হইতে আমি বঞ্চিত হইয়াছি; নবদ্বীপে জন্ম হইলে সর্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকার এবং প্রভুর লীলা-দর্শনের সৌভাগ্য আমার হইত।"-ইত্যাদি বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র অনুতাপ করিতে লাগিলেন। "করে"-স্থলে "করি"-পাঠান্তর। **ধার**—অশ্রুধারা। **ব্রহ্মশাপ**—ব্রাহ্মণ গৌতম-ঋষির শাপ। দেবরাজ ইন্দ্র এক সময়ে গৌতম-ঋষির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তখন গৌতম-পত্নী অহল্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি অহল্যার সহিত সঙ্গম করিয়াছিলেন। গৌতম তাহা জানিতে পারিয়া ইন্দ্রকে শাপ দিয়াছিলেন। গৌতমের শাপে দেবরাজ ইন্দ্র প্রথমে সহস্র যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; পরে, গৌতমকে স্তবে সন্তুষ্ট করায় সহস্রযোনি সহস্র চক্ষুতে পরিণত হয়। এখন গৌরসুন্দরের লীলাদর্শনে সেই সহস্র নয়ন সার্থকতা লাভ করিল। গৌতম শাপ না দিলে ইন্দ্রের সহস্র নয়ন হইত না। গৌতমের শাপই এক্ষণে ইন্দ্রের পক্ষে বর হইয়া পড়িয়াছে। দুই নয়নে এই অপরূপ লীলা কতই বা দেখা যাইত?

৪৬। **পরবশ**—আত্মবশ ( ধৈর্য ) হারাইয়া। অথবা পরম-প্রেমে বশীভূত হইয়া ( অর্থাৎ অধীর হইয়া )। **বজ্রসার**—বজ্র এবং সার ( ধৈর্য )। অথবা, সমস্ত অস্ত্রের সার বজ্র।

৪৭। **কৃষ্ণের ঠাকুরাল**—গৌর-কৃষ্ণের ঠাকুরালি ( ঐশ্বর্য, মহিমা )।

নাচে সব দেবগণ, সভে উলসিত-মন,
ছোট বড় না জানে হরিষে।
বড় হয় ঠেলাঠেলি, তভু সভে কুতূহলী,
সত্য সুখ কৃষ্ণের আবেশে ॥ ১৩ ॥ ৪৮

নাচে প্রভু ভগবান্‌, 'অনন্ত' যাঁহার নাম,
বিনতানন্দন করি সঙ্গে।
সকল বৈষ্ণবরাজ, পালন যাঁহার কাজ,
আদিদেব সেহো নাচে রঙ্গে ॥ ১৪ ॥ ৪৯

অজ ভব নারদ, শুক-আদি যত দেব,
অনন্ত বেড়িয়া সভে নাচে।
গৌরচন্দ্র অবতার, ব্রহ্মদৈত্য-উদ্ধার,
সহস্রবদন গায় মাঝে ॥ ১৫ ॥ ৫০

কেহো কান্দে কেহো হাসে,' দেখি মহাপরকাশে,
কেহো মূর্চ্ছা পায় সেই ঠাঁই।
কেহো বোলে "ভালভাল, গৌরচন্দ্রঠাকুরাল,
ধন্য পাপী জগাই মাধাই ॥" ১৬ ॥ ৫১

নৃত্য-গীত-কোলাহলে, কৃষ্ণ-যশ সুমঙ্গলে,
পূর্ণ হৈল সকল আকাশ।
মহা জয় জয়-ধ্বনি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শুনি,
অমঙ্গল সব গেল নাশ ॥ ১৭ ॥ ৫২

সত্যলোক-আদি জিনি, উঠিল মঙ্গলধ্বনি,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পূরিল পাতাল।
ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধার, বই নাহি শুনি আর,
প্রকট গৌরাঙ্গ-ঠাকুরাল ॥ ১৮ ॥ ৫৩

হেনমতে মহাজন, ভাগবত দেবগণ,
কৃষ্ণাবেশে চলিলেন পুরে।
গৌরাঙ্গচন্দ্রের যশ, বিনে আর কোন রস,
কাহারো বদনে নাহি স্ফুরে ॥ ১৯ ॥ ৫৪

জয় জগতমঙ্গল, প্রভু গৌরচন্দর,
জয় সর্ব্ব-জীবলোক-নাথ।
উদ্ধারিলা করুণাতে, ব্রহ্মদৈত্য যেনমতে,
সভা' প্রতি কর' দৃষ্টিপাত ॥ ২০ ॥ ৫৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৮। "জানে"-স্থলে "মানে"-পাঠান্তর। **হরিষে**—অত্যধিক হর্যবশতঃ। **বড়**—অত্যন্ত। "বড়"-স্থলে "কত" এবং "সত্য"-স্থলে "নৃত্য"-পাঠান্তর।

৪৯। **নাচে প্রভু** ইত্যাদি—অনন্ত-নামক প্রভু ভগবান্ নৃত্য করেন। **অনন্ত**—সহস্রবদন অনন্তদেব। **বিনতানন্দন**—বিনতার পুত্র গরুড়। **সকল বৈষ্ণবরাজ**—সকল ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (অনন্তদেব)। **পালন যাঁহার কাজ**—যিনি স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া পৃথিবীকে পালন (রক্ষা) করেন। **আদি দেব**—অনন্তদেব। ১।১।৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫১। "পাপী"-স্থলে "ধন্য"-পাঠান্তর।

৫২। "কৃষ্ণ-যশ"-স্থলে "কৃষ্ণরস" এবং "সকল"-স্থলে "এ-ভূমি"-পাঠান্তর।

৫৪। "হেনমতে মহাজন, ভাগবত দেবগণ"-স্থলে "হেন মহাভাগবত, সব দেবগণ যত," "হেন মতে মহাভাগ, যত সব দেবগণ" এবং "হেন মতে মহাভাগ, ভাবি কৃষ্ণ-অনুরাগ"-পাঠান্তর।

৫৫। **চন্দর**—চন্দ্র। "চন্দর"- স্থলে "সুন্দর", "জয় জগতমঙ্গল, প্রভু গৌরচন্দর"-স্থলে "জয় জয় জগতমণ্ডল প্রভু গৌরচন্দ্র" এবং "উদ্ধারিলা করুণাতে, ব্রহ্মদৈত্য যেন মতে"-স্থলে "করুণায়ে উদ্ধারিলা ব্রহ্মদৈত্য যেন, তেন"-পাঠান্তর।

জয়জয় শ্রীচৈতন্য সংসারতারক ধন্য, শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, প্রভু ভাল ভক্তবৃন্দ,
পতিত-পাবন ধন্য বাণা। বৃন্দাবনদাস গুণ গাণা ॥ ২১ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে যমরাজ-সঙ্কীর্তনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৬। **পতিতপাবন ধন্য বাণা**—পূর্ববর্তী ৩৬ ত্রিপদীর টীকা দ্রষ্টব্য। **শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ এবং তাঁহাদের ভক্তবৃন্দ—ইঁহারা সকলেই ভাল ( উত্তম—যেহেতু তাঁহারা সকলেই পতিতপাবন )। **বৃন্দাবনদাস** ইত্যাদি—বৃন্দাবনদাস তাঁহাদের গুণ ( মহিমাদি ) কীর্তন করিতেছেন। **গানা**—গান করেন। "শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ"-ইত্যাদি-স্থলে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দচাঁদ প্রভু, ভাল বৃন্দাবনদাস গানা।"-পাঠান্তর। পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"কোন কোন পুঁথিতে প্রত্যেক পদের শেষে একটি করিয়া 'রে' বা 'রে আ' আছে।"

ইতি মধ্যখণ্ডে চতুর্দশ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা
( ৩০. ৮. ১৯৬৩—৩১. ৮. ১৯৬৩ )

## পঞ্চদশ অধ্যায়

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
অনন্ত অচিন্ত্য লীলা করয়ে সদায় ॥ ১

এত সব প্রকাশেও কেহো নাহি চিনে।
সিন্ধুমাঝে চন্দ্র যেন না জানিল মীনে ॥ ২

জগাই মাধাই দুই—চৈতন্যকৃপায়।
পরম-ধাম্মিকরূপে বৈসে নদীয়ায় ॥ ৩

উষঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে ॥ ৪

### নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**বিষয়।** প্রভুর কৃপাপ্রাপ্তির পরে জগাই-মাধাইর নিত্যকৃত্য। মাধাইর নির্বেদ ও নিত্যানন্দ-স্তুতি। মাধাইর প্রতি নিত্যানন্দের উপদেশ। মাধাইর "ব্রহ্মচারী"-খ্যাতি। জগাই-মাধাইর উদ্ধার দর্শনে লোকের বিস্ময়।

১। **হেনমতে**—পূর্বোল্লিখিত প্রকারে। **সদায়**—সর্বদা।

পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন, এই পয়ারের পূর্বে, অর্থাৎ এই অধ্যায়ের আরম্ভে, "মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—"মায়ূর রাগ। দেখ গোরাচাঁদের কত ভাঁতি। শিব শুক নারদ, ধেয়ানে না পাওত, সো পঁহু অকিঞ্চন সঙ্গে দিনরাতি ॥ ধ্রু ॥" ভাঁতি=ভাতি—প্রকার, মহিমা-প্রকাশের প্রকার (রকম)। কত ভাঁতি—গোরাচাঁদ কত প্রকারে তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। ধেয়ানে—ধ্যানে। না পাওত—পায়েন না। সো পঁহু—সেই প্রভু গৌরচন্দ্র। **অকিঞ্চন**—"শ্রীকৃষ্ণ-চরণব্যতীত আমার বলিতে আর কিছুই নাই"—এইরূপই যাঁহারা প্রাণের অন্তস্তলে ভাব পোষণ করেন, বাস্তবিক তাঁহারাই হইতেছেন অকিঞ্চন। সংসারী লোক ধন-জনাদি লাভের এবং রক্ষার জন্য যেরূপ চেষ্টা করেন, অকিঞ্চনগণ তাহা কখনও করেন না; সুতরাং ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাঁহারা দরিদ্র—সর্বপ্রকারে নিঃসম্বল। লোকে যাঁহাদিগকে নিতান্ত দরিদ্র, হীন মনে করেন, প্রভু গৌরচন্দ্র—শিব-শুকাদিও অনবরত ধ্যান করিয়া যাঁহাকে পায়েন না, সেই প্রভু গৌরচন্দ্র—দিবারাত্রি তাঁহাদের সঙ্গেই থাকেন, তাঁহাদের সহিতই সর্বদা নৃত্য-কীর্তনাদি করেন।

২। **এত সব প্রকাশেও**—প্রভুর মহিমা এতভাবে প্রকাশ পাইলেও, **কেহো নাহি চিনে**—বহির্মুখ লোকগণ তাঁহাকে চিনিতে পারেন না, তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্বের উপলব্ধি পায়েন না। **সিন্ধুমাঝে** ইত্যাদি—প্রাচীন শাস্ত্র বলেন, সমুদ্রেই চন্দ্রের উৎপত্তি; সুতরাং সমুদ্রবাসী মীনে (মৎস্যসমূহ) চন্দ্রকে দেখিবারই কথা; কিন্তু মৎস্যগণ চন্দ্রকে দেখিতে পায় না; যেহেতু, মৎস্যগণের দৃষ্টি চন্দ্রের দিকে যায় না, বাহিরের দিকেই ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের আহার্যের সন্ধানে। তদ্রূপ বহির্মুখ লোকগণের দৃষ্টিও বহির্মুখতাবশতঃ প্রভুর স্বরূপের দিকে যাইতে পারে না, তাহাদের দেহ-সুখ-জনক বস্তুর দিকেই সর্বদা ধাবিত হয়। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্করণে "মানে" পাঠ দৃষ্ট হয়। ইহা বোধ হয় মুদ্রাকর-প্রমাদ।

আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' বলি করয়ে ক্রন্দন ॥ ৫
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার।
'কৃষ্ণের দয়িত' দেখে সকল সংসার ॥ ৬
পূর্ব্বে যে করিল হিংসা, তাহা স্মঙরিয়া।
কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥ ৭
"গৌরচন্দ্র আরে বাপ পতিতপাবন!"
স্মঙরিস্মঙরি পুন করয়ে ক্রন্দন ॥ ৮
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে।
স্মঙরি চৈতন্যকৃপা দুইজন কান্দে ॥ ৯
সর্ব্বজনসহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
অনুগ্রহ আশ্বাস করয়ে নিরন্তর ॥ ১০
আপনে বসিয়া প্রভু ভোজন করায়।
তথাপিহ দুঁহে চিত্তে সোয়াথ না পায় ॥ ১১
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া।
পুনঃপুন কান্দে বিপ্র তাহা স্মঙরিয়া ॥ ১২

**নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা**

৫। **আপনারে ধিক্কার** ইত্যাদি—ভক্তি হইতে উথিত দৈন্যবশতঃ, পূর্ব-দুষ্কৃতির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহারা নিজেদিগকে ধিক্কার দিতে থাকেন।

৬। **পাইয়া কৃষ্ণের রস**—কৃষ্ণভক্তিরসের আস্বাদন পাইয়াছেন বলিয়া জগাই-মাধাই **পরম উদার**—অত্যন্ত উদার হইয়াছেন, তাঁহাদের দেহাবেশ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে দেহাবেশ-জনিত সঙ্কীর্ণতাও দূরীভুত হইয়াছে; তাঁহারা সংসারে যাহা কিছু দেখেন, তৎসমস্তকেই কৃষ্ণসম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুরূপেই দেখেন। যাঁহার চক্ষুতে নীলবর্ণের চশমা থাকে, তিনি যেমন সকল বস্তুকেই নীলবর্ণ দেখেন, তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণে জগাই-মাধাইর প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি জন্মিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণই যে জীবের একমাত্র প্রিয়, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের চক্ষু, এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ও কৃষ্ণবিষয়ে প্রিয়ত্বের বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহারা **কৃষ্ণের দয়িত দেখে** ইত্যাদি—জগতের সকল বস্তুকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিজনক, শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগী বলিয়া, মনে করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রিয় বলিয়া, সকল জীবই যে শ্রীকৃষ্ণের দয়িত (প্রিয়), তাহাও তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, শ্রীকৃষ্ণই সকল জীবের একমাত্র প্রিয় বলিয়া এবং প্রিয়ত্ব-বস্তুটি স্বরূপতঃই পারস্পরিক বলিয়া, জীবমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণেরও প্রিয়। প্রভুর কৃপায় ভাগ্যবান্ জগাই-মাধাই তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন।

৮-৯। **পুনঃ**—পুনঃ পুনঃ **আহারের চিন্তা** ইত্যাদি—কৃষ্ণভক্তিরসের আস্বাদনজনিত আনন্দের আবেশে এবং সর্বদা কৃষ্ণস্মৃতি-জনিত আনন্দের আবেশে, তাঁহাদের দেহ-স্মৃতি লোপ পাইয়াছিল; সে-জন্য দেহের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত আহারের চিন্তাও তাঁহাদের ছিল না, কৃষ্ণানন্দেই তাঁহাদের-চিত্ত ভরপূর হইয়া রহিয়াছিল।

১০। **সর্ব্বজন সহিত**—সমস্ত ভক্তের সহিত। **অনুগ্রহ** ইত্যাদি—ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভু বিশ্বম্ভর তাঁহাদিগকে সর্বদা অনুগ্রহ করেন এবং "কৃষ্ণ তোমাদিগকে কৃপা করিবেন, কোনও চিন্তা নাই" এইরূপ আশ্বাসও দিয়া থাকেন।

১১-১২। **সোয়াথ**—সোয়াস্তি, শান্তি। **নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া**—নিত্যানন্দের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া, নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করিয়া, তাঁহার চরণে অপরাধী হইয়াছেন বলিয়া।

নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ।
তথাপি মাধাই চিত্তে না পায় প্রসাদ ॥ ১৩
"নিত্যানন্দ-অঙ্গে মুঞি কৈলুঁ রক্তপাত।"
ইহা বলি নিরন্তর করে আত্মঘাত ॥ ১৪
"যে অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র করয়ে বিহার।
হেন অঙ্গে মুঞি পাপী করিলুঁ প্রহার।।" ১৫
মূর্চ্ছাগত হয় ইহা সঙরি মাধাই।
অহর্নিশ কান্দে, আর কিছু চিন্তা নাই ॥ ১৬
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বালক-আবেশে।
অহর্নিশ নদীয়ায় বুলেন হরিষে ॥ ১৭
সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ-রায়।
অভিমান নাহি—সর্ব্বনগরে বেড়ায় ॥ ১৮
একদিন নিত্যানন্দ নিভৃতে দেখিয়া।
পড়িলা মাধাই দুই-চরণে ধরিয়া ॥ ১৯
প্রেমজলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ।
দন্তে তৃণ করি করে প্রভুর স্তবন ॥ ২০
"বিষ্ণুরূপে তুমি প্রভু! করহ পালন।
তুমি সে ফণায় ধর অনন্ত ভুবন ॥ ২১
ভক্তির স্বরূপ প্রভু! তোমার কলেবর।
তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্ব্বতী-শঙ্কর ॥ ২২
তোমার সে ভক্তিযোগ, তুমি কর' দান।
তোমা' বই চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন ॥ ২৩
তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হই কুতূহলী ॥ ২৪
তুমি সে অনন্ত-মুখে কৃষ্ণগুণ গাও।
সর্ব্বধর্ম্মশ্রেষ্ঠ ভক্তি, তুমি সে বুঝাও ॥ ২৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩-১৪। **নিত্যানন্দ ছাড়িল** ইত্যাদি—যদিও নিত্যানন্দ মাধাইর সকল অপরাধ ছাড়িয়া দিয়াছেন (ক্ষমা করিয়াছেন)। **করে আত্মঘাত**—নিজেকে নিজে প্রহার করেন।

১৭। **বালক-আবেশে**—বাল্যভাবের আবেশে। **বুলেন**—ঘুরিয়া বেড়ায়েন।

১৮। **সহজে**—স্বভাবতঃ। **অভিমান নাহি**—কোনওরূপ অহঙ্কার নাই। **সর্ব্বনগরে**—সমস্ত নবদ্বীপে, সকলের ঘরেই।

১৯। **নিত্যানন্দ**—নিত্যানন্দকে। **নিভৃতে**—নির্জনে। "দেখিয়া"-স্থলে "পাইয়া" এবং "বসিয়া"-পাঠান্তর। নিভৃতে বসিয়া—মাধাই যখন নিভৃতে বসিয়াছিলেন, তখন।

২০। **প্রেমজলে**—প্রেমাশ্রুতে। **ধোয়াইল**—প্রক্ষালিত করিলেন। "ধোয়াইল"-স্থলে "ধোয়াইয়া"-পাঠান্তর। **প্রভুর**—প্রভু নিত্যানন্দের। **স্তবন**—স্তুতি। পরবর্তী ২১-৫৫ পয়ার-সমূহে এই স্তুতি কথিত হইয়াছে।

২১। **বিষ্ণুরূপে**—ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুরূপে। ১।১।৬ পয়ারের টীকা ও ১।১।১৪-শ্লোক-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। **ফণায় ধর**—অনন্তদেবরূপে, ফণার উপরে ধারণ কর।

২২-২৩। **ভক্তির স্বরূপ** ইত্যাদি—মূল-ভক্ত-অবতার বলরামই নিত্যানন্দ বলিয়া এ-সকল কথা বলা হইয়াছে। **তুমি কর দান**—তুমিই ভক্তিযোগ দান করিয়া থাক।

২৪। **তোমার সে প্রসাদে**—তোমার কৃপাতেই। নিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন বলরামেই ভগবদ্-বহন-শক্তি; তাই তাঁহার কৃপাতেই গরুড় ভগবান্‌কে বহন করেন। **লীলায়**—অনায়াসে।

২৫। **অনন্ত-মুখে**—অনন্তদেবের মুখে, অনন্ত-দেবরূপে।

তোমারি সে গুণ গায় ঠাকুর নারদ।
তোমার সে যত কিছু চৈতন্যসম্পদ॥ ২৬
তোমার সে 'কালিন্দীভেদন' করি নাম।
তোমা' সেবি জনক পাইল মহাজ্ঞান॥ ২৭
সর্ব্বধর্ম্মময় তুমি পুরুষ পুরাণ।
তোমারে সে বেদে বোলে 'আদিদেব' নাম॥ ২৮
তুমি সে জগতপিতা, মহাযোগেশ্বর।
তুমি সে লক্ষ্মণচন্দ্র মহাধনুর্দ্ধর॥ ২৯
তুমি সে পাষণ্ডক্ষয় রসিক আচার্য্য।
তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্ব্ব কার্য্য॥ ৩০
তোমারে সেবিয়া পূজ্যা হৈলা মহামায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চাহে তোমা'-পদ-ছায়া॥ ৩১
তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাভক্তি।
যত কিছু চৈতন্যের—তুমি সর্ব্বশক্তি॥ ৩২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৬। **চৈতন্য-সম্পদ**—শ্রীচৈতন্যরূপ সম্পত্তি তোমারই, অপর কাহারও নহে; তুমি কৃপা করিয়া যাঁহাকে শ্রীচৈতন্য-চরণ বা শ্রীচৈতন্য-সেবা দাও, তিনিই তাহা পাইতে পারেন, অপর কেহ না। অথবা, **চৈতন্য-সম্পদ**—শ্রীচৈতন্যের সম্পদ (মহিমা)। **তোমার সে যত** কিছু ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যের যত কিছু মহিমা, তাহা তোমারই মহিমা; অর্থাৎ তত্ত্বতঃ শ্রীচৈতন্য ও তোমাতে কোনও ভেদ নাই বলিয়া শ্রীচৈতন্যের মহিমাও তোমারই মহিমা। অথবা, শ্রীচৈতন্যের মুখ্য মহিমা হইতেছে তাঁহার মধ্যে অবস্থিত ভক্তির মহিমা। তুমি (শ্রীনিত্যানন্দ) মূল-ভক্ত-তত্ত্ব বলিয়া তোমার মধ্যে যে ভক্তি বিরাজিত, তাহার মহিমাও হইতেছে শ্রীচৈতন্যের ভক্তির মহিমার অনুরূপই; সুতরাং তোমাদের উভয়ের মহিমা হইতেছে ভক্তিরই মহিমা। অথবা, শ্রীচৈতন্য যত কিছু লীলা করেন, তোমার সহায়তাতেই সে-সমস্ত তিনি করেন (নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥ চৈ. চ. ১।৫।১৩৪); যে-সমস্ত লীলাতে শ্রীচৈতন্যের যে মহিমা প্রকটিত হয়, তোমার সহায়তাতে তাহা হয় বলিয়া সেই মহিমাকে তোমার মহিমাও বলা যায়।

২৭। কালিন্দী—যমুনা। **কালিন্দী-ভেদন**—স্বীয় অস্ত্র লাঙ্গলের দ্বারা বলরাম যমুনাকে ভেদ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এক নাম "কালিন্দী-ভেদন"। সেই বলরামই নিত্যানন্দ, তাই নিত্যানন্দও "কালিন্দী-ভেদন।" বলরামের যমুনাকর্ষণ-লীলার কথাই এ-স্থলে বলা হইয়াছে। ২।১১।৫৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**তোমা সেবি জনক** ইত্যাদি—তোমার বলরাম-রূপের সেবা করিয়া মিথিলাপতি জনক মহাজ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করিয়াছিলেন। এক সময়ে বলরাম মিথিলায় গমন করিয়া মিথিলাধিপতির প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সে-স্থানে কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন (পরবর্তী ২।১৯।১৯৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সম্ভবতঃ সেই সময়েই মিথিলাপতি জনক বলরামের নিকটে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

২৮। **আদিদেব**—১।১।৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০। **পাষণ্ড-ক্ষয়**—পাষণ্ডিগের ক্ষয় (বিনাশ)-কারী। **রসিক আচার্য্য**—রসিক (কৃষ্ণভক্তি-রসজ্ঞ এবং কৃষ্ণভক্তি-রসাস্বাদক) এবং আচার্য—কৃষ্ণভক্তির উপদেষ্টা।

তুমি শয্যা, তুমি খট্টা, তুমি সে শয়ন।
তুমি চৈতন্যের ছত্র, তুমি প্রাণ ধন ॥ ৩৩
তোমা' বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর।
তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার ॥ ৩৪
তুমি সে করহ প্রভু! পতিতের ত্রাণ।
তুমি সে সংহার' সর্ব্বপাষণ্ডীর প্রাণ ॥ ৩৫
তুমি সে করহ প্রভু! বৈষ্ণবের রক্ষা।
তুমি সে বৈষ্ণবধর্ম্ম করাইলা শিক্ষা ॥ ৩৬
তোমার কৃপায় সৃষ্টি করে অজ-দেবে।
তোমারে সে রেবতী বারুণী কান্তি সেবে ॥ ৩৭
তোমার সে ক্রোধে মহারুদ্র-অবতার।
সেই দ্বারে কর' সর্ব্বসৃষ্টির সংহার ॥ ৩৮

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ( ২।৫।১৯ )—
"সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্ত্রয়ম্ ॥" ১ ॥

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৩। **খট্টা**—খাট। "তুমি শয্যা, তুমি খট্টা"-স্থলে "তুমি সঙ্গী, তুমি সখা" পাঠান্তর। ১।১।৩১-৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৪। **কৃষ্ণের দ্বিতীয়** ইত্যাদি—২।১২।২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তুমি গৌরচন্দ্রের** ইত্যাদি—গৌরচন্দ্রের সকল অবতারেই ( অর্থাৎ গৌরচন্দ্র যখন যে-স্বরূপ প্রকটিত করিয়া অবতীর্ণ হয়েন, তখন সেই স্বরূপের পরিকররূপেই ) তুমি অবতীর্ণ হও।

৩৭। **অজ**—ব্রহ্মা। **তোমার কৃপায়** ইত্যাদি—তোমার কৃপাতেই ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য নির্বাহ করিতে সমর্থ। গর্ভোদকশায়ীর শক্তিতেই ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য করেন। সেই গর্ভোদকশায়ী হইতেছেন বলরামের এক অংশ-অবতার; সুতরাং বলরামের ( অর্থাৎ নিত্যানন্দের ) কৃপাতেই ব্রহ্মার সৃষ্টি-শক্তি **রেবতী**—বলরামের কান্তা। **বারুণী**—বরুণ-কন্যা; ইনি কাদম্বরী মদিরা দ্বারা বলরামের সেবা করেন। ২।৫।৪১, ৪৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই মদিরা প্রাকৃত মদিরা নহে। কান্তি—লক্ষ্মী ( ভা. ১০।৬৫।৩১ ॥ টীকায় "কান্তির্লক্ষ্মীঃ।" স্বামিপাদ )। বারুণী এবং কান্তি ( লক্ষ্মী ) যে বলরামের উপাসনা ( সেবা ) করেন, বিষ্ণুপুরাণ হইতে তাহা জানা যায়। "লাঙ্গলাসক্তহস্তাগ্রো বিভ্রন্মুষলমুত্তমম্। উপাস্যতে স্বয়ং কান্ত্যা যো বারুণ্যা চ মূর্ত্তয়া ॥ বি. পু. ২।৫।১৮ ॥" কান্তি-শব্দের আরও একটি অর্থ আছে—শোভা (ভা. ১০।৮৫।৭)। এ-স্থলে "শোভা" অর্থও অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। সর্বশোভা তোমার সেবা করে। "কান্তি"-স্থলে "কান্ত" এবং "সদা"-পাঠান্তর। কান্ত সেবে—রেবতী ও বারুণী তাঁহাদের কান্ত ( প্রাণবল্লভ, প্রাণাধিক প্রিয় ) তোমার সেবা করেন।

৩৮। **তোমার সে ক্রোধে** ইত্যাদি—নিম্নোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকে এই উক্তির প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। **সেই দ্বারে**—সেই মহারুদ্রদ্বারা। "সৃষ্টির"-স্থলে "দুষ্টের"-পাঠান্তর। ভা. ১২।৫।১ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ ॥—যাঁহার প্রসন্নতা হইতে ব্রহ্মার জন্ম এবং রুদ্র যাঁহার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন।"

**শ্লো ॥ ১ ॥ অন্বয় ॥** সঙ্কর্ষণাত্মকঃ ( সঙ্কর্ষণাত্মক ) রুদ্রঃ ( রুদ্র ) নিষ্ক্রাম্য ( নির্গত হইয়া, অনন্তদেবের বদন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ) জগত্ত্রয়ং ( ত্রিজগৎকে ) অত্তি ( গ্রাস করেন )। ২।১৫।১ ॥

সকল করিয়া তুমি কিছু নাহি কর'।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ তুমি বক্ষে ধর ॥ ৩৯
পরম-কোমল সুখ-বিগ্রহ তোমার।
যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ শয়ন বিহার ॥ ৪০
সেহেন শ্রীঅঙ্গে আমি করিলুঁ প্রহার।
মুঞি-হেন দারুণ পাতকী নাহি আর ॥ ৪১
পার্ব্বতী-প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লৈয়া।
যে অঙ্গ পূজয়ে শিব—জীবন করিয়া ॥ ৪২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**অনুবাদ।** অনন্তদেবের মুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সঙ্কর্ষণাত্মক রুদ্র ত্রিজগৎকে গ্রাস করিয়া থাকেন। ২।১৫।১ ॥

**ব্যাখ্যা।** এ-স্থলে বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকটির দ্বিতীয়ার্ধমাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্পূর্ণ শ্লোকটি হইতেছে এই। "কল্পান্তে যস্য বক্ত্রেভ্যো বিষানলশিখোজ্জ্বলঃ। সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্রয়ম্ ॥ বি. পু. ২।৫।১৯ ॥ —কল্পান্তকালে যাঁহার (যে অনন্তদেবের) বদনসমূহ হইতে বিষানল-শিখায় সমুজ্জ্বল সঙ্কর্ষণাত্মক রুদ্র নিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্রিজগৎকে গ্রাস করিয়া থাকেন।" সহস্রবদন অনন্তদেব হইতেছেন মূলসঙ্কর্ষণ বলরামের এক অংশাংশ-স্বরূপ—সুতরাং তত্ত্বতঃ বলরাম (বা নিত্যানন্দ)। তাঁহার মুখ হইতেই জগতের সংহারকর্তা রুদ্রের উদ্ভব। অনন্তদেবের মুখ হইতে উদ্ভূত বলিয়া তত্ত্বতঃ রুদ্র হইতেছেন অনন্তদেবের অংশ—সুতরাং অনন্তদেবেরও অংশী মূলসঙ্কর্ষণ বলরামের অংশ বলিয়া তাঁহাকে সঙ্কর্ষণাত্মক বলা হইয়াছে—সঙ্কর্ষণই আত্মা বা আদি যাঁহার, তিনি সঙ্কর্ষণাত্মক।

৩৯। **তুমি কিছু নাহি কর**—ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি এবং রুদ্ররূপে সংহার করিয়াও সে-সমস্ত কার্যে স্বয়ংরূপে তুমি নির্লিপ্ত থাক। **অনন্তব্রহ্মাণ্ডনাথ** ইত্যাদি—অনন্তব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি গৌরচন্দ্রকে তুমি তোমার বক্ষে (হৃদয়ে) ধারণ করিয়া থাক। অথবা হে নাথ (প্রভু)! তুমি অনন্তব্রহ্মাণ্ডকে (অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবসমূহকে তোমার) বক্ষে ধারণ করিয়া থাক (যে-সমস্ত প্রিয় লোককে বক্ষে ধারণ করা হয়, তাহাদের মঙ্গলের জন্যই যেমন সকলের আগ্রহ, তেমনি অনন্তব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবসমূহের পারমার্থিক কল্যাণের জন্য তোমার সর্বদা আগ্রহ, ব্যাকুলতা। তোমারই সৃষ্ট বলিয়া তাহারা তোমার বাৎসল্যের পাত্র ; তাই তাহাদের মঙ্গলের নিমিত্ত তোমার ব্যাকুলতা)।

৪০। **পরম-কোমল**—অত্যন্ত কোমল (নরম)। **সুখ-বিগ্রহ তোমার**—সুখ-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ (সুতরাং দুঃখ-গন্ধলেশ-শূন্য) তোমার বিগ্রহ (দেহ)। **যে বিগ্রহে** ইত্যাদি—তোমার যে শরীরের উপরে শ্রীকৃষ্ণ শয়ন-রূপ বিহার (লীলা) করিয়া থাকেন। বলরাম শয্যারূপেও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ১।১।৩১-৩২ পয়ার দ্রষ্টব্য। "শয়ন"-স্থলে "যশের"-পাঠান্তর।

৪১। **মুঞি-হেন**—আমার ন্যায়। "মুঞি হেন"-স্থলে "মোহধিক"-পাঠান্তর। মোহধিক—আমা হইতে অধিক।

৪২। **পার্ব্বতী প্রভৃতি** ইত্যাদি—১।১।১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **জীবন করিয়া**—প্রাণতুল্য প্রিয় মনে করিয়া।

যে অঙ্গ-স্মরণে সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন।
হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে মোহর কারণ ॥ ৪৩
চিত্রকেতু-মহারাজা যে অঙ্গ সেবিয়া।
সুখে বিহরয়ে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হৈয়া ॥ ৪৪
যে অঙ্গ সেবিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ।
পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধবিমোচন ॥ ৪৫
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ।
হেন অঙ্গ মুঞি পাপী করিলুঁ লঙ্ঘন ॥ ৪৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৩। **মোহর কারণ**—আমার জন্য।

৪৪। **চিত্রকেতু মহারাজা**—ভা. ৬।১৪-১৬ অধ্যায়ে চিত্রকেতুর বিবরণ কথিত হইয়াছে। চিত্রকেতু ছিলেন শূরসেন দেশে এক সার্বভৌম নরপতি। তাঁহার কোটিসংখ্যক ভার্যা ছিলেন; তন্মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা এবং সর্বশ্রেষ্ঠা কৃতদ্যুতি ছিলেন তাঁহার পট্টমহিষী। কিন্তু তিনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। ঋষি অঙ্গিরার প্রসাদে কৃতদ্যুতি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। তাহাতে কৃতদ্যুতির সপত্নীগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া গোপনে বিষপ্রয়োগ করিয়া এই সন্তানটিকে নষ্ট করিয়া দিলেন। তাহাতে চিত্রকেতু এবং তাঁহার পট্টমহিষী অত্যন্ত খেদান্বিত হইলে নারদের সহিত অঙ্গিরা আসিয়া এবং মৃত সন্তানের জীবাত্মাকে আনাইয়া তাহা দ্বারা জীবের জন্ম-মৃত্যুর রহস্য প্রকাশ করাইয়া চিত্রকেতুকে এবং তাঁহার পট্টমহিষীকে সান্ত্বনা দিলেন। চিত্রকেতুর নির্বেদ উপস্থিত হইল; তিনি যমুনাতীরে যাইয়া স্নান-তর্পণাদি সমাপন-পূর্বক মৌনী এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া অঙ্গিরা ও নারদের উদ্দেশ্যে প্রণিপাত জানাইলে, নারদ ও অঙ্গিরা সেই স্থানে উপনীত হইয়া চিত্রকেতুকে বিদ্যা উপদেশ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। চিত্রকেতু তাঁহাদের উপদেশানুসারে সমাহিত হইয়া জলমাত্র পান করিয়া জীবনধারণপূর্বক সপ্তাহকাল সেই বিদ্যা ধারণ করিলেন এবং সেই বিদ্যার প্রভাবে তিনি অস্খলিত বিদ্যাধরাধিপত্য লাভ করিলেন। সেই বিদ্যাদ্বারাই তাঁহার মনের এক অদ্ভুত শক্তি জন্মিল, সেই মনের দ্বারাই গতিশীল হইয়া তিনি ভগবান্ শেষদেবের চরণ-সমীপে উপনীত হইলেন। সঙ্কর্ষণ অনন্ত (শেষ) দেবের দর্শনমাত্র চিত্রকেতুর সমস্ত কল্মষ নষ্ট হইয়া গেল, তাঁহার অন্তঃকরণ নির্মল ও স্বচ্ছ হইল, তাঁহার নয়নে অশ্রু এবং গাত্রে রোমাঞ্চ প্রকটিত হইল, তিনি প্রেম-গদ্‌গদকণ্ঠে সঙ্কর্ষণদেবের স্তব করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রেমাশ্রুর বাহুল্যে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর একটু স্থির হইয়া অনন্তদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ সঙ্কর্ষণ অনন্তদেব চিত্রকেতুকে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন।

৪৫। **যে অঙ্গ সেবিয়া শৌনকাদি** ইত্যাদি—ভা. ১০।৭৮-৭৯ অধ্যায়ে এই বিবরণ কথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক দন্তবক্র বধের পরে বলরাম তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া নৈমিষারণ্যে উপনীত হইলে শৌনকাদি ঋষিগণ যথাবিধানে তাঁহার অর্চনাদি করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পরে বলদেব নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া দ্বারকায় গিয়া কিছুকাল অবস্থান করিয়া পুনরায় নৈমিষারণ্যে গমন করিলে শৌনকাদি ঋষিগণ যথাবিধি তাঁহার অর্চনা করিয়াছিলেন। বলদেবও ঋষিদিগকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

( যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া মৈল সবংশে রাবণ ॥ ) ৪৭

যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয় ।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিবিদের নাশ হয় ॥ ৪৮

যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া নাশ গেল জরাসন্ধ ।
আরো মোর কুশল ! লঙ্ঘিলুঁ হেন অঙ্গ ॥
লঙ্ঘনের কি দায়, যাহার অপমানে ।
কৃষ্ণের শ্যালক 'রুক্মী' ত্যজিল পরাণে ॥ ৫০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৭। **যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া**—যে-তোমার লক্ষ্মণস্বরূপের দেহে শক্তিশেল বিদ্ধ করাইয়া।

৪৮। **ইন্দ্রজিত**—লঙ্কেশ্বর রাবণের পুত্র। ইনি লক্ষ্মণের অঙ্গে শক্তিশেল বিদ্ধ করিয়াছিলে **দ্বিবিদ**—ভা. ১০।৬৭ অধ্যায়ে দ্বিবিদের বিবরণ দৃষ্ট হয়। দ্বিবিদ ছিল এক মহাশক্তিশালী ব নরকাসুরের সখা। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নরকাসুর নিহত হইলে, তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দ্বি গোকুলে এবং অন্য যে-যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ বাস করিতেছিলেন, সেই সেই স্থানে গিয়া ত লোকগণের উপরে, স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে, নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিল। সেই সময়ে বল স্বীয় প্রেয়সীবর্গের সহিত রৈবতক-পর্বতে বিহার করিতেছিলেন। দ্বিবিদ সে-স্থানে গিয়াও নান অত্যাচার করিতে লাগিল এবং নানাভাবে বলদেবের প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিল। বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় মুষলের দ্বারা দ্বিবিদের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন।

৪৯। **জরাসন্ধ**—মগধের রাজা, কংসের শ্বশুর। ভা. ১০।৫০, ৫২, ৭২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। বলরামের অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ভীমকর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

৫০। **রুক্মী**—শ্রীকৃষ্ণের শ্যালক, রুক্মিণীদেবীর ভ্রাতা। শ্রীকৃষ্ণ যখন বিদর্ভনগর রুক্মিণীকে হরণ করিয়া দ্বারকায় আসিতেছিলেন, তখন রুক্মী স্বীয় পক্ষের রাজাদের নিকটে, "আমি হত্যা করিয়া রুক্মিণীকে ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে বিদর্ভনগরে প্রবেশ করিব না"—একথা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধের নিমিত্ত ধাবিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সম্যক্‌রূপে প হইয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বিদর্ভনগরে প্রত্যাবর্তন না করিয়া ভোজকট-পুরে বাস করিতে থাকেন এবং সে-স্থানেই স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। রুক্মিণীর প্রীতিবিধানার্থ পুত্র প্রদ্যুম্নের সহিত রুক্মী তাঁহার কন্যা রুক্মবতীর বিবাহ দিয়াছিলেন। এই রুক্মবতীর গর্ভেই তনয় অনিরুদ্ধের জন্ম। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শত্রুতা থাকিলেও স্বীয় ভগিনী রুক্মিণীদেবীর প্রতি স্নে রুক্মী, রুক্মিণীর পৌত্র এবং স্বীয় দৌহিত্র অনিরুদ্ধের সহিত স্বীয় পৌত্রী রোচনাকে বিবাহ দিতে হয়েন। এই বিবাহ উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিণী, বলরাম, সাম্ব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি ভোজক গিয়াছিলেন। বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, বলদেবের সহিত অক্ষক্রীড়া করিবার নিমিত্ত কলিঙ্গা প্রভৃতি নৃপগণ রুক্মীকে প্ররোচিত করিলেন। পণ রাখিয়া খেলা আরম্ভ হইল। বলরাম প পরাজিত হইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া রুক্মীপক্ষীয় কলিঙ্গরাজ দন্ত বিকশিত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। বলরামের তাহা সহ্য হইল না। আবার খেলা আরম্ভ হইল; বলরাম জয়ী হইলেন; কিন্তু রুক্মী এবং তাঁহার পক্ষীয় রাজন্যবর্গ তাহা স্বীকার করিলে

দীর্ঘ-আয়ু ব্রহ্মাসন পাইয়াও সূত ।
তোমা' দেখি না উঠিল, হৈল ভস্মীভূত ॥ ৫১

যাঁর অপমান করি রাজা দুর্য্যোধন ।
সবান্ধবে রাজপুরে পাইল মরণ ॥ ৫২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তখন পূর্বাপেক্ষা বহু বহু গুণ পণ রাখিয়া বলরাম আবার খেলা আরম্ভ করিলেন এবং এবারও তিনি জয়লাভ করিলেন ; রুক্মী প্রভৃতি তাহাও স্বীকার করিলেন না। এমন সময়ে এক দৈববাণী হইল যে, "ধর্মতঃ বলদেবই জয়ী হইয়াছেন, রুক্মীর বাক্য মিথ্যা।" কিন্তু রুক্মী এই দৈববাণীকেও অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় পক্ষীয় রাজন্যবর্গের সহিত—"তোমরা বনচারী, গোপালক, অক্ষক্রীড়া তোমরা জান না। রাজারাই তাহা জানেন। তোমরা কিরূপে তাহা জানিবে"—ইত্যাদি উপহাস-বাক্যে বলরামের অপমান করিতে লাগিলেন। তখন বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় পরিঘ-অস্ত্রে রুক্মীকে নিহত করেন এবং কলিঙ্গরাজের দন্তপাটি উৎপাটিত করেন ( ভা. ১০।৬১ অধ্যায় )।

৫১। **দীর্ঘ আয়ু ব্রহ্মাসন** ইত্যাদি—বলরাম যখন নৈমিষারণ্যে গিয়াছিলেন ( ২।১৫।৪৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ), তখন সূত রোমহর্ষণ ব্রহ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে ভগবৎকথা বর্ণন করিতেছিলেন। বলরামকে দেখিয়াও তিনি তাঁহার আসন হইতে উত্থিত হইলেন না, বলরামকে প্রণামাদিও করিলেন না। প্রতিলোমজ হইয়াও এই সূত বিপ্রগণের মধ্যে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন দেখিয়া বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য হইয়াও, সর্বপ্রকার ধর্মশাস্ত্র এবং বহুবিধ ইতিহাস-পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াও এই সূত অদান্ত, অবিনীত, অজিতাত্মা এবং বৃথা পণ্ডিতাভিমানী। এতাদৃশ লোক পাতকী এবং ধর্মধ্বজী, সুতরাং বধের যোগ্য।" এ-কথা বলিয়া বলদেব স্বীয় হস্তস্থিত কুশাগ্রদ্বারা রোমহর্ষণ-সূতের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। তখন শৌনকাদি ঋষিগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "অস্য ব্রহ্মাসনং দত্তমস্মাভির্যদুনন্দন। আয়ুশ্চাত্মা ক্লমং তাবদ্ যাবৎ সত্রং সমাপ্যতে ॥ ভা. ১০।৭৮।৩০ ॥ —যতকাল পর্যন্ত আমাদের যজ্ঞ-সমাপ্তি না হয়, ততদিনের নিমিত্ত আমরা ইঁহাকে ব্রহ্মাসন এবং শারীরিক শ্রম-নিবারণার্থ আয়ুঃ প্রদান করিয়াছি।" তাঁহারা বলদেবকে আরও বলিলেন, "তুমি না জানিয়া এই ব্রহ্মবধ করিয়াছ ; তুমি যোগেশ্বর বলিয়া যদিও তোমাকে ব্রহ্মবধের পাপ স্পর্শ করিবে না, তথাপি লোকসংগ্রহার্থ তোমার পক্ষে ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য।" বলরাম তাহাতে সম্মত হইলেন এবং বলিলেন "আত্মাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়। ইহা বেদে কথিত হইয়াছে। অতএব এখন হইতে এই রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবাঃ, আয়ুষ্মান্, ইন্দ্রিয়শক্তিমান্ এবং বলশালী হইয়া তোমাদের পুরাণ-বক্তা হইবেন।" তাহার পরে তিনি ঋষিদিগের উপদেশানুসারে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত তীর্থ-স্নানাদি করিয়াছিলেন (ভা. ১০।৭৮-অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। "ব্রহ্মাসন"-স্থলে "ব্রহ্মশীল" এবং "ব্রহ্মাসম"-পাঠান্তর।

৫২। "সবান্ধবে রাজপুরে"-স্থলে "সবংশে বান্ধব-পুরে"-পাঠান্তর। **যাঁর অপমান করি রাজা দুর্য্যোধন** ইত্যাদি। —শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী জাম্ববতীর নন্দন সাম্ব, হস্তিনাপুরে স্বয়ম্বর-সভা হইতে দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে হরণ করিয়া রথারোহণে দ্বারকায় আসিতেছিলেন। তাহাতে দুর্যোধনাদি কৌরবগণ

দৈবযোগে ছিলা তথা মহাভক্তগণ।
তাঁরা সব জানিলেন তোমার কারণ ॥ ৫৩

কুন্তী, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর, অর্জুন।
তাঁ'সভার বাক্যে পুর পাইলেন পুন ॥ ৫৪

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নিজেদিগকে অবমানিত মনে করিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং সকলে পরামর্শ করিয়া ভীষ্ম, কর্ণ, শল্য, ভূরি, যজ্ঞকেতু ও সুযোধন—এই ছয়জনের সহিত দুর্যোধন সাম্বের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। সাম্ব একাকীই তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইল। তাঁহারা সাম্বকে রথচ্যুত করিয়া বন্ধনপূর্বক লক্ষ্মণার সহিত স্বীয় পুরে লইয়া গেলেন। নারদের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া, বৃষ্ণিবংশীয়গণ উগ্রসেনকর্তৃক উৎসাহিত হইয়া ক্রোধবশতঃ কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বলদেব কুরুবংশ ও বৃষ্ণিবংশের কলহ ইচ্ছা করিলেন না। তিনি বৃষ্ণিগণকে সান্ত্বনা দিয়া দিব্যরথে আরোহণপূর্বক ব্রাহ্মণ ও কুলবৃদ্ধগণের সহিত হস্তিনাপুরে গমন করিয়া পুরীর বাহিরে এক উপবনে উপনীত হইয়া, ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব অবগত হওয়ার জন্য প্রথমে উদ্ধবকে তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন। উদ্ধব গিয়া ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বাহ্লিক এবং দুর্যোধনকে যথাবিধি বন্দনা করিয়া বলদেবের আগমন-বার্তা জানাইলেন। তাঁহাদের সুহৃত্তম বলরামের আগমন-বার্তা শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন এবং উপায়ন-হস্তে তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার যথোচিত সম্বর্ধনা করিলেন। পরস্পর কুশলবার্তা-বিনিময়ের পরে বলরাম, উগ্রসেনের আদেশরূপে, বিনীতভাবে বলিলেন, "তোমরা বহু লোক একত্র হইয়া অধর্ম-যুদ্ধে একটি বালককে বন্ধন করিয়াছ। বন্ধুগণের সহিত ঐক্যরক্ষার্থ আমরা তাহা সহ্য করিয়াছি। এখন তোমরা সাম্বকে আমাদের নিকট অর্পণ কর।" ইহাতে কৌরবগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যদু-বংশীয়দিগের সম্বন্ধে নানারকম দুর্বাক্য বলিয়া বলদেবের যথেষ্ট অবমাননা করিয়া পুরীমধ্যে চলিয়া গেলেন। তাহাতে বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে নিষ্কৌরবা করিবার জন্য স্বীয় লাঙ্গলের অগ্রভাগদ্বারা হস্তিনানগরকে উৎপাটিত করিয়া আকর্ষণপূর্বক গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন; হস্তিনানগর গঙ্গায় পতিত হইয়া বাত্যাঘাতে জলযানের ন্যায়, ঘূর্ণমান হইতে লাগিল, দুর্যোধনাদি কৌরবগণ লক্ষ্মণার সহিত সাম্বকে অগ্রে করিয়া, প্রাণরক্ষার্থ বলদেবের শরণাপন্ন হইয়া অঞ্জলিপুটে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং নিজেদের মূর্খতার জন্য নিজেদিগকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া বলদেব তাঁহাদিগকে অভয় দিলেন। দুর্যোধন বহু উপঢৌকনসহ লক্ষ্মণাকে এবং সাম্বকে বলদেবের হস্তে দিলেন, এবং বলদেবও তাঁহাদিগকে লইয়া দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভা. ১০।৬৮ অধ্যায়। বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৫ অধ্যায়েও এই বিবরণ আছে। **রাজপুরে**—হস্তিনাপুরে।

৫৩। **মহাভক্তগণ**—কুন্তী, ভীষ্ম প্রভৃতি। **তোমার কারণ**—তোমার রোষের হেতু।

৫৪। **কুন্তী-ভীষ্ম** ইত্যাদি—গ্রন্থকারের উক্তি হইতে বুঝা যায়, দুর্যোধনকে ক্ষমা করার জন্য কুন্তী-ভীষ্ম প্রভৃতি বলরামকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। **পুর**—হস্তিনাপুর। **পাইলেন পুন**—দুর্যোধন ফিরিয়া পাইলেন।

যাঁর অপমান-মাত্র জীবনের নাশ !
মুঞি-দারুণের কোন্ লোকে হৈব বাস ॥” ৫৫
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসয়ে মাধাই ।
বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িলা তথাই ॥ ৫৬
“যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ ।
পতিতের ত্রাণ লাগি যাহার প্রকাশ ॥ ৫৭
শরণাগতেরে বাপ ! কর' পরিত্রাণ ।
মাধাইর তুমি সে জীবন ধন প্রাণ ॥ ৫৮
জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন ।
জয় নিত্যানন্দ—সর্ব্ববৈষ্ণবের ধন ॥ ৫৯
জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায় ।
শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে জুয়ায় ॥ ৬০
দারুণ চণ্ডাল মুঞি কৃতঘ্ন গো খর ।
সর্ব্ব-অপরাধ প্রভু ! মোর ক্ষমা কর' ॥” ৬১
মাধাইর কাকু প্রেম শুনিঞা স্তবন ।
হাসি নিত্যানন্দ-রায় বলিলা বচন ॥ ৬২
“উঠ উঠ মাধাই ! আমার তুমি দাস ।
তোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ ॥ ৬৩
শিশু-পুত্রে মারিলে কি বাপে দুঃখ পায় ?
এইমত তোমার প্রহার মোর গা'য় ॥ ৬৪
তুমি যে করিলে স্তুতি, ইহা যেই শুনে ।
সেহ ভক্ত হইবেক আমার চরণে ॥ ৬৫
আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহপাত্র ।
আমাতে তোমার দোষ নাহি তিল-মাত্র ॥ ৬৬
যে জন চৈতন্য ভজে, সে-ই মোর প্রাণ ।
যুগে যুগে আমি তার করি পরিত্রাণ ॥ ৬৭
না ভজি চৈতন্য যবে মোরে ভজে গায় ।
মোর দুঃখে সেহো জন্মে জন্মে দুঃখ পায় ॥” ৬৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**৫৫-৫৬। যাঁর অপমান-মাত্র** ইত্যাদি—প্রহার করা তো দূরে, যাঁহার কেবল অপমান করিলেই লোকের জীবন নষ্ট হয়, আমি সেই তোমার অঙ্গে মুটকীদ্বারা প্রহার করিয়াছি। প্রভু, মুঞি-দারুণের ইত্যাদি—আমার মত নিষ্ঠুরের (অবিবেকীর) কোন্ (নরক-) লোকে বাস হইবে ? মাধাই ভূপতিত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দের চরণ স্বীয় বক্ষে ধারণপূর্বক, পরবর্তী ৫৭-৬১ পয়ারোক্তিতে, নিত্যানন্দের স্তব করিতে লাগিলেন।

**৬০। ক্ষমিতে জুয়ায়**—ক্ষমা করা উচিত।

**৬১। গো-খর**—গো এবং খর (গর্দভ)। ভা. ১০।৮৪।১৩-শ্লোকের টীকায় “গোখর”-শব্দ-প্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“গোম্বপি খরো দারুণোঽত্যবিবেকী। যদ্বা গবাং তৃণাদিভারবাহঃ খরো গর্দভ ইতি।” এই টীকানুসারে, গো ও খর দুইটি শব্দ হইলে খর-শব্দের অর্থ হইবে—গর্দভ, গবাদির আহারের জন্য তৃণাদি-বহনকারী গর্দভ। “গোখর” একটি শব্দ হইল অর্থ হইবে—গো-সমূহের মধ্যেও খর অর্থাৎ দারুণ, অত্যন্ত অবিবেকী। “মোর”-স্থলে “মোরে”-পাঠান্তর।

**৬৩।** “হৈল”-স্থলে “হৈব”-পাঠান্তর। হৈব—হইবে।

**৬৫।** “চরণে”-স্থলে “বচনে”-পাঠান্তর।

**৬৬। অন্বয়।** তুমি আমার প্রভু শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহপ্রাপ্ত ; এজন্য আমাতে (আমার নিকটে) তোমার তিলমাত্র দোষও (অপরাধও) নাই। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহ যিনি লাভ করেন, নিত্যানন্দ তাঁহার কোনও অপরাধই গ্রহণ করেন না (প্রভুর প্রতি নিত্যানন্দের প্রীত্যাধিক্যবশতঃ)।

**৬৮। না ভজি চৈতন্য** (শ্রীচৈতন্যের ভজন না করিয়া) **যবে** (যখন) **মোরে ভজে গায়**—

এত বলি তুষ্ট হৈয়া দিল আলিঙ্গন।
সর্ব্ব দুঃখ মাধাইর হৈল বিমোচন ॥ ৬৯
পুন বোলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ।
"আর এক প্রভু! মোর আছে নিবেদন ॥ ৭০
সর্ব্ব-জীব-হৃদয়ে বসহ প্রভু! তুমি।
হেন জীব বহু হিংসা করিয়াছি আমি ॥ ৭১
কারে বা করিলুঁ হিংসা, তাহা নাহি চিনি।
চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি ॥ ৭২
যা'সভার স্থানে করিলাঙ অপরাধ।
কোন্‌রূপে তারা মোরে করিব প্রসাদ ॥ ৭৩
যদি মোরে প্রভু! তুমি হইলা সদয়।
ইথে উপদেশ মোরে কর' মহাশয়!" ৭৪
প্রভু বোলে "শুন কহি তোমারে উপায়।
গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায় ॥ ৭৫
সুখে লোক যখনে করিব গঙ্গাস্নান।
তখনে তোমারে সভে করিব কল্যাণ ॥ ৭৬
অপরাধ-ভঞ্জনী গঙ্গার সেবাকার্য্য।
ইহাতে অধিক বা তোমার কোন্ ভাগ্য ॥ ৭৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

( যে-ব্যক্তি আমার ভজন করে, আমার মহিমা কীর্তন করে ), **মোর দুঃখে** ( শ্রীচৈতন্যের ভজন না করিয়া আমার ভজন করিলে আমার যে-দুঃখ হয়, আমার সেই দুঃখের ফলে ), **সেহো**—( সেই ব্যক্তিও ) জন্মে জন্মে দুঃখ পাইয়া থাকে, কোনও জন্মেই তাহার আর উদ্ধার নাই।

৬৯। "দিলা"-স্থলে "কৈলা"-পাঠান্তর।

৭২। **কারে বা** ইত্যাদি—আমি কাহাকে যে হিংসা করিয়াছি, কাহাকে যে প্রহারাদি করিয়াছি, তাহা জানি না; তাহাকে আমি এখন চিনিও না। **চিনিলে বা** ইত্যাদি - যদি বা চিনিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি নিজে তাঁহার নিকটে **অপরাধ মাগিয়ে**— আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিতাম। "তাহা"-স্থলে "কাহো" এবং "তাহো"-পাঠান্তর।

৭৩। **কোন্‌রূপে** ইত্যাদি—আমি কি উপায় গ্রহণ করিলে তাঁহারা আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হইতে পারেন, আমাকে কৃপা করিতে পারেন।

৭৪। **ইথে**—এই বিষয়ে, পূর্বপয়ারোক্ত উপায়-সম্বন্ধে। "কর"-স্থলে "বোল"-পাঠান্তর।

৭৫। **সজ্জ করহ**—সজ্জিত কর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখ। **সদায়**—সর্বদা।

৭৬। "যখনে"-স্থলে "সকল"-পাঠান্তর। **করিব কল্যাণ**—প্রসন্ন হইয়া তোমার মঙ্গল-কামনা করিবেন, তাহাতেই তোমার অপরাধ দূর হইবে।

৭৭। **অপরাধ-ভঞ্জনী**—অপরাধ ভঞ্জন ( খণ্ডন ) করেন যিনি, তিনি হইতেছেন অপরাধ-ভঞ্জনী ( গঙ্গা )। ইহা "গঙ্গার" বিশেষণ। তুমি যদি সর্বদা গঙ্গাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর, তাহাতে তোমার পক্ষে অপরাধ-ভঞ্জনী গঙ্গার সেবাকার্যই করা হইবে। এই সেবাকার্য লাভ করার সৌভাগ্য অপেক্ষা অধিক আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে? "অপরাধ-ভঞ্জনী"-শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, গঙ্গার সেবা করিলে গঙ্গাই তোমার অপরাধ খণ্ডন করিবেন; যেহেতু, গঙ্গা হইতেছেন "অপরাধ-ভঞ্জনী—অপরাধ-খণ্ডনকারিণী।" অথবা, "অপরাধ-ভঞ্জনী" হইতেছে "সেবাকার্যের" বিশেষণ। অর্থ—গঙ্গাসেবা হইতেছে অপরাধভঞ্জনী, গঙ্গার সেবা করিলে অপরাধের খণ্ডন হয়। "অপরাধ-ভঞ্জনী,'-স্থলে "অপরাধ-ভঞ্জন"-পাঠান্তর।

কাকু করি সভারে করিহ নমস্কার।
সব অপরাধ তবে ক্ষমিব তোমার ॥" ৭৮
উপদেশ পাইয়া মাধাই ততক্ষণে।
চলিলা প্রভুরে করি বহু প্রদক্ষিণে ॥ ৭৯
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে নয়নে বহে জল।
গঙ্গাঘাট সজ্জ করে, দেখয়ে সকল ॥ ৮০
লোকে দেখি করে বড় অপরূপ জ্ঞান।
সভারে মাধাই করে দণ্ডপরণাম ॥ ৮১
"জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈলুঁ অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥" ৮২
মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্ব্বজন।
আনন্দে 'গোবিন্দ' সভে করয়ে স্মরণ ॥ ৮৩
শুনিল সকল লোকে "নিমাঞিপণ্ডিত।
জগাই-মাধাইর কৈল উত্তম চরিত ॥" ৮৪
শুনিঞা সকল লোক হইলা বিস্মিত!
সভে বোলে "নর নহে নিমাঞিপণ্ডিত ॥ ৮৫
না বুঝি নিন্দয়ে যত সকল দুর্জ্জন।
নিমাঞিপণ্ডিত সত্য করয়ে কীর্ত্তন ॥ ৮৬
নিমাঞিপণ্ডিত সত্য গোবিন্দের দাস।
নষ্ট হৈব—যে তাঁরে করিবে পরিহাস ॥ ৮৭
এ-দুইর বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে।
সেই বা ঈশ্বর, কি ঈশ্বর-শক্তি ধরে ॥ ৮৮
প্রাকৃত মানুষ নহে নিমাঞিপণ্ডিত।
এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত ॥" ৮৯
এইমত নদীয়ার লোক কহে কথা।
আর লোক না মিশায়—নিন্দা হয় যথা ॥ ৯০
পরম-কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
'ব্রহ্মচারী' হেন খ্যাতি হইল তথাই ॥ ৯১

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অর্থ—গঙ্গার সেবাকার্য হইতেছে অপরাধ-ভঞ্জন—অপরাধের খণ্ডনকারী। এই পাঠান্তরে, "অপরাধ-ভঞ্জন" হইতেছে "সেবাকার্যের" বিশেষণ।

৭৮। **কাকু করি**—কাকুতি-মিনতির সহিত দৈন্য প্রকাশ করিয়া। **সভারে**—যাঁহারা গঙ্গা-স্নানে আসিবেন, তাঁহাদের সকলকে।

৮০। "বহে"-স্থলে "পড়ে"-পাঠান্তর। **দেখয়ে সকল**—মাধাই যে গঙ্গাঘাটের সজ্জ করিতেছেন, তাহা সকলে (সকল লোক) দেখে।

৮১। **অপরূপ**—অদ্ভুত, আশ্চর্যজনক। "বড় অপরূপ-জ্ঞান"-স্থলে "বহু অপূর্ব্ব গেয়ান"-পাঠান্তর। গেয়ান—জ্ঞান।

৮৬। **সত্য করয়ে কীর্ত্তন**—সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন করেন, ভণ্ডামী করেন না।

৮৭। **পরিহাস**—ঠাট্টা-বিদ্রূপ, নিন্দা। "পরিহাস"-স্থলে "উপহাস"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

৮৮। **এ-দুইর বুদ্ধি**—জগাই-মাধাইর মত মহাপাতকী দুই জনের বুদ্ধি (মতি-গতি) **ভাল যে ইত্যাদি**—যিনি ভাল (সৎপথে চালিত) করিতে পারেন, **সেই বা ঈশ্বর**—তিনি কিবা ঈশ্বরই হইবেন, **কি ঈশ্বর শক্তি ধরে**—অথবা ঈশ্বর-শক্তিই ধারণ করেন। অর্থাৎ তিনি প্রাকৃত মনুষ্য হইতে পারেন না। "কি"-স্থলে "সেই"-পাঠান্তর।

৯০। **আর লোক ইত্যাদি**—যে-স্থানে নিমাই-পণ্ডিতের নিন্দা হয়, সেই স্থানে আর কোনও লোক যায় না, সেই নিন্দকদের সঙ্গেও কেহ মিলিত হয় না।

নিরবধি গঙ্গা দেখি থাকে গঙ্গাঘাটে।
স্বহস্তে কোদালি লই আপনেই খাটে ॥ ৯২
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য-কৃপায়।
'মাধাইর ঘাট' বলি সর্ব্বলোকে গায় ॥ ৯৩
এইমত সংকীর্ত্তি হৈল দোঁহাকার।
চৈতন্যপ্রসাদে দুই-দস্যুর উদ্ধার ॥ ৯৪
মধ্যখণ্ডকথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যাহাতে উদ্ধার দুই পরম-পাষণ্ড ॥ ৯৫
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র সভার কারণ।
ইহা শুনি যার দুঃখ, খল সেই জন ॥ ৯৬
চারিবেদ-গুপ্ত-ধন চৈতন্যের কথা।
মন দিয়া শুন যে করিল যথাযথা ॥ ৯৭
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৯৮

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে জগাই-মাধাই-চরিত্র-বর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯২। নিরবধি—সর্বদা। "দেখি"-স্থলে "দেখে"-পাঠান্তর। **খাটে**—গঙ্গাঘাটের পরিষ্করণে পরিশ্রম করেন।

৯৩। **মাধাইর ঘাট**—নবদ্বীপে গঙ্গার যে-ঘাট স্বহস্তে কোদালি লইয়া মাধাই পরিষ্কার করিতেন, সেই ঘাটটির নাম মাধাইর ঘাট।

৯৬। **সভার কারণ**—জগাই-মাধাইর অদ্ভুত পরিবর্তনের এবং তাঁহাদের অচিন্ত্যপূর্ব আচরণাদির কারণ (মূলহেতু) যে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র, **ইহা শুনি**—একথা শুনিলে **যার দুঃখ**—যাহার দুঃখ জন্মে, **খল সেই জন**—সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই খল-প্রকৃতি।

৯৭। **চারিবেদ-গুপ্তধন ইত্যাদি**—১।১।১৬৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **যথাযথা**—যেখানে-যেখানে। "যে করিল যথাযথা"-স্থলে "ভাই! যে করিল যথা"-পাঠান্তর।

৯৮। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

( ৩১. ৮. ১৯৬৩—৩. ৯. ১৯৬৩ )

## ষোড়শ অধ্যায়

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
ভক্ত-সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন করয়ে সদায়॥ ১
দ্বার দিয়া নিশাভাগে করয়ে কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে ভিন্ন-লোক কোন জন॥ ২
একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী।
ঘরে ছিল লুকাইয়া শ্রীবাস-শাশুড়ী॥ ৩
ঠাকুরপণ্ডিত-আদি কেহো নাহি জানে।
ডোল মুণ্ডে দিয়া আছে ঘরে এক কোণে॥ ৪
লুকাইলে কি হয়, অন্তরে ভাগ্য নাই।
অল্প-ভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই॥ ৫
নাচিতে নাচিতে প্রভু বোলে ঘনে-ঘন।
"উল্লাস আমার আজি নহে কি কারণ?" ৬
সর্ব্ব-ভূত-অন্তর্য্যামী—জানেন সকল।
জানিঞাও না কহেন, করে কুতূহল॥ ৭
পুনঃপুনঃ নাচি বোলে "সুখ নাহি পাই।
কে বা জানি লুকাইয়া আছে কোন্ ঠাঁই?" ৮

### নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**বিষয়।** রুদ্ধদ্বার শ্রীবাসগৃহে কীর্তনাবেশে প্রভুর নৃত্য। প্রভুর নৃত্য দর্শনের জন্য ঔৎসুক্যবতী শ্রীবাস-শাশুড়ীর লুক্কায়িতভাবে গৃহমধ্যে অবস্থান, তাহাতে প্রভুর উল্লাসাভাব, শ্রীবাসকর্তৃক শাশুড়ীর বিতাড়নে প্রভুর নৃত্যোল্লাস। প্রভুর ঈশ্বর-ভাব ও ভক্তভাব। প্রভু ও অদ্বৈত পরস্পর-সম্বন্ধে এই উভয়ের স্বাভাবিক মনোভাব ও আচরণ। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীঅদ্বৈতের মধ্যে, পরস্পরের পদধূলি-গ্রহণ-প্রসঙ্গে ভঙ্গীময় বাক্যালাপ। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রসঙ্গ। শুক্লাম্বরের চরিত্র। প্রভুকর্তৃক শুক্লাম্বরের ভিক্ষার তণ্ডুল ভোজন। ভক্তি ও ভক্তের মহিমা।

২। **দ্বার দিয়া**—অন্যলোক যাহাতে ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে, এজন্য প্রবেশ-দ্বারে অর্গল দিয়া। **ভিন্ন-লোক**—প্রচুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণব্যতীত অন্য কোনও লোক।

৪। **ঠাকুর পণ্ডিত-আদি**-শ্রীবাসপণ্ডিতাদি। **কেহো নাহি জানে**—শ্রীবাসের শাশুড়ী যে কীর্তন শুনার জন্য ঘরে লুকাইয়া রহিয়াছেন, ইহা কেহই জানিতে পারেন নাই, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায়েন নাই। কেননা তিনি **ডোল মুণ্ডে দিয়া** ইত্যাদি—একটি ডোল মাথায় দিয়া (অর্থাৎ উল্টাভাবে বসানো ডোলের মধ্যে) ঘরের এক কোণে লুকাইয়া ছিলেন। **ডোল**—ধান্যাদি রাখিবার পাত্রবিশেষ; সাধারণতঃ নলখড়ি ছেঁচিয়া ডোল তৈয়ার করা হয়; জলপানের গ্লাসের ন্যায় আকার, কিন্তু গ্লাস অপেক্ষা বহু শত গুণ বড়। **মুণ্ডে**—মস্তকে। **মুণ্ডে দিয়া**—মুড়ি দিয়া।

৬। **ঘনে ঘন**—অতি অল্প সময় পরপরই, পুনঃ পুনঃ। **উল্লাস**—নৃত্যে আনন্দ।

৭। **জানিঞাও**—শ্রীবাস-শাশুড়ী যে ঘরে লুকাইয়া রহিয়াছেন, সর্বান্তর্যামী বলিয়া প্রভু তাহা জানিয়া থাকিলেও। **কুতুহল**--রঙ্গ, কৌতুক।

৮। "কে বা জানি"-স্থলে "কেবা কেবা" এবং "কেহো বা কি"-পাঠান্তর।

সর্ব্ব বাড়ী বিচার করিল জনেজনে।
শ্রীবাস চাহিল ঘর সকল আপনে ॥ ৯
"ভিন্ন কেহো নাহি" বলি করয়ে কীর্ত্তন।
উল্লাসে নাচয়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ১০
আরবার রহি বোলে "সুখ নাহি পাই।
আজি বা আমারে কৃষ্ণ-অনুগ্রহ নাই ॥" ১১
মহাত্রাসে চিন্তে' সব ভাগবতগণ।
"আমা'সভা' বই আর নাহি কোনো জন ॥ ১২
আমরাই কোন বা করিল অপরাধ!
অতএব প্রভু চিত্তে না পায় প্রসাদ ॥" ১৩
আরবার ঠাকুরপণ্ডিত ঘরে গিয়া।
দেখে নিজ শাশুড়ী আছয়ে লুকাইয়া ॥ ১৪
কৃষ্ণাবেশে মহামত্ত ঠাকুরপণ্ডিত।
যার্ বাহ্য নাহি, তার্ কিসের গর্ব্বিত ॥ ১৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯। **বিচার করিল**—তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। **জনে জনে**—প্রত্যেকে।

১০। **ভিন্ন কেহো**—বাহিরের অবাঞ্ছিত কোনও লোক। **করয়ে কীর্ত্তন**—ভক্তগণ এবং শ্রীবাসও, অবাঞ্ছিত কোনও লোককে বাড়ীর মধ্যে দেখিতে না পাইয়া, কীর্তন করিতে লাগিলেন। "উল্লাসে নাচয়ে"-স্থলে "আনন্দে নাচিতে"-পাঠান্তর।

১১। **রহি**—নৃত্য থামাইয়া।

১৩। **প্রসাদ**—প্রসন্নতা, উল্লাস।

১৫। **কৃষ্ণাবেশে**—কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া। **মহামত্ত**—অত্যধিকরূপে প্রেমোন্মত্ত, সুতরাং বাহ্যজ্ঞানহারা। **গর্ব্বিত**—"গৌরবের পাত্র। অ. প্র.।" অথবা গৌরব-বুদ্ধি, গুরুজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, সেই জ্ঞান। "গর্ব"-শব্দ হইতে "গর্বিত"-শব্দ নিষ্পন্ন, অর্থ—গর্ব-যুক্ত। "গর্ব"-শব্দের অর্থ—"অহংকার। কবিকল্পদ্রুম।" অহঙ্কার হইতেছে অহঙ্কৃতি, "এই দেহই অহং"—এইরূপভাবের পোষণ, বা দেহাত্মবুদ্ধি। এইরূপ অহঙ্কৃতির ফলেই লোক দেহে এবং দেহসম্বন্ধীয় বস্তুতে—ধন-জন-বিদ্যা-রূপ-কৌলীন্যাদিতে—গুরুত্ব আরোপ করিয়া গর্ব-দম্ভাদি প্রকাশ করে এবং দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট পিতা, মাতা, পুত্রাদি, শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতির সহিত নিজেকে তত্তদনুরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট মনে করে এবং পিতামাতাদির সহিত তত্তৎসম্বন্ধের অনুরূপ আচরণ করিয়া থাকে। যতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান থাকে, ততক্ষণই লোক এই অহঙ্কৃতিব অনুরূপ জ্ঞান পোষণ করিতে এবং তদনুরূপ আচরণও করিতে পারে; কিন্তু কোনও কারণে লোক যখন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলে, তখন অহঙ্কৃতির অনুরূপ জ্ঞান এবং আচরণও তাহার থাকে না। যে হেতুতে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, সেই হেতুই তখন প্রাধান্য লাভ করে, অহঙ্কৃতির ভাব থাকে তখন প্রচ্ছন্ন। এজন্য তখন পিতা-মাতা-শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনকে সম্মুখে দেখিলেও, তাঁহারা যে পিতা-মাতা-শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি, সেই জ্ঞান তাহার থাকে না, তদনুরূপ আচরণের কথাও তাঁহার মনে জাগে না। অর্থাৎ কে গৌরবের পাত্র, কাহার প্রতি গৌরব-বুদ্ধি পোষণ করিতে হইবে, গুরুজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, কেবল গুরুজন কেন, কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, এ-সমস্ত বিষয়ে কোনও জ্ঞানই তখন থাকে না। কৃষ্ণাবেশেই হউক, কি ক্রোধাবেশেই হউক, কোনওরূপ ভাবের গাঢ় আবেশেই এইরূপ অবস্থা জন্মিতে পারে।

বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত-শরীর।
আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি করিলা বাহির ॥ ১৬

কেহো নাহি জানে ইহা, আপনে সে জানে।
উলসিত বিশ্বম্ভর নাচে ততক্ষণে ॥ ১৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এজন্যই কৃষ্ণাবেশে আবিষ্ট এবং তজ্জন্য মহামত্ত (সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞানহারা) শ্রীবাসপণ্ডিতসম্বন্ধে বলা হইয়াছে, **যার বাহ্য নাহি**—যাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকে না, কে গুরুজন, কে গুরুজন নহেন, এই জ্ঞানও তাঁহার থাকে না ; সুতরাং কাহার প্রতি কি রকম ব্যবহার করিতে হয়, সেই জ্ঞানও তাঁহার থাকে না। সুতরাং **তার কিসের গর্ব্বিত**—তাঁহার আবার গৌরবের পাত্রই বা কিসের ? অথবা, গৌরব-বুদ্ধিই বা কিসের ? কাহাকেই বা তিনি গৌরবের পাত্র মনে করিবেন (মনে করিতে পারেন) ? কেহ গুরুজন হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে গুরুজনোচিত ব্যবহারই বা তিনি কিরূপে করিবেন (করিতে পারেন) ?

১৬। **বিশেষে**—বিশেষতঃ। **প্রভুর বাক্যে**—পূর্ববর্তী ১১-পয়ারোক্ত "সুখ নাহি পাই। আজি বা আমারে কৃষ্ণ-অনুগ্রহ নাই॥"—প্রভুর এই বাক্যে, শ্রীবাস পণ্ডিত **কম্পিত শরীর**—ক্রোধাবেশে শ্রীবাসের শরীর কাঁপিতেছিল। প্রভু নৃত্যে সুখ পাইতেছেন না—একথা শুনিয়া, যে-ব্যক্তি প্রভুর সুখের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে, তাহার প্রতি শ্রীবাসের ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে। তাঁহার এই ক্রোধ মায়িক-রজোগুণোদ্ভূত নহে, পরন্তু প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রীতিরই একটি ভঙ্গী। একে তো কৃষ্ণাবেশে শ্রীবাস বাহ্যজ্ঞান-হারা ; তাহার উপরে আবার প্রভুর সুখভঙ্গকারীর প্রতি ক্রোধাবেশেও তিনি আরও বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি প্রভুর সুখভঙ্গকারী কে কোথায় লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, ঘরের কোণে একটা ডোল উল্টাভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। ডোলটিকে তুলিয়া বা ঠেলিয়া ফেলিয়া দেখিলেন—একজন স্ত্রীলোক। এই স্ত্রীলোকটি যে তাঁহার শাশুড়ী, সুতরাং গুরুজন—এইরূপ জ্ঞানও তখন তাঁহার ছিল না। তিনি **আজ্ঞা দিয়া**—সেই স্ত্রীলোকটিকে আদেশ করিলেন—"বাড়ীর বাহির হইয়া যাও" এবং সেই স্ত্রীলোকটির **চুলে ধরি** ইত্যাদি—চুল ধরিয়া বাহির করিয়া দিলেন ; কেহ দেখিতে না পায়, এমনভাবে ঘরের বাহির করিয়া তাঁহাকে বাড়ী হইতে বাহিরে যাওয়ার পথে আনিয়া দিলেন। শ্রীবাস-পণ্ডিত অপর কাহাকেও আদেশ করিয়া স্ত্রীলোকটিকে তাহাদ্বারা বাহির করাইয়া দিলেন, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে পরবর্তী পয়ারোক্তির সহিত সঙ্গতি থাকে না।

১৭। **কেহো নাহি** ইত্যাদি—শ্রীবাস যে সেই স্ত্রীলোকটিকে বাহির করিয়া দিয়াছেন, একথা অপর কেহই জানিতে পারিল না, **আপনে সে জানে**—কেবল শ্রীবাস নিজেই তাহা জানিতেন। সুতরাং প্রভুর নিকটে কেহই এই সংবাদ জানাইতে পারে নাই। অথচ **উলসিত** ইত্যাদি—ততক্ষণে (শ্রীবাস যখন স্ত্রীলোকটিকে বাহির করিয়া দিলেন, ঠিক সেই সময়েই) প্রভুর চিত্তে উল্লাসের উদয় হইল এবং উল্লসিত হইয়া প্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন (প্রভুর অনুল্লাসের হেতু দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া)।

প্রভু বোলে "চিত্তে এবে বাসিয়ে উল্লাস।"
হাসিয়া কীর্ত্তন করে পণ্ডিত-শ্রীবাস ॥ ১৮
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন কোলাহল।
হাসিয়া পড়য়ে সব বৈষ্ণবমণ্ডল ॥ ১৯
নৃত্য করে গৌরসিংহ মহাকুতূহলী।
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী ॥ ২০
চৈতন্যের লীলা কে বা দেখিবারে পারে।
সে-ই দেখে, যারে প্রভু দেন অধিকারে ॥ ২১
এইমত প্রতিদিন হরিসঙ্কীর্ত্তন।
গৌরচন্দ্র করে, নাহি দেখে সর্ব্বজন ॥ ২২
আর একদিন প্রভু নাচিতে নাচিতে।
না পায় উল্লাস, প্রভু চা'য় চারিভিতে ॥ ২৩
প্রভু বোলে "আজি কেনে সুখ নাহি পাই।
কিবা অপরাধ হইয়াছে কার্ ঠাঁই ॥" ২৪
স্বভাবে চৈতন্যভক্ত আচার্য্যগোসাঞি।
চৈতন্যের দাস্য বই মনে আর নাঞি ॥ ২৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮। "বাসিয়ে"-স্থলে "বাসউ"-পাঠান্তর। বাসিয়ে উল্লাস—আনন্দ পাইতেছি।

১৯। "হইল কীর্ত্তন"-স্থলে "হৈল শ্রীকৃষ্ণ"-পাঠান্তর। কীর্ত্তন কোলাহল—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোলাহল। হাসিয়া—মহানন্দের হাসি হাসিয়া।

২০। ধরিয়া বুলেন ইত্যাদি—মহাপ্রেমানন্দের আবেশে প্রভু নৃত্য করিতেছেন। পাছে তিনি ভূমিতে পড়িয়া যায়েন, এজন্য মহাবলী নিত্যানন্দ, মহাপ্রভুকে ধরিয়া ধরিয়া, প্রভু যে-যে-স্থানে যায়েন সেই-সেই স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

২২। নাহি দেখে সর্ব্বজন—সকলের প্রবেশাধিকার ছিল না বলিয়া সকলে দেখিতে পায় নাই।

২৩। চারিভিতে—চারি দিকে।

২৪। কিবা অপরাধ ইত্যাদি—প্রভু বলিলেন, "কোনও ভক্তের নিকটে বোধ হয় আমার কোনও অপরাধ হইয়াছে; সেই জন্যই আজ আমি নৃত্যে সুখ পাইতেছি না।" পরবর্তী ৫০-৫৫ পয়ারের সহিতই এই পয়ারের অন্বয় বলিয়া মনে হয়। ৫০-৫৫ পয়ারোক্তির তাৎপর্য পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যেই মধ্যবর্তী ২৫-৪৯ পয়ারে প্রভুর এবং শ্রীঅদ্বৈতের অদ্ভুত আচরণের কথা বলা হইয়াছে। মধ্যে এই (২৫-৪৯) পয়ারগুলি আছে বলিয়া পাঠকদের পক্ষে বক্তব্য বিষয়ের অনুসরণের সুবিধার জন্য, পরবর্তী ৫০ পয়ারোক্তিতে ২৩ পয়ারোক্তিরই এবং পরবর্তী ৫২-৫৩ পয়ারোক্তিতে ২৪-পয়ারোক্তিরই পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে।

২৫। এক্ষণে ২৫-৪৯ পয়ারসমূহে অদ্বৈত ও প্রভুর অদ্ভুত আচরণের কথা বলা হইতেছে। স্বভাবে—স্বভাবতঃই, স্বরূপতঃই। শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর তাঁহার কড়চায় অদ্বৈতাচার্য সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, "অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাৎ"—শ্রীহরির সহিত অভিন্ন বলিয়া তাঁহার নাম অদ্বৈত।" অদ্বৈতাচার্য যে ঈশ্বর-তত্ত্ব, তাহাই এ-স্থলে বলা হইয়াছে। তিনি হইতেছেন কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অবতার। কারণার্ণবশায়ী হইতেছেন "মূল-ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ বলরামের" অংশ। শ্রীলবৃন্দাবনদাসও বলিয়াছেন, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত "এক মূর্ত্তি, দুই ভাগ ॥ ২।৬।১৪৭ ॥" সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন ভক্তভাবময়। সুতরাং অদ্বৈতও ভক্ত-অবতার, স্বরূপতঃ ভক্তভাবময়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"চৈতন্যের দাস মুঞি,

যখন খট্বায় উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ অর্পয়ে সর্ব্ব-শিরের উপর॥ ২৬
যখন ঠাকুর নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে'।
তখন অদ্বৈত সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে॥ ২৭
প্রভু বোলে "আরে নাঢ়া! তুই মোর দাস।"
তখন অদ্বৈত পায় পরম উল্লাস॥ ২৮
অচিন্ত্য গৌরাঙ্গতত্ত্ব বুঝন না যায়।
সেইক্ষণে ধরে প্রভু বৈষ্ণবের পা'য়॥ ২৯
দশনে ধরিয়া তৃণ করয়ে ক্রন্দন।
"কৃষ্ণ রে! বাপ রে! তুমি আমার জীবন॥" ৩০
এমত ক্রন্দন করে—পাষাণ বিদরে।
নিরন্তর দাস্যভাবে প্রভু কেলি করে॥ ৩১
খণ্ডিলে ঈশ্বরভাব সভাকার স্থানে।
অসর্ব্বজ্ঞ-হেন প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে॥ ৩২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

চৈতন্যের দাস। চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁর দাসের দাস॥ চৈ. চ. ১।৬।৭৩॥ "মনে আর"-স্থলে "আর-ভাব"-পাঠান্তর।

**২৬-২৭।** শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তভাবের দৃষ্টান্তরূপে এই দুই পয়ারোক্তি। শ্রীঅদ্বৈত শ্রীচৈতন্যকে নিজের প্রভু এবং নিজেকে শ্রীচৈতন্যের দাস মনে করিতেন বলিয়া প্রভু যখন স্বীয় ঐশ্বর্য প্রকাশ করিতেন, তখন শ্রীঅদ্বৈতের অত্যন্ত আনন্দ হইত। **যখন খট্বায়** ইত্যাদি—প্রভু বিশ্বম্ভর যখন ঈশ্বর-ভাবের আবেশে বিষ্ণু খট্বায় উপবেশন করিয়া, **চরণ অর্পয়ে** ইত্যাদি—সমস্ত ভক্তের মস্তকের উপরে স্বীয় চরণ অর্পণ করিতেন, এইরূপে **যখন ঠাকুর** ইত্যাদি—যখন প্রভু স্বীয় ঐশ্বর্য প্রকাশ করিতেন, **তখন অদ্বৈত** ইত্যাদি—তখন শ্রীঅদ্বৈত আনন্দ-সমুদ্রমধ্যে ভাসিতে থাকিতেন। পর-পয়ার দ্রষ্টব্য।

**২৮।** এই পয়ারও অদ্বৈতের ভক্তভাবের দৃষ্টান্ত। **নাঢ়া**—অদ্বৈতাচার্য। ২।২।২৬২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "পরম"-স্থলে "অনন্ত"-পাঠান্তর।

পূর্ব পয়ারে বলা হইয়াছে, প্রভু যখন ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন, তখন শ্রীঅদ্বৈত সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসিতে থাকেন। এই পয়ারে তাহার হেতু কথিত হইয়াছে। সহজ ভক্তভাবের অবস্থায় প্রভু অদ্বৈতাচার্যকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন, প্রণাম করিতেন, অদ্বৈতের পদধূলিও গ্রহণ করিতেন। তাহাতে গৌরের দাস-অভিমানী অদ্বৈতের মনে অত্যন্ত দুঃখ জন্মিত। কিন্তু প্রভু যখন ঈশ্বরভাবে আবিষ্ট হইতেন এবং স্বীয় ঐশ্বর্য প্রকাশ করিতেন, তখন তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে বলিতেন—"তুই মোর দাস।" একথা শুনিলে শ্রীঅদ্বৈতের আনন্দের সীমা থাকিত না। প্রভু তাঁহাকে স্বীয় দাস বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন জানিয়া তখন অদ্বৈত "সুখ-সিন্ধু-মাঝে" ভাসিতে থাকিতেন।

**২৯। অচিন্ত্য**—যুক্তি-তর্কের অগোচর। **সেইক্ষণে** ঐশ্বর্য-প্রকটনের অব্যবহিত পরবর্তী-কালেই, ঐশ্বর্য-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই, **ধরে প্রভু** ইত্যাদি—প্রভু ভক্তদের চরণ ধারণ করেন, অর্থাৎ ভক্তভাব প্রকাশ করেন। "প্রভু"-স্থলে "সর্ব"-পাঠান্তর।

**৩০-৩২। করয়ে ক্রন্দন**—প্রভু কাঁদিতে থাকেন। এই দুই পয়ারেও প্রভুর ভক্তভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। **খণ্ডিলে**—তিরোহিত হইলে। **অসর্ব্বজ্ঞ হেন**—সর্বজ্ঞ হইয়াও অসর্বজ্ঞের ন্যায়; যেন কিছুই জানেন না এইরূপভাবে। ভক্তদের নিকটে প্রভুর জিজ্ঞাসা পরবর্তী ৩৩-৩৫ পয়ারে কথিত হইয়াছে।

"কিছু-নি চাঞ্চল্য মুঞি উপাধিক করোঁ।
বলিহ আমারে যেন তখনেই মরোঁ॥ ৩৩
কৃষ্ণ মোর প্রাণ ধন, কৃষ্ণ মোর ধর্ম্ম।
তোমরা আমার ভাই! বন্ধু জন্মজন্ম॥ ৩৪
কৃষ্ণদাস্য বই মোর আর নাহি গতি।
বলিহ আমারে পাছে হয় অন্য মতি॥" ৩৫
ভয়ে সব বৈষ্ণব করেন সঙ্কোচন।
হেন প্রাণ নাহি কারো—করিব কথন॥ ৩৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৩-৩৫। চাঞ্চল্য—চঞ্চলতা। উপাধিক—আগন্তুক, যাহা স্বরূপগত নহে। ১।৬।৭৭পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ইহা হইতেছে চাঞ্চল্যের বিশেষণ। **কিছু-নি চাঞ্চল্য** ইত্যাদি—যাহা আগন্তুক, যাহা আমার স্বরূপগত নহে, এমন কোনওরূপ চঞ্চলতা কি আমি প্রকাশ করিয়াছি? যদি কখনও আমি তাদৃশ চাঞ্চল্য প্রকাশ করি, তাহা হইলে তোমরা **বলিহ আমারে**—তাহা আমাকে তৎক্ষণাৎ বলিবে, **যেন তখনেই মরোঁ**—যেন আমি তখনই মরিয়া যাই, প্রাণ ত্যাগ করি। তাৎপর্য—উপাধিক চাঞ্চল্য-প্রকাশে যে অপরাধ হয়, সেই অপরাধের পরে আর বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছা আমার হয় না। **অন্যমতি**—কৃষ্ণদাস্যে মতি ব্যতীত অন্য মতি

মহাপ্রভু ভক্তভাবে ভক্তবৃন্দের নিকটে এই কথাগুলি বলিয়াছেন। তাঁহার ঐশ্বর্য-প্রকটনকেই তিনি তাঁহার "উপাধিক চাঞ্চল্য"-নামে অভিহিত করিয়াছেন। উপাধিক বা আগন্তুক বলার হেতু এই যে, ঐশ্বর্য ভক্তভাবের স্বরূপগত বস্তু নহে। রাধাকৃষ্ণ-মিলিতস্বরূপ বলিয়া গৌরসুন্দর স্বরূপতঃই ভক্তভাবময় (১।২।৬-শ্লোকব্যাখ্যা, ১।৭।১৭৭-পয়ারের টীকা এবং ১।১২।১২৩ পয়ার দ্রষ্টব্য)। স্বরূপতঃ তিনি নরলীল এবং নর-অভিমান-বিশিষ্ট বলিয়া নিজেকে কখনও ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতেন না এবং নিজে ইচ্ছা করিয়া ঐশ্বর্য প্রকাশও করিতেন না। জীবশিক্ষার উদ্দেশ্যে, কি ভক্তদের অভীষ্ট-পূরণের উদ্দেশ্যে, অথবা তাঁহার প্রকটলীলায় জগৎসম্বন্ধীয় কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে, তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া এবং কখনও কখনও তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ না পাইলেও, তাঁহার লীলাশক্তি বা ঐশ্বর্যশক্তিই প্রয়োজনানুসারে ঐশ্বর্য প্রকটিত করেন, তাঁহার মধ্যে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপকেও দেখাইয়া থাকেন। অথচ প্রভু সে-সমস্ত কিছু জানিতে পারেন না (১।৪।৫৮-পয়ারের টীকায় প্রমাণ ও বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। সর্বত্রই প্রভুর এইরূপ অবস্থা এবং ভাব। এজন্যই এ-স্থলে ঐশ্বর্য-প্রকাশের পরে, প্রভুর স্বরূপগত ভক্তভাবময়ত্বকে সমুজ্জ্বলরূপে প্রকটিত করার উদ্দেশ্যে তাঁহার লীলাশক্তিই প্রভুর মধ্যে তাঁহার ঐশ্বর্য-প্রকটনের একটু আভাসময়ী স্মৃতি জাগ্রত করাইয়াছেন এবং তাহার ফলেই স্বরূপতঃ ভক্তভাবময় প্রভু ভক্তদের নিকটে এই কয় পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। প্রভুর এইরূপ জিজ্ঞাসা ২।৫।৫৪ পয়ারেও দৃষ্ট হইয়াছে।

৩৬। **করেন সঙ্কোচন**—সঙ্কোচিত হয়েন। "সঙ্কোচন"-স্থলে "সঙ্গোপন"-পাঠান্তর। **সঙ্গোপন**—প্রভুর ঐশ্বর্য-প্রকাশের কথা গোপন করেন, প্রভুর নিকটে বলেন না। **করিব কথন**—বলিবেন। প্রভু বলিয়াছেন, তাঁহার চাঞ্চল্য-প্রকাশের (অর্থাৎ ঐশ্বর্য-প্রকাশের) কথা জানিতে পারিলেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করিবেন; এজন্য ভক্তগণ ভীত হইয়া সে-সকল কথা প্রভুর নিকটে বলিতেন না।

এইমত যখন আপনে আজ্ঞা করে।
তখন সে চরণ স্পর্শিতে কেহো পারে ॥ ৩৭
নিরন্তর দাস্যভাবে বৈষ্ণব দেখিয়া।
চরণের ধূলি লয় সম্ভ্রমে উঠিয়া ॥ ৩৮
ইহাতে বৈষ্ণব-সব দুঃখ পায় মনে।
অতএব সভারে করয়ে আলিঙ্গনে ॥ ৩৯
গুরু-বুদ্ধি অদ্বৈতেরে করে নিরন্তর।
এতেকে অদ্বৈত দুঃখ পায় বহুতর ॥ ৪০
আপনেহ সেবিতে সাক্ষাতে নাহি পায়।
উলটিয়া আরো প্রভু ধ'রে দুই-পা'য় ॥ ৪১
যে চরণ মনে চিন্তে', সে হৈল সাক্ষাতে।
অদ্বৈতের ইচ্ছা—থাকে সদাই তাহাতে ॥ ৪২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**৩৭।** প্রভুর চরণ স্পর্শ করার জন্য প্রভু নিজে যখন কোনও ভক্তকে আদেশ করেন, কেবলমাত্র তখনই এবং সেই ভক্তই প্রভুর চরণ স্পর্শ করিতে পারেন। (ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট না হইলে প্রভু কখনও কাহাকেও তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবার আদেশ দিতেন না। তাঁহার আদেশব্যতীত কেহ চরণ স্পর্শ করিলে প্রভু যে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেন, পরবর্তী বর্ণনা হইতেই তাহা জানা যায়)। "যখন আপনে"-স্থলে "মহাপ্রভু যখন"-পাঠান্তর।

**৩৮। দাস্যভাবে**—ভক্তভাবে। **চরণের ধূলি লয়**—প্রভু ভক্তদের চরণ-ধূলি গ্রহণ করেন। আনুষঙ্গিকভাবে ইহা হইতেছে প্রভুর জীব-শিক্ষা-লীলা। তিনি অবতীর্ণই হইয়াছেন,—"আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভায় ॥" —এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া।

**৩৯। ইহাতে**—প্রভু বৈষ্ণবদের চরণ-ধূলি গ্রহণ করেন বলিয়া। **অতএব**—এই হেতু, বৈষ্ণবদের দুঃখ দূর করার জন্য।

**৪০। গুরুবুদ্ধি অদ্বৈতেরে** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর শিষ্য। লৌকিকী লীলায় প্রভুর দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীও ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের শিষ্য। সুতরাং ঈশ্বরপুরী এবং অদ্বৈত ছিলেন পরস্পরের গুরুভাই। ঈশ্বরপুরী প্রভুর গুরু বলিয়া অদ্বৈত ছিলেন প্রভুর গুরু-পর্যায়ভুক্ত। এজন্য প্রভু শ্রীঅদ্বৈতের সম্বন্ধে গুরুবুদ্ধি পোষণ করিতেন। **এতেকে** ইত্যাদি—প্রভু অদ্বৈতের প্রতি গুরুবুদ্ধি করেন বলিয়া অদ্বৈতের মনে অনেক দুঃখ জন্মে। কেননা, অদ্বৈত নিজেকে প্রভুর দাস বলিয়া মনে করিতেন। সেই প্রভু যদি তাঁহার প্রতি গুরুবুদ্ধি পোষণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। অদ্বৈতের চিত্তে, ইহাতে বোধ হয় অপরাধের ভয়ও ছিল।

**৪১। আপনেহ** ইত্যাদি—অদ্বৈতের একান্ত ইচ্ছা—তিনি প্রভুর চরণ-সেবা করেন। কিন্তু প্রভুর সাক্ষাতে (জ্ঞাতসারে) তিনি তাহা করিতে পারেন না; যেহেতু, অদ্বৈতের তদ্রূপ চেষ্টা দেখিলে **উলটিয়া** ইত্যাদি—অদ্বৈতের অভীষ্ট চরণ-সেবা দেওয়া তো দূরে, প্রভু বরং উল্টা অদ্বৈতেরই দুই চরণ ধারণ করিয়া থাকেন।

**৪২। যে চরণ** ইত্যাদি—প্রভুর যে-চরণ অদ্বৈত সর্বদা মনে চিন্তা (ধ্যান) করেন, **সে হৈল সাক্ষাতে**—সেই চরণই এখন অদ্বৈতের সাক্ষাতে। তাই অদ্বৈতের ইচ্ছা—**থাকে সদাই তাহাতে**—

সাক্ষাতে না পারে, প্রভু করিয়াছে রাগ।
তথাপিহ চুরি করে চরণ-পরাগ ॥ ৪৩
ভাবাবেশে প্রভু যে সময় মূর্চ্ছা পায়।
তখনে অদ্বৈত চরণের পাছু যায় ॥ ৪৪
দণ্ডবত হই পড়ে চরণের তলে।
পাখালে চরণ দুই-নয়নের জলে ॥ ৪৫
কখনো বা নিছিয়া পুঁছিয়া লয় শিরে।
কখনো বা ষড়ঙ্গ-বিহিত পূজা করে ॥ ৪৬
এহো কর্ম্ম অদ্বৈত করিতে পারে মাত্র।
প্রভু করিয়াছে যারে মহামহাপাত্র ॥ ৪৭
অতএব অদ্বৈত সভার অগ্রগণ্য।
সকল বৈষ্ণব বোলে "অদ্বৈত সে ধন্য॥" ৪৮
অদ্বৈতসিংহের এই একান্ত মহিমা।
এ রহস্য না জানয়ে দুষ্ট যত জনা ॥ ৪৯
একদিন মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর নাচে।
আনন্দে অদ্বৈত তান বুলে পাছেপাছে ॥ ৫০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সর্বদাই তিনি সেই চরণে থাকেন (সেই চরণের সেবা করেন)। "থাকে"-স্থলে "থাকি"-পাঠান্তর।

৪৩। কিন্তু **সাক্ষাতে না পারে**—প্রভুর দৃষ্টির গোচরীভূত ভাবে অদ্বৈত প্রভুর চরণসেবা করিতে পারেন না। কেননা, তাহাতে **প্রভু করিয়াছে রাগ**—পূর্বে দেখা গিয়াছে, তাহাতে প্রভু রুষ্ট হয়েন। **তথাপিহ** ইত্যাদি—প্রভুর রুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অদ্বৈত প্রভুর চরণ-পরাগ (চরণ-ধূলি) চুরি করেন (প্রভুর অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করেন)। কি প্রকারে চুরি করেন, তাহা পরবর্তী ৪৪-৪৬ পয়ারত্রয়ে বলা হইয়াছে।

৪৬। **নিছিয়া**—নির্মঞ্ছন করিয়া। ২।৮।২১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **লয় শিরে**—প্রভুর চরণ-ধূলা হস্তদ্বারা পুছিয়া লইয়া নিজের মস্তকে ধারণ করেন। **ষড়ঙ্গ-বিহিত পূজা**—২।৬।৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৭। **এহো কর্ম্ম**—এই কার্যও, অর্থাৎ প্রভুর প্রেম-মূর্চ্ছা-কালে তাঁহার চরণ-ধূলি গ্রহণ। "এহো"-স্থলে "ইহ" এবং "এই"-পাঠান্তর। **অদ্বৈত করিতে** ইত্যাদি—এই কার্য কেবল অদ্বৈতই করিতে পারেন, অপর কোনও ভক্ত পারেন না। অর্থাৎ প্রভুর মূর্চ্ছাকালেও অপর কোনও ভক্ত প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিতে সাহস পায়েন না। **প্রভু করিয়াছে** ইত্যাদি—যে অদ্বৈতকে প্রভু মহা-মহাপাত্র করিয়াছেন। **মহা-মহাপাত্র**—সর্বাপেক্ষা মহা-কৃপাপাত্র। অদ্বৈতাচার্যের গাঢ় গৌরভক্তির প্রভাবেই তিনি উল্লিখিতরূপ আচরণ করিতে পারেন এবং তাহার দ্বারাই তাঁহার মহা-মহাপাত্রতা সূচিত হইতেছে।

৪৯। **দুষ্ট যত জনা**—যাহারা দুষ্ট, অর্থাৎ মহা-বহির্মুখ এবং ভক্তিহীন। "যত"-স্থলে "জনা" এবং "কোন"-পাঠান্তর।

৫০। প্রসঙ্গক্রমে ২৫-৪৯ পয়ারসমূহে মহাপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত—পরস্পর-সম্বন্ধে এই দুইজনের স্বাভাবিক মনোভাবের এবং আচরণের কথা বলিয়া এক্ষণে পূর্ববর্তী ২৩-২৪ পয়ারদ্বয়ে সূচিত বিষয়ের অবতারণা করা হইতেছে। পূর্ববর্তী ২৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **তান বুলে পাছেপাছে**—তাঁহার (প্রভুর) পাছে পাছে ঘুরিয়া বেড়ায়েন।

'হইল প্রভুর মূর্চ্ছা' অদ্বৈত বুঝিয়া।
লেপিলা চরণধূলা অঙ্গে লুকাইয়া ॥ ৫১
অশেষ কৌতুক জানে প্রভু গৌররায়।
নাচিতে নাচিতে প্রভু সুখ নাহি পায় ॥ ৫২
প্রভু কহে "চিত্তে কেনে না বাসোঁ প্রকাশ।
কার্ অপরাধে মোর না হয় উল্লাস ॥ ৫৩
কোন্ চোরে আমারে বা করিয়াছি চুরি।
সেই অপরাধে আমি নাচিতে না পারি ॥ ৫৪
কেহো বা কি লইয়াছে মোর পদধূলি।
সভে সত্য কহ, চিন্তা নাহি আমি বলি ॥" ৫৫
অন্তর্যামি-বচন শুনিঞা ভক্তগণ।
ভয়ে মৌন সভে, কেহো না বোলে বচন ॥ ৫৬
বলিতে অদ্বৈত-ভয়, না বলিলে মরি।
বুঝিয়া অদ্বৈত বোলে জোড়হাত করি ॥ ৫৭
"শুন বাপ! চোরে যদি সাক্ষাতে না পায়।
তবে তার অগোচরে চুরি সে জুয়ায় ॥ ৫৮
মুঞি চুরি করিয়াছোঁ, মোর ক্ষম' দোষ।
আর না করিব যদি তোমা'-অসন্তোষ ॥ ৫৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫১। **লেপিলা**—লেপন করিলেন। **লুকাইয়া**—গোপনে।

৫৩। **না বাসোঁ প্রকাশ**—উল্লাস অনুভব করিতেছি না। **কার অপরাধে**—কাহার নিকট আমার অপরাধের ফলে?

৫৪। **আমারে বা** ইত্যাদি—আমার অজ্ঞাতসারে আমারে ( আমার উল্লাসকে উল্লাসের হেতুভূত প্রেমকে ) কেহ বোধ হয় চুরি করিয়াছেন ( গোপনে লইয়া গিয়াছেন )।

৫৫। "কেহ বা কি লইয়াছে"-স্থলে "কেহো নি লইয়া আছে"-পাঠান্তর।

৫৬। **অন্তর্য্যামি-বচন**—অন্তর্যামী প্রভুর বাক্য। "অন্তর্য্যামী"-শব্দের ব্যঞ্জনা এই যে, অদ্বৈতের কার্য প্রভু অন্তরে জানিতে পারিয়াছেন। ভয়ে—ভয়ের হেতু পরবর্তী পয়ারের প্রথমার্ধে বলা হইয়াছে। **মৌন**—চুপ্ চাপ।

৫৭। **বলিতে**—ভক্তগণ যাহা দেখিয়াছেন, তাহা বলিতে, অর্থাৎ বলিলে, **অদ্বৈত-ভয়**—শ্রীঅদ্বৈত হইতে ভয়, অর্থাৎ অদ্বৈতের রোষের ভয় জন্মে। শ্রীঅদ্বৈত যে প্রভুর মূর্চ্ছাকালে প্রভুর পদধূলি লইয়াছেন, তাহা তো ভক্তগণের সকলেই দেখিয়াছেন। কিন্তু প্রভুর নিকটে সে-কথা বলিতে গেলে, পাছে অদ্বৈত রুষ্ট হয়েন, ইহা ভাবিয়া ভক্তদের ভয় জন্মিল। **না বলিলে মরি**—আবার তাহা না বলিলেও প্রভু রুষ্ট হইবেন, তাহাতে সর্বনাশ হইবে। **বুঝিয়া অদ্বৈত** ইত্যাদি—ভক্তদের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া শ্রীঅদ্বৈত করজোড়ে প্রভুর নিকটে ( পরবর্তী ৫৮-৮৯-পয়ারদ্বয়োক্ত কথাগুলি ) বলিলেন।

৫৮-৫৯। **চোরে যদি** ইত্যাদি—যে চোর, সে যদি কোনও লোকের সম্মুখভাগ হইতে কোনও দ্রব্য নিতে না পারে, **তবে তার** ইত্যাদি—তাহা হইলে তার ( সেই লোকের ) অগোচরে ( দেখিতে না পায়, এইভাবে ) চুরি সে জুয়ায় ( চুরি করাই চোরের পক্ষে সঙ্গত হয় )। **মুঞি চুরি** ইত্যাদি—আমিই চুরি করিয়াছি ( তোমার সাক্ষাতে নিতে পারি না বলিয়া তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার পদধূলি গ্রহণ করিয়াছি ), **মোর ক্ষম অপরাধ**—তুমি দয়া করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা কর। **আর না করিব** ইত্যাদি—তোমার পদধূলি গ্রহণ করিলে যদি তোমার অসন্তোষ ( অসন্তুষ্টি হয়, যদি তুমি অসন্তুষ্ট হও,

অদ্বৈতের বাক্যে মহাক্রুদ্ধ বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতমহিমা ক্রোধে বোলয়ে বিস্তর ॥ ৬০
"সকল সংসার তুমি করিয়া সংহার।
তথাপিহ চিত্তে নাহি বাস' প্রতিকার ॥ ৬১
সংহারের অবশেষ সবে আছি আমি।
আমা' সংহারিয়া তবে সুখে থাক তুমি ॥ ৬২
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী খ্যাতি যার।
কারে তুমি নাহি কর' শূলেতে সংহার ॥ ৬৩
কৃতার্থ হইতে যে আইসে তোমা' স্থানে।
তাহারে সংহার কর' ধরিয়া চরণে ॥ ৬৪
মথুরানিবাসী এক পরম-বৈষ্ণব।
তোমার দেখিতে আইল চরণ-বৈভব ॥ ৬৫
তোমা দেখি কোথা সে পাইব বিষ্ণু-ভক্তি।
আরো সংহারিলে তার চিরন্তন-শক্তি ॥ ৬৬
লইয় চরণধূলি তারে কৈলা ক্ষয়।
সংহার করিতে তুমি পরম-নির্দ্দয় ॥ ৬৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাহা হইলে আমি, তাহা আর করিব না (তোমার পদধূলি আর গ্রহণ করিব না। অনুগ্রহপূর্বক তুমি আমাকে ক্ষমা কর)।

৬০। অদ্বৈতের কথা শুনিয়া মহা-ক্রোধাবেশে প্রভু (পরবর্তী ৬১-৭০ পয়ার-সমূহে) অদ্বৈতের মহিমা খ্যাপন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতের মহিমা ব্যক্ত করাইবার নিমিত্ত জীবের প্রতি প্রভুর কৃপাকে লীলাশক্তিই ক্রোধের ভঙ্গী ধারণ করাইয়াছেন।

৬১। **সকল সংসার** ইত্যাদি—সংহারকর্তা শিবরূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে সংহার করিয়াও। **নাহি বাস' প্রতিকার**—শান্তি অনুভব কর না। পরবর্তী ৭১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬২। **সংহারের অবশেষ** ইত্যাদি—তুমি তো সকলকেই সংহার করিয়াছ, এখন কেবলমাত্র আমিই বাকী আছি। (সংহারের যোগ্য নহেন বলিয়াই প্রভু বাকী রহিয়াছেন। প্রভু যে ত্রিকাল-সত্য তত্ত্ব)।

৬৩। **শূলেতে**—শূলের (ত্রিশূলের) দ্বারা। "শূলেতে"-স্থলে "স্বহস্তে" এবং "সবংশে"- পাঠান্তর। প্রলয়-কালে সংহার-কর্তা শিব যখন সৃষ্টি সংহার করেন, তখন কোনও জীবই রক্ষা পায় না,—তপস্বী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী এবং যোগীরাও না।

৬৪। **কৃতার্থ হইতে** ইত্যাদি—তোমার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হওয়ার বাসনায় যে-ব্যক্তি তোমার নিকটে গমন করে, তুমি তাহাকে তোমার চরণধূলি না দিয়া, বরং তাহার চরণ ধারণ কর; তাহাতেই তাহার সংহার—সর্বনাশ—হইয়া থাকে। পরবর্তী ৬৫-৬৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬৫-৬৭। ভঙ্গীতে এই তিন পয়ারে প্রভু নিজের কথাই বলিয়াছেন। **মথুরানিবাসী**—মথুরা মণ্ডলের অন্তর্গত ব্রজনিবাসী (ব্রজবিহারী নন্দ-নন্দন) **এক পরম-বৈষ্ণব**—(অখণ্ড-ভক্তিভাণ্ডারের অধিকারিণী শ্রীরাধার অখণ্ড-ভক্তিভাণ্ডার গ্রহণ করিয়া) একজন পরম-বৈষ্ণব (মহাভাগবত) সাজিয়া **তোমার দেখিতে** ইত্যাদি—তোমার চরণের বৈভব (মহিমা) দর্শন করিতে আসিলেন (তোমার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হওয়ার বাসনায় তোমার নিকটে আসিলেন)। **তোমা দেখি** ইত্যাদি—তোমার চরণ দর্শন করিয়া কোথায় সেই বৈষ্ণব বিষ্ণুভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন, **আরো সংহারিলে** ইত্যাদি—

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে ভক্তিযোগ।
সকল তোমারে কৃষ্ণ দিলা উপভোগ ॥ ৬৮
তথাপিহ তুমি চুরি কর' ক্ষুদ্র-স্থানে।
ক্ষুদ্র সংহারিতে কৃপা নাহি বাস' মনে ॥ ৬৯
মহা-ডাকাইত তুমি চোরে মহা-চোর।
তুমি সে করিলা চুরি প্রেম-সুখ মোর ॥" ৭০
এইমত ছলে কহে সুসত্য বচন।
শুনিঞা আনন্দে ভাসে ভাগবতগণ ॥ ৭১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তুমি আরো তাঁহার চিরন্তন-শক্তির ( শ্রীরাধার নিকট হইতে গৃহীত ত্রিকালসত্য ভক্তি-শক্তির ) সংহার করিলে ( তাঁহাকে কৃতার্থ করা তো দূরে, তুমি বরং তাঁহার সর্বনাশ সাধন করিলে। কিরূপে তাঁহার সর্বনাশ করিয়াছ, তাহাও বলিতেছি শুন )। **লইয়া চরণ-ধূলি** ইত্যাদি—তুমি তাঁহাকে তোমার চরণ-ধূলি তো দিলেই না, বরং তাঁহার চরণ-ধূলি তুমি নিজে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষয় করিলে ( তাঁহার সর্বনাশ করিলে )। **সংহার করিতে** ইত্যাদি—সংহার করার সময়ে তুমি অত্যন্ত নির্দয়—নিষ্ঠুর—হইয়া পড়। ৬৫-পয়ারে "আইল"-স্থলে "দেখিল আসি"-পাঠান্তর।

**৬৮-৭০।** এই কয় পয়ারও অদ্বৈতের প্রতি প্রভুর উক্তি। অদ্বৈত! অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যত ভক্তি আছে, শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তো তোমাকে তৎ-সমস্তই দিয়াছেন, তুমি সেই ভক্তিরসের উপভোগও ( আস্বাদনও ) করিতেছে। ভক্তির কিঞ্চিন্মাত্র অভাবও তো তোমার মধ্যে নাই। তথাপি **তুমি ক্ষুদ্রস্থানে** ( আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির নিকটে ভক্তি ) চুরি কর! অদ্ভুত ব্যাপার!! আমার ন্যায় নগণ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে সংহার করিবার সময়ে তোমার চিত্তে কি একটুও কৃপা জাগে না? অদ্বৈত! তুমি ছোট-খাট চোর নও, তুমি মহা-ডাকাইত, চোরগণের মধ্যেও তুমি মহা-চোর। তাই তোমার চিত্তে দয়া-মায়া নাই। তুমিই আমার প্রেম-সুখ—নৃত্যকালে প্রেম-জনিত উল্লাস—চুরি করিয়াছে, নিতান্ত নির্দয়ের ন্যায় আমার অজ্ঞাতসারে আমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া আমার প্রেমোল্লাস নষ্ট করিয়াছ।

**৭১। ছলে**—ক্রোধোক্তির ছলে। **সুসত্য বচন**—অতি সত্য কথা, তত্ত্ব-কথা। শ্রীঅদ্বৈত যে সৃষ্টি-সংহারক শিব, তাঁহার মধ্যে যে ভক্তি পূর্ণরূপে বিরাজিত, তাঁহার কৃপায় এবং চরণ-ধূলির প্রভাবে যে অপর লোকও ভক্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে, তিনি কাহারও চরণ-স্পর্শ করিলে যে তাহার সর্বনাশ হয়—এ-সমস্ত অতি সত্য কথা।

শ্রীঅদ্বৈতকে সংহার-কর্তা শিব বলার হেতু এই। সংহারকর্তা ঈশ্বর-তত্ত্ব শিব হইতেছেন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশ। এই গর্ভোদকশায়ী হইতেছেন কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ। শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন সেই মহাবিষ্ণুর অবতার। সুতরাং শিব হইতেছেন অদ্বৈতেরই এক স্বরূপ—সুতরাং তত্ত্বের বিচারে অদ্বৈত হইতে অভিন্ন। তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইলেও লীলাতে দুই স্বরূপে অবস্থিত। গৌরলীলাতে এই দুই স্বরূপই একত্র অবস্থিত—মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতের মধ্যে শিবও বিরাজিত। কবিকর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বলিয়াছেন, গৌরলীলায়—অন্যলীলার একাধিক স্বরূপও একই স্বরূপে বিরাজিত থাকেন, আবার অন্যলীলার একস্বরূপও ( এক স্বরূপের ভাবও ) গৌরীলীলায় একাধিক-স্বরূপে দৃষ্ট হয়। এ জন্যই কর্ণপূর শ্রীঅদ্বৈতকে সদাশিবও বলিয়াছেন ( গৌ. গ. দী. ॥ ৭৬ )।

"তুমি সে করিলা চুরি, আমি কি না পারি।
হের-দেখ চোরের উপরে করোঁ চুরি॥" ৭২
এত বলি অদ্বৈতেরে আপনে ধরিয়া।
লুটয়ে চরণধূলি হাসিয়া হাসিয়া॥ ৭৩
মহাবলী গৌরসিংহ, অদ্বৈত না পারে।
অদ্বৈত-চরণ প্রভু ঘষে নিজ-শিরে॥ ৭৪
চরণ ধরিয়া বক্ষে অদ্বৈতেরে বোলে।
"হের-দেখ চোর বান্ধিলাঙ নিজ কোলে॥ ৭৫
করিতে থাকয়ে চুরি চোর শতবার।
বারেকে গৃহস্থ সর্ব্ব করয়ে উদ্ধার॥" ৭৬
অদ্বৈত বোলয়ে "সত্য কহিলা আপনি।
তুমি যে গৃহস্থ আমি কিছুই না জানি॥ ৭৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৬। **বারেকে**—একবারে, চোর ধরা পড়িলে।

৭৭। প্রভুর কথা শুনিয়া অদ্বৈতাচার্য বলিলেন, **সত্য কহিলা আপনি**—প্রভু, তুমি নিজে যাহা বলিলে (অর্থাৎ গৃহস্থের ঘরে চোর শতবার চুরি করিলেও একবার চোর ধরা পড়িলে গৃহস্থ চোরের নিকট হইতে সমস্তই উদ্ধার করে—এই যে-কথাটি বলিলে), তাহা সত্য। (কিন্তু প্রভু, যে-রকম গৃহস্থের কথা তুমি বলিলে) **তুমি যে গৃহস্থ** (তুমি যে সে-রকম গৃহস্থ, তাহার) **আমি কিছুই না জানি**—তাহার কিছুই (বিন্দুবিসর্গও) আমি জানি না (সে-রকম গৃহস্থের লক্ষণের বিন্দুবিসর্গও যে তোমাতে আছে, তাহা আমি জানি না। আমি বরং জানি সে-রকম গৃহস্থের কোনও লক্ষণই তোমাতে নাই)। "তুমি যে"-স্থলে "তুমি সে"-পাঠান্তর। অর্থ—তুমি সে গৃহস্থ—তুমি যে সে-রকম গৃহস্থ, তাহা (আমি কিছুই না জানি)। "তুমি সে গৃহস্থই" সঙ্গত পাঠ বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদবশতঃই "সে"-স্থলে "যে" হইয়াছে। "তুমি সে"-পাঠ-স্থলে তাৎপর্য এই। "তুমি যে-রকম গৃহস্থের কথা বলিলে, সে-রকম গৃহস্থের ঘরে চোর বহুবার চুরি করিলেও একবার যদি ধরা পড়ে, তাহা হইলে সেই গৃহস্থ চোরের নিকট হইতে অপহৃত সমস্ত দ্রব্য কাড়িয়া লয় এবং সুযোগ পাইলে সেই চোরের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নও করিয়া থাকে। প্রভু, তুমি কিন্তু সে-রকম গৃহস্থ নও। তুমিও গৃহস্থ সত্য; অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপ গৃহের তুমি গৃহস্থ—অধিপতি, মালিক। কেহ তোমার কোনও দ্রব্য লইয়া গেলে তুমি যে তাহার নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লও, কিংবা তুমি যে তাহার উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন কর, তাহা তো আমি জানি না; তোমার যে এইরূপ স্বভাব, তাহার বিন্দুবিসর্গও আমি জানি না। আমি বরং জানি, তুমি কাহারও নিকট হইতে কোনও জিনিসই কাড়িয়া লও না, বরং সকলকেই তুমি ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ বস্তু দান করিয়া কৃতার্থ কর (২।৯।২১১-পয়ার দ্রষ্টব্য)। তথাপি প্রভু, তুমি আমার সম্বন্ধে এইরূপ করিলে কেন, বুঝিতে পারি না। তুমি বলিয়াছ—আমি নাকি 'চোরে মহাচোর', 'মহা-ডাকাইত'; তাহা আমি স্বীকার করিলাম; কিন্তু প্রভু, চোরের উপরে চুরি করা, চোরকে সংহার করা, তো তোমার (অর্থাৎ তোমার এই গৌর-স্বরূপের) স্বভাব নয়! তোমার স্বভাব যখন তোমার কথিত গৃহস্থের স্বভাবের মতন নহে, তখন তুমি প্রভু এ-রকম কাজ করিলে কেন?" এই পয়ারোক্তির ব্যঞ্জনায়, শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রভুর স্বরূপগত মহিমার কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ,—সকল তোমার।
কে রাখিব তুমি প্রভু! করিলে সংহার॥ ৭৮
হরিষেরো দাতা তুমি, তুমি দেহ' তাপ।
তুমি সংহারিলে বা রাখিব কার্ বাপ॥ ৭৯

নারদাদি যায় প্রভু! দ্বারকা-নগরে।
তোমার চরণ-ধন-প্রাণ দেখিবারে॥ ৮০
তুমি তা'সভার লহ চরণের ধূলি।
সে সব করে প্রভু! সেই আমি বলি॥ ৮১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৮। ( শ্রীঅদ্বৈত আরও বলিলেন ), প্রভু, তুমি যখন অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপ গৃহের গৃহস্থ, তখন এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু আছে, তৎসমস্তই তোমার, যত জীব আছে, তাহারাও তোমারই, তাহাদের **প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ**– তাহাদের প্রত্যেকের প্রাণ, প্রত্যেকের বুদ্ধি, প্রত্যেকের মন এবং প্রত্যেকের দেহ—সুতরাং আমারও প্রাণ বুদ্ধি প্রভৃতি—**সকল তোমার**—সমস্তই তোমার, অপর কাহারও নহে। এই অবস্থায়, **কে রাখিব** ইত্যাদি—তুমি যদি কাহাকেও সংহার কর, তাহা হইলে কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? তোমার জিনিস তুমি নষ্ট করিলে, কে তাহাতে বাধা দিতে পারে? বাধা দেওয়ার অধিকারই বা কাহার আছে? ( ব্যঞ্জনা এই যে, প্রভু, আমিও তোমারই; তুমি যদি আমাকে সংহার কর, তাহা হইলে কে আমাকে রক্ষা করিতে পারে? ) "করিলে"-স্থলে "করিতে"-পাঠান্তর।

৭৯। **হরিষের**—হর্ষের, সুখের। **তাপ**—যাতনা, দুঃখ। "সংহারিলে বা"-স্থলে "শাস্তি করিলে" পাঠান্তর।

৮০-৮১। ( শ্রীঅদ্বৈত আরও বলিলেন ) প্রভু, তোমার পূর্বরূপের ( শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের ) কথাও বলি। সেই স্বরূপেও তুমি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপ গৃহের গৃহস্থই ছিলে; কিন্তু এখন ( তোমার এই বর্তমান স্বরূপে ) তুমি সে-রকম ( শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের ন্যায় ) গৃহস্থও নহ। কেন না, যাহারা তোমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল, শ্রীকৃষ্ণরূপে তুমি তাহাদের প্রাণ সংহার করিয়াছ; কিন্তু তোমার এই স্বরূপে কাহারও প্রাণ সংহার করা তোমার স্বভাবের অনুরূপ কার্য নহে। ব্রহ্মাণ্ডবাসী সমস্ত জীবই তোমার। তোমার এতাদৃশ দ্রব্য-স্বরূপ বহু লোকের উপর জগাই-মাধাই শত্রুতাচরণ করিয়াছিল, বহু লোকের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করিয়াছিল, ব্রহ্মহত্যা-গোহত্যা পর্যন্ত করিয়াছিল; তথাপি তো প্রভু তুমি তাহাদের প্রাণ সংহার কর নাই; বরং তাহাদিগকে ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ বস্তু দিয়া কৃতার্থ করিয়াছ। তাহাদের প্রসঙ্গে তুমি তোমার অস্ত্রকে আহ্বান করিয়া বরং তাহাদিগকে জানাইয়াছ, তোমার এই বর্তমান স্বরূপে তুমি অবতীর্ণ না হইলে অস্ত্রাঘাতেই তাহাদের প্রাণ সংহার করিতে। এজন্যই বলিতেছি, তোমার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের ন্যায় গৃহস্থও তুমি নও। শ্রীকৃষ্ণরূপ গৃহস্থরূপে তুমি যে কেবল তোমার শত্রুদিগের প্রাণ সংহার করিয়াছ, তাহাই নহে। যাহারা তোমার শত্রু ছিল, তাহাদের প্রাণ-সংহারে বরং কিছু যুক্তি আছে; কিন্তু যাঁহারা তোমার প্রতি কখনও শত্রুভাব পোষণ করেন নাই, বরং যাঁহারা তোমার আনুকূল্যময়ী সেবাই সর্বদা করিয়াছেন, তাঁহাদের সর্বনাশ করার পশ্চাতে কোনও যুক্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপে তুমি তাহাও যে করিয়াছ, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি। **নারদাদি** ইত্যাদি—প্রভু! নারদাদি পরমভাগবতগণ দ্বারকানগরে যাইতেন **তোমার চরণ-ধন**

আপনার সেবক আপনে যবে খাও।
কি করিব সেবকে, আপনে ভাবি চাও ॥ ৮২
কি দায় চরণধূলি, সেহ রহু পাছে।
কাটিলে তোমার শাস্তা কোন্ জন আছে ॥ ৮৩
তবে যে এমত কর'—নহে ঠাকুরালী।
আমার সংহার হয়, তুমি কুতুহলী ॥ ৮৪
তোমার সে দেহ, তুমি রাখ বা সংহার'।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! তাই তুমি কর' ॥" ৮৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ইত্যাদি—তোমার (তোমার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের) চরণ-ধন-প্রাণ (তোমার যে চরণ তাঁহাদের ধন—একমাত্র সর্বস্ব এবং তাঁহাদের প্রাণ—প্রাণাধিক প্রিয়, তোমার সেই চরণ) দর্শনের জন্য (তোমার সম্বন্ধে কোনও-রূপ মন্দ অভিপ্রায় লইয়া তাঁহারা দ্বারকায় যায়েন নাই। কিন্তু তুমি প্রভু তাঁহাদের সম্বন্ধে কি করিয়াছিলে?) **তুমি তাসভার** ইত্যাদি—তুমি সেই নারদাদির চরণ-ধূলি গ্রহণ করিতে! চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সর্বনাশ করিতে!! (তুমি তাঁহাদের প্রভু, তাঁহারা তোমার ভৃত্য। প্রভু কোনও কাজ করিলে ভৃত্য আর কি করিতে পারেন? তোমার আচরণ দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়া কেবল মনে মনে বলিতেন) **সে সব করে প্রভু!** —কি আশ্চর্য! আমাদের প্রভু এমন কার্য করেন! আমাদের প্রভু হইয়া তিনি তাঁহার ভৃত্য (সেবক) আমাদের পদধূলি গ্রহণ করিলেন!! **সেই আমি বলি**—আমিও সে-কথাই বলি। "ইনি প্রভু হইয়া তাঁহার ভৃত্যের চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া ভৃত্যের সর্বনাশ সাধন করিলেন!"—আমিও একথাই বলি। এই কয় পয়ারোক্তি হইতেছে শ্রীঅদ্বৈতের নিজস্ব ভঙ্গীতে ব্যজস্তুতি। স্তুতি অর্থে তাৎপর্য—জগতের জীবকে ভক্তের মর্যাদা-রক্ষণের রীতি শিক্ষা দেওয়াই, নারদাদির পদধূলি-গ্রহণে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়। অবশ্য নারদাদি যে ইহাতে সঙ্কোচ অনুভব করেন, প্রাণের অন্তস্তলে তাঁহারা যে ইহাতে সুখ অনুভব করেন না, তাহাও সত্য।

৮২। খাও—সংহার কর। **আপনে ভাবি চাও**—তুমি নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ।

৮৩। **কি দায় চরণ-ধূলি**—তোমাকর্তৃক তোমার ভৃত্যের চরণ-ধূলি-গ্রহণের কথা আর কি বলিব? **সেহ রহু পাছে**—তোমার সেবকের সম্বন্ধে তুমি যদি এমন কোনও কাজও কর, যাহার তুলনায়, চরণ-ধূলি-গ্রহণরূপ কার্যও বহুদূর পশ্চাতে থাকিয়া যায় বলিয়া মনে হয়, যেমন, তুমি **কাটিলে** ইত্যাদি—তুমি যদি তোমার সেবককে কাটিয়া ফেল, তাহা হইলেও **তোমার শাস্তা** ইত্যাদি—তোমার এই কাজের জন্য তোমাকে শাস্তি দিতে পারে, এমন লোক কে আছে? (অর্থাৎ কেহই নাই)। "রহু"-স্থলে "লহ" এবং "কাটিলে"-স্থলে "কাটিতে"-পাঠান্তর।

৮৪। (সর্বশেষে শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, তোমার উল্লিখিতরূপ আচরণ তোমার, অর্থাৎ তোমার এই বর্তমান স্বরূপের, স্বভাবের অনুরূপ নহে) **তবে যে** ইত্যাদি—তথাপি যে তুমি এইরূপ আচরণ করিয়া থাক, তাহা কিন্তু তোমার **নহে ঠাকুরালী**—তোমার স্বরূপের অনুকূল কার্য নহে। (আমার সম্বন্ধে তোমার আচরণে) **আমার সংহার হয়**—আমার সর্বনাশ হইল, অথচ **তুমি কুতুহলী**—তুমি তাহাতে আন- নন্দ অনুভব করিতেছ! "হয়"-স্থলে "এই"-পাঠান্তর।

৮৫। **তোমার সে দেহ**—প্রভু, আমার এই দেহটি তো বস্তুতঃ আমার নয়, ইহা তোমারই,

বিশ্বম্ভর বোলে "তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী।
এতেকে তোমার চরণের সেবা করি ॥ ৮৬
তোমার চরণধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপিলে।
ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণপ্রেমরসজলে ॥ ৮৭
বিনে তুমি দিলে ভক্তি, কেহ নাহি পায়।
'তোমার সে আমি' হেন জান' সর্ব্বথায় ॥ ৮৮
তুমি আমা' যথা বেচ, তথাই বিকাই।
এ সত্য কহিলাঙ তোমার সে ঠাঁই ।।" ৮৯
অদ্বৈতের প্রতি দেখি কৃপার বৈভব।
অপূর্ব্ব চিন্তয়ে মনে সকল বৈষ্ণব ॥ ৯০
"সত্য সে সেবিলা প্রভু এ মহাপুরুষে।
কোটি মোক্ষ তুল্য নহে এ কৃপার লেশে ॥ ৯১
কদাচিত এ প্রসাদ শঙ্করে সে পায়।
যাহা করে অদ্বৈতেরে শ্রীগৌরাঙ্গরায় ॥ ৯২
আমরাও ভাগ্যবন্ত হেন ভক্ত-সঙ্গে।
এ ভক্তের পদধূলি লই সর্ব্ব-অঙ্গে ।।" ৯৩
হেন 'ভক্ত' অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে।
পাপিসব দুঃখ পায় নিজ-কর্ম্ম-দোষে ॥ ৯৪

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(যেহেতু, আমি আমার এই দেহ তোমাকে অর্পণ করিয়াছি। অথবা, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি বা গৃহস্থ বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই তোমার। এই যে দেহটি, যাহাকে আমি আমার দেহ বলিয়া মনে করি, তাহাও বাস্তবিক তোমারই, আমার নহে)। **তুমি রাখ বা সংহার**—এই দেহটিকে তুমি রক্ষা করিতেও পার, সংহার করিতেও পার। **যে তোমার ইচ্ছা** ইত্যাদি—প্রভু আমার বা আমার দেহ সম্বন্ধে যাহা করিবার জন্য তোমার ইচ্ছা হয়, তাহাই তুমি করিতে পার।

**৮৬-৮৯।** অদ্বৈত্যের কথা শুনিয়া ভক্তভাবে প্রভু অদ্বৈতকে এই কয় পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। প্রভু অদ্বৈতকে বলিলেন, **তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী**—তুমি হইতেছ ভক্তিভাণ্ডারের (যে-ভাণ্ডারে ভক্তি থাকে, তাহার) অধিকারী। ভাণ্ডারীর কৃপাব্যতীত কেহই ভাণ্ডারের জিনিস পাইতে পারেন না। ভাণ্ডারী কৃপা করিয়া তাঁহার ভাণ্ডার হইতে কোনও লোককে কোনও দ্রব্য দিলেই, সেই লোক সেই দ্রব্য পাইতে পারেন, অন্যথা নহে। তুমি যখন ভক্তির ভাণ্ডারী, তখন তোমার কৃপা হইলেই লোক ভক্তি পাইতে পারেন, অন্যথা তাহা অসম্ভব। **বিনে তুমি দিলে**—তুমি না দিলে, **ভক্তি কেহো নাহি পায়**—কেহই ভক্তি পাইতে পারে না। এজন্য **তোমার সে আমি** ইত্যাদি—আমি তোমারই, তোমারই অনুগত, সর্বথায় (সর্বপ্রকারে) হেন (এইরূপ) জান (জানিবে, মনে করিবে)। অথবা, আমি সর্বথায় (সর্বপ্রকারে) তোমারই (তোমারই অনুগত) হেন (এইরূপ) মনে করিবে। বস্তুতঃ ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তেরই সম্পত্তি। **বেচ**—বিক্রয় কর। "বেচ"-স্থলে "বিচ"-পাঠান্তর। অর্থ একই। **তথাই বিকাই**—সে-স্থানেই আমি বিক্রীত হই। ২।২।৫২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "কহিলাঙ"-স্থলে "করিলাম"-পাঠান্তর।

**৯১-৯৩।** এই পয়ারত্রয় ভক্তদিগের বিস্ময়োক্তি। **এ মহাপুরুষে**—এই মহাপুরুষ অদ্বৈতার্য। **কোটি মোক্ষ** ইত্যাদি—প্রভু অদ্বৈতের প্রতি যে কৃপা প্রকাশ করিলেন, কোটি কোটি মোক্ষও সেই কৃপার লেশের (যৎকিঞ্চিৎ অংশের) তুল্য হয় না। "সর্ব্ব অঙ্গে"-স্থলে "সভে অঙ্গে"-পাঠান্তর।

**৯৪। হেন 'ভক্ত'** ইত্যাদি—হরিষে (আনন্দের সহিত) শ্রীঅদ্বৈতকে শ্রীচৈতন্যের "ভক্ত"

সে-কালে যে হৈল কথা, সে-ই সত্য হয়।
না মানে' বৈষ্ণব-বাক্য, সে-ই যায় ক্ষয়॥ ৯৫
'হরিবোল' বলি উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে বেঢ়ি সব গায় অনুচর॥ ৯৬
অদ্বৈত-আচার্য্য মহা-আনন্দে বিহ্বল।
মহামত্ত হই নাচে পাসরি সকল॥ ৯৭
তর্জ্জেগর্জ্জে আচার্য্য দাড়িতে দিয়া হাথ।
ভ্রূকুটী করিয়া নাচে শান্তিপুরনাথ॥ ৯৮
"জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।"
অহর্নিশ গায় সভে হই কুতূহলী॥ ৯৯
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম-বিহ্বল।
তথাপি চৈতন্য নৃত্যে পরম কুশল॥ ১০০
সাবধানে চতুর্দ্দিকে তুই-হস্ত মেলি।
পড়িতে চৈতন্য ধরি রহে মহাবলী॥ ১০১
অশেষ-আবেশে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
তাহা বর্ণিবার শক্তি কোন্ বা জিহ্বায়॥ ১০২
সরস্বতী-সহিতে আপনে বলরাম।
সেই সে ঠাকুর গায় পূরি মনস্কাম॥ ১০৩
ক্ষণেক্ষণে মূর্চ্ছা পায় ক্ষণেক্ষণে কম্প।
ক্ষণে তৃণ লয় করে, ক্ষণে মহা-দম্ভ॥ ১০৪
ক্ষণে হাস, ক্ষণে শ্বাস, ক্ষণে বা বিবাস।
এইমত প্রভুর ভাবের পরকাশ॥ ১০৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিতে, নিজ কর্মদোষে কেবল পাপীরাই দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। পাপীরাই শ্রীঅদ্বৈতকে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত বলিয়া স্বীকার করে না।

৯৫। **সে কালে**—প্রভুর প্রকট-লীলাকালে। **যে হৈল কথা**—পূর্বোক্ত পয়ার-সমূহে কথিত কথা; অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত যে প্রভুর একান্ত ভক্ত, সেই কথা।

৯৭। **পাসরি সকল**—আনন্দের আবেশে অন্য সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইয়া।

৯৮। **দাড়িতে দিয়া হাথ**—চিবুকে যে কেশ জন্মে, তাহাকেই "দাঁড়ি" বা শ্মশ্রু বলে। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত ছিলেন মুণ্ডিত কেশ ( ২।২।২৬২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। মস্তক মুণ্ডিত করিয়া দাড়ী বা শ্মশ্রু রাখার রীতি সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণাদির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এই পয়ারে "দাড়ি"-শব্দে দাড়ী বা শ্মশ্রুর স্থান চিবুক বলিয়াই মনে হয়।

১০০। **চৈতন্য-নৃত্যে**—শ্রীচৈতন্যের নৃত্যকালে। **পরম কুশল**—অত্যন্ত নিপুণ, শ্রীচৈতন্যের রক্ষা-বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান ( পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য )। "পরম"-স্থলে "সকল"-পাঠান্তর। **সকল কুশল**—সর্বতোভাবে নিপুণ।

১০৩। **সেই সে ঠাকুর**—সেই ঠাকুর ( প্রভু ) বলরামই। **গায়**—গান বা কীর্তন করেন। **পূরি মনস্কাম**—বাসনা পূর্ণ করিয়া। অথবা, সরস্বতীর সহিত আপনে বলরাম ( বলরাম নিজে ) মনস্কাম পূর্ণ করিয়া সেই সে ঠাকুর গায় ( সেই ঠাকুর গৌরচন্দ্রের প্রেমাবেশ-নৃত্য-কথা গান করেন, কীর্তন করেন, করিতে পারেন )।

১০৪-৫। এই দুই পয়ারে শ্রীচৈতন্যের প্রেমবিকার কথিত হইয়াছে। "মূর্চ্ছা পায়"-স্থলে "মূর্চ্ছা হয়"-পাঠান্তর। **তৃণ লয় করে**—দৈন্য প্রকাশ করেন। **শ্বাস**—দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন।

বীরাসন করিয়া ঠাকুর ক্ষণে বৈসে।
মহা-অট্ট-অট্ট করি মাঝে প্রভু হাসে॥ ১০৬
ভাগ্য-অনুরূপ কৃপা করয়ে সভারে।
ডুবিলা বৈষ্ণব-সব আনন্দসাগরে॥ ১০৭
সম্মুখে দেখয়ে শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী।
অনুগ্রহ করে তানে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ ১০৮
সেই শুক্লাম্বরের শুনহ কিছু কথা।
নবদ্বীপে বসতি—প্রভুর জন্ম যথা॥ ১০৯
পরম স্বধর্ম্মপর, পরম সুশান্ত।
চিনিতে না পারে কেহো, পরম-মহান্ত॥ ১১০
নবদ্বীপে ঘরেঘরে ঝুলি লই কান্ধে।
ভিক্ষা করে, অহর্নিশ 'কৃষ্ণ' বলি কান্দে॥ ১১১
'ভিখারী' করিয়া জ্ঞান লোকে নাহি চিনে।
দরিদ্রের অবধি—করয়ে ভিক্ষাটনে॥ ১১২
ভিক্ষা করি দিবসে যে কিছু বিপ্র পায়।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি তবে শেষ পায়॥ ১১৩
কৃষ্ণানন্দ-প্রসাদে দারিদ্র নাহি জানে।
বলিয়া বেড়ায় 'কৃষ্ণ' সকল-ভবনে॥ ১১৪
চৈতন্যের কৃপাপাত্র কে চিনিতে পারে?
যখনে চৈতন্য অনুগ্রহ করে যারে॥ ১১৫
পূর্ব্বে যেন আছিল দরিদ্র দামোদর।
সেইমত শুক্লাম্বর বিষ্ণুভক্তিধর॥ ১১৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**বিবাস**—বিবসন, উলঙ্গ। "বিবাস"-স্থলে "বিরস" এবং "বিমরিষ"-পাঠান্তর। **বিরস**—বিষণ্ণ বিমরিষ—বিমর্ষ, বিষণ্ণ। **পরকাশ**—প্রকাশ।

১০৬। **বীরাসন**—১।৭।১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **মাঝে**—ভক্তগণের মধ্যস্থলে।

১১০। **চিনিতে না পারে ইত্যাদি**—শুক্লাম্বর যে পরম-মহান্ত (পরম-ভাগবত), তাঁহার বাহিরের আচরণ দেখিয়া কেহই তাহা জানিতে পারে না। পরবর্ত্তী পয়ারদ্বয়ে তাঁহার বাহিরের আচরণ কথিত হইয়াছে।

১১২। **ভিখারী করিয়া ইত্যাদি**—তাঁহাকে সকলে ভিক্ষুক বলিয়াই জানিত, তিনি যে পরম ভাগবত, ইহা কেহ জানিত না। **দরিদ্রের অবধি**—তাঁহার মধ্যে দারিদ্র্যের পরাকাষ্ঠা। **ভিক্ষাটনে**—ভিক্ষার জন্য ঘরে ঘরে গমন।

১১৩। **বিপ্র**—শুক্লাম্বর ব্রাহ্মণ ছিলেন। **শেষ পায়**—শ্রীকৃষ্ণের অবশেষ (প্রসাদ) গ্রহণ করেন। "শেষ পায়"-স্থলে "শেষে খায়"-পাঠান্তর।

১১৪। **কৃষ্ণানন্দ-প্রসাদে**—শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি-হেতুক-পরমানন্দজনিত চিত্তপ্রসন্নতাবশতঃ, শুক্লাম্বর **দারিদ্র নাহি জানে**—দারিদ্র্যজনিত দুঃখের কোনওরূপ অনুভবই পায়েন না। "নাহি"-স্থলে "নাহি কিছু"-পাঠান্তর। **বলিয়া বেড়ায় ইত্যাদি**—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া ভিক্ষার জন্য সকল ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়েন। "ভবনে"-স্থলে "ভুবনে"-পাঠান্তর।

১১৬। **দামোদর**—শ্রীকৃষ্ণের সহাধ্যায়ী এবং সখা শ্রীদামা-বিপ্রের একটি নাম ছিল দামোদর। ভা. ১০।৮০-৮১ অধ্যায়ে তাঁহার বিবরণ কথিত হইয়াছে। শ্রীদামা বিপ্র সান্দীপনি মুনির আশ্রমে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একসঙ্গে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত একসঙ্গেই তিনি গুরুসেবা করিয়াছেন। একদিন অপরাহ্নে গুরুপত্নী ইন্ধন আনয়নের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বনে পাঠাইয়াছিলেন।

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাঁহারা কাষ্ঠ সংগ্রহার্থ মহারণ্যে প্রবেশ করিলে অকালে মহাভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল, প্রবল বর্ষণে বনের উচ্চ-নীচ সকল স্থান একাকার হইয়া গেল। তখন সূর্য অস্তমিত, গাঢ় অন্ধকারে সমগ্র বন সমাবৃত। বৃষ্টির জলে আপ্লুত এবং ঝঞ্ঝাবাতে জর্জরিত হইয়া পরস্পরের হস্তধারণপূর্বক তাঁহারা সেই বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সান্দীপনি মুনি গৃহে আসিয়া পত্নীর নিকটে তাঁহাদের বনে গমনের কথা জানিয়া তাঁহাদের অন্বেষণের নিমিত্ত বাহির হইয়াছিলেন; সূর্যোদয় না হইতেই তিনি বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীদামার নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাদের গুরুভক্তি দেখিয়া মুনিবর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন এবং বলিলেন "আমার নিকট তোমরা বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া যে-বিদ্যা লাভ করিয়াছ, ইহকালে এবং পরকালেও তাহা অযাতযাম (অগত-সার) হউক।" সান্দীপনি তাঁহার শিষ্যদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। গুরুদক্ষিণা-প্রদানপূর্বক কৃষ্ণ ও শ্রীদামা স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। গুরু-গৃহে ব্রহ্মচর্যাশ্রম যাপন করিয়া গৃহে আসিয়া শ্রীদামা দারপরিগ্রহ করিলেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মবিত্তম, ইন্দ্রিয়সুখে বিরক্ত, প্রশান্তাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তিনি যদৃচ্ছালব্ধ অন্নদ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করিতেন, একখণ্ড মলিন ও জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতেন। তাঁহার পত্নীর পরিধানেও তদ্রূপ বস্ত্রই। পতিব্রতা ব্রাহ্মণী যখন যাহা পাইতেন, তাহাদ্বারাই পতির ভোজন করাইতেন, কোনও দিন বা নিজে উপবাস বা অর্ধাহার করিয়া থাকিতেন। একদিন তাঁহাদের আহারের কিছুই মিলিল না। তখন পতিব্রতা ব্রাহ্মণী ম্লানবদনে পতির নিকট আসিয়া বলিলেন, "আজ আপনার আহারের জন্য কিছু না পাইয়া আমি অবসন্ন ও কম্পিত-কলেবর হইতেছি। আমি শুনিয়াছি, ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ আপনার সখা। আপনি যদি তাঁহার নিকট গমন করেন, তাহা হইলে আপনাকে তিনি বহু ধন দান করিতে পারেন।" শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণী দিনের পর দিন শ্রীদামাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ধন-যাচ্ঞার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। অবশেষে একদিন মনে করিলেন,—"গেলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন তো পাইব; ইহাই আমার পরম লাভ।" তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "যাব আমি দ্বারকায়; কিন্তু সখার জন্য কি উপহার নিয়া যাইব?" ব্রাহ্মণী তখন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদের গৃহ হইতে ভিক্ষা করিয়া চারি মুষ্টি চিপিটক-তণ্ডুল-কণা আনিয়া চীরবস্ত্রে বাঁধিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। সানন্দচিত্তে ব্রাহ্মণ দ্বারকায় যাত্রা করিলেন, পথে কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথাই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। সৈন্যরক্ষিত দ্বারাদি অতিক্রম করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে এক মহলে গিয়া উপনীত হইলেন। সেইটি ছিল রুক্মিণীদেবীর মহল; শ্রীকৃষ্ণ গৃহাভ্যন্তরে রুক্মিণীদেবীর সহিত পালঙ্কে উপবিষ্ট ছিলেন। অঙ্গনে তাঁহার সখা শ্রীদামাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ছুটিয়া আসিয়া শ্রীদামাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং অত্যন্ত আদরের সহিত তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে নিয়া পালঙ্কে বসাইয়া পাদ্য-অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিলেন এবং পাদোদক স্বীয় মস্তকে ধারণ করিলেন। রুক্মিণীদেবীও স্বীয় সখীগণের সহিত ব্যজন-হস্তে মলিনবসন শীর্ণকলেবর ব্রাহ্মণের সেবা করিতে লাগিলেন। দেখিয়া অন্তঃপুরবর্তী জনগণ বিস্মিত হইলেন।

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় বন্ধুর ন্যায় তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন—কুশল-জিজ্ঞাসা, বিবাহ করিয়াছেন কিনা, গুরুগৃহের কথা, ইন্ধন-সংগ্রহের নিমিত্ত গুরুপত্নীকর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহারা যে বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, সেই কথা—এসমস্ত বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী ভগবান্ জানিতে পারিয়াছেন,—শ্রীদামাকে তাঁহার পত্নী কি উদ্দেশ্যে দ্বারকায় পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহার জন্য শ্রীদামা কি উপহার লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীদামাকে অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই! আমার জন্য কি আনিয়াছ বল। আমার ভক্তেরা ভক্তির সহিত পত্র, পুষ্প, জল, যাহা কিছু আমাকে দেন, আমি তাহা প্রীতির সহিত ভোজন করি।" শ্রীকৃষ্ণের অতুল ঐশ্বর্য দেখিয়া লজ্জায় ও সঙ্কোচে শ্রীদামা তাঁহার আনীত চিপিটক-তণ্ডুল-কণা শ্রীকৃষ্ণকে দিতে চাহিলেন না। কিন্তু ভক্তবৎসল এবং ভক্তদ্রব্য-লোলুপ শ্রীকৃষ্ণ "ইহা কি" বলিয়া নিজেই শ্রীদামার চীরবসনবদ্ধ চিপিটক-তণ্ডুল-কণা গ্রহণ করিলেন এবং এক মুষ্টি ভোজন করিলেন। দ্বিতীয় মুষ্টি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে রুক্মিণীদেবী তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন--"এতাবতালং বিশ্বাত্মন্ সর্ব্বসম্পৎ-সমৃদ্ধয়ে। অস্মিল্লোঁকেঽথ বামুষ্মিন্ পুংসস্ত্বত্তোষ-কারণম্॥ ভা. ১০৮১।১১॥ —হে বিশ্বাত্মন্! ইহলোকে বা পরলোকে লোকের প্রতি তোমার সন্তোষের কারণ এবং সর্বসম্পৎ সমৃদ্ধির পক্ষে ইহাই (এই এক মুষ্টিই) যথেষ্ট হইয়াছে।" ব্রাহ্মণ সেই রাত্রে রাজোচিত সমাদরে শ্রীকৃষ্ণ-মন্দিরেই রহিলেন। পরের দিন প্রাতঃকালে, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক যথোচিতভাবে অভিনন্দিত হইয়া শ্রীদামা স্বগৃহে যাত্রা করিলেন এবং পথে পথে কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিময় আচরণের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। মনে পড়িল, ব্রাহ্মণীর অভিপ্রায় অনুসারে তিনিও শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কিছু যাচ্ঞা করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে কিছু দেন নাই। তিনি তাহাতে খেদান্বিত হয়েন নাই। মনে করিলেন, তাঁহাকে ধনমদে মত্ত করা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা নয়। ইহা ভাবিয়া তিনি আনন্দই অনুভব করিলেন। শ্রীদামা নিজের গৃহের নিকটে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইলেন। তাঁহার পর্ণকুটিরের-স্থলে যেন ইন্দ্রপুরী। নানাবিধ মণিরত্নখচিত প্রাসাদ, কলকণ্ঠ-বিহগ-কুজিত কত কত ফল-ফুলের উদ্যান, দিব্যজল-পরিপূর্ণ কত কত সুবিস্তৃত সরোবর, তাহাতে প্রস্ফুটিত কমল-কুমুদ-কহ্লারাদি শোভা পাইতেছে, সারস-রাজহংস সন্তরণ করিতেছে। রত্নবাঁধা ঘাট। আবার, রত্নাভরণ-ভূষিতা পরমাসুন্দরী দাসীগণ উপায়ন-হস্তে তাঁহার দিকে আসিতেছে, তাহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আসিতেছেন—রাজরাণীর বেশে সজ্জিতা যেন দ্বিতীয়া লক্ষ্মীরূপা তাঁহার ব্রাহ্মণী! তাঁহাদের দ্বারা সম্বর্ধিত হইয়া শ্রীদামাবিপ্র প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন; তাহাতে বহু কক্ষ, প্রতি কক্ষই রাজপ্রাসাদোচিত সজ্জায় যথাযুক্তভাবে সজ্জিত। বিপ্রের বোধ হয় মনে পড়িল, রুক্মিণীদেবীর সেই কথা—"এতাবতালং সর্বসম্পৎসমৃদ্ধয়ে।" শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথা স্মরণ করিয়া বিপ্র প্রেমবিহ্বল হইয়া পড়িলেন, শ্রীকৃষ্ণের কৃপার দানরূপে অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য তাঁহার ভক্তিস্রোতে ভাটা আনয়ন করিতে পারিল না, দিনের পর দিন তাহা বরং আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতে লাগিল। বিপ্রের অবর্ণনীয় দারিদ্র্য ছিল; কিন্তু ছিল না দারিদ্র্যের দুঃখ। এখন অতুলনীয় ঐশ্বর্য আসিয়াছে, আসিল না কিন্তু ঐশ্বর্যের মত্ততা।

সেইমত কৃপাও করিলা বিশ্বম্ভর।
যে রহে প্রভুর নৃত্যে বাড়ীর ভিতর ॥ ১১৭
ঝুলি কান্ধে লই বিপ্র নাচে মহারঙ্গে।
দেখি হাসে' প্রভু সব-বৈষ্ণবের সঙ্গে ॥ ১১৮
বসিয়া আছয়ে প্রভু ঈশ্বর-আবেশে।
ঝুলি কান্ধে শুক্লাম্বর নাচে কান্দে হাসে' ॥ ১১৯
শুক্লাম্বর দেখিয়া গৌরাঙ্গ কৃপাময়।
"আইস-আইস" করি (প্রভু) বোলয়ে সদয় ॥ ১২০
"দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্মজন্ম।
আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষুধর্ম্ম ॥ ১২১
আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই।
তুমি না দিলেও আমি বল করি খাই ॥ ১২২
দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি খাইলুঁ তোর।
পাসরিলা ?—কমলা ধরিলা হস্ত মোর ॥" ১২৩
এ বলিয়া হস্ত দিয়া ঝুলির ভিতর।
মুষ্টিমুষ্টি তণ্ডুল চিবায় বিশ্বম্ভর ॥ ১২৪
শুক্লাম্বর বোলে "প্রভু! কৈলা সর্ব্বনাশ।
এ তণ্ডুলে খুদ-কণ বিস্তর প্রকাশ ॥" ১২৫
প্রভু বোলে "তোর খুদ-কণ মুঞি খাঙ।
অভক্তের অমৃতে উলটি নাহি চাঙ ॥" ১২৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৭। **যে রহে**—যে-শুক্লাম্বর থাকেন। **বাড়ীর ভিতর**—শ্রীবাসপণ্ডিতের বাড়ীর মধ্যে।

১১৮। **ঝুলি**—ভিক্ষার ঝুলি। শুক্লাম্বর কৃষ্ণকীর্তন করিতে করিতে ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়া কয়েক বাড়ী ঘুরিয়া পরে প্রভুর গৃহে আসিয়াছিলেন। প্রভু তখন নিজের গৃহে বৈষ্ণবদের সহিত কৃষ্ণকথার আলাপ করিতেছিলেন।

১১৯। **ঈশ্বর-আবেশে**—ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট হইয়া। **নাচে কান্দে হাসে**—শুক্লাম্বর প্রেমাবেশে কখনও বা নৃত্য করেন, কখনও বা কাঁদেন, আবার কখনও বা হাসিতে থাকেন। "নাচে কান্দে হাসে"-স্থলে "নাচয়ে হরিষে"-পাঠান্তর।

১২০। **সদয়**—সদয় (কৃপাবিষ্ট) হইয়া। "সদয়"-স্থলে "সদায়"-পাঠান্তর। **সদায়**—সর্বদা। ঈশ্বরাবেশে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভাবের আবেশে) প্রভু শুক্লাম্বরকে যাহা বলিলেন, পরবর্তী ১২১-২৩ পয়ারত্রয়ে তাহা কথিত হইয়াছে।

১২১। **ভিক্ষুধর্ম্ম**—যিনি ভিক্ষুকের ধর্ম (বৃত্তি) গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ভিক্ষুধর্ম। তুমি ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ কর। "ভিক্ষুধর্ম"-স্থলে "ভিক্ষাধর্ম"-পাঠান্তর।

১২৩। **দ্বারকার মাঝে**—দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণরূপে। **খুদ**—চিপিটক-তণ্ডুল-কণা। **কাড়ি**—জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া। **পাসরিলা ?**—ভুলিয়া গিয়াছ কি ? **কমলা**—রুক্মিণী দেবী। **পূর্ববর্তী** ১১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। এই পয়ারোক্তি হইতে জানা যায়, গত দ্বাপর-লীলায় শুক্লাম্বর ছিলেন শ্রীদামাবিপ্র (পূর্ববর্তী ১১৬-পয়ারকথিত দামোদর)।

১২৪-১২৫। **তণ্ডুল**—শুক্লাম্বরের ভিক্ষার চাউল। **চিবায়**—চর্বণ করেন। "মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায়"-স্থলে "মুঠি দুই তণ্ডুল চাবায়"-পাঠান্তর। **বিস্তর প্রকাশ**—বহু পরিমাণে বিরাজিত। "বিস্তর"-স্থলে "কোণ বহুত"-পাঠান্তর। কোণ—কণা, ক্ষুদকণা।

১২৬। **উলটি না চাঙ**—ফিরিয়াও চাই না। দ্বারকায় শ্রীদামাবিপ্রের নিকটেও শ্রীকৃষ্ণ

স্বতন্ত্র পরমানন্দ ভক্তের জীবন।
চিবায় তণ্ডুল, কে করিব নিবারণ॥ ১২৭
প্রভুর কারুণ্য দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
শিরে হাথ দিয়া সভে করেন ক্রন্দন॥ ১২৮
না জানি কে কোন্ দিগে পড়য়ে কান্দিয়া।
সভেই বিহ্বল হৈলা কারুণ্য দেখিয়া॥ ১২৯
উঠিল পরমানন্দ—কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
শিশু-বৃদ্ধ-আদি করি কান্দে সর্ব্বজন॥ ১৩০
দন্তে তৃণ করে কেহো, কেহো নমস্করে'।
কেহো বোলে "প্রভু! কভু না ছাড়িবা মোরে।"১৩১
গড়াগড়ি যায়েন সুকৃতি শুক্লাম্বর।
তণ্ডুল খায়েন সুখে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর॥ ১৩২
প্রভু বোলে "শুন শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারি।
তোমার হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা বিহরি॥ ১৩৩
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
তুমি ভিক্ষা চলিলে, আমার পর্য্যটন॥ ১৩৪
প্রেমভক্তি বিলাইতে মোর অবতার।
জন্মজন্ম তুমি প্রেমসেবক আমার॥ ১৩৫
তোমারে দিলাঙ আমি প্রেমভক্তি-দান।
নিশ্চয় জানিহ 'প্রেমভক্তি' মোর প্রাণ॥" ১৩৬
শুক্লাম্বরে বর শুনি বৈষ্ণবমণ্ডল।
জয় জয়-হরিধ্বনি করিলা সকল॥ ১৩৭
কমলানাথের ভৃত্য ঘরে ঘরে মাগে'।
এ রসের মর্ম্ম জানে কোনো মহাভাগে॥ ১৩৮
দশ-ঘরে মাগিয়া তণ্ডুল বিপ্র পায়।
লক্ষ্মীপতি গৌরচন্দ্র তাহা কাড়ি খায়॥ ১৩৯
মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যেন বিধি।
বেদরূপে আপনে'বলিলা গুণনিধি॥ ১৪০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিয়াছিলেন—"অণ্বপ্যুপহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্ণা ভূর্য্যেব মে ভবেৎ। ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥ ভা. ১০।৮১।৩॥ —ভক্তগণ প্রেমের সহিত অণুপরিমিত বস্তুও যদি আমাকে দান করেন, আমার নিকটে তাহাও ভূরি-পরিমিতই হইয়া যায়; কিন্তু অভক্ত জন ভূরি-পরিমিত দ্রব্য দিলেও তাহাতে আমার সন্তোষ জন্মে না।"

১২৭। **স্বতন্ত্র**—স্বাধীন, নিজের ইচ্ছানুসারেই যিনি সমস্ত করেন এবং তজ্জন্য কাহারও নিকটে যাঁহাকে কোনও কৈফিয়ৎ দিতে হয় না, তিনি স্বতন্ত্র। **স্বতন্ত্র পরমানন্দ** ইত্যাদি—স্বতন্ত্র, পরমানন্দ এবং ভক্তের জীবনতুল্য প্রিয় শ্রীবিশ্বম্ভর, **চিবায় তণ্ডুল**—শুক্লাম্বরের ভিক্ষার চাউল চিবাইয়া খাইতে লাগিলেন।

১৩০-১৩১। "কীর্তন"-স্থলে "ক্রন্দন"-পাঠান্তর। **দন্তে তৃণ করে**—দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া দৈন্য প্রকাশ করেন। "করে"-স্থলে "করি"-পাঠান্তর।

১৩৮। **কমলানাথের ভৃত্য**—সর্বৈশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী যে-কমলা (লক্ষ্মী-দেবী), সেই কমলার নাথ (ষড়ৈশ্বর্যের অধিপতি নারায়ণ) যিনি, তাঁহার ভৃত্য (সুতরাং যাঁহার কোনও অভাবই থাকিতে পারে না, সেই) শুক্লাম্বর ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্বাহ করেন। **মহাভাগে**—মহা ভাগ্যবান্ ব্যক্তি।

১৪০-১৪১। **মুদ্রার সহিত**—ধেনুমুদ্রা, প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা প্রভৃতি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক বিহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া, **নৈবেদ্যের**—ভগবানে নৈবেদ্য-অর্পণের, **যেন বিধি**—যে-প্রকার বিধান, **বেদরূপে**—বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্ররূপে, **গুণনিধি**—অশেষ গুণের আকর শ্রীগৌরচন্দ্র, **আপনে বলিলা**—নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, এবং **বিনি সেই বিধি**—সেই বিধানের অনুসরণ না করিয়া ভোগ নিবেদন করিলে যে

বিনি সেই বিধি, কিছু স্বীকার না করে।
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ—ভক্তের দুয়ারে ॥ ১৪১
শুক্লাম্বর-তণ্ডুল— তাহার পরমাণ।
অতএব সকল বিধির 'ভক্তি' প্রাণ ॥ ১৪২
যত বিধি-প্রতিষেধ—সব ভক্তি-দাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ, সে-ই বুদ্ধিনাশ ॥ ১৪৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভগবান্ **কিছু স্বীকার না করে**—নিবেদিত ভোগদ্রব্যের কিছুমাত্রও স্বীকার ( অঙ্গীকার, গ্রহণ ) করেন না, তাহাও তিনি বেদরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু **ভক্তের দুয়ারে**—ভক্তের দ্বারে, ভক্তের গৃহে, ভক্তের নিকটে, ভগবানের **সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ**—সমস্ত প্রতিজ্ঞাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। শাস্ত্রবিহিত মুদ্রাদি প্রদর্শন না করিয়াও ভক্তির সহিত ভক্ত ভগবান্‌কে যাহা কিছু প্রদান করেন, ভগবান্ প্রীতির সহিত তাহাই ভোজন করেন। এমন কি, ভগবানের ভোগের নিমিত্ত ভক্ত যে-দ্রব্য প্রীতির সহিত সংগ্রহ করেন, ভগবানে তাহা অর্পণের পূর্বেও ভক্তবৎসল এবং ভক্তদ্রব্য-গ্রহণ-লোলুপ ভগবান্ নিজেই তাহা প্রীতির সহিত ভোজন করিয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ পরবর্তী ১৪২-পয়ারে কথিত হইয়াছে। ১৪০-পয়ারে "যেন"-স্থলে "যত" এবং "বেদরূপে"-স্থলে "বেদমুখে"-পাঠান্তর। মুদ্রাদির বিবরণ হ. ভ. বি.-এর ৮ম বিলাসে দ্রষ্টব্য।

১৪২। **শুক্লাম্বর-তণ্ডুল** ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ১৪০-৪১ পয়ারোক্তির প্রমাণ হইতেছে শুক্লাম্বরের তণ্ডুল। শুক্লাম্বর শাস্ত্রবিহিত কোনওরূপ মুদ্রাদি প্রদর্শনপূর্বক প্রভুকে তণ্ডুল নিবেদন করেন নাই, এমন কি তাঁহার তণ্ডুল গ্রহণের নিমিত্ত প্রভুর নিকটে ইচ্ছাও প্রকাশ করেন নাই; তথাপি প্রভু তাহা ভোজন করিয়াছেন—বলপূর্বক। বস্তুতঃ তণ্ডুলের জন্য প্রভুর লোভ ছিল না, লোভ ছিল—শুক্লাম্বরের প্রেমরসের জন্য; তাঁহার ভিক্ষার তণ্ডুল শুক্লাম্বরের প্রেমরস বহন করিয়া আনিয়াছিল বলিয়াই প্রভু তাহা ভোজন করিবার জন্য লুব্ধ হইয়াছেন। **অতএব সকল বিধির** ইত্যাদি—**অতএব**—প্রভুকর্তৃক শুক্লাম্বরের তণ্ডুল-ভোজন হইতে জানা গেল, ভক্তিই হইতেছে সকল বিধির প্রাণতুল্য। প্রাণহীন দেহ যেমন অসার্থক, তদ্রূপ ভক্তিহীন বিধিও অসার্থক ( অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত মুদ্রাদির প্রদর্শনপূর্বক এবং শাস্ত্রবিহিত মন্ত্রাদির উচ্চারণ-পূর্বক ভোগদ্রব্য নিবেদিত হইলেও, নিবেদকের চিত্তে যদি ভক্তি না থাকে, ভক্তির সহিত যদি তাহা নিবেদিত না হয়, তাহা হইলে ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন না। পূর্ববর্তী ১২৬-পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত ভাগবত-শ্লোক দ্রষ্টব্য )। "বিধির ভক্তি প্রাণ"-স্থলে "বিধি ভক্তিপ্রধান"-পাঠান্তর। অর্থ—সমস্ত বিধির মধ্যে ভক্তিরই প্রাধান্য। ভক্তির সহিত বিধির পালনেই বিধির অনুসরণ সার্থক হয়, অন্যথা নহে। পরবর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৩। **বিধি**—"ইহা করিবে, ইহা শুনিবে, ইহা বলিবে"-ইত্যাদিরূপ অন্বয়-মুখে যে-উপদেশ, তাহাকে বলে বিধি। **প্রতিষেধ**—নিষেধ। "ইহা করিবে না, ইহা শুনিবে না, ইহা বলিবে না"-ইত্যাদিরূপে ব্যতিরেখ-মুখে যে-উপদেশ, তাহাকে বলে নিষেধ বা প্রতিষেধ। **ভক্তিদাস**—ভক্তির কিঙ্কর ( সহায়ক )। সাধকের জন্য শাস্ত্রে যত বিধি ও যত নিষেধ আছে, তৎসমস্তই হইতেছে ভক্তির কিঙ্কর ( আনুকূল্যবিধায়ক )। এই উক্তির সমর্থক শাস্ত্রবাক্য এই। "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ভ. র. সি.। ১।২।৫-ধৃতং পাদ্মোত্তরবচনম্

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(৭২।১০০)॥ —সর্বদা বিষ্ণুর স্মরণ করিবে, কখনও বিষ্ণুকে বিস্মৃত হইবে না(ভুলিয়া থাকিবে না)। শাস্ত্রে যত বিধি ও যত নিষেধ আছে, তৎসমস্তই এই দুইয়ের ( এই দুই বিধি-নিষেধের ) কিঙ্কর ( অধীন )।" "সর্বদা বিষ্ণুর স্মরণ করিবে"—ইহা হইতেছে "বিধি"; আর "কখনও বিষ্ণুকে ভুলিবে না"—ইহা হইতেছে "নিষেধ"। শাস্ত্রে যত রকম বিধি আছে, তাহাদের মূল বা রাজা হইতেছে একটিমাত্র বিধি—"সর্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে।"—এই বিধি। অন্য যত সব বিধি আছে, তৎসমস্ত হইতেছে এই বিধির কিঙ্কর - এই মূল-বিধির আনুকূল্যবিধায়ক, চিত্তে বিষ্ণু-স্মৃতিকে জাগ্রত করিবার, বা জাগ্রত স্মৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার সহায়ক। যে-বিধি কৃষ্ণস্মৃতির অনুকূল্য করে না, সাধন-ব্যাপারে তাহার বিধিত্বই থাকে না, রাজার আনুকূল্য না করিলে কিঙ্করের কিঙ্করত্বই যেমন থাকে না, তদ্রূপ। আর, যত নিষেধ আছে, তৎসমস্তেরও মূল বা রাজা একটি নিষেধ—"কখনও বিষ্ণুকে ভুলিবে না"—এই নিষেধ। অন্য যত সব নিষেধ আছে, তৎসমস্তই এই একটি নিষেধের কিঙ্কর, আনুকূল্যবিধায়ক—যাহাতে মন হইতে কৃষ্ণস্মৃতি দূর হইতে না পারে, তাহার সহায়ক। কৃষ্ণস্মৃতিকে মনে স্থান না দিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ পালনের সার্থকতা কিছু নাই। বিধি-নিষেধের কৃষ্ণস্মৃতিহীন পালনের একটা সামাজিক মূল্য হয়তো থাকিতে পারে, বাহিরে শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের পালনে লোকসমাজে সাধু বা ভজন-পরায়ণ বলিয়া খ্যাতি লাভ হইতে পারে; কিন্তু সাধনহিসাবে কৃষ্ণস্মৃতিহীন অনুষ্ঠানের কোনও মূল্যই থাকিতে পারে না। তাহার হেতু এই। অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতিই ( শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া রহিয়াছে বলিয়াই ) সংসারী মায়াবদ্ধ জীবের সংসার-দুঃখ। সুতরাং সংসার-দুঃখের মূল হেতুই হইল—অনাদি কৃষ্ণবিস্মৃতি। এই মূলহেতু কৃষ্ণবিস্মৃতিকে দূর করিতে না পারিলে সংসার-দুঃখও ঘুচিতে পারে না। আলোকের অভাবরূপ অন্ধকারকে দূর করার একমাত্র উপায় যেমন আলোকের আনয়ন, তদ্রূপ কৃষ্ণস্মৃতির অভাবরূপ কৃষ্ণবিস্মৃতিকে দূর করারও একমাত্র উপায় হইতেছে কৃষ্ণস্মৃতি। চিত্তে কৃষ্ণস্মৃতি আনয়নের জন্যই সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান এবং সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানের আনুকূল্যার্থ-ই বিধি-নিষেধের পালন। বস্তুতঃ, কৃষ্ণস্মৃতিই হইতেছে সাধন-ভজনের এবং বিধি-নিষেধের প্রাণ-স্বরূপ। কৃষ্ণস্মৃতিহীন সাধন বা বিধি-নিষেধের পালন, প্রাণহীন দেহের রক্ষণের ন্যায় অসার্থক। শ্রীল নরত্তমদাসঠাকুর মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন—"মনের স্মরণ প্রাণ"—শ্রীকৃষ্ণস্মরণই হইতেছে মনের প্রাণসদৃশ; কৃষ্ণস্মৃতিহীন মন হইতেছে প্রাণহীন দেহের তুল্য। প্রাণহীন দেহকে যেমন শৃগাল-কুক্কুর আক্রমণ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণস্মৃতিহীন মনকেও কাম-ক্রোধাদি—ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা এবং ইন্দ্রিয়-সুখসাধন বস্তুর সংগ্রহে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে ক্রোধাদি—আক্রমণ করিয়া থাকে, কৃষ্ণস্মৃতিহীন মন হইয়া পড়ে দুর্বাসনার লীলাভূমি। আবার, কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদি যত রকমের সাধনপন্থা আছে, ভক্তির সহায়তা ব্যতীত তাহাদের কোনও সাধনই অভীষ্ট ফল দান করিতে পারে না। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কৃষ্ণভক্তি হয়—অভিধেয়-প্রধান। ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক-কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান। এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল। কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল॥ চৈ. চ. ২।২২।১৪-১৫॥" এই উক্তির সমর্থক শাস্ত্রবাক্যও যথেষ্ট বিদ্যমান। যথা, "নৈষ্কর্ম্মমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।

'ভক্তি বিধি-মূল' কহিলেন বেদব্যাস।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ ॥ ১৪৪
মুদ্রা নাহি করে বিপ্র, না দিল আপনে।
তথাপি তণ্ডুল প্রভু খাইলা যতনে ॥ ১৪৫
বিষয়মদান্ধ-সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত-ধন কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে ॥ ১৪৬
দেখি মূর্খ দরিদ্র যে সুজনেরে হাসে'।
তার পূজা বিত্ত কভু কৃষ্ণেরে না বাসে' ॥ ১৪৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥ ভা. ১।৫।১২ ॥, তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ। ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ ॥ ভা. ২।৪।১৭ ॥, শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ভা. ১০।১৪।৪ ॥", "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ॥ ৭।১৪ ॥' ইত্যাদি। ভক্তির কৃপা-ব্যতীত যখন জ্ঞান-যোগ-কর্মাদি এবং তদনুকূল বিধিনিষেধও অভীষ্ট ফল দান করিতে অসমর্থ, তখন তৎসমস্ত যে ভক্তির অধীন—ভক্তির দাস—তাহা সহজেই জানা যায়। **ইহাতে যাহার দুঃখ—**সমস্ত বিধি-নিষেধ যে কৃষ্ণস্মৃতির কিঙ্কর এবং কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদি যে ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক, এ-সব কথা শুনিলে যাঁহার দুঃখ জন্মে, **সে-ই বুদ্ধি-নাশ—**তিনিই নষ্টবুদ্ধি লোক। তাঁহার সুবুদ্ধি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বুঝিতে হইবে। পরমার্থভূত বস্তু সম্বন্ধে বিচার করার অনুকূল বুদ্ধি তাঁহার নাই। তিনি সাম্প্রদায়িকতা-দোষ-দুষ্ট। "সে-ই"-স্থলে "তার"-পাঠান্তর।

১৪৪। **ভক্তি বিধি-মূল—**সমস্ত বিধির মূল বা রাজা যে ভক্তি, সমস্ত বিধি-নিষেধ যে ভক্তির দাস, একথা **কহিলেন বেদব্যাস—**বেদব্যাস বেদমূলক শাস্ত্রে বলিয়া গিয়াছেন ( পূর্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। "বিধি-মূল কহিলেন বেদব্যাস"-স্থলে "বিধিমূলরূপ কহিলেন ব্যাস"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই। **সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ** ইত্যাদি—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন (পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য )।

১৪৫। **বিপ্র—**শুক্লাম্বর। পূর্ববর্তী ১৪০-৪১ ও ১৪২ পয়ারের টীকা-দ্রষ্টব্য।

১৪৬। **বিষয়মদান্ধ-সব—**বিষয়সুখ-ভোগের মত্ততায় অন্ধ (বাস্তব-হিতাহিত-সম্বন্ধে জ্ঞানহীন ) লোকগণ। **এ মর্ম্ম**—ভক্তির এবং বিধি-নিষেধের গূঢ় রহস্য। **সুত-ধন-কুল-মদে—**পুত্র, বিত্ত ও কৌলীন্যের গৌরবে মত্ততাবশতঃ।

১৪৭। **দেখি মূর্খ** ইত্যাদি—সুজন ( ভক্ত ) ব্যক্তির মূর্খতা ও দারিদ্র্য দেখিয়া যে-ব্যক্তি তাহাকে হাসে ( উপহাস বা ঠাট্টাবিদ্রূপ করে ), **তার পূজা বিত্ত—**তাহার পূজা, কিংবা তাহার অর্পিত ধন-সম্পত্তি, **কভু কৃষ্ণেরে না বাসে'—**কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি জন্মাইতে পারে না। এই উক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি ভাগবত-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "দেখি দুঃখ দরিদ্রেরে যেই জন হাসে" এবং "বিত্ত"-স্থলে "ব্যর্থ" এবং "বৃত্তি"-পাঠান্তর। ব্যর্থ—তাহার পূজা ব্যর্থ হইয়া যায়; যেহেতু তাহা "কভু কৃষ্ণেরে না বাসে।" **বৃত্তি—**জীবিকানির্বাহের উপায়।

তথাপি ( ভা. ৪।৩১।২১ )—

"ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু॥" ১॥

'অকিঞ্চন-প্রাণ-কৃষ্ণ' সর্ব্ব-বেদে গায়।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ এই তাহারে দেখায়॥ ১৪৮
শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজন যেই শুনে।
সেই প্রেমভক্তি পায় চৈতন্যচরণে॥ ১৪৯
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ১৫০

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**শ্লো॥ ১॥ অন্বয়॥** অধনাত্মধনপ্রিয়ঃ ( যাঁহারা অধন,—ধনহীন, নিকিঞ্চন, এবং আত্মধন—ভগবান্‌ই যাঁহাদের ধন, অথবা, যাঁহারাই ভগবানের ধন-সম্পত্তি, তাঁহাদের প্রিয় যিনি, অথবা তাঁহারাই প্রিয় যাঁহার ) রসজ্ঞঃ ( যিনি ভক্তদিগের প্রেমরসের মর্ম জানেন। ভক্তগণ ধনপুত্রাদিতে মমতা পরিত্যাগপূর্বক কেবল ভগবানেই মমতা-পোষণ করিতেছেন—ইহা যিনি জানেন ) সঃ হরিঃ ( সেই ভগবান্ হরি ), যে ( যাহারা ) শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং ( বেদবিদ্যা, ধনসম্পত্তি, কুল ও যাগাদি কর্মানুষ্ঠানের ) মদৈঃ (মত্ততায় ) অকিঞ্চনেষু সৎসু ( নিষ্কিঞ্চন সজ্জনগণ-সম্বন্ধে ) পাপং ( নিন্দাদি পাপাচরণ ) বিদধতি ( করে ), কুমনীষিণাং ( তাদৃশ কুবুদ্ধি লোকগণের ) ইজ্যাং ( পূজা ) ন ভজতি ( অঙ্গীকার করেন না )।

**অনুবাদ।** যাঁহারা অধন ( ধনহীন, দেহসুখ-সাধন ধনের প্রতি লিপ্সা নাই বলিয়া যাঁহারা ধনসঞ্চয় করেন না, সুতরাং যাঁহারা দরিদ্র ) এবং আত্মধন ( আত্মস্বরূপ ভগবান্‌ই যাঁহাদের ধন বা সম্পত্তি, অথবা যাঁহারা আত্মস্বরূপ ভগবানের ধন বা সম্পত্তি ), তাঁহাদের প্রিয় যিনি, অথবা তাঁহারা যাঁহার প্রিয়, এবং যিনি রসজ্ঞ ( যিনি সেই নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের প্রেমরসের মর্ম জানেন, নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ ধনপুত্রাদিতে মমতা পরিত্যাগপূর্বক কেবল ভগবানেই মমতা পোষণ করিতেছেন—ইহা যিনি জানেন—সুতরাং যিনি অকিঞ্চন ভক্তগণের বশীভূত ) সেই শ্রীহরি, যাহারা বেদবিদ্যা, ধনসম্পত্তি, কুল ও যাগাদি কর্মানুষ্ঠান—এ-সমস্তের মত্ততায় অকিঞ্চন ভক্তগণ-সম্বন্ধে (শ্রীকৃষ্ণচরণব্যতীত আমার আপন বলিতে আর কিছুই নাই, এইরূপ ভাব হৃদয়ের অন্তস্তলে যাঁহারা সর্বদা পোষণ করেন, তাদৃশ অকিঞ্চন বা নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের সম্বন্ধে ) নিন্দাদি পাপাচরণ করিয়া থাকে, সেই কুবুদ্ধি লোকগণের পূজা ( সেই শ্রীহরি ) অঙ্গীকার করেন না। ২।১৬।১॥

**১৪৮। অকিঞ্চন-প্রাণ কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ অকিঞ্চন ভক্তগণের প্রাণতুল্য প্রিয়, অথবা অকিঞ্চন ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্য। অকিঞ্চন-শব্দের তাৎপর্য পূর্ববর্তী শ্লোকের অনুবাদে দ্রষ্টব্য।

১৫০। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

( ৪. ৯. ১৯৬৩—৮. ৯. ১৯৬৩ )

# মধ্যখণ্ড

## সপ্তদশ অধ্যায়

মধ্যখণ্ডকথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥ ১
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
গূঢ়রূপে সঙ্কীর্ত্তন করে নিরন্তর ॥ ২
যখন করয়ে প্রভু নগরভ্রমণ।
সর্ব্বলোক দেখে যেন সাক্ষাত মদন ॥ ৩
ব্যবহারে দেখে প্রভু যেন দম্ভময়।
বিদ্যাবল দেখিয়া পাষণ্ডী করে ভয় ॥ ৪
ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্য-প্রতিও নাহিক তৃণজ্ঞান ॥ ৫
নগরভ্রমণ করে প্রভু নিজ-রঙ্গে।
গূঢ়রূপে থাকয়ে সেবক-সব সঙ্গে ॥ ৬
পাষণ্ডি-সকল বোলে "নিমাঞিপণ্ডিত।
তোমারে রাজার আজ্ঞা আইসে ত্বরিত ॥ ৭
লুকাইয়া নিশাভাগে করহ কীর্ত্তন।
দেখিতে না পায় লোক, শাঁপে অনুক্ষণ ॥ ৮

### নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**বিষয়।** প্রভুর নগর-ভ্রমণ। পাষণ্ডিগণকর্তৃক প্রভুর প্রতি রাজ-ভয়-প্রদর্শন, প্রভুর উপেক্ষা। নৃত্যে প্রভুর প্রেমসুখাভাব। অদ্বৈতের ভঙ্গীময়ী উক্তি। অদ্বৈতের প্রতি রুষ্ট হইয়া "প্রেমশূন্যদেহ"-ত্যাগের উদ্দেশ্যে প্রভুর গঙ্গায় ঝম্প-প্রদান এবং হরিদাস ও নিত্যানন্দকর্তৃক উত্তোলন। নন্দন-আচার্যের গৃহে প্রভুর গোপন-অবস্থান। অদ্বৈতের দুঃখ ও উপবাস। শ্রীবাসকে আনাইয়া প্রভুকর্তৃক অদ্বৈতের সংবাদ-গ্রহণ। অদ্বৈতের গৃহে প্রভুর গমন ও তাঁহার প্রতি কৃপা-প্রকাশ। কৃষ্ণদাস হওয়ার সৌভাগ্য। মুক্তগণেরও শ্রীকৃষ্ণভজন।

২। **গূঢ়রূপে**—নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ না করিয়া।

৪। **ব্যবহারে দেখে** ইত্যাদি—প্রভুর ব্যবহারিক আচরণ দেখিয়া সাধারণ লোক মনে করিত, প্রভু যেন অত্যন্ত দাম্ভিক, যেন দম্ভের প্রতিমূর্তি। "ব্যবহারে"-স্থলে "ব্যবহারী"-পাঠান্তর। ব্যবহারী—লৌকিক জগতের ব্যবহার বা আচরণের প্রতিই যাহারা প্রাধান্য আরোপ করে (তাহারা প্রভুকে যেন দম্ভময় দেখে)। **বিদ্যাবল** ইত্যাদি—প্রভুর বিদ্যাবত্তা দেখিয়া পাষণ্ডীরাও প্রভুকে ভয় করে। "দেখি পাষণ্ডী করে"-স্থলে "দেখি পাষণ্ডীও পায়"-পাঠান্তর।

৫। **ব্যাকরণ-শাস্ত্রে** ইত্যাদি—প্রভু কেবল ব্যাকরণ-শাস্ত্রেই তাঁহার অধ্যাপকের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ ব্যাকরণ-শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছেন। সবে—কেবল। **আদান**—গ্রহণ। কিন্তু **ভট্টাচার্য্য** ইত্যাদি—ভট্টাচার্যকেও তৃণজ্ঞান করেন না, আলোচনার অযোগ্য মনে করিয়া ভট্টাচার্যের সহিতও শাস্ত্রালোচনা করিতে ইচ্ছা করেন না। **ভট্টাচার্য্য**—১৷৬৷১৮৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭-৯। এই কয় পয়ার হইতেছে প্রভুর প্রতি পাষণ্ডীদের উক্তি—ভয়-প্রদর্শন। **তোমারে রাজার** ইত্যাদি—রাজার নিকটে তোমার উপস্থিতির নিমিত্ত শীঘ্রই রাজার আদেশ আসিতেছে। **লুকাইয়া**

মিথ্যা নহে লোক-বাক্য সম্প্রতি ফলিল।
সুহৃদ্‌জ্ঞানে সে কথা তোমারে কহিল॥" ৯
প্রভু বোলে "অস্তু অস্তু এ সব বচন।
মোর ইচ্ছা আছে—করোঁ রাজ-দরশন॥ ১০
পঢ়িলুঁ সকল শাস্ত্র অলপ-বয়সে।
শিশু-জ্ঞান করি মোরে কেহো না জিজ্ঞাসে'॥ ১১
মোরে খোজে হেন জন কোথাও না পাঙ।
যে বা জন মোরে খোজে, মুঞি ইহা চাঙ॥" ১২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ইত্যাদি—অতি গোপনে, দ্বারে কপাট দিয়া, রাত্রিকালে তুমি কীর্তন কর ( ব্যঞ্জনা—তোমার কীর্তনের রহস্য, প্রকাশ পাইবে বলিয়া তুমি সেই কীর্তন কাহাকেও দেখাইতে চাও না )। **দেখিতে না পায়** ইত্যাদি—তোমার কীর্তন দেখিবার জন্য অনেক লোক যায়; কিন্তু দ্বার বন্ধ থাকে বলিয়া দেখিতে পায় না, মনের দুঃখে তাহারা সর্বদা তোমাকে শাপ দিয়া থাকে। **শাঁপে**—শাপ দেয়। **মিথ্যা নহে** ইত্যাদি—পাষণ্ডীরা বোধ হয় মনে মনে বলিল, "লোকে যে বলে, তুমি নাকি কি খাইয়া মাতাল হইয়া সারা রাত্রি চীৎকার কর, মধুমতীর উপাসনা কর ( ২।৮।১২০ পয়ার ও তাহার টীকা দ্রষ্টব্য ), এ-সকল কথা মিথ্যা নহে।" কিন্তু প্রভুর নিকটে তাহা না বলিয়া প্রকাশ্যে তাহারা বলিল—"লোকে যে বলে, বহুলোক তোমাকে শাপ দিয়া থাকে, তাহা মিথ্যা নহে। ফলের দ্বারাই তাহা জানা যায়। শাপের ফল কখনও ভাল হয় না। লোকের শাপ **সম্প্রতি ফলিল**—সম্প্রতি ( এক্ষণে ) রাজার আদেশরূপ ফল প্রসব করিল ( তাৎপর্য—লোকদের অভিশাপের কথা রাজা জানিতে পারিয়াছেন; সে-জন্য তোমাকে তলব করিয়াছেন। এইরূপ অর্থ না করিলে পরবর্তী ১০-১২ পয়ারোক্তির সহিত সঙ্গতি থাকে বলিয়া মনে হয় না )। **সুহৃদ্‌জ্ঞানে** ইত্যাদি—তোমাকে আমাদের সুহৃৎ ( বন্ধু ) মনে করি বলিয়াই তোমার নিকটে রাজার আদেশের কথা জানাইলাম ( তুমি যেন সাবধান হইতে পার )। "সুহৃদ্‌জ্ঞানে সে"-স্থলে "সুহৃৎস্থানেতে"-পাঠান্তর। সুহৃৎস্থানেতে—বন্ধুর নিকট।

১০-১২। পাষণ্ডীদের কথার উত্তরে এই পয়ারত্রয়ে প্রভুর উক্তি। **অস্তু অস্তু এসব বচন**—তোমরা যাহা বলিলে, তাহাই হউক, হউক ( অর্থাৎ রাজার নিকটে উপস্থিত হওয়ার জন্য রাজা আমাকে আদেশ করুন )। **মোর ইচ্ছা** ইত্যাদি—রাজাকে দর্শন করার নিমিত্ত আমারও ইচ্ছা আছে। যেহেতু, **পঢ়িলুঁ** ইত্যাদি—অল্প বয়সেই আমি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, সকল শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করিয়াছি; কিন্তু **শিশুজ্ঞান করি** ইত্যাদি—আমাকে শিশু মনে করিয়া শাস্ত্রসম্বন্ধে কেহই আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না, আমার খোঁজও কেহ লয় না। **মোরে খোঁজে** ইত্যাদি—আমার খোঁজ করে, আমার সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে চাহে, এমন লোক আমি কোথাও পাইতেছি না। ( তাৎপর্য বোধ হয় এই যে, প্রভুর প্রতি যাঁহার প্রীতি আছে, সুতরাং প্রভুর দর্শনের জন্য যিনি উৎসুক, এমন লোক প্রায়শঃই দেখিতে পাওয়া যায় না )। **যে বা জন** ইত্যাদি—আমি ইহাই চাই যে, কোনও লোক যেন আমার খোঁজ করে, আমার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করে। অর্থাৎ রাজা যে আমার উপস্থিতির জন্য তলব করিয়াছেন, তাহা ভালই হইয়াছে; তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করার সুযোগ হইয়াছে। পাষণ্ডীদের কথা শুনিয়া প্রভু কৌতুকই অনুভব করিয়াছেন এবং কৌতুক-রঙ্গের আবেশেই ১০-১২

পাষণ্ডী বোলয়ে "রাজা চাহিব কীর্ত্তন।
না করে পাণ্ডিত্যচর্চ্চা রাজা সে যবন॥" ১৩
তৃণ জ্ঞান পাষণ্ডীরে ঠাকুর না করে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন-মন্দিরে॥ ১৪
প্রভু বোলে "হৈল আজি পাষণ্ডি-সম্ভাষ।
সঙ্কীর্ত্তন কর' সব দুঃখ যাউ নাশ॥" ১৫
নৃত্য করে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
চতুর্দ্দিগে বেঢ়ি গায় সব অনুচর॥ ১৬
রহিয়া রহিয়া বোলে "অরে ভাই-সব!
আজি কেনে নহে মোর প্রেম-অনুভব॥ ১৭
নগরে হইল কিবা পাষণ্ডিসম্ভাষ।
এই বা কারণে নহে প্রেমের প্রকাশ॥ ১৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পয়ারত্রয়োক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। তথাপি, প্রভুর এই উক্তিগুলির একটা গূঢ় তাৎপর্য আছে বলিয়াও মনে হয় এবং তাহা হইতেছে এই :— রাজা যখন আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিতেছেন, তখন বুঝা যায়, আমার প্রতি রাজার প্রীতি আছে। আমার প্রতি যাঁহাদের প্রীতি আছে, তাঁহাদের সহিত মিলিত হওয়ার নিমিত্ত এবং তাঁহাদের সহিত আলাপাদির জন্য আমারও ইচ্ছা আছে।

১৩। প্রভুর কথা শুনিয়া পাষণ্ডীরা বলিল, **রাজা চাহিব কীর্ত্তন**—রাজা তোমার গোপন-কীর্তনই দেখিবেন ; তোমার গোপন কীর্তনের রহস্য জানার জন্যই রাজা তোমাকে তলব করিয়াছেন। তোমার মুখে শাস্ত্রকথা শুনিবার উদ্দেশ্যে রাজা তোমার তলব করেন নাই। কেননা, **না করে পাণ্ডিত্য** ইত্যাদি—রাজা তো যবন, হিন্দুদের শাস্ত্রকথা শুনিবার জন্য রাজার আগ্রহ নাই ; সে-জন্য তিনি কোনও হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে পাণ্ডিত্য-চর্চা করেন না, হিন্দুপণ্ডিতের হিন্দুশাস্ত্রসম্বন্ধে কিরূপ পাণ্ডিত্য আছে, তাহা জানিবার জন্য কোনও পণ্ডিতের সহিত শাস্ত্রালোচনা করেন না। "পাণ্ডিত্য"-স্থলে "পণ্ডিত"-পাঠান্তর। প্াষণ্ডীরা ভঙ্গীতে প্রভুকে ভয়-প্রদর্শনই করিল। প্রভুর গোপন-কীর্তনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া রাজা প্রভুকে শাস্তি দিবেন, ভঙ্গীতে পাষণ্ডীরা প্রভুকে তাহাই জানাইল।

১৪। **তৃণজ্ঞান** ইত্যাদি—পাষণ্ডীদের প্রতি প্রভু কোনও মূল্যই আরোপ করেন না, তাহাদের কথারও কোনও গুরুত্ব আছে বলিয়া প্রভু মনে করেন না। তাহাদের ভয়-প্রদর্শনে প্রভু কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইলেন না।

১৫। **হৈল আজি** ইত্যাদি—আজ পাষণ্ডীদের সহিত আলাপ হইয়াছে। তাহাদের সহিত আলাপে কোনও কৃষ্ণপ্রসঙ্গ না থাকায় আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ জাগিয়াছে। **সঙ্কীর্ত্তন কর** ইত্যাদি—তোমরা কৃষ্ণকীর্তন কর, যাহাতে আমার সমস্ত দুঃখ দূর হইতে পারে।

১৭। **রহিয়া রহিয়া**—থাকিয়া থাকিয়া, কতক্ষণ পর পর। **প্রেম-অনুভব**—কৃষ্ণপ্রেমের উপলব্ধি। তাৎপর্য—আজ আমার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইতেছে না, সে-জন্য কৃষ্ণপ্রেমের উপলব্ধিও পাইতেছি না।

১৮। **নগরে হইল** ইত্যাদি- আজ নদীয়া-নগরে যে পষণ্ডীদের সহিত আমার কথাবার্তা হইয়াছিল, সে-জন্যই কি আমার মধ্যে প্রেম প্রকাশ পাইতেছে না? সে-জন্যই কি নৃত্যে আনন্দ পাইতেছি না? (ভঙ্গীতে প্রভু জানাইলেন, পাষণ্ডীদের সহিত আলাপও ভক্তিবিরোধী)।

তোমা'সভা'স্থানে বা হইল অবজান।
অপরাধ ক্ষমিয়া রাখহ মোর প্রাণ॥" ১৯
মহাপাত্র অদ্বৈত ভ্রূকুটী করি নাচে।
"কেমতে হইব প্রেম, নাড়া শুষিয়াছে॥ ২০
মুঞি নাহি পাঙ প্রেম, না পায় শ্রীরাস।
তেলি-মালি-সনে কর' প্রেমের বিলাস॥ ২১
অবধূত তোমার প্রেমের হইল দাস।
আমি সে বাহির, আর পণ্ডিত-শ্রীবাস॥ ২২
আমি-সব নহিলাঙ প্রেম-অধিকারী।
অবধূত আজি আসি হইলা ভাণ্ডারী॥ ২৩
যদি মোরে প্রেমযোগ না দেহ' গোসাঞি!
শুষিব সকল প্রেম, মোর দোষ নাঞি॥" ২৪

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯। **তোমা সভা** ইত্যাদি—তোমাদের কাহারও প্রতি কি কোনওরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছি? ভক্তের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন-জনিত অপরাধেই কি নৃত্যে আমি আনন্দ পাইতেছি না? চিত্তে প্রেমানন্দের অনুভব না হইলে প্রাণ রাখিয়াই বা আমার কি লাভ? **অপরাধ ক্ষমিয়া** ইত্যাদি—তোমাদের কাহারও নিকটে আমার অবজ্ঞা-জনিত অপরাধ নিশ্চয়ই হইয়াছে। আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া তোমরা আমার প্রাণ রক্ষা কর। (ভঙ্গীতে প্রভু জানাইলেন, ভক্তের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলে অপরাধ হয় এবং এইরূপ অপরাধ জন্মিলে ভক্তিসুখ অনুভূত হয় না)। **অবজান**—অবজ্ঞা।

২০। **মহাপাত্র**—ভক্তির মহাপাত্র, পরম-ভাগবতোত্তম। এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ২৪ পয়ার পর্যন্ত, প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া, শ্রীঅদ্বৈতের নিজস্ব ভঙ্গীময়ী উক্তি। **কেমতে হইবে প্রেম**—তোমার চিত্তে কিরূপে প্রেম—প্রেমসুখ—হইবে? যেহেতু, **নাড়া শুষিয়াছে**—তোমার প্রেম এবং প্রেমসুখ নাড়া (শ্রীঅদ্বৈত) শোষণ করিয়া লইয়াছে। **শুষিয়াছে**—শোষণ করিয়া লইয়াছে।

২১-২২। শ্রীঅদ্বৈত কেন প্রভুর প্রেম শোষণ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহার নিজস্ব অদ্ভুত ভঙ্গীতে, এই দুই পয়ারোক্তিতে তাহা তিনি বলিয়াছেন। **মুঞি নাহি** ইত্যাদি—তোমার মধ্যে অখণ্ড প্রেম বিরাজিত; তথাপি তোমার নিকট হইতে আমিও প্রেম পাইলাম না, শ্রীবাসও পাইলেন না। অথচ তুমি **তেলি-মালি-সনে** ইত্যাদি—তেলী, মালী প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর জাতীয় লোকদিগের সহিত প্রেমের বিলাস করিতেছ, তাহাদিগকেই প্রেম দিতেছ। আমি ও শ্রীবাস ব্রাহ্মণ হইয়াও তাহা পাইলাম না। "কর"-স্থলে "হৈল"-পাঠান্তর। **অবধূত** ইত্যাদি—নিত্যানন্দ হইতেছেন আচারভ্রষ্ট অবধূত; তাঁহাকে তুমি তোমার অন্তরঙ্গ করিয়াছ, প্রেম দিয়া তুমি তাঁহাকে তোমার দাস—ভৃত্য—করিয়া রাখিয়াছ। অথচ আমি আচারভ্রষ্ট নহি, শ্রীবাসও নহেন। তথাপি **আমি সে বাহির** ইত্যাদি—আমিও তোমার বহিরঙ্গ রহিয়া গেলাম, এবং শ্রীবাসও।

২৩-২৪। কুলে এবং সদাচারে আমরা তোমার নিকট হইতে প্রেম লাভের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, **আমি সব** ইত্যাদি—আমরা সকলে প্রেমের অধিকারী হইলাম না, তুমি আমাদিগকে প্রেম দিলে না। অথচ **অবধূত আজি** ইত্যাদি—এই ভ্রষ্টাচারী অবধূত কোথা হইতে সম্প্রতি নবদ্বীপে আসিয়াই তোমার প্রেমভাণ্ডারের ভাণ্ডারী হইয়া বসিলেন! "আসি হইলা"-স্থলে "হৈলা প্রেমের"-

চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্যগোসাঞি।
কি বোলয়ে, কি করয়ে, কিছু স্মৃতি নাঞি॥ ২৫
সর্ব্বমতে কৃষ্ণ ভক্তি-মহিমা বাঢ়ায়।
ভক্তজনে যথা বেচে তথাই বিকায়॥ ২৬
যে ভক্তি-প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে।
সে যে বাক্য বলিবেক, কি বিচিত্র তারে॥ ২৭
নানা-রূপে ভক্ত বাঢ়ায়েন গৌরচন্দ্র।
কে বুঝিতে পারে তান অনুগ্রহ-দণ্ড॥ ২৮
ঠাকুর-বিষাদ না পাইয়া প্রেম-সুখ।
হাথে তালি দিয়া নাচে অদ্বৈত কৌতুক॥ ২৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পাঠান্তর। **যদি মোরে** ইত্যাদি—প্রভু, যদি আমাকে প্রেম না দাও, তাহা হইলে তোমার সমস্ত প্রেম আমি নিজেই শোষণ করিয়া লইব; তখন তুমি আমাকে দোষ দিতে পারিবে না।

২৫। **কিছু স্মৃতি নাঞি**—কিছুই মনে থাকে না।

২৬। অন্বয়। কৃষ্ণ সর্ব্বমতে (সর্বপ্রকারে) ভক্তিমহিমা (ভক্তির মহিমা) বাঢ়ায় (বর্দ্ধিত করেন)। ভক্তজন যথা বেচে (যে-স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে বিক্রয় করেন), তথাই বিকায় (শ্রীকৃষ্ণও সেই স্থানেই বিক্রীত হয়েন)। (ভক্তির মহিমা যে কত বেশী, ইহাই তাহার প্রমাণ)। "ভক্তি"-স্থলে "ভক্ত" এবং "বেচে"-স্থলে "বিচে"-পাঠান্তর। বিচে—বিক্রয় করে। ২।২।৫২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৭। অন্বয়। যে (যিনি—যে-অদ্বৈত) ভক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বিক্রয় করিতে পারেন, সে যে (তিনি যে, সেই অদ্বৈত যে) বাক্য বলিবেক (পূর্ববর্তী ২০-২৪ পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিবেন, তাহা) কি বিচিত্র তারে (তাঁহার পক্ষে আর) বিচিত্র (আশ্চর্যের বিষয়) কি হইতে পারে? এই পয়ারোক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ছিল, প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রীতি ও ভক্তি প্রকাশের একটা ভঙ্গীমাত্র। এ-সমস্তের যথাশ্রুত অর্থ তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না।

২৮। **ভক্ত বাঢ়ায়েন**—ভক্তের মহিমা বা গৌরব বৃদ্ধি করেন। **তান**—তাঁহার, গৌরচন্দ্রের। **অনুগ্রহ-দণ্ড**—অনুগ্রহরূপ দণ্ড, দণ্ডের আকারে অনুগ্রহ। "তান অনুগ্রহ"-স্থলে "গৌরসুন্দরের"-পাঠান্তর।

২৯। অন্বয়। প্রেমসুখ না পাইয়া ঠাকুর-বিষাদ (ঠাকুর গৌরচন্দ্রের বিষাদ—বিষণ্ণতা); কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত কৌতুকে (আনন্দের সহিত) হাতে তালি দিয়া নৃত্য করিতেছেন। এই পয়ারের তাৎপর্য নিম্ন আলোচনার শেষভাগে দ্রষ্টব্য।

২০-২৪ পয়ারোক্তিতে শ্রীঅদ্বৈত যাহা বলিয়াছেন, তাহার যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়—"শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রেম শোষণ করিয়াছেন। প্রভু তেলি-মালীকেও প্রেম দিয়াছেন, অথচ অদ্বৈত ও শ্রীবাসকে প্রেম দিলেন না বলিয়া রুষ্ট হইয়াই তিনি প্রভুর প্রেম শোষণ করিয়াছেন। অবধূত নিত্যানন্দকে প্রভু প্রেমের ভাণ্ডারী করিয়াছেন বলিয়াও যেন অদ্বৈতের দুঃখ। প্রভু যদি তাঁহাকে প্রেম না দেন, তাহা হইলে তিনি প্রভুর সকল প্রেম শোষণ করিবেন।" এই যথাশ্রুত অর্থ কিন্তু অদ্বৈতের অভিপ্রেত অর্থ নহে। এই গ্রন্থেই পূর্বেও দেখা গিয়াছে, সময় সময় শ্রীঅদ্বৈত এমন ভঙ্গীময় বাক্য বলেন, যাহার গূঢ় অর্থ যথাশ্রুত অর্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এতাদৃশ বচনভঙ্গী শ্রীঅদ্বৈতের নিজস্ব। শ্রীঅদ্বৈত

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সর্বদাই "শ্রীচৈতন্যের প্রেমে মত্ত থাকেন ( ২।১৭।২৫)", "অদ্বৈতের প্রিয় প্রভু চৈতন্যঠাকুর। এই সে অদ্বৈতের বড় মহিমা প্রচুর ॥ ২।১০।২৯৭ ॥"। এতাদৃশ গৌরপ্রিয় অদ্বৈত যে গৌরের প্রেম শোষণ করিয়া তাঁহার প্রেমসুখ ভঙ্গ করিবেন, তাহা কল্পনাও করা যায় না। বিশেষতঃ, শ্রীচৈতন্য হইতেছেন অখণ্ড-প্রেম-সম্পত্তির অধিকারী। কে-ই বা তাঁহার প্রেম শোষণ করিতে পারে? অখণ্ড এবং পূর্ণ বলিয়া এবং তাহা গৌরের স্বরূপগত বলিয়া, শ্রীগৌরের প্রেম শোষণের যোগ্য বস্তুও নহে। তাহা শ্রীঅদ্বৈত বিশেষরূপেই জানিতেন। তথাপি তিনি যে বলিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের প্রেম শোষণ করিয়াছেন, তাহা হইতেছে অদ্বৈতের রঙ্গ-পরিহাসময় বাক্য। লৌকিক জগতেও দেখা যায়, টাকা হারাইয়া কেহ যদি বলে "আমার টাকাগুলি হারাইয়া গিয়াছে," তখন তাঁহার কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেন—"আমি তোমার টাকা চুরি করিয়াছি।" বস্তুতঃ অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁহার টাকা চুরি করেন নাই বলিয়া ইহা যেমন রঙ্গকৌতুকময়ী উক্তি, শ্রীঅদ্বৈতের উক্তিও তদ্রূপ রঙ্গকৌতুকময়ী উক্তি। প্রভুর প্রেম-শোষণ-সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈতের সর্বশেষ উক্তিও হইতেছে—"যদি তুমি আমাকে প্রেম না দাও, তাহা হইলে আমি তোমার সকল প্রেম শোষণ করিব।" তাঁহার উক্তির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে জানা যায়, তিনি পূর্বেই প্রভুর প্রেম শোষণ করিয়াছেন এবং নিঃশেষেই শোষণ করিয়াছেন, কিছুই অবশেষ রাখেন নাই; কেন না, প্রেমের কিছু অবশেষ প্রভুর মধ্যে থাকিলে প্রভু কিছু প্রেমসুখ পাইতেন; কিন্তু কিছুমাত্র প্রেমসুখ পাইতেছিলেন না বলিয়াই প্রভু বিষাদগ্রস্ত হইয়াছেন। ইহাতেই জানা যায়, অদ্বৈত পূর্বেই প্রভুর সকল প্রেম নিঃশেষে শোষণ করিয়াছেন। একবার নিঃশেষে শোষণ করিয়া আর একবার সকল "প্রেম" শোষণ করিতে বলা নিরর্থক। সুতরাং তাঁহার এই সর্বশেষ উক্তিরও যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণযোগ্য নহে। ইহার তাৎপর্য অন্যরূপ। অনাহারক্লিষ্ট, শীর্ণকায়, প্রায়শঃ চলচ্ছক্তিহীন কোনও দরিদ্র যদি কোনও রাজাকে বলে —"আমাকে আহার দাও, নচেৎ আমি তোমার রাজত্ব এবং সমস্ত ধনসম্পত্তি তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইব," তাহা হইলে দরিদ্রের এই উক্তি যেমন আহার-প্রাপ্তির জন্য তাহার ব্যাকুলতামাত্রই সূচিত করে, অপর কিছু না, তদ্রূপ প্রভুর "সকল প্রেম"-শোষণের নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈতের ধমকও, ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ প্রেমপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার ব্যাকুলতামাত্রই সূচিত করে, অন্য কিছু না। প্রভু যে অদ্বৈতকে প্রেম দেন নাই, তাহাও নহে। যদি অদ্বৈত প্রেম না পাইতেন, তাহা হইলে তিনি কিরূপে শ্রীচৈতন্যের প্রেমে মত্ত হইতে পারেন ( ২।১৭।২৫ )? কিরূপেই বা প্রেমরসে ভাসিতে ভাসিতে তিনি প্রভুর মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন ( ২।৬।৯৮-১০৩ )? কেনই বা প্রভুর অপূর্ব রূপ দর্শনের পরে তিনি প্রভুর পূজাকালে তাঁহার নয়ন হইতে মহাপ্রেম-ধারা প্রবাহিত হইতেছিল ( ২।৬।১০৭ )? প্রভু যখন অদ্বৈতকে বলিয়াছিলেন, "আরে নাঢ়া! আমার কীর্তনে নৃত্য কর", তখন কিরূপেই বা নৃত্যকালে তাঁহার দেহে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইতে পারিয়াছিল (২।৬।১৩৯-৪৪ )? শ্রীহরিবাসর-কীর্তনে প্রভু যখন মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন কিরূপেই বা প্রভুর আপাদমস্তক তৃণদ্বারা নির্মঞ্জন করিয়া সেই তৃণ স্বীয় মস্তকে ধারণ করিবার প্রবৃত্তি অদ্বৈতের হইয়াছিল (২।৮।২১৫-১৬)? শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকটে প্রেম পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার এতাদৃশী অবস্থা হইয়াছিল। স্বয়ংপ্রভুও

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীঅদ্বৈতকে ভক্তির ভাণ্ডারী বলিয়াছেন (২।১৬।৮৬ পয়ার)। তথাপি ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃই তিনি বলিয়াছেন, প্রভুর নিকট হইতে তিনি প্রেম পায়েন নাই (২।১।৯৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। আর, শ্রীবাস পণ্ডিতও যে প্রভুর নিকটে প্রেম প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহাও নহে। শ্রীবাস পণ্ডিতের কথা তো দূরে, তাঁহার দাসদাসীগণও প্রভুর কৃপায় প্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তবে, ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ তিনিও হয়তো প্রেম পাইলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তাই শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসের কথাও বলিয়াছেন। তেলি-মালীরও প্রেম-প্রাপ্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, জগতের সমস্ত জীব যেন কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই অদ্বৈতচার্য শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের নিমিত্ত পূজা-অর্চনাদি করিয়াছিলেন। প্রভু যখন তাঁহাকে বর যাচ্ঞার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি এই বরই চাহিয়াছিলেন যে, যেন প্রভু স্ত্রী-শূদ্র-মূর্খ-নীচ-চণ্ডালাদিকেও প্রেম বিলাইয়া দেন (২।৬।১৬৫, ১৬৭)। প্রভুও তখন "তথাস্তু" বলিয়াছিলেন। সুতরাং প্রভু তেলি-মালীকেও প্রেম দিয়াছেন বলিয়া যে অদ্বৈত প্রভুর প্রতি রুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা মনে করা সঙ্গত হইবে না। তাঁহার নিজস্ব অদ্ভুত-কথন-ভঙ্গীতে শ্রীঅদ্বৈত এ-স্থলে প্রভুর অপূর্ব করুণার কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন—সমাজে যাহাদের কোনও গৌরবের স্থান নাই, সমাজে যাহারা উপেক্ষিত, প্রভু তাহাদিগকেও, ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ প্রেম দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। নিত্যানন্দ-প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, নিত্যানন্দের প্রতিও অদ্বৈতের অপরিসীম প্রীতি। "নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে অভেদ প্রেম জান॥ ২।৬।১৫০॥" তাঁহারা "এক মূর্ত্তি, দুই ভাগ, কৃষ্ণের লীলায়॥ ২।৬।১৪৭॥" সুতরাং নিত্যানন্দকে প্রভু প্রেমের ভাণ্ডারী করিয়াছেন বলিয়া, অদ্বৈতের দুঃখ বা ঈর্ষা জন্মিতে পারে না, বরং আনন্দই জন্মিবে। তিনি এ-স্থলে নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে গৌরের এবং নিত্যানন্দের মহিমা এবং তাঁহার নিজের পরমানন্দই খ্যাপিত হইয়াছে। নিত্যানন্দ "অবধূত (১।৬।৩৩৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)",—কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ততাবশতঃ বাহ্যানুসন্ধানহীন, আশ্রমোচিত আচার পালনের দিকেও দৃষ্টিহীন, কৃষ্ণপ্রেম-মদিরাপানে প্রেমানন্দের হিল্লোলে সর্বদা নিমজ্জিত, "কৃপাসিন্ধু-ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণবধাম (১।২।৩৬, ১।২।১২৭)" বলিয়া—জীবমাত্রকেই প্রেমানন্দ আস্বাদন করাইবার জন্য ব্যাকুল। তাহার উপরে আবার, জগতের জীবের প্রতি করুণা-বশতঃ প্রভু তাঁহাকে প্রেমের ভাণ্ডারী করিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় কোনও জীবই আর প্রেমধন হইতে বঞ্চিত হইবে না। তাহাতে শ্রীঅদ্বৈতেরও পরমানন্দ ; কেন না, সকল জীবই প্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইক, ইহাই শ্রীঅদ্বৈতের ইচ্ছা। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার অদ্ভুত বাক্যভঙ্গীতে এই কথাই প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, প্রভুর প্রেমসুখ-ভঙ্গ যদি অদ্বৈতের অভীষ্ট না হয়, প্রভুর প্রেমানন্দ-সুখের আস্বাদনই যদি অদ্বৈতের অভীষ্ট হয়, তাহা হইলে, প্রেমসুখের অভাবে প্রভু যখন বিষাদগ্রস্ত হয়েন, তখন অদ্বৈতেরও বিষাদগ্রস্ত হওয়ারই কথা। কিন্তু আলোচ্য ২৯ পয়ারোক্তি হইতে জানা যায়, প্রভুর বিষাদেও "হাথে তালি দিয়া নাচে অদ্বৈত কৌতুক।"—তিনি হাতে তালি দিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য কি ? তাৎপর্য এই। শ্রীঅদ্বৈত মনে করিয়াছেন, অখণ্ড প্রেম-ভাণ্ডারের অধিকারী প্রভুর মধ্যে কখনও প্রেমসুখের অভাব, সুতরাং প্রেমাভাব-জনিত বিষাদও, থাকিতে পারে না। তবে যে প্রভু

অদ্বৈতের বাক্য শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রভু আর কিছু না করিলা প্রত্যুত্তর ॥ ৩০
সেইমতে রড় দিলা ঘুচাইয়া দ্বার।
পাছে ধায় নিত্যানন্দ-হরিদাস তাঁর ॥ ৩১
'প্রেম-শূন্য শরীর থুইয়া কিবা কাজ।'
চিন্তিয়া পড়িলা প্রভু জাহ্নবীর মাঝ ॥ ৩২

**নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা**

প্রেমসুখ পাইতেছেন না বলিতেছেন, ইহা হইতেছে প্রভুর এক রঙ্গ—ঢং। ইহা মনে করিয়া প্রভুর এই রঙ্গের বা ঢঙ্গের উপভোগ-জনিত আনন্দেই অদ্বৈত হাতে তালি দিয়া নৃত্য করিতেছিলেন—"হো হো! প্রভুর আবার প্রেমসুখের অভাব! সীমারহিত মহাসমুদ্রে জলকণিকার অভাব!!" এইরূপই তাঁহার মনোভাব।

**৩০-৩১।** শ্রীঅদ্বৈত পূর্ববর্তী ২০-২৪ পয়ার-সমূহে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা হইতেছে এই যে, অদ্বৈত প্রভুর প্রেম শোষণ করিয়াছেন। প্রভু কিন্তু তাহা শুনিয়াও অদ্বৈতকে কিছু বলিলেন না। তিনি যেন অদ্বৈতের প্রতি রুষ্ট হইয়াই কিছু বলিলেন না। প্রভু রুদ্ধ-দ্বার খুলিয়া গঙ্গার দিকে দৌড়াইয়া চলিলেন। নিত্যানন্দ এবং হরিদাসও তাঁহার পাছে পাছে ছুটিলেন। **ঘুচাইয়া**—খুলিয়া। **রড়**—দৌড়।

**৩২। থুইয়া**—রাখিয়া। **প্রেমশূন্য শরীর** ইত্যাদি—"প্রেমশূন্য এই শরীরকে রক্ষা করিয়া কোনও লাভ নাই"—ইহা ভাবিয়া, দেহত্যাগ করার উদ্দেশ্যে, প্রভু গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

প্রেমভক্তির স্বরূপগত ধর্মই এইরূপ যে, যাঁহার মধ্যে প্রেমভক্তির যত বেশী বিকাশ, তিনি নিজেকে ততই বেশী ভক্তিহীন বলিয়া মনে করেন। তাই পূর্ণতম প্রেমের অধিকারিণী শ্রীরাধাও বলিয়াছিলেন—"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্ বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা বিভর্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥ চৈ. চ. ২।২।৬-শ্লোক ॥ —শ্রীকৃষ্ণে আমার স্বল্পমাত্র প্রেমগন্ধও নাই; কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয় প্রকাশ করার জন্যই ('আমি যে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী, শ্রীকৃষ্ণ যে আমাতে অত্যন্ত প্রীতি পোষণ করেন, তাহা জানাইবার নিমিত্তই) আমি শ্রীকৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করিতেছি। যেহেতু, (অর্থাৎ আমাতে যে প্রেমের গন্ধমাত্রেরও লেশ পর্যন্ত নাই, তাহার প্রমাণ এই যে) বংশীবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মুখদর্শন না পাইয়াও আমি আমার প্রাণপতঙ্গসমূহকে বৃথা ধারণ করিতেছি।" এই শ্লোকেরই মর্ম পরবর্তীকালে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। "দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ, সেহ মোর নাহি কৃষ্ণপায়। তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন, করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ যাতে বংশীধ্বনি সুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ, যদ্যপি সে নাহি আলম্বন। নিজদেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি, প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ ॥ চৈ. চ. ২।২।৪০-৪১ ॥" শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধার সেই পূর্ণভক্তিভাণ্ডারেরই অধিকারী; সুতরাং "আমার শরীর প্রেমশূন্য"—এইরূপভাব ভক্তভাবময় প্রভুর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু পরবর্তী ৪০-৪১ এবং ৬৫-পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীঅদ্বৈত যে বলিয়াছেন, "আমি তোমার প্রেম শোষণ করিয়াছি"—এই বাক্যকে সত্য মনে করিয়া প্রভু তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রভু প্রাণত্যাগ করিতে

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু সর্বান্তর্যামী প্রভু কি গৌরগতপ্রাণ অদ্বৈতের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই ? শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তি-মহিমা-খ্যাপনের উদ্দেশ্যে লীলাশক্তিই প্রভুকে ইহা বুঝিতে দেন নাই এবং তদুদ্দেশ্যেই লীলাশক্তিই প্রভুর চিত্তে প্রতীতি জন্মাইয়াছেন যে, অদ্বৈত তাঁহার প্রেম শোষণ করিয়াছেন বলিয়াই নৃত্যে প্রভু প্রেমসুখ পাইতেছেন না।

কোনও ব্যক্তি তাঁহার টাকা হারাইয়া ফেলিলে তাঁহার কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধু যদি কৌতুকবশতঃ বলেন, "আমি তোমার টাকা চুরি করিয়াছি," তাহা হইলে সেই ব্যক্তি প্রথমে হয়তো কিছু কৌতুকই অনুভব করিবেন। কিন্তু অপহৃত টাকার জন্য দুঃখ যখন অসহ্য হইয়া পড়ে, তাহার পুনরুদ্ধারের উপায়ও যখন থাকে না, তখন দুর্দৈববশতঃ হয়তো তিনি মনে করিতে পারেন—"আমার বন্ধু যে বলিয়াছিলেন, তিনি আমার টাকা চুরি করিয়াছেন, তাহা কি তবে সত্য কথা ?" দিনের পর দিন এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাসও জন্মিতে পারে যে, "হাঁ, আমার বন্ধুই আমার টাকা চুরি করিয়াছেন।" তখন দুর্দৈবের প্রভাবে, প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার বন্ধুকে শাস্তি দিতেও উদ্যত হইতে পারেন। তদ্রূপ, এ-স্থলে, লীলাশক্তির প্রভাবে প্রভু মনে করিয়াছেন—"অদ্বৈত যে-বলিয়াছেন, তিনি আমার প্রেম শোষণ করিয়াছেন, তাহা সত্যই। আমিও প্রতিশোধ লইব। আমার এই প্রেমশূন্য দেহ ত্যাগ করিয়াই আমি প্রতিশোধ লইব। আমার প্রেম শোষণ করিয়া অদ্বৈত যে আমার মৃত্যু ঘটাইয়াছেন, তাহা যখন তিনি বুঝিতে পারিবেন, তখন তিনি যে তীব্র অনুশোচনা এবং নিরতিশয় দুঃখ অনুভব করিবেন, তাহাই হইবে তাঁহার শাস্তি এবং তাহাতেই আমারও প্রতিশোধ লওয়া হইয়া যাইবে।"

অথবা, প্রভু অদ্বৈতের উক্তির গূঢ় তাৎপর্য বুঝিয়াছেন। তথাপি এই উক্তিতে অদ্বৈত, প্রভুকে প্রেমদাতা—সুতরাং স্বয়ংভগবান্—বলিয়াছেন বলিয়াই প্রভু নিজেই তাঁহার প্রতি এতই রুষ্ট হইয়াছেন যে, তাঁহার উক্তির প্রত্যুত্তরে কিছু না বলিয়াই প্রভু প্রাণত্যাগের জন্য ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। প্রভুকে স্বয়ংভগবান্ বলাতে রোষের হেতু এই। প্রভু ক্ষণে ক্ষণে ঈশ্বর-ভাব প্রকাশ করিতেন, আবার ক্ষণে ক্ষণে দাস্যভাবও প্রকাশ করিতেন। তাঁহার ঈশ্বর-ভাবকে প্রভু তাঁহার ঔপাধিক ভাব এবং চাঞ্চল্য মনে করিতেন (২।৫।৫৪ এবং ২।১৬।৩৩)। এইরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার জন্য প্রভু ভক্তবৃন্দকে অনুরোধও করিতেন (২।১৬।৩৩-৩৫) এবং এইরূপ চাঞ্চল্য-প্রকাশে তাঁহার অপরাধ হয় বলিয়াও প্রভু মনে করিতেন (২।৫।৫৫)। এমন কি, তিনি ভক্তগণকেও বলিতেন, এইরূপ ঔপাধিক চাঞ্চল্য দেখিলে "বলিহ আমরে যেন তখনেই মরেঁ। ॥ ২।১৬।৩৩ ॥" একাধিক-বার প্রভু ভক্তগণকে এ-কথা বলিয়াছেন। তথাপি প্রভুর মর্মজ্ঞ এবং ভক্তগণাগ্রগণ্য শ্রীঅদ্বৈতের মুখে নিজের স্বয়ংভগবত্তার কথা শুনিলে প্রভু যে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিবেন এবং অত্যন্ত রুষ্ট হইবেন এবং তাঁহার "যেন তখনেই মরেঁ।"—এই পূর্বোক্তি অনুসারে তিনি যে প্রাণত্যাগের জন্য উদ্যত হইবেন, ভক্তভাবময় প্রভুর পক্ষে তাহা অসম্ভব নয়। তিনি তখন ভক্তভাবে আবিষ্ট ছিলেন বলিয়াই নিজেকে প্রেমশূন্য মনে করিয়াছেন। যাহা হউক, এইরূপ তাৎপর্য গ্রহণযোগ্য হইলে এই ব্যাপারে লীলাশক্তির প্রভাব স্বীকারের প্রয়োজন থাকে না।

ঝাঁপ দিয়া ঠাকুর পড়িলা গঙ্গা-মাঝে ।
নিত্যানন্দ-হরিদাস ঝাঁপ দিলা পাছে ॥ ৩৩
আথেব্যথে নিত্যানন্দ ধরিলেন কেশে ।
চরণ চাপিয়া ধরে প্রভু হরিদাসে ॥ ৩৪
দুইজনে ধরিয়া তুলিলা লৈয়া তীরে ।
প্রভু বোলে "তোমরা বা ধরিলে কিসেরে ॥ ৩৫
কি কাজে রাখিব প্রেমরহিত জীবন ।
কিসেরে বা তোমরা ধরিলে দুইজন ?" ৩৬
দুইজনে মহাকম্প—আজি কিবা ফলে' ।
নিত্যানন্দ-দিগ চা'হি গৌরচন্দ্র বোলে ॥ ৩৭
"তুমি কেনে ধরিলা আমার কেশভারে ।"
নিত্যানন্দ বোলে "কেনে যাও মরিবারে ?" ৩৮
প্রভু বোলে "জানি তুমি পরম-বিহ্বল ।"
নিত্যানন্দ বোলে "প্রভু ! ক্ষমহ সকল ॥ ৩৯
যার শাস্তি করিবারে পার' সর্ব্বমতে ।
তার লাগি চল নিজ শরীর এড়িতে ॥ ৪০
অভিমানে সেবকে বা বলিল বচন ।
প্রভু তাহে লয় কিবা ভৃত্যের জীবন ?" ৪১
প্রেমময় নিত্যানন্দ, রহে প্রেমজল ।
যার প্রাণ ধন বন্ধু—চৈতন্য সকল ॥ ৪২
প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ ! হরিদাস !
কারো স্থানে পাছে কর' আমার প্রকাশ ॥ ৪৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৫-৩৬। **কিসেরে**—কিসের জন্য, কি উদ্দেশ্যে।

৩৭। **মহাকম্প**—প্রভুর দেহত্যাগের উদ্যোগে ভয়ে মহাকম্প। **আজি কিবা ফলে**—আজ না জানি কি সর্বনাশ হয়। **নিত্যানন্দ-দিগ চাহি**—নিত্যানন্দের দিকে চাহিয়া।

৩৯। **পরম বিহ্বল**—কৃষ্ণপ্রেমে অত্যন্ত বিভোর; তাই অপরের মনের অবস্থা বুঝিতে পার না। **ক্ষমহ সকল**—সকল অপরাধ ক্ষমা কর। পরবর্তী দুই পয়ার দ্রষ্টব্য।

৪০-৪১। নিত্যানন্দ বুঝিতে পারিয়াছেন, অদ্বৈতের বাক্যে রুষ্ট হইয়াই প্রভু দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাই তিনি প্রভুকে বলিলেন, প্রভু তুমি **যার শাস্তি** ইত্যাদি—সর্বমতে ( যে-প্রকারে তুমি ইচ্ছা কর, সেই প্রকারেই তুমি ) যাহাকে শাস্তি দিতে পার, **তার লাগি** ইত্যাদি—তাহাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তুমি তোমার দেহ ত্যাগ করিতে চলিয়াছ! **অভিমানে** ইত্যাদি—অভিমানবশতঃ সেবক না হয় কোনও কথা বলিলই বা, **প্রভু তাহে** ইত্যাদি—সেজন্য প্রভু কি কখনও সেবকের প্রাণহানি করেন? তাৎপর্য এই। ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ অদ্বৈত মনে করিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে প্রেম দাও নাই। সে-জন্য তিনি তোমার প্রতি অভিমান করিয়াছেন; তোমাতে তাঁহার গাঢ় প্রীতি আছে বলিয়াই তিনি এইরূপ অভিমান করিয়াছেন। অভিমান-ভরেই তিনি বলিয়াছেন, তিনি তোমার প্রেম শোষণ করিয়াছেন। অদ্বৈত তো তোমার একান্ত ভক্ত, তোমার সেবক। তুমি তাঁহার প্রভু। প্রীতিময় অভিমানভরে সেবক কখনও কোনও কথা বলিলেও প্রভু কি কখনও সেবকের প্রাণ বিনাশ করেন? অদ্বৈতের কথায় দুঃখ অনুভব করিয়া তুমি তোমার প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ। তুমি প্রাণত্যাগ করিলে তোমাগত-প্রাণ অদ্বৈত কি আর বাঁচিয়া থাকিবেন? ৪১ পয়ারে "বলিল"-স্থলে "বলিব," এবং "প্রভু তাহে লয় কিবা"-স্থলে "তুমি ( প্রভু ) তাহা লইলে কি"-পাঠান্তর।

৪৩-৪৫। নিত্যানন্দের কথায় প্রভু প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। নিজের প্রাণত্যাগ

আমা' না দেখিলা' বলি বলিবা বচন।
আমার আজ্ঞায় এই কহিবা কথন ॥ ৪৪
মুঞি আজি সঙ্গোপে থাকিব এক ঠাঞি।
কারে পাছে কহ, তবে মোর দোষ নাঞি ॥" ৪৫
এ বলিয়া প্রভু নন্দনের ঘরে যায়।
এ দুই সঙ্গোপ কৈলা প্রভুর আজ্ঞায় ॥ ৪৬
ভক্ত-সব না পাইয়া প্রভুর উদ্দেশ।
দুঃখময় হৈল সব শ্রীকৃষ্ণ-আবেশ ॥ ৪৭
পরম-বিরহে সভে করেন ক্রন্দন।
কেহো কিছু না বোলয়ে, পোড়ে সর্ব্ব-মন ॥ ৪৮
সভার উপর যেন হৈল বজ্রাঘাত।
মহা-অপরুদ্ধ হৈলা শান্তিপুরনাথ ॥ ৪৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিয়া অদ্বৈতকে দণ্ড দিবেন না, অন্য একভাবে তাঁহাকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করিয়া প্রভু নন্দন-আচার্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিবার সঙ্কল্প করিলেন। যাহাতে তাঁহার নন্দন-আচার্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিবার কথা কেহ জানিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে প্রভু নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে বলিলেন, **কারো স্থানে** ইত্যাদি—দেখ, আমি কোথায় আছি, তাহা কাহারও নিকটেই বলিবে না। যদি কেহ আমার সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তাহাকে তোমরা বলিবে, **আমা না দেখিলা**—তোমরা আমাকে দেখ নাই। **আমার' আজ্ঞায়** ইত্যাদি—এইরূপ কথাই তোমরা সকলের নিকট বলিবে; ইহাই তোমাদের প্রতি আমার আদেশ। **মুঞি আজি** ইত্যাদি—আমি আজ কোনও এক স্থানে সঙ্গোপনে (অত্যন্ত গুপ্তভাবে) থাকিব। ৪৪ পয়ারের "বলি" স্থলে "কহি" এবং ৪৫ পয়ারে "এক"-স্থলে "এই"-পাঠান্তর। **কারে পাছে** ইত্যাদি—আমি কোথায় আছি, তাহা যদি কাহারও নিকটে বল, তাহা হইলে তোমরা আমাকে দোষ দিতে পারিবে না। তাৎপর্য এই যে, আমার কথা যদি, কাহারও নিকটে বল, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব; তখন কিন্তু তোমরা আমাকে দোষ দিতে পারিবে না।

৪৬। **এ দুই**—নিত্যানন্দ ও হরিদাস। **সঙ্গোপ কৈলা**—নন্দন-আচার্যের গৃহে প্রভুর অবস্থিতির কথা সম্যক্‌রূপে গোপন রাখিলেন।

৪৭। **দুঃখময় হইল** ইত্যাদি—ভক্তগণের সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ-আবেশ (গৌররূপ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমাবেশ) দুঃখময় হইয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক যে-প্রেম ভক্তদের চিত্তে পরমানন্দ জন্মাইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণবিরহ-কালে সেই প্রেমই যেমন সেই পরমানন্দকে দুঃখময় করিয়া ফেলে, তদ্রূপ। তাৎপর্য—প্রভু রুষ্ট হইয়া ছুটিয়া গেলেন; তাহার পরে তাঁহার আর কোনও সংবাদই পাওয়া যাইতেছে না। এ-সমস্ত ভাবিয়া প্রভুর প্রতি অত্যন্ত প্রীতিমান্ ভক্তগণ অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

৪৯। **অপরুদ্ধ**—অপকর্মজাত তীব্র দুঃখে রুদ্ধ চিত্ত। কোনও ঘরের দরজা-জানালা সমস্ত রুদ্ধ (বন্ধ) থাকিলে ঘরটি যেমন গাঢ় অন্ধকারময় হইয়া পড়ে, তাহাতে যেমন কোনও প্রকারেই আলোকের রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না, তদ্রূপ কোনও অপকর্মের ফলে যখন তীব্র দুঃখ জন্মে, তখন সমগ্র চিত্ত সেই তীব্র দুঃখে ভরপূর হইয়া পড়ে, তাহার মধ্যে সুখের ক্ষীণরশ্মিও প্রবেশ করিতে

অপরুদ্ধ হই প্রভু প্রভুর বিরহে।
উপবাস করি থাকিলেন গিয়া গৃহে ॥ ৫০
সভেই চলিলা ঘরে শোকাকুলি হৈয়া।
গৌরাঙ্গ-চরণ-ধন হৃদয়ে বান্ধিয়া ॥ ৫১
ঠাকুর আইলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
বসিলা আসিয়া বিষ্ণুখট্টার উপরে ॥ ৫২
নন্দন দেখিয়া গৃহে পরম-মঙ্গল।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা ভূমিতল ॥ ৫৩
সত্বরে দিলেন আনি নূতন বসন।
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ৫৪
প্রসাদ, চন্দন, মালা, দিব্য অর্ঘ্য, গন্ধ।
চন্দনে ভূষিত কৈল প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ॥ ৫৫
কর্পূর-তাম্বুল আনি দিলেন সম্মুখে।
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায় নিজ-সুখে ॥ ৫৬
পাসরিলা দুঃখ প্রভু নন্দন-সেবায়।
সুকৃতি নন্দন বসি তাম্বুল যোগায় ॥ ৫৭
প্রভু বোলে "মোর বাক্য শুনহ নন্দন!
আজি তুমি আমারে করিবা সঙ্গোপন ॥" ৫৮
নন্দন বোলয়ে "প্রভু! এ বড় দুষ্কর।
কোথা লুকাইবা তুমি সংসার-ভিতর? ৫৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পারে না। তখনই বলা যায়—চিত্ত অপরুদ্ধ হইয়াছে। **মহা অপরুদ্ধ হৈলা** ইত্যাদি—শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কোনও সংবাদ জানিতে না পারিয়া মহা-অপরুদ্ধ হইলেন। তিনি মনে করিয়াছেন, তিনি যে বলিয়াছিলেন, তিনি প্রভুর প্রেম শোষণ করিয়াছেন, প্রভু নিশ্চয়ই তাঁহার সেই উক্তিকে সত্য (তাঁহার প্রাণের কথা) বলিয়া মনে করিয়াছেন; তাহাতেই প্রভু রুষ্ট হইয়া কোন্ দিকে ছুটিয়া গেলেন, এখন পর্যন্ত তাঁহার কোনও সংবাদই পাওয়া গেল না। এইরূপ মনে করিয়া শ্রীঅদ্বৈত মনে করিলেন, ঐরূপ কথা বলা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অপকর্ম—মহা-অপরাধ—হইয়াছে। তাই তীব্র অনুতাপে এবং অপরিসীম দুঃখে তাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল, শান্তির ক্ষীণরশ্মিও তাঁহার চিত্তে আর স্থান পাইল না। এইরূপে **মহা অপরুদ্ধ**—শব্দের অর্থ হইতে পারে—মহা-অপরাধগ্রস্ত; শ্রীঅদ্বৈত নিজেকে মহা-অপরাধগ্রস্ত, মহা অপরাধে অপরাধী, মনে করিলেন। "অপরুদ্ধ"-স্থলে "অপরাদ্ধ" এবং "অপরদ্ধ"-পাঠান্তর। তাৎপর্য—অপরাধগ্রস্ত।

৫০। **প্রভু**-প্রভু শ্রীঅদ্বৈত। **গৃহে**—অদ্বৈতাচার্যের নবদ্বীপস্থ নিজ গৃহে। "গিয়া"-স্থলে "নিজ"-পাঠান্তর।

৫৪। "নূতন"-স্থলে "নৌতন"-পাঠান্তর। **তিতাবস্ত্র**—সিক্ত (ভিজা) কাপড়। **এড়িলেন**—ছাড়িলেন। গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন বলিয়া প্রভুর পরিধানের কাপড় ভিজিয়া গিয়াছিল।

৫৬। "আনি"-স্থলে "আদি"-পাঠান্তর।

৫৭। **নন্দন-সেবায়**—নন্দনাচার্যের সেবায়।

৫৮। **আমারে করিবা সঙ্গোপন**—আমি যে তোমার ঘরে আছি, একথা সম্যক্‌রূপে গোপনে রাখিবে।

৫৯। **কোথা লুকাইবা** ইত্যাদি—এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হইয়া তুমি কোন্ স্থানে লুকাইয়া থাকিতে পার?

হৃদয়ে থাকিয়া না পারিলা লুকাইতে।
বিদিত করিল তোমা' ভক্ত তথা হইতে ॥ ৬০
যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরসিন্ধু-মাঝে।
সে কেমনে লুকাইব বাহির-সমাজে ?" ৬১
নন্দন-আচার্য্য-বাক্য শুনি প্রভু হাসে'।
বঞ্চিলেন নিশি প্রভু নন্দন-সম্ভাষে ॥ ৬২
ভাগ্যবন্ত নন্দন অশেষ-কথা-রঙ্গে।
সর্ব্বরাত্রি গোঙাইলা ঠাকুরের সঙ্গে ॥ ৬৩
ক্ষণ-প্রায় গেল নিশা কৃষ্ণ-কথা-রসে।
প্রভু দেখে—দিবস হইল পরকাশে ॥ ৬৪
অদ্বৈতের প্রতি দণ্ড করিয়া ঠাকুর।
শেষে অনুগ্রহ মনে বাঢ়িল প্রচুর ॥ ৬৫
আজ্ঞা কৈলা প্রভু নন্দন-আচার্য্য চা'হিয়া।
"একেশ্বর শ্রীবাসপণ্ডিতে আন' গিয়া ॥" ৬৬
সত্বরে নন্দন গেলা শ্রীবাসের স্থানে।
আইলা শ্রীবাস লৈয়া—প্রভু যেইখানে ॥ ৬৭
প্রভু দেখি ঠাকুরপণ্ডিত কান্দে প্রেমে।
প্রভু বোলে "চিন্তা কিছু না করিহ মনে ॥" ৬৮
সদয় হইয়া প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনে।
"আচার্য্যের বার্ত্তা কহ—আছেন কেমনে ॥" ৬৯
"আচার্য্যের বার্ত্তা লহ" বোলে পণ্ডিত শ্রীবাস।
"আচার্য্যের কালি প্রভু! হৈল উপবাস ॥ ৭০

**নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা**

৬০। **হৃদয়ে থাকিয়া** ইত্যাদি—তুমি তো প্রভু সর্বদা ভক্তের হৃদয়ে বাস কর এবং তাহা অত্যন্ত গোপনীয় স্থানও ; কিন্তু প্রভু, তুমি সে-স্থানেই কি কখনও লুকাইয়া থাকিতে পার ? তাহা পার না। **বিদিত** ইত্যাদি—ভক্তগণ সে-স্থান হইতেও তোমাকে জগতের লোকের নিকটে বিদিত করিয়া দিয়াছেন। "করিল তোমা ভক্ত তথা হৈতে"-স্থলে "করিল ভক্ত তথাই হইতে"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

৬১। **যে নারিল** ইত্যাদি—জগতের পালনকর্তা বিষ্ণুরূপে তুমি যখন ক্ষীরোদ-সমুদ্রে অবস্থান কর, তখনও তোমার লুকাইয়া থাকাই হয় ; যেহেতু, সে-স্থানে যাইয়া কোনও লোক তোমাকে দর্শন করিতে পারে না ! কিন্তু প্রভু, তুমি সে-স্থানেই কি একেবারে লুকাইয়া থাকিতে পার ? তাহা পার না। তোমার পাল্য ধরণী যখন অসুরস্বভাব লোকগণকর্তৃক উৎপীড়িত হয়, তখন তাহার রক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ তোমার নিকটে উপনীত হইয়া তোমার স্তবস্তুতি করেন, তাঁহাদের প্রার্থনায় তুমি জগতের মঙ্গল বিধান করিয়া থাক। তখনই তো সকলে তোমাকে জানিতে পারে। এতাদৃশ যে তুমি, **সে কেমনে** ইত্যাদি—সেই তুমি বাহির-সমাজে ( তোমার ধাম হইতে বাহিরে—জনগণপরিপূর্ণ এই পৃথিবীতে—আসিয়া আপনা হইতেই ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকট করিয়া ) কিরূপে লুকাইয়া থাকিবে ?

৬২। **বঞ্চিলেন নিশি**—সেই রাত্রিতে প্রভু নন্দনাচার্যের গৃহেই বাস করিলেন। **নন্দন-সম্ভাষে**—নন্দনাচার্যের সহিত কৃষ্ণকথার সম্ভাষণ ( আলাপন ) করিয়া। "সম্ভাষে"-স্থলে "আবাসে"-পাঠান্তর। আবাসে—গৃহে।

৬৪। **দিবস হইল পরকাশে**—দিবাভাগের প্রকাশ হইল, প্রাতঃকাল হইল।

৬৬। **নন্দন-আচার্য্য চাহিয়া**—নন্দন-আচার্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া। **একেশ্বর**—একমাত্র, কেবল।

আছিবারে আছে প্রভু ! সবে দেহ মাত্র ।
কি বলিব আমরা—তোমার প্রেমপাত্র ॥ ৭১
অন্যজন হইলে কি আমরাই সহি ।
তোমার সে সভেই জীবন প্রভু ! বহি' ॥ ৭২
তোমা' বিনে কালি প্রভু ! সভার জীবন ।
মহাশোচ্য বাসিলাঙ — আছে কি কারণ ॥ ৭৩
যেন দণ্ড করিলা, বচন-অনুরূপ
এখন আসিয়া হও প্রসাদ-সংমুখ ॥" ৭৪

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭১। **আছিবারে আছে** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈতের কেবল দেহখানাই আছে ; তাহাও থাকিবার বলিয়াই রহিয়াছে, নচেৎ তাহাও থাকিত না। অর্থাৎ দুঃখ ভোগ করার জন্য দেহটি থাকার প্রয়োজন আছে বলিয়াই এখনও তাঁহার দেহ আছে ; নচেৎ এমন অসহ্য দুঃখে কাহারও দেহ থাকে না। **কি বলিব** ইত্যাদি—অদ্বৈত তোমার বিশেষ প্রেমপাত্র—প্রীতিভাজন ; তাঁহাকে তুমি এত দুঃখ দিলে ; আমরা আর কি বলিব ?

৭২। **অন্য জন হইলে**—শ্রীঅদ্বৈত যদি তোমার প্রেমপাত্র না হইতেন, তাহা হইলে **কি আমরা সহি**—হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া আসিয়া তুমি আমাদের সকলকে যে-দুঃখ দিয়াছ, তাহা কি আমরাই সহ্য করিতে পারি ? সেই অসহ্য দুঃখে আমরাও প্রাণত্যাগ করিতাম। ব্যঞ্জনা এই যে, অদ্বৈত তোমার প্রেমপাত্র বলিয়া আমরা মনে করিয়াছি, তুমি সাংঘাতিক একটা কিছু করিবে না ; কারণ, তাহাতে অদ্বৈতের প্রাণ থাকিবে না। তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবে। কেবল এই ভরসাতেই আমাদের প্রাণ রহিয়াছে। কেননা, **তোমার সে সভেই** ইত্যাদি—প্রভু, আমরা সকলে তোমার জীবন ( তোমাকর্তৃক প্রদত্ত ) জীবনই ( প্রাণই ) বহন করিয়া থাকি। তুমি উপেক্ষা করিলে আমাদের জীবন থাকিতে পারে না। "হইলে"-স্থলে "কহিলে" এবং "আমরাই"-স্থলে "আমরা তা" এবং "আমরা ইহা"-পাঠান্তর। "কহিলে"-পাঠান্তরের তাৎপর্য, অন্যজন কহিলে—শ্রীঅদ্বৈত তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অন্য কেহ বলিলে, তোমার চলিয়া আসার দুঃখ আমরাও সহ্য করিতে পারিতাম না ; সেই অসহ্য দুঃখে আমরাও প্রাণত্যাগ করিতাম। যেহেতু, অন্য কেহই অদ্বৈতের ন্যায় তোমার প্রেমপাত্র নহেন বলিয়া তোমার প্রসন্নতার সম্ভাবনাও থাকিত না।

৭৩। প্রভু, গত কল্য তোমার বিরহে আমরা সকলে আমাদের জীবনকে অত্যন্ত শোচনীয় ( দুঃখময় ) মনে করিয়াছি। আছে কি কারণ—এই অসহ্য দুঃখেও আমাদের জীবন কেন রহিল ? গেলেই ভাল হইত।

৭৪। **বচন অনুরূপ**—শ্রীঅদ্বৈতের বাক্যের অনুরূপ, **যেন দণ্ড করিলা**—অদ্বৈতকে যে-রূপ দণ্ড ( শাস্তি ) দেওয়া তুমি সঙ্গত মনে করিয়াছ, সেইরূপ শাস্তি তো দিয়াছই। **এখন আসিয়া**—এখন অদ্বৈতের নিকটে আসিয়া **হও প্রসাদ-সংমুখ**—প্রসাদের ( অনুগ্রহের ) জন্য সংমুখ ( উন্মুখ ) হও, অদ্বৈতের এবং আমাদের সকলের প্রতিও কৃপা প্রকাশ কর। "করিলা"-স্থলে "পাইলা" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ স্থলে "এখন আসিয়া হও প্রসন্ন শ্রীমুখ"-পাঠান্তর। পাইলা—অদ্বৈত যে-দণ্ড পাইলেন ( তাহা তাঁহার বচনের অনুরূপই হইয়াছে )।

শ্রীবাসের বচন শুনিঞা কৃপাময়।
চলিলা, আচার্য্য-প্রতি হইয়া সদয়॥ ৭৫
মূর্চ্ছাগত আসি প্রভু দেখে আচার্য্যেরে।
মহা-অপরাধী হেন মানে আপনারে॥ ৭৬
প্রসাদে হইয়া মত্ত বুলে অহঙ্কারে।
পাইয়া প্রভুর দণ্ড কম্প দেহভারে॥ ৭৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৬-৭৭। **মূর্চ্ছাগত আসি** ইত্যাদি—প্রভু আসিয়া অদ্বৈত-আচার্যকে মূর্ছাগত দেখিলেন; প্রভু আসিয়া দেখিলেন, আচার্য মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। ৭৬-পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ৭৭-পয়ারে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় আমাদের পক্ষে দুর্বোধ্য। এই সার্ধ-পয়ারেও অদ্বৈতাচার্যের কথাই বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অদ্বৈতাচার্য যদি মূর্ছিতই হইয়াছিলেন, তাহা হইলে, মূর্ছিত অবস্থায় তিনি নিজেকে মহা অপরাধীই বা মনে করিলেন কিরূপে? মত্ত হইয়া বুলেনই (ভ্রমণ করেনই) বা কিরূপে? আবার তাঁহার দেহে কম্পই বা হয় কিরূপে? যদি মনে করা যায়, "মূর্চ্ছাগত"-শব্দে "মূর্চ্ছিত" বুঝায় না, "মূর্চ্ছিতের ন্যায়" বুঝায়, তাহা হইলেও "মত্ত হইয়া বুলে"-বাক্যের সঙ্গতি দেখা যায় না; যেহেতু, পরবর্তী ৭৮ এবং ৮০ পয়ার হইতে জানা যায়, অদ্বৈত তখনও উঠেন নাই; না উঠিলে "বুলিবেন—ভ্রমণ" করিবেন কিরূপে? পরবর্তী ৭৯-পয়ার হইতে বুঝা যায়, অদ্বৈত মূর্ছিতের ন্যায় পড়িয়াই ছিলেন, বাস্তবিক মূর্ছিত বা জ্ঞানহারা হইয়া ছিলেন না। সে জন্যই তিনি পূর্বদিনে তাঁহার নিজের আচরণের কথা স্মরণ করিয়া, **মহা-অপরাধী** ইত্যাদি—অদ্বৈত নিজেকে প্রভুর নিকটে মহা অপরাধী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। "মানে"-স্থলে "মানি"-পাঠান্তর—তিনি নিজেকে মহা অপরাধী মনে করিয়া মূর্ছিতের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। ইহার পরে, ৭৭ পয়ারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীঅদ্বৈতের এই সময়ের অবস্থার কথা বলিয়া মনে হয় না, অন্য সময়ের কথাই যেন বলা হইয়াছে। সহজ অবস্থায় প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে প্রণামাদি করিতেন বলিয়া অদ্বৈতের মনে অত্যন্ত দুঃখ হইত। প্রভু তাঁহার প্রতি গুরুবুদ্ধি পোষণ করিতেন বলিয়াই অদ্বৈতের এই দুঃখ। প্রভু যদি কোনও কারণে তাঁহাকে দণ্ড (শাস্তি) দেন, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, প্রভু তাঁহাকে নিজের ভৃত্য বলিয়া মনে করেন। এইরূপ ভাবিয়া অদ্বৈত এক সময়ে নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন এবং ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের উৎকর্ষ খ্যাপন করিতে লাগিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া প্রভু শান্তিপুরে যাইয়া শ্রীঅদ্বৈতকে শাস্তি দিয়াছিলেন। তাঁহার অভীষ্ট শাস্তি পাইয়া অদ্বৈত প্রেমানন্দের আবেশে হস্ত উত্তোলনপূর্বক সমস্ত অঙ্গনে নৃত্য করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ৭৭-পয়ারে সে-কথাই বলা হইয়াছে। তাৎপর্য—যে অদ্বৈত প্রভুর নিকটে শাস্তি পাইয়া আনন্দোন্মত্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন, সেই অদ্বৈত এখন স্বীয় অপরাধের দণ্ড পাইয়াও মূর্ছিতের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। (পূর্বদিন অদ্বৈতের উপর রাগ করিয়া প্রভু যে চলিয়া গিয়া নিরুদ্দিষ্ট হইয়া ছিলেন, ইহাই অদ্বৈতের প্রতি দণ্ড বা শাস্তি)। এইরূপ অনুমান গ্রহণীয় হইলে ৭৭-পয়ারের অর্থ কি হইতে পারে, তাহা বলা হইতেছে। **প্রসাদে হইয়া** ইত্যাদি—প্রভুর নিকট হইতে শাস্তিরূপ প্রসাদ (প্রসন্নতা বা কৃপা) পাইয়া যিনি অহঙ্কারে (নিজের সৌভাগ্যের গৌরবে) মত্ত (উন্মত্তের ন্যায়) হইয়া

দেখিয়া সদয় প্রভু বোলয়ে উত্তর।
"উঠহ আচার্য্য! হের—আমি বিশ্বম্ভর॥" ৭৮
লজ্জায় অদ্বৈত কিছু না বোলে বচন।
প্রেমযোগে মনে চিন্তে' প্রভুর চরণ॥ ৭৯
আরবার বোলে প্রভু "উঠহ আচার্য্য।
চিন্তা নাহি, উঠি কর' আপনার কার্য্য॥ ৮০
অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু! করাইলা কার্য্য।
যত কিছু বোল মোরে' সব প্রভু! বাহ্য॥ ৮১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**বুলে** ( অঙ্গনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ) এবং **পাইয়া প্রভুর** ইত্যাদি—প্রভুর নিকটে দণ্ড ( শাস্তি ) পাইয়া যাঁহার কম্প দেহভরে ( ভারী দেহেতেও কম্পের উদয় হইয়াছিল ; প্রেমাবেশে যাঁহার দেহে এমন এক মহাকম্পের উদয় হইয়াছিল যে, তাহাতে তাহার ভারী দেহখানিও থর থর কারিয়া কাঁপিতেছিল, সেই অদ্বৈত এখন প্রভুর নিকটে দণ্ড পাইয়াও নিজেকে মহা অপরাধী মনে করিয়া মূর্ছিতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন )।

শান্তিপুরে প্রভু অদ্বৈতকে যে-শাস্তি দিয়াছিলেন, তাহা ছিল অদ্বৈতের অভিপ্রেত শাস্তি। তাহাতেই অদ্বৈতের প্রেমাবেশ ও পরমানন্দ জন্মিয়াছিল। কিন্তু গত রাত্রিতে প্রভু অদ্বৈতকে যে-শাস্তি দিয়াছিলেন, তাহা অদ্বৈতের অভীষ্ট ছিল না। অদ্বৈতের কথা শুনিয়া প্রভু কিছু না বলিয়া হরিদাস ও নিত্যানন্দকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেলেন, আর ফিরিয়া আসিলে না ( প্রভু যে নন্দনাচার্যের গৃহে লুকাইয়াছিলেন, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই, অদ্বৈতও জানেন নাই )। অদ্বৈত আশঙ্কা করিয়াছিলেন, প্রভু বোধ হয় নবদ্বীপ ছাড়িয়াই চলিয়া গিয়াছেন। তাহা অদ্বৈতের পক্ষে এবং সমস্ত নবদ্বীপবাসীর পক্ষে মর্মান্তিক ব্যাপার। অথচ অদ্বৈতই এই মর্মান্তিক ব্যাপারের হেতু। এ-সমস্ত ভাবিয়াই অদ্বৈত নিজেকে মহা অপরাধী মনে করিয়া মূর্ছিতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। শান্তিপুরে তাঁহার অভীষ্ট শাস্তি পাইয়া তিনি প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যে-ভাবে সমস্ত অঙ্গনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, এ-স্থলে, স্বীয় অপরাধের স্মৃতিতে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিলেন বলিয়া, তদ্রূপ করার প্রবৃত্তিও তাঁহার মধ্যে জাগিতে পারে নাই।

"বুলে"-স্থলে "বুলি" এবং "বল"-পাঠান্তর। বল অহঙ্কারে—বলবান্ অহঙ্কারে, পরম সৌভাগ্যজনিত প্রবল গৌরবের অনুভবে। "দণ্ড কম্প দেহভারে"-স্থলে "দণ্ড কম্প হেন ভারে" এবং "দেহ অল্প দেহভারে"-পাঠান্তর। দণ্ড কম্প হেন ভারে—প্রভুর দণ্ডরূপ অনুগ্রহ পাইয়া তাঁহার ভারী দেহও প্রেমাবেশে কাঁপিতে লাগিল। দেহ অল্প দেহভারে—পাইয়া প্রভুর দেহ অল্প দেহভারে—শান্তিপুরে প্রভুর দেহ পাইয়া ( তাঁহাকে তাঁহার অভীষ্ট শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রভুকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে তাঁহার ) ভারী দেহও অল্প ( হাল্‌কা ) বলিয়া মনে হইয়াছিল।

৭৯। **লজ্জায়**—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার স্মরণে লজ্জিত হইয়া। **প্রেমযোগে**—প্রীতির বা ভক্তির সহিত।

৮০। "উঠি"-স্থলে "উঠ"-পাঠান্তর।

৮১। এই পয়ার হইতে ৮৬ পয়ার পর্যন্ত প্রভুর প্রতি শ্রীঅদ্বৈতের দৈন্যোক্তি। **করাইলা**

মোরে তুমি নিরন্তর লওয়াও কুমতি।
অহঙ্কার দিয়া মোরে করাও দুর্গতি ॥ ৮২
সভারে উত্তম দিয়া আছ দাস্যভাব।
মোরে দিয়াছহ প্রভু! যত কিছু রাগ ॥ ৮৩
লওয়াও আপনে দণ্ড করাহ আপনে।
মুখে এক বোল তুমি, কর' আর মনে ॥ ৮৪
প্রাণ, দেহ, ধন, মন,—সব তুমি মোর।
তবে মোরে দুঃখ দেহ', ঠাকুরালি তোর ॥ ৮৫
হেন কর' প্রভু! মোরে দাস্যভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাসীনন্দন করিয়া ॥" ৮৬
শুনিঞা অদ্বৈতবাক্য প্রভু বিশ্বম্ভর।
অকৈতবে কহে সর্ব্ব-বৈষ্ণব-ভিতর ॥ ৮৭
"শুন শুন আচার্য্য! তোমারে তত্ত্ব কই।
ব্যবহার-দৃষ্টান্ত দেখহ তুমি এই—॥ ৮৮
রাজপাত্র রাজা-স্থানে চলয়ে যখনে।
দুয়ারী প্রহরী সব করে নিবেদনে ॥ ৮৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**কার্য্য**—তুমি তো আমার দ্বারা সব কাজই করাইয়াছ, আর আমার কোন্ কাজ বাকী আছে যে, এখন আবার করিব? **যত কিছু ইত্যাদি**—প্রভু, তুমি আমাকে যাহা কিছু বল, সমস্তই বাহ্য (বাহিরের কথা, তোমার মনের কথা নয়। পরবর্তী ৮৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৮২। "লওয়াও"-স্থলে "বোলাহ"-পাঠান্তর। **কুমতি**—কুবুদ্ধি।

৮৩। **সভারে ইত্যাদি**—সকলকে তুমি উত্তম দাস্যভাব দিয়াছ। আমাকে কিন্তু তাহা দাও নাই। **মোরে দিয়াছহ ইত্যাদি**—আমাকে তুমি কেবল রাগই (ক্রোধই) দিয়াছ।

৮৪। **লওয়াও আপনে**—তুমি নিজে আমাদ্বারা যাহা বলাও বা করাও, তাহাই আমি বলি বা করি। অথচ সেজন্য **দণ্ড করাহ আপনে**—তুমি নিজেই আমাকে শাস্তি দাও। **মুখে এক ইত্যাদি**—প্রভু, তুমি আমার নিকট এক রকম কথা বল, অথচ মনে অন্য রকম ভাব পোষণ কর। "তুমি,"-স্থলে "প্রভু!"-পাঠান্তর। মুখে তুমি আমাদ্বারা যাহা বলাও, তাহাতে তুমি জানাইতে চাহ যে, তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছ; তদনুসারে আমি যাহা করি, তাহার জন্য তুমি আমাকে শাস্তি দাও। তাহাতেই জানা যায়, তোমার মুখের কথার এবং মনের ভাবের মিল নাই।

৮৫। প্রভু, আমার প্রাণ, দেহ, ধন এবং মন সমস্তই তুমি; তুমিই আমার সর্বস্ব, তুমিই আমার প্রভু—ঠাকুর। তথাপি যে তুমি আমাকে কুমতি দিয়া দুঃখ দাও, ইহাই কি তোমার ঠাকুরালি?

৮৬। প্রভু! তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা। কৃপা করিয়া তুমি আমাকে দাস্যভাব দাও, তোমার দাসীপুত্র করিয়া আমাকে তোমার চরণে রাখ।

৮৭। **অকৈতবে**—অকপটে, প্রাণের অন্তস্তল হইতে। "অকৈতবে"-স্থলে "অদ্বৈতেরে"-পাঠান্তর। **সর্ব্ববৈষ্ণব-ভিতর**—সমস্ত বৈষ্ণবগণের সম্মুখে। অদ্বৈতাচার্যের প্রতি প্রভুর উক্তি পরবর্তী ৮৮-৯৭ পয়ার-সমূহে কথিত হইয়াছে।

৮৮। **তত্ত্ব**—সত্য কথা। **ব্যবহার-দৃষ্টান্ত**—ব্যবহারিক (লৌকিক) জগতের দৃষ্টান্ত। পরবর্তী কতিপয় পয়ারে এই ব্যবহার-দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে।

৮৯। **রাজপাত্র**—রাজার মুখ্য কর্মচারী, রাজমন্ত্রী। **রাজা-স্থানে**—রাজার নিকটে। **দুয়ারী**

মহাপাত্র যদি গোচরিয়া রাজা-স্থানে।
জীব্য লই দিলে রহে গোষ্ঠীর জীবনে ॥ ৯০
যে মহাপাত্রের স্থানে করে নিবেদন।
রাজ-আজ্ঞা হৈলে কাটে সেই সব জন ॥ ৯১
সব রাজ্যভার দেই যে মহাপাত্রেরে।
অপরাধে শোচ্য-হাথে তার শাস্তি করে ॥ ৯২

এইমত কৃষ্ণ মহারাজরাজেশ্বর।
কর্ত্তা হর্ত্তা—ব্রহ্মা শিব যাঁহার কিঙ্কর ॥ ৯৩
সৃষ্টি-আদি করিতেও দিয়াছেন শক্তি।
শাস্তি করিতেও কেহো না করে দ্বিরুক্তি ॥ ৯৪
রমা-আদি ভবাদিও কৃষ্ণ-দণ্ড পায়।
দোষো প্রভু সেবকের ক্ষময়ে সদায় ॥ ৯৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**প্রহরী-সব**—রাজার দ্বাররক্ষক এবং প্রহরী-প্রভৃতি নিম্নপদস্থ রাজকর্মচারিগণ। **করে নিবেদনে**—নিজেদের দুঃখ-দৈন্যের কথা, বেতন-বৃদ্ধি প্রভৃতির কথা, জানাইয়া থাকে; কেননা, তাহারা জানে, রাজপাত্রের অনুগ্রহ হইলেই তাহাদের দুঃখদৈন্যের অবসান হইতে পারে।

৯০। নিম্নকর্মচারীদের প্রার্থনা শুনিয়া **মহাপাত্র যদি** ইত্যাদি—রাজমন্ত্রী যদি রাজার নিকটে তাহাদের অভাবাদির কথা জানাইয়া রাজার নিকট হইতে তাহাদের উপজীব্য (বেতনাদি) লইয়া দেন, তাহা হইলেই সেই নিম্ন কর্মচারীরা গোষ্ঠীর সহিত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। "জীব্য লই দিলে"-স্থলে "জীবিকা দিলে সে" এবং "গোষ্ঠীর"-স্থলে "সভার"-পাঠান্তর।

৯১। **যে মহাপাত্রের** ইত্যাদি—যে মহাপাত্রের নিকট নিম্নকর্মচারিগণ তাহাদের দুঃখ-দৈন্যের কথা জানাইয়া থাকে এবং যাঁহার অনুগ্রহে তাহারা গোষ্ঠীর সহিত বাঁচিয়া থাকিতে পারে, **রাজ-আজ্ঞা হৈলে** ইত্যাদি—রাজার আদেশ হইলে তাহারাই সকলে আবার সেই মহাপাত্রেরই গলা কাটিয়া থাকে।

৯২। **সব রাজ্যভার** ইত্যাদি—রাজ্য-পরিচালনার সমস্ত ভার (দায়িত্ব) যে-মহাপাত্রের উপর বিন্যস্ত করিয়া রাজা নিশ্চিন্ত হইয়া আরাম ভোগ করেন, **অপরাধে** ইত্যাদি রাজা যদি সেই মহাপাত্রেরই কোনও অপরাধ দেখেন, তাহা হইলে, শোচ্য হাথে (শোচনীয়—অতি নিম্নপদস্থ রাজ-ভৃত্যের দ্বারাও, রাজা) সেই মহাপাত্রেরও শাস্তি দেওয়াইয়া থাকেন।

৯৩। **এই মত**—তদ্রূপভাবে, রাজার দৃষ্টান্তের ন্যায়।

৯৪। **সৃষ্টি-আদি** ইত্যাদি—মহারাজরাজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাশিবাদিকে জগতের সৃষ্টি-সংহারাদি করার শক্তিও দিয়াছেন; তিনি যদি আবার কোনও কারণে ব্রহ্মাশিবাদিকে শাস্তি দেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের কেহ কোনওরূপ দ্বিরুক্তি করেন না (কোনও কথা বলেন না)। কেননা, ব্রহ্মাশিবাদি শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্কর। প্রভুর কার্যসম্বন্ধে কিঙ্করের কোনও বক্তব্য থাকিতে পারে না।

৯৫। **রমা-আদি**—লক্ষ্মী প্রভৃতি, **ভবাদিও**—শিব-প্রভৃতিও, **কৃষ্ণ-দণ্ড**—শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত দণ্ড (শাস্তি) **পায়**—পাইয়া থাকেন; শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মী-শিবাদিকেও শাস্তি দিয়া থাকেন। আবার **দোষে প্রভু** ইত্যাদি—প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁহার সেবকের (ভক্তের) দোষও (ত্রুটি-বিচ্যুতি-জনিত অপরাধও ক্ষমা করেন। তবে লক্ষ্মী প্রভৃতিকেই বা শাস্তি দেন কেন? এ-প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী পয়ারে দ্রষ্টব্য)।

অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শাস্তি করে।
জন্ম জন্ম দাস সেই—বলিল তোমারে ॥ ৯৬
উঠিয়া করহ স্নান, কর' আরাধন।
নাহিক তোমার চিন্তা, করহ ভোজন ॥" ৯৭
প্রভুর বচন শুনি অদ্বৈত-উল্লাস।
দাসের শুনিঞা দণ্ড, বড় হৈল হাস ॥ ৯৮
"এখনে সে বলি প্রভু! তোর ঠাকুরালি।"
নাচেন অদ্বৈত রঙ্গে দিয়া করতালি ॥ ৯৯
প্রভুর আশ্বাস শুনি আনন্দে বিহ্বল।
পাসরিলা পূর্ব্ব যত বিরহ সকল ॥ ১০০
সকল বৈষ্ণব হৈলা পরম আনন্দ।
তখনে হাসয়ে হরিদাস-নিত্যানন্দ ॥ ১০১
এ সব পরমানন্দ-লীলা-কথা-রসে।
কেহো কেহো বঞ্চিত হইল দৈবদোষে ॥ ১০২
চৈতন্যের প্রেমপাত্র শ্রীঅদ্বৈত-রায়।
এ সম্পত্তি অল্প হেন বুঝয়ে মায়ায় ॥ ১০৩

**নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা**

৯৬। "কৃষ্ণ"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর। **অপরাধ দেখি** ইত্যাদি—কাহারও অপরাধ দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ যদি সেই অপরাধের জন্য তাহাকে শাস্তি দেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেই ব্যক্তি জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণের দাস। যেহেতু, আপন জনব্যতীত অপর কাহাকেও কেহ শাস্তি দেয় না।

৯৮। **দাসের শুনিয়া দণ্ড**—প্রভু যে বলিয়াছেন, নিজের দাসকেই শ্রীকৃষ্ণ দণ্ড দিয়া থাকেন (পূর্ববর্তী ৯৬ পয়ার), তাহা শুনিয়া। **বড় হৈল হাস**—শ্রীঅদ্বৈত অত্যন্ত আনন্দের হাসি হাসিতে লাগিলেন। প্রভু যে তাঁহাকে শাস্তি দিয়াছেন, প্রভুর উক্তি হইতেই জানা যায় যে, তাহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, প্রভু তাঁহাকে স্বীয় দাস বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন—ইহা ভাবিয়াই অদ্বৈতের আনন্দ।

১০০-১০১। **প্রভুর আশ্বাস**—"নাহিক তোমার চিন্তা"—একথা বলিয়া প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে যে আশ্বাস দিয়াছেন, সেই আশ্বাস (পূর্ববর্তী ৯৭-পয়ার দ্রষ্টব্য)। **বিরহ**—প্রিয়-বিরহের দুঃখের ন্যায় মর্মান্তিক দুঃখ। অদ্বৈতের প্রতি প্রভুর কৃপা এবং তাহাতে অদ্বৈতের আনন্দ-বিহ্বলতা দেখিয়া, **সকল বৈষ্ণব** ইত্যাদি—ভক্তগণের সকলেই পরমানন্দ অনুভব করিলেন এবং **তখনে** ইত্যাদি—তখন, অদ্বৈত সম্বন্ধে প্রভুর পূর্বদিনের আচরণের কথা স্মরণ করিয়া এবং এক্ষণে আবার সেই অদ্বৈত-সম্বন্ধে প্রভুর পূর্বদিনের আচরণ ও বাক্যাদি দেখিয়া ও শুনিয়া, নিত্যানন্দ ও হরিদাস আনন্দের হাসি হাসিতে লাগিলেন।

১০২। **এ সব পরমানন্দ** ইত্যাদি শ্রীঅদ্বৈতের ভঙ্গীময় বাক্যকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু যে-সকল লীলা করিয়াছেন, সে-সমস্ত বহির্দৃষ্টিতে দুঃখময়ী বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ পরমানন্দময়ী লীলা। এই পরমানন্দময়ী লীলার রসাস্বাদনেই ভক্তগণও পরমানন্দময় হইয়াছেন। কিন্তু **কেহো কেহে** ইত্যাদি—দুর্ভাগ্যবশতঃ (ভক্তিহীনতারূপ দুর্ভাগ্যবশতঃ, যেই ভক্তি ভগবানের লীলার রহস্য উপলব্ধি করায়, দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই ভক্তি নাই বলিয়া) কেহ কেহ সেই লীলারসের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। **দৈবদোষে**—দুর্ভাগ্যবশতঃ।

১০৩। **চৈতন্যের প্রেমপাত্র** ইত্যাদি—মহাভাগ্যবান্ শ্রীঅদ্বৈত **হইতেছেন** শ্রীচৈতন্যের প্রেমপাত্র;

অল্প করি না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্ ॥ ১০৪

আগে হয় মুক্ত, তবে সর্ব্ব-বন্ধ-নাশ।
তবে সেই হৈতে পারে 'শ্রীকৃষ্ণের দাস' ॥ ১০৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীচৈতন্যে তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি, তাঁহাতেও শ্রীচৈতন্যের প্রগাঢ় প্রীতি। শ্রীঅদ্বৈতের এই প্রেমসম্পত্তির এবং এতাদৃশী প্রেম-সম্পত্তির প্রভাবে অদ্বৈতের পক্ষে নিজেকে শ্রীচৈতন্যের দাস বলিয়া মনে করার মনোবৃত্তির তুলনা নাই। কিন্তু তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য যে-দণ্ড দিয়াছেন, তাহার রহস্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, **এ সম্পত্তি অল্প হেন** ইত্যাদি—অদ্বৈতের এতাদৃশী অতুলনীয় প্রেম-সম্পত্তিকেও এবং দাস্য-ভাবকেও কোনও কোনও লোক, মায়ার প্রভাবে, অতি সামান্য বা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করে। মায়াবদ্ধ জীবের সমস্ত চিত্তবৃত্তিকেই মায়া ভগবান্ ও ভক্তি হইতে বাহিরের দিকে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর দিকে, টানিয়া লয়; সুতরাং প্রিয়তম ভক্তের সম্বন্ধে ভগবানের আচরণের মর্ম মায়াবদ্ধ জীব বুঝিতে পারে না।

১০৪। **অল্প করি** ইত্যাদি—ভগবদ্দাসত্ব-প্রাপ্তির সৌভাগ্য যাঁহার হয়, পরম-স্বতন্ত্র এবং সকলের বশীকর্তা ভগবান্ সর্বতোভাবে তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়েন, তাঁহার নিকটে স্বতন্ত্র-ভগবানেরও স্বাতন্ত্র্য থাকে না। ভগবান্ নিজ মুখেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ॥ ভাঃ ৯।৪।৬৩॥" আবার, ভক্তের প্রীতিবিধানই ভগবানের একমাত্র কৃত্য। তিনি যাহা কিছু করেন, তৎসমস্তই করেন কেবল ভক্তচিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত, ভগবান্ নিজের সুখের জন্য কখনও কিছু করেন না। ভগবান্ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—"মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥" সুতরাং ভগবানের সহিত ভক্তের প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ প্রাকৃত জগতের প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধের অনুরূপ নহে, পরন্তু তাহার বিপরীত। এমনই অপূর্ব এবং অনির্বচনীয় সৌভাগ্য ভগবদ্দাসের। সুতরাং কাহারও "ভগবদ্দাস"-নামটি তাঁহার অল্পভাগ্যের পরিচায়ক নহে। প্রাকৃত জগতের প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধের কথা মনে করিয়া ভগবানের সহিত ভক্তের প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধকে এবং "ভগবদ্দাস"-নামটিকে অল্প—অকিঞ্চিৎকর মনে করা সঙ্গত নহে। তাহাতে নিজের মূর্খতাই প্রকাশ পায়। আবার **অল্পভাগ্যে** ইত্যাদি—ভগবান্‌ও যে-কোনও লোককেই তাঁহার "দাস"-রূপে অঙ্গীকার করেন না। যাঁহার অল্পভাগ্য, ভগবান্ তাঁহাকে নিজের "দাস" বলিয়া স্বীকার করেন না। ভগবানে যাঁহার অবিচলা প্রীতি, ভগবৎসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার বাসনায় যাঁহার চিত্ত ভরপূর, একমাত্র সেই মহা-ভাগ্যবান্‌কেই ভগবান্ নিজের "দাস" বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

১০৫। **আগে হয় মুক্ত** ইত্যাদি—সাধক জীব প্রথমে মুক্ত হয়েন, মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি-লাভেই সমস্ত মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি হয়। "মুক্ত"-স্থলে "মুক্তি"-পাঠান্তর। **তবে সেই হৈতে পারে** ইত্যাদি—মুক্তিলাভের পরেই সেই সাধক শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দাস হইতে পারেন। ভুক্তি-বাসনা (অর্থাৎ ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বাসনা, এবং পরকালের স্বর্গাদিলোকের সুখভোগের বাসনা, মায়ার প্রভাবেই জন্মে; সুতরাং এতাদৃশী বাসনাও জীবের বন্ধন। আবার, জীবের

এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত-সব লীলাতনু করি কৃষ্ণ ভজে ॥ ১০৬

তথাচোক্তং ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—
"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা
ভগবন্তং ভজন্তে ॥" ১ ॥" ১ ॥ ইতি।

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনার প্রতিকূল বলিয়া, মুক্তিবাসনাও হইতেছে শুদ্ধাভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে জীবের বন্ধন— অন্তরায়। সুতরাং ভুক্তিবাসনা) এবং মুক্তিবাসনারূপ সর্ববিধ বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেই জীবের পক্ষে বাস্তব কৃষ্ণভজন এবং কৃষ্ণদাসত্ব সম্ভব হইতে পারে।

১০৬। **এই ব্যাখ্যা** ইত্যাদি—ভাষ্যকারের সমাজে ( অর্থাৎ বেদান্তের ভাষ্যকারগণ ) বেদান্ত-বাক্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, **মুক্তসব লীলাতনু** ইত্যাদি— মুক্তপুরুষগণ লীলাতনু গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া থাকেন। **লীলাতনু**—ভক্তির কৃপায় প্রাপ্ত দেহ। এই উক্তির সমর্থক প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

**শ্লো ॥ ১ ॥ অন্বয় ॥** মুক্তাঃ অপি ( মুক্তপুরুষগণও ) লীলয়া ( ভক্তির কৃপায় ) বিগ্রহং কৃত্বা ( বিগ্রহ বা দেহ ধারণ করিয়া ) ভগবন্তং ( ভগবান্‌কে ) ভজন্তে ( ভজন করিয়া থাকেন )। ২।১৭।১ ॥

**অনুবাদ।** মুক্তপুরুষগণও ভক্তির কৃপায় ভজনোপযোগী দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন। ২।১৭।১ ॥

**ব্যাখ্যা।** এই শ্লোকটি হইতেছে বেদান্ত-ভাষ্যকার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের উক্তি। নৃসিংহপূর্বতাপনী শ্রুতির "যং সর্ব্বদেবা নমন্তি মমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ"-এই বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ ভা. ১০।৮৭।২১-শ্লোকের ভাবার্থদীপিকা-টীকায় শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। বারাণসীতে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে শ্রীভাগবতের "আত্মরাম"-শ্লোকের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া তাহার তাৎপর্য এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"ভক্তি বিনু কেবলজ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়। ভক্তিসাধন করে যেই প্রাপ্তব্রহ্মলয় ॥ ভক্তির স্বভাব—ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ। দিব্যদেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥ ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ। গুণাকৃষ্ট হৈয়া করে নির্ম্মল ভজন। চৈ.চ. ২।২৪।৭৮-৮০ ॥" শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃত টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী উল্লিখিত শঙ্কর-বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন—"মুক্তাঃ প্রাপ্তব্রহ্মসাযুজ্যাঃ লীলয়া ভক্তিকৃপয়া ইত্যর্থঃ। কৃত্বা ইতি অন্তর্ভূ ত-ণিজর্থত্বেন কারয়িত্বা ইত্যর্থঃ।" ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উল্লিখিত তাৎপর্যের অনুরূপ অর্থই। মহাপ্রভুর উক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তিটি হইতেছে "প্রাপ্তব্রহ্মলয়"-সম্বন্ধে; অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের সাধনের সঙ্গে যিনি ভক্তির সাধনও করিয়াছেন এবং সাধনের পক্বতায় যিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে। চক্রবর্তিপাদ তাঁহাকেই বলিয়াছেন—"প্রাপ্তব্রহ্মসাযুজ্য"-একই কথা। ভক্তিব্যতীত কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না বলিয়াই জ্ঞানমার্গের সাধনের সঙ্গে ভক্তিসাধনের প্রয়োজন

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

( গীতা। ৭।১৪।১৫-১৬ )। জ্ঞানমার্গের সাধনের সঙ্গে ভক্তি-সাধনের ফলে সাধকের চিত্তে ভক্তিরও আংশিক আবির্ভাব হয়; নচেৎ তাঁহার মায়ানির্মুক্তি হইতে পারে না। সাধক যখন সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন, তখনও সেই ভক্তি তাঁহার মধ্যে থাকেন; অন্যথা তিনি ব্রহ্মানন্দ অনুভবের যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। মুক্ত-অবস্থায় সেই ভক্তিই মুক্তজীবকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে দিব্য দেহ দিয়া কৃষ্ণভজন করাইয়া থাকেন। একথাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ভক্তির স্বভাব—ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ। দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥" চক্রবর্তিপাদও বলিয়াছেন—"লীলয়া ভক্তিকৃপয়া।" এবং "কৃত্বা ইতি অন্তর্ভূত-ণিজর্থত্বেন কারয়িত্বা—ণিচ্ প্রত্যয়ের অর্থ অন্তর্ভূত আছে বলিয়া 'কৃত্বা'-শব্দে "কারয়িত্বা ( করাইয়া ) বুঝায়। বিগ্রহং কৃত্বা—দেহ করাইয়া।" —এস্থলেও চক্রবর্তিপাদ মহাপ্রভুর অর্থেরই অনুসরণ করিয়াছেন। যাঁহারা নির্বিশেষ-ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করেন, তাঁহারা সূক্ষ্মজীবরূপে ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থান করেন; তাঁহাদের দেহ থাকে না বলিয়াই ভক্তিরাণী কৃপা করিয়া ( লীলয়া—ভক্তিকৃপয়া ) তাঁহাদিগকে ভজনোপযোগী দেহ দিয়া থাকেন। সেই দেহও দিব্যদেহ—অপ্রাকৃত দেহ। যেহেতু, সাযুজ্যমুক্তির স্থানে সিদ্ধলোকে প্রাকৃত পঞ্চভূতের অভাব এবং চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষরূপা ভক্তিও মায়িক পঞ্চভূতাত্মক দেহ কখনও দিতে পারেন না। ভক্তিই এই দিব্যদেহ দিয়া থাকেন, মুক্তজীব নিজের ইচ্ছায় তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না। কেননা, সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত সূক্ষ্মজীব ব্রহ্মানন্দের আস্বাদনে এমনই তন্ময়তা লাভ করেন যে, অন্য কোনও বিষয়ই তিনি মনে করিতে পারেন না; সুতরাং দেহ-ধারণের ইচ্ছাও তাঁহার জন্মিতে পারে না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, নির্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্য-প্রাপ্তির নিমিত্ত যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধনের সঙ্গে ভক্তিসাধন করেন, মুক্তিপ্রাপ্তির পরে তাঁহাদের সকলকেই কি ভক্তিরাণী কৃষ্ণভজনোপযোগী দিব্যদেহ দিয়া থাকেন? উত্তরে নিবেদন এই যে, সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত সকলেই যদি ভক্তির কৃপায় দিব্যদেহ পাইয়া কৃষ্ণভজন করেন এবং তাঁহার ফলে কৃষ্ণসেবা পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে সাযুজ্যমুক্তির মুক্তিরূপে কোনও পৃথক্ সত্তা থাকে না, ইহা হইয়া পড়ে শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তির একটা সোপান মাত্র। কিন্তু সাযুজ্যমুক্তিও যে পঞ্চবিধা মুক্তির একটি মুক্তি, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি হইতেই জানা যায়। সুতরাং সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত সকল জীবই যে ভক্তির কৃপায় কৃষ্ণভজনোপযোগী দেহ লাভ করেন, তাহা স্বীকার করা যায় না। অর্থাপত্তি-ন্যায়ে মনে করিতে হইবে—সাধন-কালে কোনও ভাগ্যে যাঁহাদের ভক্তির প্রতি একটুও লোভ জন্মিয়াছে, অথচ যাঁহাদের সেই লোভ এত প্রবল নহে যে, জ্ঞানমার্গের সাধন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা তখনই শুদ্ধাভক্তির সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, সুতরাং যাঁহারা পূর্ববৎ জ্ঞানমার্গের সাধনের সঙ্গে ভক্তির সাধনও করেন, মুক্তাবস্থায় কেবল তাঁহারাই ভক্তির কৃপায় কৃষ্ণভজনোপযোগী দেহ লাভ করেন। সাধনাবস্থায় তাঁহাদের ভক্তির প্রতি সাময়িক লোভটি ভক্তিরাণী লক্ষ্য করেন; কিন্তু তখন তিনি থাকেন জ্ঞানমার্গের সাধনের অধীন; এজন্য তাঁহার স্বাতন্ত্র্য তিনি প্রকটিত করেন না। যখন সাধকগণ সাযুজ্যমুক্তি লাভ করেন, তখন আর জ্ঞানমার্গের সাধন থাকে না বলিয়া তাঁহাদের চিত্তস্থিত ভক্তি তখন স্বীয় স্বাতন্ত্র্য প্রকটিত করিয়া তাঁহাদের পূর্ব-সাময়িক লোভকে সার্থকতা দেওয়ার জন্য তাঁহাদিগকে কৃষ্ণভজনোপযোগী

কৃষ্ণের সেবক-সব কৃষ্ণশক্তি ধরে ।
অপরাধ হইলেও কৃষ্ণ শাস্তি করে ॥ ১০৭
হেন কৃষ্ণভক্ত-নামে কোন শিষ্যগণ ।
অল্প হেন জ্ঞানে দ্বন্দ্ব করে অনুক্ষণ ॥ ১০৮
সে সব দুষ্কৃতি অতি জানিহ নিশ্চয় ।
যাথে সর্ব্ব বৈষ্ণবের পক্ষ নাহি লয় ॥ ১০৯

'সর্ব্ব প্রভু গৌরচন্দ্র' ইথে দ্বিধা যার ।
কভু 'শুদ্ধ-ভক্ত' নহে সেই দুরাচার ॥ ১১০
গর্দ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া ।
কেহো বোলে "আমি রঘুনাথ ভাব' গিয়া ॥" ১১১
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে শক্তি যার ।
চৈতন্য-দাসত্ব বই বল নাহি আর ॥ ১১২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দিব্যদেহ দিয়া থাকেন। যাহা হউক, এতাদৃশ মুক্তজীবদের কৃষ্ণভজনের কথা "আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥ ৪।১।১২-ব্রহ্মসূত্রে ( গোবিন্দভাষ্য দ্রষ্টব্য )" এবং "মুক্তা অপি এনং উপাসীত ইতি।"—এই সৌপর্ণ-শ্রুতিবাক্যেও দৃষ্ট হয়।

১০৭। "অপরাধ"-স্থলে "অপরাধী"-পাঠান্তর।

১০৮-১০৯। **হেন**—এতাদৃশ, পূর্বকথিত মহিমাসম্পন্ন কোনও, **কৃষ্ণভক্তনামে**—কৃষ্ণভক্তের নামে, কৃষ্ণভক্ত-সম্বন্ধে, **কোন শিষ্যগণ**—সেই কৃষ্ণভক্তব্যতীত অপর কোনও তাদৃশ কৃষ্ণভক্তের শিষ্যগণ যদি **অল্প হেন জ্ঞানে**—সেই কৃষ্ণভক্তের মহিমাকে সামান্যমাত্র মনে করিয়া, **অনুক্ষণ**—সর্বদা **দ্বন্দ্ব করে**—সেই কৃষ্ণভক্তের শিষ্যগণের সহিত কলহ করে, তাহা হইলে **সে সব**—সেই কলহকারী শিষ্যগণ যে **অতি দুষ্কৃতি**—অত্যন্ত দুষ্কর্মা, তাহা **জানিহ নিশ্চয়**—নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিবে। **যাথে**—যেহেতু, তাহারা **সর্ব্ববৈষ্ণবের**—সমস্ত কৃষ্ণভক্তের **পক্ষ নাহি লয়**—পক্ষ গ্রহণ করে না, সমস্ত কৃষ্ণভক্তের মহিমা সমান মনে করে না; অথবা, সকল বৈষ্ণবই বৈষ্ণবমাত্রেরই সম্মান করিয়া থাকেন, অথচ তাহারা তাহা করে না। ইহা তাহাদের পূর্বসঞ্চিত দুষ্কৃতিজাত কুবুদ্ধিরই ফল। ইহাতে আবার নূতন অপরাধেরও সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ স্বীয় গুরুর উৎকর্ষ খ্যাপনের জন্য অপর বৈষ্ণবের অপকর্ষ খ্যাপন করিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বা নিজেদের উৎকর্ষ খ্যাপনের জন্য এইরূপও বলিয়া থাকে যে, "আমরাই একমাত্র শুদ্ধ বৈষ্ণব, শুদ্ধ বৈষ্ণব আর কেহ নাই। আর যত দেখা যায়, তাহারা 'বৈষ্ণবব্রুব', ইত্যাদি।" পূর্বসঞ্চিত দুষ্কৃতির ফলেই এইরূপ অপরাধজনক আচরণ ও বাক্য দেখা দিয়া থাকে। যাঁহারা শাস্ত্রানুগত্যে ভজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই নমস্য; তাঁহাদের কাহারও বাহিরের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে না পারিয়া নিন্দা করিলে কেবল নিজেরই সর্বনাশ হইয়া থাকে। "দ্বন্দ্ব"-স্থলে "নিন্দা"-পাঠান্তর।

১১০। **সর্ব্ব প্রভু** ইত্যাদি—শ্রীগৌরচন্দ্র যে সকলেরই প্রভু, **ইথে দ্বিধা যার**—এই বিষয়ে যাঁহার সন্দেহ জন্মে, **কভু শুদ্ধ ভক্ত** ইত্যাদি—সেই দুরাচার ব্যক্তি কখনও শুদ্ধ-ভক্ত নহেন। "শুদ্ধ-ভক্ত"-স্থলে "শুদ্ধ-ভৃত্য"-পাঠান্তর। ভৃত্য—শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য বা সেবক। স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম এবং সর্বসেব্য শ্রীকৃষ্ণই গৌরচন্দ্ররূপে বিরাজিত; সুতরাং গৌরচন্দ্র সর্বসেব্য, সর্বপ্রভু।

১১১। ১।১০।৮১-৮৬ পয়ার ও তট্টীকা দ্রষ্টব্য। "শৃগাল"-স্থলে "শূকর"-পাঠান্তর।

১১২-১১৩। **সৃষ্টি-স্থিতি** ইত্যাদি—জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ( রক্ষণ ) এবং প্রলয় ( ধ্বংস ) করার

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ধরে প্রভু বলরাম।
সেহো প্রভুদাস্য করে, কেবা হয় আন ॥ ১১৩
জয় জয় হলধর নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায় ॥ ১১৪
তাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি।
যত কিছু বলি—সব তাঁহার শকতি ॥ ১১৫
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥ ১১৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১১৭

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ভক্ত-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শক্তি ( সামর্থ্য ) যাঁহার, তাঁহারও **চৈতন্যদাসত্ব বই** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যের দাসত্ব হইতে জাত বল ( শক্তি বা সামর্থ্য )-ব্যতীত অন্য কোনও সামর্থ্য নাই; শ্রীচৈতন্যের দাসত্ব হইতেই তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি হইতেছেন প্রভু বলরাম—মূল সঙ্কর্ষণ। **অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড** ইত্যাদি—সেই প্রভু বলরামই শ্রীচৈতন্য-দাসত্বের শক্তিতে সহস্রফণ অনন্তদেবরূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে স্বীয় মস্তকে ধারণ করিয়া বিরাজিত। **সেহো** ইত্যাদি—এতাদৃশ শক্তিসম্পন্ন প্রভু বলরামও ( শ্রীনিত্যানন্দরূপে ) **প্রভুদাস্য করে**-প্রভু শ্রীচৈতন্যের দাসত্ব করিতেছেন, **কেবা হয় আন**- অন্যের কথা আর কি বলা যাইবে ? ( ব্যঞ্জনা - সেই বলরামের সৃষ্ট এক ক্ষুদ্র জীব যে নিজেকে "রঘুনাথ" বলিয়া প্রচার করে, তাহা কতদূর হাস্যাস্পদ এবং অপরাধজনক, তাহা বিবেচ্য )। "করে"-স্থলে "কহে" এবং "মাগে"-পাঠান্তর।

১১৪। **হলধর**—বলরাম। "কৃপায়"-স্থলে "জিহ্বায়"-পাঠান্তর।

১১৬। **আমার প্রভুর প্রভু**—আমার ( গ্রন্থকারের ) প্রভু হইতেছেন শ্রীনিত্যানন্দ। তাঁহারও ( সেই নিত্যানন্দেরও ) প্রভু ( হইতেছেন শ্রীগৌরসুন্দর )।

১১৭। ১।২।২৮৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

( ৮. ৯. ১৯৬৩—১২. ৯. ১৯৬৩ )

# মধ্যখণ্ড

## অষ্টাদশ অধ্যায়

জয় জয় জগতমঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥ ১
জয় জয় নিত্যানন্দস্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় ভকতবৎসল গুণধাম ॥ ২
ভক্তগোষ্ঠিসহিতে গৌরাঙ্গ জয়জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
সঙ্কীর্ত্তনসুখ প্রভু করয়ে সদায় ॥ ৪
মধ্যখণ্ডকথা ভাই! শুন একমনে।
লক্ষ্মী-কাচে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে ॥ ৫
একদিন প্রভু বলিলেন সভা'স্থানে।
"আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বিধানে ॥" ৬
সদাশিব-বুদ্ধিমন্তখানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু "কাচ সজ্জ কর' গিয়া ॥ ৭

### নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর লক্ষ্মীকাচে নৃত্যের ইচ্ছা। ভক্তদের মধ্যে কে কোন্ ভূমিকার অভিনয় করিবেন, প্রভুকর্তৃক তাহার ব্যবস্থা। অভিনয়ার্থ সকলের চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে গমন। কোটালবেশে হরিদাসের এবং নারদবেশে শ্রীবাসের রঙ্গ-স্থলে প্রবেশ। প্রভুর রুক্মিণীর বেশ ধারণ এবং রুক্মিণীর ভাবে আবেশ। গদাধরাদির নানাভাবের আবেশ। প্রভুর রুক্মিণীভাবের আদ্যাশক্তির ভাবে পরিণতি এবং আদ্যাশক্তির ভাবে প্রভুর নৃত্য। চণ্ডীস্তবের দ্বারা ভক্তগণকর্তৃক আদ্যাশক্তিভাবাবিষ্ট প্রভুর স্তুতি। মাতৃভাবে প্রভুকর্তৃক ভক্তবৃন্দকে স্তন্যদান। নিশাবসানে নৃত্যের অবসান। চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে সাতদিন পর্যন্ত পরম অদ্ভুত তেজের স্থিতি।

৩। "কথা ভক্তি লভ্য"-স্থলে "লীলা বিষ্ণুভক্তি"-পাঠান্তর।

৫। **লক্ষ্মী-কাচে**—লক্ষ্মীর বেশ ধারণ করিয়া। ভগবৎকান্তা মাত্রেরই সাধারণ নাম লক্ষ্মী।

৬। **করিবাঙ**—করিব। **অঙ্কের বিধানে**—অঙ্কনামক দৃশ্যকাব্যের বিধি বা নিয়ম অনুসারে। এ-স্থানে "অঙ্ক" হইতেছে নাট্যশাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ। যেমন একাঙ্ক নাটক, পঞ্চাঙ্ক নাটক ইত্যাদি। প্রাচীন অলঙ্কার-শাস্ত্রে দশরকমের দৃশ্যকাব্য আছে। "অঙ্ক" হইতেছে এক রকমের দৃশ্যকাব্য। দশ রকমের দৃশ্যকাব্য ও অঙ্কের লক্ষণাদি "সাহিত্যদর্পণ"-নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কথিত হইয়াছে। "বিধানে"-স্থলে "বন্ধানে"-পাঠান্তর। অর্থ একই। দৃশ্যকাব্য—নাটক।

৭। **সদাশিব-বুদ্ধিমন্তখান**—পরবর্তী ১৩ এবং ১৬ পয়ার হইতে বুঝা যায়, এই পয়ারে এবং ১৪-পয়ারে; 'সদাশিব-বুদ্ধিমন্ত' হইতেছে এক জনেরই নাম। 'সদাশিব' হইতেছে বিশেষণ—সদাশিবের ন্যায় পরম-উদার বুদ্ধিমন্তখান। ইনি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত প্রভুর বিবাহে ইনিই নিজ ব্যয়ে রাজপুত্রের বিবাহের উপযোগী সমারোহ করিয়াছিলেন। "শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয়

শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর' সভাকার ॥ ৮
গদাধর কাচিবেন রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর বুড়ি—সখী সুপ্রভাত ॥ ৯
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস—জাগাইতে ভার ॥ ১০
শ্রীবাস নারদ-কাচ, স্নাতক শ্রীরাম।"
"দিয়ড়ি হাড়ি মুঞি" বোলয়ে শ্রীমান্ ॥ ১১
অদ্বৈত বোলয়ে "কে করিব পাত্র-কাচ?"
প্রভু বোলে "পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ ॥ ১২
সত্বরে চলহ বুদ্ধিমন্তখান! তুমি।
কাচ-সজ্জ কর' গিয়া, নাচিবাঙ আমি ॥" ১৩
আজ্ঞা শিরে করি সদাশিব-বুদ্ধিমন্ত।
গৃহে চলিলেন, আনন্দের নাহি অন্ত ॥ ১৪
সেইক্ষণে কথিবার চান্দোয়া কাটিয়া।
কাচ-সজ্জ করিলেন সুন্দর করিয়া ॥ ১৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বুদ্ধিমন্তখান। আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান ॥ চৈ. চ. ১।১৫।৭২ ॥" **কাচ**—নাটকে অংশগ্রহণ-কারী পাত্রদের পোষাক। **সজ্জ কর**—সজ্জিত কর। পোষাকের যোগাড় কর। পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

৮। **যোগ্য যোগ্য করি ইত্যাদি**—এই নাটকে যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন অনুকার্যের ( যাঁহাদের ভূমিকা অভিনয় করা হইবে, তাঁহাদের ) ভূমিকা অভিনয় করিবেন, তাঁহাদের সকলের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন অনুকার্যের উপযোগী পোষাকাদি সংগ্রহ করিবে। কে কোন্ ভূমিকার অভিনয় করিবেন, পরবর্তী ৯-১২ পয়ারে প্রভু তাহাও বলিয়া দিয়াছেন।

৯। **গদাধর**—গদাধরপণ্ডিত গোস্বামী। **ব্রহ্মানন্দ**—"প্রেমবিলাস"-মতে নিত্যানন্দ-প্রভুর অনুজ। **তাঁর বুড়ি**—রুক্মিণীর সাজে সজ্জিতা গদাধরের বুড়ী ( সখী )। **সখী সুপ্রভাত**—রুক্মিণীর সখী সুপ্রভাত। ব্রহ্মানন্দ রুক্মিণীর সখী সুপ্রভাতের কাচ কাচিবেন।

১০। **বড়াই**—বৃদ্ধা মাতামহী। **কোতোয়াল**—পুলিশ থানার অধ্যক্ষ। "কোতোয়াল"-স্থলে "কোটোয়াল"-পাঠান্তর।

১১। **স্নাতক**—সমাবর্তন-স্নায়ী দ্বিজ। শিষ্য। এ-স্থলে—শিষ্য, নারদের শিষ্য। **শ্রীরাম**—শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীবাসের ভ্রাতা। **দিয়ড়িয়া**—দীপকাষ্ঠধারী, মশালধারী। "দিয়ড়িয়া"-স্থলে "দেউড়িয়া"-পাঠান্তর। **দেউড়ি**—দেউটি, দীপকাঠি, মশাল। দেউড়িয়া—মশালধারী। **শ্রীমান্**—শ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীবাসের ভ্রাতা। **হাড়ি**—ডোম।

১২। **পাত্র**—নাটকের প্রধান নায়ক। **পাত্র সিংহাসনে ইত্যাদি**—সিংহাসনে অবস্থিত শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহই হইবেন প্রধান নায়ক।

১৫। **কথিবার**—একটি প্রদেশের নাম। "কথিবার প্রদেশের বর্তমান নাম কাঠিবার বা কাঠিয়াবার। ইহা গুজরাটের অন্তর্গত। পূর্বে এ প্রদেশে অতি উত্তম চন্দ্রাতপ হইত। অ. প্র.।" "কথিবার"-স্থলে "কাথুবারা", "কতিবার" এবং কথিয়ার (?)"-পাঠান্তর। **চান্দোয়া**—চন্দ্রাতপ। **কথিবার চান্দোয়া**—কথিবারদেশীয় চন্দ্রাতপ। **কাটিয়া**—কর্তন করিয়া, কাট্‌ছাট্ করিয়া, ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া। "কাটিয়া"-স্থলে "টানিয়া"-পাঠান্তর। টানিয়া—টানিয়া লইয়া।

লইয়া যতেক কাচ বুদ্ধিমন্তখান।
থুইলেন লইয়া ঠাকুর-বিদ্যমান ॥ ১৬
দেখিয়া হইলা প্রভু সন্তোষিত-মন।
সকল-বৈষ্ণব-প্রতি বলিলা বচন ॥ ১৭
"প্রকৃতি-স্বরূপে নৃত্য হইব আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয়—তার অধিকার ॥ ১৮
সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে।
যেই জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে ॥" ১৯
লক্ষ্মীবেশে অঙ্ক-নৃত্য করিব ঠাকুর।
সকল-বৈষ্ণব-রঙ্গ বাঢ়িল প্রচুর ॥ ২০
শেষে প্রভু কথাখানি কহিলেন দঢ়।
শুনিঞা হইলা সভে বিষাদিত বড় ॥ ২১
সর্ব্ববাদ্য ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য্য।
"আজি নৃত্য-দরশনে মোর নাহি কার্য্য ॥ ২২
আমি সে অজিতেন্দ্রিয়, না যাইব তথা।"
শ্রীবাসপণ্ডিত কহে "মোর ওই কথা ॥" ২৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮-১৯। এই দুই পয়ার হইতেছে সকল বৈষ্ণবের প্রতি প্রভুর উক্তি। **প্রকৃতি-স্বরূপে**—স্ত্রীলোকরূপে, লক্ষ্মীর বেশে। "স্বরূপে"-স্থলে "স্বরূপা"-পাঠান্তর। **দেখিতে যে** ইত্যাদি—যিনি জিতেন্দ্রিয় (যিনি ইন্দ্রিয়ের বেগকে দমন করিয়াছেন), লক্ষ্মীকাচে আমার নৃত্য দেখিবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে। **ইন্দ্রিয় ধরিতে**—ইন্দ্রিয়ের বেগ ধারণ করিতে। স্ত্রীলোকের দর্শনে যাঁহার ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য জন্মে না।

২০। **সকল বৈষ্ণব-রঙ্গ** ইত্যাদি—প্রভু লক্ষ্মীবেশে নৃত্য করিবেন শুনিয়া বৈষ্ণবদের সকলেরই প্রচুর (অত্যধিক পরিমাণে) রঙ্গ (আনন্দ বা কৌতূহল) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

২১। **কথাখানি**—১৮-১৯-পয়ারদ্বয়ে উক্ত কথাটি। **দঢ়**—দৃঢ়, শক্ত। **বিষাদিত**—বিষাদগ্রস্ত, বিষণ্ণ। বৈষ্ণবগণ মনে করিলেন, তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় নহেন; সুতরাং প্রভুর লক্ষ্মীকাচে নৃত্য দর্শনের সৌভাগ্য তাঁহাদের হইবে না। এজন্যই তাঁহাদের বিষাদ বা দুঃখ।

২২। **সর্ব্বাদ্য**—সকলের আদিতে, সর্বপ্রথমে। **ভূমিতে অঙ্ক** ইত্যাদি—অদ্বৈতাচার্য ভূমিতে (তিনি যে-স্থানে বসিয়াছিলেন, সেইস্থানে তাঁহার সম্মুখস্থ মাটীতে) অঙ্ক (আঁক্, দাগ, রেখা) দিলেন (কাটিলেন। মাটীতে একটি দাগ কাটিয়া তিনি জানাইলেন, এই দাগের বাহিরে, অর্থাৎ প্রভুর নৃত্যস্থলে, যাওয়ার অধিকার তাঁহার নাই); সুতরাং **আজি নৃত্যদরশনে** ইত্যাদি—আজ প্রভুর নৃত্য দর্শন-বিষয়ে আমার কোনও কাজ নাই; অর্থাৎ আমি নৃত্য দর্শন করিব না, যেহেতু আমি অযোগ্য।

২৩। শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, **আমি যে** ইত্যাদি—আমি তো জিতেন্দ্রিয় নহি; সুতরাং আমি তথা (সে-স্থানে, প্রভুর নৃত্য-স্থলে) যাইব না। সঙ্গে সঙ্গে **শ্রীবাসপণ্ডিত** ইত্যাদি—শ্রীবাসপণ্ডিতও বলিলেন, "আমারও সেই কথা। অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় নহি বলিয়া আমিও প্রভুর নৃত্যস্থলে যাইব না।" "ওই"-স্থলে "অই" এবং "এই"-পাঠান্তর। ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃই শ্রীঅদ্বৈতাদির ইন্দ্রিয়-দমনের অসামর্থ্য-মনন। বস্তুতঃ তাঁহারা মায়াতীত বলিয়া স্ত্রীলোক-দর্শনে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য জন্মিবার কোনও আশঙ্কাই থাকিতে পারে না।

শুনিঞা ঠাকুর বোলে ঈষত হাসিয়া।
"তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া ?" ২৪
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি চৈতন্যগোসাঞি।
পুন আজ্ঞা করিলেন "কারো চিন্তা নাঞি ॥ ২৫
মহাযোগেশ্বর আজি তোমরা হইবা।
দেখিয়া আমারে কেহো মোহ না পাইবা ॥" ২৬
শুনিঞা প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত শ্রীবাস।
সভার সহিত মহা পাইলা উল্লাস ॥ ২৭
সর্ব্বগণ-সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চলিলা আচার্য্য-চন্দ্রশেখরের ঘর ॥ ২৮
আই চলিলেন নিজ-বধূর সহিতে।
লক্ষ্মীরূপে নৃত্য বড় অদ্ভুত দেখিতে ॥ ২৯
যত আপ্ত-বৈষ্ণবগণের পরিবার।
চলিল আইর সঙ্গে নৃত্য দেখিবার ॥ ৩০
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভাগ্য—তার এই সীমা।
যার ঘরে প্রভু প্রকাশিলা এ মহিমা ॥ ৩১
বসিলা ঠাকুর সর্ব্ব-বৈষ্ণব-সহিতে।
সভারে হইল আজ্ঞা স্বকাচ কাচিতে ॥ ৩২
করজোড়ে অদ্বৈত বোলয়ে বারবার।
"মোরে আজ্ঞা প্রভু ! কোন্ কাচ কাচিবার ?"৩৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**২৫-২৬।** "সর্ব্বজ্ঞের"-স্থলে "সর্ব্বরঙ্গ"-পাঠান্তর। সর্ব্বরঙ্গ—সর্ববিধ কৌতুক। সর্ব্বরঙ্গ-চূড়ামণি ইত্যাদি—সকল রকম কৌতুক-রঙ্গেই শ্রীচৈতন্য সর্বাপেক্ষা পটু। ব্যঞ্জনা এই যে, প্রভু যে বলিয়াছেন—যিনি জিতেন্দ্রিয় নহেন, লক্ষ্মীকাচে নৃত্যদর্শনে তাঁহার অধিকার নাই, তিনি যেন বাড়ীর ভিতরে না যায়েন—ইহা হইতেছে বৈষ্ণবদের নিকটে একটি কৌতুকোক্তি। প্রভু জানেন, তাঁহারা সকলেই জিতেন্দ্রিয়। **মহাযোগেশ্বর** ইত্যাদি—মহাযোগেশ্বরগণ যেমন তাঁহাদের যোগের প্রভাবে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণকে সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিতে পারেন, আমার প্রসাদে তোমরাও আজ তোমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সম্যক্‌রূপে বশীভূত করিতে সমর্থ হইবে; লক্ষ্মীকাচে আমাকে দেখিয়া তোমরা কেহই মোহপ্রাপ্ত—বিচলিত—হইবে না। প্রভু এ-স্থলে ভঙ্গীতে জগতের জীবকে জানাইলেন—মায়ার প্রভাবেই জীবের ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য জন্মে। ভগবৎ-কৃপাব্যতীত সেই মায়াকে, নিজের শক্তিতে, কেহই অপসারিত করিতে পারে না, সুতরাং নিজের শক্তিতে কেহই ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যকে দমন করিতে পারে না। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" গীতা ॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তি।"

**২৮। আচার্য্য-চন্দ্রশেখর**—চন্দ্রশেখর আচার্য। ইনি শ্রীশচীদেবীর সহোদরাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি হইতেছেন প্রভুর মেশোমহাশয়। তাঁহার গৃহেই প্রভুর লক্ষ্মীকাচে নৃত্যাদি হইয়াছিল।

**২৯।** আই—শচীমাতা। **নিজবধূর**—স্বীয় পুত্রবধূ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর।

**৩০।** "যত আপ্ত বৈষ্ণবগণের"-স্থলে "যত আপ্তগণ বৈষ্ণবের" এবং "যত আপ্তগণের বৈষ্ণব"-পাঠান্তর। **পরিবার**—বৈষ্ণব-গৃহিণীগণ।

**৩২। স্বকাচ কাচিতে**—নিজ নিজ বিষয়ের অভিনয়ের উপযোগী পোষাকাদি ধারণ করিবার জন্য। "স্বকাচ"-স্থলে "কাচ যে"-পাঠান্তর।

**৩৩।** "প্রভু"-স্থলে "দেন"-পাঠান্তর।

প্রভু বোলে "যত কাচ—সকল তোমার।
ইচ্ছা-অনুরূপ কাচ কাচ' আপনার॥" ৩৪
বাহ্য নাহি অদ্বৈতের, কি করিব কাচ।
ভ্রূকুটী করিয়া নাচে শান্তিপুরনাথ॥ ৩৫
সর্ব্বভাবে নাচে মহা-বিদূষক-প্রায়।
আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥ ৩৬
মহা-কৃষ্ণ-কোলাহল উঠিল সকল।
আনন্দে বৈষ্ণব-সব হইলা বিহ্বল॥ ৩৭
কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
'রাম কৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ॥' ৩৮
প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ করি বদন-বিলাস॥ ৩৯
মহা-পাগ শোভে শিরে, ধটী পরিধান।
দণ্ডহস্তে সভারে করয়ে সাবধান॥ ৪০
"আরে আরে ভাই সব! হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ॥" ৪১
হাথে নড়ি চারিদিকে ধাইয়া বেড়ায়।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক 'কৃষ্ণ' সভারে জাগায়॥ ৪২
"কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, বোল কৃষ্ণ-নাম।"
দম্ভ করি হরিদাস করয়ে আহ্বান॥ ৪৩
হরিদাস দেখিয়া সকল গণ হাসে'।
"কে তুমি, এথায় কেনে?" সভেই জিজ্ঞাসে'॥ ৪৪
হরিদাস বোলে "আমি বৈকুণ্ঠ-কোটাল।
'কৃষ্ণ' জাগাইয়া আমি বুলি সর্ব্বকাল॥ ৪৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৫। **বাহ্য নাহি অদ্বৈতের**—মহাপ্রেমানন্দের আবেশে অদ্বৈত বাহ্যজ্ঞান-হারা। "নাচে"-স্থলে "বুলে"-পাঠান্তর। বুলে—ঘুরিয়া বেড়ায়েন।

৩৬। **বিদূষক**—হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গী, গমন-ভঙ্গী, নৃত্যভঙ্গী, বাক্যভঙ্গী, পোষাক-পরিচ্ছদাদি দ্বারা যিনি সকলের আনন্দ জন্মাইয়া থাকেন, তাঁহাকে বিদূষক বলে। **মহা বিদূষক প্রায়**—অতি দক্ষ বিদূষকের ন্যায়।

৩৮। **মুকুন্দ**—প্রভুর কীর্তনীয়া মুকুন্দ দত্ত। "নরহরি"-স্থলে "বোল হরি"-পাঠান্তর। "রাম কৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ"—এই পদটি গান করিয়া মুকুন্দ কীর্তনের শুভারম্ভ করিলেন। **নরহরি**—নররূপ শ্রীহরি, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। ইহা "কৃষ্ণ"-শব্দের বিশেষণ।

৩৯। **প্রথমে**—অভিনয়ের আরম্ভে, সর্বাগ্রে। **প্রবিষ্ট হৈলা**—রঙ্গমঞ্চে বা অভিনয়স্থানে প্রবেশ করিলেন। ৩৯-৪৯ পয়ারসমূহে হরিদাসের বিবরণ কথিত হইয়াছে। **বদন-বিলাস**—মুখের সাজ।

৪০। **পাগ**—মাথার পাগ্‌ড়ি। **ধটী**—অল্পপরিসর অথচ লম্বা কটিবস্ত্র বিশেষ।

৪১। **জগতের প্রাণ**—গৌরচন্দ্র।

৪২। **নড়ি**—লগুড়, লাঠি। **'কৃষ্ণ' সভারে জাগায়**—সকলের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে (কৃষ্ণস্মৃতিকে) জাগ্রত করিয়া দেন। কিরূপে "কৃষ্ণ" জাগাইয়াছেন, তাহা পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

৪৩। "বোল"-স্থলে "লও"-পাঠান্তর।

৪৫। **কোটাল**—কোতোয়াল, নগর-রক্ষক। **বৈকুণ্ঠ-কোটাল**—বৈকুণ্ঠের কোটাল। এ-স্থলে "বৈকুণ্ঠ"-শব্দে শ্রীকৃষ্ণের ধাম "গোলক"ই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। পরবর্তী ৪৬ এবং ৫৭ পয়ার দ্রষ্টব্য।

বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এথা ।
প্রেমভক্তি লুটাইব ঠাকুর সর্ব্বথা ॥ ৪৬
লক্ষ্মীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে ।
প্রেমভক্তি লুটি আজি লও সাবধানে ॥" ৪৭
এত বলি দুই গোঁফ মোচড়ায় হাতে ।
রড় দিয়া বুলে গুপ্ত-মুরারির সাথে ॥ ৪৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৬। **এথা**—এই স্থানে, নবদ্বীপে। **প্রেমভক্তি লুটাইব** ইত্যাদি—ঠাকুর ( বৈকুণ্ঠের প্রভু ) সর্বথা ( সর্বপ্রকারে, অথবা সর্বস্থানে--সর্বত্র ) প্রেমভক্তি লুটাইব ( লুটাইয়া দিবেন—কাহারও সাধন-ভজনাদির, যোগ্যতাদির, বিচার না করিয়া সকলকেই প্রেমভক্তি দিবেন )। এই পয়ারে বলা হইল—নির্বিচারে প্রেমভক্তি বিতরণের নিমিত্ত প্রভু বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া নবদ্বীপে আসিয়াছেন। ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—এ-স্থলে উল্লিখিত "প্রভু"ও চতুর্ভুজ নারায়ণ নহেন, "বৈকুণ্ঠ"ও সেই নারায়ণের ধাম নহে। কেননা, নির্বিচারে প্রেমদান তো দূরে, যোগ্যতাদির বিচারপূর্বক প্রেমদানও বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ নারায়ণের পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র স্বয়ংভগবান্ই ব্রজপ্রেম দিতে পারেন। সুতরাং এ-স্থলে "প্রভু"-শব্দে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায় এবং "বৈকুণ্ঠ"-শব্দেও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধাম "গোলোক"ই বুঝায়। ( পরবর্তী ৫৭-৫৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। আবার শ্যামকৃষ্ণ-রূপে স্বয়ংভগবান্ প্রেমদান করেন বটে ; কিন্তু নির্বিচারে প্রেমদান করেন না, প্রেমলাভের যোগ্য ব্যক্তিকেই ( অর্থাৎ যাঁহার চিত্তে ভক্তি-মুক্তি বাসনা নাই, কেবলমাত্র তাঁহাকেই ) শ্রীকৃষ্ণ প্রেম দিয়া থাকেন। মুণ্ডকশ্রুতি হইতে জানা যায়, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংভগবান্রূপেই এক স্বর্ণবর্ণ বা পীতবর্ণ স্বরূপ আছেন। এই পীতবর্ণ-স্বরূপেই তিনি নির্বিচারে প্রেম দান করিয়া থাকেন ( ১।১।৬৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। এই পয়ারোক্তির তাৎপর্য হইতেছে এই যে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই, নির্বিচারে সকলকে প্রেম বিতরণের নিমিত্ত, তাঁহার স্বর্ণবর্ণ বা পীতবর্ণস্বরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

৪৭। যিনি সর্বথা প্রেমভক্তি লুটাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত স্বীয় বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছেন, তিনি **লক্ষ্মীবেশে নৃত্য** ইত্যাদি—নিজেই আজ লক্ষ্মীবেশে নৃত্য করিবেন। তোমরা সকলে **প্রেমভক্তি লুটি** ইত্যাদি—আজ ( তাঁহার নৃত্য-স্থলে তিনি যে প্রেমভক্তি লুটাইয়া দিবেন, সেই ) প্রেমভক্তি সাবধানে ( সতর্কতার সহিত, অন্যমনা না হইয়া ) লুটিয়া লও। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণগোস্বামীর সংস্করণে "লও"-স্থলে "হও"-পাঠ দৃষ্ট হয়। অপর মুদ্রিত গ্রন্থে "লও"-পাঠ দৃষ্ট হয় বলিয়া এ-স্থলে "লও"-পাঠই প্রদত্ত হইল এবং "লও"-পাঠই সঙ্গত মনে হয়। কেননা, "হও"-পাঠ গ্রহণ করিলে পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধের অর্থ হইবে—"আজি প্রেমভক্তি লুটিয়া সাবধান হও।" কিন্তু যে-স্থলে দ্রব্যস্বামীর অজ্ঞাতসারে, বা অনিচ্ছা-সত্ত্বে, দ্রব্য লুট করিয়া লওয়া হয়, সে-স্থলেই ধরা পড়ার ভয়ে সাবধানতার প্রয়োজন। এ-স্থলে তদ্রূপ আশঙ্কা নাই ; কেননা, এ-স্থলে দ্রব্যস্বামী নিজেই দ্রব্য লুটাইয়া দিতেছেন। সম্ভবত মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃই প্রভুপাদের সংস্করণে "লও"-স্থলে "হও"-পাঠ হইয়া পড়িয়াছে।

৪৮। "মোচড়ায়"-স্থলে "মুচড়ই"-পাঠান্তর। **রড়**—দৌড়। **বুলে**—ঘুরিয়া বেড়ায়। **গুপ্ত-মুরারির**—মুরারি গুপ্তের।

দুই মহা-বিহ্বল কৃষ্ণের প্রিয় দাস।
দুইর শরীরে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥ ৪৯
ক্ষণেকে নারদ-কাচ করিয়া শ্রীবাস।
প্রবেশিলা সভা-মাঝে করিয়া উল্লাস ॥ ৫০
মহা-দীর্ঘ পাকা দাড়ি, ফোঁটা সর্ব্ব-গা'য়।
বীণা কান্ধে, কুশ-হস্তে চারিদিকে চা'য় ॥ ৫১
রামাঞি-পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন।
হাথে কমণ্ডলু—পাছে করিলা গমন ॥ ৫২
বসিতে দিলেন রাম-পণ্ডিত আসন।
সাক্ষাত নারদ যেন দিলা দরশন ॥ ৫৩
শ্রীবাসের বেশ দেখি সর্ব্বগণ হাসে'।
করিয়া গভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে' ॥ ৫৪
"কে তুমি আইলা এথা কেমন কারণে?"
শ্রীবাস বোলেন "শুন কহিয়ে কথনে ॥ ৫৫
নারদ আমার নাম, কৃষ্ণের গায়ন।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে আমি করিয়ে ভ্রমণ ॥ ৫৬
বৈকুণ্ঠে গেলাঙ—কৃষ্ণ দেখিবার তরে।
শুনিলাঙ 'কৃষ্ণ গেলা নদীয়া-নগরে' ॥ ৫৭
শূন্য দেখিলাঙ বৈকুণ্ঠের ঘর-দ্বার।
গৃহিণী-গৃহস্থ নাহি, নাহি পরিবার ॥ ৫৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৯। **দুই**—হরিদাস ও মুরারিগুপ্ত-এই দুই জনই কৃষ্ণের প্রিয়দাস এবং **মহাবিহ্বল**—কৃষ্ণপ্রেমে অত্যন্ত বিহ্বল (বিভোর)। "গৌরচন্দ্রের বিলাস"-স্থলে "কৃষ্ণচন্দ্রের বিলাস" এবং "গৌরচন্দ্রের প্রকাশ"-পাঠান্তর। সর্বপ্রকার পাঠের তাৎপর্য—উভয়ের মধ্যেই কৃষ্ণচন্দ্রের বা গৌরচন্দ্রের লীলাশক্তির প্রকাশ হইয়াছে। লীলাশক্তিই তাঁহাদের দ্বারা সমস্ত কাজ করাইয়া লইতেছেন। কে কি কাচ কাচিবেন, এ-কথাই মাত্র প্রভু পূর্বে বলিয়া দিয়াছিলেন (পূর্ববর্তী ৯-১২ পয়ার দ্রষ্টব্য); কিন্তু কে কি বলিবেন বা করিবেন, প্রভু তাহা বলিয়া দেন নাই। এক্ষণেও তাঁহারা প্রেমবিহ্বল; সুতরাং কি করা উচিত, বা কি বলা সঙ্গত, তাহা নির্ধারণ করার সামর্থ্যও তাঁহাদের ছিল না। লীলাশক্তিই তাঁহাদের দ্বারা এবং অন্যান্য অভিনেতাদের দ্বারা সমস্ত করাইয়া লইয়াছেন।

৫২। **রামাঞি পণ্ডিত**—শ্রীরাম পণ্ডিত, নারদের স্নাতক (শিষ্য) হওয়ার জন্য প্রভু যাঁহাকে বলিয়াছিলেন (পূর্ববর্তী ১১ পয়ার)। **আসন**—নারদের বসিবার আসন। **পাছে**—নারদের পেছনে পেছনে।

৫৫। **কেমন কারণে**—কোন্ কারণে, কি উদ্দেশ্যে। "আইলা এথা কেমন"-স্থলে "এথারে আল্যা কোন্ বা"-পাঠান্তর। আল্যা—আইলা, আসিলে।

৫৭-৫৮। বৈকুণ্ঠে গেলাঙ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য আমি বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলাম। পরব্যোমস্থ বৈকুণ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের ধাম নহে, তাহা হইতেছে চতুর্ভুজ নারায়ণের ধাম। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত নারদ যে বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন, তাহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোলোক। বৈকুণ্ঠ-শব্দে মায়াতীতত্ব সূচিত হয়; ভগবদ্ধাম-মাত্রকেই সাধারণভাবে বৈকুণ্ঠ বলা হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণের ধামেরও একটি নাম বৈকুণ্ঠ (১।১।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। পূর্ববর্তী ৪৬-পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য। **গৃহিণী গৃহস্থ** ইত্যাদি—**সমস্ত** পরিকরগণের সহিতই শ্রীকৃষ্ণ নদীয়া-নগরে আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ধামরূপ বৈকুণ্ঠের **গৃহস্থ** হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ **এবং গৃহিণী হইতেছেন শ্রীরাধা।**

না পারি রহিতে—শূন্য বৈকুণ্ঠ দেখিয়া।
আইলাঙ আপন ঠাকুর স্মঙরিয়া ॥ ৫৯
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মী-বেশ।
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ ॥" ৬০
শ্রীবাসের নারদ-নিষ্ঠার বাক্য শুনি।
হাসিয়া বৈষ্ণব-সব করে জয়ধ্বনি ॥ ৬১
অভিন্ন-নারদ যেন শ্রীবাসপণ্ডিত।
সে-ই রূপ, সে-ই বাক্য, সে-ই সে চরিত ॥ ৬২
যত্ন পতিব্রতাগণ—সকল লইয়া।
আই দেখে কৃষ্ণ-সুধা-রসে মগ্ন হইয়া ॥ ৬৩
মালিনীরে বোলে আই "এই নি পণ্ডিত ?"
মালিনী বোলয়ে "আই ! অই সুনিশ্চিত ॥" ৬৪
পরম-বৈষ্ণবী আই সর্ব্ব-লোক-মাতা।
শ্রীবাসের মূর্ত্তি দেখি হইলা বিস্মিতা ॥ ৬৫
আনন্দে পড়িলা আই হইয়া মূর্চ্ছিত।
কোথাও নাহিক ধাতু, সভে চমকিত ॥ ৬৬
সত্বরে সকল পতিব্রতা-নারীগণ।
কর্ণমূলে "কৃষ্ণকৃষ্ণ' করেন স্মরণ ॥ ৬৭
সংবিত পাইয়া আই 'গোবিন্দ' স্মঙরে।
পতিব্রতাগণে ধরে, ধরিতে না পারে ॥ ৬৮
এইমত কি ঘরে বাহিরে সর্ব্বজন।
বাহ্য নাহি স্ফুরে, সভে করেন ক্রন্দন ॥ ৬৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬১। **নিষ্ঠা**—নিষ্ঠা-শব্দের অর্থ হইতেছে—নিতরাং স্থিতিঃ, অচল অটল অবস্থান। মনোবৃত্তির অচল অটল অবস্থান। **নারদ-নিষ্ঠা**—শ্রীকৃষ্ণে নারদের যেরূপ নিষ্ঠা, মনোবৃত্তির অচল অটল অবস্থান, তদ্রূপ নিষ্ঠা। **শ্রীবাসের নারদ-নিষ্ঠার বাক্য** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণে বাস্তব নারদের যেরূপ নিষ্ঠা, নারদ সাজিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠাই প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীবাসের কথা শুনিয়া সকলেই মনে করিয়াছেন, সাক্ষাৎ নারদই যেন কথা বলিতেছেন। "শ্রীবাসের নারদ-নিষ্ঠার"-স্থলে "শ্রীনিবাস নারদের নিষ্ঠা"-পাঠান্তর। অর্থ—শ্রীবাসরূপ নারদের (নারদের সাজে সজ্জিত শ্রীবাসের) নিষ্ঠাবাক্য—শ্রীকৃষ্ণে নারদের যেরূপ নিষ্ঠা, সেইরূপ নিষ্ঠাপূর্ণ বাক্য-শুনিয়া **হাসিয়া**—সাক্ষাৎ নারদের বাক্য শুনিতেছেন মনে করিয়া আনন্দের হাসি হাসিয়া। লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীবাস তখন নারদের ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন (পূর্ববর্তী ৪৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৬২। **অভিন্ন-নারদ যেন** ইত্যাদি—বৈষ্ণবগণ মনে করিলেন, নারদ ও শ্রীবাসে যেন কোনও ভেদই নাই; রূপে, বাক্যে, আচরণে—সর্ববিষয়েই নারদ ও শ্রীবাস অভিন্ন। **সেইরূপ**—নারদের যেমন পোষাক-পরিচ্ছদ, "দীর্ঘ পাকা দাড়ি, ফোঁটা সর্ব্বগায়, বীণা কান্ধে, হস্তে কুশ (৫১ পয়ার)," এক্ষণে নারদের সাজে সজ্জিত শ্রীবাসেরও তেমনি সব। **চরিত**—আচরণ। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলেন, শ্রীবাস ছিলেন পূর্বলীলায় নারদ।

৬৩। **আই দেখে**—শচীমাতা শ্রীবাসের আচরণাদি দেখিতেছেন।

৬৪। **এই নি পণ্ডিত ?**—যিনি নারদ সাজিয়া আসিয়াছেন, তিনি কি শ্রীবাস-পণ্ডিত ? নারদের সাজে সজ্জিত শ্রীবাসকে শচীমাতা শ্রীবাস বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। **অই**—ঐ, সেই পণ্ডিতই। "আই ! অই"-স্থলে "শুনি ঐ"-পাঠান্তর।

গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলা নির্ভর ॥ ৭০
আপনা' না জানে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
বিদর্ভের সুতা হেন আপনারে বাসে' ॥ ৭১
নয়নের জলে পত্র লিখয়ে আপনে।
পৃথিবী হইল পত্র, অঙ্গুলী কলমে ॥ ৭২
রুক্মিণীর পত্র 'সপ্ত শ্লোক' ভাগবতে।
যে আছে, পঢ়য়ে তাহা কান্দিতে কান্দিতে ॥ ৭৩
গীতবন্ধে শুন সাত-শ্লোকের ব্যাখ্যান।
যে কথা শুনিলে স্বামী হয় ভগবান্ ॥ ৭৪

তথাহি ( ভা. ১০।৫২।৩৭ )—

'শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর! শৃণ্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥" ১॥ ইত্যাদি।

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭০। **গৃহান্তরে**—অন্য গৃহে। **বেশ করে**—রুক্মিণীর সাজে নিজেকে সাজাইতেছেন। **নির্ভর**—অত্যধিকরূপে।

৭১। **বিদর্ভের সুতা**—বিদর্ভরাজ-ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী। **বাসে**—মনে করেন।

৭২। **নয়নের জলে** ইত্যাদি—রুক্মিণীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া, রুক্মিণী যেমন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন ( ২।১০।২১৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ), প্রভুও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পত্র লিখিতে লাগিলেন। প্রভু কিন্তু কালি, কলম ও কাগজ লইয়া পত্র লিখিলেন না। তাঁহার নয়নের জল ( অশ্রু ) কালিস্থানীয়, পৃথিবী ( মাটী, ঘরের মেজে ) পত্র বা কাগজ-স্থানীয় এবং অঙ্গুলি কলম-স্থানীয় হইল। অর্থাৎ প্রেমাশ্রুতে আঙ্গুল ভিজাইয়া সেই আঙ্গুলের দ্বারা মাটীর উপরেই প্রভু চিঠি লিখিলেন।

৭৩। রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সাতটি শ্লোক ছিল; শ্রীমদ্ভাগবতে সেই সাতটি শ্লোক লিখিত আছে ( ১০।৫২।৩৭-৪৩ শ্লোক )। প্রভু কাঁদিতে কাঁদিতে সেই শ্লোকগুলি পঢ়িতে ( উচ্চারণ করিতে ) লাগিলেন। "পঢ়য়ে তাহা"-স্থলে "তাহাই পঢ়য়ে প্রভু"-পাঠান্তর।

৭৪। **গীতবন্ধে**—গীতের আকারে। **ব্যাখ্যান**—ব্যাখ্যা, তাৎপর্য। পরবর্তী ৭৫-৯৫ পয়ার-সমূহে গীতের আকারে এই সাতটি শ্লোকের মর্ম প্রকাশ করা হইয়াছে।

শ্লো ॥ ১ ॥ **অন্বয়** ॥ হে ভুবনসুন্দর! হে অচ্যুত। শৃণ্বতাং ( শ্রবণকারীদিগের ) কর্ণবিবরৈঃ ( কর্ণরন্ধ্রের দ্বারা ) নির্ব্বিশ্য ( অন্তরে প্রবেশ করিয়া ) অঙ্গতাপং ( শ্রবণকারীদিগের অঙ্গতাপ ) হরতঃ ( দূরীকরণকারী ) তে ( তোমার ) গুণান্ ( গুণসমূহ, গুণসমূহের কথা ) শ্রুত্বা ( শ্রবণ করিয়া ), দৃশিমতাং ( চক্ষুষ্মান্ জনগণের ) দৃশাং ( দর্শনেন্দ্রিয় সকলের ) অখিলার্থলাভং ( সর্বার্থলাভাত্মক, চক্ষুর সর্ববিধ কাম্য-বস্তু যাহা হইতে লাভ হইতে পারে, তাদৃশ ) তব রূপং চ ( তোমার রূপও, তোমার রূপের কথাও ) [ শ্রুত্বা—শ্রবণ করিয়া ] মে ( আমার ) অপত্রপং ( লজ্জা পরিত্যাগকারী ) চিত্তং ( চিত্ত ) ত্বয়ি ( তোমাতে ) আবিশতি ( প্রবেশ করিতেছে, আবিষ্ট হইতেছে )। ২।১৮।১ ॥

**অনুবাদ**। হে ভুবনসুন্দর! হে অচ্যুত! তোমার যে-সকল গুণের কথা শ্রবণ করিতে করিতে সেই গুণরাশি কর্ণরন্ধ্রের ভিতর দিয়া অন্তরের ( হৃদয়ের ) মধ্যে প্রবশ করিয়া লোকগণের অঙ্গতাপ হরণ

কারুণ্যসারদা-রাগেণ গীয়তে।

"শুনিঞা তোমার গুণ ভুবনসুন্দর!
দূর ভেল অঙ্গতাপ ত্রিবিধ দুষ্কর ॥ ৭৫
সর্ব্ব-নিধি-লাভ তোর রূপ-দরশনে।
সুখে দেখে বিধি যারে দিলেক লোচনে ॥ ৭৬
শুনি যদুসিংহ! তোর যশের বাখান।
নির্লজ্জ হইয়া চিত্ত যায় তুয়া-ঠাম ॥ ৭৭
কোন্ কুলবতী ধীরা আছে জগ-মাঝে।
কাল পাই তোমার চরণ নাহি ভজে ॥ ৭৮
বিদ্যা-কুল-শীল-ধন-রূপ-বেশ-ধামে।
সকল বিফল হয়—তোমার বিহনে ॥ ৭৯
মোর ধার্ষ্ট্য ক্ষমা কর' ত্রিদশের রায়!
না পারি রাখিতে চিত্ত তোমায় মিশায় ॥ ৮০
এতেকে বরিল তোর চরণ-যুগল।
মন প্রাণ বুদ্ধি তোঁহে—অর্পিল সকল ॥ ৮১
পত্নীপদ দিয়া মোরে কর' নিজ-দাসী।
তোর ভাগে শিশুপাল নহুক বিলাসী ॥ ৮২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিয়া থাকে এবং যাঁহাদের চক্ষু আছে, তোমার যে-রূপ দর্শন করিলে তাঁহাদের দর্শনেন্দ্রিয়সকলের নিখিলার্থ-লাভ হয় ( দর্শনেন্দ্রিয়-সমূহের সমস্ত কাম্যবস্তু লাভ হয় ), তোমার সেই গুণসমূহের এবং তোমার সেই রূপের কথা শ্রবণ করিয়া, আমার চিত্ত, সমস্ত লজ্জা বিসর্জন করিয়া, তোমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, আবিষ্ট হইয়াছে। ২।১৮।১ ॥ এই শ্লোকটি হইতেছে রুক্মিণীর পত্রের প্রথম শ্লোক। পরবর্তী ৭৫-৭৭ পয়ারত্রয়ে এই শ্লোকের মর্ম প্রকাশ করা হইয়াছে।

৭৫। **দূর ভেল**—দূর হইল। **অঙ্গতাপ ত্রিবিধ দুষ্কর**—বাত, পিত্ত ও কফ-জনিত তিন রকমের দুষ্কর ( দুঃখদায়ক, অথবা দুষ্পরিহার্য ) অঙ্গতাপ ( দেহের জ্বালা ); অথবা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তিন রকমের দুষ্কর, ( দুঃখ-জনক, অথবা দুষ্পরিহার্য ) অঙ্গতাপ ( দুঃখ-দৈন্য )। বাত-পিত্তাদির তাপ আধ্যাত্মিক তাপেরই অন্তর্ভুক্ত।

৭৬। **সর্ব্ব-নিধি-লাভ**—সর্বার্থ-লাভ। **বিধি**—বিধাতা।

৭৭। **যদুসিংহ**—হে যদুকুল-শ্রেষ্ঠ। **যশের বাখান**—গুণসমূহের বিবরণ। **তুয়া-ঠাম**—তোমার স্থানে, তোমার নিকটে। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্করণে মুদ্রাকর-প্রমাদবশতঃ "যদুসিংহ"স্থলে-"যদুসংহ" মুদ্রিত হইয়াছে।

৭৮-৮০। ৭৮-৮০ পয়ার-সমূহে যে ভাগবত-শ্লোকের মর্ম প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে, "কা ত্বা মুকুন্দ মহতী কুলশীলরূপবিদ্যাবয়োদ্রবীণধামভিরাত্মতুল্যম্। ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃণীত কন্যা কালে নৃসিংহ নরলোকমনোভিরামম্ ॥ ভা. ১০।৫২।৩৮ ॥" **ধীরা**—ধৈর্যশীলা; তোমার রূপ-গুণাদির কথা শুনিয়া ধৈর্য-রক্ষণে সমর্থা। **কাল পাই**—শ্লোকস্থ "কালে"-শব্দের তাৎপর্য। সময় পাইয়া; তোমাকে বিবাহ করার সময় ( অবসর ) পাইয়া। "কালে বিবাহাবসরে। শ্রীধর স্বামী।" **শীল**—চরিত্র। **বেশ**—পোষাক-পরিচ্ছদাদি। **ধাম**—বাসস্থান, রাজপ্রাসাদ। **ধার্ষ্ট্য**—ধৃষ্টতা। "ধার্ষ্ট্য"-স্থলে "ধৃষ্টি"-পাঠান্তর। অর্থ—একই। **তোমায় মিশায়**—তোমার সঙ্গে মিলিত হয়।

৮১-৮৩। মূলশ্লোক। "তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়ামাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো

কৃপা করি মোরে পরিগ্রহ কর' নাথ!
যেন সিংহ-ভাগ নহে শৃগালের সাথ ॥ ৮৩
ব্রত, দান, গুরু-বিপ্র-দেবের অর্চ্চন।
সত্য যদি সেবিয়াছোঁ অচ্যুত-চরণ ॥ ৮৪
তবে গদাগ্রজ মোর হউ প্রাণেশ্বর।
দূর হউ শিশুপাল, এই মোর বর ॥ ৮৫
কালি মোর বিবাহ হইব হেন আছে।
আজি ঝাট আসিবা, বিলম্ব কর' পাছে ॥ ৮৬
গুপ্তে আসি রহিবা বিদর্ভপুর কাছে।
শেষে সর্ব্ব-সৈন্য-সঙ্গে আসিবা সমাজে ॥ ৮৭
চৈদ্য শাল্ব জরাসন্ধ—মথিয়া সকল।
হরি' লেহ মোরে—দেখাইয়া বাহুবল ॥ ৮৮
দর্প-প্রকাশের প্রভু! এই সে সময়।
তোমার বনিতা—শিশুপাল-যোগ্য নয় ॥ ৮৯
বিনি বন্ধু বধি মোরে হরিবা যেমনে।
তাহার উপায় বোলোঁ তোমার চরণে ॥ ৯০
বিবাহের পূর্ব্ব-দিনে কুলধর্ম্ম আছে।
নব-বধূ চলি যায় ভবানীর কাছে ॥ ৯১
সেই অবসরে প্রভু! হরিবা আমারে।
না মারিবা বন্ধু, দোষ ক্ষমিবা সভারে ॥ ৯২
যাহার চরণধূলি সর্ব্ব-অঙ্গে স্নান।
উমাপতি চাহে, চাহে যতেক প্রধান ॥ ৯৩
হেন ধূলি-প্রসাদ না কর' যদি মোরে।
মরিব করিয়া ব্রত' বলিলুঁ তোমারে ॥ ৯৪

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিধেহি। মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্ গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ ॥ ভা. ১০।৫২।৩৯ ॥" "ধরিল তোর চরণ যুগল"-স্থলে "বলিল তোর চরণ-যুগলে" এবং "সকল"-স্থলে "সকলে"-পাঠান্তর। **তোর ভাগে**—তোমারই প্রাপ্য আমাতে। "তোর ভাগে"-স্থলে "মোর ভাগ্যে"-পাঠান্তর। **শিশুপাল**—চেদিপতি। **পরিগ্রহ**—বিবাহ। **যেন সিংহভাগ ইত্যাদি**—যাহা সিংহের লভ্য, তাহা যেন শৃগালে না পায়।

৮৪-৮৫। মূল শ্লোক। "পূর্ত্তেষ্টদত্তনিয়মব্রতদেববিপ্রগুর্ব্বর্চ্চনাদিভিরলং ভগবান্ পরেশঃ। আরাধিতো যদি গদাগ্রজ এত্য পাণিং গৃহ্ণাতু মে ন দমঘোষসুতাদয়োঽন্যে ॥ ভা. ১০।৫২।৪০ ॥" **গদাগ্রজ**—শ্রীকৃষ্ণ। বসুদেবের অপর এক পুত্রের নাম—গদ; তিনি শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ ছিলেন। **এই মোর বর**—এই বরই (কৃপাই) তোমার নিকট আমি যাচ্ঞা করিতেছি; ইহাই তোমার চরণে আমার প্রার্থনা। "এই"-স্থলে "তুঞি"-পাঠান্তর। তুঞি মোর বর—তুমিই আমার বর (পতি)।

৮৬-৮৯। মূল শ্লোক। "শ্বোভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্ গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ। নির্মথ্য চৈদ্যমগধেন্দ্রবলং প্রসহ্য মাং রাক্ষসেনবিধিনোদ্বহ বীর্য্যশুল্কাম্ ॥ ভা. ১০।৫২।৪১ ॥" **হেন আছে**—এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। **সমাজে**—সকলের সাক্ষাতে। "শাল্ব"-স্থলে "সিন্ধু" এবং "সৈন্য"-পাঠান্তর। **মথিয়া**—বিমর্দিত (পরাজিত) করিয়া। **হরি' লেহ**—হরণ করিয়া লও (লইবে)।

৯০-৯৫। মূল শ্লোক। "অন্তঃপুরান্তচরীমনিহত্য বন্ধূন্ ত্বামুদ্বহে কথমিতি প্রবদাম্যুপায়ম্। পূর্বেদ্যুরস্তি মহতী কুলদেবিযাত্রা যস্যাং বহির্নববধূর্গিরিজামুপেয়াৎ ॥ যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোপহত্যৈ। যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥ ভা. ১০।৫২।৪২-৪৩ ॥" **বিনি বন্ধু বধি**—বন্ধুদিগকে বধ করা-ব্যতীত। **যেমনে**—যে প্রকারে।

যত জন্মে পাঙ তোর অমূল্য-চরণ।
তাবত মরিব শুন কমললোচন ! ॥ ৯৫
চল চল ব্রাহ্মণ ! সত্বর কৃষ্ণস্থানে।
কহ গিয়া এ সকল মোর বিবরণে ॥" ৯৬
এই মত বোলে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
সকল-বৈষ্ণবগণ প্রেমে কান্দে হাসে' ॥ ৯৭
হেন রঙ্গ হয় চন্দ্রশেখর-মন্দিরে।
চতুর্দ্দিগে হরিধ্বনি শুনি উচ্চস্বরে ॥ ৯৮
'জাগ জাগ জাগ' ডাকে প্রভু হরিদাস।
নারদের কাচে নাচে পণ্ডিত-শ্রীবাস ॥ ৯৯
প্রথম-প্রহরে এই কৌতুক বিশেষ।
দ্বিতীয় প্রহরে গদাধরের প্রবেশ ॥ ১০০
'সুপ্রভাত' তান সখী—করি নিজ সঙ্গে।
ব্রহ্মানন্দ তাহান বড়াই বুলে রঙ্গে ॥ ১০১
হাথে নড়ি, কাঁখে ডালি, টেন পরিধান।
ব্রহ্মানন্দ যেহেন বড়াই বিদ্যমান ॥ ১০২
ডাকি বোলে হরিদাস "কে সব তোমরা ?"
ব্রহ্মানন্দ বোলে "যাই মথুরা আমরা ॥" ১০৩
শ্রীবাস বোলয়ে "তুই কাহার বনিতা ?"
ব্রহ্মানন্দ বোলে "কেনে জিজ্ঞাস, বারতা ?" ১০৪
শ্রীনিবাস বোলে "জানিবারে না জুয়ায় ?"
'হয়' বলি ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায় ॥ ১০৫
গঙ্গাদাস বোলে "আজি কোথায় রহিবা ?"
ব্রহ্মানন্দ বোলে "স্থান খানি তুমি দিবা' ॥" ১০৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"নব বধূ চলি"-স্থলে "নববধূজন"-পাঠান্তর। "সভারে"-স্থলে "আমারে"-পাঠান্তর। ৯৫-পয়ারের পাদ-টীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন "দুইখানি প্রাচীন পুঁথিতে এই গীতটির প্রত্যেক ষষ্ঠপংক্তির অন্তে একটি করিয়া "ধ্রু" এবং প্রত্যেক চতুর্থ পংক্তির শেষে ১।২ প্রভৃতি অঙ্ক সন্নিবিষ্ট আছে।"

৯৬। এই পয়ারও রুক্মিণীর ভাবে আবিষ্ট গৌরসুন্দরের উক্তি। যে-ব্রাহ্মণ রুক্মিণীর পত্র লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইবেন, তাঁহার প্রতি এই উক্তি। "বিবরণে"-স্থলে "নিবেদনে"-পাঠান্তর।

৯৯। "ডাকে"-স্থলে "হাঁকে"-পাঠান্তর। হাঁকে—হুঙ্কার দেন।

১০০। **প্রথম প্রহরে**—রাত্রির প্রথম প্রহরে। "গদাধরের প্রবেশ"-স্থলে "গদাধর-পরবেশ"-পাঠান্তর।

১০১। **সুপ্রভাত**—রুক্মিণীর সখীর নাম। গদাধর রুক্মিণী সাজিয়াছেন ( পূর্ববর্তী ৯-পয়ার দ্রষ্টব্য )। **বড়াই**—বুড়ী ( পূর্ববর্তী ৯ পয়ার দ্রষ্টব্য )। "বুলে"-স্থলে "বুড়ী"-পাঠান্তর।

১০২। **নড়ি**—লাঠি। **কাঁখে**—কক্ষে। **টেন**—ছোট সামান্য কাপড়। "টেন"-স্থলে "নেত"-পাঠান্তর।

১০৪। **বারতা**-বার্তা, সংবাদ। **বনিতা**—স্ত্রী।

১০৫। **জানিবারে না জুয়ায় ?**—জানিতে চাওয়া কি সঙ্গত নয় ?

১০৬। **স্থান খানি তুমি দিবা**—আমাদের থাকিবার স্থানটুকু তুমিই দিবে কি যে জিজ্ঞাসা করিতেছ আমরা কোথায় থাকিব ? অথবা, আমাদের থাকিবার স্থান তুমিই দিবে।

গঙ্গাদাস বোলে "তুমি জিজ্ঞাসিলে ধর।
জিজ্ঞাসায় কার্য্য নাহি, ঝাট তুমি নড় ॥" ১০৭
অদ্বৈত বোলয়ে "এত বিচারে কি কাজ।
'মাতৃ-সম পর-নারী' কেনে দেহ' লাজ ॥ ১০৮
নৃত্য-গীত-প্রিয় বড় আমার ঠাকুর।
এথায়ে নাচাহ—ধন পাইবা প্রচুর ॥" ১০৯
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম-সন্তোষে।
নৃত্য করে গদাধর প্রেম পরকাশে' ॥ ১১০
রমা-বেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর ॥ ১১১
গদাধর-নৃত্য দেখি আছে কোন্ জন।
বিহ্বল হইয়া নাহি করয়ে ক্রন্দন ॥ ১১২

প্রেমনদী বহে গদাধরের নয়ানে।
পৃথিবী হইয়া সিক্ত 'ধন্য' হেন, মানে' ॥ ১১৩
গদাধর হৈলা যেন গঙ্গা মূর্ত্তিমতী।
সত্য সত্য গদাধর—কৃষ্ণের প্রকৃতি ॥ ১১৪
আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারেবার।
"গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার ॥" ১১৫
যে গায়, যে দেখে—সব ভাসিলেন প্রেমে।
চৈতন্যপ্রসাদে কেহো বাহ্য নাহি জানে ॥ ১১৬
'হরি হরি' বলি কান্দে বৈষ্ণবমণ্ডল।
সর্ব্ব-গণে হইল আনন্দ-কোলাহল ॥ ১১৭
চৌদিকে শুনিয়ে কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন।
গোপিকার বেশে নাচে মাধবনন্দন ॥ ১১৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০৭। **ধর**—কথায় খুঁত (ত্রুটি) ধর। **নড়**—এ-স্থান হইতে চলিয়া যাও। "নড়"-স্থলে "চল"-পাঠান্তর।

১০৯। **আমার ঠাকুর**—মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণ।

১১০। **প্রেম পরকাশে**—প্রেম প্রকাশ করিয়া, প্রেমাবেশে। "পরকাশে-"স্থলে "পরবশে" পাঠান্তর। প্রেম পরবশে—প্রেমের অত্যন্ত বশীভূত হইয়া।

১১১। **রমা**—লক্ষ্মী। এ-স্থলে "রুক্মিণী"। যেহেতু ভগবৎ-কান্তাগণের সাধারণ নামই লক্ষ্মী বা রমা। পূর্ব্ববর্তী ৯ পয়ারে প্রভু বলিয়াছেন, গদাধর রুক্মিণী সাজিবেন।

১১২। অন্বয়। (এমন) কোন্ জন আছে (আছেন, যিনি) গদাধর-নৃত্য (গদাধরের নৃত্য) দেখি (দেখিয়া) বিহ্বল (প্রেমে বিভোর) হইয়া নাহি করয়ে ক্রন্দন (ক্রন্দন করেন না; অর্থাৎ এরূপ লোক কেহই নাই)। "দেখি আছে"-স্থলে "দেখিয়া সে"-পাঠান্তর।

১১৩। "হইয়া"-স্থলে "হইলা"-পাঠান্তর।

১১৪। **প্রকৃতি**—কান্তাশক্তি।

১১৫। **বৈকুণ্ঠের পরিবার**—আমার বৈকুণ্ঠের (মায়াতীতধাম গোলোকের) পরিবার (পরিকর)। অথবা, "পরিবার"-শব্দে স্ত্রীকে (পত্নীকে)ও বুঝায়। সেই অর্থে "পরিবার" শব্দের অর্থ হইবে—শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, শ্রীরাধা। কবিকর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় বলিয়াছেন, গদাধর পণ্ডিত হইতেছেন প্রেমরূপা শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং তাঁহাতে ললিতাও আছেন। (গৌ. গ. ১৪৭-৫৩)।

১১৭। "আনন্দ"-স্থলে "গোবিন্দ"-পাঠান্তর।

১১৮। **মাধব-নন্দন**—মাধব মিশ্রের পুত্র গদাধর। **গোপিকার বেশে**—পূর্ব্বে ৯ পয়ারে বলা

হেনই সময়ে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি-বেশধর ॥ ১১৯

আগে নিত্যানন্দ বুড়ী-বড়াইর বেশে।
বঙ্ক বঙ্ক করি হাঁটে, প্রেমরসে ভাসে ॥ ১২০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইয়াছে, গদাধর রুক্মিণী সাজিবেন। এ-স্থলে "গোপিকার নৃত্য" হইতে বুঝা যায়, তাঁহাতে গোপীভাবের আবেশ হইয়াছে।

১১৯। "মহা"-স্থলে "সর্ব"-পাঠান্তর। **আদ্যা**—"দুর্গা ॥ ইতি শব্দরত্নাবলী ॥ শব্দকল্পদ্রুম ॥" **আদ্যাশক্তি**—আদ্যা-(দুর্গা-) রূপা শক্তি; অর্থাৎ মহাদেবের কান্তাশক্তি দুর্গা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৮৪।১১, ১৭, ৫।১২, ১১৬ প্রভৃতি বহুস্থলে চণ্ডীকে দুর্গা বলা হইয়াছে। সুতরাং আদ্যাশক্তি বলিতে চণ্ডীকেও বুঝাইতে পারে। **আদ্যাশক্তি-বেশধর**—এই উক্তির যথাশ্রুত অর্থে মনে হইতে পারে, প্রভু আদ্যাশক্তির বেশ ধারণ করিয়াই নৃত্যস্থলে উপনীত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। পূর্বে বলা হইয়াছে, প্রভু রুক্মিণীর কাচই ধারণ করিয়াছিলেন; সেই কাচ প্রভু পরিবর্তন করেন নাই। পরবর্তী ১৪৫ পয়ারেও গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজশক্তি আছে। সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাচে॥" এই উক্তি হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, প্রভু কখনও রুক্মিণীর কাচ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাচ গ্রহণ করেন নাই। রুক্মিণীর কাচেই তিনি তাঁহার বিভিন্ন কান্তাশক্তির—আদ্যাশক্তিরও—ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি যে এই পয়ারে "আদ্যাশক্তি-বেশধর" বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য এই। "বিশ্"-ধাতু হইতে "বেশ"-শব্দ নিষ্পন্ন। বিশ্-ধাতুর অর্থ প্রবেশ। "আদ্যাশক্তিতে প্রবেশ"-বাক্যের তাৎপর্য হইতেছে—"আদ্যশক্তির ভাবে প্রবেশ," অর্থাৎ"আদ্যাশক্তির ভাবে আবেশ।" সুতরাং এ-স্থলে "বেশ"-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে "আবেশ" এবং "বেশ-ধর"-শব্দের তাৎপর্য হইতেছে—"আবেশ-ধর।" আদ্যাশক্তির ভাবে আবেশ-ধর হইয়া, অর্থাৎ আবিষ্ট হইয়া, প্রভু প্রবেশ করিলেন। প্রভু ছিলেন রুক্মিণীর ভাবে আবিষ্ট; হঠাৎ তাঁহার আদ্যাশক্তির ভাবে আবেশের হেতু বোধহয় এইরূপ। রুক্মিণীভাবের আবেশে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পত্র লিখিয়াছেন। সেই পত্রে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়াছেন, বিবাহ-দিবসে কুলপ্রথা অনুসারে, অম্বিকাদেবীর পূজার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বিদর্ভরাজের অম্বিকা-মন্দিরে যাইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ যেন সেই সময়ে তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়েন। ইহার পরে, শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠাবশতঃ তিনি মনে মনে অবশ্যই অম্বিকা-মন্দিরে যাইয়া অম্বিকা-দেবীর চরণে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির প্রার্থনাও জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপনের সময়ে তিনি যে অম্বিকাদেবীর চিন্তা করিতেছিলেন, সেই চিন্তার ফলেই তিনি অম্বিকাদেবীর ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, অর্থাৎ নিজেকে অম্বিকাদেবী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। আদ্যাশক্তি চণ্ডীদেবী এবং অম্বিকাদেবী একই অভিন্ন বস্তু। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে, অর্থাৎ মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮৩।২, ১২, ২৪, ৩০ শ্লোকে এবং পরবর্তী প্রায় প্রতি অধ্যায়েই চণ্ডীকে অম্বিকা বলা হইয়াছে। এইরূপে জানা গেল, রুক্মিণীভাবের আবেশে প্রভুর চিন্তাধারার স্বাভাবিক পরিণতিই হইতেছে তাঁহার আদ্যাশক্তির ভাব।

১২০। **বঙ্ক বঙ্ক**—বাঁকা বাঁকা।

মণ্ডলী করিয়া সব বৈষ্ণব রহিলা।
জয়জয়-মহা ধ্বনি করিতে লাগিলা ॥ ১২১
কেহো নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
হেন অতি অলক্ষিত-বেশ মনোহর ॥ ১২২
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু—প্রভুর বড়াই।
তাঁর পাছে প্রভু, আর কিছু চিহ্ন নাই ॥ ১২৩
অতএব সভেই চিনিলেন 'প্রভু এই'।
বেশে কেহো লখিতে না পারে 'প্রভু সেই' ॥১২৪
সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা।
রঘুসিংহগৃহিণী কি জানকী আইলা ॥ ১২৫
কিবা মহালক্ষ্মী, কিবা আইলা পার্ব্বতী।
কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্ত্তিমতী ॥ ১২৬
কিবা ভাগীরথী, কিবা রূপবতী দয়া।
কিবা সেই মহেশমোহিনী মহামায়া ॥ ১২৭
এইমত অন্যোঽন্যে সর্ব্ব-জনে জনে।
না চিনিঞা প্রভুরে আপনে মোহ মানে ॥ ১২৮
আজন্ম ধরিয়া প্রভু দেখিল যাহারা।
তথাপি লখিতে নারে তিলার্দ্ধেক তারা ॥ ১২৯
অন্যের কি দায়, আই না পারে চিনিতে।
মূর্ত্তিভেদে লক্ষ্মী কিবা আইলা নাচিতে ॥ ১৩০
অচিন্ত্য অব্যক্ত সত্য মহাযোগেশ্বরী।
ভকতি-স্বরূপা হৈলা আপনে শ্রীহরি ॥ ১৩১
মহাযোগেশ্বর হর—যে রূপ দেখিয়া।
মহামোহ পাইলেন পার্ব্বতী লইয়া ॥ ১৩২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২১। "করিয়া"-স্থলে "হইয়া" এবং "মহা"-স্থলে "হরি"-পাঠান্তর।

১২২। নারে—পারে না। **অতি-অলক্ষিত-বেশ**—যে বেশ বা পোষাক দেখিলে কিছুতেই চিনিতে পারা যায় না যে, ইনি কে ?

১২৩-১২৪। "আর কিছু"-স্থলে "যায়, আর"-পাঠান্তর। বড়াই-রূপী নিত্যানন্দকে সকলে চিনিয়াছেন। তাঁহার পশ্চাতে আদ্যাশক্তিরূপে প্রভু যাইতেছিলেন বলিয়াই সকলে বুঝিতে পারিলেন, স্বয়ং প্রভুই আদ্যাশক্তি হইয়াছেন। **বেশে**—বেশ দেখিয়া। "কেহো"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর।

১২৫। প্রভু যেই বেশে আসিয়াছেন, তাহা কোন্ ভগবৎ-কান্তার বেশ বা রূপ, তাহাও কেহ বুঝিতে পারিলেন না; সে-জন্য সকলে নানারূপ অনুমান করিতে লাগিলেন। **কমলা**—বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী। **রঘুসিংহগৃহিণী**—রঘুপতি রামচন্দ্রের গৃহিণী।

১২৬। "কিবা মহালক্ষ্মী, কিবা"-স্থলে "বিন্ধ্য হইতে প্রত্যক্ষ কি"-পাঠান্তর। **বিন্ধ্য**—বিন্ধ্যপর্বত। **বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্ত্তিমতী**—বৃন্দাবনের মূর্তিমতী-সম্পত্তি শ্রীরাধা।

১২৭। **রূপবতী দয়া**—মূর্তিমতী দয়া। **মহেশ**—মহাদেব।

১২৯। "ধরিয়া প্রভু দেখিল"-স্থলে "ভরিয়া প্রভু দেখয়ে"-পাঠান্তর।

১৩০। **অন্যের কি দায়**—অন্যের কথা আর কি বলিব। **মূর্ত্তিভেদে**—ভিন্ন এক মূর্তি (রূপ) ধারণ করিয়া (শচীমাতার ধারণা)। "মূর্তিভেদে"-স্থলে "আই বোলে"-পাঠান্তর।

১৩১। পয়ারের প্রথমার্ধ হইতেছে "ভকতি"-শব্দের বিশেষণ। **ভকতি**—ভক্তি। "ভকতি"-স্থলে "প্রকৃতি"-পাঠান্তর।

১৩২। **হর**—মহাদেব। **যে রূপ দেখিয়া**—যে মোহিনীরূপ দর্শন করিয়া। **পার্ব্বতী লইয়া**—

তবে যে নহিল মোহ বৈষ্ণব-সভার।
পূর্ব্ব-অনুগ্রহ আছে, এই হেতু তার ॥ ১৩৩
কৃপা-জলনিধি প্রভু হইলা সভারে।
সভার জননীভাব হইল অন্তরে। ১৩৪
পরলোক হৈতে যেন আইলা জননী।
আনন্দে' নন্দন-সব আপনা' না জানি ॥ ১৩৫
এইমত অদ্বৈতাদি প্রভুরে দেখিয়া।
কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু-মাঝে বুলেন ভাসিয়া ॥ ১৩৬
জগতজননীভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর ॥ ১৩৭
হেন দঢ়াইতে কেহো নারে কোন জন।
কোন্ প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ ॥ ১৩৮
কখনো বোলয়ে "বিপ্র ! কৃষ্ণ কি আইলা ?"
তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা ॥ ১৩৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পার্বতী সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও। ভা. ৮।১২ অধ্যায়ে এই বিবরণ কথিত হইয়াছে। ভগবান্ স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া দানবগণকে মোহিত করিয়াছিলেন এবং দেবতাদিগকে অমৃত পান করাইয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া যে-মোহিনী স্ত্রীরূপে তিনি দানবদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন, তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত কুতুহলী হইয়া মহাযোগেশ্বর মহাদেব স্বীয় পরিকর ভূতগণের এবং পার্বতীর সহিত ভগবানের নিকটে আসিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলেন। শুনিয়া ভগবান্ সে-স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরেই এক পরম রমণীয় বনমধ্যে মোহিনীরূপে দর্শন দিলেন। মহাদেব তাঁহাকে দেখিয়া এতই মুগ্ধ এবং বিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, পার্বতীকে পরিত্যাগ করিয়া মোহিনীর দিকে ধাবিত হইলেন এবং ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সেই মোহিনীর সহিত মহাদেবের অনুপযোগী অদ্ভুত চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৩৩। **পূর্ব্ব অনুগ্রহ**—পূর্ববর্তী ২৫-২৬ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৩৪। **কৃপা-জলনিধি**—কৃপার সমুদ্র। **সভার জননীভাব** ইত্যাদি—প্রভুর আদ্যাশক্তি-রূপ দেখিয়া সকলের চিত্তেই মাতৃভাবের উদয় হইল।

১৩৫। **পরলোক হৈতে** ইত্যাদি— মাতৃভাবের উদয়ে প্রত্যেক ভক্তই মনে করিলেন, যেন পরলোক হইতে তাঁহার জননীই তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছেন। এইরূপ মনে করিয়া সকল ভক্তই ( নন্দনসব উক্ত জননীর সন্তানগণ ) আনন্দের উচ্ছ্বাসে আত্মস্মৃতি হারাইয়া ফেলিলেন। বস্তুতঃ প্রভুর পার্ষদ ভক্তগণ হইতেছেন তাঁহার নিত্যপরিকর, তাঁহারা জীবতত্ত্ব নহেন। তাঁহাদের জননীগণও জীবতত্ত্ব নহেন, পরন্তু ভগবানেরই স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ। প্রভু যে আদ্যাশক্তির রূপ ধারণ করিয়াছেন, লীলাশক্তির প্রভাবে প্রত্যেক ভক্তই তাঁহাকে নিজের জননীরূপে দেখিতে পাইলেন।

১৩৮। **দঢ়াইতে**—দৃঢ়নিশ্চয় করিতে, নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানিতে। **কোন্ প্রকৃতির ভাবে**—কোন্ ভগবৎ-কান্তার ভাবে আবিষ্ট হইয়া। "কোন্"-স্থলে "কেনে"-পাঠান্তর।

১৩৯। "কখনো"-স্থলে "যখন"-পাঠান্তর। **বিপ্র ! কৃষ্ণ কি আইলা ?**—পত্র লইয়া যে ব্রাহ্মণকে রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ দ্বারকা হইতে ফিরিয়া আসিলে রুক্মিণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"বিপ্র ! আমার প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ কি বিদর্ভে আসিয়াছেন ?" রুক্মিণীর ভাবের আবেশেই প্রভু এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। **বিদর্ভের বালা**—বিদর্ভরাজের কন্যা রুক্মিণী।

নয়নে আনন্দধারা দেখিয়ে যখন।
মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন বুঝিয়ে তখন॥ ১৪০
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী হেন সভে বুঝেন প্রকাশে॥ ১৪১
ঢুলিয়া ঢুলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে।
সাক্ষাত রেবতী যেন কাদম্বরী-পানে॥ ১৪২
ক্ষণে বোলে "চল বড়াই! যাই বৃন্দাবনে।"
গোকুলসুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে॥ ১৪৩
বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি।
সভে দেখে যেন মহা-কোটি-যোগেশ্বরী॥ ১৪৪
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ-শক্তি আছে।
সকল প্রকাশে' প্রভু রুক্মিণীর কাচে॥ ১৪৫
ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখায় সভারে।
পাছে মোর শক্তি কোন জন নিন্দা করে॥ ১৪৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪১। "ভাবাবেশে যখন বা"-স্থলে "ভাবের আবেশে যবে"-পাঠান্তর। **মহাচণ্ডী হেন** ইত্যাদি—প্রভুর মধ্যে তখন যে ভাবের প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া ভক্তগণের সকলেই বুঝিতে পারিলেন, প্রভু যেন মহাচণ্ডী হইয়াছেন (মহাচণ্ডীর ভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন)।

১৪২। "প্রভু নাচয়ে"-স্থলে "পড়ে নাচয়ে" এবং "প্রভু পড়য়ে"-পাঠান্তর। **রেবতী**—বলদেবের কান্তা। **কাদম্বরী**—বারুণী মদিরা। ২।৫।৪১, ৪৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৪৩। **গোকুলসুন্দরী-ভাব**—শ্রীরাধার ভাব।

১৪৪। **বীরাসন**—১।৭।১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "সভে দেখে যেন মহা"-স্থলে "সাক্ষাত দেখিয়ে যেন"-পাঠান্তর।

১৪৫। **নিজ-শক্তি**—প্রভুর স্বীয় কান্তাশক্তি, বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপগণের কান্তাশক্তি। প্রভু হইতেছেন পূর্ণশক্তিমান্ স্বয়ংভগবান্। ভগবৎ-কান্তাশক্তিগণ হইতেছেন তাঁহারই স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তির মূর্ত বিগ্রহ। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ কান্তাশক্তিগণও বস্তুতঃ ভগবত্তত্ত্ব, ঈশ্বর-তত্ত্ব। পূর্ণভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন সমস্ত ভগবৎস্বরূপ এবং কান্তাশক্তিগণও তাঁহারই মধ্যে অবস্থিত থাকেন (১।৮।৯৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); সুতরাং প্রভুর মধ্যেও সকল ভগবৎ-স্বরূপ এবং রুক্মিণী-লক্ষ্মী-দুর্গাদি কান্তাশক্তিগণ বিরাজিত। এজন্য রুক্মিণীর কাচে সজ্জিত হইলেও প্রভুর মধ্যে সমস্ত কান্তাশক্তির ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অথবা, প্রভু হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ। তাঁহার স্বরূপে শ্রীরাধাও আছেন। শ্রীরাধা হইতেছেন মূল কান্তাশক্তি, সমস্ত ভগবৎ-কান্তার অংশিনী। অংশীর মধ্যে অংশগণও থাকেন বলিয়া অংশিনী শ্রীরাধার মধ্যে রুক্মিণী-লক্ষ্মী-দুর্গাদিও রহিয়াছেন। এজন্য রুক্মিণীর সাজে সজ্জিত হইলেও প্রভুর মধ্যে সমস্ত ভগবৎ-কান্তার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

১৪৬। **ব্যপদেশে**—এই লীলার উপলক্ষ্যে। **শিখায় সভারে**—পূর্বপয়ারের টীকায় কথিত তত্ত্ব সকলকে শিক্ষা দেন। **মোর শক্তি** ইত্যাদি—অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের কান্তাগণরূপে যে আমারই কান্তাশক্তি বিরাজিত, সুতরাং তাঁহারাও যে ঈশ্বর-তত্ত্ব, ইহা না জানিয়া পাছে কেহ কোনও কান্তাশক্তির নিন্দা করে, এই উদ্দেশ্যেই প্রভু সকলকে এই শিক্ষা দিলেন। কোনও কান্তাশক্তির নিন্দাতে তাঁহারই স্বরূপশক্তির—সুতরাং তাঁহারই—নিন্দা হইয়া থাকে। "ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখায়"-স্থলে "রূপ বেশ

লৌকিক বৈদিক যত কিছু বিষ্ণু-শক্তি। সভার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ়-ভক্তি ॥ ১৪৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মহাপ্রভু দেখায়”-পাঠান্তর—নিজের মধ্যে সমস্ত ভগবৎ-কান্তার রূপ-বেশাদি প্রকটিত করিয়া দেখাইয়াছেন।

১৪৭। “বিষ্ণু”-স্থলে “কৃষ্ণ”-পাঠান্তর ; তদনুসারে “বিষ্ণুশক্তি”-স্থলে পাঠান্তর হইবে “কৃষ্ণশক্তি”। তাৎপর্য একই ; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণও বিষ্ণুই—মূল বিষ্ণু। এই পয়ারে বলা হইল—লৌকিক (লৌকিকী) এবং বৈদিক (বৈদিকী) যত কিছু বিষ্ণুশক্তি (কৃষ্ণশক্তি) আছেন, তাঁহাদের সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ়া ভক্তি জন্মে। (শক্তি ও শক্তিমানের তাত্ত্বিক অভেদবশতঃ, শক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনেই-শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন হয় ; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি লাভ করেন, তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ়া বা অবিচলা ভক্তি জন্মিতে পারে। অথবা, অভেদজ্ঞান না করিলেও, শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেও শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি লাভ করেন ; তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ়া ভক্তি জন্মিতে পারে)। **বৈদিক বিষ্ণুশক্তি**—বেদে এবং বেদানুগত শাস্ত্রে কথিত শ্রীকৃষ্ণশক্তি (শ্রীকৃষ্ণশক্তির মূর্ত বিগ্রহ)। অনাদিকাল হইতে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে-সকল ভগবৎস্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহারা তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইলেও সকলে “সর্বগ, অনন্ত, বিভু” হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে শক্তি-বিকাশের তারতম্য আছে বলিয়া, তাঁহাদিগকেও কৃষ্ণশক্তি বা কৃষ্ণশক্তির মূর্তরূপ বলা যায় ; কেননা, যাঁহার মধ্যে যতটুকু শক্তির বিকাশ, তাঁহার রূপ বা বিগ্রহও তদনুরূপই। এইরূপে নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদিও হইতেছেন কৃষ্ণশক্তি বা কৃষ্ণশক্তির মূর্তবিগ্রহ এবং তাঁহাদের কান্তাশক্তিগণও (অর্থাৎ লক্ষ্মীগণও) শ্রীকৃষ্ণশক্তির মূর্তবিগ্রহ। “বৈদিক বিষ্ণুশক্তি” বলিতে এ-সমস্তকেই বুঝায় ; ইঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে, ইঁহাদের প্রসন্নতায় শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা এবং তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ়া ভক্তি জন্মিতে পারে। **লৌকিক বিষ্ণুশক্তি**—লৌকিক জগতে, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে, যে-সকল ভগবৎস্বরূপ আছেন বা তাঁহাদের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীগণ আছেন, তাঁহারাও পূর্বকথিত বৈদিক-বিষ্ণুশক্তিই। লৌকিক এবং বৈদিক কৃষ্ণশক্তির কথা যখন পৃথক্‌ভাবে বলা হইয়াছে, তখন “লৌকিক বিষ্ণুশক্তি” বলিতে তাঁহাদিগকে বুঝাইতে পারে না। তবে “লৌকিক বিষ্ণুশক্তি” কি, তাহা বিবেচিত হইতেছে। লৌকিক জগতে কোনও লোক এমন ভগবদ্‌বিগ্রহও কল্পনা করিতে পারেন, বেদে বা বেদানুগত শাস্ত্রে যাঁহার উল্লেখ নাই। সুতরাং এতাদৃশ বিগ্রহ বৈদিক নহে ; লোক-কল্পিত। কিন্তু লোক-কল্পিত বিগ্রহ হইলেও সেই বিগ্রহে যে-শক্তির আরোপ করা হয়, তাহা বৈদিকী শক্তি, বৈদিকী শক্তির কোনও এক বৈচিত্রী। এই আরোপিত শক্তিটি বৈদিকী শক্তি বলিয়া তাহা অবাস্তব বা কল্পিত নহে। পূজাদি দ্বারা সেই শক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে বৈদিকী শক্তির প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং তাহা অবাস্তব নহে বলিয়া সেই শক্তির প্রতি যথোচিত সম্মান-প্রদর্শনেও শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিলাভ করেন এবং তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ়া ভক্তি জন্মিতে পারে। লৌকিক জগতে আবার এমন-সব দেবদেবীর বিগ্রহও দৃষ্ট হয়, যাঁহাদের বিবরণ

দেব-দ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ।
গণ-সহে কৃষ্ণ পূজা করিলেই সুখ ॥ ১৪৮
যে শিখায়ে কৃষ্ণচন্দ্র, সে-ই সত্য হয়।
অভাগ্যে পাপিষ্ঠ-মতি তাহা নাহি লয় ॥ ১৪৯
সর্ব্ব-শক্তি-স্বরূপা নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
কেহো নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর ॥ ১৫০
যে দেখে, যে শুনে, যে বা গায় প্রভু-সঙ্গে।
সভেই ভাসয়ে প্রেম-সাগর-তরঙ্গে ॥ ১৫১
একো-বৈষ্ণবের যত নয়নের জল।
সেই যেন মহা-বন্যা,—থাকুক সকল ॥ ১৫২
আদ্যাশক্তি-বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ।
সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ ॥ ১৫৩
কম্প-স্বেদ-পুলক অশ্রুর অন্ত নাঞি।
মূর্ত্তিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্যগোসাঞি ॥ ১৫৪
নাচেন ঠাকুর ধরি নিত্যানন্দ-হাথ।
সে কটাক্ষ স্বভাব বর্ণিতে শক্তি কা'ত ॥ ১৫৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বেদে বা বেদানুগত শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না, এবং যাঁহাদের মধ্যে আরোপিত শক্তিও কৃষ্ণশক্তি নহে। দৃষ্টান্তরূপে বেদবহির্ভূত এবং বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রমতাবলম্বী শাক্তদের উপাস্যা দেবীগণের উল্লেখ করা যায়। তান্ত্রিক শাক্তগণের উপাস্যা দেবীগণ তান্ত্রিকদেরই কল্পিত, তাঁহাদের বাস্তব-সত্তা নাই (ভূমিকায় ৬১ ও ৬২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এবং এ-সমস্ত দেবীগণে যে শক্তির আরোপ করা হয়, তাহাও কৃষ্ণশক্তি নহে। যেহেতু, তান্ত্রিকদের মতে কৃষ্ণ-রাম প্রভৃতি হইতেছেন তান্ত্রিকদের কল্পিত মহাবিদ্যা-গণের অবতার, (ভূমিকায় ৬৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য); সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাদি ভগবৎস্বরূপগণের শক্তি মহাবিদ্যাগণ হইতেই প্রাপ্ত; শ্রীকৃষ্ণাদি মহাবিদ্যাগণের শক্তিতেই শক্তিমান্; মহাবিদ্যাগণ শ্রীকৃষ্ণাদির শক্তিতে শক্তিমতী নহেন। এ-জন্যই বলা হইয়াছে—এ-সমস্ত দেবীগণে যে-শক্তির আরোপ করা হয়, তাহা কৃষ্ণশক্তি নহে। আলোচ্য পয়ারে বলা হইয়াছে—কৃষ্ণশক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেই কৃষ্ণে দৃঢ়া ভক্তি জন্মিতে পারে। আবার তান্ত্রিকেরা যে কৃষ্ণ-রামাদির কথা বলেন, তাঁহারাও বৈদিক কৃষ্ণ-রামাদি নহেন; কেননা, বৈদিক কৃষ্ণ-রামাদি হইতেছেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, মায়াস্পর্শহীন। কিন্তু তান্ত্রিকদের মতে, কৃষ্ণ-রামাদি হইতেছেন মায়াময়—মায়িক পঞ্চভূতাত্মক। এ-সমস্ত কারণে মনে হয়, আলোচ্য পয়ারে "বিষ্ণু-শক্তি"-শব্দে এ-সমস্ত তান্ত্রিক দেবদেবীগণ অভিপ্রেত নহেন।

১৪৮। **দেবদ্রোহ**—বেদবিহিত কোনও দেবতার প্রতি দ্রোহাচরণ—নিন্দাদি। ১।২।৩-৪-শ্লোক-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। "করিলেই"-স্থলে "করিলে সে বা"-পাঠান্তর। **সুখ**—শ্রীকৃষ্ণের সুখ (আনন্দ)।

১৪৯। **অভাগ্যে**—দুর্ভাগ্যবশতঃ। **নাহি লয়**—গ্রহণ করে না।

১৫০। "সর্বশক্তি-স্বরূপা"-স্থলে "সর্বশক্তিস্বরূপ" এবং "সর্বশক্তিস্বরূপে"-পাঠান্তর। **নাহি দেখে**—কোথাও দেখে না এবং দেখে নাই।

১৫২। **একো বৈষ্ণবের**—একজন বৈষ্ণবেরও। **থাকুক সকল**—সকল বৈষ্ণবের কথা থাকুক (অর্থাৎ সকল বৈষ্ণবের নয়নজলের কথা আর কি বলা যাইবে?)

১৫৫। **কা'ত**—কাহাতে আছে?

সম্মুখে দেউটি ধরে পণ্ডিত-শ্রীমান্ ।
চতুর্দ্দিগে হরিদাস করে সাবধান ॥ ১৫৬
হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর ।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই পৃথিবী-উপর ॥ ১৫৭
কোথায় বা গেল বুড়ী-বড়াইর সাজ ।
কৃষ্ণরসে বিহ্বল হইলা নাগরাজ ॥ ১৫৮
যেইমাত্র নিত্যানন্দ পড়িলা ভূমিতে ।
সকল-বৈষ্ণবগণ কান্দে চারিভিতে ॥ ১৫৯
হুড়াহুড়ি হৈল কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন ।
সকল করায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৬০
কারো গলা ধরি কেহো কান্দে উচ্চ-রা'য় ।
কাহারো চরণ ধরি কেহো গড়ি যায় ॥ ১৬১
ক্ষণেকে ঠাকুর গোপীনাথে কোলে করি ।
মহালক্ষ্মী-ভাবে উঠে খট্টার উপরি ॥ ১৬২
সম্মুখে রহিলা সভে জোড়-হস্ত করি ।
"মোর স্তব পঢ়" বোলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ১৬৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫৬। **দেউটি**—মশাল।

১৫৮। **নাগরাজ**—অনন্তদেব। নিত্যানন্দরূপ বলরাম অনন্তদেবের অংশী। অংশী ও অংশের অভেদ-বিবক্ষায় নিত্যানন্দকেই নাগরাজ অনন্তদেব বলা হইয়াছে।

১৬০। "হুড়াহুড়ি"-স্থলে "কি অদ্ভুত"-পাঠান্তর।

১৬১। **উচ্চরা'য়**—উচ্চস্বরে।

১৬২। **গোপীনাথে**—সিংহাসনস্থ শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহকে ( যাঁহার সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছেন "পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ ॥" পূর্ববর্তী ১২-পয়ার ॥ )। **মহালক্ষ্মীভাবে** ইত্যাদি—মহালক্ষ্মীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু গোপীনাথকে কোলে করিয়া খট্টার ( সিংহাসনের ) উপরে উঠিলেন। কিন্তু এ-স্থলে "মহালক্ষ্মী" বলিতে কোন্ কান্তাশক্তিকে বুঝায় ? শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে লিখিত হইয়াছে—"মহালক্ষ্মীঃ। রাধা। নারায়ণ-শক্তিঃ ॥ যথা ॥ যন্মায়য়া মোহিতাশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। বৈষ্ণবাস্তাং মহালক্ষ্মীং পরাং রাধাং বদন্তি তে ॥ যদর্দ্ধাঙ্গা মহালক্ষ্মীঃ প্রিয়া নারায়ণস্য চ। ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি-খণ্ডে ৫১ অধ্যায়ঃ ॥" পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে জানা যায়, শ্রীশিব নারদের নিকটে বলিয়াছেন—"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্বলক্ষ্মীস্বরূপা সা কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী" ॥ ততঃ সা প্রোচ্যতে বিপ্র হ্লাদিনীতি মনীষিভিঃ। তৎকলাকোটিকোট্যংশা দুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ ॥ সা তু সাক্ষান্ মহালক্ষ্মীঃ কৃষ্ণো নারায়ণঃ প্রভুঃ। নৈতয়োর্বিদ্যতে ভেদঃ স্বল্পোঽপি মুনিসত্তম ॥ প. পু. পা. ॥ ৫০।৫৩-৫৫ ॥" এই পদ্মপুরাণ-প্রমাণ হইতেও জানা গেল—শ্রীরাধিকাই হইতেছেন মহালক্ষ্মী এবং তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বল্পমাত্র ভেদও নাই। মহাপ্রভু এই মহালক্ষ্মী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়াই গোপীনাথকে কোলে করিয়া সিংহাসনে উঠিয়াছিলেন। শ্রীরাধার ভাবাবিষ্ট প্রভু গোপীনাথকে কোলে করায়, স্বীয় প্রাণবল্লভ গোপীনাথের প্রতি তাঁহার প্রীতির আতিশয্যই সূচিত হইয়াছে; অথবা শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণে যে স্বল্পমাত্র ভেদও নাই, তাহাই সূচিত হইয়াছে।

১৬৩। **মোর স্তব পঢ়** ইত্যাদি—প্রভু ভক্তগণকে বলিলেন, তোমরা আমার স্তব পাঠ কর ( স্তব কর । পূর্ব পয়ার হইতে জানা যায়, মহালক্ষ্মী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু সিংহাসনে

'জননী-আবেশ' বুঝিলেন সর্ব্বজনে।
সে-ই-রূপে সভে স্তুতি পঢ়ে, প্রভু শুনে ॥ ১৬৪

কেহো পঢ়ে লক্ষ্মীস্তব, কেহো চণ্ডীস্তুতি।
সভে স্তুতি পঢ়েন—যাহার যেন মতি ॥ ১৬৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

উঠিয়া বসিয়াছিলেন। সেই শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়াই যে প্রভু ভক্তগণকে তাঁহার স্তব করিতে বলিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। শ্রীরাধা-সম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরম দেবতা। সর্ব্বপালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা ॥ চৈ. চ. ১।৪।৭৬ ॥" এবং নারদপঞ্চরাত্রও বলিয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা ॥ ২।৬।৭ ॥" ইহা হইতে জানা গেল, শ্রীরাধা হইতেছেন জগতের মাতা। কিন্তু ইহা হইতেছে তত্ত্বের কথা। রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু স্বীয় প্রাণবল্লভ গোপীনাথকে কোলে করিয়া যে স্বীয় তত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে-বলিয়াছেন, ইহা মনে করা যায় না। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধা সর্বদাই নর-অভিমানময়ী। তাঁহাকে স্তব করার কথা তিনি কাহাকেও বলিতে পারেন না। গ্রন্থকার পূর্বেই বলিয়াছেন, "অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে। সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাচে ॥ পূর্ববর্তী ১৪৫ পয়ার ॥" কখনও তিনি এক কান্তাশক্তির ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ আবার অন্য কান্তাশক্তির ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রভু এ-স্থলেও মহালক্ষ্মী শ্রীরাধার ভাবে সিংহাসনে বসিয়াছেন; আবার সেই ভাবের পরিবর্তন হইয়াছে, অন্যভাবের ( পরবর্তী পয়ার হইতে জানা যায়, জননী-ভাবের ) আবেশ হইয়াছে। এই ভাবের আবেশেই প্রভু তাঁহার স্তব করার কথা বলিয়াছেন।

১৬৪। ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন, প্রভু জননী-ভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন। সেজন্য তাঁহারা সকলে সেইরূপে—জননীস্বরূপাকে যে-ভাবে স্তব করিতে হয়, সেইভাবে ( স্তব করিতে লাগিলেন )। কিন্তু প্রভুর মধ্যে কোন্ জননীভাবের আবেশ হইয়াছে, নিশ্চিতরূপে তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই। এজন্য নিজ নিজ ভাব অনুসারে তাঁহারা স্তুতি করিতে লাগিলেন। পরবর্তী ১৬৫-৮১ পয়ারসমূহে তাঁহাদের স্তব কথিত হইয়াছে।

১৬৫। **কেহ পঢ়ে লক্ষ্মীস্তব**—যাঁহারা মনে করিলেন, প্রভুর মধ্যে বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর ভাবের আবেশ হইয়াছে, তাঁহারা লক্ষ্মীর স্তব পড়িতে লাগিলেন। **কেহ চণ্ডী স্তুতি**—যাঁহারা মনে করিলেন, প্রভুর মধ্যে চণ্ডীদেবীর ভাবের আবেশ জন্মিয়াছে, তাঁহারা চণ্ডীদেবীর স্তুতি পাঠ করিতে লাগিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ হইতে ৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত তেরটি অধ্যায়ই চণ্ডীগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। এই চণ্ডীগ্রন্থে ভগবতী চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্যাদি বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতে বিভিন্ন স্থানে চণ্ডীদেবীর স্তবও আছে। কোনও কোনও ভক্ত সেই চণ্ডীস্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। পরবর্তী ১৬৬-৮৪ পয়ারসমূহে চণ্ডীস্তব কথিত হইয়াছে। **সভে স্তুতি পঢ়েন**—সকল ভক্তই স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহারা স্তব করিলেন, **যাহার যেন মতি**—যাঁহার যেরূপ মনোভাব, তদনুসারে। প্রভুর ভক্তগণের সকলেই প্রভুর নিত্য পরিকর, মায়া বা মায়িকগুণ তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না; সুতরাং মায়িক-গুণের বশীভূত হইয়াই যে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ত্রিগুণময়ী চণ্ডীদেবীর স্তব পাঠ করিয়াছেন, তাহা

মালশী ( রাগ )

"জয় জয় জগত-জননি মহামায়া।
দুঃখিত-জীবেরে দেহ' চরণের ছায়া ॥ ১৬৬

জয় জয় অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ্বরি।
তুমি যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ অবতরি ॥ ১৬৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মনে করা সঙ্গত হইবে না। পূর্বেই ( পূর্ববর্তী ১৪৫ পয়ারের টীকায় ) বলা হইয়াছে, পূর্ণ ভগবান্ প্রভুর মধ্যে সমস্ত ভগবৎস্বরূপ এবং সমস্ত কান্তাশক্তিও বিরাজিত। চণ্ডীদেবীও কান্তাশক্তি। প্রভুর মধ্যে অবস্থিত চণ্ডীদেবীই যে এই সময়ে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে লীলাশক্তিই ভক্তদের মুখে চণ্ডীস্তব স্ফুরিত করাইয়াছেন।

১৬৬। **জগত-জননি**—জগতের ( অর্থাৎ জগদ্‌বাসী জীবের ) সম্বন্ধে জননী-ভাবময়ী ( বাৎসল্য-ময়ী )। **মহামায়া**—মার্কণ্ডেয়পুরাণ-চণ্ডীখণ্ডে চণ্ডীদেবীকে বহুস্থলে "মহামায়া" বলা হইয়াছে। যথা, "মহামায়া-প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণা ॥ ৮১।১।৫৪ ॥", "মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ। জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা ॥ ৮১।১।৫৫ ॥"-ইত্যাদি। শ্রীহরির এই মহামায়া শক্তিদ্বারাই অনাদিবহির্মুখ সংসারী জীবগণ সম্যক্‌রূপে মোহপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। **দুঃখিত জীবেরে**—অনাদি-বহির্মুখতাবশতঃ সংসার-দুঃখে দুঃখিত জীবগণকে। অনাদিবহির্মুখতাবশতঃ মায়ার কবলে পতিত হওয়াতেই জীবের সংসার-দুঃখ। মায়া অপসারিত না হইলে জীবের সংসার-দুঃখ এবং অনাদি-বহির্মুখতাও ঘুচিতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভজনব্যতীত তাহা যে সম্ভবপর নহে, তাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই জানাইয়া গিয়াছেন। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ॥ ৭।১৪ ॥" দেবী চণ্ডী গুণময়ী হইলেও পরমা বৈষ্ণবী। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীতেও তাঁহাকে একাধিক স্থলে "বৈষ্ণবী" বলা হইয়াছে (মার্কণ্ডেয় পুরাণ ॥ ৮৮।১৮, ৩৪, ৪৭, ৪৮ ॥ ৮৯।৪০ ॥ ৯১।৫, ১৬ ॥)। তাঁহার কৃপা হইলে মুক্তির হেতুরূপা কৃষ্ণভক্তি পাওয়া যাইতে পারে। "সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণ ॥ ৯১।৫ ॥" এই পয়ারোক্তিতে তাহাই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৬৭। **অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ্বরি**—অনন্তকোটি মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী। চণ্ডীদেবী হইতেছেন বিষ্ণুর শক্তি মায়া। বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতাতেই তিনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ॥ গীতা ॥ ৯।১০ ॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তি ॥" সৃষ্টি করিয়া তিনিই আবার এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের মায়িক ঐশ্বর্য, রক্ষা করেন। "জগল্লক্ষ্মী রাখি রহে যাঁহা মায়াদাসী ॥ চৈ. চ. ২।২১।৩৯ ॥" যে-সমস্ত জীব অনাদিবহির্মুখ, মায়া তাহাদিগকেই কবলিত করেন; এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড বাস্তবিক তাহাদের জন্যই। সুতরাং মায়ারূপা চণ্ডীদেবীই হইতেছেন অনন্তকোটি মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী, তিনিই এই মায়িক বিশ্বের বীজস্বরূপা। "ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া। সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণ ॥ ৯১।৫ ॥" **তুমি যুগে যুগে ইত্যাদি**—যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া তুমি ধর্ম রক্ষা করিয়া থাক। মার্কেণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীখণ্ড হইতে জানা

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরে তোমার মহিমা।
বলিতে না পারে, অন্য কে দিবেক সীমা ॥ ১৬৮
জগত-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব্ব-শক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ণুভক্তি ॥ ১৬৯
যত বিদ্যা—সকল তোমার মূর্ত্তিভেদ।
'সর্ব্ব প্রকৃতির শক্তি তুমি' কহে বেদ ॥ ১৭০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যায়, অসুরগণ যখন স্বর্গরাজ্য দখল করিয়াছিল, তখন ইন্দ্রাদি দেবতাগণ আত্মরক্ষার জন্য স্বর্গ হইতে পলায়ন করিলেন। তখন ইন্দ্রাদি দেবতাগণের প্রাপ্য যজ্ঞহবিঃ অসুরগণই গ্রহণ করিত, দেবতাগণ তাহা পাইতেন না। তাহাতেই লোকের ধর্মহানি হইতে লাগিল। দেবতাগণের প্রার্থনায় সেই সময়েই দেবী চণ্ডী আবির্ভূত হইয়া অসুরদিগের সংহার করেন এবং দেবতাদিগকে স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন হইতেই দেবতাগণ তাঁহাদের প্রাপ্য যজ্ঞহবিঃ গ্রহণ করিতে থাকেন, তাহাতেই লোকের ধর্ম রক্ষা পাইতে থাকে। এইরূপে যখন-যখনই অসুরগণের উপদ্রবে ধর্মহানি হইতে থাকে, তখন-তখনই দেবী অবতীর্ণ হইয়া অসুরগণের বিনাশপূর্বক ধর্মরক্ষা করিয়া থাকেন।

১৬৮। **ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরে ইত্যাদি**—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরও তোমার মহিমা সম্যক্ বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। "যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ। সা চণ্ডিকাখিলজগৎপালনায় নাশায় চাসুরভয়স্য মতিং করোতু ॥ —মার্কণ্ডেয় পুরাণ ॥ ৮৪।৪ ॥" **অন্য কে দিবেক সীমা**—তোমার মহিমার সীমা নির্দেশ করিতে অপর কে-ই বা সমর্থ হইবে? (অর্থাৎ কেহই সমর্থ নহে)।

১৬৯। **জগৎস্বরূপা তুমি**—তুমি জগৎস্বরূপা, মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানরূপা। চণ্ডীদেবীই হইতেছেন মায়া (পূর্ববর্তী ১৬৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই মায়াই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান (বা প্রকৃতি)। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ ॥ শ্বেতা ॥ ৪।১০ ॥" (প্রকৃতি— উপাদান। **মহেশ্বর**—জগৎ-স্রষ্টা)। এই চণ্ডী বা মায়াই মায়িক জগতের উপাদানরূপে পরিণত হইয়াছেন; সুতরাং তিনি জগৎস্বরূপা। "নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণ ॥ ৮১।৬৪ ॥" উপাদান হইলেও মায়া কিন্তু জগতের গৌণ উপাদান। মুখ্য উপাদান-কারণ এবং মুখ্য নিমিত্ত-কারণ হইতেছেন পরব্রহ্ম—এ-কথা শ্রুতি এবং ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা যায়। **তুমি সর্ব্বশক্তি**—তুমি সমস্ত দেবতাগণের শক্তি (শক্তির মূর্তবিগ্রহ)। "দেব্যা যয়া ততমিদমাত্মশক্ত্যা নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ॥ ৮৪।৩ ॥" **তুমি শ্রদ্ধা, লজ্জা**—"শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণ ॥ ৮৪।৫ ॥" **তুমি দয়া**—মূর্তিমতী দয়া, পরমদয়াবতী। দেবদ্রোহিগণের বিনাশে তোমার দয়া (দেবগণের প্রতি দয়া) প্রকটিত হয়। "দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ। বীর্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েথম্ ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণ ॥ ৮৪।২১ ॥" **তুমি বিষ্ণুভক্তি**—পরমা বৈষ্ণবী বলিয়া তুমি বিষ্ণুভক্তিস্বরূপা (পূর্ববর্তী ১৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৭০। **যত বিদ্যা ইত্যাদি**—যত রকম বিদ্যা আছে, তৎসমস্ত হইতেছে তোমারই বিভিন্ন রূপ। "যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ। মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ র্বিদ্যাসি

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণ ॥ ৮৪।৯ ।।—হে দেবি ! যাহা মুক্তির হেতু এবং ( যম-নিয়মাদি ) মহাব্রত যাহার সাধন, এবং জিতেন্দ্রিয়, তত্ত্বসার, সমস্ত-দোষ বিবর্জিত মোক্ষার্থী মুনিগণ যাহার অভ্যাস করেন, সেই ভগবতী পরমা বিদ্যা হইতেছ তুমি।" পরবর্তী ৮৪।১১-শ্লোকে বলা হইয়াছে—"মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা। শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥ —হে দেবি ! যাহাদ্বারা সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম অবগত হওয়া যায়, তুমি হইতেছ সেই মেধা। তুমি হইতেছ দুস্তরণীয় ভবসমুদ্র-তরণের পক্ষে তরণীস্বরূপা অসঙ্গা দুর্গা। তুমি কৈটভারি নারায়ণের হৃদয়-বিলাসিনী লক্ষ্মী এবং তুমিই শশিমৌলি-মহাদেবের কান্তা গৌরী।" এই শ্লোক হইতে জানা গেল, দেবী চণ্ডী অসঙ্গা ( গুণসঙ্গবর্জিতা, মায়াতীতা ) দুর্গারূপেই ভবসমুদ্র উত্তরণের পক্ষে তরণীরূপা। বস্তুতঃ অসঙ্গারূপে, অর্থাৎ গুণসঙ্গবর্জিতা বা মায়াতীতারূপে, তিনি হইতেছেন মায়াতীত পরব্যোমস্থ সদাশিবের কান্তা ( পরবর্তী ১৭২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। পূর্বোদ্ধৃত ৮৪।৯-শ্লোকে, তাঁহাকে যে পরমা বিদ্যা বলা হইয়াছে, তাহাও "অসঙ্গা বা মায়াতীতা"রূপেই। ত্রিগুণময়ীরূপে তিনি মোক্ষার্থীদের উপাস্যা হইতে পারেন না ; যেহেতু, গুণময়ীরূপে তিনি কিরূপে মায়াগুণ-বন্ধন হইতে অব্যাহতিরূপ মোক্ষদান করিতে পারেন ? পরবর্তী এক শ্লোকে বলা হইয়াছে, সমস্ত বিদ্যা হইতেছে দেবীর ভেদ। "বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ॥ ৯১।৬ ॥ —হে দেবি ! সমস্ত বিদ্যা তোমার ভেদ বা রূপবিশেষ।" অব্যবহিত পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে, এই দেবী মায়া এবং সমস্ত জগৎকে সম্মোহিত করিয়াছেন ( ত্বং ··· পরমাসি মায়া। সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ ॥ ৯১।৫ )।" সুতরাং এ-স্থলে দেবী যে ত্রিগুণময়ী মায়া, তাহাই বুঝা যায়। যে-সমস্ত বিদ্যা এই ত্রিগুণময়ী মায়ার ভেদ বা রূপবিশেষ, সে-সমস্তও হইবে—গুণময়ী বা মায়িকী বিদ্যা, মায়িকজ্ঞান—মায়াবদ্ধ জীবের দেহ-দৈহিক বস্তুসম্বন্ধিনী বিদ্যা। অথবা চারিবেদ, ছয়বেদাঙ্গ, ধর্মশাস্ত্র, মীমাংসাশাস্ত্র, ন্যায়, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র - এই অষ্টাদশ বিদ্যা, মুণ্ডকশ্রুতি অনুসারে যাহাদিগকে অপরা বিদ্যা বলা যায়। **সর্ব্ব প্রকৃতির শক্তি**—প্রকৃতির ( মায়ার ) সর্বশক্তি ( সর্ববিধা শক্তিবৈচিত্রী )। **সর্ব্ব প্রকৃতির শক্তি** ইত্যাদি বেদ বলেন, তুমি হইতেছ মায়ার সর্ববিধ-শক্তিবৈচিত্রী—অনাদিবহির্মুখ জীবসমূহকে সম্মোহিত করার শক্তি, তাহাদের দেহে আত্মবুদ্ধি উৎপাদনের শক্তি, দেহ-সুখের নিমিত্ত তাহাদিগকে লুব্ধ করার শক্তি, ইহকালে বা পরকালে দেহসুখ-প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহাদিগকে যত্নপর করার শক্তি প্রভৃতি মায়ার যত রকম শক্তি-বৈচিত্রী আছে, তৎসমস্তই তুমি, অর্থাৎ তোমার প্রভাবেই উদ্ভূত। বস্তুতঃ বেদানুসারে, ভগবানের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তিই ( যাহা মায়াতীতা এবং মায়াস্পর্শশূন্যা, সেই চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তিই হইতেছে ) তাঁহার অন্যান্য শক্তিকে যথোচিত ভাবে কার্য-সামর্থ্য দিয়া থাকে। তাঁহার মায়াশক্তি হইতেছে জড়রূপা—সুতরাং অচেতনা ; অচেতনা বলিয়া আপনা-আপনি কার্য-সামর্থ্যহীনা। সৃষ্টির প্রাক্কালে ভগবান্ এই মায়াতে স্বীয় চিচ্ছক্তি সঞ্চারিত করেন ; তাহাতেই মায়া সৃষ্টিকার্যে সামর্থ্য লাভ করে। সেই চিচ্ছক্তিদ্বারা শক্তিমতী হইয়াই মায়া, সৃষ্ট জগতের লোকদিগকে মোহ প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। মায়া হইতেছে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ —এই ত্রিগুণময়ী ; সমস্ত সৃষ্টবস্তুও ত্রিগুণময়। ভগবানের

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিপূর্ণ তুমি মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা ॥ ১৭১
তুমি ত্রিজগত-হেতু গুণত্রয়ময়ী।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে, জানে কোই ॥ ১৭২
সর্ব্বাশ্রয়া তুমি সর্ব্বজীবের বসতি।
তুমি আদ্যা অবিকারা পরমা প্রকৃতি ॥ ১৭৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

চিচ্ছক্তির প্রভাবে জড়রূপা-মায়া যে মোহিনীশক্তি লাভ করে, তাহার প্রভাবেই অনাদিবহির্মুখ সংসারী জীব, স্বরূপতঃ ভগবানের চিদ্রূপা শক্তি হইলেও, গুণময় দেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া থাকে। ইহা যে তাহার ভ্রান্তি, তাহা জীব বুঝিতে পারে না, নিজেকেও মায়িক গুণময় মনে করে। মায়ার এই তিনটি গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ হইতেছে ভক্তি-মুক্তির দ্বারস্বরূপ। বস্তুতঃ, সর্পের পরিত্যক্ত খোলসের ন্যায়, মায়াও হইতেছে চিচ্ছক্তিরই এক জড়রূপ পরিত্যক্ত অংশ। মায়া হইতেছে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি; ভগবদ্ধামে মায়ার গতি নাই; এমন কি, চিন্ময় ধামসমূহ এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সীমাস্থানীয় কারণার্ণবকেও মায়া স্পর্শ করিতে পারে না। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেই মায়ার স্থিতি। কিন্তু চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি হইতেছে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি। এ-সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে, ত্রিগুণময়ী চণ্ডী হইতেছেন সর্ববিধ মায়িকীশক্তি-বৈচিত্রী (পরন্তু নির্বিশেষে সর্বশক্তি-বৈচিত্রী নহেন)।

১৭১। **নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে** ইত্যাদি—হে মাতঃ! নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেই তুমি পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত; অনন্তকোটি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে তোমার স্থান নাই (পূর্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। অথবা, ভগবানের শক্তিতে ও তাঁহার অধ্যক্ষতায় তুমি নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর বলিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড-সমূহেই তোমার পরিপূর্ণ মাতৃত্ব, ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে চিন্ময় নিত্য ভগবদ্ধামসমূহ সৃষ্টবস্তু নহে বলিয়া সে-সকল স্থানে তোমার সৃষ্টিকারিণীত্ব—সুতরাং মাতৃত্বও—নাই। **কে তোমার স্বরূপ** ইত্যাদি—পূর্ববর্তী ১৬৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭২। **ত্রিজগত-হেতু**—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের হেতু। **গুণত্রয়ময়ী**—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী। "হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ॥ ৮৪।৭ ॥" **জানে কোই**—কে জানে? "জানে কোই"-স্থলে "সত্য কহি" এবং "এই কহি"-পাঠান্তর। তত্ত্বতঃ মায়ারূপা চণ্ডীদেবী হইতেছেন পরব্যোমস্থ শিবের কান্তাশক্তি গুণাতীতা ভগবতীর অংশ। মায়িক জগতের কার্যের জন্য তিনিই মায়িক গুণত্রয়কে অঙ্গীকার করিয়া হৈমবতী চণ্ডীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গুণময়ীরূপে তাঁহার উপাসনা করিলে তাঁহার নিকট হইতে ধন-জনাদি গুণময় বস্তু পাওয়া যাইতে পারে। গুণাতীতারূপে তাঁহার উপাসনা করিলে গুণাতীত বস্তু মোক্ষাদি পাওয়া যাইতে পারে।

১৭৩। পূর্ববর্তী ১৬৯ পয়ারে বলা হইয়াছে, মায়ারূপা চণ্ডীদেবী হইতেছেন জগৎস্বরূপা। তিনি জগৎস্বরূপা বলিয়াই এই পয়ারে বলা হইয়াছে, **তুমি সর্ব্বাশ্রয়া**—হে দেবি! তুমি জগদ্‌বাসী সমস্ত জীবের আশ্রয়, আধার। যেহেতু, তুমি **সর্ব্বজীবের বসতি**—জগদ্‌বাসী সমস্ত জীবের বসতি (বাসস্থান—সুতরাং আশ্রয় বা আধার)। **তুমি আদ্যা** ইত্যাদি—তুমি হইতেছ অবিকারা (বিকারহীনা) আদ্যা পরমা প্রকৃতি (পরমা আদ্যাশক্তি)। পূর্ববর্তী ১১৯ পয়ারের **টীকায়** "আদ্যাশক্তি"-দ্রষ্টব্য। "হেতুঃ

জগত-আধার তুমি দ্বিতীয়-রহিতা। মহী-রূপে তুমি সর্ব্বজীবপালয়িতা ॥ ১৭৪

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা। সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণ ॥ ৮৪।৭ ॥” **আদ্যা পরমা প্রকৃতি**—পরমা ( মূলা ) আদ্যা (প্রথমা) প্রকৃতি (শক্তি)। সমস্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের মূলরূপা প্রথমা শক্তি হইতেছে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা-রূপা মায়াশক্তি। মহাপ্রলয়ে মায়ার গুণত্রয় যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, তখনই সেই মায়া থাকে “অব্যাকৃতা—অবিকারা বা বিকারহীনা।” মায়ারূপা চণ্ডীর এই সাম্যাবস্থা-সম্বন্ধেই এই পয়ারে তাঁহাকে “অবিকারা” বলা হইয়াছে। তত্ত্বতঃ মায়া অবিকারা নহে; যেহেতু, এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডসমূহই হইতেছে ভগবৎশক্তিতে মায়ার বিকার। স্বরূপতঃ মায়ার যদি বিকার-ধর্ম না থাকিত, তাহা হইলে ভগবানের চিচ্ছক্তিও তাহার বিকার ঘটাইতে পারিত না; কেন না, কোনও বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম কোনও অবস্থাতেই ব্যত্যয় প্রাপ্ত হইতে পারে না।

১৭৪। **জগত-আধার তুমি**—তুমি জগতের ( জগদ্‌বাসী জীবের ) আধার ( আশ্রয়। পূর্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। **মহীরূপে** ইত্যাদি—মহীরূপে ( পৃথিবীরূপে, বা ব্রহ্মাণ্ডরূপে ) তুমি ব্রহ্মাণ্ডবাসী সমস্ত জীবের পালনকর্ত্রী। “আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ॥ ৯১।৪ ॥” “পালয়িতা”-স্থলে “জীব পাল মাতা”-পাঠান্তর। **দ্বিতীয়-রহিতা**—অদ্বিতীয়া। তোমার দ্বিতীয়-স্থানীয় কেহ নাই। দেবী নিজে বলিয়াছেন, “একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণ ॥ ৯০।৫ ॥—এই জগতে আমি একাই। ( মদ্‌ব্যতিরিক্ত আমার সহায়স্বরূপা ) দ্বিতীয়া অন্যা আর কে আছে? রে দুষ্ট! দেখ, আমার এই সমস্ত বিভূতি আমাতেই প্রবেশ করিতেছে। ( শুম্ভ-নামক অসুরের প্রতি দেবীর উক্তি )।” এই প্রসঙ্গে মেধা-ঋষি বলিয়াছেন—“ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্‌। তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা ॥ মার্কণ্ডেয়পুরাণ ॥ ৯০।৬ ॥ —অনন্তর ( দেবীর পূর্বোল্লিখিত উক্তির পরে ) ব্রহ্মাণী-প্রমুখা সেই সমস্ত ( চণ্ডীর বিভূতিরূপা ) দেবীগণ সেই দেবীর ( চণ্ডীদেবীর ) শরীরে লয়প্রাপ্ত ( বিলীন ) হইলেন। তখন অম্বিকা ( চণ্ডী ) একাকিনীই রহিলেন।” তখন চণ্ডীদেবী অসুর শুম্ভকে বলিলেন—“অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদা স্থিতা। তৎসংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥ মার্কণ্ডেয়পুরাণ ॥ ৯০।৮ ॥—স্বীয় বিভূতি প্রকাশ করিয়া আমি যে বহুরূপে অবস্থান করিতেছিলাম, এক্ষণে সে সমস্তকে উপসংহার করিয়া আমি একাই রহিলাম। তুমি যুদ্ধে স্থির হও।” এই সমস্ত উক্তির তাৎপর্য। শুম্ভ নামক অসুরের সহিত যুদ্ধের পূর্বে চণ্ডীদেবী তাঁহার বিভূতিরূপা ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবীরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিভূতিরূপা দেবী তাঁহার সহায়কারিণীরূপে অন্য অসুরদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শুম্ভের নিকট চণ্ডিদেবী বলিলেন—“এই যুদ্ধক্ষেত্রে আমি একাই; আমার সহায়কারিণী দ্বিতীয়া কেহ নাই। এই যে ব্রহ্মাণী প্রভৃতিকে দেখিতেছ, ইঁহারা আমারই বিভূতি, সুতরাং আমা হইতে অভিন্না, আমা হইতে দ্বিতীয়া বা ভিন্না কেহ নহেন; তাহার প্রমাণ দেখ, এক্ষণেই ইঁহারা

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আমার মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন।" তৎক্ষণাৎই ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবীর বিভূতিগণ দেবীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবীর সহিত লীন হইয়া গেলেন; দেবীও তখন একাই রহিলেন। এই বিবরণ হইতে জানা গেল, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবীর বিভূতিগণ যে চণ্ডীদেবী হইতে ভিন্না বা দ্বিতীয়া নহেন, তাহাই দেবী জানাইলেন। স্বরূপতঃ তিনি অদ্বিতীয়া নহেন।

"অদ্বিতীয়" বলিতে সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য তত্ত্বকে,—শ্রুতিকথিত "একমেবাদ্বিতীয়ম্"-তত্ত্বকেই—বুঝায়। সেই তত্ত্ব হইতেছেন—সর্বব্যাপক বিষ্ণুতত্ত্ব পরব্রহ্ম। পরব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দ, জড়বিরোধী চিৎ-তত্ত্ব। জড় প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড জড় বলিয়া চিৎ হইতে বিজাতীয় বস্তু; সুতরাং মনে হইতে পারে, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে সচ্চিদানন্দ বা চিন্ময়তত্ত্ব পরব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে। একথা বলার হেতু এই। দুইটি বস্তু যদি পরস্পর-নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই তাহাদের একটিকে অপরটির ভেদ বলা যায়। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড জড় হইলেও কিন্তু ব্রহ্মনিরপেক্ষ নহে, স্বয়ংসিদ্ধও নহে। কেন না, "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ১।৪।২৬ ॥ ব্রহ্মসূত্র" এবং "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মবল্লী ॥ ৭ ॥"-এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে জানা যায়, পরব্রহ্ম নিজেই নিজেকে এই জগদ্রূপে বা জড় ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত করিয়াছেন। "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২।১।২৮ ॥ ব্রহ্মসূত্র" হইতে জানা যায়, নিজেকে জগদ্রূপে পরিণত করিয়াও পরব্রহ্ম অবিকারী থাকেন। বস্তুতঃ পরব্রহ্ম স্বরূপতঃই নির্বিকার, জড়রূপা মায়াই বিকারধর্মিণী। "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ ॥ শ্বেতা ॥ ৪।১০ ॥"-এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, জড়রূপা মায়াই হইতেছে এই জগতের বা ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ( পূর্ববর্তী ১৬৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। পরব্রহ্মের চিচ্ছক্তির প্রভাবে জড়রূপা মায়াই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। মায়া হইতেছে পরব্রহ্মের শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষাতেই পরব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন বলা হইয়াছে। এই আলোচনা হইতে জানা গেল, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড পরব্রহ্মনিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু নহে; সুতরাং তত্ত্বের বিচারে পরব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদও নহে। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ তাঁহার মায়াশক্তিরই বিকার—সুতরাং বস্তুতঃ তিনিই। আবার, মায়াতীত চিন্ময় ভগবদ্ধামসমূহও হইতেছে পরব্রহ্মের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তিরই এক মূর্তরূপ—সুতরাং বস্তুতঃ তাঁহার শক্তি বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন, পরব্রহ্ম-নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধবস্তু নহে, সুতরাং তাঁহার সজাতীয় ( চিৎ-জাতীয় ) ভেদও নহে। অনাদিকাল হইতে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম যে অনন্ত ভগবৎস্বরূপ, জীবান্তর্যামী পরমাত্মা এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহারাও সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব; তাঁহারা পরব্রহ্ম-নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু নহেন বলিয়া তাঁহারাও পরব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ নহেন। তাঁহারাও বস্তুতঃ পরব্রহ্মই। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের অনাদিসিদ্ধ নিত্য পরিকরদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার অংশ, আবার কেহ কেহ বা তাঁহার স্বরূপ-শক্তির মূর্ত বিগ্রহ। সুতরাং তাঁহারাও পরব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ নহেন। এইরূপে জানা গেল, পরব্রহ্ম হইতেছেন বিজাতীয়-সজাতীয়-ভেদহীন তত্ত্ব। তাঁহাতে স্বগত ভেদও নাই। দেহ ও দেহী এই দুয়ের ভেদকেই স্বগত ভেদ বলে। জীবের দেহ হইতেছে পঞ্চভূতাত্মক জড়বস্তু এবং দেহী বা জীবাত্মা হইতেছে চিদ্বস্তু, পরব্রহ্মের চিদ্রূপা শক্তির অংশ। জড় ও চিৎ পরস্পর হইতে ভিন্ন

জল-রূপে তুমি সর্ব্ব-জীবের জীবন।
তোমা' স্মঙরিলে খণ্ডে' অশেষ-বন্ধন ॥ ১৭৫

সাধুজন-গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি ॥ ১৭৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিয়া জীবে দেহ-দেহি-ভেদ আছে। কিন্তু চিদ্‌ঘন, আনন্দঘন, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরব্রহ্মে, দেহ এবং দেহী—এইরূপ দুইটি বস্তু নাই; তাঁহার দেহই তিনি এবং তিনিই দেহ; যেহেতু, তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। এজন্য তাঁহাতে দেহ-দেহি-ভেদ, অর্থাৎ স্বগত ভেদ নাই। "দেহদেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ কূর্ম্মপুরাণ ॥ ৫।৩৪২ ॥" জীবে দেহদেহি-ভেদ আছে বলিয়া এবং দেহের উপাদান পঞ্চভূত দেহের সর্বত্র সমপরিমাণে থাকে না বলিয়া চক্ষুরাদির এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে না; পৃষ্ঠাদি অঙ্গ চক্ষুরাদি অঙ্গের কাজ করিতে পারে না। কিন্তু পরব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, আনন্দঘন তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার দেহের উপাদান মাত্র একটি বস্তু—আনন্দ, চিদানন্দ বা চেতনাময় আনন্দ। সুতরাং তাঁহার দেহের বিভিন্ন অংশে উপাদানের পরিমাণগত পার্থক্যের প্রশ্নও উঠিতে পারে না। এজন্য তাঁহার যে-কোনও অঙ্গই যে-কোনও ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে পারে। "অঙ্গানি যস্য সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি। ব্রহ্ম-সংহিতা"। এইরূপে জানা গেল—পরব্রহ্ম হইতেছেন স্বগতভেদহীন তত্ত্ব।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—পরব্রহ্ম হইতেছেন স্বয়ংসিদ্ধ-সজাতীয়-ভেদহীন এবং স্বয়ংসিদ্ধ-বিজাতীয়-ভেদহীন তত্ত্ব এবং স্বগতভেদহীন তত্ত্ব। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডেই হউক, কিম্বা অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামেই হউক, পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা দ্বিতীয় কোনও বস্তু কোথাও নাই। তিনিই একমাত্র তত্ত্ব (একম্ এব) এবং তাঁহার দ্বিতীয় (অর্থাৎ ভেদ) কোথাও নাই বলিয়া তিনি অদ্বিতীয়। একমাত্র তিনিই "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

চণ্ডীদেবী কিন্তু পরব্রহ্ম নহেন, মার্কণ্ডেয়পুরাণমতে তিনি "বিষ্ণুশক্তি", সর্বব্যাপক তত্ত্ব পরব্রহ্মের শক্তি; সুতরাং তিনি পরব্রহ্ম-নিরপেক্ষাও নহেন, স্বয়ংসিদ্ধাও নহেন। এজন্য তিনি স্বরূপতঃ অদ্বিতীয়া বা "দ্বিতীয়-রহিতাও" নহেন। কেন না, পরব্রহ্ম নহেন বলিয়া তিনি প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামের সমস্ত কিছু নহেন; অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে মায়ারূপচণ্ডীদেবীর গতিও নাই। মর্কণ্ডেয়পুরাণের উক্তির আলোচনায় পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি তাঁহার বিভূতিগণ যে তাঁহার "দ্বিতীয়া" বা তাঁহা হইতে ভিন্না নহেন, তাহা জানাইবার জন্যই আলোচ্য ১৭৪ পয়ারে তাঁহাকে "দ্বিতীয়-রহিতা" বলা হইয়াছে।

**১৭৫। জলরূপে** ইত্যাদি—তুমি মহীরূপে বা জগদ্‌রূপে পরিণত হইয়াছ বলিয়া জগতিস্থ জল-স্থলাদি সমস্তই তুমি; তুমিই জগতিস্থ জলরূপে জগদ্‌বাসী সমস্ত জীবের জীবনসদৃশ। "আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি। অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ আপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে ॥ মার্কণ্ডেয়পুরাণ ॥ ৯১।৪ ॥" "জলরূপে তুমি সর্ব্ব"-স্থলে "তুমি জল, তুমি স্থল"-পাঠান্তর।

**১৭৬। কালরূপাকৃতি**—অলক্ষ্মীরূপা। "কালরূপাকৃতি"-স্থলে "কালরূপা অতি"-পাঠান্তর।

তুমি সে করাহ ত্রিজগতে সৃষ্টি-স্থিতি।
তোমা' না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি॥ ১৭৭
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র উদয়া।
রাখহ জননি! চরণের দিয়া ছায়া॥ ১৭৮
তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার।
তুমি না রাখিলে মাতা! কে রাখিব আর॥ ১৭৯
সভার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত-জীবেরে মাতা! কর' নিজ-দাস॥ ১৮০
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্ব-ভূত-বুদ্ধি।
তোমা' স্মঙরিলে সর্ব্ব-মন্ত্রাদির শুদ্ধি॥" ১৮১
এইমত স্তুতি করে সকল মহান্ত।
বর-মুখ মহাপ্রভু শুনয়ে নিতান্ত॥ ১৮২
পুনঃপুন সভে দণ্ডপ্রণাম করিয়া।
পুন স্তুতি করে শ্লোক পঢ়িয়া পঢ়িয়া॥ ১৮৩
"সভে লইলাঙ মাতা! তোমার শরণ।
শুভদৃষ্টি কর' তোর পদে রহু মন॥" ১৮৪
এইমত সভেই করেন নিবেদন।
উর্দ্ধবাহু করি সভে করেন ক্রন্দন॥ ১৮৫
গৃহমাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর-ভবন॥ ১৮৬
আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে।
হেনই সময়ে নিশি হৈল অবসানে॥ ১৮৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ॥ মার্কণ্ডেয়পুরাণ॥ ৮৪।৫॥ —যিনি স্বয়ং সাধুদিগের গৃহে লক্ষ্মী এবং পাপীদিগের (অসাধুগণের) গৃহে অলক্ষ্মী এবং যিনি সুবুদ্ধি-জনগণের হৃদয়ে বুদ্ধি।"

১৭৭। **ত্রিজগতে**—সপ্তপাতাল, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এবং জন-তপ-মহঃ-সত্য এই ত্রিবিধ জগৎ বা প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। **তুমি সে করাহ** ইত্যাদি—তুমিই উল্লিখিত ত্রিজগতের, অর্থাৎ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের, **সৃষ্টি** ও **স্থিতি** (রক্ষা) করাইয়া থাক। "ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ॥ ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা। বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা বা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে॥ মার্কণ্ডেয়পুরাণ॥ ৮১।৭৫-৭৬॥" **ত্রিবিধ দুর্গতি**—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপ। "ত্রিবিধ"-স্থলে "বিবিধ"-পাঠান্তর।

১৭৮। **তুমি শ্রদ্ধা** ইত্যাদি—তুমি সর্বত্র বৈষ্ণবের উদয়া শ্রদ্ধা, অর্থাৎ তুমি সর্বত্র বৈষ্ণবের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপে উদিত হও। **রাখহ জননি** ইত্যাদি—হে মাতঃ! তোমার চরণের ছায়া দিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। "শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥ মার্কণ্ডেয়পুরাণ॥ ৮৪।৫॥"

১৭৯। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "সংসার সাগরে (মায়ার) মগ্ন জগত তোমার"-পাঠান্তর।

১৮১। **তুমি সর্ব্বভূত-বুদ্ধি**—তুমি সমস্ত ভূতের (জীবের) বুদ্ধিরূপা। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণ॥ ৮৫।২২॥"

১৮২। **বর-মুখ**—বর বা কাম্য বস্তু দানের জন্য উন্মুখ (ইচ্ছুক)। **নিতান্ত**—একমনে।

১৮৬। "চন্দ্রশেখর-ভবন"-স্থলে "চন্দ্রশেখরের মন"-পাঠান্তর।

১৮৭। "হৈল"-স্থলে "ভেল"-পাঠান্তর। ভেল—হইল।

আনন্দে না জানে কেহ নিশি ভেল শেষ।
দারুণ অরুণ আসি ভেল পরবেশ ॥ ১৮৮
পোহাইল নিশি হৈল নৃত্য-অবসান।
বাজিল সভার বুকে যেন মহাবাণ ॥ ১৮৯
চমকিত হই সভে চারিদিগে চা'য়।
'পোহাইল নিশি' করি কান্দে উভরা'য় ॥ ১৯০
কোটি-পুত্র-শোকেও এতেক দুঃখ নহে।
যে দুঃখ জন্মিল সর্ব্ব-বৈষ্ণব-হৃদয়ে ॥ ১৯১
যে দুঃখে বৈষ্ণব-সব অরুণেরে চা'হে।
প্রভু-ক্রোধকৃপা লাগি ভস্ম নাহি যায়ে ॥ ১৯২
এ রঙ্গ রহিব হেন বিষাদ ভাবিয়া।
অতএব গৌরচন্দ্র করিলেন ইহা ॥ ১৯৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**১৮৮। ভেল**—হইল। **দারুণ অরুণ**—নিষ্ঠুর সূর্যকিরণ বা সূর্য। **পরবেশ**—প্রবেশ, প্রকাশ।

**১৮৯। বাজিল**—বিদ্ধ হইল। "যেন"-স্থলে "এই"-পাঠান্তর। এই—প্রভুর নৃত্য-অবসানরূপ।

**১৯০। উভরায়**—উচ্চস্বরে।

**১৯২।** বৈষ্ণবগণ যে **দুঃখে** (সূর্য উদিত হওয়ায় প্রভুর নৃত্যের অবসান হইয়াছে বলিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে যে দুঃখাতিশয্য জন্মিয়াছিল, সেই দুঃখাতিশয্য-জনিত যে রোষাগ্নির সহিত) **অরুণেরে চাহে** (অরুণের বা সূর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তাহাতে অরুণ ভস্মীভূত হইয়া যাওয়ারই কথা। কিন্তু) **প্রভুক্রোধ-কৃপা লাগি** (সূর্যের প্রতি ভক্তদের ক্রোধ-বিষয়ে প্রভুর কৃপার ফলে, অরুণ) **ভস্ম নাহি যায়ে** (ভস্মীভূত হইল না। সূর্যের প্রতি ভক্তদের তীব্র রোষাগ্নি-সত্ত্বেও সূর্যের প্রতি প্রভুর কৃপা হইয়াছিল বলিয়া সূর্য সেই রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত হইল না। সূর্য অন্যান্য দিনের ন্যায় এই দিনও নিয়মিতভাবেই উদিত হইয়াছে; সুতরাং সূর্যের কোনও দোষ নাই। এজন্যই বোধহয় সূর্যের প্রতি প্রভুর কৃপা। সূর্যকে ভস্মীভূত হইতে না দেওয়ার পক্ষে প্রভুর অন্য একটি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী ১৯৩ পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে)। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "প্রভুর কৃপার লাগি ভস্ম নাহি হয়ে"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

**১৯৩।** অন্বয়। এ রঙ্গ (প্রভুর নৃত্যরূপ রঙ্গ বা লীলা) রহিব (স্থগিত হইবে, থামিয়া যাইবে), হেন বিষাদ ভাবিয়া (তাহাতে ভক্তগণের চিত্তে অত্যন্ত দুঃখ জন্মিবে মনে করিয়া। প্রভু মনে করিলেন, তাঁহার নৃত্যলীলা দর্শন করিতে না পাইলে ভক্তগণের চিত্তে অত্যন্ত দুঃখ জন্মিবে), অতএব (সে জন্য) গৌরচন্দ্র ইহা করিলেন (সূর্যকে ভস্মীভূত হইতে দিলেন না। সূর্য ভস্মীভূত হইলে আবার নিশার আগমন হইবে, তখন প্রভুর নৃত্যও চলিতে থাকিবে। কিন্তু প্রভুর আর নৃত্য করিবার ইচ্ছা ছিল না। এ কথা বলার হেতু এই। পূর্ববর্তী ১৩৪-৩৫ পয়ারোক্তি হইতে জানা যায়, প্রভু যখন আদ্যাশক্তি-ভাবের আবেশে নৃত্য-স্থলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি ভক্তগণের মধ্যে তাঁহার প্রতি জননীভাব জাগাইয়াছিলেন; প্রভুকে দেখিয়া প্রত্যেক ভক্তই মনে করিলেন, তাঁহার জননীই পরলোক হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাহাতে আনন্দের আতিশয্যে তাঁহারা আত্মস্মৃতি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এতাদৃশ প্রবলজননীভাবের আবেশে ভক্তগণের মধ্যে যে স্ব-স্ব জননীর স্তন্য পানের জন্য লালসা জন্মিয়াছিল, স্বাভাবিকভাবেই তাহা মনে করা যায়। তাহার পরে ভক্তগণ

কান্দে সর্ব্ব-ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া।
পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥ ১৯৪
যত নারায়ণী-শক্তি জগত-জননী।
সেই সব হইয়াছে বৈষ্ণবগৃহিণী ॥ ১৯৫
অন্যোহন্যে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
সভেই ধরেন শচীদেবীর চরণ ॥ ১৯৬
চৌদিগে উঠিল বিষ্ণুভক্তির ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল চন্দ্রশেখর-ভবন ॥ ১৯৭
সহজেই বৈষ্ণবের ক্রন্দন উচিত।
জন্ম জন্ম জানে যারা কৃষ্ণের চরিত ॥ ১৯৮
কেহো বোলে "আরে রাত্রি ! কেনে পোহাইলা ?
হেন রসে কেনে কৃষ্ণ ! বঞ্চিত করিলা ?" ১৯৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যখন চণ্ডীস্তব পড়িয়া প্রভুর স্তুতি করিতেছিলেন, তখন প্রভু "বর-মুখ" হইয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহাদের স্তব শুনিতেছিলেন ( পূর্ববর্তী ১৮২ পয়ার দ্রষ্টব্য ), অর্থাৎ প্রভু তখন ভক্তদিগকে তাঁহাদের কাম্যবস্তু স্ব-স্ব জননীর স্তন্য দানের জন্য ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহাদের এই কাম্যবস্তু-দানের ইচ্ছাতেই নৃত্য করিবার ইচ্ছা প্রভু ত্যাগ করিলেন। পরবর্তী বর্ণনা হইতে জানা যায়, প্রভু ভক্তদিগকে তাঁহাদের কাম্যবস্তু স্তন্য দান করিয়াছিলেন, ( ২০০-৬ পয়ার দ্রষ্টব্য )। প্রভুর নৃত্যদর্শনের আনন্দদানের পরিবর্তে ভক্তদিগের অভীষ্ট স্তন্যদানের দ্বারা তাঁহাদের কৃতার্থতা ও পরমানন্দ দানের ইচ্ছাতেই প্রভু নৃত্য বন্ধ করিতে **ইচ্ছা** করিয়াছিলেন। এই জন্যই প্রভু সূর্যকে ভস্মীভূত হইতে দিলেন না এবং তদ্দ্বারা নিশার **পুনরাগমনের** সম্ভাবনা দূর করিয়া স্বীয় নৃত্য চালাইবার সম্ভাবনাও দূর করিলেন।

**১৯৫। নারায়ণীশক্তি**—মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ( স্বরূপ-শক্তি )। **জগত-জননী**—জগতের ( জগদ্‌বাসী জীবের ) সম্বন্ধে জননীস্বরূপা, জননীর ন্যায় কৃপাপরায়ণা ও স্নেহপরায়ণা। **যত নারায়নীশক্তি** ইত্যাদি—জগতের প্রতি কৃপাপরায়ণা ও স্নেহপরায়ণা, মূলনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের যত স্বরূপশক্তি (স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ আছেন), **সেই সব হইয়াছে** ইত্যাদি—প্রভুর প্রকট-লীলাতে তাঁহারাই বৈষ্ণব-গৃহিণীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রভুর অনাদিসিদ্ধ নিত্য-পরিকরগণ জীবতত্ত্ব নহেন ; তাঁহারাও প্রভুর স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ। তাঁহাদের গৃহিণীও প্রভুর অনাদিসিদ্ধ নিত্যপরিকর ; তাঁহারাও জীবতত্ত্ব নহেন, পরন্তু স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ। প্রভু তাঁহার ভক্তদের ন্যায় তাঁহাদিগকেও জগতে অবতারিত করাইয়াছেন। নিজেদের আচরণের দ্বারা তাঁহারাও জগদ্‌বাসী জীবের প্রতি জননীর ন্যায় কৃপা ও স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

**১৯৮। সহজেই** ইত্যাদি—প্রভুর নিত্যপরিকর বৈষ্ণবগণ, প্রভু-বিষয়ে তাঁহাদের চিত্তের স্বাভাবিক অবস্থাবশতঃ, প্রভুর নৃত্যলীলা দর্শনের নিমিত্ত স্বভাবতঃই ব্যাকুল। এক্ষণে প্রভুর নৃত্যলীলা দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা যে দুঃখভরে ক্রন্দন করিবেন, তাহা সঙ্গতই। **জন্ম জন্ম** ইত্যাদি—জন্মে জন্মে অর্থাৎ প্রভু যখন-যখনই জন্মলীলা প্রকটিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন ( ১।৪।৩৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ), তখন-তখনই প্রভু ( স্বয়ংরূপে বা শ্রীকৃষ্ণরূপে ) যে-সমস্ত লীলা করিয়াছেন, এই বৈষ্ণবগণ তৎসমস্তই অবগত আছেন। এই উক্তি হইতে এবং পরিষ্কার ভাবেই জানা গেল, এ-সমস্ত বৈষ্ণব হইতেছেন প্রভুর নিত্যপরিকর, প্রতি প্রকট-লীলাতেই তাঁহারা প্রভুর সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

চৌদিগে দেখিয়া সব-বৈষ্ণব-ক্রন্দন।
অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ২০০
মাতা-পুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ।
এইমত সভারে দিলেন পুত্র-ভাব ॥ ২০১
মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সভারে ধরিয়া।
স্তনপান করায় পরম স্নিগ্ধ হৈয়া ॥ ২০২
কমলা, পার্ব্বতী, দয়া, মহানারায়ণী।
আপনে হইলা প্রভু জগতজননী ॥ ২০৩
সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা।
'আমি পিতা, পিতামহ, আমি ধাতা, মাতা॥' ২০৪

তথাহি ( গীতা. ৯।১৭ )—

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥ "২ ॥

আনন্দে বৈষ্ণব সব করে স্তন পান।
কোটি কোটি জন্ম যারা মহাভাগ্যবান্ ॥ ২০৫
স্তনপানে সভার বিরহ গেল দূর।
প্রেমরসে সভে মত্ত হইলা প্রচুর ॥ ২০৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০১। **মাতা-পুত্রে** ইত্যাদি—মাতা ও পুত্রের মধ্যে যেরূপ স্নেহ ও অনুরাগ ( পুত্রের প্রতি মাতার স্নেহ এবং মাতার প্রতি পুত্রের অনুরাগ বা প্রীতি ) থাকে, **এইমত** ইত্যাদি—আদ্যাশক্তির ভাবে আবিষ্ট প্রভুই তদ্রূপ সভারে ( সকল ভক্তকে ) পুত্র-ভাব ( আদ্যাশক্তিরূপ প্রভুর পুত্র-ভাব ) দিলেন। ভক্তগণের প্রত্যেকেই মনে করিলেন, এই আদ্যাশক্তি তাঁহার মাতা এবং আদ্যাশক্তি-ভাবাবিষ্ট প্রভুও মনে করিলেন, ভক্তগণের প্রত্যেকেই তাঁহার পুত্র। ইহা ছিল তাঁহাদের অকপটভাব, দৃঢ়া প্রতীতি।

২০২। "সভারে ধরিয়া"-স্থলে "সভা সম্বোধিয়া" এবং "পরম"-স্থলে "সভারে" এবং "অতি"-পাঠান্তর। **স্নিগ্ধ**—স্নেহপরায়ণ, স্নেহযুক্ত।

২০৪। আদ্যাশক্তির ভাবে আবিষ্ট প্রভু তাঁহার এই স্তন্যদান-লীলায় দেখাইলেন, তিনি ভক্তগণের মাতা। বস্তুতঃ, কেবল এই ভক্তগণের নহে, তিনি সমস্ত জীবেরই মাতা, সমস্ত জীবের প্রতিই তিনি মাতার ন্যায় স্নেহ-পরায়ণ। সেইজন্য বলা হইয়াছে, "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব। চৈ. চ. ৩।২।৫ ॥" এই লীলাতে **সত্য করিলেন** ইত্যাদি—প্রভু আপনার গীতাকে ( শ্রীকৃষ্ণরূপে অর্জুনের নিকট কথিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাকে ) সত্য করিলেন ( গীতায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে সত্য, তাহা দেখাইলেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি বলিয়াছেন ) **আমি পিতা** ইত্যাদি—আমিই জগতের পিতা, পিতামহ, ধাতা ( কর্মফল-বিধাতা ) এবং মাতা। এই উক্তির সমর্থনে নিম্নে গীতাশ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো ॥ ২ ॥ অন্বয় সহজ। **অনুবাদ**। আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, ( কর্মফল-বিধানকর্তা ) এবং পিতামহ। ২।১৮।২ ॥

২০৫-৬। পূর্বে ( ১১৯-পয়ারের টীকায় ) প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রভু রুক্মিণীর বেশেই সাজিয়াছিলেন, আর বেশ পরিবর্তন করেন নাই। তাহা ছিল রমণীর বেশ; সেই বেশেই প্রভু আদ্যাশক্তি-প্রভৃতির ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আদ্যাশক্তি ভগবতীর ভাবে আবিষ্ট হইয়াই তিনি সমস্ত ভক্তকে স্তন পান করাইয়াছেন। ( পূর্ববর্তী ২০২ পয়ার দ্রষ্টব্য ) এবং **আনন্দে বৈষ্ণবগণ** ইত্যাদি—ভক্তগণও পরমানন্দে স্তন পান করিলেন। ইহা স্তনপানের অভিনয় মাত্র নহে; ভক্তগণ বাস্তবিকই স্তনক্ষরিত দুগ্ধপান করিয়াছেন। এজন্যই বলা হইয়াছে **স্তনপানে সভার** ইত্যাদি—স্তন্যপান-জনিত পরিতৃপ্তিতে তাঁহাদের

এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র বেদে কয়॥ ২০৭
মহারাজরাজেশ্বর গৌরাঙ্গসুন্দর।
এহো রঙ্গ করিলেন নদীয়া-ভিতর॥ ২০৮
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থূল সূক্ষ্ম আছে।
সব চৈতন্যের রূপ—ভেদ কর' পাছে॥ ২০৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিরহ দূর হইল এবং তাঁহারা সকলে প্রচুর পরিমাণে প্রেমরসে মত্ত হইয়া পড়িলেন। **কোটি কোটি জন্ম** ইত্যাদি—এই সমস্ত ভক্তগণ কোটি কোটি জন্ম হইতেই এইরূপ স্তন্যপানের সৌভাগ্যে মহাভাগ্যবান্। অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে প্রভু যে কোটি কোটি বার ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকবারেই প্রভু তাঁহার এ-সকল নিত্যপার্ষদগণকে এইভাবে স্তন্যপান করাইয়াছেন, প্রত্যেক বারেই এই ভক্তগণ এইরূপ পরমভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। স্তন্যপানের অভিনয়মাত্র হইলে এইরূপ অবস্থা কখনই হইত না—স্তন্যপানের অভিনয়কে ভক্তদের পরমভাগ্য বলার কোনও হেতু থাকিত না, স্তন্যপানের অভিনয়ে ভক্তগণ প্রচুর পরিমাণে প্রেমোন্মত্তও হইতেন না, তাঁহাদের বিরহও দূর হইত না। তাঁহারা বাস্তবিকই স্তন্যপান করিয়াছিলেন। **বিরহ**—বিরহ-দুঃখ। কি বিরহ-দুঃখ? আদ্যাশক্তি ভগবতীর ভাবে নৃত্য-পরায়ণ প্রভুর সহিত বিরহজনিত দুঃখ। প্রভু যখন নৃত্য বন্ধ করিলেন, তখন আর নৃত্য দর্শন করিতে পারিলেন না বলিয়া যে-দুঃখাতিশয্যে ভক্তগণ ক্রন্দন করিতেছিলেন (পূর্ববর্তী ১৯৪-৯৯ পয়ার দ্রষ্টব্য, সেই দুঃখাতিশয্য। যে-দুঃখাতিশয্যে তাঁহারা ক্রন্দন করিতেছিলেন, তাহা দূর করার জন্যই প্রভু অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদিগকে স্তন পান করাইয়াছিলেন (পূর্ববর্তী ২০০-২ পয়ার দ্রষ্টব্য)। ইহা যদি কেবল স্তন্যপানের অভিনয়মাত্র হইত, তাহা হইলে ভক্তগণের এই দুঃখাতিশয্য দূর হইত না। তাঁহারা বাস্তবিক স্তন্যই পান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বাস্তব স্তন্য (স্তনদুগ্ধ) কোথা হইতে আসিল? প্রভু যখন রুক্মিণীর কাচে সাজিয়াছিলেন, তখন হয়তো তিনি কৃত্রিম স্তনও ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই কৃত্রিম স্তন হইতে স্তন্য ক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এই সমস্তই লীলাশক্তির খেলা। পূর্বে (১৪৫ পয়ারের টীকায়) বলা হইয়াছে, প্রভু স্বয়ংভগবান্ বলিয়া তাঁহার মধ্যে সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ এবং সমস্ত ভগবৎ-কান্তাগণও বিরাজিত। লীলাশক্তি, পূর্বে শিবভক্তের প্রসঙ্গে প্রভুর মধ্যে অবস্থিত শিবকে যেমন প্রকটিত করিয়া দেখাইয়াছেন, এক্ষণে প্রভুর মধ্যে অবস্থিত আদ্যাশক্তি ভগবতীকেও প্রকটিত করিয়াছেন। এই আদ্যাশক্তি ভগবতীর স্তন হইতেই লীলাশক্তি স্তন্য ক্ষরিত করাইয়াছেন। ইহা বাস্তব স্তন্য এবং ভক্তগণ তাহাই পান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ২।১৬।৩৫ পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

**২০৭।** ১।২।২৮২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**২০৯। সব চৈতন্যের রূপ**—অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীচৈতন্যরূপ কৃষ্ণই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন (২।১৮। ১৭৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **ভেদ কর পাছে**—দেখিও যেন ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল-সূক্ষ্ম বস্তুসমূহকে শ্রীচৈতন্য হইতে ভিন্ন মনে করিও না। ভিন্ন মনে করিলে তাঁহার অদ্বিতীয়ত্বই (একমেবাদ্বিতীয়ত্বম্ই) স্বীকার করা হইবে না, তাহাতে অপরাধ হইবে। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। তাহা হইতেছে

ইচ্ছায় কাচয়ে কাচ, ইচ্ছায় ঘুচায়
ইচ্ছায় করয়ে সৃষ্টি, ইচ্ছায় মিলায় ॥ ২১০
ইচ্ছাময় মহেশ্বর—ইচ্ছা কাচ কাচে।
তান ইচ্ছা নাহি করে হেন কোন্ আছে ॥ ২১১
তথাপি তাঁহার কাচ—সকলি সুসত্য।
জীব তারিবার লাগি এ সব মহত্ত্ব ॥ ২১২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এই—"নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ( অর্থাৎ এই সৃষ্ট বিশ্বে ) যত কিছু ( যত কিছু সৃষ্টবস্তু ) আছে, তৎসমস্তই শ্রীচৈতন্যের রূপ ( শ্রীচৈতন্যই সে-সমস্ত বস্তুরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ববর্তী ২।১৮।১৭৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য এবং এই বিশ্ব পরব্রহ্মের কিরূপ পরিণাম, তাহাও সে-স্থলে দ্রষ্টব্য ) ; সুতরাং এই বিশ্ব পরব্রহ্ম শ্রীচৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীচৈতন্য এই সৃষ্ট বিশ্ব হইতে ভিন্ন।" "নাতঃ পরং পরম" ইত্যাদি ভা. ৩।৯।৩-শ্লোকে ব্রহ্মা, আনন্দমাত্র এবং বিশ্বস্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণকে "অবিশ্বম্" বলিয়াছেন। টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অবিশ্বম্ বিশ্বস্মাদন্যৎ—'অবিশ্ব' হইতেছে বিশ্ব হইতে অন্য", অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন বিশ্ব হইতে অন্য—ভিন্ন। শ্রুতিপ্রমাণের উল্লেখপূর্বক ২।১৮।১৭৪ পয়ারের টীকায় বলা হইয়াছে, এই বিশ্বের উপাদান হইতেছে মায়া। মায়া হইতেছে জড়রূপা, অচেতনা। যাহা চিৎ বা জ্ঞান নহে, তাহাকেই জড় বলে। অচিৎ বা জড়রূপা মায়া বিশ্বের উপাদান বলিয়া বিশ্বও জড়—অচিৎ। কিন্তু পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন—চিৎ, বিভুচিৎ, চিদানন্দ, আনন্দমাত্র। জড় হইতে চিৎ ভিন্ন বস্তু বলিয়া, বিভু-চিৎ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ও বিশ্ব হইতে ভিন্ন বস্তু। পরব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবানের সেবা হইতেই জীব মায়ামুক্ত হইতে পারে ( গীতা ॥ ৭।১৪-১৬ )। এই সৃষ্ট বিশ্ব এবং তদন্তর্গত সৃষ্ট জীবদেহ বা জীবভোগ্য বস্তু হইতে পরব্রহ্ম যদি ভিন্ন না হইতেন, তাহা হইলে দেহের বা দেহভোগ্যবস্তুর সেবাতেও জীব মায়ামুক্ত হইতে পারিত। অনাদিবহির্মুখ সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই দেহের এবং দেহভোগ্য বস্তুর সেবা করিয়া আসিতেছে; তথাপি তাহার মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি হইতেছে না; যেহেতু, তাহার জন্ম-মৃত্যুর অবসান হইতেছে না। ইহাতেও বুঝা যায়, যাঁহার উপাসনায় জীব মায়ামুক্ত হইতে পারে, সেই পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ হইতেছেন এই সৃষ্ট বিশ্ব হইতে ভিন্ন বস্তু।

২১০। **মিলায়**—মিলাইয়া দেন; সৃষ্টিকালে নিজের চিচ্ছক্তির প্রভাবে মায়িক গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে বিনষ্ট করিয়া বিভিন্ন সৃষ্টবস্তুর বিভিন্ন উপাদানরূপে তাহাদিগকে যে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগকে পুনরায় মিলাইয়া সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন, অর্থাৎ সৃষ্ট জগতের সংহার করিয়া থাকেন।

২১১। **ইচ্ছা কাচ কাচে**—স্বীয় ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন কাচ গ্রহণ করেন, বিভিন্নরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন। **তান ইচ্ছা নাহি** ইত্যাদি—যাহা করিবার বা করাইবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা না হয়, তাহা করিবার সামর্থ্য কাহার আছে ? অর্থাৎ কাহারও নাই।

২১২। **তথাপি**—ইচ্ছাময় প্রভু নিজের ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন কাচ কাচিলেও, **তাঁহার কাচ** ইত্যাদি—তাঁহার সমস্ত কাচই **সুসত্য** ( পারমার্থিক সত্য, বাস্তব )। লৌকিক জগতে নাটকাদির

ইহা না বুঝিয়া কোন্ পাপী জনা জনা।
প্রভুরে বোলয়ে "গোপী" খাইয়া আপনা' ॥ ২১৩
অদ্ভুত গোপিকা-নৃত্য—চারি-বেদ-ধন।
কৃষ্ণভক্তি হয় ইহা করিলে শ্রবণ ॥ ২১৪
হইলা বড়াই-বুড়ি প্রভু নিত্যানন্দ।
সে লীলায় হেন লক্ষ্মী-কাচে গৌরচন্দ্র ॥ ২১৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অভিনয়-কালে যিনি রাজার কাচ কাচেন, তিনি বাস্তবিক রাজা নহেন, অভিনয়-কালেও তিনি বাস্তবিক রাজা হইয়া যায়েন না। অভিনয়-কালে তিনি যে-সমস্ত ভাব প্রকাশ করেন, সে-সমস্তও বাস্তবিক রাজারূপে তাঁহার ভাব নহে; তিনি কেবল অনুকার্য রাজার ভাবগুলির অভিনয়-মাত্র করেন, সে-সমস্ত ভাবে তিনি আবিষ্টও হয়েন না; সুতরাং যে-সমস্তভাব তাঁহার পক্ষে বাস্তবও নয়। কিন্তু লক্ষ্মীকাচে নৃত্য-প্রসঙ্গে প্রভু রুক্মিণী, আদ্যাশক্তি ভগবতী প্রভৃতির সে-সমস্ত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, সে-সমস্ত ভাবই সুসত্য—পারমার্থিকভাবে সত্য, বাস্তব। **জীব তারিবার লাগি** ইত্যাদি—জগতের জীবের উদ্ধারের জন্যই প্রভুর এ-সমস্ত লীলা এবং ইহাতে তাঁহার মহত্ত্বই (মহিমাই) প্রকাশ পাইয়া থাকে।

২১৩। **ইহা না জানিয়া**—জীব-নিস্তারের জন্যই যে প্রভুর এ-সমস্ত লীলা, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, **কোন পাপী জনা জনা**—কোনও কোনও পাপী লোক, **খাইয়া আপনা**—নিজের সর্বনাশ সাধন করিয়া, **প্রভুরে বোলয়ে গোপী**—প্রভুকে "গোপী"-মাত্র মনে করিয়া থাকে (ইহাতেই তাহাদের সর্বনাশ হয়)। লক্ষ্মী কাচে নৃত্যকালে প্রভু "গোকুল-সুন্দরী-ভাবে"ও নৃত্য করিয়াছিলেন (পূর্ববর্তী ১৪৩ পয়ার দ্রষ্টব্য)। "গোকুল-সুন্দরী" বলিতে বৃন্দাবনের গোপীই বুঝায়। প্রভুর গোপীভাবে নৃত্যের কথা শুনিয়া, তাহার রহস্য বুঝিতে না পারিয়া যাহারা মনে করে—প্রভু সামান্য একজন গোপীমাত্র, তাহারা পাপী, পাপ-কালিমায় তাহাদের চিত্ত সম্যক্‌রূপে আবৃত বলিয়া প্রভুর গোপীভাবের রহস্য তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না। অবশ্য ব্রহ্মাণ্ডের বস্তু-মাত্ররূপেই প্রভু আত্ম-পরিণতি ঘটাইয়াছেন বলিয়া সামান্য গোপীরূপেও তিনিই। কিন্তু একজন সামান্য গোপী এবং একজন ব্রজগোপী—এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সামান্য গোপী হইতেছে পঞ্চভূতাত্মক, মায়াকবলিত। আর ব্রজগোপী হইতেছেন স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ, মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। সুতরাং ব্রজগোপীভাবাবিষ্ট প্রভুকে জগতের সামান্য একজন গোপী, সামান্য একজন গোপীর ভাবে আবিষ্ট, মনে করিলে প্রভুর এবং ব্রজগোপীর—উভয়েরই মহিমাকে খর্ব করা হয়। "বুঝিয়া কোন পাপী জনা"-স্থলে "জানিয়া কোন কোন পাপি"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

**২১৪।** এই পয়ারে ব্রজগোপীদের এবং তাঁহাদের নৃত্যের (অথবা ব্রজগোপীভাবে প্রভুর নৃত্যের) মহিমা কথিত হইয়াছে। **চারিবেদ-ধন**—চারিবেদের অতুল্য সম্পত্তি। বেদানুগত, বা পঞ্চম বেদস্বরূপ, শ্রীভাগবতাদি অপৌরুষেয় পুরাণে ব্রজগোপীদিগের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে।

**২১৫। হেন লক্ষ্মী কাচে**—এতাদৃশী ব্রজলক্ষ্মী গোপীর কাচে (ভাবে, গৌরচন্দ্র নৃত্য করিয়াছিলেন)।

যখনে যে রূপে গৌরসুন্দর বিহরে।
সেই অনুরূপ রূপ নিত্যানন্দ ধরে ॥ ২১৬
প্রভু হইলেন গোপী, নিতাই বড়াই।
কে বুঝিব ইহা —যার অনুভব নাই ॥ ২১৭
কৃষ্ণ-অনুগ্রহে সে এ-সব-মর্ম্ম জানি।
অল্প-ভাগ্যে নিত্যানন্দস্বরূপ না চিনি ॥ ২১৮
কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেনমত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি ॥ ২১৯
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তথাপি সে পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে ॥ ২২০
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে ॥ ২২১
মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃত-স্রবণ।
যহিঁ লক্ষ্মীবেশে নৃত্য কৈলা নারায়ণ ॥ ২২২
নাচিলা জননীভাবে ভক্তি শিখাইয়া।
সভার পূরিলা আশ স্তন পিয়াইয়া ॥ ২২৩
সপ্তদিন শ্রীআচার্য্যরত্নের মন্দিরে।
পরম-অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে ॥ ২২৪
চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ—একত্র যেন জ্বলে।
দেখয়ে সুকৃতি-সব মহাকুতূহলে ॥ ২২৫
যতেক আইসে লোক আচার্য্যমন্দিরে।
চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহো নাহি ধরে ॥ ২২৬
লোকে বোলে "কি কারণে আচার্য্যের ঘরে।
দুই চক্ষু মেলিতে—ফুটিয়া যেন পড়ে ?" ২২৭
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাসে'।
কেহো আর কিছু নাহি করয়ে প্রকাশে ॥ ২২৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২১৬। **বিহরে**—লীলা করেন। "যে রূপে গৌরসুন্দর বিহরে"-স্থলে "যে রূপ গৌরচন্দ্র যে বিহারে"-পাঠান্তর। অর্থ—যে-বিহারে ( লীলায় ) গৌরচন্দ্র যে রূপ ধারণ করেন।

২১৭। **কে বুঝিব** ইত্যাদি—ভক্তিহীনতাবশতঃ লীলারহস্যের উপলব্ধি যাঁহার নাই, তিনি ইহা কিরূপে বুঝিবেন ?

২১৯। **কেনি**—কেন।

২২১। ১৬।৪২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২২-২২৩। **অমৃত-স্রবণ**—অমৃতের স্রাব বা ধারা। **যহিঁ**—যাহাতে, যে-মধ্যখণ্ডে। **নারায়ণ**—মূল নারায়ণ শ্রীচৈতন্য। **পূরিলা**—পূর্ণ করিলেন। **আশ**—আশা, বাসনা। "পূরিলা"-স্থলে "পূরাইলা"-পাঠান্তর।

২২৪। **সপ্তদিন**—যে-রাত্রিতে প্রভু লক্ষ্মীকাচে নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহার পরবর্তী সাতদিন ধরিয়া। **শ্রীআচার্য্যরত্নের মন্দিরে**—শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে (যে-স্থানে প্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন)। **নিরন্তরে**—সর্বদা অবিচ্ছিন্নভাবে। "নিরন্তরে"-স্থলে "বিশ্বম্ভরে"-পাঠান্তর। অর্থ—বিশ্বম্ভর গৌরচন্দ্রের পরম-অদ্ভুত তেজ। পরবর্তী ২২৮ পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত মুরারিগুপ্তের উক্তিতেও "হরির, অর্থাৎ বিশ্বম্ভরের, তেজ" বলা হইয়াছে।

২২৮। **শুনিয়া বৈষ্ণবগণ** ইত্যাদি—২২৭-পয়ারোক্ত লোকদের কথা শুনিয়া, প্রভুর অদ্ভুত প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়া, সাধারণ লোকগণ তাহা বুঝিতে পারিতেছে না ভাবিয়া, ভক্তগণ মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু ভক্তদের মধ্যে **কেহ আর কিছু** ইত্যাদি—কেহ কিছু প্রকাশ করিয়া ( এই

হেন সে চৈতন্য-মায়া পরম-গহন।
তথাপিহ কেহো কিছু না বুঝে কারণ। ২২৯
এমত অচিন্ত্য লীলা গৌরচন্দ্র করে।
নবদ্বীপে সর্ব্ব-শক্তি-সহিতে বিহরে॥ ২৩০
শুন শুন আরে ভাই! চৈতন্যের কথা।
মধ্যখণ্ডে যে যে কর্ম্ম কৈলা যথা যথা॥ ২৩১
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥ ২৩২

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে গৌরাঙ্গস্য গোপিকানৃত্যবর্ণনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অদ্ভুত তেজের হেতু কি, তাহা) বলিলেন না। সাধারণ লোকগণ বিশ্বাস করিতে না পারিয়া উপহাস করিয়া অপরাধগ্রস্ত হইবে মনে করিয়াই বোধ হয় ভক্তগণ কিছু প্রকাশ করিয়া বলিলেন না।

শ্রীলমুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় এত অদ্ভুত তেজ সম্বন্ধে উল্লিখিতরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যরত্নবাট্যাং মহাপ্রভুঃ। ননর্ত্ত যত্র তত্রাসীত্তেজস্তত্ত্ববদদ্ভুতম্॥ সপ্তাহং শীতলং চন্দ্রতেজসা সদৃশং হরেঃ। চঞ্চলেব সুদুষ্প্রেক্ষ্যং চিত্তাহ্লাদকরংশুচি॥ যে যে তত্রাগতা লোকা উচুস্তত্র কথং দৃশোঃ। উন্মীলনে ন শক্তাঃ স্ম বিদ্যুদ্‌বৎ প্রেক্ষ্য ভূতলে॥ তৎ শ্রুত্বা বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে হর্ষাদূচুর্ন কিঞ্চন। জানন্তোঽপি মহাভাগা বহির্মুখজনান্ প্রতি॥ কড়চা॥ ২।১৭।১-৪॥—শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যরত্নের গৃহে মহাপ্রভু যে-স্থানে নৃত্য করিয়াছিলেন, সে-স্থানে শ্রীহরি-মহাপ্রভুর তত্ত্বসদৃশ অদ্ভুত তেজ এক সপ্তাহ পর্যন্ত ছিল। সেই তেজ ছিল চন্দ্রের তেজের (জ্যোতির) ন্যায় শীতল, কিন্তু বিদ্যুতের ন্যায় উত্তমরূপে দুর্দর্শনীয়, অথচ শুচি এবং চিত্তের আহ্লাদজনক। যাঁহারা সে-স্থলে আসিতেন, ভূতলে বিদ্যুৎতুল্য সেই জ্যোতি দেখিয়া বলিতেন—'চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারিতেছিনা কেন?' তাহা শুনিয়া, সমস্ত বৈষ্ণব আনন্দ অনুভব করিতেন; কিন্তু সেই জ্যোতির কারণ জানা সত্ত্বেও সেই মহাভাগ বৈষ্ণবগণ বহির্মুখ লোকদের নিকটে কিছু বলিতেন না।"

২২৯। **পরম গহন**—অত্যন্ত নিগূঢ়।

২৩২। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা
(১২.৯.১৯৬৩—১৩.৯.১৯৬৩ এবং ৪.১০.১৯৬৩—৯.১০.১৯৬৩)

# মধ্যখণ্ড

## উনবিংশ অধ্যায়

জয় বিশ্বম্ভর সর্ব্ব-বৈষ্ণবের নাথ।
ভক্তি দিয়া জীব প্রভু! কর' আত্মসাথ॥ ১

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-নয়ন-গোচর॥ ২

আপনে ভক্তের সব মন্দিরে মন্দিরে।
নিত্যানন্দ-গদাধর-সংহতি বিহরে॥ ৩

প্রভুর আনন্দে পূর্ণ ভাগবতগণ।
কৃষ্ণ-পরিপূর্ণ দেখে সকল-ভুবন॥ ৪

### নিতাই করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**বিষয়।** প্রভু অদ্বৈতের প্রতি গুরুবুদ্ধি পোষণ করিতেন বলিয়া প্রভুর হস্তে শাস্তি-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শান্তিপুরে অদ্বৈতকর্তৃক ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের উৎকর্ষ-খ্যাপন। নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভুর অদ্বৈত-গৃহে যাত্রা। পথে ললিতপুর-নামক স্থানে এক বামাচারী মদ্যপ সন্ন্যাসীর গৃহে গমন, কথাবার্তা প্রসঙ্গে সন্ন্যাসীর প্রতি শিক্ষা, সন্ন্যাসীর গৃহে ফলাহার, পরে সন্ন্যাসীকে মদ্যপ জানিয়া সে-স্থান পরিত্যাগ, গঙ্গায় ঝম্পপ্রদানপূর্বক ভাসিতে ভাসিতে অদ্বৈত-গৃহে গমন, অদ্বৈতের মুখে জ্ঞানের প্রাধান্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে শাস্তি-প্রদান, নিজতত্ত্ব-প্রকাশ। অদ্বৈতের প্রতি প্রভুর প্রসন্নতা। অদ্বৈতের সন্তোষ ও প্রতিজ্ঞা। স্বয়ংভগবান্‌কে উপেক্ষা করিয়া অন্যদেবতা-পূজনের কুফল। ভক্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ভগবৎ-পূজার কুফল-প্রদর্শন। অদ্বৈত-গৃহে প্রভুর আনন্দভোজন, বাল্যভাবাবেশে নিত্যানন্দের আচরণ, কৃত্রিম-ক্রোধাবেশে ব্যাজস্তুতিতে অদ্বৈতকর্তৃক নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-কথন। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও হরিদাসের সঙ্গে প্রভুর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন।

১। **আত্মসাথ**—অঙ্গীকার, ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার।

৪। **কৃষ্ণ-পরিপূর্ণ দেখে** ইত্যাদি—ভাগবতগণ সমস্ত জগৎকেই কৃষ্ণদ্বারা পরিপূর্ণ—জগতের সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান—দেখিতেছিলেন। পরমভাগবত ভক্তগণ সর্বদাই প্রীতিভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রীতির বশীভূত হইয়া ভক্তিবশ-শ্রীকৃষ্ণও সর্বদা তাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং বাহিরে তাঁহাদের নয়নের দৃষ্টিগোচর ভাবেও অবস্থান করেন। একথা ভগবান্ ব্রহ্মার নিকটেও বলিয়া গিয়াছেন। "যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু। প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্॥ ভা, ২।৯।৩৪॥ —পঞ্চ-মহাভূত যেমন উচ্চ-নীচ সমস্ত জীবের মধ্যে প্রবিষ্ট এবং অপ্রবিষ্টও, তদ্রূপ আমিও আমার চরণে নত ভক্তগণের মধ্যে প্রবিষ্ট এবং অপ্রবিষ্ট।" তাৎপর্য—ক্ষিত্যপ্‌তেজ-আদি পঞ্চ মহাভূত যেমন সকল জীবের ভিতরেও আছে, আবার সকল জীবের দৃশ্যমান্‌-ভাবে বাহিরেও থাকে, তদ্রূপ ভক্তবৎসল ভগবান্‌ও ভক্তদের ভিতরে, তাঁহাদের চিত্তে, বিরাজিত; আবার তাঁহাদের নয়নের দৃষ্টিগোচর-ভাবে বাহিরেও বিরাজিত। বস্তুতঃ ভগবান্ হইতেছেন ব্রহ্মবস্তু—

নিরবধি সভার আবেশে নাহি বাহ্য।
সঙ্কীর্ত্তন বিনা আর নাহি কোন কার্য্য ॥ ৫
সভা' হইতে মত্ত বড় আচার্য্যগোসাঞি।
অগাধ চরিত্র, বুঝে হেন কেহো নাঞি ॥ ৬
জানে জনকথোক শ্রীচৈতন্যকৃপায়—।
"চৈতন্যের মহাভক্ত শান্তিপুররায় ॥" ৭
বাহ্য হৈলে বিশ্বম্ভর সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে।
মহাভক্তি করেন, বিশেষ অদ্বৈতেরে ॥ ৮
ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপুরনাথ।
মনে মনে গর্জ্জে চিত্তে না পায় সোয়াথ ॥ ৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সর্বব্যাপক, সর্বগত, সর্বদা সর্বত্র বিরাজিত। সূচ্যগ্র-পরিমিত স্থানও কোথাও নাই, যে-স্থানে তিনি নাই। তথাপি কিন্তু সকলে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। কেন না, একমাত্র ভক্তিই তাঁহাকে দেখাইতে পারেন, অপর কেহ না। "ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী ॥ সৌপর্ণ-শ্রুতি ॥—ভক্তিই তাঁহার নৈকট্য অনুভব করাইয়া থাকেন, তাঁহাকে দেখাইয়া থাকেন, পরম-পুরুষ ভক্তির বশীভূত, ভক্তিই ভূয়সী।" যাঁহাদের চিত্তে ভক্তি বিরাজিত, ভক্তিবশ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়া তাঁহাদের চিত্তে ভক্তিই তাঁহাকে স্থাপন করেন এবং সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান্ শ্রীকৃষ্ণকে বাহিরেও তাঁহাদের দৃষ্টির গোচরীভূত করেন। এইরূপে দেখা গেল, ভক্তির কৃপায় ভক্ত সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পায়েন, জগৎকে কৃষ্ণপরিপূর্ণ, কৃষ্ণময়, দেখেন।

৫। **নিরবধি**—সর্বদা, নিরবচ্ছিন্নভাবে। **আবেশে**—শ্রীকৃষ্ণাবেশবশতঃ। "সভার আবেশে"-স্থলে "ভাবাবেশে কারো"-পাঠান্তর। **বাহ্য**—বাহ্যজ্ঞান, দেহাদির স্মৃতি।

৬। **মত্ত বড়**—অত্যন্ত কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত। **আচার্য্যগোসাঞি**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য। **অগাধ চরিত্র**—অত্যন্ত গম্ভীর-স্বভাব। **বুঝে হেন** ইত্যাদি—তাঁহার আচরণের রহস্য কেহই জানিতে পারে না।

৭। **জনকথোক**—কয়েকজন। "জানে জন কথোক"-স্থলে "জানেন কথক কথো" এবং "জানিল কথোক জন"-পাঠান্তর। কথক কথো—কথক-কথক, কতেক কতেক, অল্প কয়েকজন। **শান্তিপুর-রায়**—শান্তিপুর-নাথ শ্রীঅদ্বৈত যে শ্রীচৈতন্যের মহাভক্ত, শ্রীচৈতন্যের কৃপায় তাহা কয়েক জন লোক জানিতে পারিয়াছেন।

৮। **বাহ্য হৈলে**—বাহ্যদশা ( স্বাভাবিক অবস্থা ) প্রাপ্ত হইলে, ভাবাবেশ অন্তর্হিত হইলে। **মহাভক্তি করেন**—সমস্ত বৈষ্ণবের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করেন ( ভক্তভাবে )। **বিশেষ অদ্বৈতেরে**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের প্রতি প্রভু বিশেষরূপে শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতেন—শ্রীঅদ্বৈতকে প্রণাম করিতেন, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেন, জোর করিয়াও পদধূলি গ্রহণ করিতেন। শ্রীঅদ্বৈত-সম্বন্ধে প্রভুর এইরূপ আচরণের হেতু এই। লৌকিকী লীলায় প্রভু ছিলেন শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য। ঈশ্বরপুরী ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। শ্রীঅদ্বৈতও ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের শিষ্য—সুতরাং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই। তাহাতে শ্রীঅদ্বৈত ছিলেন মহাপ্রভুর গুরুপর্যায়ভুক্ত; এজন্য ভক্তভাবময় প্রভু শ্রীঅদ্বৈত-সম্বন্ধে উল্লিখিতরূপে বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিতেন।

৯। **ইহাতে**—প্রভু শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি গুরুবুদ্ধি পোষণ করিয়া বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন

"নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে।
প্রভুতা ছাড়িয়া মোর চরণেতে ধরে॥ ১০

বলে নাহি পারোঁ মুঞি, প্রভু মহাবলী।
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলি॥ ১১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিতেন বলিয়া, **অসুখী বড়** ইত্যাদি—শান্তিপুরনাথ অদ্বৈতাচার্য মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেন। কেন না, তিনি প্রভুকে তাঁহার উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং প্রভুর প্রতি তদনুরূপ বুদ্ধি পোষণ করিতেন, নিজেকে প্রভুর ভৃত্য বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা, তিনিই প্রভুর চরণ বন্দনা করেন, প্রভুর চরণ-ধূলি গ্রহণ করেন; কিন্তু প্রভুর সহজ অবস্থায় তাহা তিনি করিতে পারেন না; বরং উল্টা, প্রভুই তাঁহার চরণ-ধূলি গ্রহণ করেন। এজন্য অদ্বৈতা-চার্যের মনে অত্যন্ত দুঃখ। **মনে মনে গর্জে**—দুঃখে শ্রীঅদ্বৈত মনে মনে গর্জন করেন। "গর্জে"-স্থলে "চিন্তে"-পাঠান্তর। অর্থ—কি করিবেন, কি করিলে তাঁহার মনের দুঃখ দূর হইতে পারে, তাহা নির্ণয়ের জন্য মনে মনে চিন্তা করেন। অথবা, নিম্ন ১০-১৭-পয়ারোক্তির অনুরূপ চিন্তা করেন। **সোয়াথ**—শান্তি, সোয়াস্তি।

১০। নিজের মনোদুঃখ দূর করার জন্য শ্রীঅদ্বৈত কি উপায়ের কথা চিন্তা করিতেন, এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭-পয়ার পর্যন্ত কতিপয় পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে। **চোরা**—আত্মগোপন-তৎপর প্রভু বিশ্বম্ভর। প্রভু হইতেছেন তত্ত্বতঃ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; কিন্তু ভক্তভাবের দ্বারা প্রভু সর্বদা তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিতেন; চোর যেমন অপহৃত জিনিস গোপন করিতে চেষ্টা করে, তদ্রূপ। এজন্য প্রভু-তত্ত্বজ্ঞ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে "চোরা" বলিয়াছেন। এ-স্থানে "চোরা"-শব্দের ব্যঞ্জনা এইরূপ। শ্রীগৌরসুন্দরের আচরণ চোরের আচরণের তুল্য। চোর যেমন নিজের চুরি করা বস্তুটিকে অপরের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখে, শ্রীগৌরও তদ্রূপ করিতেছেন। তিনি শ্রীরাধার অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডার চুরি করিয়া আনিয়াছেন এবং ধরা পড়ার ভয়ে নিজেকে শ্রীরাধার বর্ণদ্বারা আবৃত করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছেন। আবার আমার (শ্রীঅদ্বৈতের) উপাস্য যে-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, গৌরসুন্দর সেই শ্রীকৃষ্ণই; কিন্তু তিনি তাঁহার সহজ অবস্থায় তাঁহার কৃষ্ণস্বরূপত্বকে লুকাইয়া রাখেন। কিরূপে লুকাইয়া রাখেন? —তাহা বলিয়াছেন। শ্রীরাধার গৌর-কান্তিদ্বারা স্বীয় শ্যামকান্তিকে তো লুকাইয়া রাখিয়াছেনই, আবার শ্রীরাধার প্রেম-ভাণ্ডারের অধিকারী হইয়া তিনি যে ভক্তভাবময় হইয়াছেন, সেই ভক্তভাবের দ্বারাও নিজের কৃষ্ণস্বরূপত্বকে লুকাইয়া রাখিতেছেন। তিনি যখন আমার (শ্রীঅদ্বৈতের) উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ, তখন তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ আমার কর্তব্য; কিন্তু ভক্তভাবের আচ্ছাদনে নিজেকে গোপন করিয়াছেন বলিয়া তিনি আমাকে তাঁহার চরণ-স্পর্শ করিতে দেন না। উল্টা বরং আমারই চরণ-ধূলি তিনি গ্রহণ করেন; ইহা তাঁহার চোরামিরই (আত্মগোপন-তৎপরতারই) পরিণাম। **প্রভুতা**—উপাস্যত্ব। "চরণেতে"-স্থলে "চরণে সে"-পাঠান্তর।

১১। **বলে**—শারীরিক শক্তিতে। "প্রভু"-স্থলে "বলে"-পাঠান্তর। **ধরিয়াও**—জোর করিয়া আমাকে ধরিয়া রাখিয়াও।

ভক্তি-বল সবে মোর আছয়ে উপায়। 　　　　ভক্তি বিনা বিশ্বম্ভর জিনিল না যায়॥ ১২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২। **ভক্তি-বল**—ভক্তির শক্তি। ভক্তির মহিমা। **ভক্তি-বল সবে মোর** ইত্যাদি—এখন ভক্তিবলই হইতেছে আমার একমাত্র উপায়—আমার মনোদুঃখ দূরীকরণের পক্ষে এবং আমার উপাস্য-প্রভুর নিকট হইতে উপাস্য-স্বরূপোচিত ব্যবহার প্রাপ্তির পক্ষে, একমাত্র উপায়। কেন না, **ভক্তি বিনা** ইত্যাদি—ভক্তিব্যতীত অন্য কিছুদ্বারা বিশ্বম্ভরকে পরাজিত করিতে, অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে গুরুবুদ্ধি-পোষণ ত্যাগ করাইয়া ভৃত্যবুদ্ধি-পোষণ করাইতে, পারা যাইবে না। "ভক্তিব্যতীত বিশ্বম্ভরকে জয় করা যায় না; সুতরাং আমার ভক্তিবলে (আমার ভক্তির প্রভাবে) আমি তাঁহাকে জয় করিব"—এই পয়ারে শ্রীঅদ্বৈতের এইরূপ মনোভাব হইতে পারে না। পরমভাগবতোত্তম অদ্বৈতাচার্যের পক্ষে এতাদৃশ মনোভাব সম্ভবপরও নহে। কেন না, যাঁহার চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, ভক্তির স্বরূপগত ধর্মবশতঃই, সর্বাপেক্ষা সর্ববিষয়ে উত্তম হইলেও, তিনি নিজেকে সর্বাপেক্ষা হীন মনে করিয়া থাকেন, তাঁহার মধ্যে ভক্তির লেশমাত্র আছে বলিয়াও তিনি মনে করেন না (২।১।৯৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই পয়ারে শ্রীঅদ্বৈতের উক্তির গূঢ় তাৎপর্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়। "ভক্তিব্যতীত যখন বিশ্বম্ভরকে জয় করা যায় না, তখন 'ভক্তি-বল, অর্থাৎ ভক্তির মহিমাই' হইতেছে তাঁহাকে জয় করার পক্ষে আমার একমাত্র উপায়। অর্থাৎ ভক্তির মহিমাকে অবলম্বন করিয়াই আমি তাঁহাকে জয় করিব।" ভক্তির উৎকর্ষ-খ্যাপন এবং অপকর্ষ-খ্যাপন—এই উভয় ব্যাপারেই ভক্তির মহিমাকে অবলম্বন করা যায়। অদ্বৈতাচার্য কি ভক্তির উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়া, না কি অপকর্ষ খ্যাপন করিয়া, প্রভুকে জয় করিবেন? বোধ হয় উৎকর্ষ-খ্যাপনের দ্বারা নহে। কেন না, ইতঃপূর্বে তিনি সর্বত্রই, প্রভুর নিকটেও, সর্বদা কার্যে এবং বাক্যে, ভক্তির উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন। ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ, প্রভুর নিকট হইতে ভক্তি পাইলেন না বলিয়া প্রভুর প্রতি রুষ্ট হইয়া তিনি প্রভুর প্রেম-হরণের কথাও বলিয়াছেন। তাঁহার প্রেম-হুঙ্কারেই যে প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, একথা প্রভু নিজ মুখেই বলিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত, মূর্খ-নীচ-দরিদ্রদিগকে এবং চণ্ডালাদিকেও প্রেমভক্তি বিলাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত প্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন এবং প্রভুও প্রীতির সহিত তাঁহার প্রার্থনা অঙ্গীকার করিয়াছেন। এ-সমস্ত ব্যাপারে, শ্রীঅদ্বৈত-কর্তৃক ভক্তির উৎকর্ষই খ্যাপিত হইয়াছে। তথাপি কিন্তু প্রভু তাঁহার সম্বন্ধে গুরুবুদ্ধিই পোষণ করিতেছেন, তদনুরূপ ব্যবহারও করিতেছেন; তাঁহার প্রতি কখনও ভৃত্যবুদ্ধি পোষণ করিতেছেন না। এ-সমস্ত ভাবিয়া শ্রীঅদ্বৈত বোধ হয় মনে করিয়াছেন—ভক্তির উৎকর্ষ-খ্যাপনের দ্বারা প্রভুকে জয় করা, অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধে প্রভুর গুরুবুদ্ধি ছাড়াইয়া ভৃত্যবুদ্ধির উৎপাদন করা, তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। এজন্যই তিনি মনে করিলেন, ভক্তির অপকর্ষ-খ্যাপনের দ্বারাই তিনি প্রভুকে জয় করিবেন (পরবর্তী ১৬-পয়ার দ্রষ্টব্য)। তিনি যদি ভক্তির উৎকর্ষ স্বীকার না করেন, পরন্তু ভক্তির অপকর্ষ খ্যাপন করেন, ভক্তির মহিমা স্বীকার না করেন, তাহা হইলে, ভক্তি-প্রিয় এবং ভক্তিপ্রচারের জন্য অবতীর্ণ, প্রভু রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শাস্তি দিবেন; তাহাতেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কেন না, প্রভু যদি তাঁহাকে শাস্তি দান করেন, তাহা হইলে

তবে সে 'অদ্বৈতসিংহ' নাম লোকে ঘোষে'।
চূর্ণ করোঁ মায়া যবে অশেষ-বিশেষে ॥ ১৩

ভৃগুরে জিনিয়া আশ পাইয়াছে চোরা !
ভৃগু-হেন শত শত শিষ্য আছোঁ মোরা ॥ ১৪

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাহাতেই বুঝা যাইবে—প্রভু তাঁহাকে স্বীয় ভৃত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। কেন না, ভৃত্যের ন্যায় আপনজনব্যতীত অন্য কাহাকেও কেহ শাস্তি দেন না ( পরবর্তী ১৫-১৭ পয়ার দ্রষ্টব্য )।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীঅদ্বৈতের নিজস্ব একটা অদ্ভুত বাক্যভঙ্গী আছে। ১০-১৭ পয়ারে কথিত তাঁহার চিন্তাধারার মধ্যেও তাঁহার মনঃকথায় সেই অদ্ভুত বাক্যভঙ্গীই প্রকাশ পাইয়াছে। প্রভুর সম্বন্ধে "চোরা"-প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগই তাহার প্রমাণ।

১৩। **মায়া**—ছলনা, কপটতা। **অশেষ-বিশেষে**—বিশেষরূপে, যাহাতে তাঁহার মায়ার আর কোনও অবশেষ থাকিবে না, এইরূপ ভাবে। পরবর্তী পয়ারের টীকার সর্বশেষাংশ দ্রষ্টব্য।

১৪। "চোরা"-স্থলে "চোর" এবং "আছোঁ মোরা"-স্থলে "আছে মোর"-পাঠান্তর। **আশ**—আশা; "আমি যখন ভৃগুকে জয় করিয়াছি, তখন সকলকেই জয় করিতে পারিব"—এইরূপ আশা। অথবা, আশ—আস্কারা, প্রশ্রয়। উভয় অর্থের তাৎপর্য-একই। **ভৃগুকে জিনিয়া**—বিষ্ণুরূপে ভৃগুকে পরাজিত করার ফলে। **চোরা**—আত্মগোপন-তৎপর গৌর-কৃষ্ণ। ( পূর্ববর্তী২।১৯।১০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।৮৯-অধ্যায়ে ভৃগুসম্বন্ধীয় উল্লিখিত বিবরণ কথিত হইয়াছে। এক সময়ে সরস্বতীতীরে যজ্ঞকার্যে রত ঋষিদিগের মনে একটি জিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল যে, ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু এই তিন জনের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা মহীয়ান্। তাঁহারা সকলে মুনিশ্রেষ্ঠ ভৃগুকে, উক্ত তিন জনকে পরীক্ষার্থ পাঠাইলেন। ভৃগু ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র। তিনি প্রথমে ব্রহ্মার নিকটেই গেলেন; কিন্তু পিতা ব্রহ্মার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও, ব্রহ্মাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে, তিনি ব্রহ্মাকে প্রণামও করিলেন না, ব্রহ্মার স্তব-স্তুতিও করিলেন না। তাহাতে ব্রহ্মা ভৃগুর প্রতি ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। পরে ব্রহ্মা তাঁহার ক্রোধানলকে উপশান্ত করিলেন। তাহা দেখিয়া ভৃগু সেই স্থান ত্যাগ করিয়া কৈলাসপর্বতে শিবের নিকটে গেলেন। শ্রীশিব ভৃগুকে ভ্রাতৃবৎ জ্ঞান করিয়া হৃষ্টচিত্তে ভৃগুকে আলিঙ্গন করার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলেন; কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট পরীক্ষার উদ্দেশ্যে, ভৃগু মহাদেবকে উৎপথগামী বলিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে মহাদেব অত্যন্ত কুপিত হইয়া ভৃগুকে বধ করার জন্য শূল উত্তোলন করিলেন। তখন দেবী ভগবতী মহাদেবের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। ভৃগু সে-স্থান হইতে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর ( অর্থাৎ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত বিকুণ্ঠা-সুত-নামক বিষ্ণুর ধাম বৈকুণ্ঠে বিকুণ্ঠা-সুত বিষ্ণুর ) নিকটে গেলেন্। তখন বিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীর সহিত পর্যঙ্কে শয়ান ছিলেন। ভৃগু সে-স্থানে উপস্থিত হইয়াই বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া ভৃগুকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন—"ব্রাহ্মণ! এই আসনে উপবেশন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন্। আপনার আগমনের কথা আমি কিছুই পূর্বে জানিতে পারি নাই। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন্। আপনার পবিত্র পাদোদকের দ্বারা আপনি বৈকুণ্ঠসহিত আমাকে

**নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা**

এবং লোকপালদিগকে কৃতার্থ করুন্। আজ হইতে আমার মহত্ত্ব বৃদ্ধি পাইল এবং আপনার পদচিহ্ন আমার বক্ষঃস্থলে আমার বিভূতি-স্বরূপ হইয়া রহিল।" শ্রীবিষ্ণুর গম্ভীর বাক্যে ভৃগু অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুপরিপূর্ণ হইল। তিনি যজ্ঞস্থলে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঋষিদিগের নিকটে সমস্ত বিবরণ জানাইলে ঋষিগণ বিচারপূর্বক স্থির করিলেন, ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে বিষ্ণুই হইতেছেন সর্বাপেক্ষা মহীয়ান্। তাঁহারা বিষ্ণুর ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভৃগু অকস্মাৎ গিয়া, বিনা উত্তেজনায়, লক্ষ্মীর সহিত শয়ান বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়াছেন। তাহাতে বিষ্ণু নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন, ভৃগুর চরণে প্রণত হইয়া দৈন্যবিনয় জ্ঞাপনপূর্বক নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং তাঁহার সৌভাগ্যের পরিচায়ক ভৃগুর পদচিহ্নকে সর্বদা স্বহৃদয়ে ধারণ করিবেন বলিয়াও বলিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে এই ব্যাপারটিকেই বিষ্ণুর নিকটে ভৃগুর পরাজয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নিজের আচরণের কথা স্মরণ করিয়া বিষ্ণুর আচরণে ভৃগু লজ্জিত ও অনুশোচনাগ্রস্ত হইয়াছেন। লজ্জা ও অনুশোচনা পরাজয়েরই পরিচায়ক।

যাহা হউক, ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর সম্বন্ধে ভৃগুর আচরণ যে নিতান্ত ভক্তিবিরোধী এবং সাংঘাতিক অপরাধজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাহা বলিয়া গিয়াছেন। যথা, "এবং ব্রহ্মণ্যবজ্ঞারূপং মানসাপরাধং কৃত্বা তত্র রজোগুণং দৃষ্ট্বা তং পরীক্ষয়া বস্তুতস্তনুত্তীর্ণং জ্ঞাত্বা ততোঽপি শ্রেষ্ঠে মহেশ্বরে মানসাদধিকং বাচিকমপরাধমকরোদিত্যাহ তত ইতিদ্বাভ্যাম্। * * তমপি পরীক্ষয়া বস্তুতস্তনুত্তীর্ণং দৃষ্ট্বা ততোঽপ্যতিশ্রেষ্ঠে বিষ্ণৌ বাচিকাদপ্যধিকং কায়িকমপরাধমকরোদিত্যাহ অথো ইতি। * * বিষ্ণৌ তাবানপরাধঃ সত্ত্বগুণদিদৃক্ষয়া কৃতঃ॥ ভা. ১০।৮৯।৫-৮-শ্লোকটীকা॥" এই টীকা হইতে জানা গেল—ব্রহ্মার নিকটে ভৃগুর মানসিক অপরাধ, শিবের নিকটে মানসিক অপরাধ হইতেও অধিক বাচিক অপরাধ এবং বিষ্ণুর নিকটে বাচিক অপরাধ হইতেও অধিক কায়িক অপরাধ হইয়াছিল। অবশ্য কাহার মধ্যে সত্ত্বগুণ আছে, তাহা জানিবার নিমিত্তই ভৃগু এ-সকল অপরাধ করিয়াছেন। যদিও ব্রহ্মা-শিবাদির প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ভৃগু এতাদৃশ আচরণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার আচরণ অপরাধ-জনকই হইয়াছে।

যাহা হউক, শ্রীঅদ্বৈত মনে মনে বলিলেন, বিষ্ণুরূপে, মুনিশ্রেষ্ঠ ভৃগুকে পরাজিত করিয়া প্রভু মনে করিয়াছেন, তিনি সকলকেই পরাজিত করিতে পারিবেন; কিন্তু **ভৃগু হেন শত শত** ইত্যাদি—ভৃগুর ন্যায় শত শত শিষ্য আমার আছে। অতি উচ্চ অধিকারী শিষ্যসংখ্যার প্রাচুর্যদ্বারা নিজের বড়াই বা মহিমা প্রদর্শন এ-স্থলে শ্রীঅদ্বৈতের অভিপ্রায় হইতে পারে না। যাঁহারা প্রতিষ্ঠাকামী, তাঁহারাই এইরূপ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভক্তি কামনা করেন, কিংবা যাঁহাদের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারা কখনও প্রতিষ্ঠা কামনা করেন না। শ্রীঅদ্বৈতের ন্যায় পরম-ভাগবতোত্তমের পক্ষে এইরূপ উক্তি সম্ভবপর নহে। তাঁহার এই উক্তির গূঢ় তাৎপর্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—"ভৃগুর যে-সকল ভক্তিবিরোধী এবং অপরাধজনক আচরণের ফলে বিষ্ণুরূপে প্রভু ভৃগুকে জয় করিয়াছেন, তদ্রূপ ভক্তিবিরোধী এবং অপরাধজনক আচরণকারী আমার শত শত শিষ্য আছে। আমার শিষ্যদেরই

হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে।
স্বহস্তে আপনে যেন মোর শাস্তি করে ॥ ১৫

'ভক্তি' বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার।
'হেন ভক্তি না মানিমু' এই মন্ত্র সার ॥ ১৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যখন এতাদৃশ আচরণ, তখন আমার আচরণের ভক্তিবিরোধিতা এবং অপরাধজনকত্ব যে অতুলনীয়, তাহার তুলনায় ভৃগুর আচরণের ভক্তিবিরোধিতা এবং অপরাধজনকত্ব যে নিতান্ত নগণ্য, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রভু ভৃগুকে পরাজিত করিয়াছেন বলিয়া আমাকেও পরাজিত করিতে পারিবেন বলিয়া যদি মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ভুল মনে করা হইবে। আমার ভক্তিবিরোধিতাদ্বারাই আমি প্রভুকে পরাজিত করিব, আমার সম্বন্ধে তাঁহার গুরুবুদ্ধি ছাড়াইয়া ভৃত্যবুদ্ধি উৎপাদন করিব। এইরূপে প্রভুর মায়াকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেই লোকের মধ্যে আমার 'অদ্বৈত-সিংহ'-নাম ঘোষিত হইবে ( পূর্ববর্তী ১৩-পয়ার দ্রষ্টব্য )।" **মোরা**—আমি ও আমার শিষ্যগণ। **আছোঁ মোরা**—আমিও আছি, আমার শিষ্যগণও আছেন।

সিংহ হইতেছে পশুদিগের রাজা, পশুদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহার ভক্তিবিরোধী আচরণও সর্বাতিশায়ী। যেহেতু, ভক্তির অনুকূল আচরণসম্বন্ধে শ্রীভাগবত বলিয়াছেন,—মনোবাক্যেও কোনও প্রাণীর উদ্বেগ জন্মাইবে না; বরং সমস্ত জীবের মধ্যেই অন্তর্যামিরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান আছেন বলিয়া কায়মনোবাক্যে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া জীবমাত্রকেই প্রণাম করিবে ( ২।১০।৩১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। সিংহ কিন্তু সমস্ত প্রাণীকেই হত্যা করিয়া ভোজন করে; অন্য কোনও পশু তাহা করিতে পারে না। সিংহ সকল পশুকেই, এমন কি বিরাট-কায় হস্তীকেও, হত্যা করে; সিংহকে কোনও পশু, হস্তীও, হত্যা করিতে পারে না। সুতরাং সিংহের আচরণে ভক্তিবিরোধিতার সর্বাতিশায়িত্ব। শ্রীঅদ্বৈত মনে করিলেন, "ভক্তিবিরোধী আচরণের দ্বারা আমি যদি সর্বশক্তিমান্ গৌরচন্দ্রকে পরাজিত করিতে পারি, তাহা হইলে আমার সেই আচরণও হইবে পশুরাজ সিংহের ভক্তি-বিরোধী আচরণের তুল্য। তখন সমস্ত লোক **'অদ্বৈত-সিংহ'** বলিয়া আমার কীর্তি ঘোষণা করিবে।"

১৫। **হেন ক্রোধ** ইত্যাদি— আমার ভক্তিবিরোধী আচরণের দ্বারা প্রভুর মধ্যে আমি এমন তীব্র ক্রোধ উৎপাদন করিব যে, **স্বহস্তে আপনে** ইত্যাদি—প্রভু যেন নিজে নিজের হাতেই আমাকে শাস্তি দেন।

১৬। কিরূপ ভক্তিবিরোধী আচরণের দ্বারা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর তীব্র ক্রোধ জন্মাইবেন, তাহা এই পয়ারে বলা হইয়াছে। **ভক্তি বুঝাইতে**—ভক্তির মহিমা লোকদিগকে জানাইবার নিমিত্ত এবং তদ্‌ব্যপদেশে ভক্তির প্রচারের নিমিত্তই, **প্রভুর অবতার**—প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং ভক্তি প্রভুর প্রিয়বস্তু। **হেন ভক্তি না মানিমু**—যে-ভক্তি প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়বস্তু এবং যে-ভক্তির মহিমা-খ্যাপনের এবং প্রচারের নিমিত্তই প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি সেই ভক্তিকে মানিব না, সেই ভক্তির মহিমা বা উৎকর্ষ স্বীকার করিব না, সেই ভক্তির অপকর্ষই খ্যাপন করিব। **এই মন্ত্র সার**—মনে মনে মন্ত্রণা বা পরামর্শ করিয়া, মনে মনে বিচার করিয়া, প্রভুর পরাজয়ের উদ্দেশ্যে, আমি এই যে-উপায় নির্ধারণ করিয়াছি, তাহাই হইতেছে সার—সর্বশ্রেষ্ঠ—উপায়।

ভক্তি না মানিলে, ক্রোধে আপনা' পাসরি।
প্রভু মোরে শাস্তি করিবেন চুলে ধরি॥" ১৭
এই মন্ত্র চিন্তিয়া অদ্বৈত মহারঙ্গে।
বিদায় করিল প্রভু, হরিদাস সঙ্গে॥ ১৮
কোন কার্য্য লক্ষ্য করি গৃহেতে আইলা।
আসিয়া মনের মন্ত্র করিতে লাগিলা॥ ১৯
নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া।
বাখানে বাশিষ্ঠ-শাস্ত্র 'জ্ঞান' প্রকাশিয়া॥ ২০
"জ্ঞান বিনে কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণুভক্তি।
অতএব সভার প্রাণ 'জ্ঞান' সর্ব্বশক্তি॥ ২১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭। **ভক্তি না মানিলে**—আমি যদি ভক্তির মহিমা বা উৎকর্ষ স্বীকার না করি, সুতরাং যদি ভক্তির অপকর্ষ খ্যাপন করি, তাহা হইলে, **ক্রোধে** ইত্যাদি—তীব্র ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া, বাহ্যজ্ঞান-হারা হইয়া, **প্রভু মোরে** ইত্যাদি—প্রভু আমার চুলে ধরিয়া টানিয়া আনিয়া আমাকে শাস্তি দিবেন। তাহাতেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কেন না, তাহাতেই বুঝা যাইবে, প্রভু আমাকে তাঁহার ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন; যেহেতু, ভৃত্যের ন্যায় আপন-জনব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রভু স্বহস্তে শাসন করেন না।

১৮। **এই মন্ত্র**—মনে মনে বিচারিত এই উপায়। "মন্ত্র"-স্থলে "মত"-পাঠান্তর। **বিদায় করিল** ইত্যাদি—হরিদাসের সহিত, প্রভুর নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

১৯। **কোন কার্য্য** ইত্যাদি—"কোনও বিশেষ কার্যের নিমিত্ত আমাকে শান্তিপুরে যাইতে হইবে"—প্রভুর নিকটে এইরূপ বলিয়া শ্রীহরিদাসকে সঙ্গে লইয়া শ্রীঅদ্বৈত, **গৃহেতে আইলা**—নবদ্বীপ হইতে তাঁহার শান্তিপুরের বাড়ীতে আসিলেন। **আসিয়া মনের** ইত্যাদি—মনে মনে চিন্তা করিয়া তিনি যে উপায় স্থির করিয়াছিলেন, শান্তিপুরে আসিয়া তদনুসারে কাজ করিতে লাগিলেন। তিনি কি কাজ করিতে লাগিলেন, পরবর্তী ২০-২৪ পয়ার-সমূহে তাহা বলা হইয়াছে। "মনের মন্ত্র করিতে"-স্থলে "মন্ত্রণা মনে (মনের কার্য) করিতে" এবং "মানস মন্ত্র পড়িতে"-পাঠান্তর। মানস মন্ত্র পড়িতে—মনে মনে চিন্তা করিয়া যে-উপায় স্থির করিয়াছেন, তদনুসারে (বাশিষ্ট-শাস্ত্র) পাঠ করিতে লাগিলেন।

২০। **নিরবধি ভাবাবেশে** ইত্যাদি—সর্বদাই প্রেমাবেশে মত্ত হইয়া অঙ্গ দোলাইতে থাকেন। অথচ **জ্ঞান প্রকাশিয়া** (ভক্তিবিরোধী জ্ঞানমার্গের উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়া) **বাশিষ্ট-শাস্ত্র** (যোগবাশিষ্ট-নামক জ্ঞানমার্গীদের শাস্ত্র) **বাখানে** (ব্যখ্যা করিতে লাগিলেন)। **জ্ঞান**—জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান; ইহা ভক্তিবিরোধী। শ্রীঅদ্বৈত সর্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত থাকেন। অথচ যোগবাশিষ্টের ব্যাখ্যা-কালে ভক্তি-বিরোধী জ্ঞানের উৎকর্ষের কথা বলেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, জ্ঞানের উৎকর্ষ তাঁহার হার্দ ছিল না। কেবল প্রভুর ক্রোধ উৎপাদানের নিমিত্তই তিনি মুখেমাত্র জ্ঞানের উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছিলেন। কিরূপে তিনি জ্ঞানের উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছিলেন, পরবর্তী ২১-২৪ পয়ার-সমূহে তাহা বলা হইয়াছে।

২১। **সভার প্রাণ**—সকল সাধনের প্রাণস্বরূপ হইতেছে **জ্ঞান সর্ব্বশক্তি**—সর্বশক্তিসম্পন্ন জ্ঞান। "অতএব"-স্থলে "স্বতন্ত্র"-পাঠান্তর। এই "স্বতন্ত্র" হইতেছে জ্ঞানের বিশেষণ। জ্ঞান হইতেছে স্বতন্ত্র—

হেন 'জ্ঞান' না বুঝিয়া কোন কোন জন।
ঘরে ধন হারাইয়া, চাহে গিয়া বন ॥ ২২
'বিষ্ণুভক্তি' দর্পণ, লোচন হয় 'জ্ঞান'।
চক্ষুহীন-জনের দর্পণে কোন্ কাম? ২৩
আদি বৃদ্ধ আমি পঢ়িলাঙ সর্ব্বশাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব্ব-অভিপ্রায় 'জ্ঞান' মাত্র ॥" ২৪
অদ্বৈত-চরিত্র ভাল বুঝে হরিদাস।
ব্যাখ্যান শুনিঞা মহা-অট্ট অট্ট হাস ॥ ২৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

স্বয়ংসম্পূর্ণ; ভক্তি-প্রভৃতির অপেক্ষাহীন। অথচ "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী" হইতে "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে" পর্যন্ত গীতা। ৭।১৪-১৬-শ্লোকসমূহে বলা হইয়াছে, স্বীয় ফলদানের নিমিত্ত জ্ঞান ভক্তির অপেক্ষা রাখে।

বেদানুগত শাস্ত্রানুসারে, জ্ঞান কিন্তু স্বীয় ফলদানের নিমিত্ত ভক্তির অপেক্ষা রাখে। শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত বলিতেছেন—জ্ঞান স্বতন্ত্র, নিজেহ নিজের ফলদান করিতে সমর্থ, ভক্তির অপেক্ষা রাখে না।

২২। **হেন জ্ঞান না বুঝিয়া**—এতাদৃশ জ্ঞানের মহিমা বুঝিতে না পারিয়া। **ঘরে ধন হারাইয়া** ইত্যাদি—যে অপহৃত ধন ঘরেই রহিয়াছে, ঘরে তাহার অনুসন্ধান না করিয়া বনে গিয়া তাহার অনুসন্ধান করে। তাৎপর্য এই। এতাদৃশ লোকগণ অতি মূর্খ। তাহাদের অভীষ্টবস্তু অপহৃত ধনের অনুসন্ধান ঘরে না করিয়া বনে করিলে তাহা যেমন পাওয়া যাইবে না, তদ্রূপ জ্ঞানমার্গের অনুসরণ না করিয়া যাহারা ভক্তিমার্গের অনুসরণ করে, তাহাদের কখনও পরমার্থ লাভ হইবে না।

২৩। **বিষ্ণুভক্তি দর্পণ**—বিষ্ণুভক্তি হইতেছে দর্পণের তুল্য। আর **লোচন হয় জ্ঞান**—জ্ঞান হইতেছে চক্ষুর তুল্য। **চক্ষুহীন জনের** ইত্যাদি—যাহার চক্ষু নাই, দর্পণের দ্বারা তাহার কি কার্য সাধিত হইতে পারে? অর্থাৎ যাহার জ্ঞান ( জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান ) নাই, কেবল বিষ্ণুভক্তির দ্বারা তাহার কোনও ইষ্ট লাভই সম্ভব নয়।

২৪। **আদি বৃদ্ধ**—আদি এবং বৃদ্ধ। আদি—গ্রন্থের আদি (আদিভাগ, প্রথম ভাগ)। বৃদ্ধ—গ্রন্থের বৃদ্ধ ( অর্থাৎ বর্ধিত ) ভাগ; আদি বা প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ধিত হইতে হইতে ( বাঢ়িতে বাঢ়িতে ) গ্রন্থ শেষ পর্যন্ত যে-ভাগে পৌঁছিয়াছে, সেই ভাগ, অর্থাৎ শেষ বা অন্ত্যভাগ। আদি বৃদ্ধ—প্রথম ভাগ হইতে শেষ ভাগ পর্যন্ত, অর্থাৎ আদি, মধ্য ও অন্ত্য—এই তিন ভাগ, বা সমগ্র গ্রন্থ। ইহা হইতেছে "পঢ়িলাঙ"-ক্রিয়ার বিশেষণ। **আদি বৃদ্ধ আমি** ইত্যাদি—সর্বশাস্ত্রের ( সমস্ত শাস্ত্রের ) আদিবৃদ্ধ ( প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত; আদি-মধ্য-অন্ত্য ) আমি পাঠ করিয়াছি। "বৃদ্ধ"-স্থলে "বৃদ্ধি" এবং "অন্ত"-পাঠান্তর। তাহাতেই **বুঝিলাম** ইত্যাদি—বুঝিতে পারিয়াছি যে, সমস্ত শাস্ত্রেরই অভিপ্রায় হইতেছে একমাত্র "জ্ঞান", সমস্ত শাস্ত্রে একমাত্র জ্ঞানেরই উৎকর্ষ খ্যাপিত হইয়াছে। ( অথচ, এই শ্রীঅদ্বৈতই গীতাশাস্ত্র পঢ়াইবার সময়ে ভক্তিমাত্র ব্যাখ্যা করিতেন এবং কোনও শাস্ত্রবাক্যের ভক্তিতাৎপর্যময় অর্থ খুঁজিয়া না পাইলে মনোদুঃখে উপবাস করিয়া শুইয়া থাকিতেন। ২।১০।১১৬-১৮ পয়ার দ্রষ্টব্য )।

২৫। অদ্বৈতাচার্য-খ্যাপিত জ্ঞানের উৎকর্ষ যে তাঁহার কপটতাময় বাক্য, তাহা হরিদাস বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কেন না, **অদ্বৈত চরিত্র** ইত্যাদি—অদ্বৈতের আচরণের রহস্য হরিদাস ভালরূপেই

এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্য্যবাধ ॥ ২৬
সর্ব্ববাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর ॥ ২৭
একদিন নগর ভ্রময়ে প্রভু রঙ্গে।
দেখয়ে আপন সৃষ্টি নিত্যানন্দ-সঙ্গে ॥ ২৮
আপনারে 'সুকৃতি' করিয়া বিধি মানে'।
'মোর শিল্প চা'হে প্রভু সদয়-নয়নে ॥' ২৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

জানিতেন। সুতরাং **ব্যাখ্যান** ইত্যাদি—অদ্বৈতের মুখে যোগবাশিষ্টের ব্যাখ্যায় জ্ঞানের উৎকর্ষের কথা শুনিয়া তিনি অতি উচ্চস্বরে অট্ট-অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন।

২৬। **চরিত্র**—আচরণ। **অগাধ**—অতি গূঢ়, দুর্বোধ্য। **সুকৃতির ভাল** ইত্যাদি—২।১১।৯৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৭। **সর্ব্ববাঞ্ছা কল্পতরু**—সকলের সকল বাসনা-পূরণে সমর্থ এবং অভিলাষী। সর্বান্তর্যামী বলিয়া সকলের সকল মনোবাসনা জানিতেও সমর্থ। **অদ্বৈত-সঙ্কল্প**—যে-সঙ্কল্প মনে পোষণ করিয়া, অর্থাৎ যে-উদ্দেশ্যে, শ্রীঅদ্বৈত নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে চলিয়া গিয়াছেন, তাহা। **চিত্তে হইল গোচর**—অদ্বৈতের সঙ্কল্প বা অভিপ্রায় সর্বান্তর্যামী প্রভু জানিতে পারিলেন। "সর্ব্ববাঞ্ছাকল্পতরু"-শব্দের ব্যঞ্জনা হইতে বুঝা যায়, অদ্বৈতের বাসনা-পূরণের নিমিত্ত, অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্যকে তাঁহার অভীষ্ট শাস্তি দেওয়ার নিমিত্ত, প্রভুর ইচ্ছাও জন্মিয়াছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে শান্তিপুরে যাওয়ার নিমিত্তও প্রভুর ইচ্ছা হইয়াছিল।

২৮। **একদিন** ইত্যাদি—একদিন নগর-ভ্রমণের নিমিত্ত কৌতুহলী হইয়া প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে তাঁহার সৃষ্ট যে-সকল বস্তু নবদ্বীপ-নগরে ছিল, তৎসমস্ত দেখিতে লাগিলেন। প্রভু বাস্তবিক শান্তিপুরে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া, নগর-ভ্রমণের ছল করিয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শান্তিপুরে গমনের সঙ্কল্পের কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই, তখন পর্যন্ত শ্রীনিত্যানন্দের নিকটেও না। কতক্ষণ নগর-ভ্রমণের পরেই শ্রীনিত্যানন্দের নিকট প্রভু বলিয়াছিলেন—"চল যাই শান্তিপুরে—আচার্য্যের ঘর (পরবর্তী ৪০-পয়ার)।" কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতকে শাস্তি দেওয়ার নিমিত্তই যে তিনি শান্তিপুরে যাইতেছেন, তাহা তখনও নিত্যানন্দের নিকটে বলেন নাই। তাহা প্রভু বলিয়াছেন অনেক পরে—ললিতপুর হইতে গঙ্গায় ভাসিতে ভাসিতে তাঁহারা যখন শান্তিপুরের দিকে চলিতেছিলেন, তখন (পরবর্তী ১২১ পয়ার দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী ২৯-৩৭ পয়ার-সমূহে প্রভুর নগর-ভ্রমণের কথা বলা হইয়াছে।

২৯। **সুকৃতি** পরম ভাগ্যমান্। **বিধি**—বিধাতা, ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। স্বয়ংভগবান্ ব্রহ্মার দ্বারাই ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টি করাইয়া থাকেন। **মানে**—মনে করিলেন। প্রভু যখন নগরের সৃষ্টবস্তু সমূহ দর্শন করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মা নিজেকে পরম ভাগ্যবান্ মনে করিলেন; কেন না তিনি মনে করিলেন, **মোর শিল্প** ইত্যাদি—প্রভু সদয় নয়নে (করুণ-নেত্রে) আমার শিল্প (সৃষ্টবস্তু-সমূহ) দেখিতেছেন।

দুই চন্দ্র যেন দুই চলিয়া সে যায়।
মতি-অনুরূপ সভে দরশন পায়॥ ৩০

অন্তরীক্ষে থাকি সব দেখে দেবগণ।
দুইচন্দ্র দেখি—সভে গণে' মনে মন॥ ৩১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩০। **দুই চন্দ্র** ইত্যাদি--গৌর ও নিত্যানন্দ--এই দুইজন নগরের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন; মনে হইতেছিল যেন দুইটি চন্দ্রই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, নগর-ভ্রমণ-কালে উভয়ের মধ্যে এক অপরূপ অদ্ভুত সৌন্দর্য প্রকটিত হইয়াছিল। তথাপি কিন্তু সকলে তাঁহাদের এই অদ্ভুত সৌন্দর্য দেখিতে পায় নাই। **মতি অনুরূপ** ইত্যাদি—যাঁহার যেরূপ মতি বা মনোভাব, প্রভুকে তিনি সেইরূপই দেখিতে পাইয়াছেন। বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন কংস-রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখনও স্ব-স্ব মতি অনুসারে, বিভিন্ন লোক তাঁহাকে বিভিন্ন রূপে দর্শন করিয়াছিলেন। "মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরং স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্ গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ। মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাডবিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥ ভা. ১০।৪৩।১৭॥ —অগ্রজ বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন কংস-রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন—মল্লগণ দেখিতেছিলেন, তিনি যেন সাক্ষাৎ অশনি (বজ্র); (শ্রীকৃষ্ণে দ্বেষাদিরহিত মথুরাবাসী) নরগণ তাঁহাকে নরশ্রেষ্ঠরূপে দেখিলেন; স্ত্রীলোকগণ তাঁহাকে মূর্তিমান্ কন্দর্পরূপে দেখিলেন; গোপগণ তাঁহাকে স্বজনরূপে এবং অসৎ নরপতিগণ তাঁহাকে নিজেদের শাসনকর্তারূপে, তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে নিজেদের শিশুরূপে, ভোজপতি কংস তাঁহাকে নিজের মৃত্যুরূপে, অবিদ্বজ্জনগণ বিরাট্‌স্বরূপে, যোগিগণ পরম-তত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয়গণ তাঁহাকে পরম-দেবতারূপে দর্শন করিলেন।"

৩১। **অন্তরীক্ষে**—আকাশে। **দুই চন্দ্র দেখি**—দুইটি চন্দ্র দেখিয়া। সূর্যদেবেরও করচরণাদি-বিশিষ্ট বিগ্রহ বা আকৃতি আছে, তাঁহার রথাদিও আছে। সূর্যের নিকটবর্তী দেবগণ সে-সমস্ত দেখিতে পায়েন। কিন্তু সূর্যদেবের দেহ হইতে প্রচুর পরিমাণে তেজঃপুঞ্জ বহির্গত হয় বলিয়া দূরবর্তী স্থানের লোকগণ তাঁহার আকৃতি বা রথাদি দেখিতে পায় না, তাঁহাকে একটি জ্যোতির্গোলক-রূপে দেখে; লণ্ঠনের মধ্যে অবস্থিত দীপশিখার নিম্নদেশস্থিত সলিতাটিকে দূরবর্তী স্থানের লোকগণ যেমন দেখিতে পায় না, দূর হইতে দীপশিখাটিকে যেমন একটি গোলাকার জ্যোতির মতন দেখে, তদ্রূপ। তদ্রূপ, গৌর-নিত্যানন্দেরও কর-চরণাদিবিশিষ্ট আকার আছে; কিন্তু তাঁহাদের দেহ হইতে চন্দ্রের জ্যোতির ন্যায় প্রচুর-পরিমাণ স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছিল বলিয়া তাঁহাদের নিকটবর্তী লোকগণ তাঁহাদের করচরণাদিবিশিষ্ট আকার দেখিয়া থাকিলেও, দূরবর্তী আকাশে অবস্থিত দেবগণ তাঁহাদের আকৃতি দেখিতে পায়েন নাই; তাঁহারা দেখিয়াছেন—গোলাকার দুইটি জ্যোতিঃপুঞ্জ এবং সেই জ্যোতিঃপুঞ্জদ্বয়কেই তাঁহারা দুইটি চন্দ্র বলিয়া মনে করিয়াছেন। গোলাকার জ্যোতিঃপুঞ্জদ্বয়ের জ্যোতিঃ অত্যন্ত স্নিগ্ধ ছিল বলিয়াই তাঁহারা তাহাদিগকে সূর্য মনে না করিয়া চন্দ্র মনে করিয়াছেন। একই স্থানে দুইটি চন্দ্র দেখিয়া, **সভে গণে' মনে মন**—দেবগণের সকলে মনে মনে গণনা করিতে (চিন্তা করিতে) লাগিলেন।

আপন-লোকেরে হৈল বসুমতী-জ্ঞান।
চান্দ দেখি পৃথিবীরে হৈল স্বর্গ-ভাণ॥ ৩২
নর-জ্ঞান আপনারে সভার জন্মিল।
চন্দ্রের প্রভাবে নরে দেব-বুদ্ধি হৈল॥ ৩৩
দুই চন্দ্র দেখি সভে করেন বিচার।
'কভু স্বর্গে নাহি দুই চন্দ্রের অধিকার॥' ৩৪
কোন দেব বোলে "শুন বচন আমার।
মূল চন্দ্র এক, এক প্রতিবিম্ব তার॥" ৩৫
কোন দেব বোলে "হেন বুঝিয়ে কারণ।
ভাগ চন্দ্র বিধি কিবা করিল যোজন॥" ৩৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩২। **আপন-লোকেরে**—দেবগণের নিজেদের লোক (স্থান) স্বর্গকে। **বসুমতী**—পৃথিবী। **চান্দ দেখি**—গৌর-নিত্যানন্দরূপ চন্দ্রদ্বয়কে পৃথিবীতে দেখিয়া, **পৃথিবীরে** ইত্যাদি—পৃথিবীকেই তাঁহারা স্বর্গ-ভাণ (স্বর্গ-জ্ঞান) করিলেন।

৩৩। **নরজ্ঞান** ইত্যাদি—দেবগণের প্রত্যেকেরই নিজের সম্বন্ধে নর-বুদ্ধি জন্মিল (নিজেদের সম্বন্ধে সকলেরই দেব-বুদ্ধি লোপ পাইল) এবং **চন্দ্রের প্রভাবে** ইত্যাদি—অদ্ভুত চন্দ্রদ্বয়ের প্রভাবে পৃথিবীস্থ নরগণের (মনুষ্যগণের) সম্বন্ধে তাঁহাদের দেব-বুদ্ধি জন্মিল। অর্থাৎ, দেবগণ পৃথিবীকে স্বর্গ এবং স্বর্গকে পৃথিবী, নিজেদিগকে মনুষ্য এবং পৃথিবীস্থ মনুষ্যদিগকে দেবতা মনে করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত চন্দ্রদ্বয়ের প্রভাবই দেবগণের চিত্তে পৃথিবীসম্বন্ধে স্বর্গবুদ্ধি এবং পৃথিবীস্থ মনুষ্যগণসম্বন্ধে দেব-বুদ্ধি জন্মাইয়াছে। চন্দ্রদ্বয়ের প্রভাব তখন স্বর্গে ছিল না।- তৎকালীন পৃথিবীর তুলনায় স্বর্গ নিতান্ত নগণ্য মনে হওয়ায় দেবগণ স্বর্গকে পৃথিবী এবং নিজেদিগকে মনুষ্য মনে করিলেন।

৩৪। দেবগণ আকাশে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের নিম্নবর্তী পৃথিবীকে স্বর্গ মনে করিয়া এবং সেই স্বর্গে **দুই চন্দ্র** দেখি ইত্যাদি—দুইটি চন্দ্র দেখিয়া তাঁহারা বিচার করিতে লাগিলেন। দুইটি চন্দ্র থাকার হেতু কি? **কভু স্বর্গে নাহি** ইত্যাদি—স্বর্গে তো কখনও দুই চন্দ্রের অধিকার থাকে না! কিন্তু স্বর্গে এখন দুইটি চন্দ্র দেখিতেছি কেন?

৩৫। **মূল চন্দ্র এক** ইত্যাদি—কোনও দেবতা বলিলেন, দুইটি চন্দ্র দেখা গেলেও চন্দ্র বাস্তবিক একটিই; অপরটি হইতেছে সেই একটি চন্দ্রের প্রতিবিম্ব। একটি অপরটির প্রতিবিম্ব বলিয়া, একটি চন্দ্র যাহার প্রতিবিম্ব, সেটিই হইতেছে মূল চন্দ্র—বাস্তব চন্দ্র। "তার"-স্থলে "আর"-পাঠান্তর। আর—অন্য, অপর।

৩৬। একই স্বর্গে দুইটি চন্দ্রের ধারণা দেবগণের ছিল না। অথচ এখন স্বর্গে দুইটি চন্দ্র দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া ইহার হেতু নির্ধারণের জন্য তাঁহারা বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। বিভিন্ন দেবতা বিভিন্ন রকমের সমাধানের কথা বলিলেন। অবশ্য একচন্দ্রত্ব রক্ষা করিয়াই তাঁহাদের সমাধানের প্রয়াস। পূর্ববর্তী ৩৫ পয়ারে এক রকম সমাধানের, এই ৩৬ পয়ারে অন্য এক রকমের এবং পরবর্তী ৩৭ পয়ারে তৃতীয় রকমের এক সমাধানের কথা বলা হইয়াছে। **ভাগ চন্দ্র**—ভাগ (অংশ, অর্ধাংশ)-রূপ চন্দ্র। **বিধি কিবা** ইত্যাদি—তবে কি বিধাতা একটি চন্দ্রকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, (দুই সমান অংশে বিভক্ত করিয়া, আবার দুইটি অর্ধচন্দ্র সৃষ্টি করিয়া, মূল চন্দ্রের প্রতি অর্ধাংশের সহিত নূতন সৃষ্ট

কেহো বোলে "পিতা-পুত্র একরূপ হয়।
এক বিধু বুঝি, এক চন্দ্রের তনয়॥" ৩৭
বেদে নারে নিশ্চয়িতে যে প্রভুর রূপ।
তাহাতে যে দেব মোহে', এ নহে কৌতুক॥ ৩৮
হেনমতে নগর ভ্রময়ে দুইজন।
নিত্যানন্দ, জগন্নাথমিশ্রের নন্দন॥ ৩৯
নিত্যানন্দ সম্বোধিয়া বোলে বিশ্বম্ভর।
"চল যাই শান্তিপুর—আচার্য্যের ঘর॥" ৪০
মহারঙ্গী দুই প্রভু—পরম-চঞ্চল।
সে-ই পথে চলিলেন আচার্য্যের ঘর॥ ৪১
মধ্য-পথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম।
মূলুকের কাছে সে 'ললিতপুর' নাম॥ ৪২
সেই গ্রামে গৃহস্থ-সন্ন্যাসী এক আছে।
পথের সমীপে ঘর—জাহ্নবীর কাছে॥ ৪৩
নিত্যানন্দ-স্থানে প্রভু করয়ে জিজ্ঞাসা।
"কাহার্ মণ্ডপ জান', কহ কার্ বাসা?" ৪৪
নিত্যানন্দ বোলে "প্রভু! সন্ন্যাসি-আলয়।"
প্রভু বোলে "তারে দেখি যদি ভাগ্য হয়॥" ৪৫
হাসি গেলা দুই প্রভু সন্ন্যাসীর স্থানে।
বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসীরে করিলা প্রণামে॥ ৪৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

একটি অর্ধচন্দ্র) যোজন করিল (সংযোজিত করিয়া দুইটি পূর্ণচন্দ্র দেখাইলেন)? "বুঝিয়ে কারণ"-স্থলে "বুঝি নারায়ণ" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "ভাগে বা চন্দ্রের বিধি করিল জনম" এবং "ভাগে বা চান্দের বিধি করিল যোজন"-পাঠান্তর। তাৎপর্য পূর্ববৎই।

৩৭। **পিতা-পুত্র একরূপ হয়**—"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—এই শাস্ত্রবাক্য হইতে জানা যায়, লোক নিজেই নিজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং পিতা ও পুত্র—এই দুই জনের মধ্যে ভেদ নাই; তাহারা একই। **এক বিধু বুঝি**—মনে হইতেছে, বিধু (বা চন্দ্র) একই, একটি মাত্রই। অপর একটি চন্দ্র যে দৃষ্ট হইতেছে, সেই **এক চন্দ্রের তনয়**—অপর একটি চন্দ্র হইতেছে সেই একটি মাত্র চন্দ্রের তনয় (পুত্র)—বুধ (চন্দ্রের পুত্র হইতেছে বুধ)। একই ব্যক্তি যেমন পিতা ও পুত্ররূপে দুই ভাগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ একই চন্দ্র চন্দ্র ও বুধ রূপে দুই ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছে। "এক বিধু বুঝি, এক"-স্থলে "হেন বুঝি এক বুধ (বিধু)"-পাঠান্তর। দুইটি চন্দ্র যে দেখা যাইতেছে, মনে হইতেছে, তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে চন্দ্রের পুত্র বুধ।

৩৮। **নারে নিশ্চয়িতে**—নিশ্চয় করিতে পারে না। **মোহে**—মোহপ্রাপ্ত হয়েন, কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন না। **এ নহে কৌতুক**—ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। "নহে"-স্থলে "কোন্"-পাঠান্তর।

৪০। পূর্ববর্তী ২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪২। **মধ্যপথে**—নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে যাওয়ার পথের মধ্যস্থলে অবস্থিত। **মুলুকের কাছে**—মুলুক হইতেছে একটি গ্রামের নাম; তাহারই নিকটে, গঙ্গার নিকটে ললিতপুর-নামক গ্রাম। "মুলুকের"-স্থলে "মুল্লুকের", "মল্লুকের" এবং "মলুকের"-পাঠান্তর।

৪৩। **গৃহস্থ-সন্ন্যাসী**—সন্ন্যাসীর পোষাকধারী, অথচ গৃহস্থ। পরবর্তী ৮৬ পয়ার হইতে জানা যায়, ইনি বামাচারী (স্ত্রী-সঙ্গী) সন্ন্যাসী ছিলেন এবং মদ্যপানও করিতেন। বোধ হয় তিনি বেদবিরুদ্ধ-তন্ত্রমতাবলম্বী ছিলেন।

দেখিয়া মোহন মূর্ত্তি দ্বিজের নন্দন।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর রূপ, প্রফুল্ল বদন ॥ ৪৭
সন্তোষে সন্ন্যাসী করে বহু আশীর্ব্বাদ।
"ধন বংশ সুবিবাহ হউ বিদ্যালাভ ॥" ৪৮
প্রভু বোলে "গোসাঞি! এ নহে আশীর্ব্বাদ।
হেন বোল 'তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ' ॥ ৪৯
বিষ্ণুভক্তি-আশীর্ব্বাদ—অক্ষয় অব্যয়।
যে বলিলা গোসাঞি! তোমার যোগ্য নয় ॥" ৫০
হাসিয়া সন্ন্যাসী বোলে "পূর্ব্বে যে শুনিল।
সাক্ষাত তাহার আজি নিদান পাইল। ৫১
ভাল রে বলিতে লোক ঠেঙ্গা লৈয়া ধায়।
এ বিপ্রপুত্রের সেইমত ব্যবসায় ॥ ৫২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৮। সন্ন্যাসী প্রভুকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, তোমার **ধন বংশ** ইত্যাদি—প্রচুর ধনসম্পত্তি হউক, বংশ হউক অর্থাৎ সুপুত্রাদি জন্মুক, সুবিবাহ হউক অর্থাৎ পরমাসুন্দরী পত্নীলাভ হউক এবং বিদ্যালাভ হউক।

৪৯। **এ নহে আশীর্ব্বাদ**—গোসাঞি! তুমি যাহা বলিলে, তাহা তো আশীর্বাদ হইল না। আশীর্বাদ হইল মঙ্গল-বাক্য, যাহাতে জীবের বাস্তব মঙ্গল প্রাপ্তি হইতে পারে, তাহাই বাস্তব আশীর্বাদ। তোমার আশীর্বাদ হইতেছে আমার ধন-বংশ-সুপত্নী-লাভের অনুকূল। ধনাদির ভোগে মত্ত হইয়া জীব তো তাহার পরমার্থভূত বস্তুকে ভুলিয়া থাকে, তাহার বহির্মুখতা ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে। ইহা তো বাস্তব আশীর্বাদ নহে। ইহাদ্বারা সংসার-দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করিতে পারিলেই জীবের সংসার-বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের এবং কৃষ্ণোন্মুখ হওয়ার সম্ভাবনা জন্মে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-কৃপালাভের অনুকূল যে-আশীর্বাদ, তাহাই হইতেছে বাস্তব আশীর্বাদ। তুমি যদি আমাকে বাস্তবিকই আশীর্বাদ করিতে চাও, তাহা হইলে, **হেন বোল** ইত্যাদি—এইরূপ বল যে, তোর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ বা কৃপা হউক।

৫০। প্রভু সন্ন্যাসীকে আরও বলিলেন, **বিষ্ণুভক্তি আশীর্ব্বাদ**—বিভষ্ণুক্তিলাভের অনুকূল যে-আশীর্বাদ, তাহা হইতেছে **অক্ষয় অব্যয়**—তাহার মহিমা অক্ষয় (সর্বদা অবিচল, অক্ষুণ্ণ থাকে) এবং তাহার মহিমা অব্যয় (কখনও হ্রাস প্রাপ্ত হয় না)। কেন না, মহতের আশীর্বাদে যে বিষ্ণুভক্তি লাভ হইতে পারে, তাহা হইতেছে অক্ষয় এবং অব্যয়—নিত্য পূর্ণ। **যে বলিলা** ইত্যাদি—গোসাঞি! তুমি আমাকে যে-আশীর্বাদ করিয়াছ, তাহা তোমার ন্যায় মহাপুরুষের পক্ষে যোগ্য আশীর্বাদ নহে।

৫১। প্রভুর কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী **হাসিয়া**—উপহাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, **পূর্ব্বে যে শুনিল**—পূর্বে আমি যাহা শুনিয়াছি (পরবর্তী ৫২ পয়ার দ্রষ্টব্য), **সাক্ষাত তাহার** ইত্যাদি—আজ আমি সাক্ষাদ্‌ভাবে (প্রত্যক্ষভাবে) তাহার নিদান (নিদর্শন) পাইলাম। "সাক্ষাত তাহার আজি নিদান"-স্থলে "সাক্ষাতেই তাহা আজি নিতান্ত"-পাঠান্তর।

৫২। "রে"-স্থলে "সে"-পাঠান্তর। **ঠেঙ্গা**—লাঠি। **ধায়**—তাড়া করে। **এই বিপ্র পুত্রের**—অর্থাৎ প্রভুর। **ব্যবসায়**—ব্যবহার, আচরণ।

'ধন-বর' দিল আমি পরম সন্তোষে।
কোথা গেল উপকার, আরো আমা' দোষে'॥" ৫৩
সন্ন্যাসী বোলয়ে "শুন ব্রাহ্মণকুমার!
কেনে তুমি আশীর্ব্বাদ নিন্দিলে আমার॥ ৫৪
পৃথিবীতে জন্মিয়া যে না কৈল বিলাস।
উত্তম কামিনী যার না হইল পাশ॥ ৫৫
যার ধন নাহি, তার জীবনে কি কাজ।
হেন 'ধন-বর' দিতে পাও তুমি লাজ॥ ৫৬
হইল বা বিষ্ণুভক্তি তোমার শরীরে।
ধন বিনা কি খাইবা? বোল ত আমারে॥" ৫৭
হাসে' প্রভু সন্ন্যাসীর বচন শুনিয়া।
শ্রীহস্ত দিলেন নিজকপালে তুলিয়া॥ ৫৮
ব্যপদেশে মহাপ্রভু সভারে শিখায়।
'ভক্তি বিনে কেহো যেন কিছুই না চায়॥' ৫৯
"শুন শুন গোসাঞি সন্ন্যাসি! যে খাইব।
নিজকর্ম্মে যে আছে, সে আপনে মিলিব॥ ৬০
ধন-বংশ-নিমিত্ত সংসারে কাম্য করে।
বোল তার ধন-বংশ তবে কেনে মরে॥ ৬১
জ্বরের লাগিয়া কেহো কামনা না করে।
তবে কেনে জ্বর আসি পীড়য়ে শরীরে॥ ৬২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৩। **আমা দোষে**—আমাকে দোষ দেয়।

৫৫। **বিলাস**—ধনসম্পত্তির উপভোগ এবং রমণী-সম্ভোগ। "হইল"-স্থলে "রহিল"-পাঠান্তর। **পাশ**—পার্শ্ববর্তিনী, অঙ্কশায়িনী।

৫৮। **শ্রীহস্ত দিলেন** ইত্যাদি—সন্ন্যাসীর চিত্তবৃত্তির অবস্থা জানিতে পারিয়া খেদবশতঃ প্রভু নিজের হাত তুলিয়া নিজের কপালে দিলেন। অথবা, "এমন সন্ন্যাসীর গৃহে আমার আসা হইল!"—ইহা ভাবিয়া প্রভু নিজের কপালে হাত দিয়া খেদ প্রকাশ করিলেন।

৫৯। **ব্যপদেশে**—সন্ন্যাসীকে উপলক্ষ্য করিয়া। **সভারে শিখায়**—সকলকে শিক্ষা দেন। কি শিক্ষা? **ভক্তি বিনে** ইত্যাদি—ভক্তিব্যতীত অপর কোনও বস্তুই যেন কেহ কাহারও নিকট প্রার্থনা না করে। "বিনে"-স্থলে "দিলে"-পাঠান্তর। **অর্থ**—কেহ কৃপা করিয়া ভক্তির অনুকূল বর দিলে (অথবা ভক্তি দিলে), তাঁহার নিকটে কেহ যেন অন্য কোনও বস্তু প্রার্থনা না করে।

৬০। এই ৬০-পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া ৬৯-পয়ার পর্যন্ত, ৫৪-৫৭-পয়ার-সমূহে-সন্ন্যাসীর উক্তির উত্তরে, সন্ন্যাসীর প্রতি প্রভুর উক্তি। **যে খাইব**—যে-ব্যক্তি যাহা খাইবে। জীবের আহর্য বস্তু।

৬১। **সংসারে কাম্য করে**—সংসারে সংসারী লোক কামনা করে। **ধন-বংশ** ইত্যাদি—সংসারী লোক যে ধন-বংশ কামনা করে, তাহা পাইলেও, কেন আবার তাহার ধন সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়? তাহার বংশ-ই (পুত্রাদিই) বা মরিয়া যায় কেন? পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "বোল দেখি ধন বংশ কেনে এড়ি মরে"-পাঠান্তর। অর্থ—প্রাপ্ত ধন-বংশ এড়ি (এড়িয়া—এই সংসারে রাখিয়া) মরিয়া চলিয়া যায় কেন?

৬২। **পীড়য়ে শরীরে**—শরীরকে পীড়া (দুঃখ-যন্ত্রণা) দেয়। "পীড়য়ে"-স্থলে "পিষয়ে"-পাঠান্তর। পিষয়ে—পিষিয়া ফেলে।

শুন শুন গোসাঞি ! ইহার হেতু—'কর্ম্ম' ।
কোন মহাজনে সে ইহার জানে মর্ম্ম ॥ ৬৩

বেদেও বুঝায় স্বর্গ, বোলে জনাজনা ।
মূর্খ-প্রতি কেবল বেদের করুণা ॥ ৬৪

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৩। **কর্ম্ম**—পূর্ব-পূর্ব-জন্ম-সঞ্চিত বা ইহজন্মে কৃত কর্ম ( কর্মের ফল )। **কোন মহাজনে**—কোনও কোনও মহাজন ( পরম-ভাগবত ব্যক্তি ), সকলে নয় ।

৬৪। **বেদেও বুঝায় ইত্যাদি**- বেদশাস্ত্রও স্বর্গ বুঝায়, অর্থাৎ স্বর্গ-সুখাদির মহিমার কথা খ্যাপন করেন, এবং সেই স্বর্গসুখের মহিমার কথা **বোলে জনাজনা**—জনে জনে সকলের নিকটে বলিয়া থাকেন। ধন-সম্পত্তি-স্ত্রী-পুত্রাদির ন্যায় স্বর্গও অনিত্য বস্তু এবং স্বর্গসুখও অনিত্য বস্তু; স্বর্গসুখ বাস্তব-সুখও নহে, ইহা হইতেছে মায়িক সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসন্নতামাত্র, সুতরাং ধ্বংসশীল মায়িক বস্তু, তত্ত্বের বিচারে স্বর্গসুখও সংসার-দুঃখমাত্র ( ১৫।১৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। ইহা পরমার্থভূত বস্তু নহে। স্বর্গ হইতে, এমন কি ব্রহ্মলোক হইতেও, জীবকে সংসারে ফিরিয়া আসিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হইলেই পুনর্জন্মের আত্যন্তিক অবসান হইয়া থাকে। "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ গীতা ॥ ৮।১৬ ॥" পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে না পারিলে জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায় না। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি ॥" তাঁহাকে জানা যায় একমাত্র বেদের দ্বারা। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ১।১।৩ ব্র. সূ ॥"-এই ব্রহ্মসূত্রও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। সমস্ত বেদের বেদ্যও তিনি। "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ ॥ গীতা ॥ ১৫।১৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তি ॥" সুতরাং বেদ হইতেছে পরমার্থ-শাস্ত্রশিরোমণি। এতাদৃশ বেদও জীবকে স্বর্গ এবং স্বর্গসুখের কথা জানাইয়া থাকে—যে-স্বর্গ এবং স্বর্গসুখ পরমার্থভূত বস্তু নহে, পরন্তু সংসার-বন্ধন-জনক। ইহার হেতু কি ? সংসারী লোকসমূহের ভিন্ন ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। সকলে সকল জিনিস পছন্দ করে না। মনোবৃত্তির দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, বেদ-কথিত সকল বস্তু-লাভের অধিকারীও সকলে নহে। কেহ ভুক্তি চাহেন, কেহ পঞ্চবিধামুক্তির কোনও একরকমের মুক্তি চাহেন, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা চাহেন। এ-সমস্ত বিষয়ের কথাই বেদ বলিয়া গিয়াছেন। মনোবৃত্তি অনুসারে, যাঁহার যেরূপ অধিকার, তিনি যেন তদনুরূপ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন—ইহাই হইতেছে বেদের অভিপ্রায়। বেদে অধিকারিভেদ স্বীকৃত ( ১।২।৩-৪-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )। যাঁহারা কেবলই ভুক্তিকামী, তাঁহাদের জন্যই বেদ স্বর্গের কথা বলিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ভুক্তিকামী নহেন, পরন্তু মুক্তিকামী বা প্রেমসেবাকামী, বেদে স্বর্গসুখের কথা দেখিলেও তজ্জন্য তাঁহাদের বাসনা জন্মে না। **মূর্খ প্রতি ইত্যাদি**—বেদ যে-স্বর্গের কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে মূর্খ লোকদিগের প্রতি বেদের করুণামাত্র। মূর্খ লোক হইতেছেন তাঁহারা, যাঁহারা নিজেদের বাস্তব-হিতাহিত জানেন না, ইহকালে এবং পরকালেও দেহের সুখের জন্যই লালায়িত, জীবের চিরন্তনী সুখবাসনা যে বস্তুতঃ সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্য বাসনা, তাহা জানেন না। তাঁহারাই পরকালে দেহসুখের জন্য লালায়িত হইয়া স্বর্গপ্রাপ্তির অনুকূল বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বেদ কৃপা করিয়া তাঁহাদের জন্যই যজ্ঞাদি পূণ্য কর্মের

বিষয়সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ।
চিত্ত বুঝি কহে বেদ ; বেদের কি দোষ॥ ৬৫
'ধন পুত্র পাই গঙ্গাস্নান হরিনামে।'
শুনিয়া চলয়ে সব বেদের কারণে॥ ৬৬
যে-তে-মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম লৈলে।
দ্রব্যের প্রভাবে 'ভক্তি' হইবেক হেলে॥ ৬৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিধান দিয়াছেন। বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে তাঁহারা বেদের আনুগত্যে থাকিবেন। যথাবিধি বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদিও পাওয়া যায়। তাহা পাইলে, বেদের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে এবং অধিকতর উৎকর্ষময় কোনও বস্তুর কথা বেদে আছে কিনা, কোনও ভাগ্যবশতঃ সেই জিজ্ঞাসাও তাঁহাদের চিত্তে জাগিতে পারে এবং ক্রমশঃ ভাগ্যবশতঃ, পরমার্থভূত বস্তুর অনুসন্ধান এবং তৎপ্রাপ্তির চেষ্টাও জন্মিতে পারে। বেদের আনুগত্যে থাকিলেই এইরূপ সম্ভাবনার অবকাশ থাকে। কিন্তু বেদের আনুগত্যে না থাকিলে দেহ-সুখ-বাসনার তাড়নায় তৎপ্রাপ্তির জন্য তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসিয়া যাইয়া নিজেদের সর্বনাশ সাধন করিবেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে স্বর্গের কথা জানাইয়া বেদ তাঁহাদের প্রতি করুণাই প্রকাশ করিয়াছেন।

৬৫। **বিষয় সুখেতে** ইত্যাদি—বিষয়-সুখ পাইলেই মায়াবদ্ধ বহির্মুখ লোকগণ বড় সন্তোষ (অত্যন্ত আনন্দ) অনুভব করেন। তাঁহাদের **চিত্ত বুঝি**—মনের ভাব জানিয়া, মনোবৃত্তি অনুসারে তাঁহাদের অধিকারের কথা বুঝিতে পারিয়া, **কহে বেদ**—বেদ তাঁহাদের জন্য বেদবিহিত যজ্ঞাদির কথা বলিয়াছেন (পূর্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং **বেদের কি দোষ?**—বেদের কোনও দোষ নাই; বরং তাঁহাদের প্রতি করুণারূপ গুণই আছে।

৬৬-৬৭। বিষয়-সুখের জন্য বেদবাক্যের অনুসরণ করিলেও, লোক যে তাঁহার অপ্রত্যাশিতভাবে পরমার্থভূত বস্তুও পাইতে পারেন, এই দুই পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে। **ধন-পুত্র পাই** ইত্যাদি—গঙ্গাস্নান করিলে এবং হরিনাম করিলে ধন-পুত্রাদি পাওয়া যায়। একথা **শুনিঞা চলয়ে সব**—শুনিয়া সমস্ত লোক গঙ্গাস্নান করিতে এবং হরিনাম করিতে থাকেন। **বেদের কারণে**—বেদের কারণেই, অর্থাৎ গঙ্গাস্নান ও হরিনাম করিলে ধনপুত্র লাভ হইতে পারে, বেদ একথা বলিয়াছেন বলিয়াই, লোক গঙ্গাস্নান ও হরিনাম করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। "সব"-স্থলে "লোক"-পাঠান্তর। **যে-তে মতে**—যে-কোনও ভাবে, যে-কোনও উদ্দেশ্যে, **গঙ্গাস্নান** ইত্যাদি—গঙ্গাস্নান করিলে এবং হরিনাম গ্রহণ করিলেই, **দ্রব্যের প্রভাবে**—গঙ্গাস্নান ও হরিনামের স্বরূপগত ধর্মবশতঃই (এই বস্তুটি প্রাণ-নাশক বিষ—ইহা না জানিয়াও যদি কেহ বিষপান করেন, তাহা হইলেও বিষের বস্তুগত ধর্মবশতঃই তাঁহার মৃত্যু হইবে। বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে না। গঙ্গাস্নান এবং হরিনামে ভক্তিলাভ হয়, তাহা না জানিয়াও যদি কেহ গঙ্গাস্নান এবং হরিনাম করেন, তাহা হইলে গঙ্গাস্নানের এবং হরিনামের স্বরূপগত ধর্মবশতঃই) **ভক্তি হইবে হেলে**—হেলে বা অনায়াসে চিত্তে ভক্তির উদয় হইবে। "যে-তে মতে"-স্থলে "যেন মতে" এবং "যে যেমতে" এবং "লৈলে"-স্থলে "কৈলে"-পাঠান্তর। কৈলে—করিলে।

এই বেদ-অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া, বিষয়সুখে মজে ॥ ৬৮
ভাল মন্দ বিচারিয়া বুঝহ গোসাঞি!
কৃষ্ণভক্তি-ব্যতিরিক্ত আর বর নাঞি ॥" ৬৯
সন্ন্যাসীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
'ভক্তিযোগ' কহে বেদ করিয়া প্রমাণ ॥ ৭০
যে কহে চৈতন্যচান্দ সে-ই সত্য হয়।
পরনিন্দা-পাপে জীব তাহা নাহি লয় ॥ ৭১
হাসয়ে সন্ন্যাসী শুনি প্রভুর বচন।
"এ বুঝি পাগল বিপ্র—মন্ত্রের কারণ ॥ ৭২
হেন বুঝি এই সে সন্ন্যাসী বুদ্ধি দিয়া।
লই যায় ব্রাহ্মণকুমার ভাঙ্গাইয়া ॥ ৭৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৮। **এই বেদ অভিপ্রায়**—ইহাই (অর্থাৎ কোনও ছলে বেদবাক্যের অনুসরণ করাইয়া তাহার ফলরূপে পরমার্থভূত বস্তুর জন্য আকাংক্ষা জাগ্রত করা এবং পরমার্থভূত বস্তু-প্রাপণই) হইতেছে বেদের বাস্তব অভিপ্রায়; কিন্তু **মূর্খ নাহি বুঝে** - বেদের এই নিগূঢ় অভিপ্রায়ের কথা বাস্তব হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য বিষয়সুখ-সর্বস্ব মূর্খ লোকগণ বুঝিতে পারেন না। কৃষ্ণভক্তিই যে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কাম্যবস্তু, তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। (বস্তুতঃ মহতের কৃপাব্যতীত তাহা কেহ বুঝিতে পারেও না। মহৎকৃপালাভরূপ সৌভাগ্য যাঁদের হয়, তাঁহারাই তাহা বুঝিতে পারেন)। এজন্য তাঁহারা **কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া**—কৃষ্ণভক্তি-লাভের উপায় অবলম্বন না করিয়া, **বিষয়-সুখে মজে**—বিষয়-সুখে নিমগ্ন হয়েন।

৬৯। **বর**—বরণীয় বা কাম্যবস্তু, বা আশীর্বাদ।

৭০। **বেদ করিয়া প্রমাণ**—বেদকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া।

৭১। **নাহি লয়**—গ্রহণ করে না।

৭২। প্রভু যে-সকল সারগর্ভ এবং বেদমূলক বাক্য বলিলেন, বামাচারী মদ্যপ সন্ন্যাসী তাহার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কেন না, তিনি ছিলেন বেদবিরুদ্ধ-তন্ত্রমতাবলম্বী সন্ন্যাসী, নিতান্ত বহির্মুখ। বেদের প্রতি এতাদৃশ তান্ত্রিকদের শ্রদ্ধা নাই। বেদবাক্যের আধ্যাত্মিকাদি অর্থ করিয়া তাঁহারা বেদবাক্যেরও, তাঁহাদের তন্ত্রমতের অনুকূল ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন (১।২।৩-৪-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। যাঁহারা বেদবাক্যের মুখ্য অর্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, ইহারা তাঁহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন, উপহাসের হাসি হাসিয়া তাঁহাদের মুখ্য অর্থকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। এই সন্ন্যাসীও তাহাই করিলেন। **হাসয়ে সন্ন্যাসী** ইত্যাদি—প্রভুর কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী উপহাসের হাসি হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, **এ বুঝি পাগল বিপ্র**—এই বিপ্র (অর্থাৎ প্রভু) বুঝি মন্ত্রের কারণে পাগল হইয়াছেন। **মন্ত্রের কারণ**—কাহারও মন্ত্রণা বা পরামর্শের ফলে (পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৭৩। কাহার মন্ত্রণায় বা পরামর্শে প্রভু "পাগল" হইয়াছেন, সন্ন্যাসী তাহা বলিতেছেন। **এই সে সন্ন্যাসী** প্রভুর সঙ্গী সন্ন্যাসী শ্রীনিত্যানন্দ। "সে"-স্থলে "বা"-পাঠান্তর। **ভাঙ্গাইয়া**—সৎপথ ছাড়াইয়া। "ভাঙ্গাইয়া"-স্থলে "ভুলাইয়া"-পাঠান্তর। সন্ন্যাসী মনে করিলেন, শ্রীনিত্যানন্দই প্রভুকে কুমন্ত্রণা দিয়াছেন। মনে মনে এ-সকল কথা ভাবিয়া সন্ন্যাসী প্রকাশ্যে যাহা বলিলেন, তাহা পরবর্তী ৭৪-৭৭ পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে।

সন্ন্যাসী বোলয়ে "হেন কাল সে হইল।
শিশুর অগ্রেতে আমি কিছু নাহি জানিল ॥ ৭৪
আমি করিলাঙ যে পৃথিবী পর্য্যটন।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, বদরিকাশ্রম ॥ ৭৫
গুজ্জরাট, কাশী, গয়া, বিজয়ানগরী।
সিংহল গেলাঙ আমি, যত আছে পুরী ॥ ৭৬
আমি না জানিল ভাল মন্দ হয় ক'য়।
দুধের ছাওয়াল আজি আমারে শিখায় ॥" ৭৭
হাসি বোলে নিত্যানন্দ "শুনহ গোসাঞি!
শিশু-সঙ্গে তোমার বিচারে কার্য্য নাঞি ॥ ৭৮
আমি সে জানিয়ে ভাল তোমার মহিমা।
আমারে দেখিয়া তুমি সব কর' ক্ষমা ॥" ৭৯
আপনার শ্লাঘা শুনি সন্ন্যাসী সন্তোষে'।
ভিক্ষা করিবারে ঝাট বোলয়ে হরিষে ॥ ৮০
নিত্যানন্দ বোলে "কার্য্যগৌরবে চলিব।
কিছু দেহ স্নান করি পথেতে খাইব ॥" ৮১
সন্ন্যাসী বোলয়ে "স্নান কর' এইখানে।
কিছু খাই স্নিগ্ধ হই করহ গমনে ॥" ৮২
পাতকী তারিতে দুই-প্রভু অবতারে।
রহিলেন দুই প্রভু সন্ন্যাসীর ঘরে ॥ ৮৩
জাহ্নবীর মজ্জনে ঘুচিল পথশ্রম।
ফলাহার করিতে বসিলা দুইজন ॥ ৮৪
দুগ্ধ-আম্র-পনসাদি করি কৃষ্ণসাথ।
শেষ খায়ে দুই প্রভু সন্ন্যাসি-সাক্ষাত ॥ ৮৫
বামপথি-সন্ন্যাসী— মদিরা পান করে।
নিত্যানন্দ প্রতি তাহা কহে ঠারেঠোরে ॥ ৮৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৫। "পৃথিবী"-স্থলে "সব তীর্থ"-পাঠান্তর। **পর্য্যটন**—ভ্রমণ। অযোধ্যার বিবরণ ১৷৬৷৩২৩ পয়ারের, মথুরার বিবরণ ২৷৩৷১০৮-পয়ারের, মায়ার (অর্থাৎ মায়াপুরীর) বিবরণ ১৷৬৷৩৯৭ পয়ারের এবং বদরিকাশ্রমের বিবরণ ১৷৬৷৩৪১ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

**৭৬।** গুজ্জরাটের বিবরণ ১৷৯৷১৬০-পয়ারের, কাশীর বিবরণ ১৷৯৷১৬০-পয়ারের, গয়ার বিবরণ ১৷১২৷৩-পয়ারের এবং বিজয়ানগরীর বিবরণ ১৷৬৷৩৯৬-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **সিংহল**—বর্তমান নাম **'সিলোন'**, ভারতবর্ষের দক্ষিণদিকে সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত একটি দ্বীপ। প্রাচীন নাম— লঙ্কা।

**৭৭। কায়**—কাহাতে, কিসে।

**৮০-৮১। ভিক্ষা**—আহার। **ঝাট**— শীঘ্র। **কার্য্যগৌরবে**—বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে। **চলিব**—যাইব। সুতরাং এ-স্থলে বিলম্ব করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

**৮৪।** "বসিলা"-স্থলে "রহিলা"-পাঠান্তর। **দুই জন**—গৌর ও নিত্যানন্দ।

**৮৫। পনস**—কাঁঠাল। **করি কৃষ্ণসাথ**—শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া। **শেষ খায়ে**—শ্রীকৃষ্ণের অবশেষ (প্রসাদ) ভোজন করিতে লাগিলেন। "শেষ"-স্থলে "শেষে"-পাঠান্তর। শেষে—পরে, শ্রীকৃষ্ণে নিবেদনের পরে।

**৮৬। বামপথি-সন্ন্যাসী** বামপন্থী (বামা-পন্থী, বামাচারী) সন্ন্যাসী। বামাচারী তান্ত্রিকেরা তাঁহাদের তান্ত্রিক সাধনের সহায়িনীরূপে একজন স্ত্রীলোককে সঙ্গে রাখেন। এই সন্ন্যাসীও বামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ছিলেন। **বামা**—স্ত্রীলোক। **মদিরা**—মদ্য। **ঠারেঠোরে**—ইঙ্গিতে। ইঙ্গিতে কি বলিলেন, তাহা পরবর্তী পয়ারে দ্রষ্টব্য।

"শুনহ শ্রীপাদ ! কিছু 'আনন্দ' আনিব ?
তোমা হেন অতিথি বা কোথায় পাইব ॥" ৮৭
দেশান্তর করি নিত্যানন্দ সব জানে।
'মদ্যপ সন্ন্যাসী' হেন জানিলেন মনে ॥ ৮৮
"আনন্দ আনিব" ন্যাসী বোলে বারবার।
নিত্যানন্দ বোলে "তবে লড় সে আমার ॥" ৮৯
দেখিয়া দোহার রূপ মদন-সমান।
সন্ন্যাসীর পত্নী চা'হে জুড়িয়া ধেয়ান ॥ ৯০
সন্ন্যাসীরে নিরোধ করয়ে তার নারী।
"ভোজনেতে কেনে তুমি বিরোধ আচরি ॥" ৯১
প্রভু বোলে "কি আনন্দ বোলয়ে সন্ন্যাসী ?"
নিত্যানন্দ বোলয়ে "মদিরা হেন বাসি ॥" ৯২
'বিষ্ণু বিষ্ণু' স্মরণ করয়ে বিশ্বম্ভর।
আচমন করি প্রভু চলিলা সত্বর ॥ ৯৩
দুই প্রভু চঞ্চল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া।
চলিলা আচার্য্যগৃহে গঙ্গায় ভাসিয়া ॥ ৯৪
স্ত্রৈণ মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি—তথাপি সংহরে ॥ ৯৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**৮৭। আনন্দ**—মদ। এতাদৃশ সন্ন্যাসীদের নিকটে "আনন্দ" হইতেছে মদ্যের বাচক। মদ্য না বলিয়া তাঁহারা 'আনন্দ' বলেন। "আনন্দ" বলিলেই ইঙ্গিতে "মদ্য" বুঝায়। "কোথায় পাইব"-স্থলে "কোথা গেলি পাব"-পাঠান্তর। এই বামাচারী সন্ন্যাসী শ্রীনিত্যানন্দকে নিজের মত মদ্যপ সন্ন্যাসী মনে করিয়াছিলেন।

**৮৮। দেশান্তর করি**—নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া।

**৮৯। ন্যাসী**—মদ্যপ সন্ন্যাসী। **তবে লড় সে আমার**—তবে, ( অর্থাৎ "আনন্দ" আনিলে ) আমাকে এ স্থান হইতে লড় ( দৌড় ) দিয়া পলাইতে হইবে।

**৯০। জুড়িয়া ধেয়ান**—( ধেয়ান – ধ্যান ), একাগ্রচিত্ত বা তন্ময় হইয়া।

**৯১। সন্ন্যাসীরে**—বামাচারী সন্ন্যাসীকে। **নিরোধ**—নিষেধ। "নিরোধ"-স্থলে "প্রবোধ" এবং "নিষেধ"-পাঠান্তর। **কেনে** ইত্যাদি—তুমি বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ কেন ?

৯২। সন্ন্যাসীর কথিত "আনন্দ" শব্দের তাৎপর্য প্রভু বুঝিতে পারেন নাই। সেজন্য তিনি নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, **কি আনন্দ** ইত্যাদি—সন্ন্যাসী কি আনন্দের কথা বলিতেছেন ? তখন নিত্যানন্দ বলিলেন, **মদিরা হেন বাসি**—"আনন্দ" বলিতে সন্ন্যাসী বোধ হয় মদিরার কথা বলিতেছেন।

৯৪। "দুই প্রভু"-স্থলে "তবে দুই"-পাঠান্তর। **গঙ্গায় ভাসিয়া**—গঙ্গায় ভাসিতে ভাসিতে, সাঁতার দিতে দিতে।

**৯৫। স্ত্রৈণ মদ্যপেরে**—স্ত্রীলোকে আসক্ত মদ্যপায়ীকে ( অর্থাৎ ললিতপুরবাসী সন্ন্যাসীকেও ) প্রভু কৃপা করিয়া থাকেন। প্রভু তাঁহাকে কি ভাবে কৃপা করিয়াছেন, পরবর্তী ৯৬-৯৮ পয়ারত্রয়ে তাহা কথিত হইয়াছে। কিন্তু **নিন্দক বেদান্তী** ইত্যাদি—বেদান্তী ( বেদান্তবিৎ ) হইয়াও যদি কেহ নিন্দক হয়েন ( পরনিন্দা করেন ), তাহা হইলে প্রভু তাঁহাকে সংহার করেন ( তাঁহার প্রতি কৃপা করেন না ; তাহাতেই নিন্দার ফলে তাঁহার সংহার—সর্বনাশ—হইয়া থাকে )। "নিন্দক বেদান্তী যদি"-স্থলে "নিন্দক

ন্যাসী হৈয়া মদ্য পিয়ে, স্ত্রীসঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে ॥ ৯৬
রাকোবাক্য কৈলা প্রভু শিখাইলা ধর্ম্ম।
বিশ্রাম করিয়া কৈলা ভোজনের কর্ম্ম ॥ ৯৭
না হয়ে এ-জন্মে ভাল, হৈব আর-জন্মে।
সবে নিন্দকেরে নাহি বাসে' ভাল মর্ম্মে ॥ ৯৮
দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী ॥ ৯৯
শেষখণ্ডে যখনে চলিলা প্রভু কাশী।
শুনিলেক যত কাশীনিবাসী সন্ন্যাসী ॥ ১০০
শুনিঞা আনন্দ বড় হৈলা ন্যাসি-গণ।
দেখিব চৈতন্য, বড় শুনি মহাজন ॥ ১০১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সন্ন্যাসী যদি" এবং "নিন্দা করে বেদান্তী যে"-পাঠান্তর। এই উক্তি হইতে মনে হয়, ললিতপুরবাসী সন্ন্যাসী স্ত্রৈণ এবং মদ্যপ হইলেও পর-নিন্দক ছিলেন না।

**৯৬-৯৮।** সন্ন্যাসীর পক্ষে মদ্যপান তো দূরে, মদ্য-স্পর্শও নিষিদ্ধ এবং স্ত্রী-সঙ্গ তো দূরে, স্ত্রীলোকের দর্শনও নিষিদ্ধ। কিন্তু ললিতপুরের সন্ন্যাসী, **ন্যাসী হৈয়া** ইত্যাদি—সন্ন্যাসী হইয়াও মদ্যপান করিতেন এবং স্ত্রী-সঙ্গও করিতেন। **তথাপি ঠাকুর** ইত্যাদি—তথাপি প্রভু তাঁহার গৃহে গিয়াছেন এবং **রাকোবাক্য** ইত্যাদি—আলাপ-আলোচনা উপলক্ষ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তিতে তাঁহাকে বেদবিহিত ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষাও দিয়াছেন। **রাকোবাক্য**—উক্তি-প্রত্যুক্তি। **বিশ্রাম করিয়া** ইত্যাদি—তাঁহার আগ্রহে তাঁহার গৃহে বিশ্রাম করিয়া তাঁহার প্রদত্ত ফলাদিও ভোজন করিয়াছেন। এতভাবে প্রভু সেই সন্ন্যাসীর প্রতি কৃপা করিয়াছেন। কিন্তু বেদবিরুদ্ধ তান্ত্রিক আচরণে তন্ময় ছিলেন বলিয়া, **না হয়ে এ-জন্মে** ইত্যাদি—সেই সন্ন্যাসীর এই জন্মে ভাল কিছু হয় নাই, তাঁহার এই জন্মে প্রভুর অনুগ্রহ ফলপ্রসূ হয় নাই; কিন্তু **হৈব আর জন্মে**—অন্য জন্মে, পরজন্মে, তাঁহার ভাল হইবে, প্রভুর কৃপা ফল প্রসব করিবে। উষর ভূমিতে আম্রবীজ রোপণ করিলে বীজ সহসা অঙ্কুরিত হয় না, বৃক্ষেও পরিণত হয় না, ফলও ধারণ করে না। কিন্তু সেই ভূমিতে যদি জল সেচন করা হয়, তাহা হইলে যথাসময়ে আম্রবীজ অঙ্কুরিত ও ফলপ্রসূ হয়। প্রভুর কৃপা সন্ন্যাসীর উষর চিত্তে জল সেচনের কার্য করিয়াছে; পর জন্মে অর্থাৎ তাঁহার কলুষিত দেহ-চিত্তের উষরত্ব দূরীভূত হওয়ার পরে, প্রভুর শিক্ষারূপ আম্রবীজ অঙ্কুরিত এবং বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফল প্রসব করিবে। **সবে নিন্দকেরে**—কিন্তু যাঁহারা পর-নিন্দক, কেবলমাত্র তাঁহাদিগকে প্রভু **নাহি বাসে** ইত্যাদি—মর্মে ( মনে ) ভালবাসেন না, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন না। "নিন্দকেরে"-স্থলে "নিন্দা করে"-পাঠান্তর। অর্থ—যে নিন্দা করে, তাহাকে।

**৯৯।** **দেখা নাহি** ইত্যাদি—যাঁহারা সন্ন্যাসী, অথচ অভক্ত ( ভক্তিহীন ), তাঁহাদের প্রতি কৃপা করা তো দূরে, তাঁহারা প্রভুর দর্শনও পায়েন না। **তার সাক্ষী** ইত্যাদি—তাহার প্রমাণ হইতেছে কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ। পরবর্তী ১০০-১০ পয়ারসমূহ দ্রষ্টব্য।

**১০০-১০১।** **শেষখণ্ডে**—প্রভুর সন্ন্যাসের পরবর্তী কালের লীলায়, **যখনে** ইত্যাদি—সন্ন্যাস গ্রহণের পরে নীলাচলে গমন করিয়া কিছুকাল পরে প্রভু যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন **শুনিলেক যত** ইত্যাদি—কাশীতে যত সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রভুর কাশীতে উপস্থিতির কথা শুনিলেন।

সভেই বেদান্তী জ্ঞানী, সভেই তপস্বী।
আজন্ম কাশীতে বাস, সভেই যশস্বী ॥ ১০২
এক দোষে সকল গুণের গেল শক্তি।
পঢ়ায়ে বেদান্ত, না বাখানে বিষ্ণুভক্তি ॥ ১০৩
অন্তর্য্যামী গৌরসিংহ ইহা সব জানে।
গিয়াও কাশীতে নাহি দিলা দরশনে ॥ ১০৪
রামচন্দ্রপুরীর মঠেতে লুকাইয়া।
রহিলেন দুই-মাস বারাণসী গিয়া ॥ ১০৫
বিশ্বরূপক্ষৌরের দিবস-দুই আছে।
লুকাইয়া চলিলা, দেখয়ে কেহ পাছে ॥ ১০৬
পাছে শুনিলেন সব সন্ন্যাসীর গণ।
চলিলেন চৈতন্য, নহিল দরশন ॥ ১০৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**শুনিঞা আনন্দ** ইত্যাদি—তাহা শুনিয়া কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; যেহেতু, **দেখিব চৈতন্য** ইত্যাদি—তাঁহারা মনে করিলেন, "শুনিয়াছি, শ্রীচৈতন্য একজন বড় মহাজন (অতি উচ্চ অধিকারী সন্ন্যাসী)। তিনি যখন কাশীতে আসিয়াছেন, তখন তাঁহাকে দেখিতে পাইব।" এইরূপ ভাবিয়া তাঁহাদের আনন্দ। প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে কেবল "চৈতন্য" বলিতেন। "হৈলা ন্যাসি"-স্থলে "হৈলা সন্ন্যাসীর" এবং "বড় শুনি"-স্থলে "সেই বড়"-পাঠান্তর।

১০২-১০৩। **সভেই**—কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের সকলেই। **বেদান্তী**—বেদান্তবিৎ। বস্তুতঃ মায়াবাদী শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যকৃত বেদান্তের মায়াবাদ-ভাষ্যেই তাঁহারা বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। **জ্ঞানী**—সেই সন্ন্যাসীদের সকলেই ছিলেন জ্ঞানী, অর্থাৎ শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত জ্ঞানমার্গের উপাসক। তাঁহারা কিন্তু বেদবিহিত জ্ঞানমার্গের উপাসক ছিলেন না। **তপস্বী**—তপোনিষ্ঠ। নিজেদের স্বীকৃত সাধনমার্গের অনুষ্ঠানে কষ্টসহিষ্ণু। **যশস্বী**—বেদান্তবিৎ এবং তপোনিষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত। **পঢ়ায়ে বেদান্ত**—তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্য এবং অনুগত লোকদিগকে বেদান্ত (বস্তুতঃ বেদান্তের মায়াবাদ-ভাষ্য) পঢ়াইতেন; কিন্তু ভক্তিবিরোধী মায়াবাদ-ভাষ্য পঢ়াইতেন বলিয়া, **না বাখানে বিষ্ণুভক্তি**—তাঁহারা বেদান্ত-বাক্যের ব্যাখ্যাকালে বিষ্ণুভক্তিমূলক অর্থ প্রকাশ করিতেন না। **একদোষে** ইত্যাদি—এই একটি দোষেই তাঁহাদের সকলগুণের (বেদান্তজ্ঞত্ব, তপস্বিত্ব ও যশস্বিত্বাদি গুণের) শক্তি (মহিমা) গেল (লোপ প্রাপ্ত হইল)।

১০৫-১০৬। **রামচন্দ্রপুরী**—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। **বিশ্বরূপক্ষৌর**—বৎসরের মধ্যে ছয়টি ঋতু—গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি। প্রতি ঋতুর প্রথম মাসের পূর্ণিমায় সন্ন্যাসীদের ক্ষৌরকর্ম শাস্ত্রবিহিত। ছয়টি ঋতুর ক্ষৌর-কর্মের ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যথা, বৈশাখী পূর্ণিমার ক্ষৌর-কর্মকে বলে আচার্য-ক্ষৌর; আষাঢ়ী পূর্ণিমার ক্ষৌর-কর্ম—ব্যাস-ক্ষৌর, **ভাদ্রী পূর্ণিমার—বিশ্বরূপ-ক্ষৌর**, কার্তিকী পূর্ণিমার—জ্যোতিরূপ-ক্ষৌর, পৌষী পূর্ণিমার—ব্রহ্মক্ষৌর এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমার—দত্তাত্রেয়-ক্ষৌর। ক্ষৌরের পরে সন্ন্যাসীদের পরস্পরের সহিত মিলন হয়। প্রভু যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন তত্রত্য সন্ন্যাসিগণ আশা করিয়াছিলেন, বিশ্বরূপ-ক্ষৌরের দিন তাঁহারা প্রভুকে দর্শন করিবেন। কিন্তু **দেখয়ে কেহ পাছে**—পাছে কোনও সন্ন্যাসী তাঁহাকে দেখিতে পায়েন, এজন্য তিনি **বিশ্বরূপ-ক্ষৌরের** ইত্যাদি—বিশ্বরূপ-

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ক্ষৌরের ( অর্থাৎ ভাদ্রীপূর্ণিমার ) দুইদিন পূর্বে অর্থাৎ ভাদ্র-শুক্লাত্রয়োদশীতে লুকাইয়া (অপর কেহ দেখিতে না পায়েন, এইভাবে ) কাশী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এই দুই পয়ারের উক্তি সম্বন্ধে কিছু বিবেচ্য আছে। নীলাচল হইতে প্রভু যখন বৃন্দাবনে যাইতেছিলেন, তখন যাওয়ার পথে প্রভুর কাশীতে অবস্থান-সম্বন্ধীয় বিবরণই এই দুই পয়ারে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামীও তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের বিবরণ এবং কবিরাজগোস্বামীর বিবরণ সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। পার্থক্যগুলি ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমতঃ, নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া প্রভুর কাশীতে উপস্থিতির সময়। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর লিখিয়াছেন কাশীতে দুইমাস অবস্থানের পরে, প্রভু বিশ্বরূপ-ক্ষৌরের দুইদিন পূর্বে, অর্থাৎ ভাদ্র-শুক্লা ত্রয়োদশীতে, কাশী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায়, ভাদ্র-শুক্লা ত্রয়োদশীর প্রায় আড়াই মাস পূর্বে, অর্থাৎ আষাঢ় মাসে, প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, বিজয়া দশমীর অর্থাৎ আশ্বিনী শুক্লা দশমীর, পরে প্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবনে যাত্রা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বৃন্দাবন-গমনের পথে কাশীতে প্রভুর স্থিতি-কালের পরিমাণ। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর লিখিয়াছেন—এই সময়ে প্রভু দুই মাস কাশীতে ছিলেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—এই সময়ে প্রভু কাশীতে মাত্র "দিন দশেক" ছিলেন। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রভু কাশীতে দুই মাস ছিলেন। তৃতীয়তঃ, কাশীতে প্রভুর বাসস্থান। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর লিখিয়াছেন—প্রভু রামচন্দ্রপুরীর মঠে ছিলেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, বৃন্দাবনে গমনের পথে এবং বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে, উভয়ত্রই প্রভু কাশীতে তাঁহার পূর্বপরিচিত ভক্ত চন্দ্রশেখর-বৈদ্যের গৃহে বাস করিতেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে আহার করিতেন। তিনি রামচন্দ্রপুরীর মঠের কথা কিছু লিখেন নাই। কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি হইতে জানা যায়, রামচন্দ্রপুরীর কোনও মঠও কোনও স্থানে ছিল না। কেননা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় তিনি লিখিয়াছেন—রামচন্দ্রপুরীর কোনও নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। তিনি ছিলেন—"বিরক্ত-স্বভাব, কভু রহে কোন স্থলে ॥ চৈ. চ. ৩৷৮৷৩৬॥" চতুর্থতঃ, প্রভু-কর্তৃক কাশীবাসী সন্ন্যাসীদিগকে দর্শন-দান-প্রসঙ্গ। বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর লিখিয়াছেন—প্রভু কাশীতে অবস্থান-কালে তত্রত্য সন্ন্যাসীদিগকে দর্শন দেন নাই। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—বৃন্দাবন-গমনের পথে প্রভু যখন কাশীতে ছিলেন, তখন তিনি তত্রত্য সন্ন্যাসীদিগের সহিত মিলিত হয়েন নাই। কিন্তু বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রভু যখন কাশীতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি সে-স্থানে দুই মাস থাকিয়া শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যেই প্রভু কাশীবাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের সহিত বেদান্ত-বিচার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। বেদান্ত-বিচারের পরে একদিন প্রভু যখন প্রেমাবেশে বিন্দুমাধব-মন্দিরে কীর্তন করিতেছিলেন, তখন চন্দ্রশেখরবৈদ্যাদির সহিত সনাতন-গোস্বামীও সে-স্থলে কীর্তন করিয়াছিলেন। কীর্তনের ধ্বনি শুনিয়া সশিষ্য প্রকাশানন্দও সে-স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভুর

সর্ব্ব-বুদ্ধি হরিলেক এক নিন্দা-পাপ।
পাছেও কাহারো চিত্তে না জন্মিল তাপ ॥ ১০৮
আরো বোলে "আমরা সকল পূর্ব্বাশ্রমী।
আমা'সভা' সম্ভাষিয়া বিনা গেলা কেনী ॥ ১০৯
দুইদিন লাগি কেনে স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া।
কেনে গেলা 'বিশ্বরূপক্ষৌর' (সে) লজ্ঘিয়া॥" ১১০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে, প্রকাশানন্দের জিজ্ঞাসায়, প্রভু তাঁহার নিকটে ব্রহ্মসূত্রের মুখ্যার্থ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের মহিমা বর্ণন করিয়াছিলেন। তখনও শ্রীপাদ সনাতন সে-স্থানে উপস্থিত ছিলেন। ( বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রভুর কাশীতে অবস্থানের প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর কিছু লিখেন নাই। )

ইহার কিছুকাল পরে, প্রভুর দর্শনের উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী যখন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে গমনের পথে কাশীতে আসিয়াছিলেন, তখন চন্দ্রশেখর-তপনমিশ্রাদির মুখে কাশীতে প্রভুর লীলাসম্বন্ধে সমস্ত বিবরণই শুনিয়াছেন। বৃন্দাবনের পথে প্রভুর সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্যের মুখে শুনিয়া শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরও তাঁহার কড়চায় প্রভুর বারাণসী-লীলার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকটে কবিরাজ গোস্বামী সেই কড়চাও পাইয়াছেন। প্রভুর কাশীলীলার প্রত্যক্ষদর্শী সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও ছিলেন কবিরাজ গোস্বামীর দুইজন শিক্ষাগুরু। তাঁহাদের মুখেও কবিরাজ গোস্বামী এই বিবরণ শুনিয়াছেন। সুতরাং কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি হইতেছে প্রত্যক্ষ-দর্শীদের এবং সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শ্রুত উক্তি—সুতরাং সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য। তাঁহার উক্তির সহিত যে উক্তির বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা নির্ভরযোগ্য কিনা, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর লিখিয়াছেন—"বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কে বা জানে। তাহি লিখি, যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে ॥ ১।১।৬৪ ॥" বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর নিজে প্রভুর কোনও লীলাই দর্শন করেন নাই। যে-সময়ে তিনি চৈতন্যভাগবত লিখিয়াছেন, সেই সময়ে প্রভুর লীলার প্রত্যক্ষদর্শী কোনও ভক্ত প্রকট ছিলেন কিনা, দু'একজন থাকিলেও তাঁহাদের মুখে প্রভুর সমস্ত লীলা-কথা-শ্রবণের সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল কিনা, তাহাও নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানিবার উপায় নাই। সুতরাং তাঁহার সম-সাময়িক ভক্তদের মুখে তিনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহার কোনও কোনও অংশ কিম্বদন্তীমূলক হওয়াও অসম্ভব নয়। বৃন্দাবন-গমনের পথে প্রভুর কাশীতে অবস্থান-কালের যে বিবরণ তিনি তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কবিরাজ গোস্বামীর উক্তির সহিত তাহার বিরোধ দৃষ্ট হয় বলিয়া, তাহা কিম্বদন্তীমূলক বলিয়াই মনে হয়। ভূমিকায় ৩, ৬, ১১, এবং ১২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

**১০৮। নিন্দা-পাপ**—নিন্দারূপ পাপকর্ম। কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ সর্বদা প্রভুর নিন্দা করিতেন। **পাছেও কাহারো** ইত্যাদি—প্রভুর কাশী হইতে চলিয়া যাওয়ার পরেও, প্রভুর দর্শন পাইলেন না বলিয়া, কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের মধ্যে কাহারও মনে তাপ ( দুঃখ বা অনুতাপ ) জাগে নাই।

**১০৯-১১০।** সন্ন্যাসীদের কাহারও চিত্তে দুঃখ বা অনুতাপ তো জন্মেই নাই, তাঁহারা **আরো বলে**—আরও বলিতে লাগিলেন যে, **আমরা সকল** ইত্যাদি—আমরা সকলেই শ্রীচৈতন্যের

ভক্তিহীন হৈলে এইমত বুদ্ধি হয়।
নিন্দকের পূজা শিব কভু নাহি লয়॥ ১১১
কাশীতে যে পর নিন্দে', সে শিবের দণ্ড্য।
শিব-অপরাধে বিষ্ণু নহে তার বন্দ্য॥ ১১২
সভার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার॥ ১১৩
মণ্ডপের ঘরে কৈলা স্নান (সে) ভোজন।
নিন্দা করে বেদান্তী না পাইল দরশন॥ ১১৪
চৈতন্যের দণ্ডে যার চিত্তে নাহি ভয়।
জন্মে জন্মে সেই জীব যমদণ্ড্য হয়॥ ১১৫
অজ, ভব, অনন্ত, কমলা সর্ব্বমাতা।
সভার শ্রীমুখে নিরবধি যাঁর কথা॥ ১১৬
হেন গৌরচন্দ্র-যশে যার নহে মতি।
ব্যর্থ তার সন্ন্যাস, বেদান্তপাঠে রতি॥ ১১৭
হেনমতে দুই প্রভু আপন-আনন্দে।
সুখে দুই চলিলেন জাহ্নবীতরঙ্গে॥ ১১৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পূর্বাশ্রমী (শ্রীচৈতন্য এই সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করার পূর্বেই আমরা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি; সুতরাং সন্ন্যাসিরূপে আমরা তাঁহার জ্যেষ্ঠ। এই অবস্থায়) **আমাসভা সম্ভাষিয়া** ইত্যাদি—আমাদের সহিত আলাপাদি না করিয়া, আমাদের সহিত দেখা না করিয়া, তিনি এ-স্থান হইতে চলিয়া গেলেন কেন? (তাঁহারা মনে করিলেন, শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা বা অমর্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন; ইহা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। তাঁহারা আরও বলিলেন) **দুইদিন লাগি** ইত্যাদি—বিশ্বরূপ ক্ষৌর-কর্ম হইতেছে সন্ন্যাসীদের স্বধর্ম—অবশ্যকর্তব্য। দুই দিনের জন্য এই স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া **কেনে গেলা** ইত্যাদি—তিনি কেন বিশ্বরূপ-ক্ষৌর-কর্মকে লঙ্ঘন করিয়া (পালন না করিয়া) চলিয়া গেলেন? (তাঁহারা মনে করিলেন, শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসী হইয়াছেন বটে; কিন্তু সন্ন্যাসীর ধর্মসম্বন্ধেও তাঁহার কোনও জ্ঞান নাই, সন্ন্যাসীর ধর্ম পালনও করেন না)। **কেনী**—কেন, কি নিমিত্ত।

**১১১-১১২। নিন্দকের পূজা** ইত্যাদি—কাশীর অধিপতি শিব নিন্দকের পূজা কখনও গ্রহণ করেন না। **কাশীতে যে** ইত্যাদি—পুণ্যভূমি কাশীতে বাস করিয়াও যিনি পরনিন্দা করেন, সেই নিন্দার জন্য তিনি কাশীর অধিপতি শিবের নিকটে দণ্ড্য (দণ্ডনীয়, শাস্তিপ্রাপ্ত) হইয়া থাকেন। **শিব-অপরাধে** ইত্যাদি—পরনিন্দায়, বিশেষতঃ প্রভুর নিন্দায়, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীশিবের নিকটে অপরাধ হয়; সেই অপরাধের ফলে বিষ্ণু তাঁহার বন্দনীয় হয়েন না, অর্থাৎ বিষ্ণুর বন্দনায় তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে না।

**১১৪-১১৫। মণ্ডপের**—ললিতপুরের মণ্ডপ সন্ন্যাসীর। **নিন্দা করে** ইত্যাদি—কিন্তু কাশীর বেদান্তী (বেদান্তবিৎ) সন্ন্যাসিগণ পরের নিন্দা করেন বলিয়া প্রভুর দর্শন পাইলেন না। **যমদণ্ড্য**—যমের নিকটে নরকে দণ্ডনীয়। "দণ্ড্য"-স্থলে "দণ্ডি" এবং "দণ্ডী"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

**১১৬-১১৭। অজ**—ব্রহ্মা। **ভব**—শিব। **কমলা সর্ব্বমাতা**—সকলের মাতা লক্ষ্মী। **গৌরচন্দ্র-যশে**—গৌরচন্দ্রের মহিমা-কীর্তনে। "যশে যার নহে"-স্থলে "রসে যার নাহি"-পাঠান্তর। রসে—মহিমা-কীর্তনের আনন্দে। **মতি**—বুদ্ধি, মনোবৃত্তি। **রতি**—অনুরাগ।

**১১৮।** পূর্ববর্তী ৯৪ পয়ারে প্রভুর শান্তিপুর-গমনের কথা বলার উপক্রম করিয়া, গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে ৯৫-১১৭ পয়ার-সমূহে নিন্দকের দুর্গতির কথা বলিয়াছেন। এক্ষণে আবার প্রভুর শান্তিপুর

মহাপ্রভু নিরবধি করয়ে হুঙ্কার।
"মুঞি সেই মুঞি সেই" বোলে বারেবার ॥ ১১৯
"মোহোরে আনিল নাঢ়া শয়ন ভাঙ্গিয়া।
এখনে বাখানে' 'জ্ঞান' 'ভক্তি' লুকাইয়া॥ ১২০
তার শাস্তি করোঁ আজি দেখ পরতেখে।
কেমনে দেখিব আজি জ্ঞানযোগ রাখে॥" ১২১
তর্জ্জে গর্জ্জে মহাপ্রভু গঙ্গাস্রোতে ভাসে।
মৌন হই নিত্যানন্দ মনে মনে হাসে' ॥ ১২২
দুই প্রভু ভাসি যায় গঙ্গার উপরে।
অনন্ত মুকুন্দ যেন ক্ষীরোদসাগরে॥ ১২৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

গমনের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। **হেন মতে**—এই প্রকারে, পূর্ববর্তী ৯৪ পয়ারে কথিত প্রকারে, গঙ্গায় ভাসিতে ভাসিতে। **দুই প্রভু**—গৌর ও নিত্যানন্দ।

১১৯-১২১। মহাপ্রভু স্বরূপতঃ ভক্তভাবময় (১।৭।১৭৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ভক্তভাবে তিনি বৈষ্ণবদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিতেন এবং শ্রীঅদ্বৈতের সম্বন্ধে গুরুবুদ্ধি পোষণ করিয়া তাঁহার পদধূলিও গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ভক্তভাবে অদ্বৈতাচার্যের বাসনা-পূরণ (অদ্বৈতাচার্যকে শাস্তি-দান) প্রভুর পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র ঈশ্বর-ভাবেই তাহা সম্ভব। এজন্য ভক্তবৎসল প্রভুর দ্বারা, পরম-ভাগবতোত্তম শ্রীঅদ্বৈতের বাসনা-পূরণের নিমিত্ত, লীলাশক্তিই প্রভুর মধ্যে ঈশ্বর-ভাব স্ফুরিত করিয়াছেন। সেই ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট হইয়াই **মহাপ্রভু নিরবধি** ইত্যাদি—গঙ্গাতে ভাসমান মহাপ্রভু মহাক্রোধ-ভরে নিরবধি (নিরবচ্ছিন্নভাবে) হুঙ্কার (তীব্রশব্দে হুঁ হুঁ-ইত্যাদি রূপে গর্জন) করিতে লাগিলেন এবং নিজের তত্ত্বও প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "**মুঞি সেই** ইত্যাদি—পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—"আমিই সেই, আমিই সেই—যাঁহার অবতরণের নিমিত্ত শ্রীঅদ্বৈত গাঢ় প্রেমের সহিত আরাধনা করিয়াছিলেন, আমিই সেই শ্রীকৃষ্ণ, আমিই সেই শ্রীকৃষ্ণ, আমি অপর কেহ নহি।" প্রভু আরও বলিলেন, **মোহোরে আনিল নাঢ়া** ইত্যাদি—আমার শয়ন-ভঙ্গ (নিদ্রা-ভঙ্গ) করিয়া নাঢ়া আমাকে ব্রহ্মাণ্ডে আনয়ন করিলেন (২।৬।৯৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। (জগতে ভক্তি-প্রচারের উদ্দেশ্যেই নাঢ়া আমাকে আনিয়াছেন। কিন্তু সেই নাঢ়াই) **এখনে বাখানে** ইত্যাদি—এক্ষণে ভক্তি লুকাইয়া (ভক্তির মহিমাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, ভক্তির অপকর্ষ খ্যাপন করিয়া) জ্ঞান (ভক্তিবিরোধী জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান—তদ্রূপ ঐক্যজ্ঞানের মহিমা বা উৎকর্ষ) যোগবাশিষ্টের ব্যাখ্যাকালে কীর্তন করিতেছেন। (এ-স্থলে প্রভু অদ্বৈতাচার্যের প্রতি তাঁহার ক্রোধের হেতুর কথাই বলিলেন)। **তার শাস্তি** ইত্যাদি—সকলে দেখ, আজ আমি প্রত্যক্ষভাবে নাঢ়ার এইরূপ আচরণের জন্য তাঁহাকে শাস্তি দিব। **কেমনে দেখিব** ইত্যাদি—দেখিব, নাঢ়া কিরূপে আজ তাঁহার জ্ঞানযোগ (জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের উৎকর্ষ) রক্ষা করিতে পারেন। **নাঢ়া**—অদ্বৈতাচার্য (২।২।২৬২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ১১৯ পয়ারে "নিরবধি"-স্থলে "গৌরচন্দ্র" এবং "বিশ্বম্ভর" এবং ১২১-পয়ারে "কেমনে দেখিব"-স্থলে "দেখুক কেমতে"-পাঠান্তর। দেখুক—লোকে দেখুক, বা নাঢ়া দেখুক।

১২৩। **অনন্ত**—ক্ষীরোদ-সাগরে বিষ্ণুর শয্যারূপ সহস্রশীর্ষা অনন্তদেব। **মুকুন্দ**—ক্ষীরসমুদ্রে অনন্ত-শয্যায় শয়ান বিষ্ণু।

ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
বুঝিলেন চিত্তে "মোর হইবেক ফল ॥" ১২৪
'আইসে ঠাকুর ক্রোধে' অদ্বৈত জানিয়া।
জ্ঞানযোগ 'বাখানে' অধিক মত্ত হৈয়া ॥ ১২৫
চৈতন্যভক্তের কে বুঝিতে পারে লীলা।
গঙ্গাপথে দুই প্রভু আসিয়া মিলিলা ॥ ১২৬
ক্রোধমুখ বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
দেখয়ে—অদ্বৈত দোলে জ্ঞানানন্দ-রঙ্গে ॥ ১২৭
প্রভু দেখি হরিদাস দণ্ডবত হয়।
অচ্যুত প্রণাম করে—অদ্বৈততনয় ॥ ১২৮
অদ্বৈতগৃহিণী মনে মনে নমস্করে।
দেখিয়া প্রভুর মূর্ত্তি চিন্তিত-অন্তরে ॥ ১২৯
বিশ্বম্ভর-তেজ যেন কোটি-সূর্য্যময়।
দেখিয়া সভার চিত্তে উপজিল ভয় ॥ ১৩০
ক্রোধমুখে বোলে প্রভু "আরে আরে নাঢ়া!
বোল দেখি 'জ্ঞান' 'ভক্তি' দুইতে কে বাঢ়া?" ১৩১
অদ্বৈত বোলয়ে "সর্ব্ব-কাল বড় 'জ্ঞান'।
যার 'জ্ঞান' নাহি তার ভক্তিতে কি কাম ॥" ১৩২
"জ্ঞান বড়" অদ্বৈতের শুনিঞা বচন।
ক্রোধে বাহ্য পাসরিলা শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৩৩
পিঁড়া হৈতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া ॥ ১৩৪
অদ্বৈতগৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
সর্ব-তত্ত্ব জানিঞাও করয়ে ব্যগ্রতা ॥ ১৩৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২৪। **মোর হইবেক ফল**—আমার কৃত কার্য ফল প্রসব করিবে; অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে আমি জ্ঞানের উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছি, তাহা সিদ্ধ হইবে, আমি আমার অভীষ্ট শাস্তি পাইব।

১২৬। "আসিয়া"-স্থলে "ভাসিয়া"-পাঠান্তর। **মিলিলা**—অদ্বৈতের সঙ্গে মিলিত হইলেন। অর্থাৎ অদ্বৈতের গৃহে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

১২৭। **ক্রোধমুখ বিশ্বম্ভর**—যাঁহার মুখে ক্রোধের ভাব সুস্পষ্ট, সেই বিশ্বম্ভর। **দেখয়ে**—শ্রীঅদ্বৈত দেখিলেন। **দোলে জ্ঞানানন্দ-রঙ্গে**—জ্ঞানের উৎকর্ষের অনুভূতি-জনিত আনন্দের রঙ্গে (ভঙ্গীতে) অদ্বৈত দোলায়মান হইতেছেন। নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভু অদ্বৈতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন; কিন্তু অদ্বৈত তাঁহাদিগকে দেখিয়াও উঠিলেন না, বসিয়া রহিয়াছেন এবং জ্ঞানের উৎকর্ষের অনুভব লাভ করিয়া তিনি যেন কতই আনন্দ লাভ করিয়াছেন—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া স্বীয় অঙ্গ দোলাইতে লাগিলেন। প্রভুর ক্রোধকে আরও উদ্দীপ্ত করাইবার নিমিত্তই শ্রীঅদ্বৈতের এইরূপ ভঙ্গী। "সঙ্গে"-স্থলে "সঙ্গী" এবং "রঙ্গে"-স্থলে "রঙ্গী"-পাঠান্তর।

১৩১। **বাঢ়া**—বড়, শ্রেষ্ঠ, অধিকতর উৎকর্ষময়।

১৩৩। **বাহ্য পাসরিলা**—বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন।

১৩৪। **পিঁড়া**—পিণ্ডা। অদ্বৈত গৃহের যে পিণ্ডায় বসিয়াছিলেন, সেই পিণ্ডা। **পাড়িয়া**—ফেলিয়া দিয়া!

১৩৫। **সর্ব্বতত্ত্ব জানিঞাও**—প্রভু যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই যে তিনি করিতে সমর্থ, তাঁহার কোনও কার্যে কেহই যে তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না, এ-সমস্ত তত্ত্ব জানিয়াও, পতিগত-প্রাণা বলিয়া, তাঁহার বৃদ্ধ পতিকে প্রভু উঠানে ফেলিয়া দিয়া কিলাইতেছেন দেখিয়া, পতির

"বুঢ়া বিপ্র, বুঢ়া বিপ্র, রাখ রাখ প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় এত কর' অপমান॥ ১৩৬
এড় বুঢ়া-বামনেরে, আর কি করিবা।
কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা॥" ১৩৭
পতিব্রতা-বাক্য শুনি নিত্যানন্দ হাসে'।
ভয়ে কৃষ্ণ স্মঙরয়ে প্রভু হরিদাসে॥ ১৩৮
ক্রোধে প্রভু পতিব্রতা-বাক্য নাহি শুনে।
তর্জ্জেগর্জ্জে অদ্বৈতেরে সদম্ভ-বচনে॥ ১৩৯
"সুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীরসাগরের মাঝে।
আরে নাঢ়া! নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর কাজে॥ ১৪০
ভক্তি প্রকাশিবি তুই আমারে আনিয়া।
এবে বাখানিস্ জ্ঞান, ভক্তি লুকাইয়া॥ ১৪১
যদি লুকাইবি ভক্তি তোর চিত্তে আছে।
তবে মোরে প্রকাশ করিলি কোন্ কাজে॥ ১৪২
তোহোর সঙ্কল্প মুঞি না করোঁ অন্যথা।
তুঞি মোরে বিড়ম্বনা করিস্ সর্ব্বথা॥" ১৪৩
অদ্বৈত এড়িয়া প্রভু বসিলা দুয়ারে।
প্রকাশে' আপন তত্ত্ব করি হুহুঙ্কারে॥ ১৪৪
"আরে আরে কংস যে মারিল, সেই মুঞি।
আরে নাঢ়া! সকল জানিস্ দেখ তুঞি॥ ১৪৫
অজ ভব শেষ রমা মোর করে সেবা।
মোর চক্রে মারিল শৃগাল-বাসুদেবা॥ ১৪৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া অদ্বৈত-গৃহিণী **করয়ে ব্যগ্রতা**—ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

১৩৬-১৩৭। অদ্বৈত-গৃহিণী (সীতাঠাকুরাণী) অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত এই পয়ারদ্বয়োক্ত কথাগুলি প্রভুকে বলিয়াছেন। **বুঢ়া বিপ্র**—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ (২।৩।১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **এড়**—ছাড়িয়া দাও। **কোন কিছু হৈলে**—মন্দ কিছু হইলে, অর্থাৎ মরিয়া গেলে। **এড়াইতে না পারিবা**—তুমি সেই দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবে না।

১৪০। ১৪০-৪৩-পয়ারোক্তি হইতেছে—ঈশ্বর-ভাবাবেশে, অদ্বৈতের প্রতি, প্রভুর উক্তি। এই পয়ারের তাৎপর্য ২।৬।৭৪-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১৪২। **প্রকাশ করিলি**—ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ করিলি, অবতীর্ণ করাইলি; **কোন্ কাজে**—কিসের জন্য।

১৪৪। **অদ্বৈত এড়িয়া**—অদ্বৈতকে ছাড়িয়া দিয়া। **প্রকাশে আপন তত্ত্ব**—প্রভু নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরবর্তী ১৪৫-৫০ পয়ার-সমূহে প্রভু স্বীয় স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

১৪৫। **কংস যে মারিল** ইত্যাদি—আমিই কংসের সংহার-কর্তা শ্রীকৃষ্ণ। "দেখ"-স্থলে "সব" এবং "মোর"-পাঠান্তর।

১৪৬। **মোর চক্রে মারিল**—আমার চক্র সংহার করিল। **শৃগাল-বাসুদেবা**—করূষ-দেশের অধিপতি শৃগাল-তুল্য পৌণ্ড্রক। ইনি নিজেকে জগৎকর্তা ভগবান্ বাসুদেব বলিয়া প্রচার করিতেন। শ্রীভাগবতের ১০।৬৬-অধ্যায়ে তাঁহার বিবরণ কথিত হইয়াছে। "তুমিই জগৎপতি ভগবান্ বাসুদেব"—এই সকল কথা বলিয়া অজ্ঞ লোকগণ পৌণ্ড্রকের স্তব করিত। এই স্তব শুনিয়া পৌণ্ড্রকও নিজেকে

মোর চক্রে বারাণসী দহিল সকল।
মোর বাণে মারিল রাবণ মহাবল ॥ ১৪৭

মোর চক্রে কাটিল বাণের বাহুগণ।
মোর চক্রে নরকের লইল জীবন ॥ ১৪৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বাসুদেব বলিয়া মনে করিতে এবং তদ্রূপ অভিমান পোষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দ্বারকায় দূত পাঠাইয়া দূতের মুখে শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন—"জগতের কল্যাণের নিমিত্ত একমাত্র আমিই বাসুদেব-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি, অপর কেহ নহে। তুমি নিজেকে যে বাসুদেব বলিয়া পরিচয় দিতেছ, তাহা তোমার মিথ্যা পরিচয়। তুমি তোমার বাসুদেব-নাম পরিত্যাগ কর। আর মূঢ়তা-বশতঃ তুমি আমার যে-সকল চিহ্ন (সুদর্শনাদি) ধারণ করিয়াছ, সে-সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, নতুবা আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর।" দূতের মুখে পৌণ্ড্রকের কথা শুনিয়া উগ্রসেনাদি সভাসদ্‌গণ উচ্চস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই দূতের যোগে পৌণ্ড্রককে জানাইলেন—"রে মূঢ়! আমার চিহ্নাদি পরিত্যাগ করিয়া তোর শরণ গ্রহণ করার নিমিত্ত তুই আমাকে বলিয়াছিস্। তোর উপরেই আমি আমার সুদর্শনাদি চিহ্ন পরিত্যাগ করিব; তুই তখন নিহত হইয়া কঙ্ক-গৃধ্র-প্রভৃতি মাংসাহারী তীক্ষ্ণদন্ত পক্ষিগণকর্তৃক পরিবৃত হইয়া কুক্কুর-সমূহের শরণ গ্রহণ করিবি।" দূত যাইয়া পৌণ্ড্রককে সমস্ত জানাইলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ রথারোহণে কাশীতে যাত্রা করিলেন। পৌণ্ড্রক তখন কাশীতে তাঁহার মিত্র কাশীরাজের পুরীতে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আগমন-বার্তা শুনিয়া বহু সৈন্যের সহিত পৌণ্ড্রক পুরী হইতে বাহির হইলেন, তাঁহার মিত্র কাশীরাজও তাঁহার আনুকূল্যার্থ বহুতর সৈন্য লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। উভয়-পক্ষ উভয়ের সম্মুখীন হইলে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন,—বাসুদেবের সাজে সজ্জিত পৌণ্ড্রক কৃত্রিম গরুড়ের উপর উপবিষ্ট; তাঁহার পরিধানে পীতবর্ণ কৌশেয় বসনদ্বয় এবং শঙ্খ, চক্র, অসি, গদা, শার্ঙ্গ ও শ্রীবৎসাদিতে তিনি উপলক্ষিত, কৌস্তুভধারী ও বনমালা-বিভূষিত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সুদর্শন-চক্রদ্বারা পৌণ্ড্রকের মস্তকচ্ছেদন করিলেন এবং সুতীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা কাশীপতির দেহ হইতেও মস্তক বিচ্ছিন্ন করিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-খণ্ডের ১২১ অধ্যায়েও এই বিবরণ দৃষ্ট হয়।

১৪৭। **মোর চক্রে বারাণসী** ইত্যাদি—পূর্ব পয়ারের টীকায় কথিত পৌণ্ড্রক-মিত্র কাশীরাজের মৃত্যুর পরে কাশীরাজ-পুত্র সুদক্ষিণ, শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার নিমিত্ত যে-উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন-চক্রকর্তৃক সমস্ত কাশীপুরী ভস্মীভূত হইয়াছিল। পরবর্তী ১৭৭-পয়ারের টীকায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। **মোর বাণে মারিল** ইত্যাদি—প্রভু শ্রীরামচন্দ্ররূপে রাবণকে বাণবিদ্ধ করিয়া নিহত করিয়াছিলেন।

১৪৮। **বাণের বাহুগণ**—বাণরাজার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ-বিবরণ ২।৩।৪৩-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **নরকের লইল জীবন**—শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নরকাসুর-হত্যার বিবরণ ২।৩।৪৬, ৫০-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। "লইল জীবন"-স্থলে "হরিল জীবন" এবং "হইল মরণ"-পাঠান্তর।

মুঞি সে ধরিলুঁ গিরি দিয়া বামহাত।
মুঞি সে আনিলুঁ স্বর্গ হৈতে পারিজাত ॥ ১৪৯
মুঞি সে ছলিলুঁ বলি করিলুঁ প্রসাদ।
মুঞি সে হিরণ্য মারি রাখিলুঁ প্রহ্লাদ ॥" ১৫০
এইমত প্রভু নিজ-ঐশ্বর্য্য প্রকাশে'।
শুনিঞা অদ্বৈত প্রেমসিন্ধুমাঝে ভাসে ॥ ১৫১
শাস্তি পাই অদ্বৈত পরমানন্দময়।
হাথে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয় ॥ ১৫২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪৯। **মুঞি সে ধরিলুঁ গিরি**—ইন্দ্রকর্তৃক প্রবল বৃষ্টিপাত হইতে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করার নিমিত্ত সপ্তম বর্ষ বয়সে শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে গিরিগোবর্ধনকে উত্তোলিত করিয়া বাম হস্তের উপরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার নীচে ব্রজবাসিগণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ভা. ১০।২৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। **মুঞি সে আনিলুঁ স্বর্গ হৈতে পারিজাত**—নরকাসুর ইন্দ্রমাতা অদিতির কুণ্ডলদ্বয় এবং ইন্দ্রের ছত্র হরণ করিলে ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে তাহা জানাইয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ মহিষী সত্যভামার সহিত নরকাসুরের পুরীতে গমন করিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়া ( ২।৩।৪৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ) নরকাসুর-কর্তৃক আবদ্ধা ষোল হাজার একশত কন্যাকে উদ্ধার করিয়া দ্বারকায় পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বর্গে গমন করিয়া অদিতির কুণ্ডলদ্বয় অদিতিকে দিলেন। ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী সত্যভামা ও শ্রীকৃষ্ণের যথোচিত পূজাদি করিলেন। ইন্দ্রের উদ্যানে পারিজাত দেখিয়া সত্যভামার লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষকে উৎপাটিত করিয়া স্বীয় বাহন গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন। ইন্দ্র ও দেবগণ তাহাতে বাধা দিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া পারিজাত বৃক্ষটি দ্বারকায় আনিয়া সত্যভামার গৃহোদ্যানে রোপণ করিয়াছিলেন। ভা. ১০।৫৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৫০। **মুঞি সে ছলিলুঁ বলি** ইত্যাদি—বামনদেবরূপে আমিই বলিরাজকে ছলনা করিয়া তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়াছিলাম। ১।৬।২৪৪-৪৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **মুঞি সে হিরণ্য মারি** ইত্যাদি—নৃসিংহরূপে আমিই হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করিয়া প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলাম। ২।৬।১২০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫২। **শাস্তি পাই** ইত্যাদি—প্রভুর হস্তে শাস্তি পাইয়া শ্রীঅদ্বৈত পরমানন্দময় হইলেন; তাঁহার আনন্দের আর সীমা নাই। তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার এতাদৃশ আনন্দ। তাঁহার উপাস্য ছিলেন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছিলেন—শ্রীগৌরসুন্দরই সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ; সেজন্য তিনি শ্রীগৌরের সেবা এবং চরণ-বন্দনাদি করিতে পারিলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন। কিন্তু ভক্তভাবের আবরণে স্বীয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপকে লুকাইয়া রাখিয়া শ্রীগৌর অদ্বৈতকে তাঁহার চরণ-বন্দনাদি করিতে দিতেন না, বরং প্রভু নিজেই অদ্বৈতের চরণ-বন্দনাদি করিতেন। তাহাতে অদ্বৈতের মনে অত্যন্ত দুঃখ জন্মিত এবং সে-জন্যই তিনি ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়া প্রভুর ক্রোধ উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল এই যে—প্রভুর ক্রোধ উৎপাদন করিতে পারিলে প্রভু তাঁহাকে শাস্তি দিবেন; প্রভু স্বীয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন-ভাব প্রকটিত না করিলে অদ্বৈতকে শাস্তি দিতে পারিবেন না; কেন না, প্রভুর পক্ষে ভক্তভাবে অদ্বৈতকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়।

"যেন অপরাধ কৈলুঁ তেন শাস্তি পাইলুঁ ।
ভালই করিলা প্রভু ! অল্পে এড়াইলুঁ ॥ ১৫৩
এখনে সে ঠাকুরালি বলিয়ে তোমার ।
দোষ-অনুরূপ শাস্তি করিলা আমার ॥ ১৫৪
ইহাতে সে প্রভু ! ভৃত্যে চিত্তে বল পায় ।"
বলিয়া আনন্দে নাচে শান্তিপুররায় ॥ ১৫৫
আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল-অঙ্গনে ।
ভ্রূকুটী করিয়া বোলে প্রভুর চরণে ॥ ১৫৬
"কোথা গেল এবে মোরে তোমার সে স্তুতি ।
কোথা গেল এবে তোর সে সব ঢাঙ্গাতি ॥ ১৫৭
দুর্ব্বাসা না হঙ মুঞি যারে কদর্থিবা ।
যার অবশেষ-অন্ন সর্ব্বাঙ্গে লেপিবা ॥ ১৫৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রভু তাঁহাকে শাস্তি দিয়াছেন এবং যে-স্বরূপের আবেশে প্রভু তাঁহাকে শাস্তি দিয়াছেন, সেই স্বরূপ যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ববর্তী ১৪৫-৫০-পয়ার-সমূহে প্রভু নিজ মুখেই তাহা বলিয়াছেন। এইরূপে শ্রীঅদ্বৈতের অভীষ্ট সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার পরমানন্দ এবং এই পরমানন্দের আবেশেই তিনি পরবর্তী ১৫৩-৬১ পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়া "পড়িলা প্রভুর পদ লইয়া মাথাত। পরবর্তী ১৬২ পয়ার ॥"

**১৫৭।** ১৫৭-৬১ পয়ার হইতেছে প্রভুর প্রতি শ্রীঅদ্বৈতের উক্তি। **ঢাঙ্গাতি**—ঢঙ্গত্ব, কপটতা। আমি তোমার সেবক, তুমি আমার সেব্য প্রভু। আমাকে তোমার চরণ-সেবা করিতে, তোমার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিতে, দেওয়াই তোমার পক্ষে সঙ্গত এবং তাহা করিলেই আমার প্রতি তোমার অকপট ব্যবহার প্রকাশ পাইত। কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া আমার প্রতি গুরুবুদ্ধি পোষণ করিতে, আমার পদধূলিও গ্রহণ করিতে। এ-সমস্ত কি তোমার কপটতা—একটা ঢঙ্গ—নয়? এখন তোমার সে-সকল ঢঙ্গ কোথায় গেল?

**১৫৮। দুর্ব্বাসা ন হঙ মুঞি** ইত্যাদি—আমি দুর্বাসা নই যে, তুমি আমার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে। কোপন-স্বভাব দুর্বাসা ঋষি এক সময়ে দ্বাদশী তিথিতে পরমভাগবত অম্বরীষ মহারাজের অতিথি হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! গতকল্য হরিবাসর গিয়াছে; আজ তোমার এখানে পারণ করিব। আমি স্নান-সন্ধ্যা করিয়া আসিতেছি।" একথা বলিয়া ঋষি চলিয়া গেলেন; অনেক ক্ষণ হইল, কিন্তু ফিরিয়া আসেন না। সে-দিন দ্বাদশী ছিল অতি অল্পকাল-স্থায়িনী। দ্বাদশীর মধ্যে পারণ না করিলে হরিবাসর-ব্রত ভঙ্গ হয়, তাহাতে শ্রীহরির প্রীতি-ভঙ্গ হয়। দুর্বাসা আসিতেছেন না দেখিয়া অম্বরীষ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং একেবারে শেষ মুহূর্তে কুশাগ্রে এক বিন্দু জল লইয়া মুখে দিয়া তদ্দ্বারাই পারণ করিলেন। ঠিক সেই সময়েই দুর্বাসা আসিয়া উপস্থিত হইলেনএবং তাঁহার জন্য অপেক্ষা না করিয়া অম্বরীষ নিজে পারণ করিয়াছেন বলিয়া নিজেকে অবমানিত মনে করিয়া, অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া, অম্বরীষকে সংহার করার নিমিত্ত স্বীয় জটা ছিঁড়িয়া এক জ্বালাময়ী কৃত্যার সৃষ্টি করিলেন। অম্বরীষ ক্রোধ-সংবরণ করার নিমিত্ত দুর্বাসার নিকটে স্তুতি-মিনতি করিলেন; কিন্তু নিজের রক্ষার নিমিত্ত দুর্বাসাকেও কিছু বলিলেন না, ভগবানের নিকটে প্রার্থনাও জানাইলেন না। কিন্তু ভক্তপ্রাণ ভগবানের সুদর্শন-চক্র দুর্বাসাকে দগ্ধ করার জন্য সে-স্থানে উপনীত

ভৃগু-মুনি নহোঁ মুঞি যার পদধূলী।
বক্ষে দিয়া হইবা শ্রীবৎস-কুতূহলী ॥ ১৫৯
মোর নাম 'অদ্বৈত'—তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্ট মোর গ্রাস ॥ ১৬০
উচ্ছিষ্ট-প্রভাবে নাহি গণোঁ তোর মায়া।
করিলা ত শাস্তি, এবে দেহ' পদ-ছায়া ॥" ১৬১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইল। তাহা দেখিয়া দুর্বাসা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন, চক্রও তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইতে লাগিল। অম্বরীষ করযোড়ে চক্রের স্তুতি করিয়া প্রার্থনা জানাইলেন—তাঁহার জন্য ব্রাহ্মণের যেন কোনও অনিষ্ট না হয়। অম্বরীষের প্রার্থনায় চক্রের গতি শ্লথ হইল বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণের পশ্চাদ্‌ধাবন হইতে চক্র বিরত হইল না। স্বীয় প্রাণরক্ষার জন্য দুর্বাসা প্রথমে ব্রহ্মার নিকটে, পরে মহাদেবের নিকটে গমন করিলেন। বিষ্ণুর চক্র হইতে তাঁহাকে রক্ষা করার অসামর্থ্যের কথা তাঁহারা জানাইলেন, দুর্বাসা ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু ভগবান্ বলিলেন, "দ্বিজ! আমি ভক্ত-পরাধীন। ভক্তের নিকটে আমার স্বাতন্ত্র্য নাই। আমি তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। অম্বরীষের নিকটে তোমার অপরাধ হইয়াছে। অম্বরীষ ক্ষমা করিলেই তোমার রক্ষা।" ভা. ৯-৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সুদর্শন হইতে ভগবান্ যে দুর্বাসাকে রক্ষা করিলেন না, ইহাকেই বোধ হয় এই পয়ারে বিষ্ণুরূপে প্রভু-কর্তৃক দুর্বাসার কদর্থনা বলা হইয়াছে। উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, দুর্বাসা পরম ভাগবতোত্তম অম্বরীষের দ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন, হরিবাসর-ব্রত-সম্বন্ধেও তাঁহার যেন বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। অদ্বৈতাচার্য কখনও কোনও ভক্তের প্রতি দ্রোহাচরণ করেন নাই এবং হরিবাসর-ব্রতাদিসম্বন্ধেও তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। এ-জন্যই বোধ হয় তিনি বলিয়াছেন—"দুর্ব্বাসা না হঙ মুঞি যারে কদর্থিবা।" **যার অবশেষ অন্ন** ইত্যাদি—যে-দুর্বাসার অবশেষান্ন তুমি সর্বাঙ্গে লেপন করিবে। এই উক্তির পৌরাণিক ভিত্তি জানা যায় নাই।

১৫৯। **ভৃগু মুনি নহো** ইত্যাদি—২।১৯।১৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ২।১৯।১৪-পয়ারের টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভগবানের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়া এবং ব্রহ্মা ও শিবের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ভৃগুমুনি অপরাধজনক কাজ করিয়াছেন এবং ভক্তি-বিরোধী আচরণ করিয়াছেন। অদ্বৈতাচার্য কখনও এতাদৃশ আচরণ করেন নাই।

১৬০। **তোমার শুদ্ধদাস**—আমি তোমার শুদ্ধ ( স্বসুখ-বাসনাহীন এবং নিজের দুঃখনিবৃত্তি-বাসনাহীন, একমাত্র তোমার প্রীতিকাম ) দাস ( তোমার চরণের ভৃত্য )। **জন্মে জন্মে** ইত্যাদি—তোমার উচ্ছিষ্ট ( ভুক্তাবশেষ প্রসাদই ) প্রতিজন্মে আমার গ্রাস ( ভোজন )। অন্য কিছু আমি কখনও ভোজন করি না। এ-জন্যই **মোর নাম অদ্বৈত**—তোমার শুদ্ধ দাসত্বব্যতীত এবং তোমার উচ্ছিষ্টব্যতীত, অন্য কোনও দ্বিতীয় বস্তুতে আমার লিপ্‌সা নাই বলিয়াই আমার নাম অদ্বৈত—আমার দ্বৈত বা দ্বিতীয় বস্তু ( দ্বিতীয় কোনও বস্তুতে বাসনা ) নাই বলিয়াই আমার নাম অদ্বৈত।

১৬১। **উচ্ছিষ্ট-প্রভাবে** ইত্যাদি—তোমার উচ্ছিষ্টের প্রভাবে আমি তোমার মায়াকে গ্রাহ্যও

এত বলি ভক্তি করে শান্তিপুরনাথ।
পড়িলা প্রভুর পদ লইয়া মাথাত ॥ ১৬২
সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে কোলে করি কান্দয়ে নির্ভর ॥ ১৬৩
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি নিত্যানন্দরায়।
ক্রন্দন করয়ে যেন নদী বহি যায় ॥ ১৬৪
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে প্রভু হরিদাস।
অদ্বৈতগৃহিণী কান্দে কান্দে যত দাস ॥ ১৬৫
কান্দয়ে অচ্যুতানন্দ --অদ্বৈততনয়।
অদ্বৈতভবন হৈল কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ১৬৬
অদ্বৈতেরে মারিয়া লজ্জিত বিশ্বম্ভর।
সন্তোষে আপনে দেন অদ্বৈতেরে বর ॥ ১৬৭
"তিলার্দ্ধেকো যে তোমার করিবে আশ্রয়।
সে কেনে পতঙ্গ কীট পশু পক্ষ নয় ॥ ১৬৮
যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ।
তথাপি তাহারে মুঞি করিমু প্রসাদ ॥" ১৬৯
বর শুনি কান্দয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
চরণে ধরিয়া কহে করিয়া বিনয় ॥ ১৭০
"যে তুমি বলিলা প্রভু! কভু মিথ্যা নয়।
মোর এক প্রতিজ্ঞা শুনহ মহাশয় ॥ ১৭১
যদি তোরে না মানিঞা মোরে ভক্তি করে।
সেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহরে ॥ ১৭২
তোর পাদপদ্মে যার না পশিবে মন।
তোরে না মানিলে কভু নহে মোর জন ॥ ১৭৩
যে তোমারে সেবে প্রভু! সে মোর জীবন।
না পারেঁা সহিতে মুঞি তোমার লঙ্ঘন ॥ ১৭৪
যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর।
বৈষ্ণবাপরাধী, মুঞি না দেখোঁ গোচর ॥ ১৭৫
তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটি দেব ভজে।
সেই দেব তাহারে সংহরে কোন ব্যাজে ॥ ১৭৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করি না। "ত্বয়োপযুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তবমায়াং জয়েম হি ॥ ভা. ১১।৬।৪৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধবের উক্তি।"

**১৬২। মাথাত**—মাথাতে, মাথায়।

**১৬৩। নির্ভর**—অত্যধিকরূপে।

**১৬৮-৬৯।** এই পয়ারদ্বয়ে অদ্বৈতের প্রতি প্রভুর বর কথিত হইয়াছে। **পক্ষ**—পক্ষী।

**১৭২। সেই মোর ভক্তি**—আমার প্রতি তাঁহার সেই ভক্তি। **সংহরে**—সংহার করে, সর্বনাশ করে।

**১৭৩। পশিবে**—স্পর্শ করিবে, বা প্রবেশ করিবে। **মোর জন**—আমার আপন জন; আমার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলেও আমার ভক্ত হইলেও। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "যে তোমার পাদপদ্মে পশিব শরণ" এবং "তোরে"-স্থলে "তারে"-পাঠান্তর। তারে—যিনি তোমার পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে ( না মানিলেও কেহ আমার জন হইতে পারিবে না )।

**১৭৫।** আমার পুত্র, কিংবা আমার ভৃত্যও যদি বৈষ্ণবাপরাধী হয়, তাহা হইলে তাহাকেও আমি আমার গোচরে ( সাক্ষাতে ) দেখিব না ( আমি তাহার দর্শনও করিব না )।

**১৭৬। তোমারে লঙ্ঘিয়া**—তোমার ভজন না করিয়া। অন্য দেবতাদি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের ( বা শ্রীগৌরের ) অংশ—বিভূতি, শ্রীকৃষ্ণের (বা শ্রীগৌরের) সেবক। যে-ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের ( বা শ্রীগৌরের )

মুক্তি নাহি বোলেঁ, এই বেদের বাখান। সুদক্ষিণ-মরণ তাহার পরমাণ॥ ১৭৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভজন করেন না, সুতরাং তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ( বা শ্রীগৌরের ) প্রতি অবজ্ঞাই প্রকাশ করেন, অন্য দেবতাগণ তাঁহার প্রতি স্বভাবতঃই রুষ্ট হইয়া থাকেন। এ-জন্য যিনি শ্রীগৌরের ( বা শ্রীকৃষ্ণের ) ভজন না করিয়া কোটি কোটি দেবতারও যদি ভজন করেন, তাহা হইলে **সেই দেব তাহারে** ইত্যাদি--সেই কোটি কোটি দেবতা কোনও ছলে তাঁহার সংহার করিয়া থাকেন। পরবর্তী ১৭৭-৯২-পয়ার-সমূহে এই উক্তির সমর্থনে একটি পৌরাণিক দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। **সংহরে**—সংহার করেন। **ব্যাজে**—ছলে। "কোন"-স্থলে "কাল"-পাঠান্তর।

১৭৭। **বেদের বাখান**--বেদের ( বেদানুগত শাস্ত্রের, অথবা পঞ্চমবেদ-স্থানীয় ইতিহাস-পুরাণের ) উক্তি। **সুদক্ষিণ-মরণ** ইত্যাদি—পৌণ্ড্রকের মিত্র কাশীরাজের পুত্র সুদক্ষিণের মৃত্যুই তাহার প্রমাণ। শ্রীভাগবতের ১০।৬৬ অধ্যায়ে এই বিবরণ কথিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী ২।১৯।১৪৬-পয়ারের টীকায় বাসুদেবাভিমানী পৌণ্ড্রক এবং তাঁহার মিত্র কাশীরাজের নিধনের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কাশীরাজের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র সুদক্ষিণ তাঁহার পিতৃহন্তা শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার সঙ্কল্প করিয়া তদনুকূল বর লাভের নিমিত্ত মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া শিব তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, সুদক্ষিণ তাঁহার সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন। তখন বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীশিব তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি অভিচার-বিধানে যথাযথভাবে দক্ষিণাগ্নির পরিচর্যা কর। তাহা হইলে সেই অগ্নি প্রমথগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া অব্রহ্মণ্যে প্রয়োজিত হইলে তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে। ( এ-স্থলে টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ "অব্রহ্মণ্যে"-শব্দপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণে প্রয়োজিত হইলে কিন্তু বিপরীত ফল হইবে। বৈষ্ণবতোষণীকার লিখিয়াছেন—সেই অগ্নি ব্রহ্মণ্যদেবে প্রয়োজিত হইলে তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না; কিন্তু অব্রহ্মণ্যে প্রয়োজিত হইলেই তোমার অভীষ্ট ফল পাইবে। ব্রহ্মণ্যে প্রয়োজিত হইলে দক্ষিণাগ্নির পরিচর্যায় যে-ব্রাহ্মণগণ আনুকূল্য করিবেন, তাঁহারাও বিনাশ-প্রাপ্ত হইবেন এবং তুমিও বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে—ইহাই ছিল বাস্তবিক রুদ্রের অভিপ্রায়। কিন্তু সুদক্ষিণ মনে করিয়াছিলেন, কখনও কখনও ব্রাহ্মণগণও শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কারাদি করেন বলিয়া শুনা যায়; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মণ্য নহেন, তিনি অব্রহ্মণ্য। এজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই সেই অভিচারাগ্নির প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ) শিবের (রুদ্রের) উপদেশের অনুসরণে সুদক্ষিণ মারণ-যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাসময়ে সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে অতি ভীষণাকার এক মূর্তিমান্ অগ্নির উদ্ভব হইল—তাহার শিখা ও শ্মশ্রু ছিল তপ্ত তাম্রবর্ণ এবং তাহার নয়ন ছিল অঙ্গারোদগারী, বদন ছিল দন্ত ও উগ্র ভ্রূকুটিদ্বারা কঠোর। নগ্ন ও প্রজ্বলিত শিখাত্রয় কম্পিত করিতে করিতে সেই মূর্তিমান্ অগ্নি ( কৃত্যা ) জিহ্বাদ্বারা স্বীয় সৃক্কণী লেহন করিতেছিল। ভূতগণের ( প্রমথগণের ) দ্বারা পরিবৃত হইয়া, তালবৃক্ষ-প্রমাণ পদদ্বয়দ্বারা অবনীতল কম্পিত করিতে করিতে এবং দিক্‌সকল দগ্ধ করিতে করিতে, সেই কৃত্যা দ্রুতবেগে দ্বারকার দিকে অগ্রসর হইল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া দ্বারকাবাসিগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করার নিমিত্ত, উচ্চস্বরে শ্রীকৃষ্ণকে

সুদক্ষিণ-নাম—কাশীরাজের নন্দন।
মহাসমাধিয়ে শিব কৈল আরাধন ॥ ১৭৮
পরম-সন্তোষে শিব বোলে 'মাগ' বর।
পাইবে অভীষ্ট, অভিচারযজ্ঞ কর' ॥ ১৭৯
বিষ্ণুভক্ত-প্রতি যদি কর' অপমান।
তবে সেই যজ্ঞে তোর লইব পরাণ ॥' ১৮০

শিব কহিলেন ব্যাজে, সে ইহা না বুঝে।
শিবাজ্ঞায় অভিচারযজ্ঞ গিয়া ভজে ॥ ১৮১
যজ্ঞ হৈতে উঠে এক মহাভয়ঙ্কর।
তিন কর চরণ—ত্রিশির-রূপধর ॥ ১৮২
তালজঙ্ঘ-পরমাণ— বোলে 'বর মাগ'।'
রাজা বোলে 'দ্বারকা পোড়াহ মহাভাগ!' ১৮৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আহ্বান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন সভামণ্ডপে অক্ষক্রীড়ায় রত ছিলেন। পুরবাসীদের চীৎকার শুনিয়া তিনি তাঁহাদিগকে অভয় দিলেন। সর্বান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারিলেন, এই কৃত্যাগ্নি হইতেছে মহাদেবের কার্য। তখন তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত তিনি তাঁহার পার্শ্বস্থ সুদর্শন চক্রকে আদেশ দিলেন। তখন কোটিসূর্যসম-প্রভ, প্রলয়াগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান সুদর্শন আকাশ, দিক্‌সকল, স্বর্গ ও পৃথিবীকে প্রকাশ করিয়া সেই কৃতাগ্নির পীড়া জন্মাইতে লাগিলেন। সুদর্শনের প্রভাবে সেই কৃত্যা প্রতিহত ও ভগ্নমুখ হইয়া কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সুদর্শনকে এবং তাঁহার মারণ-যজ্ঞে সহায়ক ব্রাহ্মণগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। সেই কৃত্যার পাছে পাছে সুদর্শনও কাশীপুরীতে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কাশীপুরীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

সুদক্ষিণ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করা তো দূরে, শ্রীকৃষ্ণকে হত্যাকরার নিমিত্ত মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মহাদেব তাহাতে রুষ্ট হইয়া সুদক্ষিণকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার অনুসরণে উদ্ভূত কৃত্যাদ্বারাই মহাদেব সুদক্ষিণকে সংহার করাইলেন। মূর্খ সুদক্ষিণ মহাদেবের উপদেশের তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই। এই উপদেশের ছলেই মহাদেব সুদক্ষিণকে সংহার করিয়াছেন।

১৭৮। এই পয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩ পয়ার পর্যন্ত, পূর্বপয়ারের টীকায় কথিত সুদক্ষিণ-মরণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই পয়ারগুলির তাৎপর্য, উক্ত বিবরণ অনুসারেই গ্রহণ করিতে হইবে। **মহাসমাধিয়ে**—গাঢ় সমাধি-যোগ অবলম্বন করিয়া, অত্যন্ত একাগ্রচিত্তে। "সমাধিয়ে"-স্থলে "সমাধিয়া"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

১৭৯। **অভিচারযজ্ঞ**—মারণ যজ্ঞ।

১৮০। পূর্বপয়ারের টীকায় প্রদত্ত বিবরণে, বন্ধনীর মধ্যে, ভাগবতের টীকাকার আচার্যগণ "অব্রহ্মণ্যে"-শব্দসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা দ্রষ্টব্য। **বিষ্ণু-ভক্তপ্রতি**—ইহা শ্রীভাগবতোক্ত "অব্রহ্মণ্যে"-শব্দের তাৎপর্য। "বিষ্ণু"-স্থলে "বিপ্র"-পাঠান্তর।

১৮১। **ব্যাজে**—ছলে। পূর্বপয়ারের টীকায় প্রদত্ত বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত অংশ এবং শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

১৮২। **ত্রিশির-রূপধর**—তিনটি মস্তকবিশিষ্ট আকারধারী। যজ্ঞাগ্নি হইতে উত্থিত মূর্ত-অগ্নিরূপ কৃত্যার রূপের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ১৭৭ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১৮৩। **তালজঙ্ঘ-পরমাণ**—যাহার জঙ্ঘার পরিমাণ তালবৃক্ষের ন্যায়। **রাজা**—সুদক্ষিণ।

শুনিঞা দুঃখিত হৈলা মহাশৈবমূর্ত্তি।
বুঝিলেন ইহার ইচ্ছার নাহি পূর্ত্তি ॥ ১৮৪
অনুরোধে গেলা মাত্র দ্বারকার পাশে।
দ্বারকারক্ষক চক্র খেদাড়িয়া আইসে ॥ ১৮৫
পলাইলে না এড়াই সুদর্শনস্থানে।
মহাশৈব পড়ি বোলে চক্রের চরণে ॥ ১৮৬
"যারে পলাইতে নাহি পারিল দুর্ব্বাসা।
নারিল রাখিতে অজ ভব দিগ্‌বাসা ॥ ১৮৭
হেন মহাবৈষ্ণবতেজের স্থানে মুঞি।
কোথা পলাইব প্রভু ! - যে করিস্ তুঞি ॥ ১৮৮
জয় জয় প্রভু মোর সুদর্শন-নাম।
দ্বিতীয়-শঙ্কর-তেজ জয় কৃষ্ণধাম ॥ ১৮৯
জয় মহাচক্র জয় বৈষ্ণবপ্রধান।
জয় দুষ্টভয়ঙ্কর জয় শিষ্টত্রাণ ॥" ১৯০
স্তুতি শুনি সন্তোষে বলিল সুদর্শন।
পোড় গিয়া যথা আছে রাজার নন্দন ॥ ১৯১
পুন [illegible] মহাভয়ঙ্কর বাহুড়িয়া।
চলিলা কাশীর রাজপুত্র পোড়াইয়া ॥ ১৯২
তোমারে লঙ্ঘিয়া প্রভু ! শিবপূজা কৈল।
অতএব তার যজ্ঞে তাহারে মারিল ॥ ১৯৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮৪। **মহাশৈবমূর্ত্তি**—শিবের প্রভাবে উদ্ভূত মহাভয়ঙ্কর কৃত্যা-মূর্তি। **ইহার ইচ্ছার** ইত্যাদি—সুদক্ষিণের ইচ্ছার ( যে-ইচ্ছায় কৃত্যাকে দ্বারকা পোড়াইতে বলিয়াছেন, সে-ইচ্ছার ) পূরণ হইবে না।

১৮৬। **না এড়াই**—রক্ষা পাওয়া যাইবে না। **মহাশৈব**—১৮৪ পয়ারোক্ত মহাশৈবমূর্তি কৃত্যা।

১৮৭। **যারে পলাইতে নাহি** ইত্যাদি—দুর্বাসাও যাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিতে পারেন নাই এবং যাঁহার নিকট হইতে অজ ( ব্রহ্মা ) এবং দিগম্বর শিবও দুর্বাসাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। ২।১৯।১৫৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ভব**—শিব। "ভব"-স্থলে "বিষ্ণু"-পাঠান্তর। **দিগ্‌বাসা**—দিগম্বর।

১৮৮। **মহাবৈষ্ণবতেজ**—শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র।

১৮৯। **দ্বিতীয়-শঙ্কর-তেজ**—যাঁহার তুলনায় শঙ্করের তেজঃ দ্বিতীয় স্থানীয় ( ন্যূন ), সেই **কৃষ্ণধাম**—শ্রীকৃষ্ণের ধাম ( তেজঃ )-রূপ সুদর্শনের জয়।

১৯০। **দুষ্ট-ভয়ঙ্কর**—যাহা দুষ্টের পক্ষে ভয়ঙ্কর। **শিষ্টত্রাণ**—যাহা শিষ্ট-জনগণের রক্ষাকারী। "ভয়ঙ্কর"-স্থলে "ক্ষয়ঙ্কর"-পাঠান্তর। ক্ষয়ঙ্কর—ক্ষয়কারী, বিনাশকারী।

১৯১। **রাজার নন্দন**—কাশীরাজপুত্র সুদক্ষিণ।

১৯২। **বাহুড়িয়া**—দ্বারকা হইতে কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া। "কাশীর"-স্থলে "ঋত্বিক" এবং "ধার্ম্মিক"-পাঠান্তর। ঋত্বিক—সুদক্ষিণের মারণ-যজ্ঞে যাঁহারা পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণগণ। ধার্মিক—মারণ-যজ্ঞরূপ ধর্মে রত ব্রাহ্মণগণ।

১৯৩। **লঙ্ঘিয়া**—ভজন না করিয়া। "প্রভু !"-স্থলে "সেই"-পাঠান্তর। সেই—সেই সুদক্ষিণ। **তার যজ্ঞে** ইত্যাদি—সুদক্ষিণের যজ্ঞই সুদক্ষিণকে মারিল ( সংহার করিল )। অথবা, তার ( সুদক্ষিণের ) যজ্ঞে ( যজ্ঞকে উপলক্ষ্য করিয়া, শিবই ) তাহারে ( তাহাকে—সুদক্ষিণকে ) মারিল ( সংহার করিলেন )।

তেঞি সে বলিলুঁ প্রভু ! তোমারে লঙ্ঘিয়া ।
মোর সেবা করে, তারে মারিমু পুড়িয়া ॥ ১৯৪
তুমি মোর প্রাণ-নাথ, তুমি মোর ধন ।
তুমি মোর পিতা মাতা, তুমি বন্ধু-জন ॥ ১৯৫
যে তোমা' লঙ্ঘিয়া করে মোরে নমস্কার্ ।
সে জন কাটিয়া শির করে প্রতিকার ॥ ১৯৬
সূর্য্যেরে সাক্ষাত করি রাজা সত্রাজিৎ ।
ভক্তিবশে সূর্য্য তার হইলেন মিত ॥ ১৯৭
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞাভঙ্গ-দুঃখে ।
দুই ভাই মারা যায়, সূর্য্য দেখে সুখে ॥ ১৯৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯৪। "তোমারে"-স্থলে "যে তোমা"-পাঠান্তর।

**১৯৬। সে জন কাটিয়া শির** ইত্যাদি—সে-ব্যক্তি যেন রোগীর মাথা কাটিয়া রোগীর রোগের প্রতিকার ( চিকিৎসা ) করিতেই চেষ্টা করে। "সে জন কাটিয়া শির করে"-স্থলে "সে জনার কাটি শির করি"-পাঠান্তর। অর্থ—তাহার মাথা কাটিয়া আমি তাহার প্রতিকার করিব ( উপযুক্ত শাস্তি দিব। পূর্ববর্তী ১৯৪ পয়ার দ্রষ্টব্য )।

**১৯৭-১৯৮। সূর্য্যের সাক্ষাত করি** ইত্যাদি—রাজা সত্রাজিত সূর্যের উপাসক ছিলেন, উপাসনার ফলে তিনি সূর্যদেবের সাক্ষাতকারও পাইয়াছিলেন। তাঁহার **ভক্তিবশে সূর্য্য** ইত্যাদি—ভক্তির বশীভূত হইয়া সূর্যদেব সত্রাজিতের মিত্রও হইয়াছিলেন। **লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা** ইত্যাদি—তোমার আদেশ ( শ্রীকৃষ্ণরূপ তুমি, সূর্য হইতে প্রাপ্ত স্যমন্তকমণি সত্রাজিতের নিকটে চাহিয়াছিলে ; কিন্তু সত্রাজিৎ তোমাকে তাহা দেন নাই। মণি-প্রদানের নিমিত্ত তোমার আদেশ ) লঙ্ঘন করিয়া, সেই আজ্ঞাভঙ্গ-জনিত দুঃখে, **দুই ভাই মারা যায়**—সত্রাজিৎ এবং তাঁহার ভ্রাতা প্রসেন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই মৃত্যুব্যাপার, **সূর্য্য দেখে সুখে**—দেখিয়া সূর্য সুখই অনুভব করিয়াছিলেন ; যে-হেতু, ইহার হেতু ছিল শ্রীকৃষ্ণরূপ তোমার আজ্ঞা-লঙ্ঘন।

শ্রীভাগবতের ১০।৫৬ অধ্যায়ে এই বিবরণটি কথিত হইয়াছে। সূর্যদেব ছিলেন তাঁহার ভক্ত সত্রাজিতের পরম-সখা—মিত্র। সত্রাজিতের প্রতি প্রীতি-বশতঃ সূর্যদেব সত্রাজিৎকে একটি মণি দিয়াছিলেন, তাহার নাম স্যমন্তকমণি, তাহা ছিল সূর্যের ন্যায়ই দীপ্তিশীল। এক সময়ে রাজা সত্রাজিৎ স্যমন্তক-মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া, মণির প্রভাবে সূর্যের ন্যায় তেজোময় হইয়া, দ্বারকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। দ্বারকাবাসীরা তাঁহাকে সূর্যদেব মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিলেন—"হে নারায়ণ ! হে জগৎপতে ! হে গোবিন্দ ! ত্রিলোকমধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবগণও আপনার পদবী অন্বেষণ করেন। ইহা জানিয়াই, দ্বারকায় গূঢ়রূপে অবস্থিত আপনার দর্শনের জন্য সূর্যদেব দ্বারকায় আসিতেছেন।" শ্রীকৃষ্ণ তখন অক্ষক্রীড়া-রত ছিলেন। দ্বারকাবাসীদের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, "ইনি সূর্যদেব নহেন। স্যমন্তকমণির প্রভাবে দীপ্যমান সত্রাজিৎ আসিতেছেন।" সত্রাজিৎ স্বগৃহে আসিয়া বিপ্রগণের দ্বারা মহাসমারোহে মঙ্গলাচরণ করাইয়া মণিটিকে দেবমন্দিরে স্থাপন করিলেন। কোনও এক সময়ে যদুরাজের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতের নিকটে মণিটি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন ; কিন্তু অর্থকামুক সত্রাজিৎ ( মণিটি প্রতিদিন অষ্টভার স্বর্ণ প্রসব করিত ), শ্রীকৃষ্ণের যাচ্ঞাভঙ্গ-বিষয়ে কোনওরূপ বিতর্ক না করিয়া,

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীকৃষ্ণকে মণি দিলেন না। ইহার পরে, সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন সেই মণিটি কণ্ঠে ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে মৃগয়ার্থ বনে গমন করিলে, এক সিংহ, অশ্বের সহিত প্রসেনকে হত্যা করিয়া, মণিটি লইয়া গুহায় প্রবেশ করিল। পরে ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ সেই সিংহের গুহায় প্রবেশ করিয়া সিংহকে হত্যা করিয়া মণিটিকে আনিয়া স্বীয় পুত্রের ক্রীড়াদ্রব্য করিয়া দিলেন। এদিকে প্রসেন মৃগয়া হইতে গৃহে ফিরিয়া না আসাতে সত্রাজিৎ মনে করিলেন, মণিলোভে শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার ভ্রাতা প্রসেনকে নিহত করিয়াছেন। সত্রাজিৎ একথা প্রকাশ করিয়াও বলিয়াছিলেন; শুনিয়া তদন্য লোকগণও কাণাকাণি করিতে লাগিল। লোকপরম্পরায় শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনিয়া এই মিথ্যা দুর্নাম হইতে নিজেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে, দ্বারকাস্থ জনগণের সহিত প্রসেনের অন্বেষণে বাহির হইলেন। বনমধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে সিংহকর্তৃক নিহত প্রসেনের এবং তাঁহার অশ্বের মৃতদেহ এবং পরে পর্বতারোহণ করিতে করিতে সেই সিংহটির মৃতদেহও দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সঙ্গের লোগদিগকে বাহিরে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ, নিবিড় অন্ধকারে আবৃত ঋক্ষরাজ জাম্ববানের ভয়ঙ্কর গুহামধ্যে একাকী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জাম্ববানের বালক স্যমন্তকমণিটি লইয়া খেলা করিতেছে। মণিটিকে হরণ করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ সেই বালকের নিকটেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। বালকের ধাত্রী এই অপূর্ব নরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া ভয়ে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া, জাম্ববান্ ক্রোধভরে ছুটিয়া আসিলেন এবং ক্রোধান্ধতাবশতঃ স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে না পারিয়া প্রাকৃত-পুরুষ-বোধে তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অষ্টাবিংশতি দিবস পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ চলিল। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রমে ঋক্ষরাজ হৃতবল হইলে, বিস্মিত হইয়া ঘর্মাক্ত-কলেবরে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি সামান্য মানুষ নও। তুমি বিষ্ণু, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। এক্ষণে আমি জানিলাম, তুমিই আমার ইষ্টদেব রামচন্দ্র—যিনি দশাননকে হত্যা করিয়াছিলেন।" শ্রীকৃষ্ণ উভয়হস্তে জাম্ববান্‌কে স্পর্শ করিয়া বলিলেন—"এই মণিটির সম্বন্ধে আমার একটি দুর্নাম রটিয়াছে; তাহা দূর করার জন্য অনেক লোকের সহিত আমি বাহির হইয়াছিলাম। সেই লোকদিগকে বাহিরে রাখিয়া একাকী আমি এই গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া মণিটি দেখিতে পাইলাম।" শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া জাম্ববান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত স্যমন্তকমণিটিসহ তাঁহার কন্যা জাম্ববতীকে শ্রীকৃষ্ণকে উপহার-স্বরূপ দিলেন। এদিকে গুহাবহিঃস্থিত দ্বারকাবাসিগণ দ্বাদশ দিবস পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিয়া, নিতান্ত অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া, দ্বারকায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের গুহা-প্রবেশ ও গুহা হইতে অনির্গমের কথা শুনিয়া, দেবকী-বসুদেব, মহিষীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি-বন্ধু-বান্ধবাদি সকলেই শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। স্যমন্তকমণি ও জাম্ববতীকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন সকলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িলেন। সভামধ্যে রাজসন্নিধানে সত্রাজিৎকে আহ্বান করিয়া, কিরূপে এবং কোথায় এই মণি পাইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা ব্যক্ত করিলেন এবং সত্রাজিৎকে মণিটি প্রদান করিলেন। লজ্জিত ও অনুতপ্ত সত্রাজিৎ মণি লইয়া স্বীয় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাঁহার অপরাধ হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা বিধানের নিমিত্ত নিজে উদ্যোগ করিয়া স্যমন্তক-মণিটির

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সহিত স্বীয় কন্যারত্ন সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কৃতবর্মা প্রভৃতি বহু লোক সত্রাজিতের নিকটে সত্যভামাকে যাচ্ঞা করিয়া থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ যথাবিধি তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে বলিলেন, "আমরা তোমার মণি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি সূর্যদেবের ভক্ত; সূর্যদেব তোমাকে এই মণি দিয়াছেন। ইহা তোমার নিকটেই থাকুক। তুমি যখন অপুত্রক, তখন তোমার ধনসম্পত্তির অধিকারী তো আমরাই হইব।" মণি সত্রাজিতের নিকটেই গেল। (ভা. ১০।৫৬ অধ্যায়)। এই মণিটির জন্য যে সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন প্রাণ হারাইলেন, তাহা এ-পর্যন্ত বলা হইল।

সত্রাজিৎ কিরূপে প্রাণ হারাইলেন, ভাগবতের পরবর্তী (১০।৫৭) অধ্যায়ে তাহা বলা হইয়াছে। সেই বিবরণটি কথিত হইতেছে। জতুগৃহে দগ্ধ হইয়া পাণ্ডবেরা প্রাণ হারাইয়াছেন, একথা সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। যদিও শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে, পাণ্ডবেরা সুড়ঙ্গপথে জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছেন, তথাপি লৌকিকী রীতির অনুসরণে কুলোচিত ব্যবহারের নিমিত্ত বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কুরুদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া ভীষ্ম, কৃপ, বিদুর, গান্ধারী ও দ্রোণাচার্যাদির নিকটে গমন করিয়া সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া খেদ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর অবকাশমতে অক্রূর ও ভোজকুলোদ্ভব কৃতবর্মা শতধন্বাকে বলিলেন—"সত্রাজিতের নিকট হইতে স্যমন্তকমণিটি কেন গ্রহণ করিতেছ না? যদি বল, সত্রাজিৎ জীবিত থাকিতে মণি দিবেন না, তাহা হইলে বলিতেছি যে, যে সত্রাজিৎ আমাদের কাহারও নিকটে তাঁহার কন্যারত্ন সত্যভামাকে বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও, আমাদের কাহাকেও না দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন, সেই সত্রাজিৎ অদ্যাপি কেন তাঁহার ভ্রাতা প্রসেনের অনুগামী হইলেন না?" (টীকায় বৈষ্ণব-তোষণীকার লিখিয়াছেন— গোকুলবাসীদের কোপের ফলে এবং ভোজকুলজাত কৃতবর্মার সঙ্গদোষেই ভগবদ্-ভক্তবর অক্রূরের চিত্তে এতাদৃশ কৃষ্ণবিরোধী ভাবের উদয় হইয়াছে। যাহা হউক) অক্রূর ও কৃতবর্মার কথা শুনিয়া মণিটির নিমিত্ত শতধন্বার লোভ জন্মিল; তিনি যাইয়া নিদ্রিত সত্রাজিৎকে নিহত করিয়া মণিটি লইয়া চলিয়া আসিলেন। সত্রাজিতের মৃত্যুতে তাঁহার পুরস্ত্রীগণ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সত্যভামাও তখন পিত্রালয়ে ছিলেন। তিনিও শোকাকুলা হইলেন। এইরূপে স্যমন্তকমণিটির জন্য সত্রাজিৎও প্রাণ হারাইলেন।

আলোচ্য পয়ারদ্বয়োক্তির সমর্থনে মণিসম্বন্ধে আর কিছু বলা অনাবশ্যক হইলেও প্রসঙ্গক্রমে মণিটি সম্বন্ধে অবশিষ্ট বিবরণও এ-স্থলে প্রদত্ত হইতেছে। তাহাতে মণিসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের দুর্নাম কিরূপে সম্যক্‌রূপে ক্ষালিত হইয়াছিল, তাহাও জানা যাইবে।

শোকাকুলা সত্যভামা পিতার মৃতদেহটিকে তৈলদ্রোণিতে রাখিয়া হস্তিনাপুরে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পিতার মৃত্যুর কথা জানাইলেন। লৌকিকী রীতির অনুসরণে কৃষ্ণ ও বলরাম শোকে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে সত্যভামাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দ্বারকায় গমন-পূর্বক শতধন্বাকে বধ করার এবং তাঁহার নিকট হইতে মণি উদ্ধারের নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া শতধন্বা স্বীয় প্রাণরক্ষার্থ প্রথমে কৃতবর্মার এবং পরে অক্রূরের সাহায্যপ্রার্থী

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইলেন। কিন্তু অমিতবীর্য ঈশ্বরদ্বয় রামকৃষ্ণের প্রতিকূলতাচরণ সার্থক হইবে না মনে করিয়া তাঁহারা উভয়েই শতধন্বার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিলেন। প্রত্যাখ্যাত শতধন্বা স্যমন্তকমণিটি অক্রূরের নিকটে রাখিয়া দ্রুতগামী অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ-বলরামও গরুড়ধ্বজ-রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ছুটিতে ছুটিতে শতধন্বা মিথিলার এক উপবনে উপস্থিত হইলে তাঁহার অশ্ব পতিত হইয়া গেল। তখন তিনি অশ্বটিকে সেই স্থলে পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজেই পলায়ন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সে-স্থানে উপনীত হইয়া তীক্ষ্ণধার চক্রদ্বারা শতধন্বার মস্তক-ছেদন করিলেন। সর্বান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ যদিও জানিতেন যে, শতধন্বা মণিটিকে অক্রূরের নিকট রাখিয়া আসিয়াছেন, তথাপি তিনি শতধন্বার বস্ত্রমধ্যে মণির অন্বেষণ করিলেন এবং মণি না পাইয়া অগ্রজ বলরামকে বলিলেন—"বৃথাই শতধন্বাকে বধ করা হইল, তাঁহার নিকটে মণি নাই।" শুনিয়া বলরাম বলিলেন—"শতধন্বা নিশ্চয়ই কাহারও নিকট মণি রাখিয়া আসিয়াছেন, সেই ব্যক্তিটিকে অনুসন্ধান করা আবশ্যক"। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"তুমি দ্বারকায় গিয়া সেই ব্যক্তির অন্বেষণ কর। আমি একবার মিথিলা-পতিকে দর্শন করিতে যাইব।" শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় আসিয়া সত্যভামাকে সমস্ত বিবরণ জানাইলেন এবং যথাবিধি সত্রাজিতের পারলৌকিক কর্ম সমাধা করিলেন।

অক্রূর এবং কৃতবর্মাই সত্রাজিতের নিকট হইতে মণি-হরণের নিমিত্ত শতধন্বাকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। শতধন্বার মৃত্যুর কথা শুনিয়া প্রাণ-ভয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তাঁহারা পলায়ন করিলেন। দ্বারকা হইতে অক্রূরের পলায়নের পরে দ্বারকায় পুনঃ পুনঃ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক তাপাদিরূপ নানাবিধ অরিষ্ট দেখা দিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন—অক্রূর মণি লইয়াই পলায়ন করিয়াছেন, মণির অভাবেই এ-সমস্ত অরিষ্টের উদ্ভব। ইহা জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে দ্বারকায় আনাইয়া, তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক হাসিতে হাসিতে প্রীতি-মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন—"শতধন্বা যে তোমার নিকটেই স্যমন্তকমণিটি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি পূর্বেই জানি। অপুত্রক সত্রাজিতের জলপিণ্ড-প্রদান এবং ঋণ-পরিশোধাদি দায় তাঁহার দৌহিত্রেরাই গ্রহণ করিবে বটে; তথাপি এই মণিটি অপরে ধারণ করিবে—ইহা সঙ্গত নয়। অতএব মণিটি তোমার নিকটেই থাকুক। কিন্তু আমার অগ্রজ মণিবিষয়ে আমাকে সম্যক্‌রূপে বিশ্বাস করিবেন না। (অর্থাৎ তিনি মনে করিতে পারেন, মণিটি আমার নিকটেই আছে)। অতএব, হে মহাভাগ! তুমি মণিটি সকলকে একবার দেখাইয়া বন্ধুবর্গের চিত্তে শান্তি স্থাপন কর।" শ্রীকৃষ্ণের সামবাক্য অক্রূরের হৃদয়কে স্পর্শ করিল। তিনি বস্ত্রাচ্ছাদিত স্যমন্তকমণিটি আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাতি-কুটুম্বগণকে সেই মণি দেখাইয়া, মণির ব্যাপারে নিজের সম্বন্ধে সমস্ত দুর্নামের আশঙ্কা দূর করিলেন এবং পরে সেই মণিটি পুনর্বার অক্রূরকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। (ভা. ১০।৫৭ অঃ)। বৈষ্ণবতোষণীতে বলা হইয়াছে,—শ্রীহরিবংশ হইতে জানা যায়, তদবধি অক্রূর প্রব বেই স্যমন্তকমণিটি স্বীয় কণ্ঠে ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেন। বস্তুতঃ এ-সমস্ত হইতেছে ষ্ণের কৌতুকময়ী লীলা।

বলদেবশিষ্যত্ব পাইয়া ছুর্য্যোধন।
তোমারে লঙ্ঘিয়া পায় সবংশে মরণ ॥ ১৯৯
হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার ॥ ২০০
শিরশ্ছেদে শিব পূজিয়াও দশানন।
তোমা' লঙ্ঘি পাইলেক সবংশে মরণ ॥ ২০১
সর্ব্ব-দেব-মূল তুমি, সভার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত—সব তোমার কিঙ্কর ॥ ২০২
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই সেই দাস তাহারে সংহরে ॥ ২০৩
তোমা' না মানিঞা যে শিবাদি-দেব ভজে।
বৃক্ষ-মূল কাটি যেন পল্লবেরে পূজে ॥ ২০৪
দেব, বিপ্র, যজ্ঞ, ধর্ম্ম—সর্ব্বমূল তুমি।
যে তোমা' না ভজে, তার পূজ্য নহি আমি॥" ২০৫
মহাতত্ত্ব অদ্বৈতের শুনিঞা বচন।
হুঙ্কার করিয়া বোলে শ্রীশচীনন্দন ॥ ২০৬
"মোর এই সত্য সভে শুন মন দিয়া।
যেই মোরে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া ॥ ২০৭
সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গা'য়ে অগ্নি হেন পড়ে ॥ ২০৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯৯। **বলদেবশিষ্যত্ব** ইত্যাদি—স্যমন্তক-প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী পয়ারদ্বয়ের টীকায় বলা হইয়াছে, মিথিলার উদ্যানে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিহত শতধন্বার বস্ত্রাদির মধ্যে স্যমন্তকমণি প্রাপ্ত না হওয়ায়, বলরাম মনে করিলেন, শতধন্বা অপর কাহারও নিকট মণিটি রাখিয়া আসিয়াছেন। সেই লোকটির অনুসন্ধানের জন্য বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকায় পাঠাইয়া নিজে মিথিলা-পতির দর্শনের জন্য গেলেন। মিথিলা-পতির প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তিনি কয়েক বৎসর সে-স্থানে ছিলেন। এই সময়ে, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র ছুর্যোধন, তাঁহার প্রতি প্রীতিযুক্ত মহাত্মা জনক ( মিথিলাধিপতি ) কর্তৃক সম্মানিত হইয়া, বলরামের নিকটে গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন ( ভা· ১০।৫৭ অঃ )। ইহাই ছুর্যোধনের পক্ষে বলদেব-শিষ্যত্ব।

২০০। এই প্রসঙ্গে ২।৬।১২০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২০১। **শিরশ্ছেদে শিব** ইত্যাদি—দশানন রাবণ স্বীয় মস্তক-ছেদনপূর্বক শিবের পূজা করিয়াও। শ্রীল তুলসীদাস তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-"রামচরিতমানসে" বলিয়া গিয়াছেন—রাবণের দশটি মস্তক ছিল। তিনি তাঁহার উপাস্য শিবের পূজাকালে, ক্রমশঃ এক একটি মস্তক ছেদন করিয়া শিবের চরণে অর্পণ করিতেন। অবশ্য শিবের কৃপায় তিনি আবার মস্তক পাইতেন।

২০২। **সর্ব্বদেব-মূল**—সমস্ত দেবতার মূল স্বয়ংভগবান্। "মূল"-স্থলে "ময়"-পাঠান্তর। সর্বদেবময়—তুমি স্বয়ংভগবান্ বলিয়া সমস্ত দেবতা তোমার মধ্যে অবস্থিত। **দৃশ্যাদৃশ্য**—দৃশ্য ও অদৃশ্য, স্থূল ও সূক্ষ্ম।

২০৪। "মানিঞা"-স্থলে "জানিঞা"-পাঠান্তর। **পল্লবেরে পূজে**—বৃক্ষের পত্রে জল-সেচন করে।

২০৫। **তারপূজ্য** ইত্যাদি—আমি তাহার পূজা গ্রহণ করি না।

২০৬। **মহাতত্ত্ব অদ্বৈতের** ইত্যাদি—অদ্বৈতের মহাতত্ত্ব-পূর্ণবাক্য শুনিয়া। **হুঙ্কার করিয়া** ইত্যাদি—পরবর্তী ২০৭-১২ পয়ার-সমূহ হইতেছে ভক্তদের নিকটে প্রভুর উক্তি।

২০৭। **মোর সেবক লঙ্ঘিয়া**—আমার সেবকের পূজা না করিয়া।

২০৮। **মোরে খণ্ড খণ্ড করে**—আমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলে আমার যে দুঃখ

যেই মোর দাসের সকৃত নিন্দা করে।
মোর নাম কল্পতরু তাহারে সংহরে॥ ২০৯
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত—সব মোর দাস।
এতেকে যে পর হিংসে' সে-ই যায় নাশ॥ ২১০
তুমি ত আমার নিজ দেহ হৈতে বড়।
তোমারে লঙ্ঘিয়া দৈবে নাশ হয় দঢ়॥ ২১১
সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক-নিন্দা করে।
অধঃপাতে যায়, সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তারে॥" ২১২
বাহু তুলি জগতেরে বোলে গৌরধাম।
"অনিন্দক হই সভে বোল কৃষ্ণনাম॥ ২১৩
অনিন্দক হই যে সকৃত 'কৃষ্ণ' বোলে।
সত্য সত্য মুঞি তারে উদ্ধারিমু হেলে॥" ২১৪
এই যদি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
'জয় জয় জয়' বোলে সর্ব্বভক্তগণ॥ ২১৫
অদ্বৈত কান্দয়ে দুই চরণে ধরিয়া।
প্রভু কান্দে অদ্বৈতেরে কোলেতে করিয়া॥ ২১৬
অদ্বৈতের প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী।
এইমত মহাচিন্ত্য অদ্বৈত-কাহিনী॥ ২১৭
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি যার।
জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি তার॥ ২১৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইত, সেই অধমের পূজাও আমাকে সেরূপ দুঃখ দিয়া থাকে। **অগ্নি হেন পড়ে**—অগ্নির ন্যায় জ্বাল-ময় হয়। "পড়ে"-স্থলে "পোড়ে" এবং "জ্বলে"-পাঠান্তর।

২০৯। **দাসের**—ভক্তের। **সকৃত**—সকৃৎ, একবার। **মোর নাম কল্পতরু**—আমার নাম, কল্পতরুর ন্যায় সর্বাভীষ্ট-প্রদ হইলেও, তাহাকে তাহার অভীষ্ট না দিয়া **তাহারে সংহরে**—তাহার সংহারই ( সর্বনাশই ) করিয়া থাকে।

প্রভুর এই উক্তি হইতে জানা গেল—সর্বাভীষ্ট-প্রদ শ্রীহরিনাম সর্বদা কীর্তন করিয়াও যিনি একবারও কোনও ভক্তের নিন্দা করেন, তাহা হইলে, নামকীর্তনের ফলে তিনি কোনও অভীষ্টই লাভ করিতে পারেন না, বরং তাঁহার সর্বনাশই হইয়া থাকে।

২১০। "সব মোর"-স্থলে "মোর সেবকের"-পাঠান্তর। **এতেকে যে পর-হিংসে** ইত্যাদি—২।১০।৩১১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২১১। "দেহ"-স্থলে "প্রাণ"-পাঠান্তর। **তোমারে লঙ্ঘিয়া দৈবে**—দৈবাৎ ( বা দুর্দৈববশতঃ ) তোমাকে লঙ্ঘন করিয়া ( লঙ্ঘন করিলে ) **নাশ হয় দঢ়**—যে সর্বনাশ হইবে, ইহা দৃঢ় সত্য। এই পয়ার হইতেছে অদ্বৈতের [illegible]প্রভুর উক্তি।

২১২। **অনিন্দক-নিন্দা**—যিনি অনিন্দক ( অর্থাৎ যিনি কাহারও নিন্দা করেন না ), তাঁহার নিন্দা। **তারে**—তাহার। **ঘুচে তারে**—তাহার সমস্ত ধর্ম ঘুচিয়া ( নষ্ট হইয়া ) যায়। "ঘুচে তারে"-স্থলে "পরিহরে"-পাঠান্তর। অর্থ—সমস্ত ধর্ম তাহাকে পরিহার ( পরিত্যাগ ) করে।

২১৫-২১৬। "সর্ব্বভক্তগণ"-স্থলে "সকল ভুবন"-পাঠান্তর। **দুই চরণে**—প্রভুর দুই চরণ।

২১৭। **অদ্বৈতের প্রেমে**—অদ্বৈতের প্রেমাশ্রুতে। **মহাচিন্ত্য**—মহা অচিন্ত্য ( তর্কযুক্তির দ্বারা রহস্য-[illegible]র অযোগ্য )।

২[illegible]। **জানিহ ঈশ্বর সনে** ইত্যাদি—ঈশ্বরের সহিত তাঁহার যে কোনও ভেদ নাই, ইহা জানিবে।

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে যে গালাগালী বাজে।
সেই সে পরমানন্দ—যদি জনে বুঝে ॥ ২১৯
দুর্বিজ্ঞেয় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের বাক্য কর্ম্ম।
তান অনুগ্রহে সে বুঝয়ে তান মর্ম্ম ॥ ২২০
এইমত যত আর হইল কথন।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-প্রভু আর যত গণ ॥ ২২১
ইহা কহিবার শক্তি প্রভু বলরাম।
সহস্রবদনে গায় এই গুণগ্রাম ॥ ২২২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এ-স্থলে প্রিয়ত্বাংশে ভেদহীনতাই অভিপ্রেত। যদিও পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র প্রিয় এবং জীবমাত্রই তাঁহারও প্রিয় ( ১।৫।৫৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ), তথাপি মায়ামুগ্ধ সাধারণ জীব জানিতে পারে না যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়; তাহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ স্ফুট নহে। কিন্তু ভক্তির কৃপায় যিনি অনুভব করিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার একমাত্র প্রিয়, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়, তিনিও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়; সুতরাং পরস্পর পরস্পরের প্রিয় বলিয়া, তখন প্রিয়ত্বাংশে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ভেদ থাকে না। এতাদৃশ ভক্তই শ্রীঅদ্বৈতের বাক্যের গূঢ় মর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন। ইহাই এই পয়ারোক্তির অভিপ্রায়। তত্ত্বে ঈশ্বরের সহিত ভেদ-হীনতা অভিপ্রেত নহে; কেননা, জীব ও ঈশ্বরের ভেদহীনতা শ্রুতি-স্মৃতি স্বীকার করেন না।

২১৯। **বাজে**—বাধিয়া যায়। "জনে"-স্থলে "মনে" এবং "জানে"-পাঠান্তর। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত যে পরস্পরকে তিরস্কার করেন, তাহা হইতেছে তাঁহাদের প্রেম-কোন্দল। যিনি ইহার রহস্য বুঝিতে পারেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, এই প্রেম-কোন্দলে তাঁহারা পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। ২।৬।১৫১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২০। **দুর্বিজ্ঞেয়** ইত্যাদি—বিষ্ণুর ( ভগবানের ) এবং বৈষ্ণবের বাক্য এবং কর্ম হইতেছে দুর্বিজ্ঞেয়—দুর্বোধ্য। **তান অনুগ্রহে** ইত্যাদি—তান ( অর্থাৎ ভগবানের এবং বৈষ্ণবের ) অনুগ্রহ হইলেই তান মর্ম ( তাঁহাদের বাক্য-কর্মের গূঢ় তাৎপর্য ) বুঝিতে পারা যায়। "বুঝয়ে তান মর্ম্ম"-স্থলে "বুঝয়ে তার ধর্ম্ম"-পাঠান্তর।

২২১-২২২। **নিত্যানন্দাদ্বৈত-প্রভু**—নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং প্রভু ( গৌরচন্দ্র ), **আর যত গণ**—এবং প্রভুর অন্যান্য যে-সকল গণ ( পরিকর ) ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে, **এইমত**—এইরূপ, পূর্বোক্তরূপ **যত আর** ইত্যাদি—আরও যত কথন ( কথাবার্তা ) হইয়াছিল, **তাহা কহিবার**—তাহা ( সে সকল কথাবার্তা ) কহিবার ( বর্ণন বা কীর্তন করিবার ) **শক্তি প্রভু বলরাম**—শক্তি হইতেছেন বলরামপ্রভু; অর্থাৎ বলরাম হইতেছেন তাহা বর্ণন করিবার শক্তি, তাদৃশী শক্তির মূর্তরূপ, বলরামে তাদৃশী শক্তি পূর্ণতমরূপে বিরাজিত। এজন্যই তিনি **সহস্র বদনে গায়** ইত্যাদি—সহস্রবদন অনন্তদেব-রূপে, সহস্র বদনে এই গুণগ্রাম ( গুণসমূহ, সে-সমস্ত কথাবার্তার মহিমাদি ) গান ( বা কীর্তন ) করিতেছেন। ব্যঞ্জনা এই যে, শ্রীবলরামের কৃপা হইলেই অপর কেহ তাহার কিছু বর্ণন করিতে পারে, অন্যথা নহে। ২২২ পয়ারে "কহিবার"-স্থলে "বলিবার", "করিবার" এবং "বুঝিবার"-পাঠান্তর। বুঝিবার—সে-সমস্ত

ক্ষণেকেই বাহ্যদৃষ্টি দিয়া বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া অদ্বৈত-প্রতি বোলয়ে উত্তর ॥ ২২৩
"কিছু নি চাঞ্চল্য মুঞি করিয়াছোঁ শিশু?"
অদ্বৈত বোলয়ে "উপাধিক নহে কিছু॥" ২২৪

প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
রক্ষিবা চাঞ্চল্য যদি মোর কিছু হয়॥" ২২৫
নিত্যানন্দ চৈতন্য অদ্বৈত হরিদাস।
পরস্পর সভে সভা' চা'হি মহাহাস॥ ২২৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কথাবার্তার মর্ম উপলব্ধি করিবার। ২২১-পয়ারে "নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রভু"-শব্দের অর্থে নিত্যানন্দপ্রভু এবং অদ্বৈতপ্রভু" না লিখিয়া, "নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং প্রভু (গৌরচন্দ্র)" লেখার হেতু এই যে, পূর্ববর্তী পয়ার-সমূহে কেবল শ্রীনিত্যানন্দের এবং শ্রীঅদ্বৈতের বাক্যই নাই, শ্রীগৌরের বাক্যেও আছে (২০৬-১৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)। এইরূপ অর্থ না করিলে "এইমত যত আর হইল কথন"-বাক্যের অন্তর্গত "এইমত"-শব্দের সার্থকতা থাকে না।

২২৩। **ক্ষণেকেই**—ক্ষণকাল পরেই, পূর্ববর্তী পয়ার-সমূহে কথিত কথাবার্তার কিছুকাল পরেই। "ক্ষণেকেই বাহ্য"-স্থলে "ক্ষণেকে বাহ্যেতে"-পাঠান্তর। কিছুকাল পরে প্রভু বাহ্যদৃষ্টি বা বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া হাসিতে হাসিতে অদ্বৈতের প্রতি পরবর্তী ২২৪-পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিলেন।

ললিতপুরের সন্ন্যাসীর গৃহ হইতে আসিয়া প্রভু যখন গঙ্গায় ভাসিতে ভাসিতে শান্তিপুরের দিকে চলিতেছিলেন, তখনই তিনি ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন (পূর্ববর্তী ১১৯-২১ পয়ার ও টীকা দ্রষ্টব্য)। তাহার পরে অদ্বৈতের গৃহে উপস্থিতি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববর্তী ২১৬-পয়ারোক্ত ঘটনা পর্যন্ত, প্রভু যাহা কিছু করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তৎসমস্তই তিনি ঈশ্বর-ভাবের আবেশেই করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন। ঈশ্বর-ভাবের আবেশ-কালে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। এক্ষণে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

২২৪। বাহ্যস্মৃতি ফিরিয়া আসিলে প্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে বলিলেন—"আমি কি শিশুর ন্যায় কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি?" **শিশু**—শিশুর ন্যায়। শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন **উপাধিক নহে কিছু**—তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে উপাধিক (আগন্তুক। ২।৩।১৬৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) কিছু নহে। তাৎপর্য এই—প্রভু, তুমি যাহা প্রকাশ করিয়াছ, তাহা তোমার শিশুবৎ চাঞ্চল্য নহে, তাহা তোমার স্বরূপগত ভাব, উপাধিক বা আগন্তুক নহে। কেন না, তুমি স্বরূপতঃ ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর-ভাবই তুমি প্রকাশ করিয়াছ।

২২৫। এই পয়ার শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি প্রভুর উক্তি। **রক্ষিবা**—আমাকে রক্ষা করিবে। "রক্ষিবা"-স্থলে "ক্ষমিবা"-পাঠান্তর। অর্থ—আমার চাঞ্চল্যের জন্য আমাকে ক্ষমা করিবে।

২২৪-২৫-পয়ারদ্বয়োক্তি-প্রসঙ্গে ২।১৬।৩৩-৩৫ এবং ১।৪।৫৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২৬। **সভা চাহি**—সকলের দিকে চাহিয়া (দৃষ্টিপাত করিয়া)। **মহা হাস**—মহা (উচ্চস্বরে) হাস্য করিতে লাগিলেন। প্রভুর কথায় কৌতুক অনুভব করিয়াই তাঁহাদের হাস্য। কৌতুক অনুভবের হেতু—প্রভু স্বরূপতঃ ঈশ্বর-তত্ত্ব হইয়াও ঈশ্বর-ভাবের প্রকাশকে তাঁহার শিশুবৎ-চাঞ্চল্য মনে করিতেছেন। শ্রীঅদ্বৈতাদির মনের ভাব না বুঝিয়া, তাঁহাদের হাসি দেখিয়া, প্রভুও হাসিয়াছেন।

অদ্বৈতগৃহিণী মহাসতী পতিব্রতা।
বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু যারে বোলে 'মাতা' ॥ ২২৭
প্রভু বোলে "শীঘ্র গিয়া করহ রন্ধন।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর'— করিব ভোজন॥ ২২৮
নিত্যানন্দ-হরিদাস-অদ্বৈতাদি-সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে বিশ্বম্ভর চলিলেন রঙ্গে ॥ ২২৯
সে সব আনন্দ বেদে বর্ণিব বিস্তর।
স্নান করি প্রভুসব আইলেন ঘর ॥ ২৩০
চরণ পাখালি মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণেরে করয়ে দণ্ডপ্রণাম বিস্তর ॥ ২৩১
অদ্বৈত পড়িলা বিশ্বম্ভর-পদতলে।
হরিদাস পড়িলা অদ্বৈত-পদমূলে ॥ ২৩২
অপূর্ব্ব কৌতুক দেখি নিত্যানন্দ হাসে'।
ধর্ম্মসেতু হেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে' ॥ ২৩৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২২৭। **বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু** ইত্যাদি—সমগ্র বিশ্বের ধারণ ও পোষণের কর্তা, অর্থাৎ স্বয়ংভগবান্ হইয়াও মহাপ্রভু অদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবীকে "মাতা" বলিতেন। প্রভু স্বয়ংভগবান্ হইলেও স্বরূপতঃ ভক্তভাবময় (১৷২৷৬-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ভক্তভাবে তিনি অদ্বৈতের প্রতি গুরুবুদ্ধি পোষণ করিতেন বলিয়া অদ্বৈতগৃহিণীকে "মাতা" বলা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

২২৮। এই পয়ার অদ্বৈতগৃহিণীর প্রতি প্রভুর উক্তি।

২৩০। "বেদে"-স্থলে "কথা"-পাঠান্তর।

২৩২। **পড়িলা**—পতিত হইলেন।

২৩৩। **ধর্ম্মসেতু**—ধর্মরূপ সেতু। **তিন বিগ্রহ**—মহাপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু এবং হরিদাস ঠাকুর। **ধর্ম্মসেতু হেন তিন** ইত্যাদি—মহাপ্রভু, অদ্বৈতপ্রভু এবং হরিদাস ঠাকুর—এই তিন বিগ্রহ ধর্মসেতুর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। একখানি কাষ্ঠখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ডের পরে আর একখানি কাষ্ঠখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ড, তাহার পরে আর একখানি—এইরূপে কাষ্ঠখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ডসমূহকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিয়াই সেতু নির্মিত হয়। এ-স্থলে প্রথমে মহাপ্রভু ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার পদতলে শ্রীঅদ্বৈত এবং শ্রীঅদ্বৈতের পদতলে হরিদাস ঠাকুর ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া রহিয়াছেন। দেখিলে মনে হয়,—এই তিনজন যেন একটি সেতুর কাষ্ঠখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ডরূপেই অবস্থিত, পরস্পরের সংযোগে তাঁহারা যেন একটি সেতুরূপেই বিরাজিত। তবে পার্থক্য এই যে—এই তিন বিগ্রহের কোনও বিগ্রহই কাষ্ঠখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ড নহেন—তাঁহারা হইতেছেন মূর্তিমান্ ধর্ম। তাই তাঁহাদের পরস্পরের সংযোগে যে-সেতুর উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হইতেছে ধর্মসেতু। কোনও জলাশয়ের উপরেই সেতু নির্মিত হয়। সেই সেতুর সহায়তায় লোক জলাশয়ের এক তীর হইতে অপর তীরে যাইতে পারে। এই তিন বিগ্রহ যে ধর্মসেতুরূপে পরিণত হইয়াছেন, সেই ধর্মসেতুর এক অন্তে আছেন—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ (মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের চরণেই দণ্ডবৎ প্রণত হইয়াছিলেন), অপর অন্তে আছে—এই সংসার, মর্ত্যজগৎ। এই ধর্মসেতুটি হইতেছে সংসার-সমুদ্রের উপরিস্থিত সেতু। এই সেতুর সহায়তায় জীব সংসার-সমুদ্র পার হইয়া যাইতে পারে—সেতুর এক প্রান্তে অবস্থিত এই সংসার হইতে, অপর প্রান্তে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণচরণ পাইতে পারে। তাৎপর্য হইতেছে এই—হরিদাস ঠাকুর ভজনের যে-আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিলে

উঠি দেখে ঠাকুর—অদ্বৈত পদতলে।
আথেব্যথে উঠি প্রভু 'বিষ্ণু বিষ্ণু' বোলে ॥ ২৩৪
অদ্বৈতের হাথে ধরি নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
চলিলা ভোজনগৃহে বিশ্বম্ভর রঙ্গে ॥ ২৩৫
ভোজনে বসিলা তিন প্রভু একঠাঞি।
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ আচার্য্যগোসাঞি। ২৩৬
স্বভাবচঞ্চল তিন প্রভু নিজাবেশে।
উপাধিক নিত্যানন্দ প্রভু বাল্যরসে ॥ ২৩৭
দ্বারে রসি ভোজন করয়ে হরিদাস।
যার দেখিবার শক্তি—সকল প্রকাশ ॥ ২৩৮
অদ্বৈতগৃহিণী মহাসতী যোগেশ্বরী।
করে পরিবেশন স্মঙরি 'হরি হরি' ॥ ২৩৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীঅদ্বৈতের কৃপা পাওয়া যায়; শ্রীঅদ্বৈতের কৃপা হইলে শ্রীগৌরের কৃপা পাওয়া যায়, এবং গৌরের কৃপা হইলে গৌর-কৃষ্ণ এবং শ্যাম-কৃষ্ণ, উভয় স্বরূপের চরণসেবা-প্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে। "হেন"-স্থলে "যেন"-পাঠান্তর।

**২৩৪। ঠাকুর**—মহাপ্রভু। মহাপ্রভু ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহকে প্রণাম করিতেছিলেন (পূর্ববর্তী ২৩১ পয়ার দ্রষ্টব্য)। **উঠি দেখে** ইত্যাদি—ভূমি হইতে উঠিয়া প্রভু দেখিলেন, শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার পদতলে পড়িয়া রহিয়াছেন (২৩২ পয়ার দ্রষ্টব্য)। "দেখে"-স্থলে "দেখি"-পাঠান্তর। অর্থ—শ্রীঅদ্বৈতকে নিজের পদতলে দেখিয়া, **আথেব্যথে**—অস্ত-ব্যস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি। **বিষ্ণু বিষ্ণু বোলে**—শ্রীঅদ্বৈতকে নিজের পদতলে দেখিয়া, তাহাতে নিজের অপরাধ হইয়াছে মনে করিয়া, প্রভু বিষ্ণু-স্মরণ করিলেন। ভক্তভাবে প্রভু শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি গুরুবুদ্ধি পোষণ করিতেন বলিয়াই, অদ্বৈতাচার্যকে নিজের পদতলে দেখিয়া প্রভু এইরূপ করিয়াছেন। অন্য সময় হইলে বোধ হয় প্রভু জোর করিয়াও শ্রীঅদ্বৈতের পদধূলি গ্রহণের চেষ্টা করিতেন; কিন্তু এই দিন তাহা করিলেন না। ইহার হেতু বোধ হয় এইরূপ। প্রভু যেন শ্রীঅদ্বৈতকে তাঁহার ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করেন, অদ্বৈতের এইরূপ বাসনা-পূরণের জন্যই লীলাশক্তি প্রভুর মধ্যে ঈশ্বর-ভাব প্রকটিত করিয়া অদ্বৈতকে কৃতার্থ করাইয়াছেন। এই দিন প্রভু যদি অদ্বৈতের পদধূলি গ্রহণের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে, ইতঃপূর্বে অদ্বৈত যে-কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন, তাহা আর থাকিত না। এ-জন্যই বোধ হয় লীলাশক্তি প্রভুর মধ্যে, অদ্বৈতের পদধূলি-গ্রহণের মতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন।

**২৩৭। তিন প্রভু**—মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু এবং অদ্বৈতপ্রভু। **নিজাবেশে**—নিজ নিজ ভক্ত-ভাবের আবেশে, অথবা স্ব-স্ব ভাবোচিত প্রেমাবেশে। "নিজাবেশে"-স্থলে "নিজরসে"-পাঠান্তর। একই তাৎপর্য। **উপাধিক নিত্যানন্দ** ইত্যাদি—নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার উপাধিক বাল্যরসে (বাল্যভাবে) আবিষ্ট। শ্রীনিত্যানন্দের বাল্যভাবকে উপাধিক (আগন্তুক) বলার হেতু বোধ হয় এই যে, তিনি এই সময়ে বালক ছিলেন না। "প্রভু বাল্যরসে"-স্থলে "বাল্যভাবাবেশে" এবং "অতি বাল্যাবেশে"-পাঠান্তর।

**২৩৮।** "দ্বারে"-স্থলে "দূরে"-পাঠান্তর। **দ্বারে বসি**—তিন প্রভু যে-ঘরে ভোজনে বসিয়াছিলেন, যবনকুলে উদ্ভূত বলিয়া ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ, হরিদাস-ঠাকুর ভোজনের নিমিত্ত সেই ঘরে প্রবেশ না করিয়া সেই ঘরের দ্বারদেশে বসিয়াছিলেন। অথচ **যার দেখিবার শক্তি** ইত্যাদি—

ভোজন করেন তিন ঠাকুর চঞ্চল।
দিব্য অন্ন ঘৃত দুগ্ধ পায়স - সকল ॥ ২৪০
অদ্বৈত দেখিয়া হাসে' নিত্যানন্দ-রায়।
এক বস্তু, দুই ভাগ,—কৃষ্ণের লীলায় ॥ ২৪১
ভোজন হইল পূর্ণ, কিছু মাত্র শেষ।
নিত্যানন্দ হইলা পরম-বাল্যাবেশ ॥ ২৪২
সর্ব্ব-ঘরে অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস।
প্রভু বোলে 'হায় হায়', হাসে' হরিদাস ॥ ২৪৩
দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কহে ক্রোধাবেশ-ছলে ॥ ২৪৪
"জাতিনাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ।
কোথা হৈতে আসি হৈল মদ্যপের সঙ্গ ॥ ২৪৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

উত্তমা-ভক্তির অধিকারী বলিয়া, প্রভুর সমস্ত প্রকাশ দর্শন করিবার শক্তি বা যোগ্যতা হরিদাসের ছিল। ( এতাদৃশী যোগ্যতা ছিল বলিয়াই তাঁহার এতাদৃশ দৈন্য )।

২৪০। "দুগ্ধ"-স্থলে "মুদগ" এবং "মুগী"-পাঠান্তর। "মুগী"—মুগ বা মুদ্গ, অথবা মুদ্গদ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য!

২৪১। **অদ্বৈত দেখিয়া** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ( অদ্বৈতের দিকে চাহিয়া ) নিত্যানন্দপ্রভু হাসিতে লাগিলেন। **এক বস্তু, দুই ভাগ**—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত বস্তুতঃ একই তত্ত্ব ; কিন্তু লীলাতে দুই পৃথক্‌রূপে বিরাজিত। ২।৬।১৪৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৪২। **শেষ**—বাকী।

২৪৩। **হৈল হাস**—নিত্যানন্দের হাস্য জন্মিল, নিত্যানন্দ হাসিতে লাগিলেন।

২৪৪। **ক্রোধাবেশ-ছলে**—যেন খুব ক্রুদ্ধ হইয়াছেন—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া ( বস্তুতঃ ক্রুদ্ধ হয়েন নাই )। পরবর্তী ২৪৫-৪৯ পয়ার-সমূহে ব্যাজস্তুতিতে শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

২৪৫। **জাতিনাশ** ইত্যাদি—এই নিত্যানন্দ আমার জাতি নষ্ট করিলেন। আমি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণোচিত আচার-পালন আমার কর্তব্য ; নচেৎ ব্রাহ্মণ-সমাজ আমাকে ত্যাগ করিবে। এই নিত্যানন্দ আমার সমস্ত ঘরে উচ্ছিষ্টান্ন ছড়াইয়া আমার জাতি নষ্ট করিয়াছেন। কেন না, ইহা জানিতে পারিলে ব্রাহ্মণ-সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিবে। ইহা হইতেছে অদ্বৈতোক্তির যথাশ্রুত নিন্দাবাচক অর্থ। কিন্তু অদ্বৈতের গূঢ় অভিপ্রায় হইতেছে—নিন্দার ছলে নিত্যানন্দের স্তুতি। এই জাতীয় উক্তি হইতেছে শ্রীঅদ্বৈতের একটি নিজস্ব বচনভঙ্গী। "জাতিনাশ করিলেক"-ইত্যাদি বাক্যের স্তুতি-মূলক অর্থ হইতেছে এই। **জাতিনাশ**—জাত্যভিমানের বিনাশ। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বলিয়া আমার যে জাত্যভিমান ( ব্রাহ্মণত্বের অভিমান ) ছিল ( ইহা হইতেছে শ্রীঅদ্বৈতের ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যোক্তি ; বাস্তবিক তাঁহার জাত্যভিমান ছিল না), শ্রীনিত্যানন্দ আমার সমস্ত গৃহে অন্ন ছড়াইবার ছলে, তাঁহার পরম-পবিত্র এবং পরম-পাবন ভুক্তাবশেষ ছড়াইয়া, আমাকে জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিতান্ন এবং কোনও লোককর্তৃক ভুক্ত সেই নিবেদিতান্ন, কখনও অপবিত্র নহে এবং ইহাদ্বারা, জাত্যভিমানবশতঃ আমি যে তৎসমস্তকে সাধারণ অন্নের ন্যায় উচ্ছিষ্ট বা সক্‌ড়ি মনে করিতাম, তাহা জানাইয়া আমার জাত্যভিমান দূর করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। **কোথা হৈতে আসি** ইত্যাদি–( যথাশ্রুত অর্থ, বা নিন্দার্থ )

গুরু নাহি, বোলয় 'সন্ন্যাসী' করি নাম।
জন্ম বা না জানিয়ে নিশ্চয় কোন্ গ্রাম ॥ ২৪৬
কেহো ত না চিনে, নাহি জানি কোন্ জাতি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মাতা-হাথী ॥ ২৪৭
ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত।
এখনে আসিয়া হৈল ব্রাহ্মণের সাথ ॥ ২৪৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

—কোথা হইতে এই মদ্যপ আসিয়া আমার সঙ্গ করিল? (শ্রীনিত্যানন্দ বাস্তবিক মদ্যপ ছিলেন না। মদ্যপ হইলে, ললিতপুরের সন্ন্যাসী মদ্য আনার কথা বলিলে, তিনি "তবে লড় সে আমার" বলিতে না। পূর্ববর্তী ৮৯-পয়ার দ্রষ্টব্য)। (স্তুতি-অর্থ) মদ্যপ—কৃষ্ণপ্রেম-মদিরা-পানরত। আমার সৌভাগ্যবশতঃ কোথা হইতে কৃষ্ণপ্রেম-মদিরা-পানরত শ্রীনিত্যানন্দ আসিয়া, তাঁহার সঙ্গদান করিয়া, আমাকে কৃতার্থ করিলেন?

২৪৬। **গুরু নাহি, বোলয় ইত্যাদি**—(যথাশ্রুত বা নিন্দার্থ) এই নিত্যানন্দের গুরুও নাই, অথচ নিজেকে "সন্ন্যাসী" বলিয়া প্রচার করে (সুতরাং ভণ্ড)। (স্তুতি-অর্থ) শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন বাস্তবিক বলরাম, শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় কলেবর, ঈশ্বর-তত্ত্ব—সুতরাং জগদ্‌গুরু। জগদ্‌গুরু বলিয়া তাঁহার কোনও গুরু নাই, থাকিতেও পারে না। তত্ত্বতঃ শ্রীবলরাম বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন মূল ভক্ত-অবতার; সুতরাং তাঁহার সাধন-ভজনের কোনও প্রয়োজন নাই এবং সাধন-ভজনের জন্য সন্ন্যাস-গ্রহণেরও কোনও প্রয়োজন নাই। তথাপি শ্রীগৌরের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া, লোকশিক্ষার্থ সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন। বস্তুতঃ গৌরের সন্ন্যাসের ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দের সন্ন্যাসও হইতেছে তাঁহার একটি স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা। **জন্ম বা না জানিয়ে ইত্যাদি**—(যথাশ্রুত বা নিন্দার্থ) ইহা নিশ্চিত যে, এই নিত্যানন্দের জন্ম-সম্বন্ধেও কিছু জানি না, কোন্ গ্রামে ইঁহার জন্ম হইয়াছে, তাহাও জানি না—অজ্ঞাত-পরিচয়; সুতরাং ইঁহার সঙ্গে একই গৃহে ভোজন আমার পক্ষে সঙ্গত নয়। (স্তুতি-অর্থ) ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া নিত্যানন্দ হইতেছেন অনাদি, নিত্য, অজ; তাঁহার কোনও জন্ম নাই। যাঁহার জন্ম নাই তাঁহার জন্মের বিবরণ, বা জন্ম-স্থান—গ্রামের কথা, যে কেহ জানিতে পারে না, জানিবার প্রশ্নও উঠিতে পারে না, তাহা নিশ্চিত সত্য। (প্রকট-লীলায় যে-জন্ম, তাহা হইতেছে আবির্ভাব মাত্র, জীবের জন্মের ন্যায় জন্ম নহে)।

২৪৭। **কেহো না চিনে ইত্যাদি**—(যথাশ্রুত অর্থ বা নিন্দার্থ) এই নিত্যানন্দকে কেহই চিনে না, ইনি কোন্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও কেহ জানে না। অর্থাৎ ইনি হইতেছেন অজ্ঞাত-কুল-শীল। (স্তুতি-অর্থ) নিত্যানন্দ ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার জন্ম নাই, থাকিতেও পারে না; সুতরাং লোকের ন্যায় তাঁহার কোনও জাতিও নাই, থাকিতেও পারে না। যে-হেতু, যাহার জন্ম আছে, তাহারই জাতি থাকে। শ্রীনিত্যানন্দকে কেহ চিনিতেও পারে না, অর্থাৎ নিত্যানন্দ-তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়। "বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে। চৈতন্য দেখায় যারে, সে দেখিতে পারে ॥ ২।৩।১৭১ ॥" **ঢুলিয়া ঢুলিয়া ইত্যাদি**—(যথাশ্রুত অর্থ বা নিন্দার্থ) মত্তহস্তীর ন্যায় ঢুলিয়া ঢুলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন—মাতাল। (স্তুতি-অর্থ) কৃষ্ণপ্রেম-মদিরা-পানে মত্ত হইয়া মত্তহস্তীর ন্যায় সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকেন। "বুলে"-স্থলে "বোলে"-পাঠান্তর।

২৪৮। **ঘরে ঘরে পশ্চিমার ইত্যাদি**—পশ্চিমদেশীয় আচারভ্রষ্ট লোকদিগের ঘরে ঘরে যাইয়া

নিত্যানন্দ-মন্তপে করিব সর্ব্বনাশ।
সত্য সত্য সত্য এই শুন হরিদাস!" ২৪৯
ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইলা দিগবাস।
হাথে তালি দিয়া নাচে, অট্ট অট্ট হাস॥ ২৫০
অদ্বৈত-চরিত্র দেখি হাসে' গৌররায়।
হাসি নিত্যানন্দ দুই অঙ্গুলী দেখায়॥ ২৫১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাহাদের ভাত খাইয়াছেন; সুতরাং নিত্যানন্দও আচারভ্রষ্ট, ব্রাহ্মণ-সমাজে অচল। **কিন্তু এখনে আসিয়া** ইত্যাদি—এখনে এই নবদ্বীপে আসিয়া ইনি ব্রাহ্মণদের সঙ্গ করিতেছেন। কি অন্যায়! সমস্ত ব্রাহ্মণকে ইনি আচার-ভ্রষ্ট করিতেছেন। স্তুতি-অর্থ **পশ্চিমার** ইত্যাদি—শ্রীনিত্যানন্দ বিশবৎসর পর্যন্ত তীর্থ-ভ্রমণ-কালে ভারতবর্ষের সর্বত্রই বিচরণ করিয়াছেন, কেবল যে পশ্চিম দেশেই গিয়াছিলেন, তাহা নহে। তথাপি যে কেবল পশ্চিমার (পশ্চিমদেশীয় লোকদের) কথা বলা হইল, তাহার তাৎপর্য হইতেছে এইরূপ। ব্রজ, মথুরা, দ্বারকা—এই তিনটি শ্রীকৃষ্ণধামই নবদ্বীপের পশ্চিম দিকে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বলরাম যখন দ্বাপরে এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন যত দিন ব্রজে ছিলেন, ততদিন শ্রীকৃষ্ণ-সর্বস্ব এবং শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ ব্রজপরিকরদের ঘরে ঘরে গিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত বলরামও তাঁহাদের অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত যখন তিনি মথুরায় এবং পরে দ্বারকায় গিয়াছিলেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর মথুরাবাসীদের ঘরে ঘরে গিয়াছেন এবং দ্বারকাবাসীদের অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। "নিত্যানন্দ পশ্চিমার ঘরে ঘরে ভাত খাইয়াছেন"—এই উক্তির গূঢ় রহস্য হইতেছে এই যে, যে-বলরাম পশ্চিমদেশীয় ব্রজবাসী, মথুরাবাসী এবং দ্বারকাবাসীদের ঘরে ঘরে ভাত খাইয়াছেন, এই নিত্যানন্দ হইতেছেন সেই বলরামই, অপর কেহ নহেন। ইহাদ্বারা অদ্বৈত আচার্য ভঙ্গীতে নিত্যানন্দের তত্ত্বই প্রকাশ করিলেন। **এখন আসিয়া** ইত্যাদি—সেই নিত্যানন্দরূপ বলরাম এখন নবদ্বীপে আসিয়া ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন। ইহাতে নিত্যানন্দের কৃপালুতারূপ মহিমাই প্রকাশ পাইয়াছে।

**২৪৯। নিত্যানন্দ মন্তপে** ইত্যাদি—(যথাশ্রুত অর্থ বা নিন্দার্থ) এই মন্তপ নিত্যানন্দ, সকলকে আচার-ভ্রষ্ট করিয়া, সকলের জাতিকুল নষ্ট করিয়া, সকলের সর্বনাশ করিবেন, সকলকে নিজের ন্যায় মন্তপ করিয়া ফেলিবেন। (স্তুতি-অর্থ) কৃষ্ণপ্রেম-মদিরা-পানরত এই নিত্যানন্দ, সকলের সর্বনাশ, অর্থাৎ জাত্যভিমানাদি সকল রকমের অভিমান নষ্ট করিয়া দিবেন এবং সকলকে কৃষ্ণপ্রেম-মদিরা-পানে রত করাইবেন।

**২৫০। ক্রোধাবেশে**—কৃত্রিম ক্রোধের আবেশে (পূর্ববর্তী ২৪৪ পয়ার ও তট্টীকা দ্রষ্টব্য)। **দিগবাস**—দিগম্বর, উলঙ্গ। শ্রীঅদ্বৈতের কৃত্রিম ক্রোধের অন্তরালে রহিয়াছে তাঁহার নিত্যানন্দ-প্রেম। নিত্যানন্দ-প্রেমাবেশেই তিনি দিগম্বর হইয়াছেন এবং **হাথে তালি** ইত্যাদি—নিত্যানন্দ-প্রেমাবেশে অট্টহাস্য করিতে করিতে হাতে তালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। (বাস্তব ক্রোধের আবেশে অট্টহাসি এবং নৃত্য সম্ভব নয়)। প্রথম "অট্ট"-স্থলে "মহা"-পাঠান্তর।

**২৫১।** শ্রীঅদ্বৈতের হাস্যোদ্দীপক আচরণ দেখিয়া গৌরসুন্দর হাসিতে লাগিলেন এবং নিত্যানন্দও

শুদ্ধ-হাস্যময় অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে।
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু হাসয়ে বিশেষে ॥ ২৫২
ক্ষণেকে হইল বাহ্য, কৈল আচমন।
পরস্পর সন্তোষে করিলা আলিঙ্গন ॥ ২৫৩
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকোলী।
প্রেমরসে দুই প্রভু মহাকুতূহলী ॥ ২৫৪
প্রভুবিগ্রহের দুই বাহু দুইজন।
প্রীত বই অপ্রীত নাহিক কোনক্ষণ ॥ ২৫৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হাসিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ হাসিতে হাসিতে অদ্বৈতকে **দুই অঙ্গুলী দেখায়**—দুই হাতে দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইলেন। দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুলি-প্রদর্শন হইতেছে উপেক্ষা-সূচক। ইহাদ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ অদ্বৈতাচার্যকে যেন জানাইলেন—"আমার নিন্দা করিতেছ? তাতে আমার বই'য়ে গেল।" অদ্বৈতের প্রতি প্রীতিভরে নিত্যানন্দ তাঁহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছেন; রোষভরে দেখাইলে দেখাইবার সময় হাসির উদয় সম্ভব হইত না। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতে অভেদ প্রেম (২।৬।১৫০ পয়ার দ্রষ্টব্য)। নিত্যানন্দের প্রতি অদ্বৈতের যে-রকম প্রীতি, অদ্বৈতের প্রতিও নিত্যানন্দের ঠিক সেই রকম প্রীতি। সুতরাং পরস্পরের নিন্দা, বা পরস্পরের প্রতি রুষ্ট হওয়া, তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে অদ্বৈত (২৪৫-৪৯ পয়ারে) যাহা বলিয়াছেন, যথাশ্রুত অর্থে তাহা নিন্দাসূচক হইলেও, বাস্তবিক তাহা নিন্দা ছিল না, ছিল স্তুতি। তবে শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে সেই স্তুতিকে নিন্দার আবরণে আবৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ভঙ্গীটি ছিল সকলেরই হাস্যোদ্দীপক। সে-জন্য তাহা শুনিয়া এবং দেখিয়া সকলেই হাসিয়াছিলেন (পরবর্তী ২৫২ পয়ার দ্রষ্টব্য)। গৌরও হাসিয়াছেন, নিত্যানন্দও হাসিয়াছেন। সুতরাং সহজেই বুঝা যায়, নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে অদ্বৈতের উক্তিটি যে প্রীতিময়ী ছিল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নিত্যানন্দ নিজেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাহাতেই নিত্যানন্দ হাসিতে হাসিতে অদ্বৈতকে উপেক্ষা-সূচক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিত্যানন্দের এই আচরণও ছিল অদ্বৈতের সম্বন্ধে প্রীতিময় আচরণ, রোষময় হইলে তর্জনী প্রদর্শন করিতেন; এবং "নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে কোলাকোলি" হইত না (পরবর্তী ২৫৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

২৫২। "শুদ্ধহাস্যময়" হইতেছে "ক্রোধাবেশের" বিশেষণ।

২৫৫। **প্রভুবিগ্রহের**—মহাপ্রভু শ্রীগৌরচন্দ্রের দেহের। **দুই বাহু দুই জন**—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত—এই দুই জন হইতেছেন শ্রীগৌরচন্দ্র-প্রভুর দুই বাহুতুল্য। লোক স্বীয় বাহুদ্বয়দ্বারা নিজের অভীষ্ট কার্যই সম্পাদিত করিয়া থাকে এবং সেই অভীষ্ট-কার্যের অনুকূলভাবেই বাহুদ্বয়কে প্রবর্তিত করিয়া থাকে। বাহুদ্বয়ের প্রত্যেকটির প্রতিই তাহার সমান মমত্ব-বোধ। তদ্রূপ, গৌরসুন্দরও নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতের দ্বারাই তাঁহার অভীষ্ট কার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন এবং সেই অভীষ্ট কার্যের জন্যই তাঁহাদের চিত্তে প্রেরণা দিয়া থাকেন। তাঁহাদের উভয়ের প্রতিই তাঁহার সমান মমত্ববুদ্ধি এবং সমান প্রীতি। গৌরের প্রীতিরসের আস্বাদনে উভয়েই সমভাবে মত্ত। সুতরাং পরস্পর-সম্বন্ধে তাঁহাদের হিংসা, বিদ্বেষ, অসূয়া বা অপ্রীতির কোনও অবকাশই থাকিতে পারে না। তাঁহাদের মধ্যে **প্রীত বই অপ্রীত** ইত্যাদি—কোনও সময়েই প্রীতিব্যতীত অপ্রীতি নাই (সুতরাং পরস্পর পরস্পরের বাস্তবিক নিন্দাও করিতে পারেন না)।

তবে যে কলহ দেখ, সে কৃষ্ণের লীলা।
বালকের প্রায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের খেলা ॥ ২৫৬

হেনমতে মহাপ্রভু অদ্বৈতমন্দিরে।
স্বানুভাবানন্দে হরিকীর্ত্তনে বিহরে ॥ ২৫৭
ইহা কহিবার শক্তি প্রভু বলরাম।
অন্য নাহি জানয়ে এ সব গুণগ্রাম ॥ ২৫৮
সরস্বতী পতি বলরামের কৃপায়।
সভার জিহ্বায় সেই ভগবতী গায় ॥ ২৫৯
এ সব কথার নাহি জানি অনুক্রম।
যে-তে-মতে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম ॥ ২৬০
চৈতন্যপ্রিয়ের পা'য় মোর নমস্কার।
ইহাতে যে অপরাধ—ক্ষমিহ আমার ॥ ২৬১

অদ্বৈতের গৃহে প্রভু বঞ্চি কথোদিন।
নবদ্বীপে আইলা—সংহতি করি তিন ॥ ২৬২
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, তৃতীয় হরিদাস।
এই তিন সঙ্গে প্রভু আইলা নিজবাস ॥ ২৬৩
শুনিলা বৈষ্ণবসব "আইলা ঠাকুর।"
ধাইয়া আইলা সভে—আনন্দ-প্রচুর ॥ ২৬৪
দেখি সর্ব্ব তাপ হরে' সে চন্দ্রবদন।
ধরিয়া চরণ সভে করেন ক্রন্দন। ২৬৫
বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু—সভার জীবন।
সভারে করিল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ২৬৬
সভেই প্রভুর নিজ-বিগ্রহ-সমান।
সভেই উদার—ভাগবতের প্রধান ॥ ২৬৭
সভেই করিলা অদ্বৈতেরে নমস্কার।
যার ভক্তি-কারণে চৈতন্য অবতার ॥ ২৬৮
আনন্দে হইলা মত্ত বৈষ্ণবসকল।
সভে করে প্রভু-সঙ্গে কৃষ্ণকোলাহল ॥ ২৬৯
পুত্র দেখি আই হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
বধূ-সঙ্গে গৃহে করে আনন্দ-মঙ্গল ॥ ২৭০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**২৫৬। তবে যে কলহ** ইত্যাদি—তথাপি নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মধ্যে যে সময় সময় কলহ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে কৃষ্ণের ( গৌর-কৃষ্ণের ) একটি লীলা। এই কলহ হইতেছে বাস্তবিক প্রেম-কোন্দল। রঙ্গীয়া গৌর-কৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রেম-কোন্দলের মাধুর্য আস্বাদন করাইবার নিমিত্তই লীলাশক্তি ইহা করাইয়া থাকেন। **বালকের প্রায়** ইত্যাদি—বিষ্ণু ( ভগবান্ ) এবং বৈষ্ণব ( ভগবদ্‌ভক্ত )—ইঁহাদের লীলা হইতেছে বালকের খেলার ন্যায়। বালকেরা খেলা করিতে যাইয়া পরস্পরের সহিত কলহও করিয়া থাকে। কিন্তু পরস্পরের প্রতি তাহাদের হিংসা-বিদ্বেষাদি কিছুই থাকে না। কলহের পরেও তাহারা আবার পরস্পরের প্রতি প্রীতিময় ব্যবহার করিয়া থাকে।

**২৫৭। স্বানুভাবানন্দে**—১।৬।১১৯, ১৫০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**২৫৮। শক্তি প্রভু বলরাম**—পূর্ববর্তী ২২২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "এসব"-স্থলে "প্রভুর"-পাঠান্তর।

**২৫৯। সেই ভগবতী**—সেই সরস্বতী। "ভগবতী"-স্থলে "সরস্বতী"-পাঠান্তর।

**২৬১। ইহাতে যে অপরাধ**—১।১।৬৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**২৬৭। নিজ-বিগ্রহ-সমান**—নিজের শরীরের ন্যায় প্রিয়।

**২৬৯।** "সকল"-স্থলে "মণ্ডল"-পাঠান্তর। মণ্ডল—সমূহ।

**২৭০।** "আনন্দ"-স্থলে "গোবিন্দ"-পাঠান্তর। **মঙ্গল**—মঙ্গল-জনক কার্য।

ইহা বলিবার শক্তি সহস্রবদন।
যে প্রভু আমার জন্মজন্মের জীবন ॥ ২৭১
'দ্বিজ' 'বিপ্র' 'ব্রাহ্মণ' যেহেন নামভেদ।
এইমত প্রভু 'নিত্যানন্দ' 'বলদেব' ॥ ২৭২

অদ্বৈতগৃহেতে প্রভু যত কৈল কেলি।
ইহা যে শুনয়ে সেহো পায় সেই মেলি ॥ ২৭৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৭৪

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে অদ্বৈত-গৃহ-বিলাসবর্ণনং নাম ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৭১। "বলিবার"-স্থলে "বুঝিবার"-পাঠান্তর। **শক্তি সহস্রবদন**—পূর্ববর্তী ২২২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **সহস্রবদন**—সহস্রবদন অনন্তদেবরূপে যিনি বিরাজিত, সেই বলরাম, বা নিত্যানন্দরূপ বলরাম। **যে প্রভু আমার** ইত্যাদি—যে-নিত্যানন্দরূপ বলরাম-প্রভু আমার জন্মজন্মের ( প্রতি জন্মের ) জীবন ( প্রাণ )-তুল্য। "যে প্রভু আমার জন্মজন্মের"-স্থলে "যেই প্রভু জন্ম জন্ম আমার"-পাঠান্তর।

২৭২। ১।১।৫৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "ব্রাহ্মণ যেহেন"-স্থলে "ব্রাহ্মণের যেন" এবং 'প্রভু"-স্থলে "জান" এবং "ভেদ"-পাঠান্তর।

২৭৩। "যে শুনয়ে সেহো"-স্থলে "যেই শুনে সেই" এবং "সেই"-স্থলে "প্রেম" এবং "এই"-পাঠান্তর। **মেলি**—মিলন, সঙ্গ।

২৭৪। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে ঊনবিংশ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা
( ১০.১০.১৯৬৩—১৯.১০.১৯৬৩ )

# মধ্যখণ্ড

## বিংশ অধ্যায়

জয় জয় গৌরসিংহ শ্রীশচীকুমার।
জয় সর্ব্বতাপহর চরণ তোমার ॥ ১
জয় গদাধর-প্রাণ-নাথ মহাশয়।
কৃপা কর' প্রভু! হেন তোহে মন রয় ॥ ২
হেনমতে ভক্তগোষ্ঠী ঠাকুর দেখিয়া।
নাচে গায়ে কান্দে হাসে' প্রেমপূর্ণ হৈয়া ॥ ৩
এইমতে প্রতিদিন অশেষ কৌতুক।
ভক্ত-সঙ্গে বিশ্বম্ভর করে নানারূপ ॥ ৪
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
শ্রীনিবাসগৃহে বসি আছে নানা-রঙ্গে ॥ ৫
আইলা মুরারিগুপ্ত হেনই সময়।
প্রভুর চরণে দণ্ডপরণাম হয় ॥ ৬
শেষে নিত্যানন্দেরে করিয়া পরণাম।
সন্মুখে রহিলা গুপ্ত মহাজ্যোতির্ধাম ॥ ৭
মুরারিগুপ্তেরে প্রভু বড় সুখী মনে।
অকপটে মুরারিরে কহেন আপনে ॥ ৮
"যে করিলা মুরারি! না হয় ব্যবহার।
ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার ॥ ৯
কোথা তুমি শিখাইবা, যে না ইহা জানে।
ব্যবহারে হেন ধর্ম্ম তুমি লঙ্ঘ' কেনে?" ১০

### নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**বিষয়।** স্বপ্নযোগে প্রভুকর্তৃক মুরারিগুপ্তকে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-জ্ঞাপন। ঈশ্বরাবেশে প্রভুকর্তৃক প্রকাশানন্দের উদ্দেশ্যে কোপ-প্রকাশ এবং ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, সেবক ও লীলাস্থানাদির নিত্যতা-কথন। প্রেমাবেশে মুরারিগুপ্তকর্তৃক প্রভুর উদ্দেশ্যে অন্নদান, তাহাতে প্রভুর অজীর্ণরোগ এবং মুরারিগুপ্তের জলপানে অজীর্ণতার শান্তি। ঈশ্বর-ভাবাবেশে প্রভুর চতুর্ভুজ-রূপ-ধারণ, মুরারিগুপ্তের গরুড়-ভাব এবং প্রভুকে স্কন্ধে করিয়া অঙ্গন-ভ্রমণ। মুরারিগুপ্তের মৃত্যুর প্রয়াস, প্রভুর অনুরোধে সেই সঙ্কল্প-ত্যাগ। বাটোয়ার অপেক্ষাও নিন্দক-সন্ন্যাসীর এবং বকধর্মীর ভীষণত্ব-কথন।

২। **তোহে**—তোমাতে, তোমার প্রতি। **রয়**—থাকে। "তোহে মন রয়"-স্থলে "তোতে মতি হয়"-পাঠান্তর।

৩। "পূর্ণ"-স্থলে "মত্ত"-পাঠান্তর।

৫। **শ্রীনিবাস**—শ্রীবাসপণ্ডিত। **নানা-রঙ্গে**—নানাবিধ কৌতুক অনুভব করিতে করিতে। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "শ্রীবাসগৃহেতে আসি বসি আছে (মহা) রঙ্গে ॥"-পাঠান্তর।

৬। **দণ্ড-পরণাম**—দণ্ড-প্রণাম, দণ্ডবৎ-প্রণত।

৭। **মহাজ্যোতির্ধাম**—মহাজ্যোতির (মহাজ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের) ধাম (আশ্রয়) যিনি। মুরারিগুপ্তের ভক্তির বশীভূত হইয়া মহাজ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে নিত্য বিরাজিত। এজন্য তাঁহাকে মহাজ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের ধাম বলা হইয়াছে। ধাম—আবাসস্থান, আশ্রয়। অথবা, "মহাজ্যোতির্ধাম"-শব্দটি নিত্যানন্দের বিশেষণ।

৯-১০। প্রভু মুরারিগুপ্তকে বলিলেন, **যে করিলা মুরারি**—মুরারি, তুমি যাহা করিলে; অর্থাৎ

মুরারি বোলয়ে "প্রভু ! জানোঁ কেনমতে।
চিত্ত তুমি লওয়াইয়া আছ যেনমতে ॥" ১১

প্রভু বোলে "ভাল ভাল আজি যাহ ঘরে।
সকল জানিবা কালি, বলিল তোমারে ॥" ১২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তুমি যে আগে আমাকে নমস্কার করিয়া পরে নিত্যানন্দকে নমস্কার করিলে, তাহা **না হয় ব্যবহার**—ব্যবহার ( শিষ্টাচার ) হইল না। **তুমি ব্যতিক্রম করিয়া** ইত্যাদি—( শিষ্টাচারের রীতি লঙ্ঘন ) করিয়া নমস্কার করিয়াছ। **কোথা তুমি** ইত্যাদি—যে ইহা ( শিষ্টাচার ) জানে না, কোথায় তুমি তাহাকে তাহা শিক্ষা দিবে ( আর তুমি নিজেই শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিলে )। **ব্যবহারে হেন ধর্ম্ম** ইত্যাদি ব্যবহারে ( ব্যবহারিক বিষয়ে, লৌকিক জগতে প্রচলিত রীতির বিষয়ে ) হেন ( এতাদৃশ ) ধর্ম (শিষ্টাচার-পালনরূপ ধর্ম ) তুমি কেন লঙ্ঘন করিলে ? "যে না ইহা জানে"-স্থলে "যেই নাহি জানি" এবং "কেনে"-স্থলে "কেনি"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

১১। **মুরারি বোলয়ে** ইত্যাদি—প্রভুর কথা শুনিয়া মুরারিগুপ্ত বলিলেন, কিরূপে জানিব ? **চিত্ত তুমি লওয়াইয়া** ইত্যাদি—তুমি আমার চিত্তকে যেরূপ লওয়াইয়াছ (প্রেরণা দিয়াছ, আমি সেইরূপই করিয়াছি )। "জানোঁ কেনমতে"-স্থলে "জানিব কেমতে" এবং "তুমি চিত্ত লওয়াইয়া আছ"-স্থলে "মোর চিত্ত তুমি লইয়াছ"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই। এ-স্থলে একটি বিবেচ্য বিষয় আছে। একই স্থানে সমমর্যাদাসম্পন্ন দুই জন লোক উপস্থিত থাকিলে প্রথমে তাঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠকে এবং তাহার পরে বয়ঃকনিষ্ঠকে নমস্কার করাই হইতেছে লৌকিক জগতে শিষ্টাচার। শ্রীনিত্যানন্দ এবং মহাপ্রভু—উভয়েই সম-মর্যাদাসম্পন্ন—সমান মর্যাদার পাত্র। নিত্যানন্দ ছিলেন প্রভুর বয়োজ্যেষ্ঠ ; সুতরাং প্রথমে নিত্যানন্দকে নমস্কার করিলেই মুরারিগুপ্তের পক্ষে ব্যবহারিক ( লৌকিক ) শিষ্টাচার রক্ষিত হইত। মুরারি তাহা করেন নাই বলিয়াই প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি শিষ্টাচারের ব্যতিক্রম করিয়াছ।" অথচ, মুরারিগুপ্ত বলিলেন—"প্রভু, তুমি আমার চিত্তে যেরূপ প্রেরণা জাগাইয়াছ, আমি সেইরূপই করিয়াছি।" মুরারির এই কথাও মিথ্যা নয়। তিনি গৌরগত-প্রাণ। পূর্ববর্তী ৭-পয়ারে বলা হইয়াছে, মুরারি ছিলেন "মহাজ্যোতির্ধাম"—অর্থাৎ মুরারির চিত্তে মহাজ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান্ গৌরসুন্দর বিরাজিত। পরবর্তী ১৪-পয়ারে তাঁহাকে "মহাভাগবতের প্রধান" বলা হইয়াছে। পরবর্তী ২৮-পয়ারে প্রভুই বলিয়াছেন, "দাস মোব মুরারি প্রধান", ৩৬ পয়ারেও প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছেন "আমার তুমি দাস," ৪৯ পয়ারেও প্রভু মুরারিকে "শুদ্ধ দাস" বলিয়াছেন। পরবর্তী ৫৩ পয়ারে বলা হইয়াছে—গৌর-নিত্যানন্দ তাঁহার হৃদয়ে অবস্থিত। যিনি "মহাভাগবতের প্রধান", যিনি গৌরের "প্রধান দাস এবং শুদ্ধ ভক্ত", গৌর যাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত, গৌরই যে সেই মুরারিগুপ্তের চিত্তের প্রেরয়িতা, তাহাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকিতে পারে না। সুতরাং মুরারি যে বলিয়াছেন, শ্রীনিত্যানন্দের পূর্বে প্রভুকে নমস্কার করার প্রেরণা, প্রভুই তাঁহাকে দিয়াছেন, তাহাও মিথ্যা হইতে পারে না। তথাপি প্রভু কেন বলিলেন, মুরারি শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিয়াছেন ?

ইহার রহস্য বোধ হয় এইরূপ। প্রভু বলিয়াছেন—ব্যবহারিক শিষ্টাচারের কথা ( পূর্ববর্তী

সম্ভ্রমে চলিলা গুপ্ত সভয়-হরিষে।
শয়ন করিলা গিয়া আপনার বাসে ॥ ১৩
স্বপ্নে দেখে— মহাভাগবতের প্রধান।
মল্লবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান ॥ ১৪
নিত্যানন্দশিরে দেখে মহানাগফণা।
করে দেখে শ্রীহল মুষল তাল-বাণা ॥ ১৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০-পয়ার দ্রষ্টব্য ); আর, মুরারি বলিয়াছেন—পারমার্থিক আচরণের কথা। মুরারিগুপ্ত যে পারমার্থিক আচরণের কথা বলিয়াছেন, তাহা মনে করার হেতু এই। গৌর, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত-সম্বন্ধে কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়াছেন, "এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন। দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥ চৈ. চ. ১।৭।১২ ॥" ইহা হইতে জানা গেল— মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেছেন সেব্যতত্ত্ব; আর প্রভু নিত্যানন্দ এবং প্রভু অদ্বৈত হইতেছেন সেবক-তত্ত্ব। সেব্যতত্ত্ব এবং সেবক-তত্ত্ব একই স্থানে থাকিলে, আগে সেব্যতত্ত্বের এবং তাঁহার পরে সেবক-তত্ত্বের পূজা করিলেই সেবক-তত্ত্ব প্রীতি লাভ করেন; সেব্যতত্ত্বের পূর্বে সেবক-তত্ত্বের পূজায় সেবক-তত্ত্ব প্রীতি লাভ করেন না; সেবক-তত্ত্বের অপ্রীতিতে সাধকের পারমার্থিক কল্যাণও হইতে পারে না। এজন্যই সাধক-ভক্তগণ, পারমার্থিক ব্যাপারে, সপরিকর উপাস্যের পূজাকালে প্রথমে উপাস্য-সেব্যতত্ত্বেরই পূজা করেন, তাহার পরে সেবক-তত্ত্ব তদীয় পরিকরগণের পূজা করিয়া থাকেন। অবশ্য সেবক-তত্ত্ব যখন সেব্যতত্ত্বের নিকটে না থাকেন, তখন সাধক সেবকতত্ত্বের পূজাদি করিয়া সেব্যতত্ত্বের সেবাদির জন্য তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে জানা গেল—পারমার্থিক ব্যাপার-রূপে বিবেচনা করিলে, মুরারিগুপ্তের আচরণ অসঙ্গত হয় নাই এবং ব্যবহারিক ব্যাপার অপেক্ষা পারমার্থিক ব্যাপার যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। এই পারমার্থিক আচরণের প্রেরণাও মুরারিগুপ্তকে প্রভুই দিয়াছেন। তথাপি মুরারির পক্ষে ব্যবহারিক শিষ্টাচার-লঙ্ঘনের জন্য প্রভু যে মুরারিকে দোষ দিলেন, মুরারিগুপ্তকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবকে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-জ্ঞাপনই তাহার হেতু বলিয়া মনে হয়। পরবর্তী ১৪-১৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৩। **সভয়-হরিষে**—ভয় ও হর্ষের সহিত। নিজের আচরণে প্রভুর মনে কষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া অপরাধের ভয় এবং প্রভু কৃপা করিয়া কোনও এক গূঢ় রহস্য জানাইবেন ভাবিয়া হর্ষ। **বাসে**—বাসস্থানে, গৃহে।

১৪। **স্বপ্নে দেখে** ইত্যাদি—মহাভাগবতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুরারিগুপ্ত স্বপ্নে দেখিলেন। তিনি স্বপ্নে কি দেখিলেন, তাহা এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ১৭ পয়ার পর্যন্ত পয়ার-সমূহে বলা হইয়াছে। **আগুয়ান**—অগ্রভাগে, আগে আগে। নিত্যানন্দ গৌরের আগে আগে চলিতেছেন, মল্লের ন্যায় তাঁহার বেশ ( পোষাকাদি )।

১৫। **নিত্যানন্দশিরে** ইত্যাদি—মুরারিগুপ্ত দেখিলেন, নিত্যানন্দের মস্তকে মহানাগ অনন্তদেবের ফণা বিরাজিত ( এই নিত্যানন্দই যে অনন্তদেবরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন, অনন্তদেব যে নিত্যানন্দের অংশ এবং অংশরূপ অনন্তনাগ যে তাঁহার অংশী নিত্যানন্দের শিরোপরি ছত্রের ন্যায় থাকিয়া নিত্যানন্দের

নিত্যানন্দমূর্ত্তি দেখে যেন হলধর।
শিরে পাখা ধরি পাছে যায় বিশ্বম্ভর ॥ ১৬
স্বপ্নে প্রভু হাসি বোলে "জানিলা মুরারি।
আমি যে কনিষ্ঠ, মনে বুঝহ বিচারি ॥" ১৭
স্বপ্নে দুই প্রভু হাসে' মুরারি দেখিয়া।
দুই ভাই মুরারিরে গেলা শিখাইয়া ॥ ১৮
চৈতন্য পাইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন।
'নিত্যানন্দ' বলি শ্বাস ছাড়ে ঘনেঘন ॥ ১৯
মহাসতী মুরারিগুপ্তের পতিব্রতা।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে হই সচকিতা ॥ ২০

'বড় ভাই নিত্যানন্দ' মুরারি জানিয়া।
চলিলা প্রভুর স্থানে আনন্দিত হৈয়া ॥ ২১
বসি আছে মহাপ্রভু কমললোচন।
দক্ষিণে সে নিত্যানন্দ প্রফুল্ল বদন ॥ ২২
আগে নিত্যানন্দের চরণে নমস্করি।
পাছে বন্দে বিশ্বম্ভর-চরণ মুরারি ॥ ২৩
হাসি বোলে বিশ্বম্ভর "মুরারি! এ কেন?"
মুরারি বোলয়ে "প্রভু! লওয়াইলে যেন ॥ ২৪
পবন-কারণে যেন শুষ্ক তৃণ চলে।
জীবের সকল কর্ম্ম তোর শক্তিবলে ॥" ২৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সেবা করিতেছেন, ইহাদ্বারা তাহাই প্রকাশ পাইল)। **করে দেখে** ইত্যাদি—মুরারিগুপ্ত দেখিলেন, নিত্যানন্দের হস্তে শ্রীহল, মুষল এবং তালবাণা (তাল-চিহ্নে চিহ্নিত এক ধ্বজা) বিরাজিত। (হল, মুষল ও তালবাণা হইতেছে বলরামের অস্ত্রাদি)। **বাণা**—"ধ্বজা, জয়-পতাকা। অ. প্র.।" "তালবাণা"-স্থলে "তান বাণা"-পাঠান্তর। অর্থ—তাঁহার ধ্বজা। নিত্যানন্দের হস্তে হল-মুষলাদি বলরামের পরিচায়ক চিহ্নাদিদ্বারা সূচিত হইয়াছে যে, এই নিত্যানন্দ স্বয়ং বলরামই, অপর কেহ নহেন।

১৬। **হলধর**—শ্রীহল-ধারণকারী বলরাম। **শিরে পাখা** ইত্যাদি—নিত্যানন্দের মস্তকে পাখা ধারণ করিয়া বিশ্বম্ভর-গৌরচন্দ্র তাঁহার (নিত্যানন্দের) পাছে পাছে চলিতেছেন। "পাছে যায়"-স্থলে "যায়-প্রভু"-পাঠান্তর। নিত্যানন্দের পশ্চাতে থাকিয়া এবং নিত্যানন্দের মস্তকে পাখা-ধারণ করিয়া, অর্থাৎ নিত্যানন্দের সেবা করিয়া, প্রভু জানাইলেন যে, নিত্যানন্দ হইতেছেন প্রভুর জ্যেষ্ঠ।

১৭। "জানিলা"-স্থলে "দেখিলা"-পাঠান্তর। প্রভুর কৃপায় মুরারিগুপ্ত শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্বই জানিতে পারিলেন।

১৯। **চৈতন্য পাইয়া**—জাগ্রত হইয়া।

২২। "প্রফুল্ল"-স্থলে "প্রসন্ন"-পাঠান্তর।

২৪। "এ"-স্থলে "হেন"-পাঠান্তর।

২৫। **পবন-কারণে** ইত্যাদি—শুষ্ক তৃণের নিজের চলিবার শক্তি নাই, পবনের কারণেই (বাতাসের দ্বারা চালিত হইয়াই) চলিয়া থাকে। তদ্রূপ **জীবের সকল কর্ম্ম** ইত্যাদি—নিজে নিজে কোনও কাজ করিবার শক্তি জীবের নাই; প্রভু, তোমার শক্তির প্রভাবেই জীব সকল কর্ম করিয়া থাকে। ব্যাসদেবও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন—জীবের কর্তৃত্ব আছে; জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার না করিলে শাস্ত্র (শ্রুতি)-বাক্য অসার্থক হয়) "কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥" ২।৩।৩৩-ব্রহ্মসূত্র ॥—কিন্তু ব্যাসদেব আরও বলিয়াছেন, "পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ২।৩।৪১—ব্রহ্মসূত্র ॥ অর্থাৎ—জীব তাহার কর্তৃত্ব পরমেশ্বর

প্রভু বোলে "মুরারি ! আমার প্রিয় তুমি ।
অতএব তোমারে ভাঙ্গিল মর্ম্ম আমি ॥" ২৬
কহে প্রভু নিজ তত্ত্ব মুরারির স্থানে ।
যোগায় তাম্বুল প্রিয়-গদাধর নামে ॥ ২৭
প্রভু বোলে "দাস মোর মুরারি প্রধান ।"
এত বলি চর্ব্বিত তাম্বুল কৈলা দান ॥ ২৮
সম্ভ্রমে মুরারি জোড়হস্ত করি লয় ।
খাইয়া মুরারি মহানন্দে মত্ত হয় ॥ ২৯
প্রভু বোলে "মুরারি ! সকালে ধোহ হাত ।"
মুরারি তুলিয়া হস্ত দিলেক মাথাত ॥ ৩০
প্রভু বোলে "আরে বেটা ! জাতি গেল তোর ।
তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর ॥" ৩১
বলিতে প্রভুর হৈল ঈশ্বর-আবেশ ।
দন্ত কড়মড়ি করি বোলয়ে বিশেষ ॥ ৩২
"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে ।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে ॥ ৩৩
পঢ়ায়ে বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে' ।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তভু নাহি জানে ॥ ৩৪
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে ।
তাহা মিথ্যা বোলে বেটা কেমন সাহসে ॥ ৩৫
সত্য কহোঁ মুরারি ! আমার তুমি দাস ।
যে না মানে' মোর অঙ্গ, সে-ই যায় নাশ ॥ ৩৬
অজ ভবানন্দ মাঝে বিগ্রহ যে সেবে ।
যে বিগ্রহ প্রাণ করি পূজে সর্ব্ব-দেবে ॥ ৩৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইতেই প্রাপ্ত হয় ; যেহেতু, জীব যে পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই কার্য করে, শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যায় ।" **পবন**—বাতাস ।

২৬। **তোমারে**—তোমার নিকটে। **ভাঙ্গিল**—প্রকাশ করিলাম। **মর্ম্ম**—গূঢ় রহস্য, নিত্যানন্দ-তত্ত্বরূপ গূঢ় রহস্য। "অতএব তোমারে ভাঙ্গিল"-স্থলে "অতেব তোমার স্থানে ভাঙ্গি"-পাঠান্তর। **অতেব**—অতএব ।

২৭। "নিজ"-স্থলে "যত" এবং "নামে"-স্থলে "বামে"-পাঠান্তর। "নিজতত্ত্ব"-সম্বন্ধে পরবর্তী ৩৩-৪৬ পয়ার দ্রষ্টব্য ।

২৮। "কৈলা"-স্থলে "দিল"-পাঠান্তর ।

৩০। **সকালে**—শীঘ্র, এখনই। "তুলিয়া হস্ত দিলেক"-স্থলে "পোছয়ে হাত তুলিয়া"-পাঠান্তর। **মাথাত**—মাথাতে ।

৩১। "আরে বেটা"-স্থলে "মুরারি ! যৈ"-পাঠান্তর ।

৩৩। ২।৩।৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

৩৪। ২।৩।৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

৩৬। **যে না মানে মোর অঙ্গ**—আমার নিত্য, অনাদি এবং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ যে স্বীকার করে না ।

৩৭। **অজ**—ব্রহ্মা। **ভবানন্দ**—যিনি ভবের ( সংসারের ) পক্ষে আনন্দতুল্য, যিনি সর্বদা হরিগুণকীর্তন করিয়া সংসারের লোকদিগকে পরমানন্দ দান করিয়া থাকেন, সেই ভব ( মহাদেব )। অথবা, ভগবৎ-প্রেমানন্দময় ভব ( মহাদেব )। "ভবানন্দ"-স্থলে "ভবানন্ত"-পাঠান্তর। ভবানন্ত—ভব

পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ-পরশে।
তাহা মিথ্যা বোলে বেটা কেমন সাহসে॥ ৩৮
সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ।
সত্য মুঞি, সত্য মোর দাস তার দাস॥ ৩৯
সত্য মোর লীলা কর্ম্ম, সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বোলে মোরে করে খাণ খাণ॥ ৪০
যে-যশ-শ্রবণে আদি-অবিদ্যা-বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বোলে 'মিথ্যা সে বিলাস'॥ ৪১
যে-যশ-শ্রবণ-রসে শিব দিগম্বর।
যাহা গায় আপনে অনন্ত মহীধর॥ ৪২
যে-যশ-শ্রবণে শুক-নারদাদি মত্ত।
চারিবেদে বাখানে' যে যশের মহত্ত্ব॥ ৪৩
হেন পুণ্য-কীর্ত্তি-প্রতি অনাদর যার।
সে কভু না জানে গুপ্ত! মোর অবতার॥" ৪৪
গুপ্ত-লক্ষ্যে সভারে শিখায় ভগবান্।
'সত্য মোর বিগ্রহ, সেবক, লীলাস্থান॥' ৪৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

(মহাদেব) এবং অনন্ত (সহস্রবদন অনন্তদেব)। ২।৩।৩৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **মাঝে**—মধ্যে, নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে। "সেবে"-স্থলে "ভজে"-পাঠান্তর। **প্রাণ করি**—প্রাণতুল্য প্রিয় মনে করিয়া। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "বিগ্রহ প্রমাণ করি সর্ব্বদেবে পূজে॥"-পাঠান্তর। **প্রমাণ করি**—শাস্ত্র-প্রমাণ অনুসারে সচ্চিদানন্দ মনে করিয়া।

৩৮। ২।৩।৪০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৯। **সত্য সত্য ইত্যাদি**—আমি সত্য সত্য তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করিয়া বলিতেছি। কি বলিলেন, তাহা এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৪ পয়ার পর্যন্ত কতিপয় পয়ারে বলা হইয়াছে। **সত্য**—পারমার্থিকভাবে সত্য; অনাদি এবং নিত্য; ত্রিকাল-সত্য।

৪০। **স্থান**—ধাম। **ইহা**—আমার লীলা, কর্ম ও স্থানকে। **মিথ্যা বোলে**—প্রকাশানন্দ বলেন—ভগবানের লীলা, কর্ম ও ধাম—সমস্তই মিথ্যা, পারমার্থিক অস্তিত্বহীন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ-ভাষ্যের অনুসরণকারী। শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার মায়াবাদ ভাষ্যে ভগবদ্-বিগ্রহের পারমার্থিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, এবং তাহা করেন নাই বলিয়া ভগবানের লীলা-কর্ম-স্থানাদির পারমার্থিক অস্তিত্বও স্বীকার করেন নাই। তদনুগত প্রকাশানন্দও তদ্রূপ অভিমতই পোষণ করিতেন। **মিথ্যা**—মায়াবাদ-ভাষ্যমতে, যাহার বাস্তবিক কোনও অস্তিত্ব নাই, অথচ অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাই হইতেছে "মিথ্যা।" **মোরে করে খাণ খাণ**—আমার লীলা-কর্মাদিকে মিথ্যা বলিয়া আমাকে খাণ খাণ (খণ্ড খণ্ড) করে (কোনও লোককে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে থাকিলে তাহার যেরূপ দুঃখ জন্মে, আমাকে তদ্রূপ দুঃখ দেয়)। অথবা, আমার এবং আমার লীলা-কর্মাদির পারমার্থিক সত্যত্ব খণ্ডন করিয়া আমাকে তীব্র দুঃখ দান করে।

৪১। **অবিদ্যা**—মায়া, অজ্ঞতা, অর্থাৎ ভগবদ্‌বিষয়ে অজ্ঞতা, বহির্মুখতা। **আদি অবিদ্যা বিনাশ**—অনাদি বহির্মুখতার বিনাশ হয়। **পাপী অধ্যাপকে**—প্রকাশানন্দ।

৪২। "গায় আপনে অনন্ত"-স্থলে "গাই অনন্ত হইলা"-পাঠান্তর।

৪৪-৪৫। **গুপ্ত**—মুরারিগুপ্ত। **গুপ্ত-লক্ষ্যে**—মুরারিগুপ্তকে উপলক্ষ্য করিয়া।

আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে শিখায়।
ইহা যে না মানে', সে আপনে নাশ যায় ॥ ৪৬
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
পুন সে হইলা প্রভু অকিঞ্চনবর ॥ ৪৭
'ভাই!' বলি মুরারিরে কৈলা আলিঙ্গন।
বড় স্নেহ করি বোলে সদয়-বচন ॥ ৪৮
"সত্য তুমি মুরারি! আমার শুদ্ধ-দাস।
তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ ॥ ৪৯
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
দাস হইলেও সেই মোর প্রিয় নহে ॥ ৫০
ঘরে যাহ গুপ্ত! তুমি আমারে কিনিলা।
নিত্যানন্দতত্ত্ব গুপ্ত! তুমি সে জানিলা।।" ৫১
হেনমতে মুরারি প্রভুর কৃপাপাত্র।
এ কৃপার পাত্র সবে হনূমান মাত্র ॥ ৫২
আনন্দে মুরারিগুপ্ত ঘরেরে চলিলা।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে প্রভু হৃদয়ে রহিলা ॥ ৫৩
অন্তরে বিহ্বল গুপ্ত গেলা নিজবাসে।
এক বোলে আর করে, খলখলী হাসে' ॥ ৫৪

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৭। **বাহ্যদৃষ্টি**—বাহ্য বিষয়ে ( বাহিরের বিষয়ে ) দৃষ্টি যাঁহার, তিনি বাহ্যদৃষ্টি। **ক্ষণেকে হইলা** ইত্যাদি—কিছুক্ষণ পরে প্রভু বিশ্বম্ভর বাহ্যদৃষ্টি হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। এতক্ষণ পর্যন্ত প্রভু ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট ছিলেন ( পূর্ববর্তী ৩২ পয়ার দ্রষ্টব্য )। এক্ষণে তাঁহার সেই ঈশ্বর-ভাব তিরোহিত হইল, স্বাভাবিক ভক্তভাবের উদয় হইল। সেই ভক্তভাবের আবেশে, **পুন সে হইলা** ইত্যাদি—প্রভু পুনরায় অকিঞ্চনবর —অকিঞ্চন ভক্তদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ অকিঞ্চন ভক্ত হইলেন। **অকিঞ্চন**—যাঁহার কিছুই নাই, তাঁহাকে বলে অকিঞ্চন। "শ্রীকৃষ্ণচরণব্যতীত, আমার আপন বস্তু বলিতে অন্য কিছুই নাই"—এইরূপই যাঁহাদের হৃদয়ের অন্তস্তলে অনুভূতি, তাঁহাদিগকে অকিঞ্চন ভক্ত বলা হয়।

৪৯। **শুদ্ধদাস**—ভগবানের দাসত্বব্যতীত, কোনও ইন্দ্রিয়ের, বা কামক্রোধাদির, দাসত্বের ভাব, যাঁহার চিত্তে কখনও উদিত হয় না, তাঁহাকে বলে শুদ্ধদাস। **প্রকাশ**—তত্ত্ব।

৫০। "যাহার তিলেক"-স্থলে "তিলার্দ্ধেক যার"-পাঠান্তর। **তিলেক**—একতিল-পরিমিত, অতি সামান্য মাত্র। **দ্বেষ**—বিদ্বেষ, অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা। **দাস হইলেও**—আমার দাস হইলেও, আমার ভজন করিলেও।

৫১। **নিত্যানন্দ-তত্ত্ব গুপ্ত** ইত্যাদি—হে মুরারিগুপ্ত! তুমিই নিত্যানন্দের তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছ। অথবা, গুপ্ত ( অতিগূঢ় ) নিত্যানন্দ-তত্ত্ব তুমিই জানিতে পারিয়াছ। ২।৩।১৬৮, ১৭১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫২। **এ কৃপার পাত্র**—একমাত্র হনুমানই প্রভুর এতাদৃশী কৃপার পাত্র, অপর কেহ নহেন। প্রভুর রামচন্দ্ররূপের লীলায় মুরারিগুপ্ত হনুমানরূপে তাঁহার সেবা করেন ( গৌ. গ. দী ॥. ৯১ )।

৫৩। **নিত্যানন্দ সঙ্গে** ইত্যাদি - নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভু গৌরচন্দ্র মুরারিগুপ্তের হৃদয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৫৪। **বিহ্বল**—প্রেম-বিহ্বল। **গুপ্ত**—মুরারিগুপ্ত। **নিজবাসে**—নিজের গৃহে। **এক বোলে** ইত্যাদি—গৌর প্রেম-বিহ্বলতাবশতঃ মুরারি সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞানহীন; এজন্য তাঁহার বাহিরের কার্য ও

পরম-উল্লাসে বোলে "করিব ভোজন।"
পতিব্রতা অন্ন আনি কৈল নিবেদন ॥ ৫৫
বিহ্বল মুরারিগুপ্ত চৈতন্যের রসে।
"খাও খাও" বলি অন্ন ফেলে গ্রাসে গ্রাসে ॥ ৫৬
ঘৃত মাখি অন্ন সব পৃথিবীতে ফেলে।
"খাও খাও খাও কৃষ্ণ!" এই বোল বোলে ॥ ৫৭
হাসে' পতিব্রতা দেখি গুপ্তের ব্যভার।
পুনঃপুন অন্ন আনি দেই বারেবার ॥ ৫৮
'মহাভাগবত গুপ্ত' পতিব্রতা জানে।
'কৃষ্ণ' বলি গুপ্তেরে করায় সাবধানে ॥ ৫৯
মুরারি দিলে সে প্রভু করয়ে ভোজন।
কভু না লঙ্ঘয়ে প্রভু গুপ্তের বচন ॥ ৬০
যত অন্ন দেই গুপ্ত, তাহা প্রভু খায়।
বিহানে আসিয়া প্রভু গুপ্তেরে জানায় ॥ ৬১
বসিয়া আছেন গুপ্ত কৃষ্ণপ্রেমানন্দে।
হেনকালে প্রভু আইলা, দেখি গুপ্ত বন্দে ॥ ৬২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বাক্যের সহিত সঙ্গতি ছিল না। তিনি এক রকম কথা বলেন, কিন্তু কার্য করেন অন্য রকম। আর তিনি খল.খল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। "করে"-স্থলে "কহে"-পাঠান্তর।

৫৫। **পতিব্রতা**—মুরারিগুপ্তের পতিব্রতা গৃহিণী। "নিবেদন"-স্থলে "উপসন্ন"-পাঠান্তর। উপসন্ন—উপস্থিত।

৫৬। **রসে**—প্রেমরসের আস্বাদনে। **খাও খাও বলি** ইত্যাদি—মুরারি থালা হইতে অন্নের গ্রাস তুলিয়া নিজের মুখে দিতেছেন না, "খাও খাও" বলিয়া প্রতিগ্রাস অন্ন মাটিতে ফেলিতেছেন। প্রভুকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি "খাও খাও" বলিতেছিলেন, যেন প্রভুর মুখেই অন্ন দিতেছিলেন।

৫৭। **পৃথিবীতে**—মাটিতে। **কৃষ্ণ**—গৌর-কৃষ্ণ **বোল**—কথা।

৫৮। **ব্যভার**—ব্যবহার, আচরণ।

৫৯। **মহাভাগবত** ইত্যাদি—মুরারির পতিব্রতা গৃহিণী জানিতেন—মুরারিগুপ্ত একজন মহাভাগবত। এই উক্তির ব্যঞ্জনা এই যে, পতিব্রতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মুরারিগুপ্ত গৌরের মুখেই গ্রাসে গ্রাসে অন্ন দিতেছিলেন। পতিব্রতা **'কৃষ্ণ' বলি** ইত্যাদি—কৃষ্ণ-নামের সঙ্কেতে মুরারিগুপ্তের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে সাবধান ( সতর্ক ) করিতে লাগিলেন। কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে, ভক্তগণ কৃষ্ণনামাদির সঙ্কেতেই—"কৃষ্ণ, কৃষ্ণ", "গৌর, গৌর", "জয় গৌর", "জয় নিতাই", "হরে-কৃষ্ণ"—ইত্যাদি বলিয়াই—তাহা করিয়া থাকেন। সর্ব-ব্যাপারেই যেন কৃষ্ণস্মৃতি থাকে, ইহাই উদ্দেশ্য।

৬০। **মুরারি দিলে সে**—মুরারিগুপ্ত দেওয়া মাত্রই। **কভু না** ইত্যাদি—মুরারিগুপ্ত ছিলেন "মহাভাগবত-প্রধান", "শুদ্ধভক্ত"। তাঁহার ভক্তির বশীভূত, ভক্তবৎসল এবং ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু কখনও তাঁহার বচন ( বাক্য, "খাও খাও খাও কৃষ্ণ"-এই বাক্য, ইচ্ছা ) লঙ্ঘন করেন না।

৬১। **বিহানে**—পরের দিন প্রাতঃকালে। "জানায়"-স্থলে "জাগায়" এবং "দেখায়"-পাঠান্তর। দেখায়—দর্শন দেন।

৬২। "প্রেমানন্দে"-স্থলে "নামানন্দে"-পাঠান্তর। **বন্দে**—বন্দনা বা নমস্কার করিলেন।

পরম-আনন্দে গুপ্ত দিলেন আসন।
বসিলেন জগন্নাথমিশ্রের নন্দন ॥ ৬৩
গুপ্ত বোলে "প্রভু ! কেনে বিজয়াগমন ?"
প্রভু বোলে "বিষ্টম্ভের চিকিৎসা-কারণ ॥" ৬৪
গুপ্ত বোলে "কহ দেখি অজীর্ণ-কারণ ?
কোন্ কোন্ দ্রব্য কালি করিলা ভোজন ?" ৬৫
প্রভু বোলে "আরে বেটা ! জানিবি কেমনে।
'খাও খাও' বলি অন্ন ফেলিলি যখনে ॥ ৬৬
তুঞি পাসরিলি যবে তোর পত্নী জানে।
তুঞি দিলি, মুঞি বা না খাইমু কেমনে ? ৬৭
কি লাগি চিকিৎসা কর' অন্য বা পাচন।
বিষ্টম্ভ মোহোর তোর অন্নের কারণ ॥ ৬৮
জলপানে অজীর্ণ করিতে নারে বল।
তোর অন্নে অজীর্ণ, ঔষধ তোর জল ॥" ৬৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৩। "আনন্দে"-স্থলে "আদরে"-পাঠান্তর।

৬৪। **বিজয়াগমন**—শুভাগমন। "বিজয়াগমন"-স্থলে "বিজয়গমন"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই। **বিষ্টম্ভের**—অজীর্ণ-রোগের।

৬৭। **তুঞি পাসরিলি**—"খাও খাও" বলিয়া তুমি যে গ্রাসে গ্রাসে অন্ন মাটিতে ফেলিয়াছ, তাহা তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। বস্তুতঃ, প্রেমবিহ্বলতা-বশতঃ মুরারির তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল না। গৌরের মুখে তিনি অন্ন তুলিয়া দিতেছেন, এই ভাবের আবেশেই তিনি তখন তন্ময় ছিলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসার পরে তিনি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। "তোর"-স্থলে "তবে" এবং "দিলি"-স্থলে "দিলে"-পাঠান্তর।

৬৮-৬৯। **কি লাগি** ইত্যাদি—পাচন বা অন্য ঔষধের দ্বারা আমার এই অজীর্ণ রোগের চিকিৎসা কি জন্য করিবে ? যেহেতু, **বিষ্টম্ভ মোহোর** ইত্যাদি—তোমার অন্ন আহার করাতেই আমার এই বিষ্টম্ভ ( অজীর্ণ-রোগ ) জন্মিয়াছে এবং **জলপানে অজীর্ণ** ইত্যাদি—জলপান করিলে অজীর্ণ রোগ বল করিতে ( বাড়িতে ) পারে না ( ইহাই তো চিকিৎসা-শাস্ত্র বলেন ); অতএব **তোর অন্নে** ইত্যাদি—তোমার অন্নেই যখন আমার অজীর্ণ-রোগ জন্মিয়াছে, তখন ইহার ঔষধও হইবে তোমার জলই ( পাচনাদি অন্য কোনও ঔষধও নয়, অন্য কাহারও জলও নয় )।

শ্রীকৃষ্ণরূপে গোবর্ধন-যজ্ঞে একই বারে রাশি রাশি অন্ন ভোজন করিয়াও যাঁহার অজীর্ণ-রোগ হয় নাই, মুরারিগুপ্তের মুষ্টিকয়েক অন্ন ভোজন করিয়া তাঁহার অজীর্ণ ! জলই যদি অজীর্ণ-রোগের ঔষধ হয়, তাহা হইলে যে-কোনও স্থানের জল পান করিলেই তাহা দূর হইতে পারে ; কিন্তু মুরারিগুপ্তের জলব্যতীত সেই প্রভুর অজীর্ণ-রোগ দূর হইবে না !! শ্রুতি যাঁহাকে "অনাময়ম্"—নীরোগ বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আবার অজীর্ণ-রোগ !!! বস্তুতঃ, যখনই হউক, যে-কোনও স্থানেই হউক, যে-পরিমাণেই হউক, ভক্ত প্রীতির সহিত প্রভুকে যাহা কিছু দান করেন, তাহাই যে প্রভু ভোজন করেন এবং তাহা অতি প্রচুর-পরিমাণ ভোজন বলিয়াই মনে করেন, তাহা প্রদর্শন করার, ভক্তদ্রব্যের জন্য প্রভুর লোলুপতা-প্রদর্শনের এবং মুরারিগুপ্তের প্রতি একটি অপূর্ব কৃপা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর এ-সকল বাক্যভঙ্গী। পরবর্তী ৭০-পয়ারে প্রভুর এই অপূর্বকৃপার কথা বলা হইয়াছে।

এত বলি ধরি মুরারির জলপাত্র।
জল পিয়ে প্রভু ভক্তিরসে পূর্ণ মাত্র ॥ ৭০
কৃপা দেখি মুরারি হইল অচেতন।
মহাপ্রেমে গুপ্তগোষ্ঠী করয়ে ক্রন্দন ॥ ৭১
হেন প্রভু, হেন ভক্তিযোগ, হেন দাস।
চৈতন্য-প্রসাদে হৈল ভক্তির প্রকাশ ॥ ৭২
মুরারিগুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
সেই নদীয়ায় ভট্টাচার্য্য না দেখিল ॥ ৭৩
বিদ্যা-ধন-প্রতিষ্ঠায় কিছু নাহি করে।
বৈষ্ণবের প্রসাদে সে ভক্তি-ফল ধরে ॥ ৭৪
যে-সে-কেনে নহে বৈষ্ণবের দাসী দাস।
সর্ব্বোত্তম সে-ই,—এই বেদের প্রকাশ ॥ ৭৫
এইমত মুরারিরে প্রতি দিনে দিনে।
কৃপা করে মহাপ্রভু আপনে আপনে ॥ ৭৬
শুন শুন মুরারির অদ্ভুত আখ্যান।
শুনিলে মুরারিকথা পাই ভক্তিদান ॥ ৭৭

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসমন্দিরে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু নিজ-মূর্ত্তি ধরে ॥ ৭৮
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভে চারিকর।
'গরুড়! গরুড়!' বলি ডাকে বিশ্বম্ভর ॥ ৭৯
হেনই সময়ে গুপ্ত আবিষ্ট হইয়া।
শ্রীবাস-মন্দিরে আইলা হুঙ্কার করিয়া ॥ ৮০
গুপ্ত-দেহে হৈলা মহা-বৈনতেয়-ভাব।
গুপ্ত বোলে "মুঞি সেই গরুড় মহাভাগ ॥" ৮১
'গরুড়! গরুড়!' বলি ডাকে বিশ্বম্ভর।
গুপ্ত বোলে "মুঞি এই তোহোর কিঙ্কর ॥" ৮২
প্রভু বোলে "বেটা! তুঞি মোহোর বাহন।"
"হয় হয় হয়" গুপ্ত বোলয়ে বচন ॥ ৮৩
গুপ্ত বোলে "পাসরিলা তোমারে লইয়া।
স্বর্গ হৈতে পারিজাত আনিলুঁ বহিয়া ॥ ৮৪
পাসরিলা তোমা' লৈয়া গেলুঁ বাণপুরে।
খণ্ড খণ্ড কৈলুঁ মুঞি স্কন্দের ময়ূরে ॥ ৮৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭০। **ভক্তিরসে পূর্ণ মাত্র**—মুরারির জলপাত্র ছিল যেন কেবল মুরারির গৌর-ভক্তিরসে পরিপূর্ণ।

৭১। **গুপ্তগোষ্ঠী**—মুরারিগুপ্তের গৃহের সমস্ত লোক। "গুপ্তগোষ্ঠী"-স্থলে "গোষ্ঠীসহ"-পাঠান্তর।

৭২। "হৈল"-স্থলে "হেন"-পাঠান্তর।

৭৫। **এই বেদের প্রকাশ**—বেদ ইহা প্রকাশ্যভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

৭৬। **আপনে আপনে**—নিজে নিজে, স্ব-প্রণোদিত হইয়া, কাহারও প্রার্থনার ফলে নহে। প্রথম "আপন"-স্থলে "আপনা"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

৭৮। **হুঙ্কার**—ঈশ্বর-ভাবের আবেশ-জনিত হুঙ্কার। **নিজমূর্ত্তি**—স্বীয় চতুর্ভুজ-স্বরূপের রূপ।

৮০। **আবিষ্ট**—গরুড়ের ভাবে আবিষ্ট।

৮১। **বৈনতেয়-ভাব**—বিনতা-তনয় গুরুড়ের ভাব। **মহাভাগ**—মহাভাগ্যবান্।

৮৪। **স্বর্গ হৈতে পারিজাত ইত্যাদি**—২।১৯।১৪৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "বহিয়া"-স্থলে "হরিয়া"-পাঠান্তর।

৮৫। **বাণপুরে**—বাণ-রাজার পুরীতে। ২।৩।৪৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **স্কন্দের ময়ূরে**—কার্তিকের বাহন ময়ূরকে।

এই মোর স্কন্ধে প্রভু ! আরোহণ কর'।
আজ্ঞা কর' নিব কোন্ ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর ?" ৮৬
গুপ্ত-স্কন্ধে চঢ়ে মিশ্রচন্দ্রের নন্দন।
জয়জয়ধ্বনি হৈল শ্রীবাসভবন ॥ ৮৭
স্কন্ধে কমলার নাথ বৈদ্যের নন্দন।
রড় দিয়া পাক ফিরে সকল অঙ্গন ॥ ৮৮
জয় হুলাহুলি দেই পতিব্রতাগণ।
মহাপ্রেমে ভক্তসব করয়ে ক্রন্দন ॥ ৮৯
কেহো বোলে 'জয় জয়', কেহো বোলে 'হরি'।
কেহ বোলে "যেন এইরূপ না পাসরি ॥" ৯০
কেহো মালসাট্ মারে পরম উল্লাসে।
"ভাল রে ঠাকুর মোর" বলি কেহ হাসে' ॥ ৯১
"জয় জয় মুরারি-বাহন বিশ্বম্ভর।"
বাহু তুলি কেহো ডাকে করি উচ্চস্বর ॥ ৯২
মুরারির কান্ধে দোলে গৌরাঙ্গসুন্দর।
উল্লাসে ভ্রময়ে গুপ্ত বাড়ীর ভিতর ॥ ৯৩
সেই নবদ্বীপে হয় এ সব প্রকাশ।
দুষ্কৃতি না দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥ ৯৪
ধন-কুল-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঞি ॥ ৯৫
জন্মে জন্মে যে-সব করিল আরাধন।
সুখে দেখে এবে তার দাস-দাসীগণ ॥ ৯৬
যে বা দেখিলেক, সে বা কৃপা করি কহে।
তথাপিহ দুষ্কৃতির চিত্তে নাহি লয়ে ॥ ৯৭
মধ্যখণ্ডে গুপ্ত-কান্ধে প্রভুর উত্থান।
সর্ব্ব-অবতারে গুপ্ত সেবকপ্রধান ॥ ৯৮
এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই বেদে কয় ॥ ৯৯
বাহ্য পাই নাম্বিলা গৌরাঙ্গ মহাধীর।
গুপ্তের গরুড়-ভাব হইল সুস্থির ॥ ১০০
এ বড় নিগূঢ় কথা কেহো কেহো জানে।
গুপ্ত-কান্ধে মহাপ্রভু কৈলা আরোহণে ॥ ১০১
মুরারিরে কৃপা দেখি বৈষ্ণবমণ্ডল।
'ধন্য ধন্য ধন্য' বলি প্রশংসে সকল ॥ ১০২
ধন্য ভক্ত মুরারি, সফল বিষ্ণুভক্তি।
বিশ্বম্ভর লীলায় বহয়ে যার শক্তি ॥ ১০৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**৮৮। অন্বয়।** বৈদ্যের নন্দন ( মুরারিগুপ্ত ) কমলা-পতিকে স্কন্ধে করিয়া রড় ( দৌড় ) দিয়া সকল ( সমস্ত ) অঙ্গনে পাক ফিরে ( ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন )।

**৯৭। যে বা দেখিলেক** ইত্যাদি—যে-ভাগ্যবান্ ব্যক্তি গৌরের এ-সমস্ত লীলা দেখিয়াছেন, তিনি যদি কৃপা করিয়া তাঁহার সাক্ষাদ্দর্শনের কথা প্রকাশ করিয়া বলেনও, **তথাপিহ** ইত্যাদি—তথাপিও দুষ্কৃতকারীর চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারে না ( তাহা উপলব্ধি বা বিশ্বাস করিতে পারে না )।

**৯৮। গুপ্ত**—মুরারিগুপ্ত। **সেবক প্রধান**—প্রভুর সেবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

**৯৯।** ১।২।২৮২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**১০০।** "মহাধীর"-স্থলে "মহাবীর"-পাঠান্তর। **গুপ্তের গরুড়ভাব** ইত্যাদি—গরুড়-ভাবে মুরারি-গুপ্তের দৌড়াদৌড়ি-রূপ চঞ্চলতা সুস্থির হইল, অর্থাৎ গুপ্তের গরুড়াবেশ অন্তর্হিত হইল।

**১০১।** "কেহো কেহো"-স্থলে "কেহো নাহি"-পাঠান্তর।

**১০৩। বিশ্বম্ভর লীলায়** ইত্যাদি—যাঁহার শক্তি বিশ্বম্ভরকে ( সমস্ত বিশ্বকে যিনি নিজের মধ্যে

এইমত মুরারিগুপ্তের পুণ্য কথা।
অবেকত আছয়ে যে কৈলা যথাযথা ॥ ১০৪
একদিন মুরারি পরম-শুদ্ধ-মতি।
নিজ মনে মনে গণে' অবতারস্থিতি ॥ ১০৫
"সাঙ্গোপাঙ্গে আছয়ে যাবত অবতার।
তাবত চিন্তিয়ে আমি নিজ প্রতিকার ॥ ১০৬
না বুঝি কৃষ্ণের লীলা—কখন কি করে।
তখনে সৃজয়ে লীলা, তখনে সংহরে ॥ ১০৭
যে সীতা লাগিয়া মারে সবংশে রাবণ।
আনিঞা ছাড়িলা সীতা কেমন কারণ ॥ ১০৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ধারণ করিয়া বিরাজিত, তাঁহাকে) লীলায় (অবলীলাক্রমে, অনায়াসে) বহন করিয়াছেন। "ভক্ত"-স্থলে "ভৃত্য" এবং "যার"-স্থলে "কার"-পাঠান্তর। কার—কাহার।

১০৪। **পুণ্য কথা**—পবিত্রতাবিধায়িনী কাহিনী। **অবেকত**—অব্যক্ত, অপ্রকাশিত। **যে কৈলা যথাযথা**—মুরারিগুপ্ত যে-খানে যে-খানে যাহা-যাহা করিয়াছেন, (সে-সমস্তের পুণ্যকথা অব্যক্ত)। "অবেকত আছয়ে যে"-স্থলে "আর কত আছে যত"-পাঠান্তর।

১০৫। গণে—বিচার করিতে লাগিলেন। **অবতার-স্থিতি**—ব্রহ্মাণ্ডে গৌরের অবতীর্ণ হওয়ার পরে, অবতীর্ণ-রূপে স্থিতি-কাল-সম্বন্ধে। মুরারিগুপ্তের বিচারের কথা পরবর্তী ১০৬-১১ পয়ারসমূহে বলা হইয়াছে।

১০৬। **সাঙ্গোপাঙ্গে ইত্যাদি**— প্রভু সাঙ্গোপাঙ্গে (স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত) অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাঙ্গোপাঙ্গে প্রভুর অবতার (অবতরণ) যাবত (যতকাল) থাকে, অর্থাৎ স্বীয় পরিকরবর্গের সহিত যতদিন প্রভু প্রকট থাকেন, **তাবত**—ততদিনের মধ্যেই **চিন্তিয়ে আমি** ইত্যাদি—আমি নিজ প্রতিকার (প্রভুর অন্তর্ধানের পরে আমার যে-দুরবস্থা হইবে, তাহার প্রতিকার বিষয়ে) চিন্তা করিতেছি (কিরূপে আমার সেই দুরবস্থা হইতে অব্যাহতি-লাভ হইতে পারে, সেই বিষয়ে চিন্তা করিতেছি, অথবা চিন্তা করিতে হইবে)।

১০৭। **না বুঝি ইত্যাদি**—কৃষ্ণের লীলা (লীলার রহস্য) বুঝিতে পারি না। তিনি কখন কি করেন, তাহাও জানিবার উপায় নাই। **তখনে সৃজয়ে ইত্যাদি**—তিনি তো যখনই যে-লীলা প্রকটিত করেন, তখনই আবার সেই লীলা অন্তর্হিত করিয়া থাকেন (সুতরাং কখন যে তিনি তাঁহার এই প্রকট-লীলার অন্তর্ধান করিবেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। আজও করিতে পারেন, কালও করিতে পারেন)। "বুঝি"-স্থলে "জানি"-পাঠান্তর।

১০৮। "মারে"-স্থলে "মরে"-পাঠান্তর। **আনিঞা**—রাবণের পুরী হইতে সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া। **ছাড়িলা সীতা**—সীতাকে আবার পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্ররূপে প্রভু সীতাকে উদ্ধার করিয়া, বনবাসকাল অতীত হইলে, অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া অযোধ্যার রাজা হইয়াছিলেন। তখন গুপ্তচর-মুখে তিনি যখন জানিলেন, সীতা বহুকাল রাবণের পুরীতে ছিলেন বলিয়া প্রজাগণ সীতার চরিত্র-সম্বন্ধে কাণাকাণি করিতেছে, তখন, প্রজাদের মধ্যে যাহাতে ব্যভিচার-প্রবেশ করিতে না পারে, সেই বিষয়ে চিন্তা করিয়া তিনি সীতাদেবীকে বর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া

যে যাদবগণ নিজ-প্রাণের সমান। সাক্ষাতে দেখয়ে—তারা হারায় পরাণ ॥ ১০৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আসার নিমিত্ত লক্ষ্মণকে আদেশ করিয়াছিলেন। সেই আদেশের অনুসরণে, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, লক্ষ্মণ তাঁহাকে সেই তপোবনে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কেমন কারণ—কোন্ কারণে। রামচন্দ্রের বনবাস-কালে, তিনি যখন পঞ্চবটীবনে এক কুটীরে বাস করিতেছিলেন, তখন রাবণেরই এক মায়াবিস্তারের ফলে, প্রথমে লক্ষ্মণকে এবং পরে রামচন্দ্রকে কুটীর ছাড়িয়া দূরবর্তীস্থানে যাইতে হইয়াছিল। একাকিনী সীতাকে কুটীর হইতে হরণ করিবার উদ্দেশ্যে রাবণ যখন কুটীরের নিকটে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া সীতাদেবী অগ্নিদেবের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অগ্নি তাঁহাকে রাখিয়া এক মায়াসীতা কুটীরে রাখিলেন। রাবণ এই মায়াসীতাকেই হরণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র রাবণের পুরী হইতে এই মায়াসীতাকেই উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। যদিও ভগবান্ রামচন্দ্র সমস্তই জানিতেন, তথাপি লোকের প্রতীতির নিমিত্ত সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন—"তুমি এই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ কর। যদি তুমি সতীত্ব না হারাইয়া থাক, তাহা হইলে অক্ষত দেহে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে।" যখন মায়াসীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, তখন অগ্নিদেব তাঁহাকে রাখিয়া, প্রকৃত সীতাকে আনিয়া দিলেন, প্রকৃত সীতা অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। মুরারিগুপ্ত ভাবিলেন এইরূপ, অগ্নিপরীক্ষাদ্বারা রামচন্দ্র জানিয়াছেন, অথবা জনসাধারণকে জানাইয়াছেন—সীতাদেবীর চরিত্রে কলঙ্কের ছায়ামাত্রও ছিল না। তথাপি তিনি কেন তাঁহাকে বর্জন করিলেন, তাহা তিনিই জানেন, আমাদের জানিবার উপায় নাই।

১০৯। এই পয়ারে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত যাদবগণের অন্তর্ধানের কথা বলা হইয়াছে।

পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ অসুরগণের সংহার করিয়া অন্তর্ধানের সঙ্কল্প করিলেন। যাদবগণও তাঁহার নিত্যপরিকর। শ্রীকৃষ্ণ নরলীল। এজন্য লৌকিক জগতের মানুষের জন্মের অনুকরণে তিনিও অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার পরিকরবর্গকেও অবতারিত করাইয়াছেন। অন্তর্ধান-সময়েও লৌকিকী রীতির অনুকরণ না করিলে তাঁহার নরলীলত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে না। এজন্য লৌকিকী রীতির অনুকরণে তিনিও নিজেকে অন্তর্ধাপিত করিয়াছেন, তাঁহার নিত্যপরিকর যাদবগণকেও অন্তর্ধাপিত করিয়াছেন। যাদবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ, লৌকিকরীতির অনুসরণেও, যদি একই সময় অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলেও, সাধারণলোকের দৃষ্টিতে তাহা বিস্ময়কর ব্যাপার হইত। সে-জন্য তিনি সঙ্কল্প করিলেন, আগে যাদবগণকে অন্তর্ধাপিত করিয়া পরে তিনি নিজে অন্তর্ধান করিবেন। ইহার আরও একটি হেতু ছিল। তিনি মনে করিলেন, তিনি যদি আগে অন্তর্ধান প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার শোকে বিক্ষুব্ধ এবং বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া তদ্‌গতপ্রাণ যাদবগণ পৃথিবীকে সংহার করিবেন। তাই তিনি আগে যাদবগণের অন্তর্ধাপনের নিমিত্ত এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার নিজের জন্য কোন বৈদিক কর্ম করার প্রয়োজন তাঁহার না থাকিলেও, লোককে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত তিনি তাহা করিতেন। তাঁহার এই কর্ম উপলক্ষ্যে আহূত হইয়া বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ এবং নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ দ্বারকায়

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

আসিলে, তিনি তাঁহাদিগকে নিকটবর্তী পিণ্ডারকতীর্থে যাওয়ার নিমিত্ত অনুজ্ঞা করিলেন, তাঁহারাও গেলেন। মুনিগণ সে-স্থানে যাইতেছেন, এমন সময় এক ব্যাপার ঘটিল। শ্রীকৃষ্ণেরই প্রেরণায়, যদুবংশীয় কুমারগণ খেলা করিতে করিতে, কৌতুকবশতঃ শ্রীকৃষ্ণমহিষী জাম্ববতীর পুত্র সাম্বকে গর্ভবতী স্ত্রীলোক সাজাইয়া মুনিদিগের নিকট উপস্থিত করিয়া, সেই রমণীর গর্ভে পুত্রসন্তান, কি কন্যাসন্তান জন্মিবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিগণ সমস্ত বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—"আরে দুর্বুদ্ধি বালকগণ! ইনি তোমাদের কুলনাশক এক মুষল প্রসব করিবেন।" ইহা শুনিয়া বালকগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া সাম্বের উদরদেশের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দেখিলেন যে, সে-স্থানে বাস্তবিকই একটি লৌহময় মুষল বিদ্যমান। অনুতপ্ত হইয়া তাঁহারা মুষলটি লইয়া রাজসভায় আসিয়া, যাদবগণের সমক্ষে রাজা উগ্রসেনের নিকটে আনুপূর্বিক সমস্ত বিবরণ জানাইলেন। শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই যদুরাজ উগ্রসেন সেই মুষলটি চূর্ণ করিয়া, তাহার অবশিষ্ট ক্ষুদ্র লৌহখণ্ডের সহিত সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলেন। নিক্ষেপ করা মাত্র এক মৎস্য আসিয়া সেই লৌহখণ্ড গ্রাস করিল এবং চূর্ণসকল সমুদ্রতরঙ্গে তাড়িত হইয়া তীরে আসিয়া সংলগ্ন হইল। এই চূর্ণসমূহ হইতে সমুদ্রতীরে এরকা-নামক অসংখ্য তৃণবৃক্ষ উৎপন্ন হইল। কিছুকাল পরে কৈবর্তগণ জাল ফেলিয়া সমুদ্রে মাছ ধরিবার সময়, অন্য মৎস্যের সহিত সেই মৎস্যটিকে পাইল। তাহার উদরমধ্যে তাহারা সেই লৌহখণ্ড পাইল। পরে জরা নামক এক ব্যাধ সেই লৌহখণ্ড নিয়া নিজের শরের অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়া রাখিল (এই শরের দ্বারা আহত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অন্তর্ধাপিত করিয়াছিলেন)। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেও এবং ইচ্ছানুরূপ ভাবে যাহা কিছু করিতে সমর্থ হইলেও স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত বিপ্রশাপের অন্যথা করিলেন না, বরং অনুমোদনই করিলেন (শ্রীভা. ১১।১ অধ্যায়ের বিবরণ)।

এক্ষণে পরের কথা বলা হইতেছে। স্বর্গ, মর্ত্য ও অন্তরীক্ষে মহোৎপাতসমূহ উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদুগণকে বলিলেন—"হে যদুশ্রেষ্ঠগণ! সম্প্রতি দ্বারকায় নানাবিধ মহোৎপাত উপস্থিত হইতেছে। অতএব এ-স্থানে আর মুহূর্তমাত্রও থাকা উচিত নয়। এক্ষণে স্ত্রীলোকগণ, বালকগণ এবং বৃদ্ধগণ শঙ্খোদ্ধার-নামক স্থানে গমন করুন, আর যেখানে সরস্বতী নদী পশ্চিমবাহিনী হইয়া গমন করিয়াছে, আমরা সকলে সেই প্রভাসতীর্থে গমন করি। সে-স্থানে আমরা সর্ববিঘ্ন-বিনাশক এক মঙ্গল-জনক কর্মের অনুষ্ঠান করিব।" সকলেই "তথাস্তু" বলিয়া সম্মত হইলেন। যাদবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসতীর্থে উপনীত হইলে সকলেই ভক্তিপূর্বক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর দৈব-বিভ্রষ্টবুদ্ধি যাদবগণ মৈরেয়-মধু পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীকৃষ্ণমায়ায় বিমোহিত হইয়া পরস্পরের সহিত কলহ করিতে লাগিলেন। এই কলহই ক্রমে যুদ্ধে পরিণত হইল। প্রথমে অস্ত্রযুদ্ধ চলিল। অস্ত্রসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, বজ্রকল্প সেই এরকা-তৃণ-সমূহদ্বারা তাঁহারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিবারিত হইয়াও তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না; বরং এরকাদ্বারা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে এবং বলরামকেও আঘাত করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামও এরকাদ্বারা

অতএব যাবত আছয়ে অবতার।
ভাবত আমার দেহত্যাগ প্রতিকার ॥ ১১০
দেহ এড়িবার মোর এই সে সময়।
পৃথিবীতে যাবত আছয়ে মহাশয় ॥" ১১১
এতেক নির্ব্বেদ গুপ্ত চিন্তি মনে মনে।
খরসান কাতি এক আনিল যতনে ॥ ১১২
আনিঞা থুইল কাতি ঘরের ভিতরে।
"নিশায় এড়িব দেহ হরিষ অন্তরে ॥" ১১৩
সর্ব্বভূত-হৃদয়—ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
মুরারির চিত্তবৃত্তি হইল গোচর ॥ ১১৪
সত্বরে আইলা প্রভু মুরারিভবন।
সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণবন্দন ॥ ১১৫
আসনে বসিয়া প্রভু কৃষ্ণ-কথা কহে।
মুরারিগুপ্তেরে হই বড়ই সদয়ে ॥ ১১৬
প্রভু বোলে "গুপ্ত! বাক্য রাখিবা আমার।"
গুপ্ত বোলে "প্রভু! মোর শরীর তোমার ॥" ১১৭
প্রভু বোলে "এ-ত সত্য?" গুপ্ত বোলে "হয়"।
"কাতিখানি দেহ' মোরে" প্রভু কাণে কয় ॥ ১১৮
"যে কাতি থুইলা দেহ ছাড়িবার তরে।
তাহা আনি দেহ'—আছে ঘরের ভিতরে ॥" ১১৯
'হায় হায়' করি গুপ্ত মহাদুঃখ মানে'।
"মিছা কথা কহিল তোমারে কোন্ জনে?"১২০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাঁহাদিগকে **হনন** করিতে লাগিলেন। এইরূপে, মুষলোদ্ভূত এরকাদ্বারাই যাদবগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেন (**অর্থাৎ** লৌকিকী রীতির অনুসরণে এই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যপরিকর যাদবগণকে অন্তর্ধাপিত **করিলেন**)। ভা. ১১।৩০ অধ্যায়ের বিবরণ।

**১১০। অতএব**—প্রভু কখন কি করেন, কখন তিনি তাঁহার প্রকট-লীলাকে অন্তর্ধাপিত করিবেন, তাহা জানিবার উপায় নাই বলিয়া, **যাবত আছয়ে অবতার**—যতদিন তিনি প্রকট থাকেন, **তাবত**—ততদিনের মধ্যে, তাঁহার অন্তর্ধানের পূর্বেই, **আমার দেহত্যাগ** ইত্যাদি—আমার দেহত্যাগ হইলেই আমার আশঙ্কিত দুরবস্থার প্রতিকার হইতে পারে।

**১১১। এড়িবার**—ত্যাগ করিবার।

**১১২। নির্ব্বেদ**—দেহ ও দেহসম্বন্ধীয় বস্তুতে সম্পূর্ণ অনাসক্তি। "চিন্তি মনে"-স্থলে "চিন্তিলেন"-পাঠান্তর। **খরসান**—তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট। **কাতি**—কর্তরী, কাটারি, অস্ত্রবিশেষ।

**১১৫। সম্ভ্রমে**—তাড়াতাড়ি উঠিয়া। "করিলা গুপ্ত চরণ বন্দন"-স্থলে "বন্দিলা গুপ্ত প্রভুর চরণ"-পাঠান্তর।

**১১৭।** "রাখিবা"-স্থলে "করিহ" এবং "প্রভু"-স্থলে "এই"-পাঠান্তর। করিহ—বাক্য করিহ আমার—আমার বাক্য পালন করিও।

**১১৮। এ-ত সত্য?**—মুরারি, তুমি যে বলিলে, তোমার এই শরীর আমার (অর্থাৎ তোমার নহে), এ-কথা সত্য তো? **প্রভু কাণে কয়**—প্রভু মুরারিগুপ্তের কানের নিকট বলিলেন, "কাতি-খানি দেহ"।

**১১৯।** এই পয়ারোক্ত কথাগুলিও প্রভু মুরারির কানের নিকটে বলিয়াছিলেন। অন্য কেহ যেন জানিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যেই কানের নিকট বলা।

**১২০।** "মানে"-স্থলে "মনে"-পাঠান্তর।

প্রভু বোলে "মুরারি ! বড় ত দেখি ভোল।
পরে কহিলে কি আমি জানি হেন বোল ॥ ১২১
যে গঢ়িয়া দিল কাতি, তাহা জানি আমি।
তাহা জানি – যথা কাতি থুইয়াছ তুমি ॥" ১২২
সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী—জানে-সর্ব্ব-স্থান।
ঘরে গিয়া কাটারি আনিলা বিদ্যমান ॥ ১২৩
প্রভু বোলে "গুপ্ত ! এই তোমার ব্যভার।
কোন্ দোষে আমা' ছাড়ি চাহ যাইবার ॥ ১২৪
তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা।
হেন বুদ্ধি তুমি কার্ স্থানে বা শিখিলা ? ১২৫
এখনে মুরারি মোরে দেহ' এই ভিক্ষা।
আর কভু হেন বুদ্ধি না করিবা শিক্ষা ॥ ১২৬
কোলে করি মুরারিরে প্রভু বিশ্বম্ভর।
হস্ত তুলি দিল নিজ শিরের উপর ॥ ১২৭
"মোর মাথা খাও গুপ্ত ! মোর মাথা খাও।
যদি আরবার দেহ ছাড়িবারে চাও ॥" ১২৮
আথেব্যথে মুরারি পড়িলা ভূমিতলে।
পাখালিল প্রভুর চরণ প্রেমজলে ॥ ১২৯
সুকৃতি মুরারি কান্দে ধরিয়া চরণ।
গুপ্ত কোলে করি কান্দে শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৩০
যে প্রসাদ মুরারিগুপ্তেরে প্রভু করে।
তাহা বাঞ্ছে রমা-অজ-অনন্ত-শঙ্করে ॥ ১৩১
এ সব দেবতা – চৈতন্যের ভিন্ন নহে।
ইহারা অভিন্ন-কৃষ্ণ—বেদে এই কহে ॥ ১৩২

### নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২১। **ভোল**—ভুল। অথবা ঢঙ্গ। "কি"-স্থলে "সে"-পাঠান্তর। **বোল**—কথা।

১২৪। "এই"-স্থলে "এ কি"-পাঠান্তর। **ব্যভার**—ব্যবহার, আচরণ।

১২৭। **হস্ত তুলি**—মুরারির হাত তুলিয়া। "নিজ"-স্থলে "তার"-পাঠান্তর। এই পাঠান্তর অনুসারে, পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধের অর্থ হইবে—প্রভু নিজের হাত তুলিয়া মুরারির মাথার উপরে দিলেন। কিন্তু পরবর্তী পয়ারের সহিত মূল পাঠেরই বিশেষ সঙ্গতি বলিয়া মনে হয়।

১২৯। **আথেব্যথে**—ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি। "ভূমিতলে"-স্থলে "পদতলে"-পাঠান্তর।

১৩১। **রমা**—লক্ষ্মী। **অজ**—ব্রহ্মা। **অনন্ত**—সহস্রবদন অনন্তদেব। **শঙ্কর**—শিব। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"ইহার পরে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—'যদ্যাপিহ এ-সব প্রভুর গুপ্ত দান। তথাপি গুপ্তের ভাগ্যে সভাকার আশ ॥ প্রভু হই চাহে যে দাসের উপভোগ। তাহাতে নাহিক লাভ এই ভক্তিযোগ।' "

১৩২। **এ-সব দেবতা**—পূর্বপয়ারোক্ত রমা, অজ, অনন্ত ও শঙ্করাদি দেবতাগণ। **চৈতন্যের ভিন্ন নহে**—এ-সকল দেবতা স্বয়ংভগবান্ শ্রীচৈতন্য হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ তত্ত্ব নহেন। তাঁহারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-কৃষ্ণেরই শক্তি এবং অংশ। তত্ত্বতঃ শক্তি ও শক্তিমানে এবং অংশ ও অংশীতে কোনও ভেদ নাই বলিয়া, তাঁহারা শ্রীচৈতন্য-কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন বা পৃথক তত্ত্ব নহেন। **ইহারা অভিন্ন-কৃষ্ণ**—এই সকল দেবতা শ্রীকৃষ্ণ ( শ্রীচৈতন্যরূপ কৃষ্ণ ) হইতে অভিন্ন। **বেদে এই কহে**—বেদ এবং ইতিহাস-পুরাণরূপ পঞ্চম বেদ এ-কথাই বলেন। "একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি ॥ কঠ ॥ ২।২।১২ ॥", "একো বশী কৃষ্ণ ইড্য একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি ॥ গো. পূ. তা. ॥ ১৫ ॥", "অজয়মানো বহুধা বিজয়তে"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাঁহার প্রমাণ। পরবর্তী ১৩৩-৩৫ পয়ার দ্রষ্টব্য।

সেই গৌরচন্দ্র শেষ-রূপে মহী ধরে।
চতুর্ম্মুখ-রূপে সেই প্রভু সৃষ্টি করে॥ ১৩৩
সংহারে' ও গৌরচন্দ্র ত্রিলোচন-রূপে।
আপনারে স্তুতি করে আপনার মুখে॥ ১৩৪
ভিন্ন নাহি ভেদ নাহি এ সকল দেবে।
যে সকল দেবে চৈতন্যের পদ সেবে॥ ১৩৫
পক্ষি-মাত্র যদি বোলে চৈতন্যের নাম।
সেহো সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম॥ ১৩৬
সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে' গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে দুষ্টগণ জন্ম জন্ম অন্ধ॥ ১৩৭
যেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার।
এইমত নিন্দক সন্ন্যাসী দুরাচার॥ ১৩৮
নিন্দক-তপস্বী বাটোয়ারে নাহি ভেদ।
দুইতে নিন্দক বড়—এই কহে বেদ॥ ১৩৯

তথাহি শ্রীমন্নারদীয়ে—

"প্রকটং পতিতঃ শ্রেয়ান্ য একো যাত্যধঃ স্বয়ম্।
বকবৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্যপরানপি॥ ১॥
হরন্তি দস্যবোঽকুট্যাং বিমোহ্যাস্ত্রৈর্নৃণাং ধনম্।
পাবিত্রে রতিতীক্ষ্ণাগ্রৈর্বাণৈরেবং বকব্রতাঃ॥" ২॥

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩৪। **সংহারেও**—সংহারও করেন। "সংহারও"-স্থলে "সংহরয়ে"-পাঠান্তর। অর্থ একই। **ত্রিলোচন-রূপে**—ত্রি-নয়ন শিবরূপে। **আপনারে স্তুতি করে ইত্যাদি**—সহস্রবদন অনন্তদেবরূপে।

১৩৫। **যে সকল দেবে ইত্যাদি**—পূর্বোল্লিখিত যে-সকল দেবতাগণ শ্রীচৈতন্যের চরণ সেবা করেন। শক্তিমানের সেবা শক্তির এবং অংশীর সেবা অংশের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য বলিয়া, এই সকল দেবতা শ্রীচৈতন্যের সেবা করেন; যেহেতু, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের শক্তি এবং অংশ ( পূর্ববর্তী ১৩২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )।

১৩৬। "চৈতন্যের"-স্থলে "শ্রীবৈকুণ্ঠ"-পাঠান্তর।

১৩৮। **বাটোয়ার**—বাটপার। যাহারা পথিকদিগের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়, তাহাদিগকে বাটোয়ার বা বাটপার বলে।

১৩৯। "তপস্বী"-স্থলে "সন্ন্যাসী"-পাঠান্তর। **দুইতে নিন্দক ইত্যাদি**—নিন্দক তপস্বী ( বা নিন্দক সন্ন্যাসী ) এবং বাটোয়ার, এই দুই জনের মধ্যে নিন্দকই বড় ( জঘন্যতর, অধিকতর দুরাচারী )। "এই"-স্থলে "দ্রোহী"-পাঠান্তর। দ্রোহী—বড় দ্রোহী, অধিকতর দ্রোহাচরণকারী, অধিকতর শত্রু। **কহে বেদ**—বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্র এ-কথাই বলেন। এই উক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে বেদানুগত শাস্ত্র শ্রীনারদীয়পুরাণের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো॥ ১-২॥ অন্বয়। যঃ ( যে-ব্যক্তি ) প্রকটং ( প্রকাশ্যভাবে ) পতিতঃ ( পতিত বা ধর্মভ্রষ্ট হয় ) [ সঃ—সে-ব্যক্তি বরং ] শ্রেয়ান্ ( ভাল ), [ যতঃ সঃ—যেহেতু সে ] স্বয়ং একঃ ( নিজে একাকী ) অধঃ যাতি ( অধোগমন করে )। বকবৃত্তিঃ ( বকব্রত, বকধার্মিক ) স্বয়ং ( মূর্তিমান্ ) পাপঃ ( পাপ-স্বরূপ—পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ) অপরান্ অপি ( অন্য লোকগণকেও ) পাতয়তি ( অধঃপাতিত করিয়া থাকে )॥ ১॥ দস্যবঃ ( দস্যুগণ ) অকুট্যাং ( ঘরের বাহিরে নির্জন স্থানে ) অস্ত্রৈঃ ( বিবিধ অস্ত্রদ্বারা ) বিমোহ্য ( বিমোহিত করিয়া ) নৃণাং ( লোকগণের ) ধনং ( ধন ) হরন্তি ( হরণ করে )। বকব্রতাঃ ( কপট বা

ভাল রে আইসে লোক তপস্বী দেখিতে।
সাধুনিন্দা শুনি মরি যায় ভালমতে ॥ ১৪০
সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্মজন্ম অধঃপাত—চারিবেদে কয় ॥ ১৪১
বাটোয়ারে সবেমাত্র একজন্মে মারে।
জন্মেজন্মে ক্ষণেক্ষণে নিন্দকে সংহরে' ॥ ১৪২
অতএব নিন্দক-তপস্বী—বাটোয়ার।
বাটোয়ার হৈতেও অত্যন্ত দুরাচার ॥ ১৪৩
আব্রহ্ম-স্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব।
'নিন্দা-মাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট' কহে শাস্ত্র সব ॥ ১৪৪
অনিন্দক হই যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বোলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে ॥ ১৪৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ভণ্ড বকধর্মিগণ) এবং (এই প্রকারে) পাবিত্রৈঃ (পবিত্রচরিত্র ধার্মিক ব্যক্তিদের আচরণ-রূপ—ছদ্ম আচরণরূপ) অতি তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ (অত্যন্ত তীক্ষ্ণাগ্র) বাণৈঃ (শরসমূহদ্বারা) [ নৃণাং ধনং হরন্তি—লোকগণের ধন হরণ করিয়া থাকে) ॥ ২ ॥

**অনুবাদ।** যে-ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে পতিত বা ধর্মভ্রষ্ট হয়, সে বরং ভাল; কেন না, সে কেবল একাকী নিজেই অধোগামী হইয়া থাকে; কিন্তু মূর্তিমান্ পাপস্বরূপ (মহা পাপিষ্ঠ) বকধার্মিক ব্যক্তি অপর লোকগণকেও অধঃপাতিত করিয়া থাকে ॥ ১ ॥ দস্যুগণ ঘরের বাহিরে নির্জন স্থানে নানাবিধ অস্ত্রের দ্বারা বিমোহিত করিয়া লোকগণের ধন-সম্পত্তি হরণ করিয়া থাকে। বকধার্মিকগণও তদ্রূপ পবিত্র-চরিত্র ধার্মিক ব্যক্তিদিগের আচরণরূপ (ধার্মিকদিগের পোষাকাদি ধারণরূপ) অত্যন্ত তীক্ষ্ণাগ্র শর-সমূহদ্বারা মোহ উৎপাদনপূর্বক লোকের যথাসর্বস্ব হরণ করিয়া থাকে ॥ ২ ॥ —২।২০।১-২ ॥

"প্রকটং পতিতঃ শ্রেয়ান্"-স্থলে "কপটঃ পতিতঃ শ্রেষ্ঠো", "বকবৃত্তিঃ"-স্থলে "বকাকৃতিঃ", "দস্যবোঽকুট্যাং"-স্থলে "দস্যবঃ কুট্যাং", "পাবিত্রৈ"-স্থলে "চারিত্রৈ" ও "পবিত্রৈ" এবং "বাণৈরেবং"-স্থলে "র্বাদৈরেবং" ও "র্গ্রামেষ্বেবং"-পাঠান্তর। র্বাদৈরেবং অর্থাৎ অতিতীক্ষ্ণাগ্রের্বাদৈরেবং—অত্যন্ত তীক্ষ্ণাগ্র (অর্থাৎ মর্মস্পর্শী) বাক্যসমূহ (বা বচনচাতুর্য দ্বারা এইভাবে লোকের ধনসম্পত্তি হরণ করিয়া থাকে। গ্রামেষ্বেবং—এইভাবে গ্রামের মধ্যে।

১৪০। **ভাল রে**—ভাল'র জন্য, স্বীয় মঙ্গলের জন্য। **সাধুনিন্দা শুনি**—ভণ্ড তপস্বীর মুখে সাধুনিন্দা শুনিয়া।

১৪২। **জন্মে জন্মে** ইত্যাদি—নিন্দক ব্যক্তি অন্য লোককে প্রতি জন্মে এবং প্রতিক্ষণে সংহার করিয়া থাকে। সাধুনিন্দা-শ্রবণের ফলে যে-অপরাধ জন্মে, সেই অপরাধের ফলে জন্মে জন্মে দুর্ভোগ ভোগ করিতে হয়।

১৪৩। অন্বয়। অতএব নিন্দক তপস্বী বাটোয়ার (বাটোয়ারের তুল্য; বাস্তবিক তুল্য নহে; নিন্দক তপস্বী) বাটোয়ার হইতেও অত্যন্ত দুরাচার। অথবা, নিন্দক তপস্বী এবং বাটোয়ার—এই দুই জনের মধ্যে নিন্দক তপস্বী, বাটোয়ার হইতেও অত্যন্ত দুরাচার। "হৈতেও অত্যন্ত"-স্থলে "হৈতে যে (এ) অনন্ত"-পাঠান্তর।

১৪৪। **স্তম্ব**—ক্ষুদ্র তৃণ। **আব্রহ্মস্তম্বাদি**—ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রতৃণাদি পর্যন্ত।

চারি-বেদ পঢ়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্মেজন্মে কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে ॥ ১৪৬
ভাগবত পঢ়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে হৈব সর্ব্বনাশ ॥ ১৪৭
এই নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।
না মানে' নিন্দক-সব সে সত্য বিলাস ॥ ১৪৮
চৈতন্যচরণে যার আছে রতিমতি।
জন্মজন্ম হয় যেন তাহার সংহতি ॥ ১৪৯
অষ্ট-সিদ্ধি-যুত—চৈতন্যেতে ভক্তিশূন্য।
কভু যেন না দেখোঁ সে পাপী হীনপুণ্য ॥ ১৫০
মুরারিগুপ্তেরে প্রভু সান্ত্বনা করিয়া।
চলিলা আপন-ঘরে হরষিত হৈয়া ॥ ১৫১
হেনমতে মুরারিগুপ্তের অনুভাব।
আমি কি বলিব—ব্যক্ত তাঁহার প্রভাব ॥ ১৫২
নিত্যানন্দ-প্রভু-মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
কিছুকিছু শুনিলাঙ সভার মহত্ত্ব ॥ ১৫৩
জন্মজন্ম নিত্যানন্দ হউ মোর পতি।
যাহার-প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি ॥ ১৫৪
জয়জয় জগন্নাথমিশ্রের নন্দন।
তোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণ ধন ॥ ১৫৫
মোর প্রাণনাথের জীবন বিশ্বম্ভর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥ ১৫৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৫৭

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মুরারিগুপ্ত-প্রভাববর্ণনং নাম বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**নিন্দামাত্র** ইত্যাদি—আব্রহ্মস্তম্বাদি কৃষ্ণের বৈভব বলিয়া, তাহাদের কাহারও নিন্দামাত্রেই যে কৃষ্ণ রুষ্ট হয়েন, এ-কথা সমস্ত শাস্ত্রই বলিয়া থাকেন। "শাস্ত্র"-স্থলে "বেদ" এবং "গ্রন্থ"-পাঠান্তর।

**১৪৮। সে সত্য বিলাস**—গৌরচন্দ্রের সে-সমস্ত পারমার্থিক সত্য লীলা। "সে সত্য বিলাস"-স্থলে "সে যাবেক নাশ"-পাঠান্তর।

**১৪৯-৫০।** এই পয়ারদ্বয়ের উক্তি হইতেছে গ্রন্থকারের প্রার্থনা। **অষ্টসিদ্ধি**—২।৯।১৮৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**১৫১। সান্ত্বনা করিয়া**—সান্ত্বনা বা প্রবোধ দিয়া। "সান্ত্বনা করিয়া"-স্থলে "শান্তি করাইয়া"-পাঠান্তর।

**১৫২। অনুভাব**—কার্য, বা প্রভাব। "অনুভাব"-স্থলে "আদ্যভাব" এবং "আত্মভাব"-পাঠান্তর। আদ্যভাব—অনাদিসিদ্ধভাব। আত্মভাব—স্বরূপগতভাব।

**১৫৬। মোর প্রাণনাথের**—আমার প্রাণনাথ শ্রীনিত্যানন্দের। **জীবন**—প্রাণ। "জীবন"-স্থলে "ঠাকুর"-পাঠান্তর।

**১৫৭।** ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে বিংশ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

( ১৯.১০.১৯৬৩—২১.১০.১৯৬৩ )

# মধ্যখণ্ড

## একবিংশ অধ্যায়

জয়জয় নিত্যানন্দপ্রাণ বিশ্বম্ভর ।
জয় গদাধরপতি অদ্বৈত-ঈশ্বর ॥ ১
জয় শ্রীনিবাস-হরিদাস-প্রিয়ঙ্কর ।
জয় গঙ্গাদাস-বাসুদেবের ঈশ্বর ॥ ২
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয়জয় ।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর ।
বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর ॥ ৪
একদিন প্রভু করে নগরভ্রমণ ।
চারিদিগে যত আপ্ত-ভাগবতগণ ॥ ৫
সার্ব্বভৌমপিতা—বিশারদ মহেশ্বর ।
তাঁহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ৬
সেইখানে দেবানন্দপণ্ডিতের বাস ।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ-অভিলাষ ॥ ৭
জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম-উদাসীন ।
ভাগবত পড়ায়—তথাপি ভক্তিহীন ॥ ৮

### নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**বিষয়।** দূরে থাকিয়া দেবানন্দ-পণ্ডিতের ভক্তিতাৎপর্যহীন ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিয়া দেবানন্দের উদ্দেশে প্রভুর কোপ। প্রভুর বলরাম-ভাবাবেশ। প্রভুর দর্শনে মদ্যপগণের উল্লাস-নৃত্য এবং তাঁহাদের প্রতি প্রভুর শুভদৃষ্টি। শ্রীবাস-পণ্ডিতের নিকটে দেবানন্দ-পণ্ডিতের অপরাধ-স্মরণে দেবানন্দের প্রতি প্রভুর বাক্যদণ্ড।

৪। **সংহতি**—সঙ্গে।

৫। **চারিদিকে ইত্যাদি**—প্রভুর চতুর্দিকে তাঁহার আপন পরিকর ভক্তবৃন্দ। তাঁহাদের সহিতই প্রভু নগর-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।

৬। **সার্ব্বভৌমপিতা**—নীলাচলবাসী বাসুদেব-সার্বভৌমের পিতা, যাঁহার নাম ছিল **বিশারদ মহেশ্বর**—মহেশ্বর বিশারদ ( তাঁহার নাম ছিল মহেশ্বর; বিশারদ হইতেছে তাঁহার পাণ্ডিত্য-সূচক উপাধি )। **তাঁহার**—সেই মহেশ্বর বিশারদের **জাঙ্গালে**—আলি বা বাঁধ, সেতু, সাঁকো। "জাঙ্গালে"-স্থলে "জাজ্ঘালে"-পাঠান্তর। মহেশ্বর বিশারদের বাড়ী বোধ হয় একটি নিম্নভূমিতে ছিল; বর্ষার জল রোধ করার জন্য তাঁহার বাড়ীর পার্শ্বে একটি বাঁধ করা হইয়াছিল। ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভু সেই বাঁধের উপর গেলেন।

৭। **মোক্ষ-অভিলাষ**—মোক্ষপ্রাপ্তিই অভিলাষ যাঁহার, মোক্ষকামী।

৮। **তপস্বী**—কঠোর নিয়ম-পালনপূর্বক তপস্যাপরায়ণ। **আজন্ম-উদাসীন**—জন্মাবধি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ে অনাসক্ত।

'ভাগবতে মহা-অধ্যাপক' লোকে ঘোষে'।
মর্ম্ম-অর্থ না জানেন ভক্তিহীনদোষে ॥ ৯
জানিবার যোগ্যতা আছয়ে পুনি তান।
কোন্ অপরাধে নহে, কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥ ১০
দৈবে প্রভু ভক্তসঙ্গে সেইপথে যায়।
যেখানেতে তান ব্যাখ্যা শুনিবারে পায় ॥ ১১
সর্ব্বভূতহৃদয়— জানয়ে সর্ব্ব তত্ত্ব।
না শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তিযোগের মহত্ত্ব ॥ ১২
কোপে বোলে প্রভু "বেটা কি অর্থ বাখানে'।
ভাগবত-অর্থ কোন-জন্মেও না জানে ॥ ১৩
এ-বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার ॥ ১৪

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯। **ঘোষে**—ঘোষণা করে।

১০। **যোগ্যতা**—অধিকার। দেবানন্দ-পণ্ডিত ছিলেন জ্ঞানবান্, তপস্বী, আজন্ম-উদাসীন, পরম সুশান্ত। তাঁহার এ-সমস্ত মহদ্‌গুণের কথা বিবেচনা করিলে বুঝা যায়, ভাগবতের গূঢ় রহস্য জানিবার যোগ্যতা বা অধিকার তাঁহার ছিল। তথাপি যে তিনি জানিতে পারেন নাই, তাহার কারণ ছিল তাঁহার কোনও অপরাধ। কিন্তু **কোন্ অপরাধে নহে**—কোন্ -অপরাধের ফলে যে ভাগবতের রহস্যসম্বন্ধে তাঁহার কোনও জ্ঞান ছিল না, সে-বিষয়ে **কৃষ্ণ সে প্রমাণ**—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই প্রমাণ, অর্থাৎ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই তাহা জানেন।

১১। অন্বয়। দৈবে ( দৈবাৎ, সে-স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করিয়া নহে, নগর-ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ ) ভক্তগণের সহিত প্রভু সেই পথে যাইতেছিলেন, যেখানেতে ( যেই পথে থাকিয়া ) দেবানন্দের ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়।

১২। **না শুনয়ে ব্যাখ্যা** ইত্যাদি—দেবানন্দ-পণ্ডিতের ভাগবত-ব্যাখ্যায় ভক্তিযোগের ( অর্থাৎ ভক্তির ) মহত্ত্ব ( মহিমা ) শুনিতে পাইলেন না।

১৪। **গ্রন্থরূপে ভাগবত** ইত্যাদি—শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেছেন গ্রন্থরূপে শ্রীকৃষ্ণের অবতার, শ্রীমদ্‌ভাগবত-গ্রন্থরূপে শ্রীকৃষ্ণই অবতীর্ণ হইয়াছেন।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"এ-বিষয়ে বিশেষ তত্ত্ব জানিতে হইলে শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীভক্তমাল-গ্রন্থের ১৩৪-৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শ্রীমদ্‌ভাগবতের এক একটি স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের এক একটি অঙ্গ বিশেষ। এ-বিষয়ে প্রমাণ যথা—'পাদৌ যদীয়ৌ প্রথম-দ্বিতীয়ৌ তৃতীয়-তুর্য্যৌ কথিতৌ যদূরূ। নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ ॥ কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়ো মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্। একাদশো যস্য ললাটপট্টং শিরোঽপি যদ্ দ্বাদশ এব ভাতি ॥ তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্। অপার-সংসারসমুদ্র-সেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্ ॥' শ্রীমদ্‌ভাগবতেও দেখিতে পাওয়া যায়—'কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম-জ্ঞানাদিভিঃ সহ। কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥ ১।৩।৪৫ ॥' শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় ( ভা. ১০।১।১ ) টীকায় লিখিয়াছেন—'প্রথমঃ পীঠতাং স্কন্ধদ্বয়ং চরণযুগ্মতাম্। চতুর্থাদি কটি-নাভি-বক্ষো-দোর্যুগ-কণ্ঠতাম্। দ্বাদশৈকাদশং শীর্ষভানাদিত্বমগাৎ ক্রমাৎ। শ্রীভাগবত-কৃষ্ণস্য দশমো মঞ্জুহাস্যতাম্।' "

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেমরূপ ভাগবত, চারি-বেদে কয় ॥ ১৫
চারিবেদ 'দধি',—ভাগবত 'নবনীত'।
মথিলেন শুকে—খাইলেন পরীক্ষিত ॥ ১৬
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত ॥ ১৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল, শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ পর্যন্ত বারটি স্কন্ধ হইতেছে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের—পাদদ্বয় ( ১ম ও ২য় স্কন্ধ ), উরুদ্বয় ( ৩য় ও ৪র্থ স্কন্ধ ), নাভি ( ৫ম স্কন্ধ ), ভুজান্তর বা বক্ষঃ ( ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ), বাহুদ্বয় ( ৭ম ও ৮ম স্কন্ধ ), কণ্ঠ ( ৯ম স্কন্ধ ), মুখকমল ( ১০ম স্কন্ধ ), ললাট (১১শ স্কন্ধ ) এবং মস্তক ( ১২শ স্কন্ধ )। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকায় উদ্ধৃত প্রমাণ অনুসারে, শ্রীকৃষ্ণের পীঠ ( পাদপীঠ—১ম স্কন্ধ ), চরণদ্বয় ( ২য় ও ৩য় স্কন্ধ ), কটি ( ৪র্থ স্কন্ধ ), নাভি ( ৫ম স্কন্ধ ), বক্ষঃ ( ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ), বাহুদ্বয় ( ৭ম ও ৮ম স্কন্ধ ), কণ্ঠ ( ৯ম স্কন্ধ ), মঞ্জুহাস্য ( মঞ্জুহাস্যময় বদন—১০ম স্কন্ধ ), ললাট (১১শ স্কন্ধ ) এবং মস্তক ( ১২শ স্কন্ধ )। এইরূপে জানা গেল—শ্রীভাগবত হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ। আবার "কৃষ্ণে স্বধামোপগতে" ইত্যাদি ভা. ১।৩।৪৫ শ্লোকেও বলা হইয়াছে—"ধর্ম-জ্ঞানাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়ধামে গমন করিলে, নষ্টদৃষ্টি-লোকদিগের নিমিত্ত এই শ্রীমদ্‌ভাগবত-পুরাণরূপ সূর্য অধুনা কলিতে উদিত হইয়াছেন।" ইহা হইতেও শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণস্বরূপত্ব জানা গেল।

১৫। **সবে পুরুষার্থ ভক্তি ইত্যাদি**—শ্রীভাগবতের প্রতিপাদ্য পুরুষার্থ ( জীবের স্বরূপানুবন্ধী কাম্যবস্তু ) হইতেছে কেবল ভক্তি ( প্রেমভক্তি )। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিতকৈতবোঽত্র পরমঃ নির্মৎ-সরাণাং সতাম্ ॥ ভা. ১।১।২ ॥)"। ১।২।৩-৪ শ্লোকব্যাখ্যা এবং ১।৭।১৮৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "হয়"-স্থলে "কহে"-পাঠান্তর। **প্রেমরূপ ভাগবত** ইত্যাদি—ভাগবত যে প্রেমস্বরূপ, রসস্বরূপ, চারিবেদ তাহাই বলেন। "পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্॥ ভা. ১।১।৩॥" "বেদে কয়"-স্থলে "বেদমতে"-পাঠান্তর।

১৬। **চারিবেদ** ইত্যাদি—চারিবেদ হইতেছেন দধির তুল্য এবং ভাগবত হইতেছেন নবনীত-তুল্য। **মথিলেন শুকে** ইত্যাদি—শ্রীশুকদেবগোস্বামী চারিবেদরূপ দধিকে মন্থন করিয়া ভাগবত-রূপ নবনীত উত্থিত করিয়াছেন এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই নবনীত ভোজন করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে সমস্ত বেদের এবং ইতিহাসের ( মহাভারতের ) সার কথা কথিত হইয়াছে। "ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্। ** সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং শরং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ভা. ১।৩।৪০, ৪২ ॥" ব্রহ্মশাপে তক্ষকদংশনে সপ্তাহমধ্যে আসন্নমৃত্যু এবং গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনরত মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট শুকদেবগোস্বামী এই ভাগবত-কথা বর্ণন করিয়াছেন।

১৭। **মোর প্রিয়** ইত্যাদি—শ্রীশুকদেব আমার প্রিয়; তিনিই ভাগবত ( ভাগবতের গূঢ় রহস্য ) জানেন। **ভাগবতে কহে** ইত্যাদি—ভাগবত আমার অভিমত তত্ত্বই ( আমার অভীষ্ট তত্ত্ব-কথাই ) বলেন। অথবা, ভাগবতে ( পরীক্ষিতের সভায় ভাগবত-কথা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শুকদেব ) আমার অভিমত তত্ত্বই বলিয়াছেন। অথবা, শ্রীভাগবত আমার অভিমত (সম্মত) আমার তত্ত্বই বলেন।

মুঞি, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে ॥" ১৮
ভাগবত-তত্ত্ব প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
শুনিঞা বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে ॥ ১৯
"ভক্তি বিনে ভাগবতে যে আর বাখানে'।"
প্রভু বোলে "সে অধম কিছুই না জানে ॥ ২০
নিরবধি ভক্তিহীন এ-বেটা বাখানে'।
আজি পুঁথি চিরেঁা এই দেখ বিদ্যমানে ॥" ২১
পুঁথি চিরিবারে প্রভু ক্রোধাবেশে যায়।
সকল বৈষ্ণবগণ ধরিয়া রহায় ॥ ২২
'মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্ররায়।'
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা-তপ-প্রতিষ্ঠায় ॥ ২৩
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥ ২৪
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বর-বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার ॥ ২৫
সর্ব্বগুণে দেবানন্দপণ্ডিত-সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্ ॥ ২৬
সে-সব লোকের যাতে ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে অন্যের গর্ব্ব, তার শাস্তা যম ॥ ২৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**১৮। ভেদ**—ভেদজ্ঞান। প্রভু এ-স্থলে জানাইলেন—প্রভু, প্রভুর দাস (ভক্ত) এবং শ্রীমদ্ভাগবত—এই তিন বস্তুতে বিভেদ নাই—তাঁহারা অভিন্ন। শ্রীমদ্ভাগবত যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ (সুতরাং গৌর-কৃষ্ণস্বরূপও), তাহা পূর্ববর্তী ১৪-পয়ারে, বলা হইয়াছে, সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত ও প্রভুর মধ্যে ভেদ নাই) আর, প্রভু ও প্রভুর ভক্তের মধ্যে অভিন্নতা হইতেছে প্রিয়ত্বাংশে। অথবা, ভক্তের ভক্তত্ব হইতেছে ভক্তিজাত; ভক্তি প্রভুর স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তির বৃত্তি বলিয়া প্রভুর সহিত ভক্তের ভেদ নাই। এতাদৃশী ভক্তি ভক্তের চিত্তে থাকে বলিয়াই ভক্ত ভগবানের প্রিয়। সুতরাং কার্য-কারণের অভেদ-বিবক্ষায় বলা যায়—ভক্ত ও ভগবানে ভেদ নাই।

**২০। যে আর বাখানে**—যিনি অন্য কিছু (জ্ঞান-যোগাদি) ব্যাখ্যা করেন। একমাত্র ভক্তিই যে শ্রীভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়, পূর্ববর্তী ১৫-পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত ভা. ১।১।২-শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

**২১। এ-বেটা**—এই দেবানন্দ-পণ্ডিত। "বেটা"-শব্দ তুচ্ছতা-সূচক। **নিরবধি ভক্তিহীন** ইত্যাদি—এই দেবানন্দ ভাগবতের যে-ব্যাখ্যা করেন, তাহা নিরবধি (নিরবচ্ছিন্নভাবে) ভক্তিহীন (ভক্তিতাৎপর্যহীন)। **চিরেঁা**—চিরিয়া ফেলিতেছি।

**২২।** "গণ"-স্থলে "বেঢ়ি"-পাঠান্তর। বেঢ়িয়া—বেষ্টন করিয়া, ঘিরিয়া। **রহায়**—থামায়।

**২৩-২৪। মহাচিন্ত্য ভাগবত**—শ্রীভাগবত হইতেছেন মহা অচিন্ত্য (লৌকিক যুক্তি-তর্কের অগোচর)। **সর্ব্বশাস্ত্ররায়**—সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। "নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥ ভা. ১২।১৩।১৬ ॥" "সর্ব্বশাস্ত্ররায়"-স্থলে "সর্ব্বশাস্ত্রে গায়"-পাঠান্তর। **ইহা না বুঝিয়ে ইত্যাদি**—বিদ্যা (পাণ্ডিত্য), তপস্যা এবং প্রতিষ্ঠা (পাণ্ডিত্য, তপস্বী, সংসারে অনাসক্ত ইত্যাদিরূপ খ্যাতি) এ-সমস্তদ্বারা ইহা (ভাগবতের মর্ম) বুঝা যায় না। "বুঝিয়ে"-স্থলে "বুঝয়ে"-পাঠান্তর।

**২৭।** "যাতে"-স্থলে "যেথা"-পাঠান্তর। **সে সব লোকের ইত্যাদি**—পূর্ববর্তী ২৬-পয়ারের

ভাগবত পঢ়াইয়া কারো বুদ্ধিনাশ।
নিন্দে' অবধূতচান্দ জগতনিবাস ॥ ২৮
এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভ্রময়ে নগর সব সঙ্গে অনুচর ॥ ২৯
একদিন ঠাকুরপণ্ডিত সঙ্গে করি।
নগরভ্রমণ করে বিশ্বম্ভর হরি ॥ ৩০
নগরের অন্তে আছে মদ্যপের ঘর।
যাইতে পাইলা গন্ধ প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ৩১
মদ্যগন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ।
বলরাম-ভাব হৈলা শচীর নন্দন ॥ ৩২
বাহু পাসরিয়া প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
"উঠোঁ গিয়া" শ্রীবাসেরে বোলে বারবার ॥ ৩৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যে-সমস্ত গুণের কথা এবং যে-রূপ অসাধারণ শাস্ত্র-জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, যাঁহাদের সে-সমস্ত গুণ এবং তাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞান আছে, তাঁহাদেরও যখন ভাগবতে ভ্রম হয় ( অর্থাৎ তাঁহারাও যখন ভাগবতের প্রকৃত রহস্য বুঝিতে না পারিয়া অন্যরূপ অর্থ করেন), **তাতে যে অন্যের গর্ব্ব**—তখন তাতে ( ভাগবতের অর্থ-সম্বন্ধে ) যে অন্যের ( পূর্বোল্লিখিত গুণ-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিব্যতীত অপর লোকের ) গর্ব্ব ( আমি ভাগবতের অর্থ সম্যক্‌রূপে জানি--এইরূপ গর্ব বা অহঙ্কার যিনি পোষণ করেন ) **তার শাস্তা যম**—তাঁহার এই বৃথা গর্বের জন্য তাঁহাকে শাস্তি দেওয়ার কর্তা হইতেছেন যমরাজ ( অর্থাৎ তিনি যমকর্তৃক দণ্ডনীয় )।

২৮। "পঢ়াইয়া"-স্থলে "পঢ়িয়াও"-পাঠান্তর। **অবধূতচান্দ**—অবধূতচন্দ্র, নিত্যানন্দ। **জগত-নিবাস**—যে-অবধূতচন্দ্র হইতেছেন জগতের আধার বা আশ্রয় ( ভূ-ধারণকারী অনন্তদেবরূপে )। "জগতনিবাস"-স্থলে "সেই যায় নাশ"; "ত্রিজগতবাস" এবং "জগতবিলাস"-পাঠান্তর।

৩০। **ঠাকুরপণ্ডিত**—শ্রীবাস-পণ্ডিত।

৩২। **বারুণী**—২।৫।৪১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **বলরামভাব**—বলরামের ভাবে আবিষ্ট। এস্থলে লক্ষিতব্য এই যে—বলরামের প্রিয় পানীয়—বারুণীর স্মৃতিতেই প্রভু বলরাম-ভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন, মদ্যসঙ্গে নহে। পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে—প্রভু মদ্যপের গৃহে যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সে-স্থানে বারুণী আছে মনে করিয়াই বলরাম-ভাবাবিষ্ট প্রভু যাইতে চাহিয়াছেন, মদ্যপানের উদ্দেশ্যে নহে। মদ্যসম্বন্ধে প্রভুর মনোভাব পূর্ববর্তী ১৯শ অধ্যায়ে ললিতপুরের সন্ন্যাসি-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৩৩। **উঠোঁ গিয়া**—মদ্যপের ঘরে গিয়া উঠিব। "উঠোঁ গিয়া শ্রীবাসের"-স্থলে "উঠ উঠ শ্রীনিবাস"-পাঠান্তর।

৩৫। **প্রতিষেধ**—নিষেধ। **মোরেও কি ইত্যাদি**—আমার সম্বন্ধেও কি বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য ? প্রভু বলরামের ভাবে আবিষ্ট হইয়া এই কথা বলিয়াছেন; সুতরাং ইহা বলরামেরই কথা। ঈশ্বরতত্ত্ব বলরাম বিধিনিষেধের অতীত। জীবই বিধি-নিষেধের অধীন। "শ্রীনিবাস করয়ে"-স্থলে "শ্রীনিবাস! কর যে"-পাঠান্তর। অর্থ—শ্রীবাস! আমি তো বিধি-নিষেধের অধীন নহি। তথাপি তুমি আমাকে কেন নিষেধ করিতেছ ?

প্রভু বোলে "শ্রীনিবাস ! এই উঠোঁ গিয়া।"
মানা করে শ্রীনিবাস চরণে ধরিয়া ॥ ৩৪
প্রভু বোলে "মোরেও কি বিধি প্রতিষেধ ?"
তথাপিহ শ্রীনিবাস করয়ে নিষেধ ॥ ৩৫
শ্রীনিবাস বোলে "তুমি জগতের পিতা।
তুমি ক্ষয় করিতে বা কে আর রক্ষিতা ॥ ৩৬
না বুঝি তোমার লীলা নিন্দিব যে জন।
জন্মে জন্মে দুঃখে তার হইব মরণ ॥ ৩৭
নিত্য ধর্ম্মময় তুমি প্রভু সনাতন।
এ লীলা তোমার বুঝিবেক কোন্ জন ॥ ৩৮
যদি তুমি উঠ প্রভু ! মদ্যপের ঘরে।
প্রবিষ্ট হইমু মুঞি গঙ্গার ভিতরে ॥" ৩৯
ভক্তের সঙ্কল্প প্রভু না করে লঙ্ঘন।
হাসে' প্রভু শ্রীবাসের শুনিঞা বচন ॥ ৪০
প্রভু বোলে "তোমার নাহিক যাতে ইচ্ছা।
না উঠিব, তোর বাক্য না করিব মিছা ॥" ৪১
শ্রীবাসবচনে সম্বরিয়া রাম-ভাব।
ধীরে ধীরে রাজপথে চলে মহাভাগ ॥ ৪২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**৩৬।** "করিতে বা কে আর"-স্থলে "করিবারে কে তার" এবং "করিলে বা কে আর"-পাঠান্তর। **রক্ষিতা**—রক্ষাকর্তা। পরবর্তী ৩৭-পয়ার দ্রষ্টব্য।

**৩৭-৩৯।** প্রভু মদ্যপের ঘরে গেলে কিরূপে জগতের ক্ষয় ( নাশ ) হইবে এবং প্রভু যে বিধি-নিষেধের অতীত, তাহা জানিয়াও শ্রীবাস কেন প্রভুকে মদ্যপের ঘরে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, এই কয় পয়ারে শ্রীবাস তাহা বলিয়াছেন। এই কয় পয়ারে শ্রীবাসের উক্তির তাৎপর্য হইতেছে এই। তিনি বলিলেন—"প্রভু, বলরামের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই তুমি মদ্যপের ঘরে যাইতে চাহিতেছ ; আবার তুমি যাইতেছ—বারুণী-পানের জন্য, মদ্যপানের জন্য নহে। ঐ ঘরটি যে মদ্যপের ঘর, সেই জ্ঞানও তোমার নাই। তোমার এই মদ্যপ-গৃহে গমনরূপ লীলার রহস্য—তুমি যে বলরাম-ভাবে আবিষ্ট হইয়া বলরামের প্রিয় বারুণী-পানের নিমিত্তই—উহা যে মদ্যপের গৃহ, ইহা না জানিয়াও, মদ্যপের গৃহে যাইতেছ,—মদ্যপানের নিমিত্ত যাইতেছ না। সাধারণ লোকের মধ্যে কেহই তাহা বুঝিতে পারিবে না ( যেহেতু, তোমার বলরাম-ভাবাবেশের কথা এবং সেই আবেশে বারুণীর জন্য লোভের কথা কেহ জানিবে না )। লোকে মনে করিবে—তুমি যখন মদ্যপের গৃহে গিয়াছ, তখন নিশ্চয় মদ্যপানের জন্যই গিয়াছ। এইরূপ মনে করিয়া লোকে তোমার নিন্দা করিবে। সেই নিন্দার ফলে জন্মে জন্মে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া তাহার মরণ হইবে। সুতরাং তুমি মদ্যপের ঘরে গেলে লোকের সর্বনাশই হইবে। এর জন্যই প্রভু, আমি তোমাকে নিষেধ করিতেছি। আমার নিষেধ-সত্ত্বেও যদি তুমি মদ্যপের ঘরে যাও, তাহা হইলে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। লোকের মুখে তোমার নিন্দা শুনিবার জন্য এবং তোমার নিন্দকদের সর্বনাশ দেখিবার জন্য, আমি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না। তুমি নিত্য ধর্মময়—ধর্ম-স্থাপয়িতা এবং ধর্মের রক্ষক। প্রভু, এ-কথাও বিবেচনা করিয়া দেখ।"

**৪১।** "যাতে"-স্থলে "যাইতে"-পাঠান্তর। **মিছা**—মিথ্যা।

**৪২। সম্বরিয়া রাম-ভাব**—বলরামের ভাব সম্বরণ করিয়া।

মদ্যপানে-মত্ত-সব ঠাকুরে দেখিয়া।
'হরি হরি' বোলে সব ডাকিয়া ডাকিয়া ॥ ৪৩
কেহো বোলে "ভাল ভাল নিমাঞিপণ্ডিত!
ভাল ভাব লাগে ভাল লাগে নাট গীত ॥" ৪৪
'হরি, বলি হাথে তালি দিয়া কেহো নাচে।
উল্লাসে মদ্যপগণ যায় তান পাছে ॥ ৪৫
মহা-হরি-ধ্বনি করে মদ্যপের গণে।
এইমত হয় বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দর্শনে ॥ ৪৬
মদ্যপের চেষ্টা দেখি বিশ্বম্ভর হাসে'।
আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি পরকাশে ॥ ৪৭
মদ্যপেও সুখ পায় চৈতন্যে দেখিয়া।
একলে নিন্দয়ে পাপী সন্ন্যাসী হইয়া ॥ ৪৮
চৈতন্যচন্দ্রের যশে যার আছে দুঃখ।
কোনো জন্মে আশ্রমে নাহিক তার সুখ ॥ ৪৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৩। শ্রীবাস পণ্ডিতের সঙ্গে প্রভু যে-স্থানে ছিলেন, তাহার নিকটে কতকগুলি মদ্যপ ছিল। প্রভুকে দেখিয়া তাহারা যাহা বলিয়াছিল এবং করিয়াছিল, ৪৩-৪৬-পয়ারসমূহে তাহা কথিত হইয়াছে। **মদ্যপানে মত্ত-সব**—মদ্যপানে মত্ত লোকগণ, মাতালগণ। **ঠাকুরে দেখিয়া**—ঠাকুর বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া। **ডাকিয়া ডাকিয়া**—অতি উচ্চস্বরে। ইহা প্রভুর দর্শনের প্রভাব। পরবর্তী ৪৬-পয়ার দ্রষ্টব্য।

৪৪। **ভাল ভাব লাগে** ইত্যাদি—এই মাতালেরা প্রভুর সঙ্কীর্তনের কথা এবং সঙ্কীর্তনে প্রভুর নৃত্য-গীতের কথা জানিত। প্রভুকে দেখিয়া তাহারা বলিল— নৃত্যগীত খুব ভাল লাগে এবং নৃত্যগীতে যে তোমার, অথবা কাহারও কাহারও, ভাব (বাহ্যজ্ঞানহীনতা বা মূর্ছাদি) জন্মে তাহাও খুব ভাল লাগে। "ভাল লাগে"-স্থলে "ভাল গায়"-পাঠান্তর।

৪৫-৪৬। এই দুই পয়ারেও মাতালদের উপরে প্রভু-দর্শনের প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে। **উল্লাসে**—আনন্দে। **তান পাছে**—তাঁহার (প্রভুর) পাছে পাছে। "যায় তান পাছে"-স্থলে "গায় পাছে পাছে"-পাঠান্তর। গায়—গান করে। ৪৫-পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"ইহার পরে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—'হরিবোল হরিবোল জয় নারায়ণ। বলিয়া আনন্দে নাচে মদ্যপের গণ।'" **এইমত হয়** ইত্যাদি—বিষ্ণুর ও বৈষ্ণবের দর্শনের ফল এইরূপই হইয়া থাকে। বিষ্ণু-তত্ত্ব মহাপ্রভুর এবং বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীবাস-পণ্ডিতের দর্শনের ফলেই মদ্যপের হরি-নাম করার সৌভাগ্য জন্মিয়াছিল।

৪৭। **দেখি পরকাশে**—মদ্যপের মুখে হরিনামের প্রকাশ দেখিয়া।

৪৮। **চৈতন্যে**—শ্রীচৈতন্যকে। "সুখ পায় চৈতন্যে"-স্থলে "মুখ চাহে ঠাকুর"-পাঠান্তর। অর্থ—ঠাকুরকে (প্রভুকে) দেখিয়া মদ্যপও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। **একলে**—কেবলমাত্র। "হইয়া"-স্থলে "দেখিয়া"-পাঠান্তর। দেখিয়া—এ-স্থলে বোধ হয় সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর কথা বলা হইয়াছে। সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন প্রকাশানন্দাদি সন্ন্যাসিগণ প্রভুর নিন্দা করিয়াছিলেন।

৪৯। **যশে**—যশের বা মহিমার কথা শুনিয়া। "যশে যার আছে"-স্থলে "রসে যার মনে"-পাঠান্তর। **আশ্রমে**—সন্ন্যাস-আশ্রমে। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "কোন জন্ম-আশ্রয়ে তাহার নাহি সুখ"

যে দেখিল চৈতন্যচন্দ্রের অবতার।
হউক মদ্যপ, তভু তারে নমস্কার ॥ ৫০
মদ্যপেরে শুভদৃষ্টি করি বিশ্বম্ভর।
নিজাবেশে ভ্রমে' প্রভু নগরে নগর ॥ ৫১
কথোদূরে দেখিয়া পণ্ডিত-দেবানন্দ।
মহাক্রোধে কিছু তারে বোলে গৌরচন্দ্র ॥ ৫২
'দেবানন্দপণ্ডিতের শ্রীবাসের স্থানে।
পূর্ব্ব-অপরাধ আছে' তাহা হৈল মনে ॥ ৫৩
যে-সময়ে নাহি কিছু প্রভুর প্রকাশ।
প্রেমশূন্য জগত, দুঃখিত সব দাস ॥ ৫৪
যদি বা পঢ়ায় কেহো গীতা ভাগবত।
তথাপি না শুনে কেহো ভক্তি অভিমত ॥ ৫৫
সে-সময়ে দেবানন্দ পরম-মহান্ত।
লোকে বড় অপেক্ষিত পরম-সুশান্ত ॥ ৫৬
ভাগবত-অধ্যাপনা করে নিরন্তর।
আকুমার সন্ন্যাসীর প্রায় ব্রতধর ॥ ৫৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এবং "কোন জন্ম তাহার আশ্রয়ে নাহি সুখ"-পাঠান্তর। "কোন জন্ম-আশ্রয়ে"—কোনও জন্মের আশ্রয়েই, অর্থাৎ কোনও জন্মেই। "কোন জন্ম তাহার আশ্রয়ে"—তাহার আশ্রয় ( শরণ ) গ্রহণ করিলে, কেহ কোনও জন্মেই।

**৫২।** মদ্যপদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া প্রভু নগর-ভ্রমণে চলিয়াছেন; চলিতে চলিতে কতদূর যাওয়ার পর দেবানন্দ-পণ্ডিতকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার পূর্ব অপরাধের কথা প্রভুর মনে পড়ায়, অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া প্রভু তাঁহাকে কিছু বলিতে লাগিলেন।

পূর্বে আর একদিন যখন প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত নগর-ভ্রমণে বাহির হইয়া মহেশ্বর বিশারদের জাঙ্গালে গিয়াছিলেন, তখন জাঙ্গালের নিকটবর্তী স্বগৃহে দেবানন্দ ভাগবত পঢ়াইতেছিলেন; তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভু ঐ জাঙ্গাল হইতেই দেবানন্দের উদ্দেশে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন। সেই দিন দেবানন্দের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ বা দেখাদেখি হয় নাই ( পূর্ববর্তী ৫-২২ পয়ার )। এই পয়ারোক্ত দিনে দেবানন্দের সহিতই প্রভু কথা বলিয়াছিলেন। "মহাক্রোধে কিছু"-স্থলে "ক্রোধভাবে কিছু"-পাঠান্তর।

**৫৩। পূর্ব্ব অপরাধ**—দেবানন্দ-পণ্ডিত পূর্বে ( এই দিনের পূর্বে, প্রভুর আবির্ভাবেরও পূর্বে ) শ্রীবাসপণ্ডিতের নিকটে যে-অপরাধ করিয়াছিলেন, দেবানন্দকে দেখিয়াই প্রভুর তাহা মনে পড়িল। ২।১।৯০-১০০ পয়ার দ্রষ্টব্য। পরবর্তী কতিপয় পয়ারেও এই পূর্ব অপরাধের কথা বলা হইয়াছে।

**৫৪।** "কিছু"-স্থলে "ছিল"-পাঠান্তর। **যে সময়ে নাহি** ইত্যাদি—যে-সময়ে প্রভুর কোনও রকমের প্রকাশই, এমন কি জন্মলীলার প্রকাশও, ছিল না, অর্থাৎ যখন প্রভুর জন্মও হয় নাই। ২।১।৭৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

**৫৫।** "পঢ়ায়"-স্থলে "পঢ়য়ে" এবং "তথাপি"-স্থলে "তথাও" ও "তথাই"-পাঠান্তর। **ভক্তি অভিমত**—গীতা-ভাগবত-শ্লোকের ভক্তিতাৎপর্যময় অভিপ্রায়) **না শুনে কেহো**—তাঁহার মুখে কেহ শুনিতে পায় না।

**৫৬-৫৭। লোকে**—লোকসমাজে। **বড়-অপেক্ষিত**—বহু সম্মানিত। "আকুমার"-স্থলে "অকুমার" এবং "করিয়া"-স্থলে "করিলা"-পাঠান্তর।

দৈবে একদিন তথা গেলা শ্রীনিবাস।
ভাগবত শুনিতে করিয়া অভিলাষ ॥ ৫৮
অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেমময়।
শুনিঞা দ্রবিল শ্রীনিবাসের হৃদয় ॥ ৫৯
ভাগবত শুনিঞা কান্দয়ে শ্রীনিবাস।
মহাভাগবত বিপ্র ছাড়ে ঘনশ্বাস ॥ ৬০
পাপিষ্ঠ পঢ়ুয়া বোলে "হইল জঞ্জাল।
পঢ়িতে না পাই ভাই! ব্যর্থ যায় কাল॥" ৬১
সংবরণ নহে শ্রীনিবাসের ক্রন্দন।
চৈতন্যের প্রিয় দেহ জগতপাবন ॥ ৬২
পাপিষ্ঠ পঢ়ুয়াসব যুগতি করিয়া।
বাহিরে এড়িল নিঞা শ্রীবাসে টানিয়া ॥ ৬৩
দেবানন্দপণ্ডিতো না কৈল নিবারণ।
গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ ॥ ৬৪
বাহ্য পাই দুঃখে শ্রীনিবাস গেলা ঘর।
তাহা সব জানে অন্তর্যামি-বিশ্বম্ভর ॥ ৬৫
দেবানন্দ-দরশনে হইল স্মরণ।
ক্রোধমুখে বোলে প্রভু শচীর নন্দন ॥ ৬৬
"অয়ে অয়ে দেবানন্দ! বলিয়ে তোমারে।
তুমি এবে ভাগবত পঢ়াও সভারে ॥ ৬৭
যে শ্রীবাস দেখিতে গঙ্গার মনোরথ।
হেন-জন গেলা শুনিবারে ভাগবত ॥ ৬৮
কোন্ অপরাধে তারে শিষ্য হাথাইয়া।
বাড়ীর বাহিরে তারে এড়িলে টানিয়া ? ৬৯
ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণরসে।
টানিঞা ফেলিতে সে তাহার যোগ্য আইসে ?৭০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৮। "করিয়া"-স্থলে "করিলা"-পাঠান্তর।

৫৯। **অক্ষরে অক্ষরে**—প্রতি অক্ষরে, প্রতিপদে। **ভাগবত প্রেমময়**—শ্রীভাগবত প্রেমরসপূর্ণ, রসস্বরূপ। "পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্ ॥ ভা. ১।১।৩ ॥", "যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ভা. ১।১।১৯ ॥" **দ্রবিল**—গলিয়া গেল।

৬১। **জঞ্জাল**—উৎপাত।

৬৩। **যুগতি**—যুক্তি, পরামর্শ। **এড়িল**—রাখিয়া দিল।

৬৮। **যে-শ্রীবাস** ইত্যাদি—যে-শ্রীবাসকে দর্শনের নিমিত্ত সর্বপাপবিনাশিনী পতিতপাবনী গঙ্গারও বাসনা হইয়া থাকে। বৈষ্ণবের দর্শন এবং স্পর্শ—পবিত্রতা-বিধায়ক। বৈষ্ণবমহিমা-সম্বন্ধে শ্রীলনরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—"দর্শনে পবিত্র কর, এই তব গুণ।" ভগবৎ-শক্তি এবং ভগবৎ-পাদোদ্ভবা বলিয়া গঙ্গা হইতেছেন ভক্তভাবময়ী। ভক্তভাবময়ী বলিয়া, পাপীলোকগণের স্পর্শে তাঁহার পাবনী শক্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইলেও, ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ তিনি মনে করেন, পাপীলোকের স্পর্শে তিনি মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সেই মলিনতা হইতে অব্যাহতি-লাভের জন্য তিনি শ্রীবাস-পণ্ডিতের ন্যায় পরমভাগবতের দর্শনের নিমিত্ত অভিলাষিণী হইয়া থাকেন। অথবা, তাঁহার পাবনীশক্তিকে, মহিমাকে, আরও উজ্জ্বলতর করার অভিপ্রায়ে, গঙ্গাদেবী শ্রীবাসের ন্যায় ভাগবত-প্রধানের দর্শনের নিমিত্ত অভিলাষিণী হইয়া থাকেন।

৬৯-৭০। **শিষ্য হাথাইয়া**—শিষ্যের হাত দিয়া, শিষ্যের দ্বারা। "বাড়ীর বাহিরে তারে"-স্থলে "বাহির দুয়ারে লঞা"-পাঠান্তর। **টানিঞা ফেলিতে ইত্যাদি**—তিনি কি টানিয়া ফেলিবার পক্ষে যোগ্য-

বুঝিলাঙ তুমি যে পঢ়াও ভাগবত।
কোনো জন্মে না জান' গ্রন্থের অভিমত ॥ ৭১
পরিপূর্ণ করিয়া যে-সব জনে খায়।
তবে বহির্দ্দেশ গিয়া সে সন্তোষ পায় ॥ ৭২
প্রেমময় ভাগবত পঢ়াইয়া তুমি।
তত সুখ না পাইলা কহিলাঙ আমি ॥" ৭৩
শুনিঞা বচন দেবানন্দ বিপ্রবর।
লজ্জায় রহিল, কিছু না করে উত্তর ॥ ৭৪

ক্রোধাবেশে বলিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
দুঃখিতে চলিলা দেবানন্দ নিজ-ঘর ॥ ৭৫
তথাপিহ দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্ত।
বচনেও প্রভু যারে করিলেন দণ্ড ॥ ৭৬
চৈতন্যের দণ্ড মহাসুকৃতি সে পায়।
যাঁর দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠপুরী যায় ॥ ৭৭
চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি লয়।
সেই দণ্ড তার তরে ভক্তিযোগ হয় ॥ ৭৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পাত্র? তাঁহাকে টানিয়া ফেলা কি সঙ্গত? "সে তাঁহার যোগ্য"-স্থলে "কি তাহার যোগ্য" এবং "তারে যুক্তি নাই"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

**৭১।** "যে"-স্থলে "সে"-পাঠান্তর।

**৭২-৭৩।** অন্বয়। যে-সব জনে (যে-সকল লোক) পরিপূর্ণ (উদর পরিপূর্ণ) করিয়া খায় (ভোজন করে), তবে (আহারের পরে) সে (তাহারা) বহির্দ্দেশ গিয়া (বাহিরে যাইয়া—মলত্যাগ করিয়া) সন্তোষ পায় (সোয়াস্তি লাভ করে, সুখ অনুভব করে)। কিন্তু আমি তোমাকে কহিলাঙ (বলিতেছি যে), প্রেমময় ভাগবত পঢ়াইয়াও তুমি সে সুখ পাও নাই। তাৎপর্য এই। লোক প্রথমে উদর পরিপূর্ণ করিয়া ভোজন করে; তাহাতে অস্বস্তি অনুভব করিয়া বাহিরে যাইতে (ভুক্তদ্রব্যকে মলরূপে বাহিরে প্রকাশ করিয়া) সুখ অনুভব করে। তদ্রূপ, যাঁহারা প্রেমময় ভাগবত পঢ়াইয়া সুখ পাইতে ইচ্ছা করেন, প্রথমে তাঁহাদের পক্ষে প্রেমময় ভাগবতের ভোজন, অর্থাৎ প্রাণ ভরিয়া ভাগবতের প্রেমরসের আস্বাদন, আবশ্যক। প্রাণ ভরিয়া প্রেমরসের আস্বাদন করিলে, প্রেমরসের স্বাভাবিক ধর্মবশতঃই, সেই প্রেমরসকে, সেই প্রেমরসের অনির্বচনীয় আস্বাদ্যত্বের কথাকে, বাহিরে প্রকাশ করার নিমিত্ত, লোকের নিকটে তাহা জানাইয়া লোকদিগকে সেই প্রেমরসের প্রতি লুব্ধ করার জন্য তাঁহাদের ব্যাকুলতা জন্মে; এই ব্যাকুলতার ফলে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা প্রকাশ করিতে পারা না যায়, ততক্ষণ তাঁহাদের অস্বস্তি-বোধ থাকে। শিষ্যদিগকে ভাগবত পঢ়াইবার উপলক্ষ্যে যখন তাহা প্রকাশ করা হয়, তখনই সেই (তাঁহারা) স্বস্তি বা সুখ অনুভব করেন। কিন্তু দেবানন্দ! ভাগবতের প্রেমরসের কিঞ্চিন্মাত্রও তুমি আস্বাদন করিতে পার নাই বলিয়া, তোমার শিষ্যদিগকে ভাগবত পঢ়াইয়াও তুমি সেই সুখ লাভ করিতে পার নাই। "পঢ়াইয়া"-স্থলে "পঢ়িয়াও" এবং "তত সুখ না পাইলা কহিলাঙ"-স্থলে "এতখানি সুখ না পাইলা কহি"-পাঠান্তর। এতখানি—কিঞ্চিন্মাত্রও।

**৭৫। দুঃখিতে**—দুঃখিত চিত্তে।

**৭৭।** "বৈকুণ্ঠপুরী যায়"-স্থলে "বৈকুণ্ঠলোক পায়"-পাঠান্তর।

**৭৮। তার তরে**—তাঁহার পক্ষে। **ভক্তিযোগ হয়**—প্রেমভক্তি-লাভের অনুকূল হয়। "দণ্ড

চৈতন্যের দণ্ডে যার চিত্তে নাহি ভয়।
জন্ম জন্ম সে পাপিষ্ঠ যমদণ্ড্য হয় ॥ ৭৯
ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই-চারি-সনে ॥ ৮০
জীবন্যাস করিলে সে মূর্ত্তি পূজ্য হয়।
'জন্মমাত্র এ চারি ঈশ্বর' বেদে কয় ॥ ৮১

চৈতন্যকথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥ ৮২
চৈতন্যদাসের পা'য়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ৮৩
মধ্যখণ্ডকথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥ ৮৪

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তার তরে ভক্তিযোগ''-স্থলে "দণ্ড তারে প্রেমভক্তি-যোগ" এবং দণ্ডে তাহার যে প্রেমভক্তি"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

৭৯। **যমদণ্ড্য**—যমের নিকট দণ্ডনীয়। "যমদণ্ড্য"-স্থলে "যমদণ্ডী"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

৮০। **ভাগবত ইত্যাদি**—ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা এবং ভক্তজন—এই চারিটি বস্তুর সহিত, শ্রীকৃষ্ণ, স্বীয় চারি রকম বিগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিরাজিত। যে-খানে যে-খানে শ্রীভাগবতাদি, সে-খানে সে-খানেই শ্রীকৃষ্ণ এক-এক রূপে বিরাজিত।

৮১। **জীবন্যাস**—প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। পূজার নিমিত্ত বিগ্রহ প্রস্তুত করিলে, শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রথমে সেই বিগ্রহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা (অর্থাৎ ভগবৎ-কর্তৃক সেই বিগ্রহের অঙ্গীকারের উপযোগী অনুষ্ঠান) করিতে হয়। **জীবন্যাস করিলে যে**—জীবন্যাস করিলেই, প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পরেই, ভগবান্ সেই বিগ্রহকে অঙ্গীকার করার পরেই, **মূর্ত্তি পূজ্য হয়**—বিগ্রহ পূজার যোগ্য হয়েন। "সে"-স্থলে "শ্রী"-পাঠান্তর। শ্রী—শ্রীমূর্তি। **এ চারি**—ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা এবং ভক্তজন। **ঈশ্বর**—ঈশ্বরতুল্য পূজ্য। ইঁহাদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই; যেহেতু, ইঁহাদের প্রত্যেকের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত (পূর্ববর্তী ৮০ পয়ার দ্রষ্টব্য)। এই চারিটি বস্তু হইতেছেন "তদীয়—তাঁহার, শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।" ইঁহাদের সেবায় শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন। "'তদীয়'—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত। এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥ চৈ. চ. ২।২২।৭১ ॥ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি।" এ-স্থলে মথুরা-শব্দের উপলক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল-সমূহ, গঙ্গা-যমুনাদিও, সূচিত হইয়াছে। মথুরার সেবা হইতেছে—মথুরা-মাহাত্ম্যাদির শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, মথুরাধামের স্মৃতি, মথুরাবাসের বাসনা, মথুরা-গমন, মথুরা-দর্শন, মথুরাধামের আশ্রয়-গ্রহণ, মথুরার স্পর্শ এবং মথুরার সেবা (মার্জনাদি)। "শ্রুতা স্মৃতা কীর্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা। স্পৃষ্টা শ্রিতা সবিতা চ মথুরাভীষ্টদা নৃণাম্ ॥ ভ. র. সি. ১।২।৯৬ ॥" "তদীয়"-রূপে ভাগবত-সেবা হইতেছে শ্রীভাগবতের অনুশীলন ও শ্রবণাদির দ্বারা শ্রীভাগবত-রসের আস্বাদন। ভাগবতগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বলিয়া (২।২১।১৪ পয়ার) শ্রীকৃষ্ণবুদ্ধিতে ভাগবতের পূজা শাস্ত্রে বিহিত আছে। এরূপ-স্থলে শ্রীভাগবত "তদীয়" নহেন।

৮৩-৮৪। **ইথে অপরাধ ইত্যাদি**—১।১।৬৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অন্তর-পাষণ্ড**—চিত্তের পাষণ্ডীভাব, ভগবদ্‌বিমুখতা। "ঘুচে অন্তর"-স্থলে "সব খণ্ডয়ে"-পাঠান্তর।

চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দরায়।
প্রভু-ভৃত্য-সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায় ॥ ৮৫

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৮৬

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে দেবানন্দ-বাক্যদণ্ডো নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**৮৫। প্রভু-ভৃত্য-সঙ্গে ইত্যাদি**—শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, তাঁহাদের ভক্তবৃন্দের সহিত, যেন আমাকে ত্যাগ না করেন। সপরিকর গৌর-নিত্যানন্দ যেন সর্বদা আমাকে তাঁহাদের চরণাশ্রয়ে রাখেন।

**৮৬।** ১৷২৷২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে একবিংশ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

( ২২. ১০. ১৯৬৩—২৩. ১০. ১৯৬৩ )

# মধ্যখণ্ড

## দ্বাবিংশ অধ্যায়

জয় জয় গৌরচন্দ্র কৃপার সাগর।
জয় শচী-জগন্নাথ-নন্দন সুন্দর ॥ ১
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর ॥ ২
বাক্যদণ্ড দেবানন্দপণ্ডিতেরে করি।
আইলা আপন ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৩
দেবানন্দপণ্ডিত চলিলা নিজ-বাসে।
দুঃখ পাইলেন বিপ্র দুষ্ট সঙ্গ-দোষে ॥ ৪
দেবানন্দ-হেন সাধু চৈতন্যের ঠাঁই।
সম্মুখ হইতে যোগ্য নহিল তথাই ॥ ৫
বৈষ্ণবের কৃপায় সে পাই বিশ্বম্ভর।
ভক্তি-বিনে জপ তপ অকিঞ্চিৎকর ॥ ৬
বৈষ্ণবের ঠাঞি যার হয় অপরাধ।
কৃষ্ণপ্রেম হইলেও তার প্রেম-বাধ ॥ ৭
আমি নাহি বলি ;— বেদের বচন।
সাক্ষাতেও কহিয়াছে শচীর নন্দন ॥ ৮

### নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**বিষয়।** শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধ-প্রসঙ্গ এবং বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডন-প্রসঙ্গ। উক্ত অপরাধের মূল হেতু-কথন-প্রসঙ্গে বিশ্বরূপের চরিত্র-বর্ণন। শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধের ছলে প্রভুকর্তৃক জীবের প্রতি শিক্ষা।

১। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী পাদটীকায় লিখিয়াছেন, এই পয়ারের পূর্বে, অর্থাৎ এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে, "মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কৃষ্ণনাম দিয়া প্রভু জগৎ কৈল ধন্য ॥' "

৪। **দুষ্টসঙ্গ-দোষে**— অসৎসঙ্গ-জনিত দোষবশতঃ।

৭। অন্বয়। বৈষ্ণবের ঠাঞি ( নিকটে ) যাহার অপরাধ হয়, তাঁহার কৃষ্ণপ্রেম হইলেও ( অপরাধ করার পূর্বে তাঁহার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইয়া থাকিলেও ) তার প্রেম-বাধ ( তাঁহার সেই কৃষ্ণপ্রেম বাধাপ্রাপ্ত হয়, স্থগিত হইয়া যায়, আর উন্নতিলাভ করিতে পারে না )। "কৃষ্ণপ্রেম"-স্থলে "কৃষ্ণকৃপা" এবং "কৃষ্ণপ্রিয়" এবং "প্রেম-বাধ"-স্থলে "যায় বাদ"-পাঠান্তর। অর্থ—তিনি যদি কৃষ্ণ-কৃপাও লাভ করেন, কিংবা কৃষ্ণের প্রিয়ও হয়েন, তাহা হইলেও তাঁহার প্রেম বাদ যায়, অর্থাৎ প্রেম জন্মে না।

৮। **আমি—**গ্রন্থকার। **বেদের বচন**— বেদানুগত শাস্ত্রের বাক্য। প্রমাণ—"মহদ্‌বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃক্ নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥ ভা. ৫।১০।২৫ ॥ —রাজা রহূগণ জড়ভরতের প্রতি বলিয়াছেন, মহতের অবমাননার ফলে মাদৃশ লোক শূলপাণির ন্যায় সমর্থ হইলেও শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে।" **সাক্ষাতেও** ইত্যাদি—পরবর্তী ২৪-২৫-পয়ার দ্রষ্টব্য।

যে শচীর গর্ভে গৌরচন্দ্র-অবতার।
বৈষ্ণবাপরাধ পূর্ব্ব আছিল তাঁহার ॥ ৯
আপনে সে অপরাধ প্রভু ঘুচাইয়া।
মা'য়েরে দিলেন প্রেম সভা' শিখাইয়া ॥ ১০
এ বড় অদ্ভুত কথা শুন সাবধানে।
বৈষ্ণবাপরাধ ঘুচে ইহার শ্রবণে ॥ ১১
একদিন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
আসিয়া বসিলা বিষ্ণুখট্টার উপর ॥ ১২
নিজমূর্ত্তি শিলা-সব করি নিজ-কোলে।
আপনা' প্রকাশে' গৌরচন্দ্র কুতূহলে ॥ ১৩
"মুঞি কলিযুগে কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ।
মুঞি রামরূপে কৈলুঁ সাগরবন্ধন ॥ ১৪
শুতিয়া আছিলু ক্ষীরসাগর ভিতরে।
মোর নিদ্রা ভাঙ্গিলেক নাঢ়ার হুঙ্কারে ॥ ১৫
প্রেমভক্তি বিলাইতে মোহোর প্রকাশ।
মাগ' মাগ' আরে নাঢ়া! মাগ' শ্রীনিবাস!" ১৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২। "আসিয়া"-স্থলে "উঠিয়া"-পাঠান্তর। **বিষ্ণুখট্টা**—বিষ্ণুর সিংহাসন। ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু বিষ্ণু-সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন।

১৩। **শিলাসব**—শালগ্রামশিলাসমূহ। **নিজমূর্ত্তি শিলাসব**—এ-সমস্ত শালগ্রামশিলা ছিলেন প্রভুর নিজেরই মূর্তি বা বিগ্রহ। প্রভু নিজে স্বয়ংভগবান্ বলিয়া, অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের বিগ্রহরূপ শালগ্রামশিলা-সমূহ, তাঁহারই রূপবিশেষেরই বিগ্রহ। যেহেতু, স্বয়ংভগবান্ অনাদিকাল হইতেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। **আপনা প্রকাশে**—নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরবর্তী ১৪-১৬-পয়ারে প্রভু নিজমুখে নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

১৪-১৬। নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ-প্রসঙ্গে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "কলিযুগে আমিই কৃষ্ণ, আমিই নারায়ণ। রামচন্দ্ররূপে আমিই সাগর-বন্ধন করিয়াছি। আমি ক্ষীরসাগরে শুইয়াছিলাম, নাঢ়ার (শ্রীঅদ্বৈতের) প্রেম-হুঙ্কারে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে (২।৬।৭৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রেমভক্তি বিলাইবার (সাধন-ভজনের, অপরাধাদি-দূরীকরণের, ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা-দূরীকরণের, অপেক্ষা না রাখিয়া অর্থাৎ প্রেমভক্তির বিনিময়ে কিছু পাওয়ার অপেক্ষা না রাখিয়া, সকলকেই নির্বিচারে প্রেমভক্তি বিতরণের) নিমিত্ত আমি অবতীর্ণ হইয়াছি।"

প্রভুর উক্তিতে "নারায়ণ" এবং "কলিযুগে"—এই শব্দদ্বয়ের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে ঃ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। "নারায়ণ"-শব্দের তাৎপর্য এইরূপ। প্রভু বলিয়াছেন—"মুঞি নারায়ণ", অর্থাৎ "আমিই নারায়ণ।" "মুঞি রামরূপে কৈলুঁ সাগর-বন্ধন"—এই উক্তির ন্যায় প্রভু বলিলেন না যে, "আমিই নারায়ণ-রূপে বৈকুণ্ঠে বিরাজিত।" ইহাতে বুঝা যায়, প্রভুর উক্তির তাৎপর্য এই যে, "আমি হইতেছি কৃষ্ণরূপ নারায়ণ, অর্থাৎ মূলনারায়ণ।" এক্ষণে "কলিযুগে"-শব্দের তাৎপর্য বিবেচিত হইতেছে। প্রভু বলিলেন—"আপামর-সাধারণকে, সকলকেই, নির্বিচারে প্রেমভক্তি বিলাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত, শ্রীঅদ্বৈত প্রেমহুঙ্কারে, মূলনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহার ফলেই, প্রেমভক্তি বিলাইবার নিমিত্ত, সেই মূলনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ আমিই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছি।" স্বয়ংভগবান্ মূলনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র প্রেমদাতা হইলেও ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্যামকৃষ্ণরূপে

দেখি মহাপরকাশ নিত্যানন্দরায়। 　　　　ততক্ষণে তুলি ছত্র ধরিলা মাথায়॥ ১৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তিনি কখনও নির্বিচারে প্রেমদান করেন না। তিনি সাধন-ভজনের অপেক্ষা রাখেন, অপরাধাদির বিচার করেন, সাধকের চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা আছে কি না, তাহাও দেখেন। অপরাধাদি এবং ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা থাকিলে; সাধন-ভজন করিলেও শ্যামকৃষ্ণের নিকট হইতে কেহ প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারেন না। সুতরাং শ্যাম-কৃষ্ণের অবতরণে শ্রীঅদ্বৈতের বাসনা পূর্ণ হইতে পারে না। অথচ, ভক্তবাঞ্ছা-পূরণই যাঁহার একমাত্র কৃত্য, সেই ভক্তবৎসল শ্যাম-কৃষ্ণ, পরমভাগবতোত্তম অদ্বৈতের প্রেম-হুঙ্কারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনও করিতে পারেন না। তাঁহার আর একটি স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপও আছেন, যে-স্বরূপে তিনি নির্বিচারে সকলকে প্রেমভক্তি বিলাইয়া দেন। তাঁহার সেই স্বরূপটিও নিত্য, অনাদিসিদ্ধ। মুণ্ডক-শ্রুতি, মহাভারত এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতে সেই স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে (২।১।১৬৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই স্বরূপটি হইতেছেন রুক্মবর্ণ বা স্বর্ণবর্ণ, গৌরবর্ণ, গৌর-অঙ্গবিশিষ্ট। সেই স্বরূপই হইতেছেন — মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ (২।১।১৬৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীঅদ্বৈতের বাসনা-পূরণের নিমিত্ত তিনিই এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল, আলোচ্য ১৪-১৬-পয়ারোক্তিতে প্রভু নিজের স্বরূপ-তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন, "আপনা' প্রকাশে গৌরচন্দ্র কুতূহলে। (পূর্ববর্তী ১৩ পয়ার)"—তিনি হইতেছেন মূলনারায়ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্যাম-কৃষ্ণেরই অনাদিসিদ্ধ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ—গৌরচন্দ্র, অপর কেহ নহেন। এই উক্তিতে লোকের একটি সম্ভাব্য জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া গেল। প্রভু বলিয়াছেন—"মুঞি কলিযুগে কৃষ্ণ।" এই উক্তিতে লোকের চিত্তে একটি জিজ্ঞাসা জাগিতে পারে এই যে—"কৃষ্ণ তো শ্যামবর্ণ; কিন্তু যিনি বলিলেন, 'আমিই কলিযুগে কৃষ্ণ' সেই প্রভু তো শ্যামবর্ণ নহেন। শ্যামবর্ণ কৃষ্ণের শ্যামবর্ণটিও নিত্য, অনাদিসিদ্ধ, সকলযুগেই তিনি শ্যামবর্ণ। কলিযুগে তিনি গৌরবর্ণ হইলেন কিরূপে?" প্রভুর উক্তিতে এই জিজ্ঞাসারও উত্তর পাওয়া গেল। বাস্তবিক, যে-দ্বাপরে শ্যামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগেই শ্যামকৃষ্ণেরই অনাদিসিদ্ধ স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন (মশ্রী॥ ৩।৮-ঠ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

১৫-পয়ারে "শুতিয়া"-স্থলে "মুঞি সে"-পাঠান্তর। অর্থ—আমিই (ক্ষীরসাগর ভিতরে আছিলুঁ—ছিলাম)। ১৬-পয়ারে, মোহার—আমার। মাগ—প্রেমভক্তি যাচ্ঞা কর। "আরে নাঢ়া মাগ"-স্থলে "মাগ নাঢ়া! আরে"-পাঠান্তর।

যদিও প্রভুর দর্শনমাত্রেই যে-কোনও লোক প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে (২।১।১৬৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), সুতরাং যদিও প্রভুর নিকটে প্রেমভক্তি যাচ্ঞা করার প্রয়োজন হয় না, তথাপি কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রভু যদি কোনও লোককে প্রেমভক্তি দেওয়ার ইচ্ছা প্রথমে না করেন, তাহা হইলে তাহাকে তাহা যাচ্ঞা করিতে হয়। "মাগ মাগ"-বাক্যে প্রভু ভঙ্গীতে তাহাই জানাইলেন।

১৭। মহাপরকাশ—প্রভুর মহাপ্রকাশ। ততক্ষণে—তৎক্ষণাৎ।

বামদিকে গদাধর তাম্বূল যোগায়।
চারিদিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায়॥ ১৮
ভক্তিযোগ বিলায় গৌরাঙ্গ মহেশ্বর।
যাহার যাহাতে প্রীত লয় সেই বর॥ ১৯
কেহো বোলে "মোর বাপ বড় দুষ্টমতি।
তার চিত্ত ভাল হৈলে মোর অব্যাহতি॥ ২০
কেহো মাগে' গুরুপ্রতি, কেহো শিষ্যপ্রতি।
কেহো পুত্র, কেহো পত্নী,—যাঁর যথা মতি॥ ২১
ভক্ত-বাক্য-সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া সভারে দিলা প্রেমভক্তি-বর॥ ২২
মহাশয়, শ্রীনিবাস বোলেন "গোসাঞি!
আইরে দেয়াব ভক্তি সভে এই ঠাঞি॥" ২৩
প্রভু বোলে "ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস।
তাঁরে না দিমু প্রেমভক্তির বিলাস॥ ২৪
বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ।
অতএব তান হৈল প্রেমভক্তিবাধ॥" ২৫
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বোলে আরবার।
"এ-কথায় প্রভু! দেহত্যাগ সভাকার॥ ২৬
তুমি-হেন পুত্র যার গর্ভে অবতার।
তাঁর কি নহিব প্রেমযোগে অধিকার॥ ২৭
সভার জীবন আই—জগতের মাতা।
মায়া ছাড়ি প্রভু! তানে হও ভক্তিদাতা॥ ২৮
তুমি যাঁর পুত্র প্রভু! সে সর্ব্বজননী।
পুত্রস্থানে মা'য়ের কি অপরাধ গণি॥ ২৯
যদি বা বৈষ্ণবস্থানে থাকে অপরাধ।
তথাপিহ খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ॥" ৩০
প্রভু বোলে "উপদেশ কহিতে সে পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি॥ ৩১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "যাহারে যাহার প্রীত লয় তারে বর"-পাঠান্তর। অর্থ—যে-বস্তুতে যাঁহার প্রীতি, তিনি সেই বস্তু-সম্বন্ধে বর লইলেন।

পরবর্তী ২২-পয়ার হইতে জানা যায়, প্রভু সকলকেই "প্রেমভক্তি-বর", অর্থাৎ প্রেমভক্তি-প্রাপ্তির অনুকূল বর, দিয়াছিলেন। যাঁহারা পিতা, গুরু, শিষ্য, স্ত্রী, পুত্রাদির জন্য বর চাহিয়াছিলেন, প্রভুর কৃপায় তাঁহাদের পিতা, গুরু প্রভৃতি প্রেমভক্তিই লাভ করিয়াছিলেন।

২৩। **আইরে**—শচীমাতাকে। **দেয়াব**—তোমা-দ্বারা দেওয়াইব। "দেয়াব ভক্তি সভে এই ঠাঞি"-স্থলে "দেওয়াও প্রেম এই সবে চাই"-পাঠান্তর।

২৬। **দেহত্যাগ সভাকার**—শচীমাতা প্রেম না পাইলে আমাদের যে-দুঃখ হইবে, সেই দুঃখে আমাদের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়; আমাদের সকলকে দেহত্যাগ করিতে হইবে।

২৭-২৮। "পুত্র"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর। "ভক্তি"-স্থলে "বর"-পাঠান্তর।

৩১। **বৈষ্ণবাপরাধ** ইত্যাদি—প্রভু বলিলেন, "আমি বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন করিতে পারি না।" পরবর্তী পয়ারে তিনি বলিয়াছেন, "যে বৈষ্ণবের নিকটে যাহার অপরাধ হয়, সেই বৈষ্ণব ক্ষমা করিলেই তাহার সেই অপরাধ ঘুচিতে পারে, অন্য কেহ তাহার অপরাধ ঘুচাইতে পারে না।"

প্রভু হইতেছেন সর্বশক্তিমান্। বিশেষতঃ, শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়, প্রভুর দর্শনমাত্রেই জীবের পাপ-পুণ্যাদি সমস্ত সঞ্চিত কর্মফল তৎক্ষণাৎ নিঃশেষে দূরীভূত হয় (২।১।১৬৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং কাহারও বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডনের সামর্থ্য যে প্রভুর নাই, তাহা নহে। বৈষ্ণবের

যে-বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুন সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নারে আর ॥ ৩২
দুর্ব্বাসার অপরাধ অম্বরীষ-স্থানে।
তুমি দেখ জান' ক্ষয় হইল যেমনে ॥ ৩৩
নাঢ়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ।
নাঢ়া ক্ষমিলে সে হয় প্রেমের প্রসাদ ॥ ৩৪
অদ্বৈত-চরণ-ধূলি লইলে মাথায়।
হইবেক প্রেমভক্তি আমার আজ্ঞায় ॥ ৩৫
তখনে চলিলা সভে অদ্বৈতের স্থানে।
অদ্বৈতেরে কহিলেন সব বিবরণে ॥ ৩৬
শুনিঞা অদ্বৈত করে শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ।
"তোমরা লইতে চাহ আমার জীবন ॥ ৩৭
যাঁর গর্ভে মোহোর প্রভুর অবতার।
সে মোর জননী, মুঞি পুত্র সে তাঁহার ॥ ৩৮
যে আইর চরণধূলির আমি পাত্র।
সে আইর প্রভাব না জান' তিল-মাত্র ॥ ৩৯
বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী আই পতিব্রতা।
তোমরা বা মুখে কেনে আন' হেন কথা ॥ ৪০
প্রাকৃত-শব্দেও যে বা বলিবেক 'আই'।
'আই'-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই ॥ ৪১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মর্যাদারক্ষণের নিমিত্ত এবং জীবসমূকে বৈষ্ণবের মর্যাদারক্ষণের গুরুত্ব শিক্ষাদানের নিমিত্তই প্রভুর এই উক্তি-ভঙ্গী। তদ্গতপ্রাণ বৈষ্ণব প্রভুর হৃদয়তুল্য প্রিয়; বৈষ্ণবের মর্যাদা-রক্ষণের নিমিত্ত প্রভু ব্যাকুল এবং বৈষ্ণবের মর্যাদা-রক্ষণেই প্রভুর অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দ।

৩২। **নারে আর**—অন্য কেহ ঘুচাইতে পারে না।

৩৩। **দুর্ব্বাসার অপরাধ ইত্যাদি**—২।১৯।১৫৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "জান"-স্থলে "তার" এবং "যেমনে"-স্থলে "কেমনে"-পাঠান্তর।

৪০। **বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী আই**—শচীমাতা বিষ্ণুভক্তি (প্রেমভক্তি)-স্বরূপা। শ্রীঅদ্বৈতের এই উক্তির তাৎপর্য হইতেছে এই যে, "শচীমাতা নিজেই প্রেমভক্তির মূর্ত বিগ্রহ; তাঁহার আবার প্রেমলাভের প্রয়োজনই বা কি আছে? তাঁহার আবার অপরাধই বা কিরূপে জন্মিতে পারে?" বস্তুতঃ, শচীমাতা জীবতত্ত্ব নহেন; তিনি হইতেছেন নিত্যসিদ্ধ পরিকর, প্রভুর অনাদিসিদ্ধা জননী। ব্রজের যশোদাই গৌরলীলার শচীমাতা। তিনি সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ শুদ্ধবাৎসল্য-প্রেম বিরাজিত। স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ বলিয়া মায়া তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না; সুতরাং তাঁহার কোন অপরাধেরই সম্ভাবনা নাই। কেন না, অনাদিবহির্মুখ জীব মায়ার প্রভাবেই অপরাধজনক কার্য করিয়া থাকে। শচীমাতার পক্ষে তাহার কোন সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। "পতিব্রতা"-স্থলে "জগন্মাতা"-পাঠান্তর। **তোমরা বা** ইত্যাদি শচীমাতা যখন বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী, সুতরাং তাঁহার যখন আর নূতন করিয়া প্রেম-প্রাপ্তির কোনও প্রয়োজনই থাকিতে পারে না, এবং তাঁহার যখন কোনওরূপ অপরাধের সম্ভাবনাও থাকিতে পারে না, তখন তোমরাই বা তাঁহাকে প্রেমদানের নিমিত্ত প্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিতেছ কেন? এবং কেনই বা তাঁহার অপরাধের কথা মুখে আনিতেছ? (পরবর্তী ৪২-পয়ারে অদ্বৈতাচার্যের উক্তি দ্রষ্টব্য)।

৪১। **প্রাকৃত-শব্দেও**—প্রাকৃত বা লৌকিক জগতের কথাবার্তাচ্ছলেও।

যেন গঙ্গা, তেন আই, কিছু ভেদ নাই।
দেবকী যশোদা যেই বস্তু—সে-ই আই॥" ৪২
কহিতে আইর তত্ত্ব আচার্য্যগোসাঞি।
পড়িলা আবিষ্ট হই, বাহ্য কিছু নাঞি॥ ৪৩
বুঝিয়া সময় আই আইলা বাহিরে।
আচার্য্য-চরণধূলি লইলেন শিরে॥ ৪৪

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৩। **আবিষ্ট হই**—প্রেমাবিষ্ট হইয়া।

৪৪। **বুঝিয়া সময়**—অদ্বৈতের পদধূলি গ্রহণের পক্ষে ইহাই সময় বা সুযোগ, তাহা বুঝিতে পারিয়া। অদ্বৈতের বাহ্যজ্ঞান থাকিলে তাঁহার চরণ-ধূলি-গ্রহণ শচীমাতার পক্ষে সম্ভব হইত না। এক্ষণে শ্রীঅদ্বৈত যখন বাহ্যজ্ঞান-হারা হইয়া মূর্ছিত অবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছেন, তখন অদ্বৈতের এই অবস্থাতেই শচীমাতার পক্ষে তাঁহার চরণ-ধূলি-গ্রহণের সুযোগ ছিল।

যদিও শচামাতা ছিলেন প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী, শুদ্ধবাৎসল্য-প্রেমের মূর্তবিগ্রহ, সুতরাং যদিও তাঁহার পক্ষে নূতন করিয়া প্রেম-লাভের কোনও প্রয়োজনই ছিল না, এবং যদিও তাঁহার পক্ষে অপরাধ-জনক কোনও কার্য করাও সম্ভব ছিল না, তথাপি তাঁহার ভক্তি হইতে উত্থিত স্বাভাবিক দৈন্যবশতঃ তিনি মনে করিতেছিলেন, তাঁহার মধ্যে প্রেম-ভক্তির গন্ধ-লেশও ছিল না (২।১।৯৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এ-জন্যই প্রেমভক্তি-লাভের জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল। আবার, বৈষ্ণব-অপরাধ প্রেমভক্তি-লাভের অন্তরায় জানিয়া এবং পরম-ভাগবতোত্তম অদ্বৈতের নিকটে তাঁহার অপরাধ হইয়াছে জানিয়া, সেই অপরাধ-স্খালনের নিমিত্ত অদ্বৈতের চরণ-ধূলি গ্রহণের নিমিত্তও তাঁহার উৎকণ্ঠা জাগিয়াছিল। প্রেমলাভের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাবশতঃ এবং প্রেমলাভের অন্তরায় বৈষ্ণব-অপরাধ হইতে মুক্তিলাভের উৎকণ্ঠাবশতঃই, শচীমাতা সুযোগ বুঝিয়া অদ্বৈতের চরণ-ধূলি গ্রহণ করিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষরূপে স্মরণীয়। যে-মনোভাববশতঃ কোনও বৈষ্ণব-সম্বন্ধে অপরাধ-জনক কাজ করার প্রবৃত্তি জন্মে, সেই মনোভাব যতক্ষণ পর্যন্ত দূর না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপরাধ-স্খালনের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অপরাধ-জনক কার্যের জন্য তীব্র অনুতাপ জন্মিলেই সেই মনোভাব দূর হওয়ার সূচনা হয়। তীব্র অনুতাপ জন্মিলে, যে-বৈষ্ণবের নিকটে অপরাধ হইয়াছে, অনুতপ্ত-হৃদয়ে, তাঁহার চরণে নতি স্বীকার করিয়া, কাকুতি-মিনতির সহিত, অপরাধ ক্ষমা করার নিমিত্ত তাঁহার চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন। তাহা না করিয়া, সেই বৈষ্ণব যে-স্থান দিয়া চলিয়া যায়েন, সে-স্থান হইতে তাঁহার পদধূলি তুলিয়া লইয়া, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, সমস্ত অঙ্গে মাখিলেও সেই মনোভাবের দূরীকরণ সম্ভব হইবে না। কেন না, তাহাতে বুঝা যাইবে, সেই বৈষ্ণবের নিকটে নতি স্বীকার করার, প্রকাশ্যভাবে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করার, অনুরূপ মনোবৃত্তি তখনও জাগ্রত হয় নাই, তখনও সেই বৈষ্ণব অপেক্ষা নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ভাবই চিত্তে রহিয়াছে; তখনও চিত্তে কোনওরূপ অনুতাপই জন্মে নাই। শচীমাতার আচরণের দৃষ্টান্ত এ-স্থলে অনুসরণীয় হইতে পারে না। যেহেতু, সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীঅদ্বৈতের চরণে প্রণত হইয়া ক্ষমা-প্রার্থনার সুযোগ যে শচীমাতার ছিল না, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তবে, প্রেমপ্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠাবশতঃ

পরম-বৈষ্ণবী আই—মূর্ত্তিমতী ভক্তি।
বিশ্বম্ভর গর্ভে ধরিলেন যাঁর শক্তি ॥ ৪৫
আচার্য্য-চরণধূলি লইলা যখনে।
বিহ্বলে পড়িলা, কিছু বাহ্য নাহি জানে ॥ ৪৬
'জয় জয় হরি' বোলে বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যোহন্যে করয়ে চৈতন্যকোলাহল ॥ ৪৭
অদ্বৈতের বাহ্য নাহি—আইর প্রভাবে।
আইর নাহিক বাহ্য,—অদ্বৈতানুরাগে ॥ ৪৮
দোঁহার প্রভাবে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
'হরি হরি হরি' বোলে বৈষ্ণবসকল ॥ ৪৯
হাসে' প্রভু বিশ্বম্ভর খট্টার উপরে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু বোলে জননীরে ॥ ৫০
"এখনে সে বিষ্ণুভক্তি হইল তোমার।
অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর ॥" ৫১
শ্রীমুখের অনুগ্রহ শুনিঞা বচন।
জয় জয়-হরি ধ্বনি হইল তখন ॥ ৫২
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ-সাবধান ॥ ৫৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অপরাধ-জনক কার্যের জন্য তাঁহার যে তীব্র অনুতাপ জন্মিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং মনে মনে কাকুতি-মিনতি জানাইয়া তিনি যে অদ্বৈতের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহার উৎকণ্ঠা হইতে তাহাও মনে করা যায়। যাঁহার নিকটে অপরাধ হইয়াছে, তিনি যদি জীবিত না থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশে প্রণিপাত-কাকুতি-মিনতি-ক্ষমাপ্রার্থনা-জ্ঞাপন, সর্বত্র তাঁহার মহিমা-কীতন, বৈষ্ণব-বন্দনা, ঐকান্তিকভাবে শ্রীহরিনামের শরণাপত্তি প্রভৃতিই বিধেয়।

৪৫। **মূর্ত্তিমতী ভক্তি**—প্রেমভক্তির মূর্তবিগ্রহ (সুতরাং নূতন করিয়া প্রেম-প্রাপ্তির কোনও প্রয়োজনই তাঁহার ছিল না)। **বিশ্বম্ভর গর্ভে** ইত্যাদি—যাঁর (যে-শচীমাতার) শক্তি (মূর্তিমতী ভক্তিরূপা শক্তি—ভক্তিশক্তি) বিশ্বম্ভরকে গর্ভে (শচীমাতার গর্ভে) ধারণ করিয়াছে। তাৎপর্য এই। শচীমাতা "দেবকী যশোদা যেই বস্তু—সেই আই (পূর্ববর্তী ৪২-পয়ার" ছিলেন বলিয়াই, সুতরাং সন্ধিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ এবং তজ্জন্য শুদ্ধবাৎসল্যপ্রেমের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন বলিয়াই, তিনি বিশ্বম্ভরকে গর্ভে ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। "গর্ভে ধরিলে যাঁর"-স্থলে "গর্ভ ধরিলেন তিঁহো"-পাঠান্তর)। তিঁহো—তিঁহো শক্তি, সেই মূর্তিমতী ভক্তিশক্তি (বিশ্বম্ভর-রূপ গর্ভকে, গর্ভস্থ শিশুকে, ধারণ করিয়াছেন)।

৪৬। অদ্বৈতাচার্যের চরণ-ধূলি গ্রহণ-মাত্রেই শচীমাতার অপরাধ দূরীভূত হইল, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মধ্যে প্রেমভক্তির উদয় হইল এবং প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া তিনি বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া পড়িলেন।

৪৮। **অদ্বৈতানুরাগে**—শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি অত্যধিক প্রীতিবশতঃ। "অদ্বৈতানুরাগে"-স্থলে "অদ্বৈতানুভাবে"-পাঠান্তর। অর্থ—অদ্বৈতের প্রভাবে।

৫১। "বিষ্ণুভক্তি"-স্থলে "কৃষ্ণপ্রেম"-পাঠান্তর।

৫২। **অনুগ্রহ শুনিয়া বচন**—অনুগ্রহময় বাক্য শুনিয়া।

৫৩। **করায়েন** ইত্যাদি—বৈষ্ণবাপরাধ-সম্বন্ধে জীবগণকে সাবধান (সতর্ক) করাইলেন। "সাবধান"-স্থলে "সমাধান"-পাঠান্তর। সমাধান—কিরূপে বৈষ্ণবাপরাধের স্খালন হইতে পারে, সেই বিষয়ের সমাধান (মীমাংসা)। পরবর্তী ১১৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

'শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে'।
তথাপিহ নাশ যায়—কহে শাস্ত্রবৃন্দে ॥ ৫৪

তথাহি ( ভা. ৫।১০।২৫ )—

"মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃক্
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ ॥" ১ ॥

ইহা না মানিঞা যে সুজন-নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে ॥ ৫৫
অন্যের কি দায়, গৌরসিংহের জননী।
তাহানেও 'বৈষ্ণবাপরাধ' করি গণি ॥ ৫৬
বস্তু-বিচারে সেহো 'অপরাধ' নহে।
তথাপিহ 'অপরাধ' করি প্রভু কহে ॥ ৫৭
"ইহানে 'অদ্বৈত' নাম কেনে লোকে ঘোষে' ?
'দ্বৈত' " বলিলেন আই কোন অসন্তোষে ॥ ৫৮
সেই কথা কহি শুন হই সাবধান।
প্রসঙ্গে কহিয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান ॥ ৫৯
প্রভুর অগ্রজ— বিশ্বরূপ মহাশয়।
ভুবনদুর্ল্লভ রূপ মহাতেজোময় ॥ ৬০
সর্ব্ব শাস্ত্রে মহাপ্রভু পরম-সুধীর।
নিত্যানন্দস্বরূপের অভেদ-শরীর ॥ ৬১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৪। **শূলপাণি-সম**—শূলপাণির ( মহাদেবের ) ন্যায় প্রভাববিশিষ্ট হইয়াও। এই পয়ারোক্তির সমর্থনে নিম্নে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ( ৫।১০।২৫-শ্লোকাংশ )।

শ্লো ।। ১ ॥ অন্বয়াদি ২।১৩।১-শ্লোক-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৫৬। **তাহানেও ইত্যাদি**—তাঁহারও ( সেই শচীমাতারও ) বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে বলিয়া প্রভু গণ্য করিয়াছেন ( মনে করিয়াছেন )। "করি"-স্থলে "এই" এবং "কি বা"-পাঠান্তর।

৫৭। **বস্তুবিচারে**—তত্ত্বের ( অপরাধ-তত্ত্বের ) বিচারে। **সেহো অপরাধ নহে**—তাহাও বাস্তবিক অপরাধ নহে। পরবর্তী ১১৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৮। শচীমাতার কোন্ আচরণকে প্রভু তাঁহার, বৈষ্ণবাপরাধ বা বৈষ্ণবাপরাধ-জনক আচরণ বলিয়াছেন, সূত্রাকারে অতি সংক্ষেপে এই পয়ারে তাহা বলা হইয়াছে।

পয়ারের অন্বয়। কোন অসন্তোষে ( কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া ) আই ( শচীমাতা ) বলিলেন ( বলিয়াছিলেন ), লোকে কেন ইহাকে ( এই অদ্বৈতাচার্যকে ) "অদ্বৈত" বলিয়া ঘোষণা করে ? ( তিনি বাস্তবিক "অদ্বৈত" নহেন, তিনি হইতেছেন ) "দ্বৈত"। পরবর্তী ১১৩-১৫-পয়ারের টীকায় বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য। শচীমাতার এইরূপ উক্তির হেতু পরবর্তী ৬০-১১২-পয়ারসমূহে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। "কেনে লোকে"-স্থলে "কোন্ জন"-পাঠান্তর।

৫৯। **সেইকথা**—শচীমাতার পূর্ববর্তী ৫৮-পয়ারোক্ত উক্তির কথা। "কহিয়ে"-স্থলে "শুনহ"-পাঠান্তর।

৬১। **মহাপ্রভু**—মহাবিশারদ, পরমদক্ষ। "মহাপ্রভু"-স্থলে "বিশারদ"-পাঠান্তর। **নিত্যানন্দ-স্বরূপের ইত্যাদি**—নিত্যানন্দ হইতেছেন মূলসঙ্কর্ষণ বলরাম এবং বিশ্বরূপ হইতেছেন ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু—বলরামের অংশ। সুতরাং তত্ত্বতঃ তাঁহারা অভিন্ন। ১।২।১৩৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

তান কক্ষা বুঝে হেন নাহি নবদ্বীপে।
শিশু-ভাবে থাকে প্রভু বালক সমীপে ॥ ৬২
একদিন সভায় চলিলা মিশ্রবর।
পাছে বিশ্বরূপ পুত্র পরম-সুন্দর ॥ ৬৩
ভট্টাচার্য্যসভায় চলিলা জগন্নাথ।
বিশ্বরূপ দেখি বড় কৌতুক সভা'ত ॥ ৬৪
নিত্যানন্দ-রূপ প্রভু পরম-সুন্দর।
হরিলেন সর্ব্ব-চিত্ত সর্ব্ব-শক্তি-ধর ॥ ৬৫
এক ভট্টাচার্য্য বোলে "কি পঢ় ছাওয়াল!"
বিশ্বরূপ বোলে "কিছু কিছু সভাকার ॥" ৬৬
শিশু-জ্ঞানে কেহো কিছু না বলিল আর।
মিশ্র পাইলেন দুঃখ, শুনি অহঙ্কার ॥ ৬৭
নিজ-কার্য্য করি মিশ্র চলিলেন ঘর।
পথে বিশ্বরূপেরে মারিলা এক চড় ॥ ৬৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬২। **তান**—তাঁহার, বিশ্বরূপের। **কক্ষা**—পূর্বপক্ষ, মীমাংসার উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত বিষয়। "কক্ষা"-স্থলে "ব্যাখ্যা" এবং "বালক"-স্থলে "জননী"-পাঠান্তর। **শিশুভাবে ইত্যাদি**—সর্বশাস্ত্র-বিশারদ মহাপণ্ডিত হইলেও বালকদের (অথবা শচীমাতার) নিকটে বিশ্বরূপ শিশুর ন্যায় আচরণই করিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা তাঁহার নিরভিমানতাই সূচিত হইয়াছে।

৬৩। **মিশ্রবর**—জগন্নাথ মিশ্র। **সভায়**—পণ্ডিতদের সভায়।

৬৪। **কৌতুক**—আনন্দ। **সভা'ত**—সকলের মধ্যে।

৬৫। **নিত্যানন্দ-রূপ**—নিত্যানন্দের তুল্য (পরমসুন্দর)। অথবা, নিত্যানন্দেরই এক স্বরূপ (পূর্ববর্তী ৬১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। অথবা, নিত্যই (সর্বদাই) অনন্দ-রূপ (আনন্দ-স্বরূপ, পরমানন্দে ভাসমান, পরমানন্দে সমুজ্জ্বল)।

৬৬। **ছাওয়াল**—শিশু, বাচ্চা। **কিছু কিছু সভাকার**—সমস্ত শাস্ত্রেরই কিছু কিছু পড়িতেছি। বিশ্বরূপ এ-স্থলে সত্য কথাই বলিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার অহঙ্কার প্রকাশ পায় নাই; বরং "কিছু কিছু পঢ়ি"-বাক্যে তাঁহার দৈন্যই প্রকাশ পাইয়াছে; কেন না, তিনি বাস্তবিক সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন (পূর্ববর্তী ৬১-পয়ার দ্রষ্টব্য)।

৬৭। **শিশু-জ্ঞানে ইত্যাদি**—বিশ্বরূপ যে বাস্তবিক সর্বশাস্ত্র-বিশারদ, তাহা ভট্টাচার্যগণ জানিতেন না। সে-জন্য তাঁহার উক্তিকে শৈশব-চাঞ্চল্য-প্রসূত বাক্য মনে করিয়া এবং তাঁহাকেও নিতান্ত শিশু মনে করিয়া এবং শিশুর সঙ্গে বাদানুবাদ তাঁহাদের ন্যায় প্রবীণদের পক্ষে সঙ্গত নহে মনে করিয়া, তাঁহারা আর কিছুই বলিলেন না। **মিশ্র পাইলেন ইত্যাদি**—বিশ্বরূপ যে সর্বশাস্ত্রে বিশারদ, তাহা তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্রও জানিতেন না। তাই তিনি মনে করিলেন, বিচক্ষণ ভট্টাচার্যদের নিকটে বিশ্বরূপ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অহঙ্কারই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা ভাবিয়া মিশ্রবর মনে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিলেন। "কেহো কিছু না বলিয়া আর"-স্থলে "সভেই রহিলা মৌন করি" এবং "শুনি অহঙ্কার"-স্থলে "প্রাগল্‌ভ্য সোঙরি"-পাঠান্তর। প্রাগল্‌ভ্য—বাচালতা।

৬৮। "মিশ্র"-স্থলে "বিপ্র"-পাঠান্তর। **মারিলা এক চড়**—পণ্ডিতদের সভায় মিথ্যা অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বরূপের গালে এক চাপড় মারিলেন।

"যে পুঁথি পঢ়িস বেটা ! তাহা না বলিয়া ।
কি বোল বলিলি তুই সভা-মাঝে গিয়া ॥ ৬৯
তোমারে ত সভার হইল মূর্খ-জ্ঞান ।
আমারেও দিলে লাজ কহি অপ্রমাণ ॥" ৭০
পরম-উদার জগন্নাথ মহাভাগ ।
ঘরে গেলা পুত্ত্রেরে করিয়া বড় রাগ ॥ ৭১
পুন বিশ্বরূপ সেই সভামাঝে গিয়া ।
ভট্টাচার্য্য-সভা'-প্রতি বোলেন হাসিয়া ॥ ৭২
"তোমরা ত আমারে জিজ্ঞাসা না করিলা ।
বাপের স্থানেতে মোর শাস্তি করাইলা ॥ ৭৩
জিজ্ঞাসা করিতে যাহা লয় কারো মনে ।
সভে মিলি তাহা জিজ্ঞাসহ আমা'স্থানে ॥" ৭৪
হাসি বোলে এক ভট্টাচার্য্য "শুন শিশু !
আজি যে পঢ়িলে তাহা বাখানহ কিছু ॥" ৭৫
বাখানয়ে সূত্র বিশ্বরূপ ভগবান্ ।
সভার চিত্তেতে ব্যাখ্যা হইল প্রমাণ ॥ ৭৬
সভেই বোলেন "সূত্র ভাল বাখানিলা ।"
প্রভু বোলে 'ভাণ্ডাইলুঁ, কিছু না বুঝিলা ॥' ৭৭
যত বাখানিল সব করিলা খণ্ডন ।
বিস্ময় সভার চিত্তে হইল তখন । ৭৮
এইমত তিনবার করিয়া খণ্ডন ।
পুন সেই তিনবার করিলা স্থাপন ॥ ৭৯
'পরম সুবুদ্ধি' করি সভে বাখানিল ।
বিষ্ণুমায়ামোহে কেহো তত্ত্ব না জানিল ॥ ৮০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৯-৭০। এই দুই পয়ার হইতেছে বিশ্বরূপের প্রতি মিশ্রবরের উক্তি। **কহি অপ্রমাণ**—যাহার কোনও প্রমাণ নাই, তাহা কহিয়া। জগন্নাথ মিশ্রের ধারণা ছিল—বিশ্বরূপ সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই ; অথচ পণ্ডিতসভায় তিনি বলিয়াছেন, সকল শাস্ত্রেরই কিছু কিছু তিনি পঢ়িয়াছেন। মিশ্রবর মনে করিলেন—বিশ্বরূপ যখন সমস্ত শাস্ত্র পঢ়েন নাই, তখন তাঁহার উক্তি "অপ্রমাণ—প্রমাণহীন, ভিত্তিহীন।" এইরূপ ভাবিয়া মিশ্রবর লজ্জিত হইলেন ; তাই তিনি বলিয়াছেন—"আমারেও দিলে লাজ কহি অপ্রমাণ।" "দিলে লাজ কহি অপ্রমাণ"-স্থলে "দিলে লাজ করি অপমান"-পাঠান্তর।

৭৩-৭৪। "স্থানেতে"-স্থলে "সাক্ষাতে"-পাঠান্তর। সাক্ষাতে—নিকটে। এই দুই পয়ারোক্তিতে বিশ্বরূপ ভট্টাচার্যদিগকে জানাইলেন যে, তিনি যে বলিয়াছেন—"আমি সমস্ত শাস্ত্রেরই কিছু কিছু পঢ়ি," তাহা মিথ্যা কথা নহে। যে-কোনও শাস্ত্র-সম্বন্ধে তোমরা আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, আমি তাহার উত্তর দিতে পারি কি না। তখনই বুঝিতে পারিবে, আমি সে-দিন সত্যকথা বলিয়াছি, না মিথ্যা কথা বলিয়াছি।

৭৬। **সূত্র**—ব্যাকরণের সূত্র। ১।৬।৫৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। বিশ্বরূপ অধ্যাপকের নিকটে ব্যাকরণ পঢ়িতেন এবং ইহাই সকলে জানিতেন। **প্রমাণ**—যথার্থ বা খণ্ডনের অযোগ্য বলিয়া জ্ঞান।

৭৭। **ভাণ্ডাইলুঁ**—ভাঁড়াইলাম, ফাঁকি দিলাম।

৮০। **বাখানিল** প্রশংসা করিলেন। **বিষ্ণুমায়ামোহে**—বিষ্ণুর ( ভগবানের ) মায়া ( বহিরঙ্গা মায়া। ১।৩।১৪০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ) দ্বারা বিমোহিত হওয়ায়। "কেহো"-স্থলে "কিছু"-পাঠান্তর। **তত্ত্ব না জানিলা**—বিশ্বরূপের স্বরূপতত্ত্ব, বিশ্বরূপ যে ঈশ্বর-তত্ত্ব—সুতরাং সর্বজ্ঞ, অনাদিবহির্মুখ-

হেনমতে নবদ্বীপে বৈসে বিশ্বরূপ।
ভক্তিশূন্য লোক দেখি না পায় কৌতুক ॥ ৮১
ব্যবহারমদে মত্ত সকল সংসার।
না করে বৈষ্ণব-যশ-মঙ্গল-বিচার ॥ ৮২
পুত্রাদির মহোৎসবে করে ধন-ব্যয়।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণধর্ম্ম কেহো না জানয় ॥ ৮৩
যত অধ্যাপক সব—তর্ক সে বাখানে'।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপূজা—কিছুই না মানে' ॥ ৮৪
যদি বা পঢ়ায় কেহো ভাগবত গীতা।
কেহো না বাখানে' ভক্তি, করে সূক্ষ্ম চিন্তা ॥ ৮৫
সর্ব্ব-স্থানে বিশ্বরূপ ঠাকুর বেড়ায়।
ভক্তিযোগ না শুনিঞা বড় দুঃখ পায় ॥ ৮৬
সকলে অদ্বৈতসিংহ পূর্ণ-কৃষ্ণশক্তি।
পঢ়াইয়া বাশিষ্ঠ, বাখানে' কৃষ্ণভক্তি ॥ ৮৭
অদ্বৈতের ব্যাখ্যা বুঝে, হেন কোন্ আছে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য নদীয়ার মাঝে ॥ ৮৮
চারিদিগে বিশ্বরূপ পায় মনোদুঃখ।
অদ্বৈতের স্থানে সবে পায় প্রেমসুখ ॥ ৮৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

জীবমোহিনী বহিরঙ্গা মায়াকর্তৃক বিমোহিত বলিয়া ভট্টাচার্যদের মধ্যে কেহই তাহা জানিতে পারিলেন না। বিশ্বরূপের তত্ত্ব ১।২।১৩৮-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

৮১। "বৈসে"-স্থলে "সেই"-পাঠান্তর। **কৌতুক**—আনন্দ, সুখ।

৮২। **ব্যবহারমদে**—লৌকিক জগতের ধন-জন-স্ত্রী-পুত্রাদির মাদকতায়। **বৈষ্ণব-যশ-মঙ্গল-বিচার**—বৈষ্ণবের মহিমারূপ মঙ্গলকর বিষয়ের বিচার বা আলোচনা। অথবা, **বৈষ্ণব**—বিষ্ণু-সম্বন্ধীয়, বিষ্ণুতত্ত্ব-শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয়। **বৈষ্ণব-যশ-মঙ্গল-বিচার**—বিষ্ণুসম্বন্ধীয় বা কৃষ্ণসম্বন্ধীয় (অর্থাৎ বিষ্ণুর বা শ্রীকৃষ্ণের) যশ (মহিমারূপ) মঙ্গল (মঙ্গলজনক বিষয়ের) বিচার (আলোচনা বা অনুসন্ধান কেহ করে না)। "বৈষ্ণব"-স্থলে "কৃষ্ণের"-পাঠান্তর।

৮৩। **মহোৎসবে**—পুত্রাদির অন্নপ্রাশন-বিবাহাদি উপলক্ষে আড়ম্বর-পূর্ণ উৎসবে।

৮৪। **তর্ক সে বাখানে**—তর্কময়ী ব্যাখ্যাই করেন; অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র (ন্যায়শাস্ত্র) অনুসারে, কেবল শব্দাদির যথাশ্রুত অর্থ-নির্ণয়ে নানারূপ তর্কের অবতারণা করেন, গূঢ় অর্থ-নির্ণয়ের চেষ্টা করেন না, ভক্তিহীন বলিয়া তাহা করিতে সমর্থও নহেন; **না মানে**—স্বীকার করেন না। "মানে"-স্থলে "জানে"-পাঠান্তর।

৮৫। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে "কেহো"-স্থলে "সেহো" এবং "সূক্ষ্ম"-স্থলে "শুষ্ক"-পাঠান্তর। **সূক্ষ্মচিন্তা**—তর্কশাস্ত্র অনুসারে "চুল চিরা"-বিচার।

৮৭। **সকলে**—একমাত্র। "সকলে"-স্থলে "সে-কালে"-পাঠান্তর। **পূর্ণ-কৃষ্ণশক্তি**—শ্রীকৃষ্ণের শক্তি পূর্ণরূপে যাঁহার মধ্যে বিরাজিত, তিনি পূর্ণ-কৃষ্ণশক্তি। **বাশিষ্ঠ**—যোগবাশিষ্ঠ-নামক জ্ঞানমার্গের উপযোগী গ্রন্থ। শ্রীঅদ্বৈত পূর্ণ-কৃষ্ণশক্তি বলিয়া ভক্তিবিরোধী যোগবাশিষ্ঠেরও ভক্তিতাৎপর্যময় অর্থ করিতে পারিতেন।

৮৮। অন্বয়। বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য অদ্বৈতের ব্যাখ্যা বুঝিতে পারেন, এমন লোক নদীয়ার মধ্যে কে আছেন?

নিরবধি থাকে প্রভু অদ্বৈতের সঙ্গে।
বিশ্বরূপ-সহিত অদ্বৈত বৈসে রঙ্গে ॥ ৯০
পরম-বালক প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
কুটিল-কুন্তল, বেশ অতি মনোহর ॥ ৯১
মা'য়ে বোলে "বিশ্বম্ভর ! যাহ রড় দিয়া।
তোমার ভাইরে ঝাট আনহ ডাকিয়া ॥" ৯২
মা'য়ের আদেশে প্রভু ধায় বিশ্বম্ভর।
সত্বরে আইলা—যথা অদ্বৈতের ঘর ॥ ৯৩
বসিয়াছে অদ্বৈত বেঢ়িয়া ভক্তগণ।
শ্রীবাসাদি করিয়া যতেক মহাজন ॥ ৯৪
বিশ্বম্ভর বোলে "ভাই ! ভাত খাওসিয়া।
বিলম্ব না কর," বোলে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৯৫
হরিল সভার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
সভেই চা'হেন রূপ পরম-সুন্দর ॥ ৯৬
মোহিত হইয়া চা'হে অদ্বৈত-আচার্য্য।
সেই মুখ চা'হে সব পরিহরি কার্য্য ॥ ৯৭
এইমত প্রতিদিন মা'য়ের আদেশে।
বিশ্বরূপ ডাকিবার ছলে প্রভু আইসে ॥ ৯৮
চিন্তয়ে অদ্বৈত চিত্তে—দেখি বিশ্বম্ভর।
"মোর চিত্ত হরে' শিশু পরম-সুন্দর ॥ ৯৯
মোর চিত্ত হরিতে কি পারে অন্য জন।
এই বা মোহোর প্রভু মোহে' মোর মন ॥ ১০০
সর্ব্বভূত-হৃদয় ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চিন্তিতে' অদ্বৈত ঝাট চলি যায় ঘর ॥ ১০১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯০। "বৈসে"-স্থলে "রস"-পাঠান্তর। **প্রভু**—বিশ্বরূপ। **রঙ্গে**—আনন্দে।

৯১। **পরম-বালক প্রভু**—যে-সময়ে বিশ্বরূপ অদ্বৈতের সঙ্গে নিরবধি ভক্তিরস আস্বাদন করিতেন, সেই সময়ে প্রভু বিশ্বম্ভর ছিলেন পরম বালক, অত্যন্ত শিশু। **বেশ**—পোষাক। "বেশ"-স্থলে "শোভে"-পাঠান্তর।

৯২। **মায়ে**—শচীমাতা। **রড় দিয়া**—দৌড়াইয়া, তাড়াতাড়ি।

৯৪। বিশ্বম্ভর গিয়া দেখিলেন, অদ্বৈত বসিয়া রহিয়াছেন; আর শ্রীবাসাদি যত মহাজন ভক্তগণ আছেন, তাঁহারা সকলে অদ্বৈতকে বেঢ়িয়া (বেষ্টন করিয়া অদ্বৈতের চারিদিকে) বসিয়া রহিয়াছেন।

৯৫। **খাওসিয়া**—আসিয়া খাও।

৯৭। **সেই মুখ**—সেই পরমসুন্দর বিশ্বম্ভরের মুখ। **সব পরিহরি কার্য্য**—অন্য সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করিয়া, তন্ময় হইয়া।

৯৮। "ছলে"-স্থলে "ছলেতে"-পাঠান্তর।

১০০। **অন্য জন**—শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ। **মোহোর**—মোর, আমার। **মোহোর প্রভু**—আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ। **মোহে মোর মন**—আমার মনকে মুগ্ধ করিতেছেন। "মোহে মোর"-স্থলে "হেন লয়"-পাঠান্তর। হেন লয় মন—আমার মনে হইতেছে, এই শিশু যেন (কিবা) আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণই; যেহেতু, এই শিশু আমাকে মুগ্ধ করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কেহ তো আমাকে মুগ্ধ করিতে, অন্য সমস্ত ভুলাইয়া দিতে, পারেন না!

১০১। **অন্বয়।** **ঠাকুর বিশ্বম্ভর হইতেছেন** সর্বভূত-হৃদয় (সকল জীবের হৃদয়স্বরূপ, সকলের

নিরবধি বিশ্বরূপ অদ্বৈতের সঙ্গে।
ছাড়িয়া সংসারসুখ গোঙায়েন রঙ্গে ॥ ১০২
বিশ্বরূপ-কথা আদিখণ্ডে সে বিস্তার।
অনন্ত-চরিত্র নিত্যানন্দকলেবর ॥ ১০৩
ঈশ্বরের ইচ্ছা সবে ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কথোদিনে ॥ ১০৪
জগতে বিদিত নাম 'শ্রীশঙ্করারণ্য'।
চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥ ১০৫
করি দণ্ডগ্রহণ চলিলা বিশ্বরূপ।
আইর বিদরে নিরবধি শোকে বুক ॥ ১০৬
মনে মনে গণে' আই হইয়া সুস্থির।
"অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিলা বাহির ॥" ১০৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অন্তর্যামী)। অদ্বৈত চিন্তিতে (অদ্বৈত যখন পূর্বপয়ারে কথিতভাবে চিন্তা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চিন্তিত বিষয় অবগত হইয়া আত্মগোপন-তৎপর বিশ্বম্ভর) ঝাট চলি যায় ঘর (তাড়াতাড়ি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া ঘরে চলিয়া যায়েন)।

১০২। অন্বয়। বিশ্বরূপ সংসারসুখ ছাড়িয়া (পরিত্যাগ করিয়া) নিরবধি (সর্বদা) অদ্বৈতের সঙ্গে রঙ্গে (আনন্দে) গোঙায়েন (সময় যাপন করেন)।

১০৩। **আদিখণ্ডে**—এই গ্রন্থের আদিখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে। **বিস্তার**—বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। "বিস্তার"-স্থলে "বিস্তর"-পাঠান্তর। বিস্তর—বহু। **অনন্তচরিত্র** ইত্যাদি—অনন্তদেবরূপে বিহারকারী নিত্যানন্দের কলেবর (একস্বরূপ) হইতেছেন বিশ্বরূপ (১।২।১৩৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১০৪। **সবে ঈশ্বর সে জানে**—একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, অপর কেহ জানিতে পারে না। ব্যঞ্জনা এই—বিশ্বরূপ হইতেছেন ঈশ্বর-তত্ত্ব। কোন্ ইচ্ছার বশে তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন, অপর কেহ, জানিতে পারে না। "ইচ্ছা সবে ঈশ্বর সে"-স্থলে "ইচ্ছা সে ঈশ্বর ভাল" পাঠান্তর।

১০৫। **শ্রীশঙ্করারণ্য**—বিশ্বরূপের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম। **অনন্ত-পথে**—অনন্তের পথে, অনন্তের (অনন্ত—অন্তহীন, সীমাহীন, সর্বব্যাপক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তির) পথে। **বৈষ্ণবাগ্রগণ্য**—বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ ঈশ্বরতত্ত্ব হইলেও, মূলভক্ত-অবতার নিত্যানন্দরূপ বলরামের অংশ বলিয়া বলরামের ন্যায় তিনিও ভক্তভাবাপন্ন। সেজন্য তাঁহাকে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বলা হইয়াছে।

১০৬। **দণ্ডগ্রহণ করিয়া**—সন্ন্যাসীর দণ্ডগ্রহণ করিয়া, অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইয়া।

১০৭। **গণে**—ভাবেন। **অদ্বৈত সে** ইত্যাদি—শ্রীঅদ্বৈতাচার্যই আমার পুত্র বিশ্বরূপকে ঘরের বাহির করিলেন। শচীমাতা মনে মনে ভাবিলেন—"আমার বিশ্বরূপ সর্বদা অদ্বৈতের সঙ্গ করিতেন। পরম ভাগবতোত্তম শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গের প্রভাবেই আমার বিশ্বরূপের সংসার-বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, সাধন-ভজনের উদ্দেশ্যে ঘরের বাহির হইয়া বিশ্বরূপ সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন।" এইরূপে, শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গ-মহিমা অনুভব করা সত্ত্বেও শুদ্ধবাৎসল্যের আবেশে মনে মনে মাতা ভাবিলেন—"অদ্বৈতই আমার বিশ্বরূপকে ঘরের বাহির করিলেন।"

তথাপিহ আই বৈষ্ণবাপরাধ-ভয়ে।
কিছু না বোলয়ে; মনে মহা-দুঃখ পায়ে ॥ ১০৮
বিশ্বম্ভর দেখি সব পাসরিলা দুঃখ।
প্রভুও মা'য়ের বড় বাঢ়ায়েন সুখ ॥ ১০৯
দৈবে কথোদিনে প্রভু করিলা প্রকাশ।
নিরবধি অদ্বৈতের সংহতি বিলাস ॥ ১১০
ছাড়িয়া সংসারসুখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী পরিহরি থাকে অদ্বৈতের ঘর ॥ ১১১
না রহে গৃহেতে পুত্র—হেন দেখি আই।
"এহো পুত্র নিলা মোর আচার্য্যগোসাঞি ॥" ১১২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০৮। **তথাপিহ**—মনে মনে উল্লিখিতরূপ ভাবনা পোষণ করিলেও, শচীমাতা **বৈষ্ণবাপরাধ-ভয়ে**—বৈষ্ণবাগ্রগণ্য অদ্বৈতের সম্বন্ধে কোনওরূপ কটাক্ষ করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হইবে মনে করিয়া, **কিছু না বোলয়ে**—মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলেন না, কিন্তু তিনি **মনে** ইত্যাদি—চিত্তে অতিশয় দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। শচীমাতা ছিলেন "বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী" (পূর্ববর্তী ৪০-পয়ার), "পরম-বৈষ্ণবী এবং মূর্তিমতী ভক্তি" (পূর্ববর্তী ৪৫-পয়ার)। এ-জন্য বৈষ্ণবাপরাধকে তিনি অত্যন্ত ভয় করিতেন, বৈষ্ণবাপরাধ-জনক কার্যে বা বাক্যে কখনও তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিত না। তাই নিজের তীব্র মনোদুঃখকে তিনি মনেই চাপিয়া রাখিলেন, অদ্বৈতের নিকটে তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিলেন না। "মনে মহা"-স্থলে "মাত্র মনে"-পাঠান্তর।

১০৯। **বিশ্বম্ভর দেখি** ইত্যাদি—বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া বিশ্বরূপের বিরহ-দুঃখ শচীমাতা ভুলিয়া গেলেন।

১১০। **কথোদিনে**—কিছুকাল পরে। **প্রভু করিলা প্রকাশ**—প্রভু বিশ্বম্ভর আত্ম-প্রকাশ করিলেন। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেই প্রভু আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার অনেক পূর্বেই শ্রীজগন্নাথ মিশ্র অন্তর্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, আত্ম-প্রকাশের পরে প্রভু **নিরবধি** ইত্যাদি—সর্বদাই অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে কৃষ্ণকথারসে কালাতিপাত করিতেন। আত্মপ্রকাশের পরে কখনও কখনও ঈশ্বর-ভাব প্রকাশ করিলেও প্রভুর স্বরূপগত ভক্তভাবেরই প্রাধান্য ছিল। এই ভক্তভাবেই প্রভু পরম-ভাগবতোত্তম শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গে আনন্দ অনুভব করিতেন।

১১১। **লক্ষ্মী পরিহরি**—গৌর-লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার নিকটে না থাকিয়া।

১১২। **না রহে** ইত্যাদি—পুত্র বিশ্বম্ভর ঘরে থাকেন না এবং সর্বদাই অদ্বৈতের সঙ্গে থাকেন, ইহা দেখিয়া, শচীমাতার মনে বিশ্বরূপের আচরণের কথা (বিশ্বরূপও ঘরে না থাকিয়া যে অদ্বৈতের সঙ্গেই থাকিতেন, সেই কথা) জাগ্রত হইল। তখন তাঁহার চিত্তে আশঙ্কা জাগিল যে, অদ্বৈতের সঙ্গের প্রভাবে বিশ্বরূপ যেমন সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে পারিয়া ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন, বিশ্বম্ভরও না জানি তদ্রূপ করেন। ইহা ভাবিয়া শচীমাতা মনে মনে ভাবিলেন, **এহো পুত্র** ইত্যাদি—অদ্বৈতাচার্য-গোস্বামী বুঝি আমার এই পুত্রটিকেও নিলেন (বিশ্বরূপের ন্যায় ঘরের বাহির করিলেন, অর্থাৎ শীঘ্রই করিবেন)। শুদ্ধবাৎসল্যের নিবিড় আবেশেই শচীমাতার এইরূপ আশঙ্কা।

সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই।
"কে বোলে 'অদ্বৈত',—'দ্বৈত' এ বড় গোসাঞি॥১১৩
চন্দ্রসম এক পুত্র করিয়া বাহির।
এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির॥ ১১৪
অনাথিনী—মোরে ত কাহারো নাহি দয়া।
জগতেরে অদ্বৈত, মোরে সে দ্বৈত-মায়া॥" ১১৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৩-১১৫। **সেই দুঃখে**—আশঙ্কিত বিশ্বম্ভরের বিরহদুঃখে। **আই** শচীমাতা **সবে**—কেবল **এই**—১১৫-পয়ারোক্তি পর্যন্ত কথাগুলি **বলিলেন**—কহিলেন। শচীমাতা নিজের ঘরে বসিয়া তাঁহার প্রাণাধিক বিশ্বম্ভরের কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে মনেই নিম্নোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন, শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে নহে! কেন না, শ্রীঅদ্বৈত তখন সে-স্থানে ছিলেন না। তিনি মনে মনে বলিলেন, **কে বোলে "অদ্বৈত"**—এই আচার্য-গোঁসাইকে কে "অদ্বৈত" বলে? তাঁহাকে "অদ্বৈত" বলা সঙ্গত নয়; যেহেতু তিনি বাস্তবিক "অদ্বৈত" নহেন, **"দ্বৈত" এ বড় গোসাঞি**—এই আচার্য-গোঁসাই অত্যন্ত "দ্বৈত"। তাৎপর্য এই। দ্বৈত=দ্বৈতম্ (দ্বি+ইত+ষ্ণ) দ্বয়ম্॥ ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম অভিধান॥ যাঁহারা ব্রহ্ম এবং জীব-জগদাদিকে দুই বস্তু বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে দ্বৈতবাদী বলা হয়। এ-স্থলে প্রকরণ অনুসারে এইরূপ অর্থ গ্রহণীয় নহে। প্রকরণ অনুসারে এ-স্থলে "দ্বৈত"-শব্দের অর্থ হইবে—দ্বি (দুই) করার অনুকূল মনোভাব, অর্থাৎ দুই ভাগ করার, একসঙ্গে অবস্থিত মাতা ও পুত্রকে দুই ভাগ, বা পরস্পর হইতে পৃথক করার অনুকূল মনোভাব, যাঁহার মধ্যে বিরাজিত, তিনি হইতেছেন "দ্বৈত"। আর, "অদ্বৈত"=ন দ্বৈত, যিনি "দ্বৈত" নহেন, একসঙ্গে অবস্থিত মাতা ও পুত্রকে পরস্পর হইতে পৃথক করার ভাব যাঁহার মধ্যে থাকে না, তিনিই "অদ্বৈত"। এই আচার্য-গোসাই "অদ্বৈত" নহেন, তিনি "দ্বৈত"। একথা বলার হেতু এই যে, তিনি **চন্দ্রসম** ইত্যাদি—চন্দ্রতুল্য আমার এক পুত্র বিশ্বরূপকে ঘর হইতে বাহির করিয়াছেন, আমা হইতে পৃথক করিয়া তাঁহার "দ্বৈতত্বের" পরিচয় দিয়াছেন। বিশ্বরূপকে বাহির করিয়া তিনি, **এহো পুত্র** ইত্যাদি—আমার এই পুত্রটিকেও, বিশ্বম্ভরকেও স্থির করিতে, আমার নিকটে স্থির হইয়া থাকিতে, দিলেন না (দিতেছেন না)। ("দিলেন করিবারে"-স্থলে "দিবেন হইবারে"-পাঠান্তর। অর্থ—আমার নিকট স্থিরভাবে থাকিতে দিবেন না।) **অনাথিনী**—আমি অনাথিনী, পতিহীনা, **মোরে ত** ইত্যাদি—আমার প্রতি কাহারও দয়া নাই। গূঢ় অর্থ—আমার প্রতি আচার্য-গোঁসাইরও দয়া নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে, পতিহীনা আমার একমাত্র সম্বল আমার প্রাণাধিক বিশ্বম্ভর যাহাতে ঘরে থাকিতে পারে, তাহাই তিনি করিতেন। বোধ হয়, তাহা তিনি করিবেনও না। যেহেতু, আচার্য-গোঁসাই হইতেছেন পরম-ভাগবতোত্তম। যাহাতে জীবের পারমার্থিক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ। সংসার-সুখ হইতেছে পরমার্থের প্রতিকূল। বিশ্বম্ভর যদি আমার নিকটে থাকেন, তাহা হইলে আমার সুখ এবং বিশ্বম্ভরেরও সংসার-সুখ হইবে বটে; কিন্তু তাহাতে বিশ্বম্ভরের পরমার্থ-প্রাপ্তির বিঘ্ন জন্মিতে পারে। সুতরাং আচার্য-গোঁসাইর ন্যায় পরমভাগবতোত্তমের পক্ষে বিশ্বম্ভরকে গৃহে থাকার নিমিত্ত প্ররোচিত করা সম্ভব নয়। আচার্য-গোঁসাইর পক্ষে তাহা দোষের কিছু নয়, বরং তাহা তাঁহার কর্তব্যই। কিন্তু (ভক্তি হইতে উত্থিত

সবে এই অপরাধ, আর কিছু নাঞি। ইহার লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঞি॥ ১১৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দৈন্যবশতঃ মাতা বলিতেছেন ) পরমার্থভূত বস্তুর দিকে তো আমার মন যায় না, প্রাণাধিক প্রিয় আমার বিশ্বম্ভরের সঙ্গে একত্রে থাকার নিমিত্ত এবং বিশ্বম্ভরকে সংসারসুখ ভোগ করাইবার নিমিত্তই আমার লালসা। আমার এই লালসা-পরিপূরণের আনুকূল্য যিনি করিবেন, আমি মনে করি, আমার প্রতি তাঁহারই দয়া আছে। কিন্তু পরম ভাগবতোত্তম আচার্য-গোঁসাইর পক্ষে আমার প্রতি আমার কাম্য এই দয়া প্রদর্শন সম্ভব নয়। সুতরাং আমার অভীষ্ট দয়া যে আচার্য-গোঁসাই আমার প্রতি প্রকাশ করিবেন, তাহা আমি আশা করিতে পারি না। সে-জন্য আমার মনে হইতেছে, আচার্য-গোঁসাই হইতেছেন, **জগতেরে অদ্বৈত**—জগদ্‌বাসী অন্য সকলের সম্বন্ধেই "অদ্বৈত", কেন না আমি ছাড়া অন্য কাহাকেও তিনি পুত্র হইতে পৃথক্ করিয়া রাখেন নাই; কিন্তু তিনি **মোরে সে দ্বৈত-মায়া**—কেবল মাত্র আমার সম্বন্ধেই "দ্বৈতমায়া—দ্বৈতভাবরূপ মায়া" প্রকাশ করিয়াছেন, আমার এক পুত্রকে ঘরের বাহির করিয়া আমা হইতে পৃথক্ করিয়াছেন। ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ সংসারী জীবের ভাবে আবিষ্ট হইয়া এবং তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়পুত্রের সম্বন্ধে শুদ্ধবাৎসল্যপ্রেমের আবেশেই "বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী এবং মূর্তিমতী ভক্তি" শচীমাতা মনে মনে এই কথাগুলি বলিয়াছেন।

**১১৬।** এই পয়ার গ্রন্থকারের উক্তি। গ্রন্থকার বলিতেছেন, **সবে এই অপরাধ** ইত্যাদি—ইহাই ( পূর্বোক্ত কথাগুলিই ) শচীমাতার একমাত্র অপরাধ, অন্য কিছু নাই। পূর্বে ৫৭-পয়ারে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—"বস্তু-বিচারে সেহো 'অপরাধ' নহে। তথাপিহ 'অপরাধ' করি প্রভু কহে॥" ইহাকেই প্রভু শচীমাতার অপরাধ-রূপে প্রকাশ করিয়া, **ইহার লাগিয়া** ইত্যাদি—এই অপরাধের জন্য প্রভু শচীমাতাকে প্রেমভক্তি দিলেন না।

**বস্তু বিচারে ইহা অপরাধ নয়** কেন, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে। শাস্ত্র-কথিত বাস্তব সত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে, নিন্দা-বিদ্বেষের ভাব কিংবা হেয়ত্ব-প্রতিপাদনের ভাব হৃদয়ে পোষণ না করিয়া, যদি কাহারও উক্তির বা আচরণের দোষ প্রদর্শন করা হয়, সেই দোষ-প্রদর্শনে কোনও অপরাধ হয় বলিয়া মনে হয় না। রামানুজাচার্য-মধ্বাচার্যও ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদেরও অপরাধের ভয় ছিল। মহাপ্রভুর চরণানুগত পার্ষদ বৈষ্ণবাচার্য গোস্বামিগণও অপরাধকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। কিন্তু রামানুজ, মধ্বাচার্য এবং বৈষ্ণবাচার্য গোস্বামিগণ—ইঁহারা সকলেই শ্রীপাদ শঙ্করের প্রতি কোনওরূপ অশ্রদ্ধার ভাব হৃদয়ে পোষণ না করিয়া, বরং শ্রীপাদ শঙ্করের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াই, শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত বাস্তব-সত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ-ভাষ্যের শত-শত দোষের উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। তাহাতে যে তাঁহাদের অপরাধ হইয়াছে, একথা কেহই স্বীকার করিবেন না। শঙ্করানুগতদের নিকটে তাহা অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইলেও, বস্তু-বিচারে তাহা অপরাধ নহে। পারমার্থিক শাস্ত্রও বলিয়া গিয়াছেন, অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেও জীবের পক্ষে হিতকর বাস্তব-সত্যের কথনই শ্রেয়স্কর। "শ্রেয়স্তত্র হিতং বাক্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ম্॥ বি. পু.॥ ৩।১২।৪৪॥"

### নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যিনি অপরাধের সাঙ্ঘাতিক কুফলের কথা সর্বদা সর্বত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীপাদশঙ্করের মায়াবাদ-ভাষ্যের বহু দোষের কথা বলিয়া গিয়াছেন। ইহা যদি অপরাধ-জনক হইত, তাহা হইলে তিনি কখনও তাহা করিতেন না। ইহা হইতে জানা গেল—নিন্দা-বিদ্বেষ, বা হেয়তা-প্রতিপাদনের মনোভাবই হইতেছে অপরাধের মূলীভূত কারণ। নিন্দা-বিদ্বেষের বা হেয়তা-প্রতিপাদনের ভাব হৃদয়ে পোষণ না করিয়া, বস্তুর স্বরূপ-প্রকাশের উদ্দেশ্যে যদি কাহারও উক্তির বা আচরণের দোষ-প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে কোনও অপরাধ হয় বলিয়া মনে হয় না।

এক্ষণে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-সম্বন্ধে শচীমাতার উক্তির আলোচনা করা হইতেছে। শচীমাতা ছিলেন, "পরমা বৈষ্ণবী, মূর্তিমতী ভক্তি। পূর্ববর্তী ৪৫-পয়ার ॥", "বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী ॥ পূর্ববর্তী ৪০-পয়ার।" তিনি বৈষ্ণবাপরাধকে অত্যন্ত ভয়ও করিতেন ( পূর্ববর্তী ১০৮-পয়ার )। অদ্বৈতাচার্যের প্রতি শচীমাতার অত্যন্ত অনুরাগও ছিল ( পূর্ববর্তী ৪৮-পয়ার )। শ্রীঅদ্বৈতকে তিনি পরম-বৈষ্ণব বলিয়াও মনে করিতেন। কেন না তাঁহার নিকটে বৈষ্ণবাপরাধ হইবে আশঙ্কা করিয়া তিনি তাঁহার সম্বন্ধে কোনও কথা খুলিয়া বলিতেন না ( পূর্ববর্তী ১০৮-পয়ার )। শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তিও ছিল। নচেৎ ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ প্রেমপ্রাপ্তির নিমিত্ত পরমোৎকণ্ঠায় তিনি অদ্বৈতের পদধূলি গ্রহণ করিতেন না। হৃদয়ে শ্রদ্ধাভক্তি পোষণ না করিয়া, কেবল লোক-দেখানো ভাবে চরণ-ধূলি গ্রহণে যে অপরাধ দূর হইতে পারে না, মূর্তিমতী ভক্তি শচীমাতা তাহা জানিতেন। এ-সমস্ত কারণে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, শ্রীঅদ্বৈত-সম্বন্ধে নিন্দা বিদ্বেষের বা তাঁহার হেয়তা-প্রতিপাদনের ভাব শচীমাতার হৃদয়ে কখনও স্থান পাইতে পারে না। সুতরাং অপরাধের মূলীভূত কারণ শচীমাতার চিত্তে ছিল না। কারণব্যতীত কার্য হইতে পারে না। অপরাধের মূলীভূত কারণ শচীমাতার চিত্তে ছিল না বলিয়া তাঁহার বাস্তব কোনও অপরাধও হয় নাই।

১১৩-১৫ পয়ারত্রয়ে অদ্বৈতাচার্য-সম্বন্ধে শচীমাতা মনে মনে যে-কথাগুলি বলিয়াছেন, সেই কথাগুলির যথাশ্রুত অর্থে কেহ কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে, শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি একটা রোষ শচীমাতার চিত্তে ছিল। কিন্তু বাস্তবিক যে তাহা ছিল না, পরম-ভাগবতোত্তমের সম্বন্ধে যেরূপ শ্রদ্ধা এবং মর্যাদা-জ্ঞান থাকা উচিত, অদ্বৈতাচার্যের সম্বন্ধে শচীমাতার চিত্তেও যে সেইরূপ শ্রদ্ধা ও মর্যাদা-জ্ঞান ছিল, ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ সংসারী জীব-অভিমানে যেরূপ দয়া শচীমাতা সকলের নিকটে আশা করেন, পরমভাগবতোত্তম এবং সকলের পরমার্থ-মঙ্গলকামী শ্রীঅদ্বৈতের পক্ষে তাঁহার প্রতি সেইরূপ দয়া-প্রদর্শন যে সম্ভব নয়, তাহাও যে শচীমাতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, পূর্ববর্তী পয়ারত্রয়ের টীকায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতেই জানা যায়, শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি কোনওরূপ রোষের ভাবই শচীমাতার চিত্তে স্থান পায় নাই। সংসারী জীব-অভিমানে, তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় এবং পতিহীনার পক্ষে একমাত্র সম্বল বিশ্বম্ভর-সম্বন্ধে শুদ্ধবাৎসল্যের আবেশেই শচীমাতা মনে মনে এই কথাগুলি বলিয়াছেন এবং বলিবার সময়ে তাঁহার চিত্তের সম্যক্ আবেশ ছিল বিশ্বম্ভরে, বাৎসল্যেই তাঁহার চিত্ত সম্যক্রূপে তন্ময়তা লাভ করিয়াছিল। এই কথাগুলি তিনি যদি অদ্বৈতের সাক্ষাতে, তাঁহার শ্রুতিগোচর ভাবেও বলিতেন, তাহা

এ-কালে যে বৈষ্ণবেরে 'বড়' 'ছোট' বোলে।
নিশ্চিন্তে থাকুক্ সে জানিব কথোকালে ॥ ১১৭

জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্।
বৈষ্ণবাপরাধ করায়েন সাবধান ॥ ১১৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইলেও শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার প্রতি রুষ্ট বা অসন্তুষ্টও হইতেন না; কেন না শ্রীঅদ্বৈত শচীমাতার মনের নিগূঢ় ভাব বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার উক্তিতে তাঁহার মনের গূঢ় ভাবই, বিশ্বম্ভরের সম্বন্ধে শুদ্ধবাৎসল্যই, প্রকাশ পাইয়াছে, অন্য কিছুই না। এ-জন্যই গ্রন্থকার শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বলিয়াছেন—"বস্তুবিচারে শচীমাতার কোনও অপরাধই হয় নাই।" তথাপি প্রভু কেন ইহাকে শচীমাতার অপরাধ বলিলেন, সে-বিষয়ের আলোচনা পরবর্তী ১১৮-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১১৭। একালে যে ইত্যাদি—আজকাল যে-ব্যক্তি বৈষ্ণবগণ-সম্বন্ধে বলেন যে, "অমুক বড় বৈষ্ণব, অমুক ছোট বৈষ্ণব", নিশ্চিন্তে ইত্যাদি—এ-বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন (অর্থাৎ ইহা নিশ্চিত যে), কিছুকাল পরে তিনি জানিতে পারিবেন (তাঁহার ঐরূপ উক্তির কি সাঙ্ঘাতিক কুফল)। কুফলের হেতু এই যে, যাঁহাকে "ছোট" বলা হয়, তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। ইহা বৈষ্ণবাপরাধ। '"বড়' 'ছোট'"-স্থলে "বেটা বেটা"-পাঠান্তর। "বেটা" শব্দও তাচ্ছিল্য-বাচক, অবজ্ঞা-বাচক—সুতরাং অপরাধ-জনক।

১১৮। অন্বয়। (জগতের) শিক্ষাগুরু ভগবান্ (গৌরচন্দ্র) জননীকে উপলক্ষ্য করিয়া (জগতের জীব-সমূহকে) বৈষ্ণবাপরাধ-সম্বন্ধে সাবধান করাইলেন। জননীর লক্ষ্যে—প্রভুর জননী শচীমাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া। মাতার বৈষ্ণবাপরাধ আছে, সুতরাং তিনি প্রেম-প্রাপ্তির অযোগ্যা—এ-কথা বলিয়া।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন, বস্তু-বিচারে শ্রীঅদ্বৈতের নিকটে শচীমাতার কোনও অপরাধ হয় নাই। গ্রন্থকারের এই উক্তি যে সম্পূর্ণরূপে সত্য, পূর্ববর্তী ১১৩-১৫-পয়ারত্রয়ের টীকায় যে-আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে পরিষ্কারভাবেই তাহা জানা যায়। তথাপি প্রভু কেন যে বলিলেন—শচীমাতার অপরাধ হইয়াছে, এক্ষণে সে-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে।

প্রভু যে-সময়ে শচীমাতার বৈষ্ণবাপরাধের এবং তজ্জন্য প্রেম-প্রাপ্তির অযোগ্যতার, কথা এবং সেই বৈষ্ণবাপরাধ-স্খালনের উপায়ের কথা বলিয়াছেন (পূর্ববর্তী ২৪-২৫ এবং ৩৫-পয়ার), সেই সময়ে প্রভু ছিলেন সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের ভাবে আবিষ্ট (পূর্ববর্তী ১২-১৩ পয়ার)। ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট না থাকিলে, প্রভুর স্বাভাবিক ভক্তভাবে, শচীমাতা-সম্বন্ধে তিনি কখনও এ-সকল কথা এবং পূর্ববর্তী ৫১-পয়ারোক্ত কথাও বলিতে পারিতেন না। সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের ভাবে আবিষ্ট ছিলেন বলিয়া প্রভু তখন নিশ্চয়ই জানিতেন শচীমাতা কি বস্তু। শচীমাতার স্বরূপতত্ত্বসম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈত যাহা বলিয়াছেন (পূর্ববর্তী ৪০-৪২ পয়ার), তাহা যে পরম সত্য, তাহাও প্রভু জানিতেন; অর্থাৎ শচীমাতা যে দেবকী-যশোদা (পূর্ববর্তী ৪২-পয়ার। শচীমাতা যে দেবকী, একথা প্রভু নিজেও বলিয়াছেন। পরবর্তী ২।২৬।৪৪-৪৫ পয়ারদ্বয় দ্রষ্টব্য), সুতরাং সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তির মূর্তবিগ্রহ এবং তজ্জন্য শুদ্ধবাৎসল্য-প্রেমে যে শচীমাতার চিত্ত

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সম্যক্‌রূপে পরিপূর্ণ, সুতরাং নূতন করিয়া প্রেম-প্রাপ্তির কোনও প্রয়োজনই যে তাঁহার ছিল না; অধিকন্তু স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ বলিয়া মায়া যে তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারেন না, সুতরাং মায়ার প্রভাবে বহির্মুখ জীবের যে-সকল অপরাধ-জনক কার্যে প্রবৃত্তি জন্মে, সে-সকল কার্যে যে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না, তাঁহার পক্ষে কোনও অপরাধ-জনক কার্য যে একান্ত অসম্ভব, তাহাও প্রভু জানিতেন। তথাপি প্রভু যে বলিলেন, বৈষ্ণবাপরাধ আছে বলিয়া শচীমাতা প্রেম-প্রাপ্তির অযোগ্যা, অর্থাৎ শচীমাতার কোনও অপরাধ থাকিতে পারে না জানিয়াও যে তাঁহার বৈষ্ণবাপরাধের কথা এবং নূতন করিয়া তাঁহার প্রেম-প্রাপ্তির কোনও প্রয়োজন নাই জানিয়াও যে প্রেম-প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বলিলেন, তাহার হেতুসম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—বৈষ্ণবাপরাধ-সম্বন্ধে জগতের জীবকে সাবধান করাইবার নিমিত্তই প্রভু এ-সকল কথা বলিয়াছেন। ইহাদ্বারা জগতের জীবকে কিরূপে সাবধান করানো সম্ভব হইতে পারে এবং সাবধান করাইবার নিমিত্ত প্রভু শচীমাতাকেই বা উপলক্ষ্য করিলেন কেন, সে-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতে জানা যায়, প্রভুর এমন একটি প্রভাব আছে যে, তাঁহার দর্শনমাত্রেই লোকের পাপ-পুণ্য-অপরাধাদি সমস্ত সঞ্চিত কর্মফল সমূলে বিনষ্ট হয় এবং দর্শনকর্তা তৎক্ষণাৎ প্রেম লাভ করেন (২।১।১৬৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। অবশ্য, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে, কোনও সময়ে, কোনও লোককে প্রেমদান-বিষয়ে ইচ্ছাময় প্রভুর যদি ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার এই প্রভাব থাকে স্তম্ভিত-ক্রীয়াহীনা। পরবর্তীকালে প্রভু যখন দক্ষিণদেশে এবং পশ্চিমদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি সর্বত্র ব্যাপকভাবে এই প্রভাবটি বিস্তার করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে অবস্থান-কালেও শ্রীবাস-পণ্ডিতের যবন-দরজীর প্রসঙ্গে এই প্রভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রভু সর্বত্রই নির্বিচারে প্রেমদান করিয়াছেন। এই দিনও তিনি স্পষ্ট কথায় বলিয়াছেন "প্রেমভক্তি বিলাইতে মোহোর প্রকাশ। মাগ' মাগ' আরে নাঢ়া!। মাগ শ্রীনিবাস॥ পূর্ববর্তী ১৬-পয়ার।" (বিলাইতে—নির্বিচারে সকলকে বিতরণ করিতে)। নাঢ়াকে (শ্রীঅদ্বৈতকে) এবং শ্রীবাসকে প্রেমভক্তি যাচ্ঞা করার কথা বলিলেও (পূর্ববর্তী ১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য), প্রভু কিন্তু কেবল যে এই দুই জনকেই প্রেম দিয়াছেন তাহা নহে, অপর অনেককেই তাহা দিয়াছেন। "ভক্তিযোগ বিলায় গৌরাঙ্গ মহেশ্বর। পূর্ববর্তী ১৯-পয়ার।" কাহারও সম্বন্ধেই তিনি বৈষ্ণবাপরাধের বিচার করেন নাই। কেবল এই দিনই নহে, কোনও সময়েই তিনি অপরাধের বিচার করেন নাই। বিচারের প্রশ্নও উঠিতে পারে না। যেহেতু তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"প্রেমভক্তি বিলাইতে মোহর প্রকাশ॥ পূর্ববর্তী ১৬-পয়ার।" বিশেষতঃ, তাঁহার দর্শনমাত্রেই যখন অপরাধাদি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন অপরাধের বিচারের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তু যতদিন তিনি ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট থাকেন, ততদিনই লোকের পক্ষে তাঁহার দর্শনের সৌভাগ্য থাকে এবং দর্শনের ফলে লোকের অপরাধাদি বিনষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তাঁহার অন্তর্ধানের পরে তাঁহার দর্শনের সৌভাগ্যও লোকের হয় না, সুতরাং দর্শনের ফলে অপরাধাদি দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। প্রভু সর্বত্রই বৈষ্ণবাপরাধাদির বিচার না করিয়া প্রেম দিয়াছেন বটে; কিন্তু দুই চারি-স্থলেও যদি

চৈতন্যসিংহের আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন।
না বুঝি বৈষ্ণব নিন্দে' পাইব বন্ধন ॥ ১১৯
এ কথার হেতু কিছু শুন মন দিয়া।
যে নিমিত্ত গৌরচন্দ্র কহিলেন ইহা ॥ ১২০
ত্রিকাল জানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
জানে—সেবিবেক অদ্বৈতেরে দুষ্টগণ ॥ ১২১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অপরাধের বিচার না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অন্তর্ধানের পরবর্তীকালে যাঁহাদের জন্ম হইবে, তাঁহারা বৈষ্ণবাপরাধ-সম্বন্ধে সাবধান হইতেন না, বৈষ্ণবাপরাধের কোন গুরুত্ব আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন—"মহাপ্রভু যখন কাহারও সম্বন্ধেই অপরাধের বিচার না করিয়া প্রেম দিয়াছেন, তখন প্রেম-প্রাপ্তির ব্যাপারে বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব কিছু নাই, থাকিলে মহাপ্রভুও বৈষ্ণবাপরাধের বিচার করিতেন।" এইরূপ মনে করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ-বিষয়ে তাঁহারা সাবধান হইতেন না, নিঃসঙ্কোচে বৈষ্ণবাপরাধ করিয়াও বসিতেন। তখন প্রভুর দর্শনের সৌভাগ্য থাকে না বলিয়া দর্শনের ফলে অপরাধাদি দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। অপরাধাদি আপনা হইতেও দূরীভূত হয় না। সুতরাং প্রেম-প্রাপ্তির ব্যাপারে তাঁহাদের সাংঘাতিক বিঘ্ন জন্মিত। প্রভুর প্রকট-কালে তাঁহার দর্শনের এবং উপদেশের প্রভাবে সাধন-ভজনব্যতীতও লোক প্রেমলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু প্রভুর অন্তর্ধানের পরে, তাঁহার দর্শন মিলে না বলিয়া সাধন-ভজনব্যতীত প্রেমপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। সকল সময়ে সকল জীবের প্রেম-প্রাপ্তিই পরম করুণ প্রভুর ইচ্ছা। এ-জন্য শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামীর নিকটে, পরবর্তী-কালের লোকের কল্যাণের নিমিত্ত, প্রভু প্রেম-প্রাপক ভজনের বিবরণও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ থাকিলে বা করিলে, সাধন-ভজন করিয়াও লোক প্রেমলাভ করিতে পারেন না। এ-জন্যই পরম-করুণ প্রভু, শচীমাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া, বৈষ্ণবাপরাধ-সম্বন্ধে জীবকে সাবধান করাইয়া গিয়াছেন। শচীমাতাকে উপলক্ষ্য করিবার হেতু এই যে, জীবকে সতর্ক করাইবার পক্ষে ইহাই হইতেছে প্রকৃষ্টতম উপায়। কেন না, পরবর্তীকালের লোকসমূহ যখন জানিতে পারিবেন যে, বৈষ্ণবাপরাধের জন্য, অন্যের কথা দূরে, প্রভু স্বীয় জননীকে পর্যন্ত প্রেমদান করেন নাই, তখন তাঁহারা বৈষ্ণবাপরাধের সাংঘাতিক কুফল-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবেন এবং বৈষ্ণবাপরাধ-বিষয়ে সাধ্যানুরূপভাবে সাবধান হইবেন। এ-সমস্ত-কারণেই গ্রন্থকার বলিয়াছেন "জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্। বৈষ্ণবাপরাধ করায়েন সাবধান ॥"

১১৯। অন্বয়। শ্রীচৈতন্যের আজ্ঞা ( আদেশ—"বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সাবধান থাকিবে"—এই আদেশ ) লঙ্ঘন করিয়া ( না মানিয়া ) এবং না বুঝিয়া ( তাঁহার আদেশের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া যিনি ) বৈষ্ণব নিন্দে ( বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেন, তিনি ) পাইব বন্ধন ( সেই অপরাধের জন্য ভববন্ধন পাইবেন, তাঁহার উদ্ধার হইবে না )।

১২০। এ কথার হেতু—পূর্ব পয়ারোক্ত কথার হেতু। পরবর্তী ১২১-২৬ পয়ার-সমূহে এই হেতুর কথা বলা হইয়াছে।

১২১। সেবিবেক ইত্যাদি—দুষ্টগণ শ্রীঅদ্বৈতকে শ্রীকৃষ্ণরূপে সেবা করিবে।

অদ্বৈতেরে গাইবেক 'শ্রীকৃষ্ণ' করিয়া।
যত কিছু বৈষ্ণবের বচন লঙ্ঘিয়া ॥ ১২২
যে বলিব অদ্বৈতেরে 'পরম-বৈষ্ণব'।
তাহারেই বেঢ়িয়া লঙ্ঘিব পাপি-সব ॥ ১২৩
সে-সব-গণের পক্ষ অদ্বৈত ধরিতে।
অতএব শক্তি নাহি—এ দণ্ড দেখিতে ॥ ১২৪
সকল-সর্ব্বজ্ঞ-চূড়ামণি বিশ্বম্ভর।
জানিলা—'বিলম্বে হইবেক বহুতর ॥' ১২৫
অতএব দণ্ড দেখাইয়া জননীরে।
সাক্ষী করিলেন অদ্বৈতাদি-বৈষ্ণবেরে ॥ ১২৬

### নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২২-১২৩। অন্বয়। বৈষ্ণবদিগের যত কিছু বচন ( বাক্য, উপদেশ ) লঙ্ঘন করিয়া ( অমান্য বা উপেক্ষা করিয়া দুষ্টগণ ) অদ্বৈতকে "শ্রীকৃষ্ণ" করিয়া ( অদ্বৈতাচার্য হইতেছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, একথা বলিয়া বা প্রচার করিয়া ) গাইবেক (শ্রীকৃষ্ণরূপে অদ্বৈতের গুণকীর্তন করিবে)। যিনি অদ্বৈতকে পরম-বৈষ্ণব বলিবেন ( শ্রীঅদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণ নহেন, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবক, পরম বৈষ্ণব—একথা যিনি বলিবেন ) পাপি-সব ( পাপী দুষ্টগণ ) তাঁহাকেই বেঢ়িয়া ( তাঁহার চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া, তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ) লঙ্ঘিব ( লঙ্ঘন করিবে, তিরস্কারাদিদ্বারা নানা রকমে তাঁহার অবজ্ঞা-লাঞ্ছনাদি করিবে )। শ্রীঅদ্বৈত হইতেছেন স্বরূপতঃ ভক্তভাবময়। ১।২।৮৭, ১১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। সুতরাং তাঁহাকে "শ্রীকৃষ্ণ" বলিলে তিনিও রুষ্ট হয়েন। ১২২-পয়ারে "লঙ্ঘিয়া"-স্থলে "নিন্দিয়া"-পাঠান্তর। অর্থ—বৈষ্ণবদের বাক্যের নিন্দা করিয়া।

১২৪। অন্বয়। অতএব ( যাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতকে শ্রীকৃষ্ণ না বলিয়া পরম বৈষ্ণব বলেন, পাপিষ্ঠগণ তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করে বলিয়া ) সে-দণ্ড দেখিতে (যে-সমস্ত বৈষ্ণব শ্রীঅদ্বৈতকে পরম-বৈষ্ণব বলেন তাঁহাদিগকে দুষ্টগণ যে দণ্ড দিয়া থাকে, যে-ভাবে তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করে, তাহা দেখিতে, অর্থাৎ তাহা দেখিয়া ) সে-গণের পক্ষ ধরিতে ( তাঁহাদের কথাই যে যথার্থ, ইহা বলিতে ) শক্তি নাহি ( শ্রীঅদ্বৈতের শক্তি নাই, শ্রীঅদ্বৈত সমর্থ হইবেন না, এমনই দুর্দান্ত হইবে সেই পাপিষ্ঠ দুষ্টগণ। সে-সমস্ত বৈষ্ণবের পক্ষে অদ্বৈত কিছু বলিলেও দুষ্টগণ তাহা গ্রাহ্য করিবেন না )। "অতএব"-স্থলে "এত বড়"-পাঠান্তর।

১২৫-১২৬। অন্বয়। সমস্ত সর্বজ্ঞেরও চূড়ামণি বিশ্বম্ভর (তাঁহার সর্বজ্ঞতা-শক্তির প্রভাবে) জানিলা ( জানিতে পারিয়াছেন যে ) বিলম্বে হইবে বহুতর ( দুষ্টপ্রকৃতি লোকদিগকে শিক্ষাদান করিতে বিলম্ব করিলে, উল্লিখিতরূপ অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইবে, দুষ্টপ্রকৃতি লোকদিগেরও আরও অধঃপতন হইবে এবং তাঁহাদের বৈষ্ণবাপরাধ ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। অথবা, বিলম্বে—কিছুকাল পরে, কালক্রমে,—হইবেক বহুতর—কোনও কোনও বিশিষ্ট ভক্তকে কৃষ্ণরূপে প্রচার করার, যাঁহারা তাহার প্রতিবাদ করিবেন, তাঁহাদের উপরে অত্যাচারাদি করার, প্রবৃত্তি দুষ্ট লোকদিগের মধ্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং তাহার ফলে, দুষ্ট লোকদের আরও বৈষ্ণবাপরাধ সঞ্চিত হইবে এবং অধঃপতন ঘটিবে )। অতএব ( এ-জন্য প্রভু ) দণ্ড দেখাইয়া জননীরে ( অদ্বৈতের নিকটে জননীর বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে বলিয়া শচীমাতাকে যে-দণ্ড দিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া ) অদ্বৈতাদি-বৈষ্ণব-বৃন্দকে সেই

বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যার গণ।
তার রক্ষা-সমর্থ নহিব কোন জন ॥ ১২৭
বৈষ্ণবনিন্দকগণ যাহার আশ্রয়।
আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয় ॥ ১২৮
বড় অধিকারী হয় - আপনে এড়ায়।
ক্ষুদ্র হৈলে -- গণসহ অধঃপাতে যায় ॥ ১২৯
চৈতন্যের দণ্ড বুঝিবারে শক্তি কার।
জননীর লক্ষ্যে দণ্ড করিলা সভার ॥ ১৩০
যে বা জন অদ্বৈতেরে 'বৈষ্ণব' বলিতে।
নিন্দা করে, দ্বন্দ্ব করে, মরে ভালমতে ॥ ১৩১
সর্ব্বপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর মহেশ্বর।
এই বড় স্তুতি যে 'তাহান অনুচর' ॥ ১৩২
নিত্যানন্দস্বরূপে সে নিষ্কপট হৈয়া।
কহিলেন গৌরচন্দ্র 'ঈশ্বর' করিয়া ॥ ১৩৩
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি ॥ ১৩৪

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দণ্ডের সাক্ষী রাখিয়াছেন। এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীঅদ্বৈত যে পরম বৈষ্ণব, প্রভুও তাহা জানাইয়া গেলেন।

১২৭। **যার গণ**—যাহার দলের বা অনুগত লোকগণ। **রক্ষা-সমর্থ**—রক্ষা বিষয়ে, রক্ষা করিতে সমর্থ। "নহিব"-স্থলে "নাহিক"-পাঠান্তর।

১২৮। অন্বয়। বৈষ্ণব-নিন্দকগণ যাহার আশ্রয় ( যে-লোক বৈষ্ণব-নিন্দকগণের আশ্রয়ে থাকে, অথচ নিজে-বৈষ্ণব-নিন্দা করে না ), আপনেই ( সেই লোক নিজেই ) এড়াইতে ( বৈষ্ণব-নিন্দার কুফল হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে কি না ) তাহার সংশয় ( সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে )।

১২৯। **বড় অধিকারী** ইত্যাদি—যিনি ভক্তিবিষয়ে উচ্চ অধিকারী, বৈষ্ণব-নিন্দা-বিষয়ে সাবধান হইয়া তিনি নিজেকে রক্ষা করেন। কিন্তু **ক্ষুদ্র হৈলে** ইত্যাদি - যিনি উচ্চ অধিকারী নহেন, ভজন করিলেও যাঁহার মধ্যে ভক্তির আবির্ভাব হয় নাই, বৈষ্ণব-নিন্দার কুফলের প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতে পারেন না, তাঁহার অনুগত লোকদিগকেও সে-সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান করেন না। এজন্য তাঁহার **গণসহ** - অনুগত লোকদিগের সহিত - তিনি অধঃপাতে যায়েন।

১৩০। "দণ্ড"-স্থলে "শিক্ষা"-পাঠান্তর। এ-স্থলে "দণ্ড"-শব্দে বাস্তবিক "শিক্ষা"ই অভিপ্রেত।

১৩১। শ্রীঅদ্বৈতকে কেহ "বৈষ্ণব"-বলিলে, যেই লোক তাঁহার নিন্দা করে তাঁহার সহিত দ্বন্দ্ব ( কলহ ) করে, সেই লোক ভাল মতেই মরে ( অধঃপাতে যায় )।

১৩২। যিনি সর্বপ্রভু মহেশ্বর গৌরাঙ্গসুন্দরের অনুচর ( সেবক বা ভক্ত ), তাঁহাকে "তাহান অনুচর—গৌরাঙ্গসুন্দরের অনুচর বা ভক্ত"- বলিলেই তাঁহার বড়-স্তুতি করা হয়। ( তাঁহাকে গৌরাঙ্গসুন্দর বা শ্রীকৃষ্ণ বলিলে তাঁহার কোনও স্তুতিই করা হয় না। শ্রীঅদ্বৈতকেও শ্রীকৃষ্ণ না বলিয়া কৃষ্ণভক্ত বলিলেই তাঁহার বাস্তব-স্তুতি করা হয় ; যেহেতু, তাহাতেই তিনি প্রীতিলাভ করেন। তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলে তাঁহার স্তুতি হয় না ; যেহেতু, তাহাতে তিনি প্রীতিলাভ করেন না। যাঁহার স্তুতি করা হয়, তাঁহার প্রীতি-উৎপাদনই হইতেছে স্তুতির লক্ষ্য। যাঁহার স্তুতি করা হয়, তাঁহার স্বরূপের বিরোধী কোনও বাক্যও স্তুতিতে থাকে না। অতিস্তুতি নিন্দারই সমান )।

নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয়।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥ ১৩৫
নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ-সেবকের মুখে।
অহর্নিশ চৈতন্যের যশ গায় সুখে ॥ ১৩৬
নিত্যানন্দভৃত্য সর্ব্বদিগে সাবধান।
নিত্যানন্দভৃত্যের 'চৈতন্য' ধন প্রাণ ॥ ১৩৭
অল্প-ভাগ্যে নাহি হয় নিত্যানন্দ-দাস।
যাহারা লওয়ায় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥ ১৩৮
যে জন শুনয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান।
সে হয় অনন্তদাস নিত্যানন্দ-প্রাণ ॥ ১৩৯
নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ -- অভেদ-শরীর।
আই ইহা জানে, আর কোন মহাধীর ॥ ১৪০
জয় নিত্যানন্দ—গৌরচন্দ্রের শয়ন।
জয় জয় নিত্যানন্দ সহস্রবদন ॥ ১৪১
গৌড়দেশ-ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ-রায়।
কে পায় চৈতন্য বিনে তোমার কৃপায় ॥ ১৪২
নিত্যানন্দ হেন প্রভু হারায় যাহার।
কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার ॥ ১৪৩
হেন দিন হইব কি চৈতন্য-নিতাই।
দেখিব কি পারিষদ-সহে এক-ঠাই ॥ ১৪৪
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর ॥ ১৪৫
অদ্বৈতচরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার ॥ ১৪৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৪৭

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শচীদেব্যা বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডনং নাম দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩৮-১৩৯। **যাহারা**—যে-নিত্যানন্দ-দাসগণ। "হয়"-স্থলে "হই" এবং "লওয়া"-স্থলে "বোলয়"-পাঠান্তর। **অনন্তদাস**—অনন্তদেবের ভক্ত। **নিত্যানন্দ-প্রাণ**—নিত্যানন্দ যাঁহার প্রাণতুল্য প্রিয় এবং যিনি নিত্যানন্দের প্রাণতুল্য প্রিয়, তাঁহাকে বলা হয় নিত্যানন্দ-প্রাণ।

১৪০। **নিত্যানন্দ-বিশ্বরূপ** ইত্যাদি—১৷২৷১৩৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **মহাধীর**—ভক্তির প্রভাবে যাঁহার চিত্ত সম্যক্‌রূপে অচঞ্চল, তিনি। "কোন মহা"-স্থলে-"জানে কোন"-পাঠান্তর।

১৪১। **গৌরচন্দ্রের শয়ন**—গৌরচন্দ্রের শয্যা (বিছানা)। ১৷১৷৩১-৩২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "শয়ন"-স্থলে "জীবন"-পাঠান্তর। **সহস্রবদন**—সহস্রবদন অনন্তদেবরূপেও যিনি বিরাজিত।

১৪২। **কে পায় ইত্যাদি**—তোমার (নিত্যানন্দের) কৃপাব্যতীত শ্রীচৈতন্যের কৃপা কেই বা পাইতে পারে। "তোমার"-স্থলে "তাহান"-পাঠান্তর।

১৪৩। **হারায়** হারাইয়া যায়। নিত্যানন্দের সহিত সম্বন্ধ নাই।

১৪৪। "পারিষদ-সহে"-স্থলে "সপার্ষদে সভে"-পাঠান্তর।

১৪৫। "ধরিয়ে অন্তর"-স্থলে "ধরি-নিরন্তর"-পাঠান্তর।

১৪৬-১৪৭। "এই"-স্থলে "বহু"-পাঠান্তর। **তান প্রিয় তাহে**—যিনি তাঁহার (অদ্বৈতের) প্রিয়, তাঁহাতে। ১৷২৷২৮৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্ত।
(২৩. ১০. ১৯৬৩—২৬. ১০. ১৯৬৩)

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণনিধি।
জয় বিশ্বম্ভর জয় ভবাদির বিধি ॥ ১
জয় জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় দ্বিজরাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকত-সমাজ ॥ ২
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-নয়ন-গোচর ॥ ৩
দিনে দিনে মহানন্দ নবদ্বীপপুরী।
বৈকুণ্ঠনায়ক বিশ্বম্ভর অবতরি ॥ ৪
প্রিয়তম নিত্যানন্দ সঙ্গে কুতূহলে।
ভকতসমাজে নিজ-নাম রসে খেলে ॥ ৫
প্রতিদিন নিশাভাগে করয়ে কীর্তন।
ভক্ত-বিনে থাকিতে না পায় অন্য জন ॥ ৬
এতবড় বিশ্বম্ভরশক্তির মহিমা।
ত্রিভুবনে লঙ্ঘিতে না পারে কেহো সীমা ॥ ৭
অগোচরে দূরে থাকি মিলি দশ-পাঁচে।
মন্দ মাত্র বোলে, যমঘরে যায় পাছে ॥ ৮
কেহো বোলে "কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব।
যত দেখ-হের পেটপোষাগুলা সব ॥" ৯

### নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**বিষয়।** প্রভুর কীর্তন-শ্রবণে পাষণ্ডীদের নিন্দা। প্রভুর নৃত্যদর্শনের জন্য লোভবশতঃ এক ব্রহ্মচারীর লুক্কায়িতভাবে অবস্থান, তাহাতে প্রভুর ক্রোধ, পরে তাঁহার প্রতি প্রভুর কৃপা। প্রভুকর্তৃক মহামন্ত্রের এবং "হরয়ে নমঃ"-ইত্যাদি নামের কীর্তনোপদেশ। শ্রীধরের মুখে নামকীর্তন-শ্রবণে পাষণ্ডীদের দুর্বাক্য। প্রভুর উপদেশে নবদ্বীপের সর্বত্র কীর্তন হইতেছে জানিয়া কাজির ক্রোধ এবং মৃদঙ্গাদি-ভঙ্গ ও ভয় প্রদর্শন। তাহা শুনিয়া প্রভুর ক্রোধ এবং মহা আড়ম্বরের সহিত নগরকীর্তনের আয়োজন, কীর্তন করিতে করিতে অসংখ্য লোকের সহিত নানাস্থান ঘুরিয়া প্রভুর কাজিগৃহে গমন এবং কাজির প্রতি দণ্ডদান করিয়া কীর্তন করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন-কালে শ্রীধরের গৃহে গমন এবং প্রভুকর্তৃক শ্রীধরের ভাঙ্গা-লৌহপাত্রের জলপান। ভক্তের ও ভক্তির মাহাত্ম্য-কথন।

**১। ভব**—মহাদেব। **বিধি**—বিধাতা, ঈশ্বর। **ভবাদির বিধি**—মহাদেবাদিরও বিধাতা বা ঈশ্বর। "জয় ভবাদির বিধি"-স্থলে "জয় অজ ভববিধি" এবং "অজ-ভবাদির বিধি"-পাঠান্তর। অজ—ব্রহ্মা।

**৩। নহে সর্ব্ব-নয়নগোচর**– সকলের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়েন না, সকলে তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব জানিতে পারে না।

৫। "খেলে"-স্থলে "ভোসে"-পাঠান্তর। ভোলে– ভুলিয়া থাকেন, বিভোর হইয়া অন্য সমস্ত বিষয় ভুলিয়া থাকেন।

৭। "এত"-স্থলে "এই" এবং "কেহো"-স্থলে "যার"-পাঠান্তর।

কেহো বোলে "এ-গুলার বান্ধি হাথ-পা'য় ।
জলে ফেলি, জীয়ে যদি, তবে ধন্য গায় ॥" ১০
কেহো বলে "আরে ভাই জানিহ নিশ্চিত ।
গ্রাম-খান লুটাইব নিমাঞিপণ্ডিত ॥" ১১
ভয় দেখায়েন সভে দেখিবার তরে ।
অন্তরে নাহিক ভাগ্য, চাতুরী কিসেরে ॥ ১২
সঙ্কীর্ত্তন করে প্রভু শচীর নন্দন ।
জগতের চিত্তবৃত্তি করয়ে শোধন ॥ ১৩
দেখিতে না পায় লোক, করে অনুতাপ ।
সভেই 'অভাগ্য' বলি ছাড়য়ে নিঃশ্বাস ॥ ১৪
কেহো বা কাহারো ঠাঞি পরিহার করে ।
সঙ্গোপে কীর্ত্তন গিয়া দেখিবার তরে ॥ ১৫
'প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ' ইহা সর্ব্ব-দাসে জানে ।
এই ভয়ে কেহো কারে না লয় সে-স্থানে ॥ ১৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০। **তবে ধন্য গায়**—তাহা হইলে বুঝিব, ইঁহারা যে গান করেন, সেই গান ধন্য এবং গান করিয়া ইঁহারাও ধন্য। এই পয়ারের স্থলে—"কেহো বোলে এগুলা বান্ধিয়া হাথে পা'য়। জলে পেলি দিয়ে যদি তবে ত্বঃখ যায় ॥"-পাঠান্তর।

১১। **লুটাইব**—যবনরাজাদ্বারা লুট করাইবে। "লুটাইব"-স্থলে "লুটি খাইব", "পোড়াইল" এবং "লোড়াইব"-পাঠান্তর। লোড়াইব—লুট করাইব।

১২। **দেখিবার তরে**—কীর্তন দেখিবার জন্য। "চাতুরী কিসেরে"-স্থলে "চাতুর্য্যে কি করে"-পাঠান্তর। ভয়প্রদর্শন ছিল এই সকল লোকের চাতুর্যমাত্র।

১৩। **করয়ে শোধন**—সঙ্কীর্তনের দ্বারা চিত্তবৃত্তির শোধন করেন।

১৪। পূর্ববর্তী ৮-১২-পয়ারসমূহে যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা ছিলেন একেবারে বহির্মুখ পাষণ্ডী। এক্ষণে ১৪-১৫-পয়ারদ্বয়ে যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা তদ্রূপ ছিলেন না। কীর্তন দর্শন করিয়া কৃতার্থ হওয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা আসিয়াছিলেন। কিন্তু **দেখিতে না পায় ইত্যাদি**—কীর্তন দেখিতে পাইতেছিলেন না বলিয়া তাঁহারা অনুতাপ (চিত্তে অত্যন্ত ত্বঃখ-অনুভব) করিতে লাগিলেন এবং **সভেই অভাগ্য ইত্যাদি**—"আমরা সকলেই হতভাগ্য, তাই কীর্তন দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিলাম না"—এইরূপ বলিয়া অতি ত্বঃখে নিঃশ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন।

১৫। **পরিহার**—দোষাপনয়ন; "আমি দূষণীয় কিছু করি নাই, বা করিব না"—ইত্যাদি বলিয়া কাকুতি-মিনতি। **সঙ্গোপে**—অত্যন্ত গোপনে, প্রভু যেন দেখিতে না পায়েন এইভাবে। **কাহারো ঠাঞি**—প্রভুর ভক্তদের মধ্যে কাহারও নিকটে পূর্বপয়ারোক্ত লোকদের মধ্যে কাহারও কাহারও এই উক্তি।

১৬। **প্রভু যে সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি**—প্রভুর ভক্তদের মধ্যে সকলেই জানেন—প্রভু হইতেছেন সর্বজ্ঞ; পূর্বপয়ারোক্ত লোকদের কাকুতি-মিনতি শুনিয়া কেহ যদি তাঁহাদিগকে কীর্তন-স্থলে নিয়া অতি গোপন-স্থানেও তাঁহাদিগকে রাখেন, তাহা হইলে সর্বজ্ঞ প্রভু তাহা জানিতে পারিবেন এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইবেন। **এই ভয়ে ইত্যাদি**—প্রভুর রোষের ভয়ে প্রভুর কোনও ভক্তই পূর্বপয়ারোক্ত লোকদের কাহাকেও কীর্তন-স্থলে লইয়া যায়েন না।

এক ব্রহ্মচারী সেই নবদ্বীপে বৈসে।
তপস্বী পরম সাধু বসয়ে নির্দ্দোষে ॥ ১৭
সর্ব্বকাল পয়ঃপান, অন্ন নাহি খায়।
শুনিতে কীর্ত্তন বিপ্র দেখিবারে চায় ॥ ১৮
প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে ভক্ত-বিনে অন্য জন ॥ ১৯
সেই বিপ্র প্রতিদিন শ্রীবাসের স্থানে।
নৃত্য দেখিবার লাগি সাধয়ে আপনে ॥ ২০
"তুমি যদি একদিন কৃপা কর' মোরে।
আপনে লইয়া যাও বাড়ীর ভিতরে ॥ ২১
তবে সে দেখিতে পাঙ পণ্ডিতের নৃত্য।
লোচন সফল করোঁ, হঙ কৃতকৃত্য ॥" ২২
এইমত প্রতিদিন সাধয়ে ব্রাহ্মণ।
আরদিন শ্রীনিবাস বলিলা বচন ॥ ২৩
"তোমারে ত জানি সর্ব্বকাল বড় ভাল।
ব্রহ্মচর্য্যে ফলাহারে গোঙাইলা কাল ॥ ২৪
কোন পাপ নাহি জানি তোমার শরীরে।
দেখিবার তোমার আছয়ে অধিকারে ॥ ২৫
প্রভুর সে আজ্ঞা নাহি কেহো যাইবারে।
'সঙ্গোপে থাকিবা' এই বলিলুঁ তোমারে ॥ ২৬
এত বলি ব্রাহ্মণেরে লইয়া চলিলা।
একদিগে আড় হই সঙ্গোপে থাকিলা ॥ ২৭
নৃত্য করে চতুর্দ্দশভুবনের নাথ।
চতুর্দ্দিগে মহাভাগ্যবন্তবর্গ সাথ ॥ ২৮
'কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী'।
সভেই গায়ন্ত হই মহাকুতূহলী ॥ ২৯
নিত্যানন্দ-গদাধর ধরিয়া বেড়ায়।
আনন্দে অদ্বৈতসিংহ চারিদিগে ধায় ॥ ৩০
পরানন্দ সুখে কেহো বাহ্য নাহি জানে।
বৈকুণ্ঠনায়ক নৃত্য করয়ে আপনে ॥ ৩১
'হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই!
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই ॥ ৩২
অশ্রু, কম্প, লোমহর্ষ, সঘন-হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে বিশ্বম্ভরের বিকার ॥ ৩৩
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি বিশ্বম্ভর-রায়।
জানে 'বিপ্র লুকাইয়া আছয়ে এথায়' ॥ ৩৪
রহিয়া রহিয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"আজি কেনে প্রেমযোগ না পাঙ নির্ভর ॥ ৩৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭। **বসয়ে নির্দ্দোষে**—কোনওরূপ দূষণীয় কার্য না করিয়া বাস করেন।

১৮। **পয়ঃপান**—দুগ্ধ-পান। "শুনিতে"-স্থলে "প্রভুর"-পাঠান্তর।

২৫। "আছয়ে"-স্থলে "ত আছে"-পাঠান্তর।

২৬। "কেহো"-স্থলে "কারে"-পাঠান্তর। কারে—কাহাকেও।

২৭-২৮। **আড়**—আড়াল। "ভাগ্যবন্তবর্গ"-স্থলে "ভাগবতসব"-পাঠান্তর। ভাগবত—বৈষ্ণব। **বর্গ**-সমূহ। **সাথ**—সঙ্গে।

২৯। **গায়ন্ত** গান করেন। "গায়ন্ত"-স্থলে "গায়েন" এবং "গায়েন্ত"-পাঠান্তর।

৩০। **ধরিয়া**—প্রেমবিহ্বল প্রভুকে ধরিয়া। "ধায়"-স্থলে "চা'র"-পাঠান্তর। চা'র—চরেন, বিচরণ করেন।

৩২। সর্বশেষ "হরি"-স্থলে "বোল"-পাঠান্তর।

৩৫। **নির্ভর**—অধিকরূপে, বেশী।

কেহো নি আসিয়া আছে বাড়ীর ভিতরে।
কিছু নাহি বুঝোঁ, সত্য কহ দেখি মোরে॥" ৩৬
ভয় পাই শ্রীনিবাস বোলয়ে বচন।
"পাষণ্ডের ইথে প্রভু! নাহি আগমন॥ ৩৭
সবে একে ব্রহ্মচারী—বড় সুব্রাহ্মণ।
সর্ব্বকাল পয়ঃপান - নিষ্পাপ-জীবন॥ ৩৮
দেখিতে তোমার নৃত্য শ্রদ্ধা তাঁর বড়।
নিভৃতে আছয়ে প্রভু! জানিয়াছ দঢ়॥" ৩৯
শুনি ক্রোধাবেশে বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"ঝাটঝাট বাড়ীর বাহির নিঞা কর'॥ ৪০
মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি।
পয়ঃপান করিলে কি মোহে হয় ভক্তি?" ৪১
দুই ভুজ তুলি প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।
"পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়॥ ৪২
চণ্ডালেহো মোহোর শরণ যদি লয়।
সেহো মোর, মুঞি তার, জানিহ নিশ্চয়॥ ৪৩
সন্ন্যাসীও যদি মোর না লয় শরণ।
সেহো মোর নহে, সত্য বলিলু বচন॥ ৪৪
গজেন্দ্র-বানর-গোপ কি তপ করিল।
বোল দেখি তারা মোরে কি তপে পাইল॥ ৪৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৯। জানিঞাছ দঢ়—দৃঢ় (নিশ্চিত)-রূপেই জানিয়াছ।

৪১। মোহে—আমাতে। "কি মোহে হয়"-স্থলে "করিলেহ মোহে নহে"-পাঠান্তর।

৪২। পয়ঃপানে—আমার শরণ গ্রহণ না করিয়া, আমাতে ভক্তি না করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিলেই। (কেবলমাত্র দুগ্ধপানেই যদি ভগবান্‌কে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে স্তন্যপায়ী গোবৎসাদিও পাইত)।

৪৫। গজেন্দ্র-বানর-গোপ—গজেন্দ্র, রামচন্দ্র-স্বরূপের সেবক হনুমানাদি এবং ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপের সেবক ব্রজের গোপগণ। গজেন্দ্রের বিবরণ ২।১৩।২৭৮ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥ ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥ সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥ বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ রজস্তমঃ প্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগেঽনঘ॥ বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্র-কায়াধবাদয়ঃ। বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥ সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বনিক্পথঃ। ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥ তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ। অব্রতাতপ্ততপসা সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥ কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ। যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা॥ যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রত তপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্‌যত্নবানপি॥ ভা. ১১।১২।১৯॥" এই বাক্যগুলিতে সৎসঙ্গের মহিমার কথা বলা হইয়াছে। সৎসঙ্গের প্রভাবেই ভক্তির উদয় হয়, ভক্তির উদয় হইলেই ভগবানকে পাওয়া যায়। এই পয়ারে প্রভু বলিলেন, ভগবান্‌কে পাওয়ার একমাত্র উপায় হইতেছে ভক্তি, ভক্তিহীন সাধনাদিতে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। "কি তপে"-স্থলে "কে মতে"-পাঠান্তর।

হনুমানাদি বানরগণ প্রভুর রামচন্দ্রস্বরূপের নিত্যপরিকর। ব্রজের গোপগণও প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-

অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার॥" ৪৬
প্রভু বোলে "পয়ঃপানে মোরে নাহি পাই।
সকল করিমু চূর্ণ, দেখিবা এথাই॥ ৪৭
মহাভয়ে ব্রহ্মচারী হইলা বাহির।
মনে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ মহাধীর॥ ৪৮
"এই মোর ভাগ্য বড় যে কিছু দেখিলুঁ।
অপরাধ-অনুরূপ শাস্তিও পাইলুঁ॥ ৪৯
অদ্ভুত দেখিলুঁ নৃত্য অদ্ভুত ক্রন্দন।
অপরাধ-অনুরূপ পাইলুঁ তর্জ্জন॥" ৫০
সেবক হইলে এইমত বুদ্ধি হয়।
সেবকে সে প্রভুর সকল দণ্ড সয়॥ ৫১
এইমত চিন্তিয়া চলিতে বিপ্রবর।
জানিলেন অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর॥ ৫২
ডাকিয়া আনিয়া পুন করুণাসাগর।
পাদপদ্ম দিলা তাঁর মস্তক-উপর॥ ৫৩
প্রভু বোলে 'তপ' করি না করিহ বল।
'বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ' জানিহ কেবল॥ ৫৪
'হরি' বলি সন্তোষে সকল ভক্তগণ।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা ততক্ষণ॥ ৫৫
শ্রদ্ধা করি যে জন শুনয়ে এ রহস্য।
গৌরচন্দ্র প্রভু তাঁরে মিলিব অবশ্য॥ ৫৬
ব্রহ্মচারী-প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুর।
আনন্দ-আবেশে নৃত্য করেন প্রচুর॥ ৫৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**স্বরূপের** নিত্যপরিকর। তাঁহাদের সকলেরই অনাদিসিদ্ধা ভক্তি। ইঁহাদের উল্লেখেও জানাইলেন, ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় হইতেছে ভক্তি। উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ ভা. ১১।১৪।২০॥" ২।১৬।১৪৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৬। **অসুর**—ভগবদ্‌বিদ্বেষী এবং ভক্তবিদ্বেষীকে অসুর বলে। "লইলে"-স্থলে "নহিলে"-পাঠান্তর, **পার**—উদ্ধার।

৪৭। **সকল**—পয়ঃপানাদির সকল-দম্ভ।

৫০-৫১। "ক্রন্দন"-স্থলে "কীর্ত্তন"-পাঠান্তর। **সয়**—সহ্য করে।

৫৩। পয়ঃ-পানাদি কষ্টকর সাধনের দম্ভ ব্রহ্মচারীর চিত্তে পূর্ব্বে থাকিয়া থাকিলেও, প্রভুর কৃপায় তাহা দূরীভূত হইয়াছে। ব্রহ্মচারীর ৪৯-৫০-পয়ারোক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। এইরূপে তিনি সম্যক্‌রূপে নিরভিমান হইয়াছিলেন বলিয়াই প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার মস্তকের উপরে স্বীয় পাদপদ্ম দিয়া ব্রহ্মচারীকে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

৫৪। **বল**—শক্তি। **না করিহ বল**—উদ্ধার পাওয়ার শক্তি তোমার জন্মিয়াছে বলিয়া মনে করিও না। "কেবল"-স্থলে "সকল"-পাঠান্তর। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণগোস্বামী লিখিয়াছেন "অতঃপর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'আনন্দে ক্রন্দন করে সেই বিপ্রবর। প্রভুর করুণাগুণ স্মরে নিরন্তর॥"

৫৫। 'সন্তোষে সকল"-স্থলে "সন্তোষ হইল"-পাঠান্তর।

৫৬। "যে জন শুনয়ে এ"-স্থলে "যেই শুনে এসব"-পাঠান্তর।

সেই বিপ্র-চরণে আমার নমস্কার।
চৈতন্যের দণ্ডে হৈল হেন বুদ্ধি যার ॥ ৫৮
এইমত প্রতি-নিশা করয়ে কীর্ত্তন।
দেখিবার শক্তি নাহি ধরে অন্যজন ॥ ৫৯
অন্তরে দুঃখিত লোক সব নদীয়ার।
সভে পাষণ্ডীরে মন্দ বোলয়ে অপার ॥ ৬০
"পাপিষ্ঠ নিন্দক বুদ্ধিনাশের লাগিয়া।
হেন-মহোৎসব দেখিবারে নারে গিয়া ॥ ৬১
পাপিষ্ঠ-পাষণ্ডি-সব সবে নিন্দা জানে।
বঞ্চিত হইয়া মরে এহেন কীর্ত্তনে ॥ ৬২
পাপ-পাষণ্ডীর লাগি নিমাঞিপণ্ডিত।
ভালরেও দ্বার নাহি দেন কদাচিত ॥ ৬৩
তেঁহো সে কৃষ্ণের ভক্ত,— জানেন সকল।
তাহান হৃদয় পুনি পরম-নির্ম্মল ॥ ৬৪
আমরা সভের যদি তাঁরে ভক্তি থাকে।
তবে নৃত্য দেখিব অবশ্য কোন-পাকে ॥" ৬৫
কোন নগরিয়া বোলে "বসি থাক ভাই!
নয়ন ভরিয়া দেখিবাঙ এই ঠাঁই ॥ ৬৬
সংসার উদ্ধার লাগি নিমাঞিপণ্ডিত।
নদীয়ার মাঝে আসি হইলা বিদিত ॥ ৬৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৮। "সেই বিপ্র"-স্থলে "এ বিপ্রের"-পাঠান্তর। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে 'চৈতন্যের দণ্ডে হৈল হেন বুদ্ধি যার'— এই পাঠের পরিবর্ত্তে—'চৈতন্যের দণ্ডে ভয়ে সন্তোষ যাহার'-পাঠ আছে এবং ইহার পর নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পাঠও সন্নিবেশিত হইয়াছে। —'চৈতন্যের দণ্ডে যার ভয় নাহি মনে। তৃণ-জ্ঞান তাহারে না করে কোন জনে ॥ এ ব্রাহ্মণ সর্ব্বথা দেখিতে অধিকারী। তথাপি প্রভুর দণ্ড বুঝিতে না পারি ॥ দাসেরে সে প্রভু দণ্ড করয়ে যতেক। কাটিলেও নাহি ছাড়ে কৃষ্ণের সেবক ॥ ব্রহ্মচারি-প্রতি দণ্ড করে বিশ্বম্ভর। নৃত্য করি চতুর্দ্দিকে গায় অনুচর ॥"

৬০। **সভে**—সকলে। **সভে পাষণ্ডীরে ইত্যাদি**—সকল পাষণ্ডীদের প্রতি অশেষ প্রকার মন্দ বলিতে লাগিলেন। যেহেতু, কীর্তন-স্থলে পাষণ্ডীদের প্রবেশের আশঙ্কাতেই প্রভু দ্বার বন্ধ করিয়া কীর্তন করিতেন। তাহার ফলে অন্য লোকদেরও প্রবেশ সম্ভব হইত না। পরবর্তী ৬৩-পয়ার দ্রষ্টব্য। পরবর্তী ৬১-৬৫-পয়ার পাষণ্ডীদের সম্বন্ধে ভাল লোকদের উক্তি।

৬২। **বঞ্চিত হইয়া** ইত্যাদি - কেবল নিন্দাই জানে বলিয়া এবং তজ্জন্য কেবল নিন্দাই করে বলিয়া, পাষণ্ডীরা এ-হেন কীর্তনে ( কীর্তনদর্শনে ) বঞ্চিত হইয়া মরে ( অধঃপাতে যায়, অথবা জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরে )।

৬৩। **ভালরেও**—যাঁহারা ভাল লোক, পাষণ্ডী নহেন, তাঁহাদিগকেও। **দ্বার**—প্রবেশের অধিকার ( পূর্ববর্তী ৬০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। "দেন"-স্থলে "দিল"-পাঠান্তর। **কদাচিত**—কখনও।

৬৪। **তেঁহো**—শ্রীচৈতন্য। **তাহান**—শ্রীচৈতন্যের। **পুনি**—আবার।

৬৫। **তাঁরে**—তাঁহার ( শ্রীচৈতন্যের ) প্রতি। **কোন পাকে**—কোনও প্রকারে। কোনও অবস্থায়।

ঘরে ঘরে নগরে নগরে প্রতিদ্বারে।
করিবেন সঙ্কীর্ত্তন, বলিল সভারে ॥" ৬৮
ভাগ্যবন্ত নগরিয়া সর্ব্ব-অবতারে।
পণ্ডিতের গণ সব নিন্দা করি মরে ॥ ৬৯
দিবস হইলে সব নগরিয়াগণ।
প্রভু দেখিবার তরে করেন গমন ॥ ৭০
কেহো বা নূতন দ্রব্য, কারো হাথে কলা।
কেহো ঘৃত, কেহো দধি, কেহো দিব্য মালা ॥ ৭১
লইয়া চলেন সভে প্রভু দেখিবারে।
প্রভু দেখি সর্ব্বজন দণ্ডবত করে ॥ ৭২
প্রভু বোলে "কৃষ্ণভক্তি হউক সভার।
কৃষ্ণ-গুণ-নাম বই না বলিহ আর ॥" ৭৩
আপনে সভারে প্রভু করে উপদেশ।
"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ— ॥ ৭৪
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥" ৭৫
প্রভু বোলে "কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ' সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥ ৭৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬৮। "সভারে"-স্থলে "তোমারে"-পাঠান্তর।

৬৯। **ভাগ্যবন্ত** ইত্যাদি—প্রভুর সমস্ত অবতারেই ( অর্থাৎ প্রভু যখন-যখনই অবতীর্ণ হয়েন, তখন-তখনই ) এই নগরিয়াগণ (এই সকল নবদ্বীপবাসিগণ) ভাগ্যবন্ত ( ভাগ্যবান্। প্রভুর সঙ্গে তাঁহারাও অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া তাঁহারা ভাগ্যবান্। কিন্তু ) **পণ্ডিতের গণ** ইত্যাদি—যাহারা এই নিমাই-পণ্ডিতের গণকে ( পরিকর-সমূহকে ) নিন্দা করে, তাহারা মরে ( অধঃপাতে যায় )। অথবা **পণ্ডিতের গণ**—বহির্মুখ পণ্ডিতগণ নিমাই-পণ্ডিতকে নিন্দা করিয়া অধঃপাতে যায় না। "সব"-স্থলে "সবে"-পাঠান্তর।

৭০। **দেখিবার তরে**—দেখিবার নিমিত্ত। "দেখিবার তরে"-স্থলে "দেখিবারে তবে"-পাঠান্তর।

৭৪। "সভারে প্রভু করে"-স্থলে "সভার প্রতি কহে"-পাঠান্তর। **উপদেশ**—এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী ৮০-পয়ারোক্তি পর্যন্ত প্রভুর উপদেশ। **কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র**—কৃষ্ণনামরূপ মহামন্ত্র। পরবর্তী ৭৫-পয়ারে এই মহামন্ত্র কথিত হইয়াছে।

৭৬। **জপ**—জপ কর। জপ্-ধাতু হইতে "জপ"-শব্দ নিষ্পন্ন। জপ্ ধাতুর অর্থ—"হৃদুচ্চারে ॥ বাচি ॥ ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ।" জপ-শব্দের অর্থে শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে লিখিত হইয়াছে—"মন্ত্রোচ্চারণম্—মন্ত্রের উচ্চারণ।" এইরূপ জানা গেল, "জপ"-শব্দের অর্থ হইতেছে—"উচ্চারণ"। এই উচ্চারণ মনে মনেও হইতে পারে ( হৃদুচ্চারে ) এবং উচ্চস্বরেও হইতে পারে ( বাচি )। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন, জপ তিন রকমের—বাচিক, উপাংশু এবং মানসিক। "ত্রিবিধো জপযজ্ঞঃ স্যাৎ তস্য ভেদান্ নিবোধত। বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধা মতঃ ॥ হ. ভ. বি. ॥ ১৭।৭৪-ধৃত নৃসিংহ-পুরাণ-বাক্য ॥ এই তিন রকম জপের লক্ষণও সেই গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। যথা, 'যদুচ্চনীচস্বরিতৈঃ স্পষ্টশব্দবদক্ষরৈঃ। মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্ ব্যক্তং জপযজ্ঞঃ স বাচিকঃ ॥ হ. ভ বি. ॥ ১৭।৭৩-ধৃত নৃসিংহপুরাণ বাক্য ॥—উচ্চ, নীচ ও স্বরিত ( উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ) নামক স্বরযোগে বর্ণ ( অক্ষর )-সমূহের ব্যক্ত সুপরিষ্কৃত উচ্চারণের

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নাম বাচিক জপযজ্ঞ।" আর, "শনৈরুচ্চারয়েন্মন্ত্রমীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ। কিঞ্চিচ্ছব্দং স্বয়ং বিদ্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ।। হ. ভ. বি.॥ ১৭।৭৪-ধৃত নৃসিংহপুরাণ-বাক্য—যে জপে মন্ত্র ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয়, ওষ্ঠদ্বয় কিঞ্চিন্মাত্র চালিত হয়, এবং কেবল নিজের শ্রুতিগোচর হয়, সেই জপকে উপাংশু জপ বলে।" আর, "ধিয়া যদক্ষরশ্রেণ্যা বর্ণাদ্বর্ণং পদাৎ পদম্। শব্দার্থ চিন্তনাভ্যাসঃ স উক্তো মানসো জপঃ॥ হ. ভ. বি.॥ ১৭।৭৫-ধৃত নৃসিংহপুরাণ বাক্য। —স্বীয় বুদ্ধিযোগে, মন্ত্রের এক অক্ষর হইতে অন্য অক্ষর এবং এক পদ হইতে অন্য পদের এবং শব্দার্থের চিন্তনের অভ্যাসকে (পুনঃ পুনঃ চিন্তাকে) বলে মানসজপ।

মহাপ্রভু কেবল জপ করার উপদেশই দিয়াছেন; কিন্তু উল্লিখিত তিন রকম জপের মধ্যে কোন্ রকমের জপ করিতে হইবে, তাহা বলেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, তিন রকম জপের মধ্যে, লোকের ইচ্ছা অনুসারে যে-কোনও রকমের জপই প্রভুর অভিপ্রেত। কোনও বিশেষ রকমের জপ প্রভুর অনভীষ্ট বা অভীষ্ট হইলে তিনি তাহা খুলিয়াই বলিতেন।

বাচিক জপ হইতেছে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত যোগে উচ্চস্বরে জপ, যাহাতে দূর হইতে অপর লোকও শুনিতে পায়। দীক্ষা-মন্ত্রাদি অপরের শ্রুতিগোচর হওয়া সঙ্গত নহে বলিয়া দীক্ষামন্ত্রাদির বাচিক জপ নিষিদ্ধ। কিন্তু ৭৫-পয়ারে কথিত মহামন্ত্র অপরের শ্রুতিগোচর হইলে যে কোনও দোষ হয় না, তাহা এ-স্থলে মহাপ্রভুও দেখাইয়া গিয়াছেন। সে-স্থানে উপস্থিত সকলে যাহাতে শুনিতে পায়, সেই ভাবেই তিনি এই মহামন্ত্রের উচ্চারণ করিয়াছেন। নীলাচলে অবস্থান-কালে প্রভু নিজেই যে এই মহামন্ত্র উচ্চস্বরে গ্রহণ করিতেন, শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার স্তবমালায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথমাষ্টকে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন—"হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনঃ" ইত্যাদি শ্লোকে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"হরেকৃষ্ণেতি মন্ত্রপ্রতীকগ্রহণম্। ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণ উচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতকৃত্যা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ।" ইহা হইতে জানা গেল মহাপ্রভু বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্রই উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতেন। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ"—ইত্যাদি ভা. ৭।৫।২৩-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"নাম-সঙ্কীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্। —নামসঙ্কীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে করাই প্রশস্ত।"

শ্রীপাদসনাতন গোস্বামী তাঁহার "বৃহদ্ভাগবতামৃত"-গ্রন্থে ভগবৎপার্ষদদের উক্তিরূপে বলিয়া গিয়াছেন—"জীবের চঞ্চল চিত্তে ভগবৎ-স্মৃতি সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয় না। চিত্ত স্থির হইলেই ভগবৎ-স্মৃতি প্রবর্তিত হইতে পারে, স্মৃতিফলও পাওয়া যাইতে পারে; সুতরাং স্মরণ-সিদ্ধির নিমিত্ত চিত্তকে সংযত করা দরকার, কিন্তু চিত্তকে সংযত করিতে হইলে বাগিন্দ্রিয়কে (জিহ্বাকে) সংযত করা আবশ্যক। কেন না, বাগিন্দ্রিয়ই হইতেছে সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়ের ও চিত্তাদি অন্তরিন্দ্রিয়ের চালক। সুতরাং বাগিন্দ্রিয় সংযত হইলেই সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় ও চিত্তাদি অন্তরিন্দ্রিয় সংযত হইতে পারে। 'বাহ্যান্তরাশেষ-হৃষীক-চালকং বাগিন্দ্রিয়ং স্যাদ্ যদি সংযতং সদা। চিত্তং স্থিরং সদ্ ভগবৎস্মৃতৌ তদা সম্যক্ প্রবর্ত্তেত ততঃ স্মৃতিঃ ফলম্॥ বৃ. ভা. ২।৩।১৪৯॥' কিন্তু বাগিন্দ্রিয়কে সংযত করিতে হইলে নামসঙ্কীর্তনের প্রয়োজন। যেহেতু,

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নামসঙ্কীর্তন বহিরিন্দ্রিয়ে নৃত্য করিয়া তাহাকে সংযত করে, সঙ্গে সঙ্গে চিত্তমধ্যে বিহার করিয়া চিত্তকেও সংযত করে। আবার, কীর্তনধ্বনি কীর্তনকারীর শ্রবণেন্দ্রিয়কেও কৃতার্থ করিয়া থাকে এবং নিজের ন্যায় অপরেরও (কীর্তন-শ্রোতারও) উপকার করিয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায়, নামসঙ্কীর্তনই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমলাভের উত্তম অন্তরঙ্গ সাধন। যাঁহারা মনে করেন, স্মরণই অন্তরঙ্গ সাধন, কিন্তু কীর্তন নহে, তাঁহাদের পক্ষেও বস্তুতঃ নামসঙ্কীর্তনই উত্তম সাধন। কেন না, চিত্ত স্থির না হইলে স্মরণ সম্ভবপর হয় না এবং চিত্ত-স্থৈর্যের জন্য নামসঙ্কীর্তনেরই প্রয়োজন। 'প্রেম্ণোঽন্তরঙ্গং কিল সাধনোত্তমং মন্যেত কৈশ্চিৎ স্মরণং ন কীর্ত্তনম্। একেন্দ্রিয়ে বাচি বিচেতনে সুখং ভক্তিঃ স্ফুরত্যাশু হি কীর্ত্তনাত্মিকা ॥ ভক্তিঃ প্রকৃষ্টা স্মরণাত্মিকাস্মিন্ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামধিপে বিলোলে। ঘোরে বলিষ্ঠে মনসি প্রয়াসৈর্নীতে বশংভাতি বিশোধিতে যা ॥ মন্যামহে কীর্ত্তনমেব সত্তমং লীলাত্মকৈকস্বহৃদি স্ফুরৎস্মৃতেঃ। বাচি স্বযুক্তে মনসি শ্রুতৌ তথা দীব্যৎ পরানপ্যুপকুর্ব্বদাত্মবৎ ॥ বৃ. ভা. ২।৩।১৪৬-৪৮ ॥'' এ-স্থলে উচ্চকীর্তনের মহিমাই কথিত হইয়াছে—যাহা নিজেরও শ্রুতিগোচর হয়, অপরেরও শ্রুতিগোচর হয়।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী এবং শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী সাক্ষাদ্ভাবে মহাপ্রভুর নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর জ্যেষ্ঠতাত এবং দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর যোগে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে মহাপ্রভুর অভিমত জানিয়াছেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং শ্রীপাদ সনাতনের এবং শ্রীপাদ জীবের উক্তি যে মহাপ্রভুর সম্মত, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

এই শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতেই জানা যায়, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও উচ্চস্বরে নামসঙ্কীর্ত্তন করিতেন (১।১১।২৬২) এবং উচ্চসঙ্কীর্তনে শতগুণ ফলের কথা বলিয়া উচ্চ সঙ্কীর্তনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন (১।১১'২৭৪-৮৪) এবং তাঁহার উক্তির সমর্থনে শাস্ত্রপ্রমাণেরও উল্লেখ করিয়াছেন (১।১১।১-৩ শ্লোক)।

উল্লিখিত মহামন্ত্রের উল্লেখপূর্বক ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ উত্তর-খণ্ড বলিয়াছেন—"নামসঙ্কীর্তনাদেব তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে ॥ ৬।৫৯ ॥ —(এই ষোল নাম বত্রিশাক্ষর) নামের সঙ্কীর্তন হইতেই তারকব্রহ্মের দর্শন পাওয়া যায়।" সঙ্কীর্তন-শব্দের অর্থসম্বন্ধে "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" ইত্যাদি ভা. ১১।৫।৩২-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানম্।—বহুলোক মিলিত হইয়া কৃষ্ণসুখকর শ্রীকৃষ্ণগান (শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণাদির কীর্তন)।"

"হরেকৃষ্ণ"-ইত্যাদি মহামন্ত্র যে কোনও বিধির অধীন নহেন, শ্রুতি হইতেও তাহা জানা যায়। কলিসন্তরণোপনিষৎ হইতে জানা যায়—ব্রহ্মার নিকটে নারদ, নিজের উপরে সংসারি লোকের ভাব আরোপ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সংসার-ভ্রমণ করিতে করিতে কিরূপে কলি হইতে উদ্ধার পাইব?" তখন ব্রহ্মা বলিলেন—"সাধু পৃষ্টোঽস্মি, সর্ব্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তৎশৃণু, যেন কলিসংসারাৎ তরিষ্যসি ॥—উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। সর্বশ্রুতিরহস্য গোপ্য কথা শুন—যদ্দ্বারা কলিসংসার উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।" এ-কথা বলিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"ভগবত আদিপুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণমাত্রেণ

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নির্ধূতকলির্ভবতি ॥ —আদিপুরুষ ভগবান্ নারায়ণের নামোচ্চারণমাত্রেই ( জীব ) নির্ধূতকলি হইতে পারে, অর্থাৎ কলিসংসার হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে।" ( আদিপুরুষ ভগবান্ নারায়ণ হইতেছেন—মূলনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ ) ব্রহ্মা এ-স্থলে "ভবসি" না বলিয়া "ভবতি" বলিয়াছেন। "ভবতি" হইতেছে তৃতীয় পুরুষে একবচনাত্মক ক্রিয়াপদ—অর্থ হইতেছে "হয়"। তাহার কর্তাও হইবে তৃতীয় পুরুষে একবচনাত্মক—"লোকঃ" বা "জীবঃ"। "ভবসি" হইতেছে দ্বিতীয় পুরুষে একবচনাত্মক ক্রিয়াপদ—অর্থ হইতেছে "তুমি হও"। "ভবসি"-ক্রিয়াপদ গ্রহণ করিলে বাক্যটির তাৎপর্য হইবে—"নারদ! আদি নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিলে তুমি নির্ধূতকলি হইবে।" "ভবসি"-ক্রিয়াপদ থাকিলে বুঝা যাইত এই নাম উচ্চারণের ফলে কেবল নারদই নির্ধূতকলি হইবেন, অপর কেহ হইবেন না। কিন্তু "ভবতি"-ক্রিয়াপদের তাৎপর্য হইতে জানা যায়, এই নাম উচ্চারণ করিলে জীবমাত্রই নির্ধূতকলি হইতে পারে।

যাহা হউক, নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেই নামটি কি?" তখন ব্রহ্মা বত্রিশ-অক্ষরাত্মক মহামন্ত্রটি বলিলেন—"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥" ইহা বলিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥ ২ ॥ —'হরে রাম হরে রাম'-ইত্যাদি নামষোড়শক ( বত্রিশাক্ষরাত্মক ষোলনাম ) হইতেছে কলিকল্মষ-নাশক। সমস্ত বেদে ইহা অপেক্ষা পরতর ( শ্রেষ্ঠতর ) উপায় দৃষ্ট হয় না।" ( ব্রহ্মা এ-স্থলে প্রথমে "হরে রাম"-ইত্যাদি বলিয়াছেন; কিন্তু অপৌরুষেয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে প্রথমে "হরে কৃষ্ণ"-ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ—উত্তরখণ্ড ॥ ৬।৫৫ ॥ মহাপ্রভুও এ-স্থলে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণোক্ত নামই বলিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতেছে বেদানুগত; সুতরাং শ্রুতির সহিত তাহার বিরোধ থাকিতে পারে না। বুঝা যায়—এই মন্ত্রটির কলিসন্তরণোপনিষৎ-কথিত রূপ এবং ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ-কথিত রূপ—এই উভয় রূপই বেদসম্মত। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা গৌ. বৈ. দ. ॥ ৫।১০৩-অনুচ্ছেদে ২৩৬৫-৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মা আরও বলিয়াছেন—"ইতি ষোড়শকলাবৃতস্য জীবস্যাবরণবিনাশনম্। ততঃ প্রকাশতে পরং ব্রহ্ম মেঘাপায়ে রবিরশ্মিমণ্ডলীবেতি ॥ —( এই নামষোড়শক হইতেছে ) ষোড়শ-কলাবৃত জীবের আবরণ-বিনাশক; তাহার পরে ( আবরণ-বিনাশের পরে ) মেঘাপগমে রবিরশ্মি যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি পরব্রহ্মও প্রকাশ পায়েন ( অর্থাৎ নামষোড়শকের কীর্তনের ফলে জীবের ষোড়শাবরণ দূরীভূত হয়; তখন জীব পরব্রহ্মের অনুভব লাভ করেন, ব্রহ্মবিৎ হয়েন )।" ( জীবের ষোড়শকলারূপ আবরণ হইতেছে—"ষোড়শকো বিকারঃ পঞ্চভূতানি একাদশেন্দ্রিয়াণি ॥ —শ্বেতা-শ্বতরশ্রুতির ১।৪-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ॥ —পঞ্চভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়—এ-সমস্ত অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক দেহ এবং দেহস্থিত একাদশ ইন্দ্রিয়—হইতেছে জীবের ষোড়শ আবরণ।" এতাদৃশ দেহেই জীবস্বরূপ বা জীবাত্মা অবস্থান করে। মায়ার প্রভাবে সংসারী জীব দেহেতে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি ষোড়শ কলায় আসক্ত হইয়া পড়ে, দেহেন্দ্রিয়াদির সুখের জন্যই লালায়িত হয়।

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তখন জীবের স্বরূপগত ভাব থাকে প্রচ্ছন্ন—ষোড়শকলাত্মক আবরণে আবৃত। নামষোড়শকের প্রভাবে এই আবরণ দূরীভূত হইয়া যায়; তখন জীবের নিকটে পরব্রহ্ম প্রকাশ পায়েন—সেই জীব তখন পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করেন, ব্রহ্মবিৎ হয়েন। ব্রহ্মবিৎ হইলেই মোক্ষ।" তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি।।" প্রকরণ হইতেই জানা যায়, এ-স্থলে যে-পরব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন—আদিপুরুষ নারায়ণ, অর্থাৎ মূলনারায়ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।)

ইহার পরে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোঽস্য বিধিরিতি—এই নামষোড়শকের বিধি কি?" উত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—"নাস্য বিধিরিতি। সর্ব্বদা শুচিরশুচির্বা পঠন্ ব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতাং সরূপতাং সাযুজ্যতামেতি ॥ ৩ ॥ —ইহার কোনও বিধি নাই। শুচি হউক বা অশুচি হউক, সর্বদা এই নাম পাঠ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য পাইয়া থাকেন।"

এ-স্থলে ব্রহ্মা বলিলেন—"এই নাম-ষোড়শকের কোনও বিধিই নাই। শুচি বা অশুচি হইলেও সর্বদা এই নাম পাঠ (কীর্তন) করা যায়।" ইহা হইতে জানা গেল—যে-কোনও ভাবে (অর্থাৎ মানসিক, বাচিক এবং উপাংশু—যে-কোনও রূপেই নাম কীর্তনীয়), যে-কোনও অবস্থায়, যে-কোনও স্থানে, যে-কোনও সময়ে (অর্থাৎ মল-মূত্র ত্যাগকালেও) এই নাম কীর্তন করা যায়। সুতরাং উচ্চ কীর্তন, বা সংখ্যারক্ষণব্যতীত নামকীর্তনও অবিধেয় নহে। পূর্বোক্তি অনুসারে, যে-কোনও রূপে নাম-ষোড়শক কীর্তন করিলেই ষোড়শকলাত্মক আবরণ দূরীভূত হইতে পারে এবং লোক ব্রহ্মবিৎ হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারেন।

ব্রহ্মা বলিয়াছেন—সর্বদা এই নাম-ষোড়শক পাঠ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ সলোকতাদি লাভ করিতে পারেন। এ-স্থলে ব্রাহ্মণ-শব্দে "ব্রাহ্মণ-বংশজাত লোক"-কেই বুঝায় বলিয়া মনে হয় না। এক-থা বলার হেতু এই। প্রথমতঃ, ব্রহ্মা বলিয়াছেন—আদিপুরুষ নারায়ণের নামোচ্চারণমাত্র লোক নির্ধুতকলি হইতে পারে। এ-স্থলে জীবমাত্রের কথাই বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণবংশজাত লোক-মাত্রের কথা বলা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মা বলিয়াছেন—এই নাম-ষোড়শক কলি-কল্মষনাশক। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবংশ-জাত লোকেরই যে কলি-কল্মষ, অপরের যে কলি-কল্মষ নাই, তাহা নহে। তৃতীয়তঃ, ব্রহ্মা পরিষ্কার-ভাবেই বলিয়াছেন—এই নাম-ষোড়শক হইতেছে ষোড়শকলাবৃত জীবের আবরণ-বিনাশক। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবংশজাত জীবেরই যে ষোড়শকলাত্মক আবরণ, তাহা নহে। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণবংশজাত জীবেরই কলিকল্মষ এবং ষোড়শকলাত্মক আবরণ—ইহা মনে করিলে ব্রাহ্মণকুলজাত জীবকে নরাধম মনে করিতে হয়; কিন্তু ইহা সঙ্গত হইবে না। চতুর্থতঃ, যদি বলা হয়—ব্রাহ্মণকুলজাত লোকেরই এই নাম-ষোড়শক-কীর্তনে অধিকার, অপরের অধিকার নাই, তাহা হইলে ইহা হইবে একটি বিধি এবং এই বিধি স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মার উক্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়; কেন না, ব্রহ্মা বলিয়াছেন—এই নাম-সম্বন্ধে কোনও বিধি নাই। বিশেষতঃ পুরাণাদিতে শ্বপচেরও ভগবন্নাম-গ্রহণের কথা জানা যায়। যবনকুলজাত শ্রীল হরিদাসঠাকুরও বত্রিশাক্ষরাত্মক ষোল নাম কীর্তন

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

করিতেন। এ-সমস্ত কারণে বুঝা যায়—ব্রহ্মা যে-ব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকুলজাত লোক হইতে পারেন না।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—তাহা হইলে ব্রহ্মার কথিত ব্রাহ্মণ শব্দের তাৎপর্য কি? তাৎপর্য পূর্ববাক্যে ব্রহ্মাই বলিয়া গিয়াছেন—নামষোড়শক কীর্তনের ফলে ষোড়শকলাত্মক আবরণ দূরীভূত হইলে লোক পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিতে পারেন—ব্রহ্মবিৎ হইতে পারেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতি হইতে জানা যায়—যিনি ব্রহ্মবিৎ, তিনিই ব্রাহ্মণ। যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিয়াছেন—"যো বা এতদক্ষরং * * * গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥ ৩।৮।১০ ॥ —হে গার্গি! যিনি এই অক্ষর ব্রহ্মকে জানিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ।" ব্যাকরণ-শব্দের উত্তর ষ্ণ-প্রত্যয়-যোগে বৈয়াকরণ শব্দ নিষ্পন্ন হয়; তাহার অর্থ-ব্যাকরণবিৎ। তদ্রূপ, ব্রহ্মন্-শব্দের উত্তর ষ্ণ-প্রত্যয়যোগে ব্রাহ্মণ-শব্দ নিষ্পন্ন। তাহার অর্থও ব্রহ্মবিৎ।

যদি কেহ বলেন -"কলিসন্তরণোপনিষদে কথিত "হরে রাম হরে রাম"-ইত্যাদি নাম ব্রাহ্মণের (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বংশজাত লোকেরই) কীর্তনীয়, ব্রাহ্মণেতরের কীর্তনীয় নহে। ব্রাহ্মণেতর জাতির লোকের নিমিত্ত "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ"-ইত্যাদি নাম প্রচার করা হইয়াছে," তাহা হইলে নিবেদন এই। - পূর্বেই বলা হইয়াছে, বেদানুগত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ"-ইত্যাদি নাম দৃষ্ট হয় এবং ষোড়শ-নামাত্মক নামের উভয়রূপই বেদসম্মত। মহাপ্রভুও "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ"-ইত্যাদি নামকীর্তনের উপদেশই দিয়াছেন এবং তাঁহার এই উপদেশ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের দ্বারা সমর্থিত। যাহা বেদানুগত শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না, এমন কোনও উপদেশ মহাপ্রভু কখনও কাহাকেও দান করেন নাই। সুতরাং "হরে রাম হরে রাম"-ইত্যাদি শ্রুতিকথিত নামের পরিবর্তে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ"-ইত্যাদি নামের প্রচারের কথা বিচারসহ হইতে পারে না। বেদবাক্যের পরিবর্তন করিয়া, পরিবর্তিত বাক্য প্রচার করিবেন কে? কেহ করিলেও তাহা কি কখনও সুধীগণের স্বীকৃতি লাভ করিবে? বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণেতর জাতির জন্য যে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ"-ইত্যাদি নামের প্রচার করা হইয়াছে, বেদানুগত কোনও শাস্ত্রেই তাহা দৃষ্ট হয় না।

যাহা হউক, কলিসন্তরণোপনিষদে ব্রহ্মার উল্লিখিত সর্বশেষ বাক্যের সারমর্ম হইতেছে এই যে—শুচিই হউন, বা অশুচিই হউন, যিনি সর্বদা এই নাম-ষোড়শক পাঠ বা কীর্তন করিবেন, কীর্তনের ফলে তাঁহার ষোড়শকলাত্মক আবরণ দূরীভূত হইবে, তাহার পরে তিনি ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মবিৎ) হইবেন এবং তখন দেহত্যাগের পরে তিনি তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য বা সাযুজ্য লাভ করিতে পারিবেন।

সালোক্য, সারূপ্য এবং সামীপ্য হইতেছে—যথাক্রমে স্বীয় উপাস্যস্বরূপের সহিত একই লোকে (ধামে) বাস, স্বীয় উপাস্যস্বরূপের সমান রূপ-প্রাপ্তি এবং স্বীয় উপাস্যস্বরূপের সমীপে অবস্থিতি। আর সাযুজ্য হইতেছে—স্বীয় উপাস্যস্বরূপের মধ্যে সূক্ষ্মজীবস্বরূপে প্রবেশপূর্বক অবস্থিতি। সালোক্য ও সামীপ্য-শব্দদ্বয়ে আদি নারায়ণ পরব্রহ্ম ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ধাম-প্রাপ্তি (অর্থাৎ ব্রজলোক-

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রাপ্তি ) এবং সেই ধামে পরিকর-রূপে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিতিকেও বুঝাইতে পারে। ব্রহ্মার উক্তির আলোচনায় পূর্বে দেখা গিয়াছে—নাম-ষোড়শকের কীর্তনের ফলে, জীবের ষোড়শ-কলাত্মক আবরণ দূরীভূত হইলে জীব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিতে পারেন। কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অপরোক্ষ অনুভব ( এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলোকে এবং ব্রজলোকে শ্রীকৃষ্ণের পরিকররূপে তাঁহার সান্নিধ্যে অবস্থিতি ) ব্রজপ্রেম-লাভব্যতীত হইতে পারে না। নাম-ষোড়শকের কীর্তনে যখন ব্রজপ্রাপ্তি এবং ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সামীপ্য-প্রাপ্তিও হইতে পারে, তখন, পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—নাম-ষোড়শকের কীর্তনে ব্রজপ্রেম-প্রাপ্তিও হইতে পারে। বৃহদারণ্যকশ্রুতি অনুসারে, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য এবং প্রেমব্যতীত তাদৃশী সেবাও সম্ভব নহে। এই প্রেমই হইতেছে পঞ্চম এবং পরম পুরুষার্থ। সুতরাং এই প্রেমলাভের উপায় যাহা, তাহাই হইবে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোনও উপায় থাকিতে পারে না। নাম-ষোড়শকের সম্বন্ধে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে।" সুতরাং এই নাম-ষোড়শকের কীর্তনে যে ব্রজপ্রেম লাভ হইতে পারে, ব্রহ্মার উক্তি হইতে তাহাও জানা গেল। কঠোপনিষৎও তাহা বলিয়া গিয়াছেন ( মশ্রী ॥ ১০০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )।

যাহা হউক, বত্রিশাক্ষরাত্মক নাম-ষোড়শকের জপবিষয়ে যে কোনওরূপ বিধিই নাই, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই কলিসন্তরণোপনিষদের উক্তি উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইল। প্রসঙ্গক্রমে সেই আলোচনায় শ্রুতির অন্যান্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া কয়েকটি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের কথাও বলা হইল।

শ্রুতির উক্তি হইতে জানা গেল, বত্রিশাক্ষরাত্মক ষোল নাম মহামন্ত্র-সম্বন্ধে কোনও বিধিই নাই—বাচিকাদি তিন রকম জপের মধ্যে কোনও এক বা দুই রকমের জপ করিবে, শুচি-আদি-অবস্থার বিচার করিবে, দেশ-কালের বিচার করিবে, সংখ্যা-রক্ষণ করিবে, সংখ্যা-রক্ষণ না করিয়া জপ করিবে —ইত্যাদি কোনও বিধি নাই। নাম নামীর সহিত অভিন্ন বলিয়া, নামী শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরম-স্বতন্ত্র, সর্ববিধ বিধি-নিষেধের অতীত, নামও তদ্রূপ পরম-স্বতন্ত্র, সর্ববিধ বিধিনিষেধের অতীত। সুতরাং মহামন্ত্রের উচ্চ সঙ্কীর্তন যে নিষিদ্ধ নহে, শ্রুতি হইতেও তাহা জানা গেল।

উল্লিখিত মহামন্ত্রে নামমাত্র তিনটি—সম্বোধনাত্মক—হরি, কৃষ্ণ ও রাম। এই তিনটিই যে মূলনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই নাম, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে তাহাও জানা গেল।

উল্লিখিত আলোচনায়, শ্রুতিস্মৃতির প্রমাণ, মহাপ্রভুর উক্তি ও আচরণ এবং গৌর-পার্ষদ-গোস্বামিগণের উক্তি হইতে জানা গেল—"হরে কৃষ্ণ"-ইত্যাদি মহামন্ত্রের,—বাচিক, উপাংশু এবং মানসিক এই তিন রকম-জপের—যে-কোনও রকমের জপই বিধেয়; তবে উচ্চ সঙ্কীর্তনের মহিমা সর্বাধিক।

**নির্ব্বন্ধ**—শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে নির্বন্ধ-শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে। "নির্ব্বন্ধঃ অভিনিবেশঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ অভিলষিত প্রাপ্তৌ ভূয়ো যত্নঃ॥ যথা শিশুগ্রহঃ। শিশূনাং স্বেচ্ছাবিশেষঃ। আখটি ইতি খ্যাতঃ। ইতি কেচিৎ॥ ইতি গ্রহ-শব্দটীকায়াং ভরতঃ॥" এইরূপে আভিধানিকদের উক্তি

ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইব সভার।
সর্ব্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর ॥ ৭৭
দশ-পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করিহ সভে হাথে তালি দিয়া ॥ ৭৮
'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥ ৭৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইতে জানা গেল—নির্বন্ধ-শব্দের অর্থ হইতেছে—অভিনিবেশ, গাঢ় মনোযোগ; অভিলষিত-বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রয়াস—শিশুদের 'আখটি'র ন্যায়, কোনও বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্ত শিশুদের জেদের ন্যায়। অত্যন্ত আগ্রহ। **ইহা গিয়া জপ** ইত্যাদি—প্রভু বলিলেন, ইহা (এই মহামন্ত্র) তোমরা সকলে গিয়া নির্বন্ধ করিয়া (অত্যন্ত অভিনিবেশের সহিত, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত) জপ কর। নির্বন্ধ-শব্দের আর একটি অর্থ হয়—নির্ধারণ (গৌ. বৈ. অ.)। উৎকর্ষ ও অপকর্ষের বিচারপূর্বক বহুর মধ্যে একের পৃথক্-করণকে নির্ধারণ বলে। এইরূপ অর্থে, **করি নির্দ্ধারণ**-বাক্যের অর্থ হইবে—এই মহামন্ত্রকেই নির্ধারণ (শাস্ত্রে যত রকমের উপায়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই মহামন্ত্রের পথই সর্বোৎকৃষ্টরূপে নির্ধারিত হইয়াছে, ইহা) মনে করিয়া। পূর্বোদ্ধৃত কলিসন্তরণোপনিষদের "নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে"-বাক্যটিও এইরূপ অর্থের সমর্থক।

৭৭। **সর্ব্বক্ষণ বোল** ইত্যাদি—সর্বদা এই মহামন্ত্র বলিবে; **ইথে**—ইহাতে, এই সম্বন্ধে **বিধি** ইত্যাদি—অন্য কোনও বিধি নাই। "নাস্য বিধিরিতি। সর্ব্বদা শুচিরশুচির্বা পঠন্" ইত্যাদি, পূর্ববর্তী ৭৬-পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যও এ-কথাই বলিয়াছেন। ইহার একমাত্র বিধি হইতেছে এই যে, সর্বদা এই মহামন্ত্র বলিবে, অন্য কোনও বিধি নাই।" "ইথে বিধি"-স্থলে "ইথি দ্বিধা"-পাঠান্তর। অর্থ—ইহাতে দুই রকম কিছু নাই। অথবা, ইহাতে যে সকলের সর্বসিদ্ধি হইবে, তাহাতে দ্বিধা (ইতস্ততঃ করার বা সন্দেহ করার) কিছু নাই। ইহা নিশ্চিত।

৭৮-৭৯। পূর্ববর্তী ৭৫-পয়ারে কথিত মহামন্ত্রে ষোলটি নাম থাকিলেও বস্তুতঃ তিনটি নামের পুনঃ পুনঃ উল্লেখেই ষোলটি নাম হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে—সেই তিনটি নাম হইতেছে, "হরি", "কৃষ্ণ" এবং "রাম" এবং ৭৬-পয়ারের টীকায় উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, এই তিনটি নামই হইতেছে মূলনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের নাম। মহামন্ত্রের নামগুলি হইতেছে সম্বোধনাত্মক—"হরি"-শব্দের সম্বোধনে "হরে", "কৃষ্ণঃ"-শব্দের সম্বোধনে "কৃষ্ণ" এবং "রামঃ"-শব্দের সম্বোধনে "রাম"। সম্বোধনাত্মক নাম উল্লেখের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, মহামন্ত্রের জপকর্তা মনে করিবেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতেই আছেন এবং "হে হরে", "হে কৃষ্ণ", "হে রাম"-ইত্যাদিরূপে, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে মহামন্ত্র কীর্তন করিতেছেন। এইরূপে, সম্বোধনাত্মক নামকীর্তনের উপদেশ দিয়া, প্রভু এক্ষণে নমঃ-শব্দের যোগে চতুর্থ্যন্ত নাম কীর্তনের উপদেশও দিতেছেন।

নমঃ, স্বাহা, স্বধা—এই তিনটির যোগে শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন, কৃষ্ণায় নমঃ, কৃষ্ণায় স্বাহা, কৃষ্ণায় স্বধা, ইত্যাদি। এ-সকল স্থলে কৃষ্ণ-শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তি

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রযুক্ত হওয়ায় "কৃষ্ণায়"-হইয়াছে। এ-জাতীয় পদকে চতুর্থ্যন্ত পদ বলা হয়। এইরূপ চতুর্থ্যন্ত কৃষ্ণাদি নামের সহিত যদি বীজ বা প্রণব যুক্ত হয়, তাহা হইলে নমঃ-স্বাহা-স্বধা-যোগে সমগ্র বাক্যটি যেরূপ ধারণ করিবে, তাহা হইবে তখন একটি মন্ত্রের রূপ, যাহার উচ্চকীর্তন নিষিদ্ধ। মহাপ্রভু এ-স্থলে বলিয়াছেন, বীজ বা প্রণবের সহিত যুক্ত না থাকিলে, মহামন্ত্রের ন্যায়ই, নমঃ-শব্দান্ত চতুর্থ্যন্ত কৃষ্ণাদি নাম—যেমন "কৃষ্ণায় নমঃ, গোবিন্দায় নমঃ"-ইত্যাদিরূপে কৃষ্ণাদি নামও—উচ্চস্বরেও কীর্তনীয় এবং বহুলোকের এক সঙ্গেও উচ্চস্বরে কীর্তনীয়। **দশে পাঁচে মিলি**—দশ জন বা পাঁচ জন, অর্থাৎ বহু লোক মিলিত হইয়া। **দুয়ারে বসিয়া**—ঘরের বা বাড়ীর দ্বারে বসিয়া। ইহাদ্বারা অন্যত্র কীর্তন, বা দণ্ডায়মানভাবে কীর্তন নিষিদ্ধ হইল না; যেহেতু, নামকীর্তনে দেশ-কাল-অবস্থাদির কোনও নিয়ম নাই। **হরয়ে নমঃ** ইত্যাদি—নমঃ-শব্দযোগে চতুর্থ্যন্ত নামের উল্লেখ করা হইয়াছে। হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণযাদবায় নমঃ। হরি-শব্দের চতুর্থী বিভক্তিতে "হরয়ে", কৃষ্ণযাদব-শব্দের চতুর্থী বিভক্তিতে "কৃষ্ণযাদবায়"। নমঃ-শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। **গোপাল গোবিন্দ** ইত্যাদি—"হরি" ও "কৃষ্ণযাদব"কে নমস্কার করিয়া বলা হইতেছে—তুমিই গোপাল, তুমিই গোবিন্দ, তুমিই রাম, তুমিই শ্রীমধুসূদন। "কৃষ্ণযাদবায়"-স্থলে "রামযাদবায়"-পাঠান্তর।

উল্লিখিত আলোচনায় "কৃষ্ণযাদব"-একটি শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে—একটি সমাসবদ্ধ শব্দ, মধ্য-পদলোপী সমাস; কৃষ্ণনামক যাদব—কৃষ্ণযাদব। "যাদব"-শব্দ হইতেছে "যদু"-শব্দ হইতে উদ্ভূত। "কুরু"-শব্দ হইতে যেমন "কৌরব", "পাণ্ডু"-শব্দ হইতে যেমন "পাণ্ডব", তদ্রূপ "যদু"-শব্দ হইতে "যাদব"। "কৌরব"-শব্দে-যেমন কুরুবংশীয়দিগকে বুঝায়, "পাণ্ডব"-শব্দে যেমন পাণ্ডুবংশীয়দিগকে বুঝায় তদ্রূপ "যাদব"-শব্দে যদুবংশীয়দিগকে বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দমহারাজ এবং বসুদেব—এই উভয়ের আদি পুরুষই ছিলেন মহারাজ যদু; এজন্য উভয়েই যদুবংশীয় বা যাদব; নন্দমহারাজ "যাদব" বলিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণও "যাদব যদুবংশীয়"। শ্রীনন্দ ও শ্রীবসুদেবের পিতামহও ছিলেন একই ব্যক্তি—যদুবংশীয় দেবমীঢ়; দেবমীঢ়ের দুই পত্নী ছিলেন—একজন বৈশ্যকন্যা এবং একজন ক্ষত্রিয়কন্যা। বৈশ্যকন্যার পুত্র পর্জন্য হইতে শ্রীনন্দের জন্ম বলিয়া তিনি হইয়াছেন বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়-কন্যার পুত্র শূর হইতে বসুদেবের জন্ম বলিয়া তিনি হইয়াছেন ক্ষত্রিয়।

"কৃষ্ণযাদব" এক শব্দরূপে গৃহীত হওয়ার হেতু কথিত হইতেছে। কৃষ্ণযাদব যদি "কৃষ্ণ" এবং "যাদব"—এই দুইটি শব্দরূপে গৃহীত হয়, তাহা হইলে আলোচ্য ৭৯-পয়ারের প্রথমার্ধে "হরয়ে" এবং "যাদবায়"—এই দুইটি চতুর্থ্যন্ত পদের সহিত চতুর্থী বিভক্তিহীন "কৃষ্ণ"-শব্দের সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। "কৃষ্ণায়"-থাকিলে সঙ্গতি থাকিত; "নমঃ"-শব্দের সহিতও তাঁহার যোজনা করা যায় না। চতুর্থী বিভক্তিহীন "কৃষ্ণ"-শব্দকে যদি সম্বোধনাত্মক মনে করা হয়, তাহা হইলে সেই পয়ারার্ধের অন্বয় হইবে—"হে কৃষ্ণ! হরয়ে নমঃ, যাদবায় নমঃ"। ইহার তাৎপর্যই বা কি হইতে পারে? যদি বলা যায়, তাৎপর্য এইরূপ হইতে পারে, যথা—"হে কৃষ্ণ! হরয়ে নমঃ (তুমিই 'হরি', তোমাকে নমস্কার) যাদবায় নমঃ (তুমিই 'যাদব' তোমাকে নমস্কার।" এইরূপ তাৎপর্যে কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়

কীর্ত্তন কহিল এই তোমা' সভাকারে।
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর' গিয়া ঘরে॥" ৮০
প্রভু-মুখে মন্ত্র পাই সভার উল্লাস।
দণ্ডবত করি সভে গেলা নিজ-বাস॥ ৮১
নিরবধি সভেই জপেন কৃষ্ণনাম।
প্রভুর চরণ কায়-মনে করে ধ্যান॥ ৮২
সন্ধ্যা হৈলে আপন দুয়ারে সভে মিলি।
কীর্ত্তন করেন সভে দিয়া করতালি॥ ৮৩
এই মত নগরে নগরে সঙ্কীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥ ৮৪
সভারে উঠিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে।
আপন গলার মালা দেই সভাকারে॥ ৮৫
দন্তে তৃণ করি প্রভু পরিহার করে।
"অহর্নিশ ভাইসব! বোলহ কৃষ্ণেরে॥" ৮৬
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে সর্ব্বজন।
কায়মনোবাক্যে লইলেন সঙ্কীর্ত্তন॥ ৮৭
পরম-আনন্দে সব নগরিয়াগণ।
হাথে তালি দিয়া বোলে 'রাম নারায়ণ॥ ৮৮
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে।
দুর্গোৎসবকালে বাদ্য বাজাবার তরে॥ ৮৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিয়া মনে হয়। কিন্তু "কৃষ্ণযাদব" একটি শব্দরূপে গৃহীত হইলে পূর্বকথিত আনন্দচিত্ত থাকে না, তাৎপর্য-নির্ণয়ে কষ্টকল্পনার আশ্রয়ও লইতে হয় না। এ-সমস্ত কারণে ইহা এক শব্দরূপে গৃহীত হইয়াছে। ইহা বিচারসহ কি না, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

৮০। **কীর্ত্তন**—চতুর্থ্যন্ত-নামের কীর্ত্তন, অথবা সম্বোধনাত্মক মহামন্ত্রের এবং চতুর্থ্যন্ত নামের কীর্ত্তন।

৮২। **জপেন**—জপ করেন; বাচিক, উপাংশু, বা মানস জপ করেন। **প্রভুর চরণ** ইত্যাদি—জপকালে কায়ে (শরীরে) এবং মনে ধ্যান করেন। কায়দ্বারা ধ্যান—প্রভুর চরণ চিন্তা করিয়া মনে মনে চরণে প্রণামাদি। "চরণ"-স্থলে "বচন" এবং "করে"-স্থলে "করি"-পাঠান্তর। বচন—বাক্য, উপদেশ।

৮৩। "হৈলে"-স্থলে "হৈতে"-পাঠান্তর। হৈতে—হওয়া মাত্রেই, অথবা সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া।

৮৫। "উঠিয়া"-স্থলে "উচিত" এবং "সভাকারে"-স্থলে "সর্ব্বশিরে"-পাঠান্তর।

৮৬। **দন্তে তৃণ ধরি**—অত্যন্ত দৈন্য প্রকাশ করিয়া। **পরিহার**—কাকুতি-মিনতি। **বোলহ কৃষ্ণেরে**—কৃষ্ণনাম কর। "ভাই সব বোলহ কৃষ্ণেরে"-স্থলে "সভেই বোলহ কৃষ্ণ হরে" এবং "ভাইসব! কৃষ্ণ বোল বোলে"-পাঠান্তর।

৮৯। **দুর্গোৎসবকালে**—দুর্গাপূজার সময়ে। এই পয়ারোক্তিতে জানা যায়, তখনও দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল এবং বৎসরে একবার কি দুইবার দুর্গাপূজা হইত। দুর্গা বৈদিকী দেবতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীর উক্তিতে শরৎকালে বার্ষিকী মহাপূজার বিধি দৃষ্ট হয়। "শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী। তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥ সর্ব্ববাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ। মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণ॥ ৯২।১২-১৩॥ —শরৎকালে যে-বার্ষিকী মহাপূজা করা হয়, তাহাতে আমার এই মাহাত্ম্য ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করিলে, মানুষ আমার কৃপায়, সর্ববাধাবিনির্মুক্ত

সেই সব বাদ্য এবে কীর্তনসময়ে।
গায়েন বা'য়েন সভে আনন্দ হৃদয়ে॥ ৯০
'হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম।'
এইমত নগরে উঠিল ব্রহ্ম-নাম॥ ৯১
খোলাবেচা শ্রীধর যায়েন সেই পথে।
দীর্ঘ করি হরিনাম বলিতে বলিতে॥ ৯২
শুনিয়া কীর্ত্তন আরম্ভিলা মহানৃত্য।
আনন্দে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য॥ ৯৩
দেখিয়া তাহান সুখ নগরিয়াগণ।
বেঢ়িয়া চৌদিগে সভে করেন কীর্ত্তন॥ ৯৪
গড়াগড়ি যায়েন শ্রীধর প্রেমরসে।
বহির্মুখ-সকল দূরেতে থাকি হাসে'॥ ৯৫
কোন পাপী বোলে "হের্-দেখ ভাই সব!
খোলাবেচা মুনিসাও হইল বৈষ্ণব॥ ৯৬
পরিধান-বস্ত্র নাহি, পেটে নাহি ভাত।
লোকেরে জানায় 'ভাব হইল আমা'ত'॥ ৯৭
নগরিয়াগুলা বোলে "মাগি খাই মরে।
অকালেই দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে॥" ৯৮
এইমত পাষণ্ডীরা বল্লয়ে সদায়।
প্রতিদিন নগরিয়াগণ 'কৃষ্ণ' গায়॥ ৯৯
একদিন দৈবে কাজি সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়॥ ১০০
হরিনাম-কোলাহল চতুর্দিগে মাত্র।
শুনিঞা স্মঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র॥ ১০১
কাজি বোলে "ধর ধর আজি করোঁ কার্য্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাঞি আচার্য্য॥" ১০২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এবং ধনধান্য-সুতান্বিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।" কেহ কেহ মনে করেন, উল্লিখিত শ্লোকের প্রথমার্ধে "চ"-শব্দে বসন্তকালে পূজার বিধিও কথিত হইয়াছে।

৯০-৯১। **বা'য়েন**—বাজায়েন। "হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম"-স্থলে "হরি ও রাম রাম হরি ও রাম"-পাঠান্তর। **ব্রহ্ম-নাম**—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নাম, অথবা পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণরূপ নাম (নাম ও নামী অভিন্ন)।

৯২। "খোলাবেচা"-স্থলে "খোলা বেচি"-পাঠান্তর। বেচি—বিক্রয় করিয়া। **দীর্ঘ করি**—উচ্চস্বরে, অথবা নামের অক্ষর বা পদগুলির মধ্যে তফাত করিয়া নামকে দীর্ঘ করিয়া।

৯৬। **মুনিসাও**—মিনসাও, মানুষটাও। মুনিসা বা মিন্‌সা তুচ্ছার্থে প্রযুক্ত হয়। শ্রীধর যে পরম-ভক্ত ছিলেন, সাধারণ লোক তাহা জানিত না।

৯৭। **ভাব**—কৃষ্ণপ্রেম। **আমা'ত**—আমাতে, আমার মধ্যে।

৯৮। **অকালেই** ইত্যাদি—শ্রীধর অকালেই (অসময়েই) ঘরে দুর্গোৎসব আনিয়াছে। অর্থাৎ অকালে দুর্গোৎসব যেমন একটি অসম্ভব ব্যাপার, শ্রীধরের ন্যায় লোকের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের উদয়ও তেমনি একটি অসম্ভব ব্যাপার।

১০১। **আপনার শাস্ত্র**—নিজের (অর্থাৎ যবনদের) ধর্মশাস্ত্র।

১০২। **ধর ধর**—কাজি নিজের অনুচরদিগকে বলিলেন, যাহারা কীর্তন করিতেছে, তাহাদিগকে ধর। "ধর ধর"-স্থলে "ধরোঁ ধরোঁ"-পাঠান্তর। ধরোঁ—ধরিব, ধরিয়া লইয়া যাইব। **আজি করোঁ কার্য্য**—আজ আমি ইহার প্রতিবিধানের কার্য (ব্যবস্থা) করিব। দেখিব, তাহাতে **আজি বা কি করে**

আথেব্যথে পলাইল নগরিয়াগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহো না করে বন্ধন ॥ ১০৩
যাহারে পাইল কাজি, মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে ॥ ১০৪
কাজি বোলে "হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া ॥ ১০৫
ক্ষমা করি যাঙ আজি, দৈবে হৈল রাতি।
আরদিন লাগি পাইলেই লৈব জাতি ॥" ১০৬
এইমত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া।
নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্ত্তন চাহিয়া ॥ ১০৭
দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।
হিন্দু-কাজি-সব আরো মারে কদর্থিয়া ॥ ১০৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ইত্যাদি—তোদের আচার্য ( কীর্তন করিবার নিমিত্ত যিনি তোদের শিক্ষা দিয়াছেন, তোদের সেই আচার্য ) নিমাই কি করেন। "করে"-স্থলে "করেঁ"-পাঠান্তর।

১০৪। **দ্বারে**—ঘরের দুয়ারে ( সম্মুখে )।

১০৫। **নাগালি**—লাগ, কাছে।

১০৬। "লাগি পাইলেই লৈব"-স্থলে "নাগ পাল্যে লইব সে" এবং "নাগ পাইলে নিমু তার"-পাঠান্তর।

১০৮। **হিন্দু-কাজি-সব**—হিন্দু ও কাজি—সকলেই, অর্থাৎ কীর্তনবিদ্বেষী বহির্মুখ হিন্দুগণ (পরবর্তী ১০৯-১৩-পয়ার দ্রষ্টব্য ) এবং যবন কাজি, ইঁহারা সকলেই (কীর্তনকারী নগরিয়াদিগকে) **আরো**—তাঁহারা লুকাইয়া থাকেন বলিয়া আরও অধিকতররূপে **কদর্থিয়া**—কদর্থনা করিয়া, অর্থাৎ কাজি তাঁহাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নরূপ কদর্থনা করিয়া এবং বহির্মুখ হিন্দুগণ তাঁহাদের নিন্দাদিরূপ কদর্থনা করিয়া **মারে**—তাঁহাদিগকে মারিয়া ফেলে ( মৃত্যু-যন্ত্রণার তুল্য দুঃখ দিয়া থাকেন )। "সব আরো মারে"-স্থলে "আর সব মরে"-পাঠান্তর। তাৎপর্য— কীর্তনকারী নগরিয়াগণ লুকাইয়া থাকেন, আর কীর্তন-বিদ্বেষী বহির্মুখগণ এবং কাজি তাঁহাদের কদর্থনা করিয়া মরে ( অধঃপাতে যায়েন )। পরবর্তী ১০৯-১৩-পয়ারে কীর্তনবিদ্বেষী বহির্মুখ লোকগণকর্তৃক কীর্তনকারীদের সম্বন্ধে নিন্দাদিরূপ কদর্থনার কথা বলা হইয়াছে। অথবা, "হিন্দু"-শব্দকে "কাজি"-শব্দের বিশেষণ মনে করিলে "হিন্দু-কাজি"-শব্দের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। এই অন্যরূপ অর্থে "কাজি"-শব্দের মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকিতে পারে না। যেহেতু, "কাজি"-শব্দের মুখ্যার্থ হইতেছে – রাজার নিযুক্ত কাজি ( আঞ্চলিক শাসনকর্তা )। তৎকালে মুসলমান রাজত্বে, যবন রাজা যে কোনও হিন্দুকে কাজির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা মনে করা যায় না। কেন না, মুসলমান রাজাদের অনেক হিন্দু কর্মচারী, এমন কি হিন্দু মন্ত্রী থাকিলেও, তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য ছিল না ; রাজার অনুমোদনব্যতীত কিছু করিবার অধিকার তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু রাজার এবং রাজার নিয়মের আনুগত্যে কাজ করার সময়েও কাজিদের কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল। এতাদৃশ-পদে কোনও হিন্দুর নিয়োগ সম্ভবপর মনে হয় না। বিশেষতঃ তদ্রূপ কোনও দৃষ্টান্তও দেখা যায় না। সুতরাং এ-স্থলে "হিন্দু-কাজি"-শব্দের অন্তর্গত "কাজি"-শব্দের গৌণ অর্থ—কাজির ন্যায় আচরণকারী এইরূপ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। এই গৌণ অর্থে "হিন্দু-কাজি"-শব্দের অর্থ হইবে—কীর্তনকারীদের সম্বন্ধে

কেহো বোলে "হরিনাম লৈব মনে মনে।
হুড়াহুড়ি বলিয়াছে কেমন পুরাণে॥ ১০৯
লঙ্ঘিলে বেদের বাক্য এই শাস্তি হয়।
'জাতি' করিয়াও এ-গুলার নাহি ভয়॥ ১১০
নিমাঞিপণ্ডিত যে করেন অহঙ্কারে।
সব চূর্ণ হইবেক কাজির দুয়ারে॥ ১১১
নগরে নগরে যে বুলেন নিত্যানন্দ।
দেখ তার কোন্ দিন বাহিরায় রঙ্গ॥ ১১২
উচিত বলিতে হই আমরা 'পাষণ্ড'।
ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড॥ ১১৩
ভয়ে কেহো কিছু নাহি করে প্রত্যুত্তর।
প্রভুস্থানে গিয়া সভে করিলা গোচর॥ ১১৪
"কাজির ভয়েতে আর না করি কীর্ত্তন।
প্রতিদিন বুলে লই সহস্রেক জন॥ ১১৫
নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্য স্থানে।
গোচরিল এই দুই তোমার চরণে॥" ১১৬
কীর্তনের বাধ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র-মূর্ত্তিধর॥ ১১৭
হুঙ্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
কর্ণ ধরি 'হরি' বোলে নগরিয়াগণ॥ ১১৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কাজি যে-ভাবে কদর্থনা করেন, সেইরূপ কদর্থনাকারী হিন্দুগণ (বহির্মুখ হিন্দুগণ)। **হিন্দু-কাজীসব** ইত্যাদি—উল্লিখিতরূপ হিন্দু-কাজিগণ কীর্তনকারীদের কদর্থনা করিয়া আরো (কাজি যে-দুঃখ দেন, তদপেক্ষা আরও অধিকতর দুঃখ দিয়া) মারে (জর্জরিত করেন)। তাৎপর্য—যবন-কাজি-প্রদত্ত দুঃখ বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু হিন্দুগণ যদি তদ্রূপ দুঃখ দেন, তাহা অসহ্য হয়।

১১২। **বুলেন**—ভ্রমণ করেন, কীর্তন-প্রচার উপলক্ষ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়েন। **"যে বুলেন"-স্থলে** "সদা বুলে"-পাঠান্তর। **রঙ্গ**—ঢঙ্গ।

১১৩। **উচিত—ন্যায়সঙ্গত কথা। বলিতে—বলিলে,** বা বলিতে গেলে। **হই আমরা পাষণ্ড—নিমাই**-পণ্ডিতাদির বিচারে আমরা পাষণ্ড হই; অর্থাৎ নিমাই-পণ্ডিতাদি আমাদিগকে পাষণ্ড বলেন। "আমরা"-স্থলে "মদ্যপ"-পাঠান্তর। **ভণ্ড**—কপট ভক্ত। "নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড"-স্থলে "নদীয়ায় এত উপজিল রঙ্গ"-পাঠান্তর। এ-স্থলে বহির্মুখ লোকগণ নিমাইপণ্ডিত ও নিত্যানন্দাদিকেই "ভণ্ড" বলিয়াছেন।

১১৪। **ভয়ে**—অত্যাচারের ভয়ে। **প্রত্যুত্তর**—বহির্মুখ লোকদিগের ১০৯-১৩-পয়ারোক্ত উক্তির প্রত্যুত্তর।

১১৫-১১৬। এই দুই পয়ার হইতেছে, প্রভুর নিকটে কীর্তনকারীদের উক্তি। **গোচরিল**—জানাইলাম। **এই দুই তোমার চরণে**—তোমার এই দুই চরণে।

১১৭। **বাধ**—বাধা, বিঘ্ন। **ক্রোধে হইলেন** ইত্যাদি—ক্রোধাবেশে প্রভু যেন রুদ্রমূর্তি হইলেন। প্রভুর এই ক্রোধের রহস্য পরবর্তী ৪১২-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

১১৮। **কর্ণ ধরি** ইত্যাদি—প্রভুর হুঙ্কারে নগরিয়াগণের কর্ণপটহ যেন ফাটিয়া যাইতেছিল; তাই তাঁহারা নিজেদের হাতে নিজেদের কর্ণ আচ্ছাদিত করিলেন, যেন প্রভুর হুঙ্কারের শব্দ কানে প্রবেশ করিতে না পারে এবং **সঙ্গে সঙ্গে "হরি"ও বলিতে** লাগিলেন—"হরি" যেন তাঁহাদের

প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ! হও সাবধান।
এইক্ষণে চল সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থান॥ ১১৭
সর্ব্ব-নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখোঁ মোরে কোন্ কর্ম্ম করে কোন্ জন॥ ১২০
দেখ আজি কাজির পোড়াঙ ঘরদ্বার।
কোন কর্ম্ম করে দেখোঁ রাজা বা তাহার॥ ১২১
প্রেমভক্তি-বৃষ্টি আজি করিব বিশাল।
পাষণ্ডীর গণের হইব আজি কাল॥ ১২২
চল চল ভাইসব নগরিয়াগণ!
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন॥ ১২৩
কৃষ্ণের রহস্য আজি দেখিবেক যেই।
একো মহাদীপ লই আসিবেক সেই॥ ১২৪
ভাঙ্গিয়া কাজির ঘর কাজির দুয়ারে।
কীর্ত্তন করিমু, দেখোঁ কোন্ কর্ম্ম করে॥ ১২৫
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস।
মুঞি বিদ্যমানেও কি ভয়ের প্রকাশ॥ ১২৬
তিলার্দ্ধেকো ভয় কেহো না করিহ মনে।
বিকালে আসিবে ঝাট করিয়া ভোজনে॥" ১২৭
ততক্ষণে চলিলেন নগরিয়াগণ।
আনন্দে ডুবিলা সভে, কিসের ভোজন॥ ১২৮
"নিমাঞিপণ্ডিত আজি নগরে নগরে।
নাচিবেন" ধ্বনি হৈল প্রতি ঘরে ঘরে॥ ১২৯
যার নৃত্য না দেখিয়া নদীয়ার লোক।
কত কোটি সহস্র করিয়াছে শোক॥ ১৩০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কর্ণ রক্ষা করেন। অথবা, প্রভুর অদ্ভুত হুঙ্কারে ভীত এবং বিস্মিত হইয়াই তাঁহারা "হরি" বলিতেছিলেন।

১২০। **দেখোঁ মোরে ইত্যাদি**—আমি দেখিব, কোন্ ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে কোন্ কর্ম করিতে পারে।

১২১-১২২। **রাজা বা তাহার**—তাহার (কাজির) রাজা, নবাব। পরবর্তী ৪১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **প্রেম-ভক্তি ইত্যাদি**—আমি আজ বিশাল (বিরাট, সর্বস্থল ব্যাপিনী) প্রেমভক্তি-বৃষ্টি করিব, নবদ্বীপের সর্বত্র প্রেমভক্তি বিতরণ করিব। **পাষণ্ডীর গণের**-আজিকার দিনটি পাষণ্ডীদের পক্ষে কালস্বরূপ (যম-স্বরূপ) হইবে।

১২৩। **কথন**—প্রচার। "কথন"-স্থলে "কীর্ত্তন"-পাঠান্তর। তাৎপর্য একই।

১২৪। **দেখিবেক যেই**-যাঁহার দেখিতে ইচ্ছা হয়। **একো মহাদীপ**—এক একটি খুব বড় প্রদীপ (মশাল)।

১২৫। কাজির ঘর ভাঙ্গিয়া কাজির দুয়ারেই কীর্তন করিব; দেখিব, কাজি কোন্ কর্ম করেন (আমার কি করিতে পারেন)।

১২৬। এই পয়ারোক্তি হইতে মনে হয়, প্রভু ঈশ্বরভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন।

১২৮। "ডুবিলা"-স্থলে "বিহ্বল"-পাঠান্তর। **কিসের ভোজন**—তাঁহারা ভোজনের কথা ভুলিয়াই গেলেন।

১৩০। **না দেখিয়া**—দেখিতে না পাইয়া। **নদীয়ার লোক**—প্রভুর নৃত্য-দর্শনের জন্য ইচ্ছুক নবদ্বীপবাসী ভাল লোকগণ (পূর্ববর্তী ৬১-৬৮-পয়ার দ্রষ্টব্য)। **শোক**—তীব্র দুঃখ।

হেন জন নাচিবেন নগরে নগরে।
আনন্দে দেউটি বান্ধে প্রতি ঘরে ঘরে ॥ ১৩১
বাপে বান্ধিলেও পুত্র বান্ধে আপনার।
কেহো কারে হরিষে না পারে রাখিবার ॥ ১৩২
তা'-বড় তা'-বড় করি সভেই বান্ধেন।
বড় বড় ভাণ্ডে তৈল করিয়া লয়েন ॥ ১৩৩
অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার।
দেউটির সংখ্যা করিবারে শক্তি কার ॥ ১৩৪
ইথি-মধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় হয়।
সহস্রেকো সাজাইয়া কোন জন লয় ॥ ১৩৫
হইল দেউটিময় নবদ্বীপপুর।
স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধেরো রঙ্গ বাড়িল প্রচুর ॥ ১৩৬
এহো শক্তি আনের কি হয় কৃষ্ণ-বিনে।
তভু পাপী লোক না জানিল এতদিনে ॥ ১৩৭
ঈষত আজ্ঞায় মাত্র সর্ব্ব-নবদ্বীপ।
চলিলা দেউটি লই প্রভুর সমীপ ॥ ১৩৮
শুনি সর্ব্ব-বৈষ্ণব আইলা ততক্ষণ।
সভারে করেন আজ্ঞা শচীর নন্দন ॥ ১৩৯
"আগে নৃত্য করিবেন আচার্য গোসাঞি।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ঠাঞি ॥ ১৪০
মধ্যে নৃত্য করি যাইবেন হরিদাস।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান পাশ ॥ ১৪১
তবে নৃত্য করিবেন শ্রীবাসপণ্ডিত।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ভিত ॥" ১৪২
নিত্যানন্দদিগে মাত্র চা'হিলেন প্রভু।
নিত্যানন্দ বোলে "তোমা' না ছাড়িব কভু ॥ ১৪৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩১। **দেউটি**—দীপকাঠি, মশাল। "দেউটি"-স্থলে "দেউড়ী", "দিয়টি", এবং "দিয়ড়ী"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

১৩২। **বান্ধে আপনার**—নিজের পৃথক্ দেউটি বান্ধেন। **হরিষে**—হর্ষের বা আনন্দের আধিক্যে। **নারে রাখিবার**—বাধা দিতে পারে না, অথবা ইচ্ছা করে না।

১৩৩। **তা-বড়**—তাহা অপেক্ষাও বড়। "তা-বড় তা-বড়"-স্থলে "তার বড় তার বড়"-পাঠান্তর। **বড় বড় ভাণ্ডে ইত্যাদি**—বড় বড় ভাণ্ডে করিয়া তৈল লইলেন – মশালের আলো কমিয়া গেলে পুনরায় তেল দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

১৩৫। **ব্যবহারে বড়**—ধন-সম্পত্তি-প্রভৃতি ব্যবহারিক ( লৌকিক ) বিষয়ে বড়।

১৩৬। **রঙ্গ**—কুতূহল।

১৩৭। **এহো শক্তি**—এতাদৃশী শক্তি। নিজের ঘরে বসিয়া কয়েক জন লোকের নিকট, একবার মাত্র একটু আদেশ করিয়াছেন; তাহারই ফলে সমস্ত নবদ্বীপে যে সহস্র সহস্র দেউটি সজ্জিত হইয়াছে যে-শক্তিতে, সেই শক্তি। **আনের কি ইত্যাদি**—কৃষ্ণব্যতীত অন্য কাহারও কি এতাদৃশী শক্তি থাকিতে পারে? এ-স্থলে প্রভু যে স্বয়ংশ্রীকৃষ্ণ, তাহাই বলা হইল। পরবর্তী ১৩৮-পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৩৯। **আজ্ঞা**—আদেশ। পরবর্তী ১৪০-৪২-পয়ারে এই আদেশের কথা বলা হইয়াছে।

১৪০। **আচার্য্য গোসাঞি**—অদ্বৈতাচার্য।

১৪২। **ভিত**—নিকটে, সঙ্গে।

ধরিয়া বুলিব প্রভু! এই কার্য্য মোর।
তিলেকো হৃদয়ে পদ না ছাড়িব তোর ॥ ১৪৪
স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু! মোর কোন্ শক্তি।
যথা তুমি, তথা আমি, এই মোর ভক্তি ॥" ১৪৫
প্রেমানন্দ ধারা দেখি নিত্যানন্দ-অঙ্গে।
আলিঙ্গন করি রাখিলেন নিজ-সঙ্গে ॥ ১৪৬
এইমত যার যেন চিত্তের উল্লাস।
কেহো বা স্বতন্ত্র নাচে, কেহো প্রভু-পাশ ॥ ১৪৭
মন দিয়া শুন ভাই! নগরকীর্ত্তন।
যে কথা শুনিলে কর্ম্মবন্ধের খণ্ডন ॥ ১৪৮
গদাধর, বক্রেশ্বর, মুরারি, শ্রীবাস।
গোপীনাথ, জগদীশ, বিপ্র-গঙ্গাদাস ॥ ১৪৯
রামাই, গোবিন্দানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর।
বাসুদেব, শ্রীগর্ভ, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীধর ॥ ১৫০
গোবিন্দ, জগদানন্দ, নন্দন আচার্য্য।
শুক্লাম্বর-আদি যে যে জানে রহঃকার্য্য ॥ ১৫১
অনন্ত চৈতন্যভৃত্য, কত জানি নাম।
বেদব্যাস-দ্বারে ব্যক্ত হইব পুরাণ ॥ ১৫২
সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে প্রভু নাচে।
ইহা বর্ণিবারে কি নরের শক্তি আছে ॥ ১৫৩
অবতারো এমত কি আছে অদ্ভুত।
যাহা প্রকাশিলেন হইয়া শচীসুত ॥ ১৫৪
তিলে তিলে বাঢ়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস।
অপরাহ্ণ আসিয়া হইল পরকাশ ॥ ১৫৫
ভকতগণের চিত্তে হইল আনন্দ।
সুখসিন্ধু-মাঝে ভাসে সব ভক্তবৃন্দ ॥ ১৫৬
নগরে নাচিব প্রভু কমলার কান্ত।
দেখিয়া জীবের দুঃখ ঘুচিব নিতান্ত ॥ ১৫৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৪৪। **ধরিয়া বুলিব**—তোমাকে ধরিয়া থাকিয়া ভ্রমণ করিব। প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িয়া যাইতে পারেন—মনে করিয়াই নিত্যানন্দ এ-কথা বলিয়াছেন।

১৪৫। **এই মোর ভক্তি**—ইহাই আমার সেবা।

১৪৬। **প্রেমানন্দ-ধারা**—গৌর-প্রেমের আনন্দে ক্ষরিত অশ্রুধারা। "প্রেমানন্দ"-স্থলে "নয়নের" এবং "নিত্যানন্দ-"এবং "অঙ্গে"-স্থলে "রঙ্গে"-পাঠান্তর।

১৪৮। "কর্ম্মবন্ধের খণ্ডন"-স্থলে "ঘুচে কর্ম্মের বন্ধন"-পাঠান্তর।

১৪৯। **বিপ্র গঙ্গাদাস**—২।১।১০৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫১। **রহঃকার্য্য**—প্রভুর অতি গূঢ় লীলারহস্য।

১৫৩। **সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে**—অঙ্গ ও উপাঙ্গ রূপ অস্ত্র ও পার্ষদের সহিত। প্রভু হইতেছেন "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদঃ ॥ ভা. ১১।৫।৩২ ॥" ১।২।৫-৬-শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। প্রভু যে মুণ্ডক-মৈত্রায়ণী-শ্রুতিকথিত "রুক্মবর্ণ ব্রহ্মযোনি" এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণম্" ইত্যাদি ভা. ১১।৫।৩২-শ্লোককথিত পীতবর্ণ-স্বয়ংভগবৎ-স্বরূপ, এই উক্তিতে গ্রন্থকার তাহাই জানাইয়াছেন। ২।১।১৬৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫৪। শচীসুত হইয়া (শচীসুতরূপে) প্রভু যাহা প্রকাশ করিলেন, এমত (তদ্রূপ) অদ্ভুত অবতারও কি আর আছে? (অর্থাৎ নাই)।

১৫৬। "হইল"-স্থলে "কি হৈল" এবং "যে হৈল"-পাঠান্তর।

শ্রী বালক বৃদ্ধ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সে নৃত্য দেখিলে সর্ব্ববন্ধের মোচন ॥ ১৫৮
কাহারো নাহিক বাহ্য আনন্দ-আবেশে।
গোধূলি-সময় আসি হইল প্রবেশে ॥ ১৫৯
কোটিকোটি লোক আসি আছয়ে তুয়ারে।
পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরিধ্বনি করে ॥ ১৬০
হুঙ্কার করিলা প্রভু শচীর নন্দন।
সুখে পরিপূর্ণ হৈল সভার শ্রবণ ॥ ১৬১
হুঙ্কারের সুখে সভে হইলা বিহ্বল।
'হরি' বলি সভে দীপ জ্বালিল সকল ॥ ১৬২
লক্ষ কোটি দীপ সব চারিদিগে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চারিদিগে 'হরি' বোলে ॥ ১৬৩
কি শোভা হইল সে বলিতে শক্তি কার।
কি সুখের না জানি হইল অবতার ॥ ১৬৪
কিবা চন্দ্র শোভা করে, কিবা দিনমণি।
কিবা তারাগণ জ্বলে, কিছুই না জানি ॥ ১৬৫
সবে জ্যোতির্ম্ময় দেখি সকল আকাশ।
জ্যোতীরূপে কৃষ্ণ কিবা করিলা প্রকাশ ॥ ১৬৬
'হরি' বলি ডাকিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
সকল-বৈষ্ণবগণ হইলা সত্বর ॥ ১৬৭
করিতে লাগিলা প্রভু বেঢ়িয়া কীর্ত্তন।
সভার অঙ্গেতে মালা শ্রীফাগু চন্দন ॥ ১৬৮
করতাল মন্দিরা সভার শোভে করে।
কোটি সিংহ জিনিঞা সভেই শক্তি ধরে ॥ ১৬৯
চতুর্দ্দিগে আপন-বিগ্রহ ভক্তগণ।
বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৭০
প্রভু মাত্র বাহির হইলা নৃত্যরসে।
'হরি' বলি সর্ব্বলোক মহানন্দে ভাসে ॥ ১৭১
সংসারের তাপ হরে' শ্রীমুখ দেখিয়া।
সর্ব্বলোক 'হরি' বোলে আলগ হইয়া ॥ ১৭২
জিনিঞা কন্দর্প-কোটি লাবণ্যের সীমা।
হেন নাহি, যাহা দিয়া করিব উপমা ॥ ১৭৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**১৫৮। সে নৃত্য দেখিলে** ইত্যাদি— প্রভুর সেই নৃত্য দর্শন করিলে এবং নৃত্য-দর্শনকালে প্রভুর দর্শনমাত্রে, লোকের সমস্ত ভববন্ধন ঘুচিয়া যায় ( ২।১।১৬৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )।

**১৬০। তুয়ারে**—প্রভুর বাড়ীর দ্বারদেশে।

**১৬২।** "সুখে"-স্থলে" "শব্দে"-পাঠান্তর।

**১৬৩।** এই পয়ারের স্থলে "লক্ষ কোটি সভে ( মিলি ) হরি হরি বোলে। আনন্দ-সাগরে সভে ভাসে কুতূহলে ॥"-পাঠান্তর।

**১৬৫। দিনমণি**—সূর্য। "শোভা করে, কিবা"-স্থলে "শোভে, কিবা শোভে"-পাঠান্তর।

**১৬৬। জ্যোতীরূপে** ইত্যাদি—তবে—আকাশের সর্বত্র যে-জ্যোতি দৃষ্ট হইতেছে, সেই জ্যোতিঃ-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণই কি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন ?

**১৬৭। সত্বর**—ত্বরান্বিত, প্রভুর আদেশ পালনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত।

**১৬৮। বেঢ়িয়া**—ঘুরিয়া ঘুরিয়া। **শ্রীফাগু**—আবির।

**১৭০। আপন-বিগ্রহ**—নিজেরই বিগ্রহ ( প্রকাশ-বিশেষ )-স্বরূপ।

**১৭২। আলগ হইয়া**—পৃথক্ হইয়া, স্বতন্ত্রভাবে। অথবা, ভূমি হইতে আলগা হইয়া। "আলগ"-স্থলে "আনন্দ"-পাঠান্তর।

তথাপিহ বলি তান কৃপা-অনুসারে।
অন্যথা সে রূপ কহিবারে কে বা পারে ॥ ১৭৪
জ্যোতির্ম্ময় কনক-বিগ্রহ বেদ-সার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার ॥ ১৭৫
চাঁচর-চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে' জিনি সর্ব্বকলা ॥ ১৭৬
ললাটে চন্দন শোভে ফাগুবিন্দু-সনে।
বাহু তুলি 'হরি হরি' বোলে শ্রীবদনে ॥ ১৭৭
আজানুলম্বিত মালা সর্ব্ব-অঙ্গে দোলে।
সর্ব্ব-অঙ্গ তিতে পদ্মনয়নের জলে ॥ ১৭৮
দুই মহা-ভুজ যেন কনকের স্তম্ভ।
পুলকের শোভা যেন কনক-কদম্ব ॥ ১৭৯
সুরঙ্গ অধর অতি সুন্দর দশন।
শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূভঙ্গ-পত্তন ॥ ১৮০
গজেন্দ্র জিনিঞা স্কন্ধ, হৃদয় সুপীন।
তহিঁ শোভে শুক্ল-যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ ॥ ১৮১
চরণারবিন্দ—রমা-তুলসীর স্থান।
পরম-নির্ম্মল-সূক্ষ্ম-বাস পরিধান ॥ ১৮২
উন্নত নাসিকা, সিংহ-গ্রীব মনোহর।
সভা' হৈতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর ॥ ১৮৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭৪। **কৃপা অনুসারে**—কৃপার অনুসরণ করিয়া; তিনি কৃপা করিয়া যে-রূপ প্রকাশ করায়েন, সেইরূপে। **অন্যথা**—তাঁহার কৃপাব্যতীত। "কহিবারে"-স্থলে "বর্ণিবারে"-পাঠান্তর। পরবর্তী ১৭৫-৮৪ পয়ার-সমূহে প্রভুর তৎকালীন রূপ বর্ণিত হইয়াছে।

১৭৬। **মধুর মধুর** ইত্যাদি—সর্ব্বকলায় (অর্থাৎ চতুঃষষ্টি কলায়) যে-সৌন্দর্য ও মাধুর্য আছে, প্রভুর মধুর হাসির সৌন্দর্য ও মাধুর্যের নিকটে তাহাও পরাজিত হয়।

১৭৮। **তিতে**—সিক্ত হয়, ভিজিয়া যায়। **পদ্মনয়নের জলে**—পদ্মের পাপড়ির ন্যায় দীর্ঘ, বিস্তৃত এবং সুন্দর নয়ন হইতে নিঃসৃত প্রেমাশ্রুতে।

১৭৯। **কনক**—স্বর্ণ। **কনক-কদম্ব**—সোনার কদম্বফুল। প্রেমজনিত পুলকের (রোমাঞ্চের) উদয়ে, প্রভুর দেহের রোমমূল স্ফীত হইয়াছে; সেই স্ফীত মাংসখণ্ডের লোমসমূহও খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে প্রভুর স্বর্ণবর্ণ অঙ্গের সেই অংশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটি সোনার কদম্ব-ফুল।

১৮০। **দশন**—দন্ত। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "সুন্দর অধরজ্যোতি, সুন্দর বদন ॥"-পাঠান্তর। **শ্রুতিমূলে**—কর্ণমূলে। **ভ্রূ**—চোখের ভুরু। **ভ্রূভঙ্গ**—চোখের ভুরুর ভঙ্গিমা বা কম্পন। **ভ্রূভঙ্গ-পত্তন**—ভ্রূভঙ্গরূপ বা ভ্রূভঙ্গের পত্তন। পত্তন-শব্দের অর্থ হইতেছে—নগর, মহতীপুরী। নগরের বা মহতীপুরীর যেমন অদ্ভুত শোভা, প্রভুর ভ্রূভঙ্গও তাঁহার কর্ণমূলে তদ্রূপ অদ্ভুত শোভা ধারণ করিয়াছে। এইরূপ অর্থ স্বীকৃত হইলে এ-স্থলে পত্তন-শব্দের অর্থ হয়—অদ্ভুত শোভা। অথবা, পত্তন-শব্দের অর্থ—বিস্তার, নগরের বা মহতীপুরীর বিস্তারের ন্যায় বিস্তার। ভ্রূভঙ্গ-পত্তন—ভ্রূভঙ্গের বিস্তার।

১৮১। **সুপীন**—সুন্দররূপে স্থূল বা উন্নত।

১৮২। **বাস**—বসন, বস্ত্র।

১৮৩। **সুপীত**—উত্তম পীতবর্ণ। "সুপীত"-স্থলে "সুপীন" এবং "সুপীত সুদীর্ঘ"-স্থলে "দীর্ঘ

যে-সে-খানে থাকিয়া সকল লোক বোলে।
"অই ঠাকুরের কেশ শোভে নানা-ফুলে॥" ১৮৪
এতেক লোকের সে হইল সমুচ্চয়।
সরিষাও পড়িলেও তল নাহি হয়॥ ১৮৫
তথাপিহ হেন কৃপা হইল তখন।
সভেই দেখেন সুখে প্রভুর বদন॥ ১৮৬
প্রভুর শ্রীমুখ দেখি সব নারীগণ।
হুলাহুলি দিয়া 'হরি' বোলে অনুক্ষণ॥ ১৮৭
কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণ-ঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে॥ ১৮৮
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম-সুন্দর।
দধি দুর্ব্বা ধান্য দিব্য-বাটার উপর॥ ১৮৯
এইমত নদীয়ার প্রতি দ্বারে দ্বারে।
হেন নাহি জানি ইহা কোন্ জন করে॥ ১৯০
বুলে স্ত্রী-পুরুষ সর্ব্বলোক প্রভু-সঙ্গে।
কেহো কাহো না জানে পরমানন্দ-রঙ্গে॥ ১৯১
চোরের আছিল চিত্ত—'এই অবসরে।
আজি চুরি করিবাঙ প্রতি ঘরে ঘরে॥' ১৯২
সেহ চোর পাসরিল আপন বেভার।
'হরি' বই মুখে কারো না আইসে আর॥ ১৯৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সুসংযুত"-পাঠান্তর। সুসংযুত—অঙ্গ-সমূহ অতি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত। **সভা হৈতে সুদীর্ঘ** ইত্যাদি—সে-স্থানে যে অসংখ্য লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলের দেহ অপেক্ষা প্রভুর দেহ ছিল সুদীর্ঘ—অনেক লম্বা। প্রভু ছিলেন ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু, অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে তিনি ছিলেন নিজের হাতের চারি হাত (১।৯।৬৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। মানুষের দেহ, নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত। সুতরাং প্রভুর দেহ ছিল সকলের দেহ অপেক্ষা সুদীর্ঘ। এজন্য অসংখ্য লোকের মধ্যে প্রভু দাঁড়াইলেও সকলের মাথার উপরে তাঁহার মাথা থাকিত বলিয়া দূরবর্ত্তী স্থানের লোকও তাঁহার মুখ দেখিতে পাইত (পরবর্ত্তী পয়ার দ্রষ্টব্য)।

**১৮৪। যে-সে-খানে থাকিয়া** ইত্যাদি—সকলের দেহ হইতে সুদীর্ঘ ছিল বলিয়া, এবং সেইহেতু, অসংখ্য লোকের মধ্যে প্রভু দাঁড়াইলেও, সকলের মাথার অনেক উপরে তাঁহার মাথা থাকিত বলিয়া, যে-কোনও (বহু দূরবর্ত্তী) স্থান হইতেও লোকে তাঁহার মস্তক দেখিতে পাইত। তাই যে-খানে সে-খানে দাঁড়াইয়াও সকল লোক বলিতে লাগিলেন—ঐ দেখ, প্রভুর কেশ নানা ফুলে শোভা পাইতেছে। "নানা"-স্থলে "মালা"-পাঠান্তর।

**১৮৫।** সে-স্থানে এত অধিক লোক সমবেত হইয়াছিলেন যে, এবং স্থানাভাববশতঃ এমন ঘেষাঘেষিভাবে (নিচ্ছিদ্রভাবে) তাঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মাথার উপরে সরিষা ছড়াইয়া দিলেও একটি সরিষাও কাহারও কাঁধের তলে (মাটিতে) পড়িতে পারিত না। "সরিষাও"-স্থলে "সরিষপ"-পাঠান্তর। সরিষপ—সর্ষপ, সরিষা।

**১৯১। বুলে**—ভ্রমণ করে। **কেহো কাহো না জানে**—কেহই অপর কাহাকেও (অপর কাহারও উপস্থিতি) জানিতে পায়েন নাই। পরমানন্দ-রঙ্গে সকলেই এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার পার্শ্বে বা সম্মুখে বা পশ্চাতেও যে লোক আছেন, তাহা কেহই জানিতে পারেন নাই।

**১৯৩। সেই চোর**—সেই চোরও। **আপন বেভার**—নিজের ব্যবহার বা আচরণ, নিজের

হইল সকল পথ খই-কড়ি-ময়।
কে বা করে, কে বা ফেলে, হেন রঙ্গ হয় ॥ ১৯৪
স্তুতি-হেন না মানিহ এ-সকল-কথা।
এইমত হয়ে—কৃষ্ণ বিহরয়ে যথা ॥ ১৯৫
নব-লক্ষ প্রাসাদ দ্বারকা রত্নময়।
নিমেষে হইল, এই ভাগবতে কয় ॥ ১৯৬
যে-কালে যাদব-সঙ্গে সেই দ্বারকায়।
জলকেলি করিলেন এই দ্বিজরায় ॥ ১৯৭
জগতে বিদিত হয় লবণসাগর।
ইচ্ছামাত্র হইল অমৃত-জল-ধর ॥ ১৯৮
হরিবংশে কহেন এ সব গোপ্য-কথা।
এতেকে সন্দেহ কিছু না করিহ এথা ॥ ১৯৯
সে-ই প্রভু নাচে নিজ কীর্ত্তনে বিহ্বল।
আপনেই উপসন্ন সকল মঙ্গল ॥ ২০০

ভাগীরথীতীরে প্রভু নৃত্য করি যায়।
আগে পাছে 'হরি' বলি সর্ব্বলোকে ধায় ॥ ২০১
আচার্য্যগোসাঞি আগে জনকথো লৈয়া।
নৃত্য করি চলিলেন পরানন্দ হৈয়া ॥ ২০২
তবে হরিদাস কৃষ্ণসুখের সাগর।
আজ্ঞায় চলিলা নৃত্য করিয়া সুন্দর ॥ ২০৩
তবে নৃত্য করিয়া চলিলা শ্রীনিবাস।
কৃষ্ণসুখে পরিপূর্ণ যাহার বিলাস ॥ ২০৪
এইমত ভক্তগণ আগে নাচি যায়।
সভারে বেঢ়িয়া এক সম্প্রদায় গায় ॥ ২০৫
সকল-পশ্চাতে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
যায়েন করিয়া নৃত্য অতিমনোহর ॥ ২০৬
মধু-কণ্ঠ হইলেন সর্ব্বভক্তগণ।
কভু নাহি গায়ে—সেহো হইল গায়ন ॥ ২০৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

চৌর্যবৃত্তি ( পাসরিল—ভুলিয়া গেল )। "সেই"-স্থলে "শেষে" এবং "আপন বেভার"-স্থলে "ভাব আপনার"-পাঠান্তর।

১৯৫। **স্তুতি হেন**—প্রশংসা করিতে করিতে অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি বলিয়া। **এইমত হয়ে**—এতাদৃশ অদ্ভুতই হইয়া থাকে। পরবর্তী ১৯৬-৯৯ পয়ারে এই উক্তির সমর্থক প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

১৯৬। **নব-লক্ষ প্রাসাদ** ইত্যাদি—ভাগবত বলেন, দ্বারকা রত্নময় এবং দ্বারকাতে নব ( নয় ) লক্ষ প্রাসাদ আছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে নিমিষে ( নিমেষ-মাত্রে, চক্ষুর পলক পড়িতে যে-সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যেই ) এতাদৃশ দ্বারকার উদ্ভব হইয়াছিল। শ্রীভাগবতের ১০।৫০ অধ্যায়ে এই বিবরণ কথিত হইয়াছে।

১৯৭। **এই দ্বিজরায়**—দ্বিজশ্রেষ্ঠ এই বিশ্বম্ভর, শ্রীকৃষ্ণরূপে।

১৯৯। **হরিবংশে**—শ্রীহরিবংশ-নামক গ্রন্থের ১৪৫ অধ্যায়ে।

২০০। **আপনেই উপসন্ন**—আপনা হইতেই উপস্থিত হইল।

২০১। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "আগে-পাশে সর্ব্বলোক হরি বলি গায় ।।"-পাঠান্তর।

২০৩। "সুখের"-স্থলে "রসের" এবং "সুন্দর"-স্থলে' 'সত্বর''-পাঠান্তর।

২০৫। ''ভক্তগণ আগে নাচি''-স্থলে ''ভক্তবর্গ আগে চলি''-পাঠান্তর।

২০৭। **মধুকণ্ঠ**—সুমধুর-কণ্ঠস্বর-বিশিষ্ট ।

মুরারি গোবিন্দ-দত্ত, রামাঞি মুকুন্দ।
বক্রেশ্বর, বাসুদেব-আদি যত বৃন্দ ॥ ২০৮
সভেই নাচেন প্রভু বেঢ়িয়া গায়েন।
আনন্দে পূর্ণিত প্রভু-সংহতি যায়েন ॥ ২০৯
নিত্যানন্দ গদাধর যায় দুই পাশে।
প্রেম সুধা-সিন্ধু-মাঝে দুইজন ভাসে ॥ ২১০
চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে ॥ ২১১
কোটি কোটি মহাতাপ জ্বলিতে লাগিল।
চন্দ্রের কিরণ সর্ব্বশরীরে হইল ॥ ২১২
চতুর্দ্দিগে কোটি কোটি মহাদীপ জ্বলে।
কোটি কোটি লোক চতুর্দ্দিগে 'হরি' বোলে' ॥ ২১৩
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব্ব বিকার।
আনন্দে বিহ্বল লোক সব নদীয়ার ॥ ২১৪
ক্ষণে হয় প্রভু-অঙ্গ সব ধূলাময়।
নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয় ॥ ২১৫
সে কম্প সে ঘর্ম্ম সে বা পুলক দেখিতে।
পাষণ্ডীর চিত্তবৃত্তি করয়ে নাচিতে ॥ ২১৬
নগরে উঠিল মহা-কৃষ্ণ-কোলাহল।
'হরি' বলি ঠাঞি ঠাঞি নাচয়ে সকল ॥ ২১৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২০৮। "বক্রেশ্বর"-স্থলে "কাশীশ্বর" এবং "আদি যত"-স্থলে "আর যত" এবং "আদি ভক্ত"-পাঠান্তর। **বৃন্দ**—ভক্তবৃন্দ।

২০৯। **প্রভু-সংহতি**—প্রভুর সহিত।

২১২। **মহাতাপ**—মশাল। অথবা "মাতাপ"। বিবাহাদি-কালে, কোনও কোনও গ্রামাঞ্চলে, "মাতাপ" বা "মাতাব" জ্বালা হয়। ইহা একরকম বাজি। ইহার আলোক অত্যন্ত শুভ্র এবং তীব্র, যে-স্থানে পতিত হয়, সে-স্থান দিবাভাগের মতন আলোকিত হয়। সাধারণতঃ বিবাহে মুখচন্দ্রিকার সময়ে ইহা জ্বালান হয়। **সর্ব্বশরীরে**—মশালের (বা মাতাবের) আলোক পতিত হওয়ায়, সকলের শরীরে, অথবা প্রভুর সমস্ত দেহে, **চন্দ্রের ইত্যাদি**-চন্দ্রের কিরণের তুল্য কিরণ হইল; সকলের সর্বাঙ্গে যেন চন্দ্রের সমুজ্জ্বল কিরণ পতিত হইল।

২১৫। "প্রভু-অঙ্গ সব ধূলাময়।"-স্থলে "প্রভুর সর্ব্বাঙ্গ ধূলাময়।" এবং "প্রভু অঙ্গ ধূলা সর্ব্বময়।" এবং "সব পাখালয় ॥"-স্থলে "সর্ব্বাঙ্গ তিতয় ॥"-পাঠান্তর। প্রভু প্রেমাবেশে মাটিতে পড়িয়া কখনও কখনও গড়াগড়ি দিতেন বলিয়াই তাঁহার সমস্ত অঙ্গ ধূলাময় হইত। **নয়নের জলে ইত্যাদি**—প্রভুর প্রবল অশ্রু-ধারার জল প্রভুর ধূলাময় অঙ্গকে প্রক্ষালিত করিয়া দেয়। **পাখালয়**—প্রক্ষালিত (ধৌত) করিয়া দেয়। **তিতয়**—ভিজিয়া যায়।

২১৬। **সে কম্প**—প্রভুর দেহের সেই (অদ্ভুত) কম্প, **সে ঘর্ম্ম**—সেই (অদ্ভুত) ঘর্ম এবং **সে বা পুলক**—সেই (অদ্ভুত) রোমাঞ্চ **দেখিতে**—দেখিতে পাইলে অথবা দেখিতে দেখিতে, **পাষণ্ডীর চিত্তবৃত্তি ইত্যাদি**—নাচিতে (নাচিবার নিমিত্ত) পাষণ্ডীরও চিত্তবৃত্তি (ইচ্ছা) করয়ে (করে—জন্মে)। **চিত্তবৃত্তি**—চিত্তের বা মনের নানাবিধ বৃত্তি আছে; তন্মধ্যে ইচ্ছাও একটি বৃত্তি। এ-স্থলে "চিত্তবৃত্তি"-শব্দ ইচ্ছাকেই বুঝায়। ২১৫-১৬ পয়ারদ্বয়ে প্রভুর যে-অদ্ভুত প্রেম-বিকারের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, এই সময়ে প্রভুর স্বাভাবিক ভক্তভাবের উদয় হইয়াছিল।

'হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম।'
'হরি' বলি নাচয়ে সকল ভাগ্যবান্ ॥ ২১৮
ঠাঞি ঠাঞি এইমত মেলি দশ-পাঁচে।
কেহো গায়, কেহো বা'য়, কেহো মাঝে নাচে ॥ ২১৯
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সর্ব্বনবদ্বীপে যায় ॥ ২২০
'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥' ২২১
কেহো কেহো নাচয়ে হইয়া একমেলি।
দশে-পাঁচে নাচে কেহো দিয়া করতালি ॥ ২২২
দুই-হাথ জোড়া দীপ তৈলের ভাজনে।
এ বড় অদ্ভুত তালি দিলেক কেমনে ॥ ২২৩
হেন বুঝি—বৈকুণ্ঠ আইলা নবদ্বীপে।
বৈকুণ্ঠ-স্বভাব-ধর্ম্ম পাইলেক লোকে ॥ ২২৪
জীবমাত্র চতুর্ভুজ হইল সকল।
না জানিল কেহো, কৃষ্ণ-আনন্দে বিহ্বল ॥ ২২৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২১৯। **বা'য়**—বাজায়।

২২০। **সম্প্রদায়**—কীর্তনের সম্প্রদায় বা দল। "আনন্দে"-স্থলে "আপনি"-পাঠান্তর। আপনি—আপনা-আপনি, কাহারও উপদেশে বা প্ররোচনায় নহে, কেবল প্রেমানন্দের প্ররোচনায়।

প্রশ্ন হইতে পারে, সীমাবদ্ধ নবদ্বীপে "লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি" কীর্তন-সম্প্রদায়ের স্থান হইল কিরূপে? উত্তরে ব্যক্তব্য এই। ভগবদ্ধাম পরিচ্ছিন্নবৎ (সীমাবদ্ধবৎ) প্রতীয়মান হইলেও স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন—অসীম, সর্বগ, অনন্ত, বিভু। লীলানুরোধে, লীলাশক্তির প্রভাবে, তাহা সঙ্কোচিত এবং বিস্তৃতও হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যে-স্থানে শতকোটি গোপীর সঙ্গে রাসলীলা করিয়াছিলেন, দেখিতে তাহা ছিল সীমাবদ্ধ; কিন্তু লীলাশক্তি বা যোগমায়ার প্রভাবে তাহাই তখন প্রয়োজনের অনুরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। শ্রীলঘুভাগবতামৃতও ভগবদ্ধামের এতাদৃশ মহিমার কথা বলিয়া গিয়াছেন। "স চ মাথুর-ভূরূপঃ পরিচ্ছিন্নোঽপ্যথাদ্ভুতঃ। স্ফারঃ সঙ্কুচিতশ্চ স্যাৎ কৃষ্ণলীলানুসারতঃ॥" শ্রীনবদ্বীপও নিত্য-ভগবদ্ধাম। ধামেরও সঙ্কোচ-বিস্তার-রূপ স্বরূপগত ধর্ম আছে। এই দিন লীলানুরোধে শ্রীনবদ্বীপ প্রয়োজনানুরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহাতেই তাহাতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কীর্তন-সম্প্রদায়ের সমাবেশ সম্ভবপর হইয়াছিল। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির মহিমা যুক্তি-তর্কের অগোচর।

২২১। "কৃষ্ণ"-স্থলে "রাম"-পাঠান্তর।

২২২। **একমেলি** একাকী। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে "কেহো"-স্থলে "সভে", "কাঁহা" এবং "হাথো"-পাঠান্তর।

২২৩। **দুই-হাথ** জোড়া ইত্যাদি—প্রত্যেকেরই দুই হাত জোড়া (অন্য কিছু করিতে অসমর্থ কেন না, প্রত্যেকেরই) এক হাতে দীপ (মশাল, এবং অপর হাতে) **তৈলের ভাজন**—তৈল-পাত্র। সুতরাং কাহারও পক্ষেই দুই হাতে তালি দেওয়া সম্ভব নয়।

২২৪। **বৈকুণ্ঠ-স্বভাব-ধর্ম্ম**—বৈকুণ্ঠের স্বাভাবিক ধর্ম, বৈকুণ্ঠ পরিকরদের স্বাভাবিক চতুর্ভুজত্ব। পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য। **হেন বুঝি**—এইরূপই যেন মনে হয়।

২২৫। **জীবমাত্র** ইত্যাদি—কীর্তনে সমবেত লোকদিগের প্রত্যেকেই তখন চতুর্ভুজ

হস্ত যে হইল চারি. তাহো নাহি জানে।
আপনার স্মৃতি গেল তবে তালি কেনে ॥ ২২৬
হেনমতে বৈকুণ্ঠের সুখ নবদ্বীপে।
নাচিয়া যায়েন সভে গঙ্গার সমীপে ॥ ২২৭
বিজয় করিলা যেন নন্দঘোষের বালা।
বাম হাথে বাঁশী গলে কদম্বের মালা ॥ ২২৮
এইমত কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বলোক।
পাসরিল দেহ-ধর্ম্ম— যত দুঃখ শোক ॥ ২২৯
গড়াগড়ি যায় কেহো মালসাট্ পূরে।
কাহারো জিহ্বায় নানামত বাক্য স্ফুরে ॥ ২৩০
কেহো বোলে "এবে কাজি বেটা গেল কোথা।
লাগি পাঙ এখনে ছিঁড়িয়া ফেলোঁ মাথা ॥" ২৩১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইয়াছিলেন ; কিন্তু **না জানিল** ইত্যাদি—কৃষ্ণপ্রেমানন্দের বিহ্বলতায় তাহা তাঁহাদের মধ্যে কেহই জানিতে পারিলেন না।

২২৬। **হস্ত যে হইল চারি** ইত্যাদি—প্রত্যেকেরই যে চারিটি হাত হইয়াছে, তাঁহারা কেহই তাহা জানিতে পারিলেন না। **আপনার স্মৃতি গেল**—কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-বিহ্বলতায় তাঁহারা নিজেদের স্মৃতি পর্যন্ত হারাইয়াছিলেন, তাঁহাদের চতুর্ভুজত্বের কথাও তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। **তবে**—আত্মস্মৃতির বিলোপ হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা যখন নিজেদের চতুর্ভুজ হওয়ার কথাও জানিতে পারেন নাই, অর্থাৎ তাঁহারা যে অতিরিক্ত দুইটি হাত পাইয়াছেন, তাহাও যখন তাঁহারা জানিতে পারেন নাই, তখন **তালি**—সেই অতিরিক্ত দুইটি হাতের দ্বারা যে তালি দেওয়া হইয়াছে, সেই তালির কথাই বা তাঁহারা **কেনে**—কিরূপে ( জানিবেন ) ? অর্থাৎ তাঁহারা যে হাতে তালি দিতেছিলেন, তাহাও তাহারা জানিতে পারেন নাই। লীলাশক্তির প্রভাবে তাঁহাদের চারিটি হাত হইয়াছিল। দুই হাতে দীপ ও তৈলাধার ছিল ; অপর দুই হাতে তাঁহারা তালি দিয়াছিলেন। লীলাশক্তির প্রভাবেই তাঁহারা তাহা জানিতে পারেন নাই। জানিতে পারিলে তাঁহাদের প্রেমানন্দই ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইত। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাতেও লীলাশক্তি এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। শতকোটি গোপীর পার্শ্বে শতকোটি শ্রীকৃষ্ণ ! অদ্ভুত ঐশ্বর্যের বিকাশ !! কিন্তু কোনও গোপীও তাহা জানিতে পারিলেন না, শ্রীকৃষ্ণও জানিতে পারিলেন না। জানিতে পারিলে রাসলীলাই আর চলিত না। সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িতেন।

২২৭। "সুখ নবদ্বীপে"-স্থলে "সুখে নবদ্বীপ" এবং "সমীপে"-স্থলে "সমীপ"-পাঠান্তর।

২২৮। অন্বয়। বাম হাতে বংশী ( বাঁশী ) এবং গলে ( গলায় ) কদম্বের—কদম্বফুলের মালা ( ধারণ করিয়া সখাদের সহিত নাচিতে নাচিতে ) নন্দ ঘোষের ( ব্রজরাজ বা শ্রীনন্দের ) বালা ( বালক বা সন্তান শ্রীকৃষ্ণ ) যেন ( যেরূপভাবে চলিয়া যায়েন, তদ্রূপ শ্রীশচীনন্দনও ভক্তদের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে ) বিজয় করিলা ( পথে চলিতে লাগিলেন )। "বালক"-স্থলে "বালা" হইতেছে মাধুর্যব্যঞ্জক শব্দ। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "হাথেতে মোহন বাঁশী গলে কদম্ব-মালা"-পাঠান্তর।

২২৯। **দেহ-ধর্ম্ম** যত ইত্যাদি—দুঃখ-শোকাদি যত রকমের দেহধর্ম ( শরীরের ধর্ম ) আছে, তৎসমস্ত।

২৩০। **স্ফুরে**—স্ফুরিত ( উচ্চারিত ) হয়। "স্ফুরে"-স্থলে "বোলে"-পাঠান্তর।

রড় দিয়া যায় কেহো পাষণ্ডী ধরিতে।
কেহো পাষণ্ডীর নামে কিলায় মাটিতে ॥ ২৩২
না জানি বা কত জনে মৃদঙ্গ বাজায়।
না জানি বা মহানন্দে কত জনে গায় ॥ ২৩৩
হেন প্রেমবৃষ্টি হৈল সর্ব্ব-নদীয়ায়।
বৈকুণ্ঠসেবকো যাহা চাহে সর্ব্বথায় ॥ ২৩৪
যে সুখে বিহ্বল অজ অনন্ত শঙ্কর।
হেন-রসে ভাসে সর্ব্ব-নদীয়ানগর ॥ ২৩৫
গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্রপারিষদে নাচি যায় ॥ ২৩৬
পৃথিবীর আনন্দে নাহিক সমুচ্চয়।
আনন্দে হইলা সর্ব্বদিগ পথময় ॥ ২৩৭
তিল-মাত্র অনাচার হেন ভূমি নাঞি।
পরম উদ্যান হৈল সর্ব্ব-ঠাঞি-ঠাঞি ॥ ২৩৮
নাচিয়া যায়েন প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
বেড়িয়া গায়েন চতুর্দ্দিগে অনুচর ॥ ২৩৯
"তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।
সারঙ্গধর! তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে ॥" ২৪০
চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সঙ্কীর্ত্তন।
ভক্তগণ গায়, নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৪১
কীর্ত্তন করেন সভে ঠাকুরের সনে।
'কোন্ দিকে যাই' ইহা কেহো নাহি জানে ॥ ২৪২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৩৩। "কত জনে"-স্থলে "কতেক জন" এবং "মহানন্দে কত জনে"-স্থলে "কতেক জন নাচে কেবা" এবং "গায়"-স্থলে "গড়াগড়ি যায়"-পাঠান্তর।

২৩৬। **সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে**—পূর্ববর্তী ১৫৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩৭-৩৮। **সমুচ্চয়**—সংখ্যা। **পৃথিবীর আনন্দে** ইত্যাদি—পৃথিবীর আনন্দে (আনন্দ বিষয়ে, অর্থাৎ আনন্দের) সমুচ্চয় (সংখ্যা) নাই। অর্থাৎ গৌরের এবং ভক্তবৃন্দের চরণ-স্পর্শে পৃথিবীরও অনন্ত বা অশেষ আনন্দের উদয় হইল। **আনন্দে হইলা** ইত্যাদি—আনন্দে পৃথিবীর সর্বদিকই পথময় হইল, পৃথিবী সকল দিকেই ভক্তদের কীর্তনের জন্য পথ বিস্তার করিয়া দিল। **তিলমাত্র** ইত্যাদি—পৃথিবীর পৃষ্ঠে এমন কোন ভূমি ছিল না, যে-স্থানে তিলমাত্র (অতি সামান্যমাত্রও) অনাচার (কীর্তনব্যতীত অন্য কোনও আচরণ, কিংবা নয়নের অতৃপ্তি-জনক কিছু ছিল)। অথবা, তিলমাত্র ভূমিও কোনও স্থলে ছিল না, যে-খানে অনাচার ছিল। **পরম উদ্যান** ইত্যাদি—সর্বত্রই স্থানে স্থানে পরম রমণীয় উদ্যান আবির্ভূত হইল। এ-সমস্ত হইতেছে লীলাশক্তির অচিন্ত্য প্রভাব। ভগবদ্ধামে লীলার সমস্ত উপকরণ নিত্যই বিরাজিত; তবে প্রকটলীলা-কালেও তাহাদের সমস্ত সকলের নয়নের গোচরীভূত হয় না। লীলার প্রয়োজনে যখন যে-উপকরণের প্রকটন আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়, লীলাশক্তি তখনই সেই উপকরণকে প্রকটিত করিয়া থাকেন। ২৩৮ পয়ারে "হৈল"-স্থলে "হেন"-পাঠান্তর।

২৩৯। "চতুর্দ্দিগে"-স্থলে "সর্ব্ব দিগে"-পাঠান্তর।

২৪০। **সারঙ্গ**—"পদ্ম, শঙ্খ, কিংবা ধনুঃ। অ. প্র.।" **সারঙ্গধর**—সারঙ্গধারী, ভগবান্। **তুয়া**—তোমার। **লাগহুঁ**—লাগুক।

২৪১। **এই**—ইহা। পূর্বপয়ারোক্ত পদ।

২৪২। "যাই"-স্থলে "যায়" এবং "চাহে"-পাঠান্তর।

লক্ষ কোটি লোকে যে করয়ে হরিধ্বনি ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি ॥ ২৪৩
ব্রহ্মলোক শিবলোক বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত ।
কৃষ্ণসুখে পূর্ণ হৈল, নাহি তার অন্ত ॥ ২৪৪
সপার্ষদে সর্ব্বদেব আইলা দেখিতে ।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সভার সহিতে ॥ ২৪৫
চৈতন্য পাইয়া ক্ষণে সর্ব্বদেবগণ ।
নর-রূপে মিশাইয়া করয়ে কীর্ত্তন ॥ ২৪৬
অজ, ভব, বরুণ, কুবের, দেবরাজ ।
যম, সোম-আদি যত দেবের সমাজ ॥ ২৪৭
ব্রহ্মসুখ-স্বরূপ-অপূর্ব্ব দেখি রঙ্গ ।
সভে হৈলা নররূপে চৈতন্যের সঙ্গ ॥ ২৪৮
দেবে নরে একত্র হইয়া 'হরি' বোলে ।
আকাশ পূরিয়া সব মহা-দীপ জ্বলে ॥ ২৪৯
কদলক-বৃক্ষ প্রতি দুয়ারে দুয়ারে ।
পূর্ণ-ঘট, ধান্য, দুর্ব্বা, দীপ আম্রসারে ॥ ২৫০
নদীয়ার সম্পত্তি বর্ণিতে শক্তি কার ।
অসঙ্খ্য নগর ঘর চত্বর যাহার ॥ ২৫১
একো জাতি লোক যাথে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ।
ইহা সঙ্খ্যা করিবেক কেমন অবুধ ॥ ২৫২
অবতরিবেন প্রভু জানিঞা বিধাতা ।
সকল একত্র করি থুইলেন তথা ॥ ২৫৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৪৪। "তার"-স্থলে "আর"-পাঠান্তর।

২৪৮। **ব্রহ্মসুখ-স্বরূপ**—ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ, **অপূর্ব্ব রঙ্গ**—অদ্ভুত রঙ্গ (লীলা, লীলার আনন্দ) দেখিয়া, **সভে**—সকলে, অজ-ভব প্রভৃতি দেবগণ, **নররূপে**—মনুষ্যরূপে, মানুষের রূপ ধারণ করিয়া, **চৈতন্যের সঙ্গ**—কীর্তনে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী হইলেন। প্রভুর কীর্তনে যে-অপূর্ব আনন্দ উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা ছিল ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ (স্বরূপতঃ ব্রহ্মানন্দ, অথবা ব্রহ্মানন্দের তুল্য—অপ্রাকৃত চিন্ময় আনন্দ, বাস্তব আনন্দ)। সেজন্য তাহা এতই চিত্তাকর্ষক ছিল যে, ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণ তাহার আস্বাদনের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া এবং কীর্তনে যোগদান না করিলে অভীষ্টরূপে তাহার আস্বাদন সম্ভব হইবে না মনে করিয়া নররূপ ধারণপূর্বক কীর্তনে যোগদান করিলেন। "ব্রহ্মসুখ"-স্থলে "ব্রহ্মেশ্বর" এবং "ব্রহ্মসুর"-পাঠান্তর। ব্রহ্মেশ্বর—ঈশ্বর (সর্বেশ্বর) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম); তিনি সুখস্বরূপ। ব্রহ্মেশ্বর-স্বরূপ—সুখস্বরূপ সর্বেশ্বর পরব্রহ্মের স্বরূপ (স্বরূপ-শব্দের তাৎপর্য পূর্বে কথিত হইয়াছে)। ব্রহ্মসুর—পরব্রহ্মরূপ সুর (দেবতা, পরম-দেবতা। পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলিয়াছেন "তং দেবানাং পরমং দৈবতম্—দেবতাদিগের মধ্যে সেই পরম-দেবতাকে")। ব্রহ্মসুর-স্বরূপ—পরম-দেবতা পরব্রহ্মের স্বরূপ (তাৎপর্য পূর্ব-কথিতবৎ)।

২৫০। **আম্রসার**—আম্রপল্লব।

২৫১। "যাহার"-স্থলে "অপার" এবং "বাজার"-পাঠান্তর।

২৫২। **ইহা সঙ্খ্যা** ইত্যাদি—কি রকম অবোধ (দুর্বুদ্ধি লোক) ইহার সঙ্খ্যা (গণনা করিয়া পরিমাণ নির্ণয়) করিবেন; অর্থাৎ ইহা অসংখ্য বলিয়া, যে-ব্যক্তি গণনা করিয়া ইহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই নিতান্ত অবোধ (বুদ্ধিহীন)।

২৫৩। **অবতরিবেন**—এই নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইবেন। **সকল**—অসংখ্য নগর, ঘর, চত্বর, অসংখ্য

স্ত্রীয়ে যত জয়কার দিয়া বোলে 'হরি'।
তাহি লক্ষ-বৎসরেও বর্ণিতে না পারি ॥ ২৫৪
যে-সব দেখয়ে প্রভু নাচিয়া যাইতে।
তারা আর চিত্তবৃত্তি না পারে ধরিতে ॥ ২৫৫
সে কারুণ্য দেখিতে, সে ক্রন্দন শুনিতে।
পরম-লম্পট পড়ে কান্দিয়া ভূমিতে ॥ ২৫৬
'বোল' 'বোল' বলি নাচে গৌরাঙ্গসুন্দর।
সর্ব্ব-অঙ্গে শোভে মালা অতি-মনোহর ॥ ২৫৭
যজ্ঞসূত্র, ত্রিকচ্ছ-বসন পরিধান।
ধূলায় ধূষর প্রভু কমল নয়ান ॥ ২৫৮

মন্দাকিনী-হেন প্রেম-ধারের গমন।
চান্দেরে না লয় মন দেখি সে বদন ॥ ২৫৯
সুন্দর নাসাতে বহে অবিরত ধার।
অতিক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার ॥ ২৬০
সুন্দর চাঁচর কেশ—বিচিত্র বন্ধন।
তহিঁ মালতীর মালা অতি-সুশোভন ॥ ২৬১
'জনম জনম প্রভু! দেহ' এই দান।
হৃদয়ে রহুক এই কেলি অবিরাম ॥' ২৬২
এইমত বর মাগে' সকল ভুবন।
নাচিয়া যায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৬৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

জাতি, প্রত্যেক জাতিতে অসংখ্য লোক ইত্যাদি—সকলকে। **থুইলেন তথা**- তথা (সেই নবদ্বীপে) রাখিলেন। "করি"-স্থলে "আনি", "লৈয়া" এবং "নিঞা"-পাঠান্তর।

২৫৪। **স্ত্রীয়ে**—স্ত্রীলোকেরা। **জয়কার**—হুলুধ্বনি (জোকার)। "স্ত্রীয়ে"-স্থলে "তিরিলোকে"-পাঠান্তর। তিরিলোকে—স্ত্রীলোকে।

২৫৫। **যে-সব**—যে-সকল লোক। **চিত্তবৃত্তি ইত্যাদি**—মনোভাবের ধৈর্যরক্ষা করিতে, অর্থাৎ স্থির থাকিতে পারে না, চঞ্চল হইয়া পড়ে।

২৫৬। "দেখিতে, সে ক্রন্দন শুনিতে"-স্থলে "শুনিতে সে-ক্রন্দন দেখিতে"-পাঠান্তর।

২৫৭। এই পয়ারের প্রথমার্ধের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"এই স্থানে একখানি পুঁথিতে এইরূপ পরিবর্ধিত এবং অতিরিক্ত পাঠ আছে—'বোল বোল বলি নাচে বৈকুণ্ঠের রায়। ক্ষণে হাসে, ক্ষণে পড়ে, ক্ষণে গড়ি যায় ॥ মদনমোহন প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।'"

২৫৮। **ত্রিকচ্ছ-বসন**—১।৬।১৮৪-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫৯। **মন্দাকিনী**—স্বর্গের গঙ্গা। **প্রেম-ধারের**—প্রেমাশ্রুধারার। **চান্দেরে না লয় ইত্যাদি**—প্রভুর সেই অপূর্বসুন্দর বদন দেখিলে চাঁদের প্রতিও (চাঁদকে দেখিবার জন্যও) মন লয় না (মনের বাসনা জাগে না)। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "চাঁদের উদয় না দেখিতে সে বদন" এবং "চাঁদের লাগয়ে সাধ দেখিতে বদন।"-পাঠান্তর। চাঁদের উদয় না ইত্যাদি—সেই বদন না দেখিতে (দেখিবার পূর্বেই) চাঁদের উদয় দেখিতে ইচ্ছা হয়। সেই বদন দেখিলে আর চাঁদের উদয় দেখিতে ইচ্ছা হয় না।

২৬০। **ধার**—স্রাব। **অতিক্ষীণ ইত্যাদি**—সেই লালাস্রাব অত্যন্ত ক্ষীণ (সরু); দেখিলে মুক্তার হার বলিয়া মনে হয়।

২৬৩। **এইমত**- পূর্বপয়ারোক্তির অনুরূপ।

প্রিয়তম সব আগে নাচি নাচি যায়।
আপনে নাচয়ে পাছে বৈকুণ্ঠের রায় ॥ ২৬৪

চৈতন্যপ্রভু সে ভক্ত বাঢ়াইতে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করয়ে আপনে ॥ ২৬৫

এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
সভার সহিত আইসেন গঙ্গাপথে ॥ ২৬৬

বৈকুণ্ঠনায়ক নাচে সর্ব্বনদীয়ায়।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ পুণ্য-কীর্ত্তি গায় ॥ ২৬৭

"হরি বোল মুগধা! হরি বোল রে।
যাহে নাহি হয় শমন-ভয় রে ॥" ( ধ্রু ) ২৬৮

এই সব কার্ত্তনে নাচেন গৌরচন্দ্র।
ব্রহ্মাদি সেবয়ে যার পাদপদ্মদ্বন্দ্ব ॥ ২৬৯

পাহিড়া ( রাগ )

নাচে বিশ্বম্ভর, সভার ঈশ্বর,
ভাগীরথী-তীরে তীরে।
যার পদধূলী, হই কুতুহলী,
সভেই ধরয়ে শিরে ॥ ১ ॥ ২৭০
( শিব শিব নাচে বিশ্বম্ভর ॥ ধ্রু ॥ )

অপূর্ব্ব বিকার, নয়নে সু-ধার,
হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি।
হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া,
বোলে 'হরিহরি' বাণী ॥ ২ ॥ ২৭১

মদন-সুন্দর গৌর কলেবর,
দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর চিকুরে, মালা মনোহরে,
যেন দেখি পাঁচবাণ ॥ ৩ ॥ ২৭২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৬৪। **প্রিয়তম**—প্রভুর প্রিয়তম ভক্তগণ।

২৬৫। **ভক্ত বাঢ়াইতে**—ভক্তের মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে। **যেন করে** ইত্যাদি—ভক্তগণ যে-রূপ করেন, প্রভুও সেইরূপ করেন। ভক্তের আচরণ অনুকরণ করিয়া, ভক্তের আচরণ ভগবানেরও অনুকরণীয় ইহা দেখাইয়া, প্রভু ভক্তের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

২৬৮। **মুগধা**—হে মায়ামুগ্ধ লোকগণ। **যাহে**—যাহাতে, "হরি" বলিলে। **শমন-ভয়**— যম-যন্ত্রণার বা নরক-যন্ত্রণার ভয়। "যাহে নাহি হয়"-স্থলে "যো বিনু না তরি" এবং "যাহে নাহি ছুঁয়ে"-পাঠান্তর। যো বিনু না তরি—যাহাব্যতীত ( যে-হরি-নামব্যতীত ) সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। **যাহে নাহি ছুঁয়ে**—যে-হরিনাম ( যে-হরি-নাম করিলে ) শমন-ভয় স্পর্শ করিতে পারে না। ছুঁয়ে—ছোঁয়, স্পর্শ করে।

২৭০। "সভার"-স্থলে "জগত" এবং "সভেই ধরয়ে"-স্থলে "সভেই ধরল" এবং "অনন্ত ধরয়ে"-পাঠান্তর।

২৭১। **বিকার**—প্রেম-বিকার, অশ্রু-কম্পাদি )।

২৭২। **মদন-সুন্দর** - মদনের ( কন্দর্পের ) ন্যায় সুন্দর। **দিব্য বাস**—দিব্যবস্ত্র। **চাঁচর চিকুরে**—কুঞ্চিত কেশে। **পাঁচবাণ**—পঞ্চবাণ কন্দর্প। কন্দর্পের পাঁচটি বাণ আছে। যথা—কমল, অশোক, চূত ( আম্রমুকুল ), নবমল্লিকা এবং রক্তোৎপল। "অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা। রক্তোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ॥" **চাঁচর চিকুরে** ইত্যাদি—প্রভুর কুঞ্চিত কেশে নানাবিধ পুষ্পের মনোহর

চন্দন-চর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
　গলে দোলে বনমালা।
ঢুলিয়া পড়য়ে, প্রেমে থির নহে,
　আনন্দে শচীর বালা ॥ ৪ ॥ ২৭৩
কাম-শরাসন, ভ্রূযুগ-পত্তন,
　ভালে মলয়জ-বিন্দু।
মুকুতা-দশন, শ্রীযুত বদন,
　প্রকৃতি করুণাসিন্ধু ॥ ৫ ॥ ২৭৪
ক্ষণে শত শত, বিকার অদ্ভুত,
　কত করিব নিশ্চয়।
অশ্রু কম্প ঘর্ম্ম, পুলক বৈবর্ণ্য,
　না জানি কতেক হয় ॥ ৬ ॥ ২৭৫
ত্রিভঙ্গ হইয়া, কবহুঁ রহিয়া,
　অঙ্গুলি-মুরলী বা'য়।
জিনি মত্ত গজ, চলই সহজ,
　দেখি নয়ন জুড়ায় ॥ ৭ ॥ ২৭৬
অতি-মনোহর-, যজ্ঞ-সূত্র-বর,
　সদয় হৃদয়ে শোভে।
এ বুঝি অনন্ত, হই গুণবন্ত,
　রহিলা পরশ-লোভে ॥ ৮ ॥ ২৭৭
নিত্যানন্দচান্দ, মাধব-নন্দন,
　শোভা করে দুই-পাশে।
যত প্রিয়গণ, করয়ে কীর্ত্তন,
　সভা' চা'হি চা'হি হাসে' ॥ ৯ ॥ ২৭৮
যাহার কীর্ত্তন, করি অনুক্ষণ,
　শিব দিগম্বর ভেলা।
সে প্রভু বিহরে, নগরে নগরে,
　করিয়া কীর্ত্তন-খেলা ॥ ১০ ॥ ২৭৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মালা শোভা পাইতেছে। দেখিলে মনে হয়, যেন স্বয়ং পঞ্চবাণই তাঁহার পাঁচটি বাণের সহিত বিরাজিত। ইহাদ্বারা প্রভুর অপূর্ব সৌন্দর্য সূচিত হইতেছে।

২৭৩। **প্রেমে**—প্রেমাবেশে। **থির**—স্থির। **শচীর বালা**—শচীর দুলাল। "বালা", "দুলাল" প্রভৃতি হইতেছে প্রীতিময়ী, সুতরাং মাধুর্যময়ী, উক্তি।

২৭৪। **কাম-শরাসন**—কন্দর্পের ধনুঃ। **ভ্রূযুগ**—ভ্রূ-দুইটি। **পত্তন**—বিস্তার। ২।২৩।১৮০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **ভ্রূযুগ-পত্তন**—ভ্রূদ্বয়ের বিস্তার কন্দর্পের ধনুর তুল্য। **ভালে**—কপালে। **মলয়জ**—চন্দন। **মলয়জ-বিন্দু**—চন্দন-বিন্দু, চন্দনের গোলাকার ফোঁটা। **মুকুতা-দশন**—মুক্তার ন্যায় সুন্দর দন্ত। **প্রকৃতি করুণা-সিন্ধু**—স্বভাবেই করুণার সমুদ্র।

২৭৬। **কবহুঁ**—কখনও কখনও। **অঙ্গুলি মুরলী বা'য়**—শ্রীমুখের নিকটে এমনভাবে অঙ্গুলি ধারণ করেন যে, দেখিলে মনে হয় যেন মুরলী বাজাইতেছেন। "অঙ্গুলি"-স্থলে "অঙ্গুলে"-পাঠান্তর। **চলই সহজ**—স্বভাবতঃই চলেন। প্রভুর স্বাভাবিক গতি-ভঙ্গীই মত্ত-গজের গতিভঙ্গীকে পরাজিত করে।

২৭৭-২৭৮। "এ"-স্থলে "যে"-পাঠান্তর। **এ বুঝি অনন্ত** ইত্যাদি—প্রভুর বক্ষঃস্থলে শোভমান যজ্ঞসূত্রকে দেখিলে মনে হয় যেন, গুণবন্ত (অশেষ গুণবান্ অথবা গুণের বা সূত্রের আকার ধারণ-পূর্বক) অনন্তদেবই প্রভুর অঙ্গ-স্পর্শের লোভে প্রভুর বক্ষঃস্থলে রহিয়াছেন। **মাধব-নন্দন**—গদাধর পণ্ডিত। **দুইপাশে**—প্রভুর দুই পার্শ্বে। **সভা চাহি** ইত্যাদি—সকলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রভু হাসেন।

২৭৯। **শিব দিগম্বর ভেলা**—কীর্তনানন্দের আবেশে বাহ্যজ্ঞান-হারা হইয়া শিব দিগম্বর (দিগ্‌বসন, উলঙ্গ) হইলেন। **ভেলা**—হইলা। "ভেলা"-স্থলে "ভোলা"-পাঠান্তর। **ভোলা**—বিহ্বল।

যে করে যে কেশ, যে অঙ্গে যে বেশ,
কমলা লালন করে।
যে প্রভু ধূলায়, গড়াগড়ি যায়,
প্রতি-নগরে নগরে ॥ ১১ ॥ ২৮০
লাখ কোটি দীপে, চান্দের আলোকে,
না জানি কি ভেল সুখে।
সকল সংসার, 'হরি' বই আর,
না বোলই কারো মুখে ॥ ১২ ॥ ২৮১
অপূর্ব্ব কৌতুক, দেখি সর্ব্বলোক,
আনন্দে হইল ভোর।
সভেই সভার, চা'হিয়া বদন,
বোলে "ভাই! হরি বোল ॥" ১৩ ॥ ২৮২
প্রভুর আনন্দ, জানে নিত্যানন্দ,
যখন যেরূপ হয়।
পড়িবার বেলে, দুই বাহু মেলে,
যেন অঙ্গে প্রভু রয় ॥ ১৪ ॥ ২৮৩
নিত্যানন্দ ধরি, বীরাসন করি,
ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে।
বামকক্ষে তালি, দিয়া কুতূহলী
'হরি হরি' বলি হাসে' ॥ ১৫ ॥ ২৮৪
অকপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে,
"মুঞি দেব নারায়ণ।
কংসাসুর মারি, মুঞি সে কংসারি,
বলি ছলিয়া বামন ॥ ১৬ ॥ ২৮৫
সেতু-বন্ধ করি, রাবণ সংহারি,
মুঞি সে রাঘব-রায় ॥"
করিয়া হুঙ্কার, তত্ত্ব আপনার,
কহি চারিদিগে চা'য় ॥ ১৭ ॥ ২৮৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৮০। **যে করে যে কেশ** ইত্যাদি—যে করে ( যে-করযুগল, সুবলিত এবং সুকোমল হস্তদ্বয় ), যে কেশ ( যে-সুকুঞ্চিত কেশ-কলাপ ), যে অঙ্গে ( যে-মদন-সুন্দর দিব্য কলেবর ) এবং যে বেশ ( যে-পরম-মনোরম পরিধেয় বস্ত্রাদির ) কমলাদেবী লালন করেন ( সেবা করিয়া থাকেন, সেই হস্ত-কেশাদি-সম্বলিত যে-প্রভুর সেবা স্বয়ং কমলাদেবী করিয়া থাকেন ) সেই প্রভু প্রেমাবেশে প্রতি নগরে নগরে ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। "অঙ্গে"-স্থলে "অঙ্গ" এবং "লালন"-স্থলে "লালসা"-পাঠান্তর।

২৮১। "দীপে"-স্থলে "দিগে", "ভেল"-স্থলে "কতেক" এবং "বই"-স্থলে "হরি"-পাঠান্তর।

২৮২। **ভোর**—বিভোর। "সভার, চাহিয়া বদন"-স্থলে "নয়নে, চাহিয়া বদনে"-পাঠান্তর।

২৮৩। **বেলে**—বেলায়, সময়ে। **মেলে**—মেলিয়া ধরেন। **যেন অঙ্গে প্রভু রয়**—যেন ভূমিতে না পড়িয়া, শ্রীনিত্যানন্দের অঙ্গেই, নিত্যানন্দের বুকেই, প্রভু থাকিতে পারেন।

২৮৪। **বীরাসন**—১।৭।১২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৮৫। **ক্ষণে**—ক্ষণকাল পরে, অথবা কখনও কখনও। ২৮৫-৮৬-পয়ার হইতে বুঝা যায়, এই সময়ে প্রভু ঈশ্বর-ভাবে আবিষ্ট হইয়া নিজের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। **মুঞি দেব নারায়ণ**—আমিই আদি দেব মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ ( শ্রীকৃষ্ণই কংসাসুরকে বধ করিয়াছেন, বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণ বধ করেন নাই )। **বলি ছলিয়া বামন**—১।৬।২৪৪-৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৮৬। **সেতুবন্ধ করি**—শ্রীরামচন্দ্ররূপে। **রাঘব-রায়**—রামচন্দ্র।

কে বুঝে সে তত্ত্ব, অচিন্ত্য মহত্ত্ব,
সেইক্ষণে কহে আন।
দন্তে তৃণ ধরি, 'প্রভু প্রভু' বলি,
মাগয়ে ভকতি-দান ॥ ১৮ ॥ ২৮৭
যখনে যে করে, গৌরাঙ্গসুন্দরে,
সব মনোহর লীলা।
আপন বদনে, আপন চরণে,
অঙ্গুলি ধরিয়া খেলা ॥ ১৯ ॥ ২৮৮
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর,
সব নবদ্বীপে নাচে।
শ্বেতদ্বীপ-নাম, নবদ্বীপ-গ্রাম,
বেদে প্রকাশিব পাছে ॥ ২০ ॥ ২৮৯
মন্দিরা মৃদঙ্গ, করতাল শঙ্খ,
না জানি কতেক বাজে।
মহা-হরিধ্বনি, চতুর্দ্দিগে শুনি,
মাঝে শোভে দ্বিজরাজে ॥ ২১ ॥ ২৯০
জয় জয় জয়, নগরকীর্ত্তন,
জয় বিশ্বম্ভর-নৃত্য।
বিংশ-পদ গীত, চৈতন্য-চরিত,
জয় চৈতন্যের ভৃত্য ॥ ২২ ॥ ২৯১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৮৭। **আন**—অন্যরূপ কথা। এই পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, প্রভুর মধ্যে আবার ভক্ত-ভাবের উদয় হইয়াছে।

২৮৮। "মনোহর"-স্থলে 'মনোরথ"-পাঠান্তর। **মনোরথ**—ইচ্ছা। মনোরথ লীলা—ইচ্ছানুরূপ লীলা। **আপন বদনে** ইত্যাদি—প্রভু যখন যেরূপ লীলা করিতে ইচ্ছা করেন, তখন সেইরূপ লীলাই করিয়া থাকেন এবং যখন যাহা করেন, তাহাই মনোরম হয়। প্রভু কখনও কখনও নিজের বদনে এবং নিজের চরণে নিজের অঙ্গুলি ধারণ করিয়াও খেলা করেন। তাহাও অতি মনোরম হয়।

২৮৯। **বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর**—মায়াতীত সমস্ত ভগবদ্ধামের ঈশ্বর ( ১।১।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। **শ্বেতদ্বীপ নাম** ইত্যাদি—নবদ্বীপ-গ্রামের নাম শ্বেতদ্বীপ। কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন "সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম। শ্রীগোলক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥ চৈ. চ. ১।৫।১৪ ॥" এই উক্তি হইতে জানা যায়,—গোকুল, ব্রজলোক, গোলোক, বৃন্দাবন এবং শ্বেতদ্বীপ হইতেছে একই ধামের ভিন্ন ভিন্ন নাম। ব্রহ্মাও গোলোককে শ্বেতদ্বীপ বলিয়াছেন।" ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যম্ ॥ ব্রহ্মসংহিতা ॥ ৫।৫৬ ॥" এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—শ্বেতদ্বীপ হইতেছে গোকুল-গোলোক-ব্রজলোক-বৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণের ধাম। শ্রীগৌরচন্দ্র হইতেছেন সেই শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ; সুতরাং তাঁহার ধাম নবদ্বীপও হইতেছে সেই শ্বেতদ্বীপেরই আবির্ভাব-বিশেষ। এ-জন্যই বোধ হয় নবদ্বীপকে শ্বেতদ্বীপ বলা হইয়াছে। "প্রকাশিব"-স্থলে "প্রকাশিয়া"-পাঠান্তর।

২৯১। **বিংশ-পদ গীত চৈতন্য-চরিত**—বিংশতি-পদবিশিষ্ট গীতরূপে শ্রীচৈতন্যের চরিত ( লীলা-কথা )। ২৭০-৮৯-ত্রিপদীসমূহে শ্রীচৈতন্যের নগর-কীর্তন-লীলা গীতের আকারে কথিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই গীতগুলিকে বিশটি পদে ( ভাগে ) বিভক্ত করিয়াছেন এবং পদগুলির পরে ১, ২, ইত্যাদি পদসংখ্যা-জ্ঞাপক অঙ্কও দিয়াছেন। লীলাবর্ণনাত্মক পদ বিশটি। তাহার পরেও তিনটি পদ আছে

যেই-দিগে চা'য়, বিশ্বম্ভর রায়,
সেই দিগে প্রেমে ভাসে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দচান্দ,
গায় বৃন্দাবনদাসে ॥ ২৩ ॥ ২৯২
শিব শিব নাচে বিশ্বম্ভর ॥
অতিসুমঙ্গলং শিবশিবোচ্চারণম্ ॥ ২৯৩
হেন-মহারঙ্গে প্রতি নগরে নগর।
কীর্ত্তন করেন সর্ব্বলোকের ঈশ্বর ॥ ২৯৪
অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে করে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি যায় বৈকুণ্ঠেরে ॥ ২৯৫
শুনিঞা বৈকুণ্ঠনাথ প্রভু বিশ্বম্ভর।
সন্তোষে পূর্ণিত সব হয় কলেবর ॥ ২৯৬
পুনঃপুন 'বোল বোল' বোলে বিশ্বম্ভর।
উল্লাসে উঠয়ে প্রভু আকাশ-উপর ॥ ২৯৭
মত্ত সিংহ জিনি কত তরঙ্গ প্রচুর।
দেখিতে সভার হর্ষ বাঢ়য়ে প্রচুর ॥ ২৯৮
গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌররায় ॥ ২৯৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

( ২১, ২২, ২৩ পদ ); এই পদত্রয় হইতেছে গ্রন্থকারের উপসংহার-পদ। "বিংশ-পদগীত, চৈতন্যচরিত"-স্থলে "বিংশতি-পদ-গীত চৈতন্য ভাগবত"-পাঠান্তর।

**২৯২।** "বিশ্বম্ভর রায়"-স্থলে "প্রভু বিশ্বম্ভর" এবং "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, নিত্যানন্দচান্দ"-স্থলে "চৈতন্য নিতাই, বই আর নাই" এবং ছিরীচইতন্য নিতাই ঠাকুর"-পাঠান্তর।

**২৯৩। শিব শিব**—মঙ্গল মঙ্গল। **অতি সুমঙ্গলং** ইত্যাদি—শিব শিব উচ্চারণ অতি সুমঙ্গল। "শিবোচ্চারণম্"-স্থলে "বাক্যোচ্চারণম্"-পাঠান্তর।

এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেম—"কোন কোন পুঁথিতে এইখানেই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।"

**২৯৭। আকাশ-উপর**—প্রেমাবেশে লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক আকাশের উপরে ( আকাশে )।

**২৯৮। তরঙ্গ**—ঢেউ। প্রেমের তরঙ্গ বা নূতন নূতন প্রেমবিকাশ-বৈচিত্রী; তাহার ফলে নৃত্য, হুঙ্কাররূপ গর্জন, এবং আস্ফালনাদি। **মত্তসিংহ জিনি** ইত্যাদি—প্রভুর প্রেম-তরঙ্গ কতভাবে প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ পাইতেছে। তাহাতে মত্তসিংহও পরাজয় স্বীকার করে ( হার মানে )। তাৎপর্য নানাবিধ প্রেম-বৈচিত্রীর উচ্ছ্বাসে প্রভু যে-ভাবে নৃত্য, হুঙ্কাররূপ গর্জন এবং আস্ফালনাদি করেন, তাহার নিকটে মত্তসিংহের গর্জন ও আস্ফালনাদিও অকিঞ্চিৎকর। "মত্তসিংহ"-স্থলে "যদুসিংহ" এবং "কত"-স্থলে "একো" এবং "এত" এবং "হর্ষ বাঢ়য়ে"-স্থলে "অঙ্গ হর্ষায়"-পাঠান্তর। **যদুসিংহ** যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ। দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ভক্তভাবময় নহেন বলিয়া তাঁহার মধ্যে এতাদৃশ প্রেম-বিকার সম্ভব নয়। এজন্য প্রভুর প্রেম-বিকারের নিকটে তিনিও পরাজিত। আবার "যদুসিংহ ( যাদবশ্রেষ্ঠ )" বলিতে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেও বুঝায় ( পূর্ববর্তী ২।২৩।৭৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপ যদুসিংহও ভক্তভাবময় নহেন বলিয়া, তাঁহার মধ্যেও এতাদৃশ প্রেমবিকার সম্ভব নয়; সুতরাং প্রভুর প্রেমবিকারের নিকটে তিনিও পরাজিত।

আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌরহরি ॥ ৩০০
বারকোনা-ঘাটে নগরিয়া-ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া ॥ ৩০১
লক্ষ কোটি লোক চতুর্দ্দিগে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চতুর্দ্দিগে 'হরি' বোলে ॥ ৩০২
চন্দ্রের আলোক অতি অপূর্ব্ব দেখিতে।
দিবানিশি একো কেহো নারে নিশ্চয়িতে ॥ ৩০৩
সকল দুয়ার শোভা করে সুমঙ্গলে।
রম্ভা, পূর্ণ-ঘট, আম্রসার, দীপ জ্বলে ॥ ৩০৪
অন্তরীক্ষে থাকি যত স্বর্গদেবগণ।
চম্পক মল্লিকাপুষ্প করে বরিষণ ॥ ৩০৫
পুষ্পবৃষ্টি হৈল, নবদ্বীপ-বসুমতী।
পুষ্পরূপে জিহ্বার সে করিল উন্নতি ॥ ৩০৬
সুকুমার-পদাম্বুজ প্রভুর জানিঞা।
জিহ্বা প্রকাশিলা দেবী পুষ্প-রূপ হঞা ॥ ৩০৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩০০। **আপনার ঘাটে**—প্রভু গঙ্গার যে-ঘাটে স্নান করেন, সেই ঘাটে। **মাধাইর ঘাট**—২।১৫।৯৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩০১। **বারকোনা ঘাট**—নবদ্বীপে গঙ্গার একটি ঘাট। বর্তমান নাম—বারগোরা ঘাট। **নগরিয়া ঘাট**—ইহাও নবদ্বীপে গঙ্গার একটি ঘাটের নাম। "ঘাটে নগরিয়া-ঘাটে গিয়া"-স্থলে "ঘাট নগরিয়া-ঘাট দিয়া"-পাঠান্তর। **নগর**—তীরবর্তী স্থান। "নগর"-স্থলে "কিনার", "উপর" এবং "ও'পরে"-পাঠান্তর। ও'পার—যে-পারে নবদ্বীপ, সেই পার। **সিমুলিয়া**—গঙ্গাতীরবর্তী একটি স্থান। "নবদ্বীপের উত্তরে এক ক্রোশ দূরে। অ. প্র.।"

৩০৩। **দিবানিশি একো** ইত্যাদি—দিবা এবং রাত্রি যেন একই হইয়া গিয়াছে। দিবা কি রাত্রি, তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারে না। **নিশ্চয়িতে**—নিশ্চয় করিতে। "নারে নিশ্চয়িতে"-স্থলে "না পারে লখিতে"-পাঠান্তর। লখিতে—লক্ষ্য করিতে।

৩০৪। **সুমঙ্গলে**—রম্ভা, পূর্ণ ঘটাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যে।

৩০৫। **অন্তরীক্ষে**—আকাশে। **স্বর্গদেবগণ**—স্বর্গস্থিত দেবতাগণ। "স্বর্গ"-স্থলে "শুদ্ধ", "চম্পক"-স্থলে "চন্দন"-পাঠান্তর। **বরিষণ**—বর্ষণ, বৃষ্টি।

৩০৬। "হৈল"-স্থলে "পূর্ণ"-পাঠান্তর। **নবদ্বীপ-বসুমতী**—নবদ্বীপরূপ বসুমতী (পৃথিবী), নবদ্বীপ-নগর, নবদ্বীপধাম। **পুষ্পরূপে** ইত্যাদি—এত অধিক পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছে যে, পুষ্পদ্বারা সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত হইয়া নবদ্বীপ-নগর যেন পুষ্পরূপ (অর্থাৎ পুষ্পময়) হইয়াছেন, নবদ্বীপ যেন পুষ্পপুঞ্জের আকার ধারণ করিয়াছেন। এতাদৃশ পুষ্পপুঞ্জরূপে সেই নবদ্বীপরূপ বসুমতী স্বীয় জিহ্বার উন্নতি সাধন করিয়াছেন। নবদ্বীপ পুষ্পপুঞ্জের আকার ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার জিহ্বাও (নবদ্বীপকে মূর্তিমতী বসুমতী বলা হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার জিহ্বাও থাকিবে, তাঁহার জিহ্বাও) পুষ্পময়ী হইল (লোকের দেহের ন্যায় জিহ্বাও মাংসময়ী। দেবী বসুমতার দেহ পুষ্পময় হওয়াতে তাঁহার জিহ্বাও পুষ্পময়ী হইয়া গেল এবং তাহার ফলে অত্যন্ত সুকোমল হইয়া গেল। জিহ্বার এই সুকোমলত্বই হইতেছে তাহার উন্নতির পরিচায়ক।

৩০৭। অন্বয়। প্রভুর সুকুমার পদাম্বুজ (প্রভুর পদকমল অত্যন্ত কোমল ইহা) জানিয়া-দেবী

আগে নাচে অদ্বৈত শ্রীবাস হরিদাস।
পাছে নাচে গৌরচন্দ্র সকল-প্রকাশ ॥ ৩০৮
যে নগরে প্রবেশ করয়ে গৌররায়।
গৃহ বিত্ত পরিহরি শুনি লোক ধায় ॥ ৩০৯
দেখিয়া সে চন্দ্রমুখ জগতজীবন।
দণ্ডবত হইয়া পড়য়ে সর্ব্বজন ॥ ৩১০
নারীগণ হুলাহুলা দিয়া বোলে 'হরি'।
স্বামী, পুত্র, গৃহ, বিত্ত সকল পাসরি ॥ ৩১১
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ নগরীয়া নদীয়ার।
কৃষ্ণ-রস-উন্মাদ হৈল সভাকার ॥ ৩১২
কেহো নাচে গায় কেহো বোলে 'হরি হরি'।
কেহো গড়াগড়ি যায় আপনা' পাসরি ॥ ৩১৩
কেহো কেহো নানামত বাদ্য বা'য় মুখে।
কেহো কারো কান্ধে উঠে পরানন্দসুখে ॥ ৩১৪
কেহো কারো চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে।
কেহো কারো চরণ আপন কেশে বান্ধে ॥ ৩১৫
কেহো দণ্ডবত হয় কাহারো চরণে।
কেহো কোলাকোলী বা করয়ে কারো সনে ॥ ৩১৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

( নবদ্বীপ-বসুমতীরূপা দেবী ) পুষ্পরূপ হইয়া ( পূর্ববর্তী পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ) জিহ্বা প্রকাশিলা ( স্বীয় পুষ্পময়ী অতি সুকোমল জিহ্বাকে বিস্তার করিয়া দিলেন, যেন প্রভু দেবীর সুকোমল জিহ্বার উপর দিয়া চলিতে পারেন; তাহাতে প্রভুর সুকোমল পদ-কমলে বেদনা অনুভবের সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে। এ-স্থলে, প্রভু নবদ্বীপের যে-পথে যাইবেন, সেই পথকেই নবদ্বীপ বসুমতী দেবীর জিহ্বা মনে করা হইয়াছে )। সারমর্ম হইতেছে এই যে নবদ্বীপ-নগরের উপরে আকাশস্থ দেবগণ এত অধিক পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন যে, নবদ্বীপের ভূমির উপরে পুষ্পের একটি পুরু আবরণ পড়িয়া গিয়াছে; নবদ্বীপের পথগুলির অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছে। সুকোমল পুষ্পাবরণময় পথে প্রভু যখন চলিতেছিলেন, তখন তাঁহার কমল-দলের ন্যায় সুকোমল পদযুগলে কোনও বেদনাই অনুভূত হয় নাই।

৩০৮। **সকল-প্রকাশ**—সর্ব-প্রকাশক, যিনি সকলকে প্রকাশ করেন। ইহা "গৌরচন্দ্রের" বিশেষণ।

৩০৯। "বিত্ত"-স্থলে "বৃত্তি" এবং "শুনি"-স্থলে "সর্ব্ব"-পাঠান্তর। বৃত্তি—জীবিকা-নির্বাহের উপায়-রূপ কর্ম।

৩১১। **হুলাহুলী**—হুলুধ্বনি। **পাসরি**—ভুলিয়া। "বিত্ত"-স্থলে "বৃত্তি"-পাঠান্তর। এ-স্থলে বৃত্তি—গৃহকর্ম।

৩১২। **নগরিয়া**—নগরবাসী। "নগরিয়া"-স্থলে "সে নগর"-পাঠান্তর। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "কৃষ্ণের উন্মাদ সে হইল সভার"-পাঠান্তর। কৃষ্ণের উন্মাদ—কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ততা।

৩১৪। **বা'য়**—বাজায়। "কেহো কেহো নানামত বাদ্য"-স্থলে "গায় কেহো নাচে কেহো"-পাঠান্তর।

৩১৫। **আপন কেশে বান্ধে**—নিজের চুলে বাঁধেন। এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, সে-কালে পুরুষদের মাথাতেও লম্বা চুল থাকিত।

কেহো বোলে "মুঞি এই নিমাঞিপণ্ডিত ।
জগত উদ্ধার লাগি হইলুঁ বিদিত ॥" ৩১৭
কেহো বোলে "আমি শ্বেতদ্বীপের বৈষ্ণব ।"
কেহো বোলে "আমি বৈকুণ্ঠের পারিষদ ॥" ৩১৮
কেহো বোলে "এবে কাজি বেটা গেল কোথা ।
নাগালি পাইলে আজি চূর্ণ করোঁ মাথা ॥" ৩১৯
পাষণ্ডী ধরিতে কেহো রড় দিয়া যায় ।
"ধর ধর এই পাপ পাষণ্ডী পলায় ॥" ৩২০
বৃক্ষের উপরে গিয়া কেহো কেহো চড়ে ।
যূথে যূথে কেহো কেহো লাফ দিয়া পড়ে ॥ ৩২১
পাষণ্ডীরে ক্রোধ করি কেহো ভাঙে ডাল ।
কেহো বোলে "এই মুঞি পাষণ্ডীর কাল ॥" ৩২২
অলৌকিক শব্দ কেহো উচ্চ করি বোলে ।
যমরাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহো চলে ॥ ৩২৩
সেইখানে থাকি বোলে "আরে যমদূত !
বোল গিয়া যথা তোর আছে সূর্য্যসুত ॥ ৩২৪
বৈকুণ্ঠনায়ক অবতরি শচীঘরে ।
আপনি কীর্ত্তন করে নগরে নগরে ॥ ৩২৫
যে-নাম প্রভাবে তোর ধর্ম্মরাজ যম ।
যে-নামে তরিল অজামিল বিপ্রাধম ॥ ৩২৬
হেন নাম সর্ব্বমুখে প্রভু বোলাইল ।
উচ্চারণে শক্তি নাহি, সে তাহা শুনিল ॥ ৩২৭
প্রাণি-মাত্র কেহো যদি কর' অধিকার ।
মোর দোষ নাহি তবে করিমু সংহার ॥ ৩২৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩১৭। **মুঞি এই নিমাইপণ্ডিত**—কেহ বলেন "আমি এই নিমাঞিপণ্ডিত।" জগতের উদ্ধারের নিমিত্ত অবতীর্ণ নিমাইপণ্ডিতের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, আত্মস্মৃতিহারা হইয়া যিনি নিমাইপণ্ডিতের বিষয়েই তন্ময়তা লাভ করিয়াছেন, তিনিই এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। শারদীয়-রাসলীলাকালে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলে, তাঁহার বিরহে উন্মাদিনী-প্রায় কোনও কোনও ব্রজসুন্দরী যেমন শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়তাবশতঃ বলিয়াছিলেন—"আমিই কৃষ্ণ", তদ্রূপ। **বিদিত**—আবির্ভূত, অবতীর্ণ।

৩১৮। পূর্ববর্তী ২৮৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩১৯। কাজি-কর্তৃক কীর্তনের মৃদঙ্গ-ভঙ্গের কথা স্মরণ করিয়া ক্রোধের আবেশে কাহারও কাহারও এই উক্তি।

৩২১। পয়ারের প্রথমার্ধে শেষ "কেহো"-স্থলে "ডালে" এবং "যূথে যূথে কেহো"-স্থলে "সুখে পুনঃ পুনঃ"-পাঠান্তর। **যুথে যুথে**—দলে দলে।

৩২২। **কাল**—যম। যম-স্বরূপ।

৩২৪। **সূর্য্যসুত**—সূর্যের পুত্র—যম। "সুত"-স্থলে "পুত"-পাঠান্তর। পুত—পুত্র। ৩২৪-৩২-পয়ার-সমূহ হইতেছে যমরাজ-সম্বন্ধে কাহারও কাহারও উক্তি।

৩২৬। **তোর**—যমদূতের। **অজামিল বিপ্রাধম**—২।১।১৬১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩২৭। **উচ্চারণে শক্তি নাহি ইত্যাদি**—নাম উচ্চারণের শক্তি যাঁহার নাই, (যাঁহার বাক্‌শক্তি নাই তিনি অথবা বাকশক্তিহীন পশুপক্ষি-প্রভৃতি) সেই নাম শ্রবণ করিয়াছেন। "শক্তি নাহি, সে তাহা"-স্থলে "যার শক্তি নাহি, সে"-পাঠান্তর।

৩২৮। যমদূতের প্রতি উক্তি। **কেহো**—যমদূতদের কেহ। **কর অধিকার**—অধিকার বিস্তার

ঝাট কহ গিয়া যথা আছে চিত্রগুপ্ত।
পাপীর লিখন সব ঝাট করু লুপ্ত ॥ ৩২৯
যে-নাম-প্রভাবে তীর্থ-রাজ বারাণসী।
যাহা গায় শুদ্ধসত্ত্ব-শ্বেতদ্বীপবাসী ॥ ৩৩০
সর্ব্ব-বন্দ্য মহেশ্বর যে-নাম-প্রভাবে।
হেন নাম সর্ব্বলোকে শুনে বোলে এবে ॥ ৩৩১
হেন নাম লও, ছাড় পর অপকার।
ভজ বিশ্বম্ভর, নহে করিমু সংহার ॥ ৩৩২
আর জন-দশ-বিশে রড় দিয়া যায়।
"ধর ধর কোথা কাজি ভাণ্ডিয়া পলায় ॥ ৩৩৩
কৃষ্ণের কীর্ত্তন যে যে পাপী নাহি মানে'।
কোথা গেল সে-সকল পাষণ্ডী এখনে ॥" ৩৩৪
মাটিতে কিলায় কেহো 'পাষণ্ডী' বলিয়া।
'হরি' বলি বুলে পুন হুঙ্কার করিয়া ॥ ৩৩৫
এইমত কৃষ্ণের উন্মাদে সর্ব্বক্ষণ।
কিবা বোলে কিবা করে নাহিক স্মরণ ॥ ৩৩৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**কর,** কুকর্মের নিমিত্ত ধরিয়া নেও। **করিমু সংহার**—সেই যমদূতকে সংহার করিব। (যেহেতু, প্রভুর কৃপায় সকলেই হরি-নাম শ্রবণ-কীর্তন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের সমস্ত পাপই দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহাদের কাহাকেও আর যমালয়ে যাইতে হইবে না; সুতরাং তাঁহাদের উপরে যমদূতগণেরও আর কোনও অধিকার নাই। যাহাতে অধিকার নাই, তাহা করিলে সংহার করিব)। "কেহ যদি কর"-স্থলে "কারে যদি করে"-পাঠান্তর। কারে—কাহাকেও, কোন জীবকে

৩২৯। **চিত্রগুপ্ত**—২।১৪।৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **পাপীর লিখন**—পাপীদের সম্বন্ধে লিখন, পাপীদের পাপের বিবরণ, যাহা খাতাপত্রে লিখিত হইয়াছে। **করু**—করুক। **করু লুপ্ত**—নষ্ট করুক, লোপ করিয়া দিউক। "করু"-স্থলে "কর"-পাঠান্তর।

৩৩০-৩৩১। **যে নাম-প্রভাবে**—যে-হরিনামের প্রভাবে। **তীর্থরাজ বারাণসী**—বারাণসী (কাশী) তীর্থরাজ (তীর্থশ্রেষ্ঠ) হইয়াছে। "তীর্থরাজ"-স্থলে "হৈল তীর্থ"-পাঠান্তর। **শুদ্ধসত্ত্ব শ্বেতদীপবাসী**—শুদ্ধচিত্ত (অথবা, শুদ্ধ সত্ত্বের, অর্থাৎ স্বরূপশক্তির, মূর্তবিগ্রহ) শ্বেতদীপ—(গোলোক)-বাসিগণ। **সর্ব্ববন্দ্য** ইত্যাদি—যে-নামের প্রভাবে মহেশ্বর (মহাদেব) সকলের বন্দনীয় হইয়াছেন। **হেন নাম** ইত্যাদি—শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপায়, তাদৃশ মহামহিমাবিশিষ্ট হরিনাম এখন সমস্ত লোকই কীর্তন ও শ্রবণ করিতেছেন।

৩৩২। যমদূতের প্রতি উক্তি। **লও**—গ্রহণ কর, কীর্তন কর। **পর-অপকার**—পরের অপকার (ক্ষতি)। পাপীদের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাহাদিগকে আবার যমালয়ে নেওয়ার চেষ্টা করিলে তাহাদের অপকার করা হইবে। তাহা ত্যাগ কর। "পর"-স্থলে "সর্ব্ব"-পাঠান্তর।

৩৩৩। **রড় দিয়া**—দৌড়াইয়া। **ভাণ্ডিয়া**—ভাঁড়াইয়া, ফাঁকি দিয়া, ছদ্মবেশে। "দশ-বিশে"-স্থলে "সব দিশে"-পাঠান্তর। সব দিশে—সকল দিকে।

৩৩৫। "বুলে"-স্থলে "ধার"-পাঠান্তর।

৩৩৬। **কৃষ্ণের উন্মাদে**—কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া। **নাহিক স্মরণ**—স্মরণ করে না, মনে উপলব্ধি করে না।

নগরিয়া-সকলের উন্মাদ দেখিয়া ।
মরয়ে পাষণ্ডী সব জ্বলিয়া-পুড়িয়া ॥ ৩৩৭
সকল পাষণ্ডী মেলি গণে' মনে মনে ।
"গোসাঞি করেন কাজি আইসে এখনে ॥ ৩৩৮
কোথা যায় রঙ্গ ঢঙ্গ, কোথা যায় ডাক ।
কোথা যায় নাট গীত, কোথা যায় জাঁক ॥ ৩৩৯
কোথা যায় কলা-পোঁতা ঘট আম্রসার
এ সকল বচনের শুধি তবে ধার ॥ ৩৪০
যত দেখ মহাতাপ দিউটী সকল ।
যত দেখ হের সব ভাবক-মণ্ডল ॥ ৩৪১
গণ্ডগোল শুনিঞা আইসে কাজি যবে ।
সভার গঙ্গায় ঝাঁপ দেখিবাঙ তবে ॥" ৩৪২
কেহো বোলে "মুঞি তবে খুলিতে থাকিয়া ।
নগরিয়া-সব দেঙ গলায় বান্ধিয়া ॥" ৩৪৩
কেহো বোলে "চল যাই কাজিরে কহিতে ।"
কেহো বোলে "যুক্ত নহে এমত করিতে ॥" ৩৪৪
কেহো বোলে "ভাইসব ! এক যুক্তি আছে !
সভে রড় দিয়া যাই ভাবকের কাছে ॥ ৩৪৫
'আইসে করিয়া কাজি' বচন তোলাই ।
তবে একজনাও না রহিব তার ঠাই ॥" ৩৪৬
এইমত পাষণ্ডী আপনা' খায় মনে ।
চৈতন্যের গণ মত্ত শ্রীহরিকীর্ত্তনে ॥ ৩৪৭
সভার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা ।
আনন্দে গায়েন 'কৃষ্ণ' সভে হই ভোলা ॥ ৩৪৮
নদীয়ার একান্ত নগর সিমুলিয়া ।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলাসিয়া ॥ ৩৪৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৩৭। "সব"-স্থলে "আরও"-পাঠান্তর। "নগরিয়া সকলের উন্মাদ দেখিয়া"—এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, পূর্ববর্তী ৩১৩-৩৫ পয়ারসমূহে "নগরিয়াগণের" আচরণ ও উক্তির কথাই বলা হইয়াছে; এ-সমস্ত প্রভুর পার্ষদগণের উক্তি নহে।

৩৩৮। এই পয়ার হইতে ৩৪৬-পয়ার পর্যন্ত পাষণ্ডীদের উক্তি। **গোসাঞি করেন**—ভগবান্ যেন এমন করেন, যাহাতে **কাজি আইসে এখনে**—কাজি এ-স্থানে আসেন।

৩৩৯-৩৪২। কাজি এ-স্থানে আসিলে কি হইবে, তাহা বলা হইতেছে। **ডাক**—চীৎকার। **নাট**—নৃত্য। **জাঁক**—জাঁক-জমক, আড়ম্বর। **কলা-পোঁতা**—দ্বারদেশে কলাগাছ-রোপণ। **এ সকল বচনের**—পূর্ববর্তী পয়ার-সমূহে পাষণ্ডীদের লক্ষ্য করিয়া নগরিয়াগণের কথিত কথা-সমূহের। **শুধি ধার**—ধার শোধ করি, প্রতিশোধ লইতে পারি। **দেখিবাঙ**—দেখিব। "দেখিবাঙ"-স্থলে "দেখি বল"-পাঠান্তর।

৩৪৩। **খুলিতে থাকিয়া**—কাজির নিকটে থাকিয়া। "খুলিতে"-স্থলে "খুজিতে", "খুলিতে", "নিকটে", "শুনিতে" এবং "খুনেতে"-পাঠান্তর।

৩৪৫-৩৪৬। **ভাবকের**—ভাবপ্রবণ নিমাই-পণ্ডিতের। **তোলাই**—রটাই। **তার ঠাই**—ভাবক নিমাই-পণ্ডিতের নিকটে।

৩৪৭। **আপনা' খায় মনে**—নিজেদের মনে "মন-কলা" খায়। অথবা, মনে (মনোভাবে) নিজেদিগকে খায় (নিজেদের সর্বনাশ করে)। "খায় মনে"-স্থলে "খাই মরে"-পাঠান্তর।

৩৪৮। **ভোলা**—প্রেমবিহ্বল।

৩৪৯। **একান্ত**—এক প্রান্তে অবস্থিত। **উত্তরিলাসিয়া**—আসিয়া উপনীত হইলেন।

অনন্ত অর্ব্বুদ হরি-হরি ধ্বনি শুনি।
হুঙ্কার করিয়া নাচে দ্বিজ-কুল-মণি ॥ ৩৫০
সে কমল-নয়নে বা কত আছে জল।
কতেক বা ধারা বহে পরম-নির্ম্মল ॥ ৩৫১
কম্প-ভাবে উঠে পড়ে অন্তরীক্ষ হৈতে।
কান্দে নিত্যানন্দ প্রভু না পারে ধরিতে ॥ ৩৫২
শেষে বা যে হয় মূর্চ্ছা আনন্দ-সহিত।
প্রহরেক ধাতু নাহি, সভে চমকিত ॥ ৩৫৩
এইমত অপূর্ব্ব দেখিয়া সর্ব্বজন।
সভেই বোলেন "এ পুরুষ নারায়ণ ॥" ৩৫৪
কেহো বোলে "নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন।"
কেহো বলে "যে-তে হউ—মনুষ্য নহেন ॥"৩৫৫
এইমত বোলে যেন যার অনুভব।
অত্যন্ত তার্কিক বোলে "পরম বৈষ্ণব ॥" ৩৫৬
বাহ্য নাহি প্রভুর "পরম-ভক্তি-রসে।"
বাহু তুলি হরি-বোল হরি-বোল ঘোষে' ॥ ৩৫৭
শ্রীমুখের বচন শুনিঞা একবারে।
সর্ব্বলোকে হরিধ্বনি বোলে উচ্চস্বরে ॥ ৩৫৮
গৌরাঙ্গসুন্দর যায়ে যে-দিগে নাচিয়া।
সেই দিগে সর্ব্বলোকে চলয়ে ধাইয়া ॥ ৩৫৯
কাজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর ॥ ৩৬০
কাজি বোলে "জান' ভাই! কি গীত বাজন।
কিবা কারো বিভা', কিবা ভূতের কীর্ত্তন '। ৩৬১
মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানি।
ঝাট জানি আয় তবে চলিব আপনি।" ৩৬২
কাজির আদেশে তার অনুচর ধায়।
সমৃদ্ধ দেখিয়া আপনার শাস্ত্র গায় ॥ ৩৬৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**৩৫০।** "অর্ব্বুদ-হরি"-স্থলে "অর্ব্বুদ-মুখে" এবং "হরি-হরি ধ্বনি শুনি"-স্থলে "লোকে হরি-হরি ধ্বনি"-পাঠান্তর।

**৩৫১-৩৫৩।** এই কয় পয়ারে কীর্তনাবেশে ভক্তভাবময় প্রভুর অপূর্ব প্রেমবিকারের কথা বলা হইয়াছে। **ধাতু**—জীবনী-শক্তি, চেতনা।

**৩৫৬। যেন যার অনুভব**—যাঁহার যেরূপ অনুভব ( উপলব্ধি )।

**৩৫৭।** প্রথম "বোল"-স্থলে "বলি"-পাঠান্তর। **ঘোষে**—ঘোষণা করেন।

**৩৫৮।** "ধ্বনি"-স্থলে "বোল" এবং 'হরি"-পাঠান্তর।

**৩৬০।** "বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে"-স্থলে "বাদ্য কোলাহল শব্দ হইল"-পাঠান্তর।

**৩৬১-৩৬২।** এই দুই পয়ার কাজির অনুচরদিগের প্রতি কাজির উক্তি। **জান**—জানিয়া আইস। **কি গীত বাজনা** - এ-সকল গীতিবাদ্য কিসের? "জান ভাই! কি গীত"-স্থলে "শুন ভাই কিসের"-পাঠান্তর। **বিভা**—বিবাহ। **ভূতের**—অবজ্ঞার সহিত কীর্তনকারী হিন্দুদিগকেই কাজি ভূত বলিয়াছেন। **মোর বোল লঙ্ঘিয়া**—আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া। **আয়**—আইস। "আয়"-স্থলে "আও"-পাঠান্তর।

**৩৬৩।** "তার"-স্থলে "তবে"-পাঠান্তর। **সমৃদ্ধ**—আড়ম্বর, জাঁকজমক, কোলাহল। **আপনার শাস্ত্র গায়**—যবন অনুচর ভীত হইয়া নিজের শাস্ত্র কোরাণের বাক্য আবৃত্তি করিতে ( আওড়াইতে ) লাগিল।

অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বোলে "কাজি মার।"
ডরে ফেলাইল তবে বেষ্টন মাথার ॥ ৩৬৪
রড় দিয়া কাজিরে কহিল ঝাট গিয়া।
'কি কর' চলহ ঝাট যাই পলাইয়া ॥ ৩৬৫
কোটি কোটি লোক সঙ্গে নিমাঞি-আচার্য্য।
সাজিয়া আইসে আজি কিবা করে কার্য্য ॥ ৩৬৬
লাখ লাখ মহাতাপ দেউটী সব জ্বলে।
লাখ কোটি লোক মেলি হিন্দুয়ানি বোলে ॥ ৩৬৭
দুয়ারে দুয়ারে কলা ঘট আম্রসার।
পুষ্পময় পথ সব দেখি নদীয়ার ॥ ৩৬৮
না জানি কতেক খই কড়ি ফুল পড়ে।
বাজন শুনিতে দুই শ্রবণ উফড়ে ॥ ৩৬৯
হেন মত নদীয়ার নগরে নগরে।
রাজা আসিতেও কেহো এমত না করে ॥ ৩৭০
সব ভাবকের বড় নিমাঞিপণ্ডিত।
সভে চলে সে নাচিয়া যায়ে যেই ভিত ॥ ৩৭১
যে সকল নগরিয়া মারিল আমরা।
আজি 'কাজি মার' বলি আইসে তাহারা ॥ ৩৭২
একো যে হুঙ্কার করে নিমাঞি-আচার্য্য।
সেই সে হিন্দুর ভূত, এ তাহার কার্য্য ॥"৩৭৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৬৪। **ডরে ফেলাইল** ইত্যাদি—অসংখ্য লোকের মুখে "কাজি মার"-শব্দ শুনিয়া কাজির অনুচর ভয় পাইয়া গেল এবং নিজেকে গোপন করার উদ্দেশ্যে, সে-ব্যক্তি যে যবন কাজির যবন অনুচর নহে, পরন্তু হিন্দু, তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যে, নিজের মাথার পাগড়ী ফেলিয়া দিল। **বেষ্টন**—মস্তকে বেষ্টিত পাগড়ী। "বেষ্টন"-স্থলে "বেঠন"-পাঠান্তর।

৩৬৫। **রড় দিয়া** ইত্যাদি—সেই যবন অনুচর মাথার পাগড়ী ফেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া গিয়া কাজির নিকটে সমস্ত বিবরণ জানাইল। তাহার কথিত বিবরণ এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী ৩৭৬-পয়ার পর্যন্ত পয়ার-সমূহে প্রদত্ত হইয়াছে।

৩৬৭। "দেউটি"-স্থলে "দীপ"-পাঠান্তর। **হিন্দুয়ানি বোলে**—হিন্দুদের দেবতার নাম বলে (কীর্তন করে)।

৩৬৯। **বাজন**—বাজনা, বাদ্য। **দুই শ্রবণ উফড়ে**—দুই কান যেন উৎপাটিত হয়। **উফড়ে**—উপ্‌ড়িয়া পড়ে, উৎপাটিত হয়।

৩৭০। "হেন"-স্থলে "এন"-পাঠান্তর। এন—এই।

৩৭১। **ভাবকের**—ভাবপ্রবণ লোকদের মধ্যে। **বড়**—শ্রেষ্ঠ, সকলের সেরা। **সভে চলে** ইত্যাদি—সেই নিমাই-পণ্ডিত নাচিতে নাচিতে যে-দিকে যায়েন, অন্যান্য সকলেও সেই দিকে চলিতে থাকে। "যায়ে"-স্থলে "চলে"-পাঠান্তর। **ভিত**—দিকে।

৩৭২। **যে সকল নগরিয়া** ইত্যাদি—সেদিন যে-সকল নগরবাসীদিগকে আমরা মারিয়াছিলাম (প্রহার করিয়াছিলাম)। "মারিল"-স্থলে "মারিয়ে"-পাঠান্তর।

৩৭৩। **একো যে হুঙ্কার** ইত্যাদি—নিমাই-আচার্য যে এক-একটি হুঙ্কার করেন (তাহা অতি ভয়ঙ্কর। হিন্দুভূতেরই, অর্থাৎ যে-হিন্দু মরিয়া ভূত হয়, তাহারই, এইরূপ ভয়ঙ্কর হুঙ্কার হইতে পারে), **এ তাহার কার্য্য**—সেই হুঙ্কার-রূপ এই কার্য তাহারই (সেই নিমাই-আচার্যেরই নিজস্ব হুঙ্কার, অন্য

কেহো বোলে "বামনা এতেক কান্দে কেনে।
বামনের দুই চক্ষে নদী বহে যেনে॥" ৩৭৪
কেহো বোলে "বামন আছাড় যত খায়।
সেই দুঃখে কান্দে হেন বুঝিয়ে সদায়॥" ৩৭৫
কেহো বোলে "বামন দেখিতে লাগে ভয়।
গিলিতে আইসে যেন, দেখি কম্প হয়॥" ৩৭৬
কাজি বোলে "হেন বুঝি নিমাঞিপণ্ডিত।
বিহা করিবারে বা চলিলা কোন ভিত॥ ৩৭৭
এবা নহে—মোরে লঙ্ঘি হিন্দুয়ানি করে।
তবে জাতি নিমু আজি সভার নগরে॥" ৩৭৮
( এইমত যুক্তি কাজি করে সর্ব্ব-গণে।
মহাবাদ্যকোলাহল শুনি ততক্ষণে॥ ) ৩৭৯
সর্ব্বলোকচূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিতে যথা কাজির নগর॥ ৩৮০
কোটি কোটি হরিধ্বনি মহাকোলাহল।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালাদি পূরিল সকল॥ ৩৮১
শুনিঞা কম্পিত কাজি গণ-সহে ধায়।
সর্প-ভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥ ৩৮২
পূরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভর-গণে।
ভয়ে পলাইতে কেহো দিগ নাহি জানে॥ ৩৮৩
মাথার ফেলিয়া পাগ কেহো সেই মেলে।
অলক্ষিতে নাচয়ে, অন্তরে প্রাণ হালে॥ ৩৮৪

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

কেহ এইরূপ হুঙ্কার করিতে পারে না। তাহাতে মনে হইতেছে ) **সেই যে হিন্দুর ভূত**—এই নিমাই আচার্যই হিন্দুর ভূত। অথবা, **সেই সে হিন্দুর ভূত**—নিমাঞি আচার্যের উপরে হিন্দুর ভূত ভর করিয়াছে, **এ তাহার কার্য্য**—নিমাঞি পণ্ডিত যে ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করেন, তাহা হইতেছে সেই হিন্দুর ভূতেরই কার্য ( নিমাঞি-আচার্যের দেহকে আশ্রয় করিয়া সেই হিন্দুর ভূতই হুঙ্কার করিতেছে )। "এ"-স্থলে "যে"-পাঠান্তর।

৩৭৪। **বামনা**—ব্রাহ্মণ-শব্দের তুচ্ছার্থে বামনা। নিমাইপণ্ডিত।

৩৭৫। **সেই দুঃখে**—আছাড়ের আঘাতের যন্ত্রণায়।

৩৭৭-৩৭৮। এই পয়ারদ্বয় কাজির উক্তি। **বিহা**—বিবাহ। **হেন** বুঝি ইত্যাদি নিমাই-পণ্ডিত বুঝি বিবাহ করিবার জন্যই কোনও দিকে চলিয়াছেন। **এবা নহে**—যদি তাহা নয়, যদি বিবাহ করিতে চলিতে না থাকেন এবং যদি **মোরে লঙ্ঘি** ইত্যাদি আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া হিন্দুয়ানি করিতেছেন ( কীর্তন করিতেছেন ), **তবে**—তাহা হইলে **জাতি নিমু** ইত্যাদি নবদ্বীপ-নগরের সকল হিন্দুর জাতি লইব ( জাতি নষ্ট করিব )।

৩৭৯। **এইমত যুক্তি**—এইমত ( পূর্বপয়ারে কথিত ) যুক্তি ( নবদ্বীপবাসী সকলের জাতি নষ্ট করার যুক্তি ) **সর্ব্বগণে**—নিজের অনুগত সমস্ত লোকের সহিত। **শুনি**—শুনা গেল। **ততক্ষণে**—সেই সময়; কাজি যখন উল্লিখিত যুক্তি করিতেছিলেন, সেই সময়ে নাচিতে নাচিতে সর্বলোকচূড়ামণি প্রভুও সঙ্কীর্তন লইয়া কাজির নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; কাজির নিকটবর্তী স্থানে প্রভু এইভাবে আসিয়াছিলেন বলিয়া কাজি মহাবাদ্য কোলাহল শুনিতে পাইয়াছেন।

৩৮০। **নাচিতে**—নাচিতে নাচিতে। "নাচিতে"-স্থলে "নাচিয়া"-পাঠান্তর। **যথা**—যে-খানে।

৩৮৪। **মাথার ফেলিয়া পাগ**—কাজির কোনও লোক মাথার পাগড়ী ফেলিয়া। **সেই মেলে**—

যার দাড়ি আছে সে হইয়া অধোমুখ।
নাচে মাথা নাহি তোলে, তার হালে বুক ॥ ৩৮৫
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক কে বা কারে চিনে।
আপনার দেহমাত্র কেহো নাহি জানে ॥ ৩৮৬
সভেই নাচেন সভে গায়েন কৌতুকে।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া 'হরি' বোলে সর্ব্বলোকে ॥ ৩৮৭
আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর ॥ ৩৮৮
ক্রোধে বোলে প্রভু "আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন' ধরিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা ॥ ৩৮৯
নির্যবন করোঁ আজি সকল ভুবন।
পূর্ব্বে যেন বধ কৈলুঁ সে কালযবন ॥ ৩৯০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রভুর কীর্তনের দলে। **অলক্ষিতে**—হিন্দুদের অলক্ষিতভাবে। **হালে**—কম্পিত হয়। "মাথার ফেলিয়া"-স্থলে "মাথায় বান্ধিয়া"-পাঠান্তর। অর্থ—মাথার পাগড়ী খুলিয়া কাপড়ের আকারে মাথায় বাঁধিয়া। পাগড়ীর আকার না থাকিলে কেহ মুসলমান বলিয়া মনে করিবে না—ইহাই তাহার ধারণা। "হালে"-স্থলে "হেলে"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

৩৮৫। **হইয়া অধোমুখ**—নিম্নদিকে মুখ রাখিয়া। মাথা নোয়াইয়া, যেন দাড়ি দেখা না যায়। **তার হালে বুক**—কিন্তু তাহার বুক কাঁপে ( ধরা পড়িবার ভয়ে )। "নাচে"-স্থলে "লাজে" এবং "তার"-স্থলে "ডরে"-পাঠান্তর।

৩৮৮। **ক্রোধাবেশে**—প্রভুর ক্রোধের রহস্য পরবর্তী ৪১২-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য।

৩৯০। **নির্যবন**—যবনশূন্য। **বধ কৈলুঁ**—বধ করিয়াছিলাম। "বধ কৈলুঁ"-স্থলে "বধি কৈল"-পাঠান্তর। অর্থ—কালযবনকে বধ করিয়া যেমন পৃথিবীকে যবনশূন্য করিয়াছিলাম। **শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক** কালযবন-বধের বিবরণ ভা. ১০।৫০-৫১ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। মগধরাজ জরাসন্ধ সপ্তদশ বার মথুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বারেই শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের প্রভাবে তাঁহার সৈন্যসমূহ বিনষ্ট হইয়াছিল। পরে যখন জানা গেল, জরাসন্ধ আবার যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন, তখন নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া মহাবীর কালযবন তিন কোটি ম্লেচ্ছের সহিত আসিয়া মথুরা নগর বেষ্টন করিলেন। এই সময়ে জরাসন্ধও যদি সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে পুরবাসিগণ উপদ্রুত হইবেন মনে করিয়া, কালযবনের অজ্ঞাতসারে, স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিতে, শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রমধ্যে দ্বারকাপুরী নির্মিত করিয়া পুরবাসীদিগকে সে-স্থানে অপসারিত করিয়া বলরামের সহিত মথুরায় আসিলেন। কালযবনকে সংহার করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ এক কৌশল করিলেন। নিরস্ত্র হইয়া তিনি একদিকে যাইতে লাগিলেন; কালযবন তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন, কিন্তু "ধরি ধরি" করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে ধরিতে পারিলেন না। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ এক অন্ধকারময় পর্বত-গুহায় প্রবেশ করিলেন। কালযবনও তাঁহার অনুসরণ করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না; দেখিলেন, একজন লোক বিছানায় ঘুমাইয়া রহিয়াছে। কালযবন মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণই সে-স্থানে আসিয়া ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। কালযবন নিদ্রিত ব্যক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া এক লাথি মারিলেন, তাহাতে নিদ্রিত ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এই নিদ্রিত ব্যক্তি ছিলেন ইক্ষ্বাকুকুলজাত

প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ" প্রভু বোলে বারে বার॥ ৩৯১
সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী শ্রীশচীনন্দন।
আজ্ঞা লজ্ঘিবেক হেন আছে কোন্ জন॥ ৩৯২
মহামত্ত সর্ব্বলোক চৈতন্যের রসে।
ঘরে উঠিলেন সভে প্রভুর আদেশে॥ ৩৯৩
কেহো ঘর ভাঙ্গে কেহো ভাঙ্গয়ে দুয়ার।
কেহো লাথি মারে কেহো করয়ে হুঙ্কার॥ ৩৯৪
আম্র-পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহো ফেলে।
কেহো কদলক-বন ভাঙ্গি 'হরি' বোলে॥ ৩৯৫
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া।
উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া॥ ৩৯৬
পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া।
'হরি' বলি নাচে সব শ্রুতিমূলে দিয়া॥ ৩৯৭
একটি করিয়া পত্র সর্ব্বলোকে নিতে।
কিছু না রহিল আর কাজির বাড়ীতে॥ ৩৯৮
ভাঙ্গিলেন সব যত বাহিরের ঘর।
প্রভু বোলে "অগ্নি দেহ' বাড়ীর ভিতর॥ ৩৯৯
পুড়িয়া মরুক সর্ব্ব-গণের সহিতে।
সর্ব্ব বাড়ী বেড়ি অগ্নি দেহ' চারিভিতে॥ ৪০০
দেখোঁ মোরে কি করে উহার নরপতি।
দেখোঁ আজি কোন্ জনে করে অব্যাহতি॥ ৪০১
যম কাল মৃত্যু—মোর সেবকের দাস।
মোর দৃষ্টিপাতে হয় সভার প্রকাশ॥ ৪০২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মান্ধাতার পুত্র ব্রহ্মণ্য ও সত্যপ্রতিজ্ঞ মুচুকুন্দ। অনেক বিপদ হইতে তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বরপ্রাপ্ত হইয়াই তিনি এই অন্ধকারময় গুহায় বহুকাল পর্যন্ত নিদ্রিত ছিলেন। হঠাৎ কালযবনের পদাঘাতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহার দেহ হইতে নির্গত ক্রোধাগ্নিতে কালযবন ভস্মীভূত হইলেন।

৩৯৫। **পনস**—কাঁঠাল। **কদলক-বন**—কলা-বন। "ভাঙ্গি হরি বোলে"-স্থলে "ভাঙ্গি ফেলে বলে"-পাঠান্তর।

৩৯৭। **ছিণ্ডিয়া**—ছিঁড়িয়া। **শ্রুতিমূলে**—কর্ণমূলে।

৩৯৮। "একটি"-স্থলে "একোটি" এবং "সর্ব্বলোকে নিতে"-স্থলে "সভাকারে দিতে"-পাঠান্তর। **নিতে**—নেওয়াতে।

৪০১। **উহার**—ঐ কাজির। **নরপতি**—কাজির রাজা, নবাব। "উহার"-স্থলে "ইহার"-পাঠান্তর।

৪০২। **কাল**—২।১।১৯৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **যমকাল** ইত্যাদি—যম, কাল এবং মৃত্যু এই তিনই হইতেছে আমার সেবকের সেবক, আমার ভক্তের অধীন। আমার ভক্তদের উপরে যম, কাল এবং মৃত্যু কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। **মোর দৃষ্টিপাত** ইত্যাদি—আমার দৃষ্টিপাত হইলেই, অর্থাৎ আমার ইচ্ছাতেই যম, কাল ও মৃত্যু প্রকাশ পাইয়া থাকে; আমার ইচ্ছা না হইলে তাহারা আপনা হইতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। তাৎপর্য এই যে, আমি ইচ্ছা করিলে, আমার ইচ্ছার প্রভাবে, যম, কাল ও মৃত্যু এক্ষণেই এই কাজিকে এবং তাঁহার অনুচরগণকে কবলিত করিয়া ফেলিবে।

সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে মোহোর অবতার।
কীর্ত্তনবিরোধী-পাপী করিমু সংহার ॥ ৪০৩
সর্ব্বপাতকীও যদি করয়ে কীর্ত্তন।
অবশ্য তাহার মুক্তি করিমু স্মরণ ॥ ৪০৪
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী যে যে জন।
সংহারিমু সব যদি না করে কীর্ত্তন ॥ ৪০৫
অগ্নি দেহ' ঘরে তোরা না করিহ ভয়।
আজি সব যবনের করিমু প্রলয় ॥" ৪০৬
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ সর্ব্বভক্তগণ।
গলায় বান্ধিয়া বস্ত্র পড়িলা তখন ॥ ৪০৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪০৪। **সর্ব্বপাতকীও**—সর্ববিধ-পাতককারীও। **করিমু স্মরণ**—তাঁহার কীর্তনের কথা স্মরণ করিব, কীর্তন স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সংহার করিব না।

৪০৬। **প্রলয়**—সংহার।

৪০৭। পূর্ববর্তী ৩০৯-৩৭ পয়ারসমূহ হইতে জানা যায়, প্রভু যখন কীর্তন লইয়া যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে অসংখ্য "নগরিয়া" লোক প্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণরসে উন্মত্ত হইয়া (৩১২ পয়ার) তাঁহারা অনেক কিছু করিয়াছেন (৩১৩-৩৬ পয়ার)। পাষণ্ডীরা সে-সমস্ত নগরিয়াকেই "গলায় বান্ধিয়া" কাজির নিকটে দেওয়ার কথা বলিয়াছিল (৩৪৩ পয়ার)। প্রভু যখন "কাজির ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ" বলিয়া আদেশ দিলেন, তখন যাঁহারা কাজির বাড়ীর বাহিরের ঘর এবং উদ্যানাদি নষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহারাও পূর্বকথিত "নগরিয়া" ছিলেন বলিয়াই মনে হয়; যেহেতু ৩৯৩ পয়ারে তাঁহাদিগকে "মহা মত্ত সর্ব্বলোক" বলা হইয়াছে, "সর্ব্বভক্ত" বা "সর্ব্বগণ" বলা হয় নাই। ইহাতে বুঝা যায়, সেই নগরিয়াগণ প্রভুর গণভুক্ত ভক্ত ছিলেন না। ৪০৭ পয়ারের "সর্ব্বভক্তগণ" ছিলেন প্রভুর গণভুক্ত। **সর্ব্বভক্তগণ** প্রভুর গণভুক্ত সকল ভক্ত। "গণ"-শব্দের তাৎপর্য "গণভুক্ত" না হইলে "সর্ব্ব"-শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা কিছু থাকে না; যেহেতু, "ভক্তগণ"-শব্দেই "সর্ব্বভক্ত" বুঝায়। এস্থলে "সর্ব্ব ভক্তগণ"-শব্দে প্রভুর গণভুক্ত পার্ষদ ভক্তগণকেই বুঝায়; যাঁহারা প্রভুর আদেশে কাজির ঘর-দ্বার ও উদ্যানের উপর অত্যাচার করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহাকেও বুঝায় বলিয়া মনে হয় না। এ-কথা বলার হেতু এই। প্রভুর আদেশে যাঁহারা কাজির ঘর-দ্বার এবং উদ্যানের উপর অত্যাচার করিয়াছেন, সেই প্রভুরই আদেশে তাঁহারা যে কাজির বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু আলোচ্য পয়ারে কথিত "সর্বভক্তগণ"-এর তাহা অভিপ্রেত ছিল না। অভিপ্রেত ছিল না বলিয়াই, প্রভুর আদেশে উল্লিখিত নগরিয়াগণ কাজির বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিবেন আশঙ্কা করিয়াই "সর্ব্বভক্তগণ" (প্রভুর গণভুক্ত সমস্ত পরিকরগণ), প্রভুর ক্রোধ সংবরণ করাইবার নিমিত্ত নিজেদের গলায় কাপড় বাঁধিয়া (অর্থাৎ গলবস্ত্র হইয়া) প্রভুর চরণে পতিত হইয়াছিলেন। সুতরাং এ-স্থলে "সর্বভক্তগণ"-শব্দে "প্রভুর পার্ষদ ভক্তগণই" অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়; এবং ইহাও মনে হয় যে, যাঁহারা কাজির ঘর-দ্বার এবং উদ্যানাদি নষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রভুর পার্ষদভুক্ত ছিলেন না, তাঁহারা সকলেই ছিলেন পূর্বোল্লিখিত "নগরিয়া"।

ঊর্দ্ধবাহু করিয়া সকল ভক্তগণ।
প্রভুর চরণারবিন্দে করে নিবেদন ॥ ৪০৮
"তোমার প্রধান অংশ প্রভু সঙ্কর্ষণ।
তাঁহার অকালে ক্রোধ না হয় কখন ॥ ৪০৯
যে-কালে হইব সর্ব্বসৃষ্টির সংহার।
সঙ্কর্ষণ ক্রোধে হন রুদ্র-অবতার ॥ ৪১০
যে রুদ্র সকল সৃষ্টি ক্ষণেকে সংহরে।
শেষে তিঁহো আসি মিলে তোমার শরীরে ॥৪১১
অংশাংশের ক্রোধে যার সকল সংহরে।
সে তুমি করিলে ক্রোধ কোন্ জন্ তরে ॥ ৪১২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪০৮। **সকল ভক্তগণ**—প্রভুর সমস্ত পার্ষদভক্ত। পূর্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "চরণারবিন্দে"-স্থলে "চরণে সভে"-পাঠান্তর। ভক্তদের নিবেদন পরবর্তী ৪০৯-১৫ পয়ারসমূহে কথিত হইয়াছে।

৪০৯। **তোমার প্রধান অংশ** ইত্যাদি—মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলরাম হইতেছেন তোমার প্রধান অংশ। ২।১২।২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অকালে**—অসময়ে। "তাঁহার"-স্থলে "তোহারে"-পাঠান্তর। অর্থ একই।

৪১০। **যে-কালে হইব** ইত্যাদি—মহাপ্রলয়কালে। **সঙ্কর্ষণ ক্রোধে** ইত্যাদি—অনন্তদেবরূপ সঙ্কর্ষণের ক্রোধ হইতে রুদ্রের আবির্ভাব। ২।১৫।১-শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৪১২। **অংশাংশের**—তোমার অংশাংশ অনন্তদেবের বা রুদ্রের। **সংহরে**—ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। **তরে**—রক্ষা পাইতে পারে। "অংশাংশের"-স্থলে "অংশাদির" এবং "কোন্ জন"-স্থলে "কোন্ জনের"-পাঠান্তর।

**প্রভুর ক্রোধের রহস্য।** মহাপ্রভু ক্রোধাবেশে কাজির ঘর-দ্বার ভাঙ্গিবার নিমিত্ত এবং কাজির বাড়ীতে আগুন দেওয়ার নিমিত্ত আদেশ দিয়াছেন এবং সমস্ত যবনের সংহার করিবেন বলিয়াও বলিয়াছেন। প্রভুর এই ক্রোধ প্রাকৃত জীবের ক্রোধের ন্যায় মায়িক-রজোগুণোদ্ভূত ক্রোধ নহে ; যেহেতু, মায়া এবং মায়িক গুণ, ভগবানের উপর প্রভাব বিস্তার করা তো দূরে, ভগবানকে স্পর্শও করিতে পারে না ( ১।৯।১-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )। সুতরাং স্বয়ংভগবান্ গৌরচন্দ্রের ক্রোধ রজোগুণোদ্ভূত ক্রোধ হইতে পারে না। তাঁহার এই ক্রোধ হইতেছে তাঁহার চিন্ময়ী কৃপারই একটি ভঙ্গী বা রূপ। লীলাশক্তিই প্রভুর কৃপাকে ক্রোধের রূপ দিয়াছেন। যাঁহারা ভগবদ্-বিদ্বেষী, ভক্তবিদ্বেষী, কীর্তনবিদ্বেষী, তাঁহাদের কুকার্যের ফলে, বৈষয়িক ব্যাপারের সাংঘাতিক বিনাশ না দেখিলে, সাধারণতঃ তাঁহাদের কুকার্যের মনোভাব পরিবর্তিত হয় না। কীর্তনবিদ্বেষী এবং ভক্তবিদ্বেষী কাজির মনোভাবের পরিবর্তনের নিমিত্তই লীলাশক্তি প্রভুর কৃপাকে ক্রোধের ভঙ্গী দিয়াছেন এবং প্রভুর মুখে কাজির ঘর-দ্বার ভাঙ্গার এবং কাজির ঘরে আগুন দেওয়ার কথা প্রকাশ করাইয়াছেন। অবশ্য প্রভুর দর্শনেই যে লোকের সমস্ত কুপ্রবৃত্তি সমূলে বিনষ্ট হইতে পারে ( ২।১।১৬৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ), তাহা সত্য। কিন্তু জগতের জীবকে ভক্তবিদ্বেষ ও কীর্তনবিদ্বেষের সাংঘাতিক কুফলের কথা জানাইবার নিমিত্ত, লীলাশক্তি প্রভুর, কৃপার সেই স্বাভাবিক বা স্বরূপগত প্রভাবটিকে ব্যক্ত না করিয়া, বিষয় ব্যাপারের সাংঘাতিক ক্ষতিকর ফল না দেখিলে সাধারণতঃ ভক্তবিদ্বেষী এবং কীর্তনবিদ্বেষীদের মনোভাবের পরিবর্তন হয় না বলিয়া,

'অক্রোধ পরমানন্দ তুমি' বেদে গায়।
বেদবাক্য প্রভু ঘুচাইতে না জুয়ায়॥ ৪১৩
ব্রহ্মাদিও তোমার ক্রোধের নহে পাত্র।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তোমার লীলা-মাত্র॥ ৪১৪
করিলা ত কাজির অনেক অপমান।
আর যদি ঘটে তবে সংহারিহ প্রাণ॥" ৪১৫
"জয় বিশ্বম্ভর মহারাজরাজেশ্বর।
জয় সর্ব্বলোকনাথ শ্রীগৌরসুন্দর॥ ৪১৬
জয় জয় অনন্তশয়ন রমাকান্ত।"
বাহু তুলি স্তুতি করে সকল মহান্ত॥ ৪১৭
হাসে' মহাপ্রভু সর্ব্বদাসের বচনে।
'হরি' বলি নৃত্যরসে চলিলা তখনে॥ ৪১৮
কাজিরে করিয়া দণ্ড সর্ব্ব-লোক-রায়।
সঙ্কীর্ত্তনরসে সর্ব্ব-গণে নাচি যায়॥ ৪১৯
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
'রাম কৃষ্ণ জয় ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল॥' ৪২০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রভুর কৃপাকে ক্রোধের রূপ দিয়াছেন এবং কতকগুলি লোকের দ্বারা কাজির ঘর-দ্বার নষ্ট করাইয়াছেন; আবার, প্রভুর পার্ষদ ভক্তগণের মুখে, প্রভুর সেই ক্রোধ-সম্বরণের নিমিত্ত, নিবেদন প্রকাশ করাইয়া প্রভুকে শান্ত করিবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। প্রভুর এই ক্রোধভঙ্গীময়ী কৃপা সুফলও প্রসব করিয়াছে। ক্রোধরূপা কৃপাও কৃপার স্বরূপগত ধর্মই প্রকাশ করে। ক্রোধরূপা কৃপার দণ্ডও পরম-কৃপাময় ( পরবর্তী ৪১৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )।

৪১৫। **ঘটে**—কাজিকর্তৃক কোনও অন্যায় কার্য ঘটে ( কৃত হয় )। "ঘটে"-স্থলে "ঘাটে"-পাঠান্তর। ঘাটে—ঘাট্ করে, অন্যায় কার্য করে।

৪১৮। এই পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, ভক্তগণের নিবেদনে প্রভুর ক্রোধাবেশ দূরীভূত হইয়াছে।

৪১৯। **কাজিরে করিয়া দণ্ড**—কাজির প্রতি দণ্ড ( শাস্তি ) বিধান করিয়া। **সর্ব্বগণে**—সমস্ত ভক্তবৃন্দের সহিত। "সর্ব্বগণে"-স্থলে "সর্ব্বদিগে"-পাঠান্তর।

এ-স্থলে সহজেই বুঝা যায়, গ্রন্থকার কতকগুলি কথা বাদ দিয়াছেন। এ-কথা বলার হেতু এই। পূর্বেই বলা হইয়াছে, অনুচরদিগের মুখে প্রভুর সঙ্কীর্তনের বিবরণ শুনিয়া, কাজি ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার প্রতি প্রভু দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন—এ-কথা মনে করা সঙ্গত হইবে না। কাজির অনুপস্থিতিতে তাঁহার প্রতি কোনও দণ্ডের আদেশ করিলেও স্থানীয় শাসনকর্তা কাজি সেই দণ্ড স্বীকার করিবেন কেন? সুতরাং কাজির কীর্তন-বিরোধিতাও থাকিয়া যাইত, বরং প্রভু কাজির ঘর-দ্বারাদি নষ্ট করাইয়াছেন বলিয়া তাহা আরও তীব্রতর হইয়া উঠিত। এই অবস্থায় সদলবলে প্রভুর কাজিগৃহে যাওয়ার সার্থকতাও কিছু লাভ হইত না। সুতরাং কাজির সাক্ষাতেই যে প্রভু কাজিকে দণ্ড দিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু প্রভু কিরূপে কাজিকে সাক্ষাতে পাইলেন, গ্রন্থকার তাহা বলেন নাই। আবার, প্রভু কাজিকে কি দণ্ড দিলেন, তাহাও গ্রন্থকার বলেন নাই। যদিও কাজি স্থানীয় শাসনকর্তা, তথাপি প্রভু বহুলোক-সঙ্গে তাঁহার গৃহে গিয়াছেন বলিয়া তখন হয়তো প্রভু কাজির প্রতি শারীরিক দণ্ড দিতে পারিতেন; কিন্তু তাহার পরে কাজি যে নবদ্বীপের সমস্ত হিন্দুর

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সর্বনাশ করিতেন এবং কীর্তনেরও মূলোচ্ছেদ করিতেন, সুতরাং প্রভুর পক্ষে কাজিগৃহে গমন যে নিরর্থক হইত, তাহা অবশ্যই প্রভু জানিতেন। কাজির অনুপস্থিতিতে, তাঁহার ঘর-দ্বার-ভাঙ্গা এবং উদ্যান নষ্ট-করারূপ দণ্ড দিয়াই যদি প্রভু কাজির গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিতেন, তাহা হইলেও উল্লিখিতরূপ ফলই হইত। সুতরাং প্রভু যে কাজিকে শারীরিক দণ্ড দিয়াছিলেন, তাহা মনে করা যায় না। প্রভুর তখন একটি ব্যবস্থাতেই প্রভু কাজিকে সম্মত করাইয়াছিলেন, যে-ব্যবস্থায় কাজির কীর্তন-বিরোধিতা, কেবল সাময়িকভাবে নহে, পরন্ত সকল সময়ের জন্যই অন্তর্হিত হইয়া যাইতে পারে। কাজির নিজের ব্যবস্থার পরিবর্তে, প্রভুর প্রস্তাবিত এবং কাজির ব্যবস্থার বিপরীত একটা ব্যবস্থায় সম্মতিদানই কাজির পক্ষে দণ্ড-স্বীকার করা হইত। কিন্তু সেই ব্যবস্থা বা দণ্ডটি কিরূপ, তাহাও গ্রন্থকার বলেন নাই। এ-জন্যই বলা হইয়াছে, গ্রন্থকার শ্রীলবৃন্দাবন দাস-ঠাকুর এ-স্থলে কতকগুলি কথা বলেন নাই, বাদ দিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকারের অকথিত কথাগুলি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী, নির্ভরযোগ্যসূত্রে অবগত হইয়া, তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ১।১৭ পরিচ্ছেদে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজির ঘর পুষ্পবন। বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥ তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা। ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজিরে বোলাইলা॥ দূর হৈতে আইলা কাজি মাথা নোঙাইয়া। কাজিরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া॥ চৈ. চ. ১।১৭।১৩৬-৩৮॥" এই বিবরণ হইতে প্রভুর পক্ষে কাজির সাক্ষাৎ-প্রাপ্তির কথা জানা গেল। তাহার পর দণ্ডের কথা। কাজির আগমনের পরে, প্রভুর সহিত কাজির প্রীতিময় আলাপ চলিতে লাগিল। কাজি বলিয়াছিলেন—গ্রামসম্বন্ধে প্রভু তাঁহার "ভাগিনা" হয়েন এবং কাজি প্রভুর "মামা" হয়েন এবং দেহসম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রামসম্বন্ধ সাঁচা॥ চৈ. চ. ১।১৭।১৪২॥" এইরূপে মামা-ভাগিনার প্রীতিময় সম্বন্ধের ভিত্তিতেই তাঁহাদের প্রীতিময় আলাপ চলিতে লাগিল। কতকগুলি বিষয়ের আলোচনার পরে প্রভু কাজিকে বলিলেন - "আর এক প্রশ্ন করি, শুন তুমি মামা। কহিবে যথার্থ, ছলে না বঞ্চিবা আমা॥ তোমার নগরে হয় সদা সঙ্কীর্ত্তন। বাদ্যগীত-কোলাহল সঙ্গীত নর্ত্তন॥ তুমি কাজি, হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধে অধিকারী। এবে যে না কর মানা, বুঝিতে না পারি॥ চৈ. চ. ১।১৭।১৬৫-৬৭॥" উত্তরে কাজি বলিলেন—যেদিন তিনি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া কীর্তন নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই দিন রাত্রিতে, এক নরদেহ-সিংহমুখ মহাভয়ঙ্কর সিংহ গর্জন করিতে করিতে আসিয়া তাঁহার শয়ান-অবস্থায় লাফ দিয়া তাঁহার বুকের উপর বসিয়া, নখের দ্বারা তাঁহার বুক চিরিয়া ফেলিলেন এবং ঘোরস্বরে বলিলেন "ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে॥ মোর কীর্ত্তন মানা করিস্ করিমু তোর ক্ষয়। চৈ. চ. ১।২৭।১৭৪-৭৫॥" কাজি ভয়ে ভীষণভাবে কাঁপিতেছিলেন দেখিয়া সেই সিংহ তাঁহাকে বলিলেন—"সেদিন বহুত নাহি কৈলে উৎপাত। তেঞি ক্ষমা করিয়া না কৈলুঁ প্রাণাঘাত। ঐছে যদি পুন কর, তবে না সহিমু। সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু॥ চৈ. চ. ১।১৭।১৭৭-৭৮॥" এই সকল কথা প্রকাশ করিয়া কাজি নিজের বুকে নখাঘাতের চিহ্নও দেখাইলেন এবং বলিলেন, সেই দিন হইতে কীর্তন নিষেধ না করার জন্য তিনি তাঁহার অনুচরদিগকে আদেশ দিয়াছেন। আরও কথাবার্তার পরে কাজি প্রভুকে বলিলেন—"হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ। সেই

কাজির ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব্ব-নগরিয়া।
মহানন্দে 'হরি' বলি যায়েন নাচিয়া ॥ ৪২১
পাষণ্ডীর হইল পরম চিত্তভঙ্গ।
পাষণ্ডী বিষাদ ভাবে', বৈষ্ণবের রঙ্গ ॥ ৪২২
"জয় কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি বনমালী।"
গায় সব নগরিয়া দিয়া হাথে তালী ॥ ৪২৩

## নি:াই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তুমি হও, হেন লয় মোর মন ॥ চৈ. চ. ১।১৭।২০৮ ॥" প্রভু হাসিতে হাসিতে কাজিকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন—"তোমার মুখে কৃষ্ণনাম—এ বড় বিচিত্র। পাপক্ষয় হৈল, হৈলা পরম-পবিত্র ॥ চৈ. চ. ১।১৭।২১০ ॥ বড় ভাগ্যবান্ তুমি, বড় পুণ্যবান্ ॥ চৈ. চ. ১।১৭।২১১ ॥" তখন কাজির কি অবস্থা হইল ? "এত শুনি কাজির দুই চক্ষে পড়ে পানী। প্রভুর চরণ ছুঁই কহে প্রিয়বাণী ॥ —'তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি। এই কৃপা কর যে— তোমাতে রহু ভক্তি ॥ চৈ. চ. ১।১৭।২১২-১৩ ॥" প্রভুর কৃপায় কাজির মনোভাবের অদ্ভুত পরিবর্তন সাধিত হইল। তখন "প্রভু কহে—এক দান মাগিছে তোমায়। সঙ্কীর্ত্তন-বাদ যেন না হয় নদীয়ায় ॥ চৈ. চ. ১।১৭।২১৪ ॥" প্রভুর কথা শুনিয়া, "কাজী কহে—মোর বংশে যত উপজিবে। তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে ॥ চৈ. চ. ১।১৭।২১৫ ॥" অর্থাৎ, কাজি নিজে তো আর কীর্তনে বাধা দিবেনই না, তাঁহার বংশধরদিগকেও শপথ ( তালাক ) করাইবেন—কেহ যেন কীর্তনে বিঘ্ন না জন্মায়েন। কাজির কথা "শুনি প্রভু 'হরি' বলি উঠিলা আপনি। উঠিলা বৈষ্ণব সব করি হরিধ্বনি ॥ কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন। সঙ্গে চলি আইসে কাজি উল্লাসিত মন ॥ কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন। ( কাজী ) নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন ॥ চৈ. চ. ১।১৭।২১৬-১৮ ॥" এইরূপে কবিরাজ-গোস্বামী, কাজির প্রতি প্রভুর দণ্ডের স্বরূপটিও বলিয়া গিয়াছেন।

৪২২। **চিত্তভঙ্গ**—উৎসাহ-হীনতা। **বিষাদ ভাবে**—তাহাদের অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করে। কিন্তু **বৈষ্ণবের রঙ্গ**—ভক্তগণ রঙ্গ (আনন্দ) অনুভব করিতে লাগিলেন। পূর্ববর্তী ৪২১-পয়ারোক্তি হইতে বুঝা যায়, কাজির ঘরই কেবল ভাঙ্গা হইয়াছিল এবং তাহাই ছিল কাজির প্রতি দণ্ড। কিন্তু ইহাতে পাষণ্ডীদের "চিত্তভঙ্গ" হওয়ার "বিষাদ ভাবার" কোনও যুক্তিসঙ্গত হেতু ছিল বলিয়া মনে হয় না ; বরং এইরূপ দণ্ডের পরিণাম ভাবিয়া ( অর্থাৎ কাজি পরে ইহার প্রতিশোধ লইবেন, নিমাই-পণ্ডিতের কীর্তন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিবেন এবং নবদ্বীপের কীর্তনকারী হিন্দুদিগকেও নির্যাতিত করিবেন, ইহা ভাবিয়া ) পাষণ্ডীরা উৎসাহিত এবং আনন্দিতই হইত। প্রভুকর্তৃক কাজির দণ্ডের কথা জানিয়া পাষণ্ডীরা যখন নিরুৎসাহ এবং বিষাদগ্রস্ত হইয়াছে, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—কাজিকে যে-দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, তাহার ফলে নবদ্বীপে অবাধে কীর্তন চলিতে পারিবে—এ-কথা ভাবিয়াই পাষণ্ডীরা নিরুৎসাহ এবং বিষাদগ্রস্ত হইয়াছিল। পূর্ববর্তী ৪১৯-পয়ারের টীকায় কবিরাজ-গোস্বামী-কথিত যে-দণ্ডের কথা বলা হইয়াছে, সেই দণ্ডেই সর্বকালের জন্য অবাধ-কীর্তনের সম্ভাবনা জন্মিয়াছিল এবং মনে হয়, সেই সম্ভাবনার কথা জানিয়াই পাষণ্ডীরা নিরুৎসাহ এবং বিষণ্ণ হইয়াছিল। এইরূপে, পাষণ্ডীদের নিরুৎসাহতা এবং বিষণ্ণতা হইতেই জানা যায়, কাজির প্রতি প্রভুর দণ্ড-বিষয়ে শ্রীলবৃন্দাবন দাস-ঠাকুর সকল কথা বলেন নাই, অনেক কথা বাদ দিয়া গিয়াছেন।

জয়-কোলাহল প্রতি নগরে নগরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দসাগরে ॥ ৪২৪
কে বা কোন্ দিগে নাচে, কে বা গায় বা'য়।
হেন নাহি জানি কোন্ দিগে কে বা ধায় ॥ ৪২৫
আগে নৃত্য করিয়া চলয়ে ভক্তগণ।
শেষে চলে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ৪২৬
কীর্ত্তনীয়া—ব্রহ্মা শিব অনন্ত আপনি।
নৃত্য করে সর্ব্ব-বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি ॥ ৪২৭
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে।
সেই প্রভু কহিয়াছে কৃপায় আপনে ॥ ৪২৮
অনন্ত অর্ব্বুদ লোকে সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা শঙ্খবণিক-নগর ॥ ৪২৯
শঙ্খবণিকের পুরে উঠিল আনন্দ।
'হরি' বলি বাজায় মৃদঙ্গ ঘণ্টা শঙ্খ ॥ ৪৩০
পুষ্পময় পথে নাচি চলে বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিগে জ্বলে দীপ পরম-সুন্দর ॥ ৪৩১
সে চন্দ্রের শোভাও কি কহিবারে পারি।
যাহাতে কীর্ত্তন করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৪৩২
প্রতিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ রম্ভা আম্রসার।
নারীগণে 'হরি' বলি দেই জয়কার ॥ ৪৩৩
এইমত সকল নগরে শোভা করে।
আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে ॥ ৪৩৪
উঠিল মঙ্গলধ্বনি জয় কোলাহল।
তন্তুবায়-সব হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ ৪৩৫
নাচে সব নগরিয়া দিয়া করতালী।
"হরি বোল মুকুন্দ গোপাল বনমালী ॥" ৪৩৬
সর্ব্বমুখে হরিনাম শুনি প্রভু হাসে'।
নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে ॥ ৪৩৭
ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের সার।
উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাহার দুয়ার ॥ ৪৩৮
সবে এক লৌহপাত্র আছয়ে দুয়ারে।
কত ঠাঞি তালি তাহা চোরেও না হরে' ॥ ৪৩৯
নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর-অঙ্গনে।
জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে ॥ ৪৪০
ভক্তপ্রেম বুঝাইতে শ্রীশচীনন্দন।
লৌহপাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ ॥ ৪৪১
জল পিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনার।
কার্ শক্তি আছে তাহা 'নয়' করিবার ॥ ৪৪২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪২৫-৪২৬। **বা'য়**—বাজায়। "শেষে"-স্থলে "পাছে"-পাঠান্তর।

৪২৭। "সর্ব্ববৈকুণ্ঠের"-স্থলে "প্রভু বৈষ্ণবের"-পাঠান্তর।

৪২৮। **ইহাতে সন্দেহ**—ব্রহ্মা, শিব এবং অনন্তদেব কীর্তন করিতেছেন, আর প্রভু নৃত্য করিতেছেন—এই কথায় সন্দেহ। "কিছু"-স্থলে "কেহো"-পাঠান্তর। **সেই প্রভু**—যিনি কৃপা করিয়া শ্রীচৈতন্যের চরিত্রবর্ণনের জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন, সেই প্রভু নিত্যানন্দ।

৪৩৪। "সকল"-স্থলে "নগরে"-পাঠান্তর। **তন্তুবায়**—তাঁতি। ১।৮।১০৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৩৬। "গোপাল"-স্থলে "মুরারি"-পাঠান্তর।

৪৩৯। "এক লৌহপাত্র"-স্থলে "লহু পাত্র তাঁর"-পাঠান্তর। লহু - লোহ। **না হরে**—হরণ (চুরি) করে না।

৪৪১। "তুলি লইলেন ততক্ষণ"-স্থলে "তুলি প্রভু লইলেন তখন" এবং "তুলিয়া আনিল ততক্ষণ"-পাঠান্তর। **ততক্ষণ**—তৎক্ষণাৎ।

'মইলুঁ মইলুঁ' বলি ডাকয়ে শ্রীধর।
"মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর ॥" ৪৪৩
বলিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সুকৃতি শ্রীধর।
প্রভু বোলে "শুদ্ধ মোর আজি কলেবর ॥ ৪৪৪
আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে।
শ্রীধরের জলপান করিলোঁ যখনে ॥ ৪৪৫
এখনে সে বিষ্ণুভক্তি হইল আমার।"
কহিতে কহিতে পড়ে নয়নে সু-ধার ॥ ৪৪৬
'বৈষ্ণবের জল-পানে বিষ্ণুভক্তি হয়।'
সভারে বুঝায় প্রভু গৌরাঙ্গ সদায় ॥ ৪৪৭

তথাহি পদ্মপুরাণে, আদিখণ্ডে ( ৩১।১১২ )—
"প্রার্থয়েদ্ বৈষ্ণবস্যান্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ ॥" ১ ॥

ভকতবাৎসল্য দেখি সর্ব্বভক্তগণ।
সভায় উঠিল মহা-আনন্দ-ক্রন্দন ॥ ৪৪৮
নিত্যানন্দ গদাধর পড়িলা কান্দিয়া।
অদ্বৈত শ্রীবাস কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥ ৪৪৯
কান্দে হরিদাস গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর।
মুরারি মুকুন্দ কান্দে শ্রীচন্দ্রশেখর ॥ ৪৫০
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীগর্ভ শ্রীমান।
কান্দে কাশীশ্বর শ্রীজগদানন্দ রাম। ৪৫১
জগদীশ গোপীনাথ কান্দেন নন্দন।
শুক্লাম্বর গরুড় কান্দয়ে সর্ব্বজন ॥ ৪৫২
লক্ষ কোটি লোক কান্দে শিরে দিয়া হাথ।
"কৃষ্ণ রে ঠাকুর মোর অনাথের নাথ ॥" ৪৫৩
কি হৈল বলিতে নারি শ্রীধরের বাসে।
সর্ব্বভাবে প্রেমভক্তি হইল প্রকাশে ॥ ৪৫৪

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৪৩। **মইলুঁ**—আমি মরিলাম, অর্থাৎ আমার সর্বনাশ হইল। "মইলুঁ মইলুঁ"-স্থলে "মইলোঁ মইলোঁ"-পাঠান্তর।

৪৪৭। "সদয়"-স্থলে "সদায়"-পাঠান্তর। সদায়—সর্বদা।

শ্লো ॥ ১ ॥ অন্বয় ॥ বিচক্ষণঃ ( বিচক্ষণ বা পণ্ডিত ব্যক্তি ) সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং ( সমস্ত পাপ হইতে বিশুদ্ধ হওয়ার নিমিত্ত ) বৈষ্ণবস্য অন্নং ( বৈষ্ণবের অন্ন ) প্রযত্নেন ( পরম যত্নের সহিত ) প্রার্থয়েৎ ( প্রার্থনা করিবেন )। তদভাবে ( তাহার অভাবে অর্থাৎ বৈষ্ণবের নিকটে অন্ন পাওয়া না গেলে ) জলং ( বৈষ্ণবের জল ) পিবেৎ ( পান করিবেন )।

**অনুবাদ**। সমস্ত পাপ হইতে বিশুদ্ধ হওয়ার নিমিত্ত বিচক্ষণ বা পণ্ডিত ব্যক্তি বিশেষ যত্নের সহিত বৈষ্ণবের অন্ন প্রার্থনা করিবেন; তাহার অভাব হইলে, অর্থাৎ বৈষ্ণবের অন্ন পাওয়া না গেলে, বৈষ্ণবের জল পান করিবেন ॥ ২।২৩।১ ॥

**ব্যাখ্যা**। এই শ্লোকে বৈষ্ণবের অন্ন-জলের মহিমার কথা বলা হইয়াছে। শ্রীধরের জল পান করিয়া মহাপ্রভু জগতের জীবকে শিক্ষা দিলেন যে, বৈষ্ণবের জল পান করিলে দেহ শুদ্ধ ( সর্বপাপ হইতে মুক্ত ) হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি জন্মে।

৪৫০-৪৫১। **গঙ্গাদাস**—২।৯।১০৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **শ্রীমান্**—শ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীমান্ পণ্ডিত। **রাম**-শ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীরাম পণ্ডিত। "কাশীশ্বর"-স্থলে "কাশীবিপ্র"-পাঠান্তর।

'কৃষ্ণ বলি কান্দে সর্ব্বজগত হরিষে।
সঙ্কল্প হইল সিদ্ধ, গৌরচন্দ্র হাসে' ॥ ৪৫৫
দেখ সব ভাই! এই ভক্তের মহিমা।
ভক্তবাৎসল্যের প্রভু করিলেন সীমা ॥ ৪৫৬
লৌহময় জলপাত্র, বাহিরের জল।
পরম-আদরে পান কৈলেন সকল ॥ ৪৫৭
পরমার্থে পান-ইচ্ছা হইল যখনে।
শুদ্ধামৃত ভক্ত-জল হইল তখনে ॥ ৪৫৮
ভক্তি বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল।
পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্ম্মল ॥ ৪৫৯
দাম্ভিকের রত্নপাত্র দিব্য-জল-সনে।
আছুক পিবার কার্য্য, না দেখে নয়নে ॥ ৪৬০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৫৫। **সঙ্কল্প**—সকলকে নির্বিচারে প্রেমদানের সঙ্কল্প।

৪৫৭। "লৌহময় জলপাত্র"-স্থলে "লৌহ জলপাত্র তাতে"-পাঠান্তর। **বাহিরের জল**—পান করার নিমিত্ত আনীত জলও নহে, বাহিরের ধোয়া-পাখলার জন্য আনীত জল। পূর্ববর্তী শ্লোক-ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪৫৮। **পরমার্থে**—পরমার্থ-বিচারে, বাস্তব সত্যের বিচারে, অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য ব্যাপার হইতেছে এই যে, **পান-ইচ্ছা** ইত্যাদি—শ্রীধরের জলপান করার নিমিত্ত প্রভুর যখন ইচ্ছা হইল, **শুদ্ধামৃত** ইত্যাদি—তখনই শ্রীধরের ন্যায় ভক্তের জল শুদ্ধ অমৃত ( অপ্রাকৃত চিন্ময় অমৃত ) হইয়া গেল। শুদ্ধভক্ত প্রীতি-ভক্তির সহিত ভগবানের জন্য যখনই যাহা কিছু সংগ্রহ করেন, তখনই তাহা চিন্ময়ত্ব লাভ করে। এ-স্থলে স্বয়ংভগবান্ গৌরসুন্দর যাহা পান করার নিমিত্ত নিজে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা যে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে। বস্তুতঃ, ভক্তবৎসল এবং ভক্তদ্রব্য-লোলুপ গৌরসুন্দর যখন শ্রীধরের বাহিরের জল পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহার এই ইচ্ছা জানিয়া, লীলাশক্তি তৎক্ষণাৎই সেই জলকে শুদ্ধ ( অপ্রাকৃত চিন্ময় ) অমৃতে পরিণত করিয়া গৌরসুন্দরের সেবা করিয়াছেন। "ভক্ত-জল"-স্থলে "ভক্তি-জল"-পাঠান্তর। অর্থ—সেই জল তখন শুদ্ধামৃত-ভক্তিরসে পরিণত হইল।

৪৫৯। **ভক্তি বুঝাইতে**—শ্রীধরের ভক্তির স্বরূপ, অর্থাৎ শ্রীধরের ভক্তি যে শুদ্ধ, পরম-নির্মল, স্বসুখ-বাসনা-গন্ধলেশ-শূন্য জগতের জীবকে তাহা বুঝাইবার নিমিত্তই, **এমতপাত্রে জল**—এইরূপ, অর্থাৎ চোরেও যাহা স্পর্শ করে না, এতাদৃশ শততালিযুক্ত ঘরের বাহিরে রক্ষিত লৌহপাত্রের জল প্রভু পান করিয়াছেন ( অর্থাৎ শুদ্ধভক্তের স্পৃষ্ট দ্রব্য, বহির্দৃষ্টিতে যে-রকমই হউক না কেন, এবং যে-স্থানেই তা থাকুক না কেন, ভক্তদ্রব্য-লোলুপ ভগবান্ তাহা গ্রহণ করার জন্য যে লালায়িত, ভক্তের স্পর্শে ভক্তের শুদ্ধাভক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে যে ভক্তিরস-লোলুপ ভগবানেরও লালসার বস্তুতে পরিণত করে, জগতের জীবকে তাহা জানাইবার নিমিত্ত, প্রভু তাদৃশ লৌহপাত্রের জলও পান করিয়াছেন )। কিন্তু **পরমার্থে**—বাস্তব-সত্যের বা তত্ত্বের বিচারে, **বৈষ্ণবের সকল নির্ম্মল**—বৈষ্ণবের সকল দ্রব্যই, বহির্দৃষ্টিতে যে-রকমই হউক না কেন এবং যে-খানেই থাকুক না কেন, বৈষ্ণবের চিত্তস্থিত শুদ্ধাভক্তির প্রভাবে, বৈষ্ণবের সকল দ্রব্যই নির্মল-পরম-বিশুদ্ধ, অপ্রাকৃত চিন্ময়।

যে-সে দ্রব্য সেবকের সর্ব্বভাবে খায়।
নৈবেদ্যাদি-বিধিরো অপেক্ষা নাহি চায়॥ ৪৬১
অল্প দেখি দাসে না দিলেও বলে খায়।
তার সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ দ্বারকায়॥ ৪৬২
অবশেষো সেবকের করে আত্মসাথ।
তার সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠির-শাক॥ ৪৬৩
সেবক কৃষ্ণের পিতা মাতা পত্নী ভাই।
দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই॥ ৪৬৪
যে রূপ চিন্তয়ে দাসে, সে-ই রূপ হয়।
দাসে কৃষ্ণ করিবারে পারয়ে বিক্রয়॥ ৪৬৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৬০। **দাম্ভিকের**—যিনি দাম্ভিক, দেহেতে আত্মবুদ্ধিবশতঃ মায়াজনিত অভিমানে যাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ—সুতরাং যিনি ভক্তিহীন, তাঁহার **রত্নপাত্রে দিব্যজল-গণে**—রত্নপাত্রে স্থিত দিব্য জলও **আছুক**—ইত্যাদি—পান করার কথা দূরে, ভগবান সেই রত্নপাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না।

৪৬১। **নৈবেদ্যাদি-বিধিরও**—ভক্তের শুদ্ধাভক্তির বশীভূত হইয়া এবং ভক্তদ্রব্য ভক্তিরস পরিনিষিক্ত বলিয়া, ভক্তিরস-লোলুপ ভগবান্ তাহাই ভোজন করেন, নৈবেদ্য অর্পণের যে-সমস্ত বিধির কথা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, সে-সমস্ত বিধিরও অপেক্ষা রাখেন না। নৈবেদ্য অর্পণের বিধিতে নানা প্রকার মন্ত্রের উচ্চারণ এবং নানা প্রকার মুদ্রাদি প্রদর্শনের উপদেশ আছে। শুদ্ধভক্ত এ-সমস্ত উপদেশের অনুসরণ না করিয়াও ভক্তি-প্রীতির সহিত ভগবান্‌কে যাহা প্রদান করেন, ভগবান্ প্রীতির এবং আগ্রহের সহিত তাহাই ভোজন করেন।

৪৬২। **অল্প**—সামান্য, অকিঞ্চিৎকর, ভগবানের ভোগের অযোগ্য, **দেখি**—দেখিয়া, মনে করিয়া, **দাসে না দিলেও**—ভক্ত যদি কোনও দ্রব্য ভগবান্‌কে নাও দেন, তথাপি **বলে খায়**—ভগবান্ তাহা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া নিয়া ভোজন করেন। **তার সাক্ষী**—তাহার প্রমাণ **ব্রাহ্মণের খুদ দ্বারকায়**—দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক ব্রাহ্মণের (শ্রীদামাবিপ্রের) খুদ-ভোজন। ২।১৬।১১৬-পয়ারের টীকায় এই বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৪৬৩। **অবশেষো** ইত্যাদি—ভক্তপ্রিয় ভগবান্ ভক্তের ভুক্তাবশেষও আত্মাসাথ (অঙ্গীকার) করিয়া থাকেন। **তার সাক্ষী**—তাহার প্রমাণ এই যে **বনবাসে** ইত্যাদি—পাণ্ডবদের বনবাস-কালে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের শাক (যুধিষ্ঠিরের আহারের পরে যাহা পাকপাত্রে সংলগ্ন হইয়াছিল তাহা) খাইয়াছিলেন। ২।১০।৭২-৭৬-পয়ারের টীকায় বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৪৬৪। **সেবক কৃষ্ণের** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের সেবকগণ তাঁহার পিতা, মাতা, পত্নী, ভাই প্রভৃতি; অর্থাৎ লৌকিক জগতে পিতা, মাতা, পত্নী, ভ্রাতা প্রভৃতির নিকট হইতে যেরূপ প্রীতিময়ী সেবা—প্রীতির বৈচিত্র্যময়ী সেবা পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের নিকট হইতেও শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ প্রীতির বৈচিত্র্যময়ী সেবা পাইয়া থাকেন। **দাস বই** ইত্যাদি—ভক্তের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশী সেবা পাইয়া থাকেন। দাস (ভক্ত) ব্যতীত, তাদৃশী সেবা-প্রাপ্তির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের আর দ্বিতীয় (অপর কেহ) নাই; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্ত-ব্যতীত অপর কেহই শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশী সেবা করিতে সমর্থ নহেন।

৪৬৫। **যে রূপ চিন্তয়ে** ইত্যাদি—স্বীয় মনের ভাব অনুসারে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের যে-রূপের (যে-স্বরূপের) চিন্তা (বা ধ্যান) করেন, **তাঁহার ভক্তির বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ হয়** (অর্থাৎ সেই

'সেবকবৎসল প্রভু' চারিবেদে গায়।
সেবকের স্থানে প্রভু প্রকাশ সদায় ॥ ৪৬৬
নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্যভাবে কৃষ্ণে কর' অনুরাগ ॥ ৪৬৭
অল্প হেন না মানিহ 'কৃষ্ণদাস' নাম।
অল্প-ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান্ ॥ ৪৬৮
বহু কোটি জন্ম যে করিল নিজ ধর্ম্ম।
অহিংসায় অমায়ায় করে সর্ব্ব কর্ম্ম ॥ ৪৬৯
অহর্নিশ দাস্যভাবে যে করে প্রার্থন।
গঙ্গা লভ্য হয় কালে বলি 'নারায়ণ' ॥ ৪৭০
তবে হয় মুক্ত সর্ব্ববন্ধের বিনাশ।
মুক্ত হৈলে সেই হয় গোবিন্দের দাস ॥ ৪৭১
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত-সবো লীলাতনু করি কৃষ্ণ ভজে ॥ ৪৭২

তথাচোক্তং সর্ব্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—
"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং
ভজন্তে॥" ২ ॥ ইতি।

অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর সমান।
ভক্তস্থানে পরাভব মাগে ভগবান্ ॥ ৪৭৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

রূপে দর্শন দিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন)। "ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্। যদ্ যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তৎতদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ভা. ৩।৯।১১ ॥—হে নাথ! বেদাদি-শাস্ত্র-শ্রবণে যাঁহার প্রাপ্তির উপায় দৃষ্ট হয়, সেই তুমি লোকদিগের ভক্তিযোগ-প্রভাবে যোগ্যতাপ্রাপ্ত হৃৎপদ্মে বাস কর। ঐ ভক্তগণ বুদ্ধিদ্বারা যে-যে রূপের চিন্তা (ধ্যান) করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনার্থ সেই সেই শরীর তুমি তাঁহাদের সমীপে প্রকটিত কর। (ভগবানের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি)। **দাসে কৃষ্ণ** ইত্যাদি—ভক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে বিক্রয় করিতেও পারেন। ২।২।৫২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৪৬৭। ৪৬৭-৮২-পয়ার-সমূহে গ্রন্থকার জীবের প্রতি উপদেশ দিয়াছেন। "কৃষ্ণে কর"-স্থলে "হয় কৃষ্ণ"-পাঠান্তর।

৪৬৯-৪৭০। **নিজধর্ম্ম**—স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাপ্রাপ্তির অনুকূল ধর্ম। **অহিংসায়**—কোনও প্রাণীর প্রতিই হিংসার ভাব চিত্তে পোষণ না করিয়া (২।১।২৩৩-পয়ার ও তট্টীকা দ্রষ্টব্য)। **অমায়ায়**—কোনওরূপ কপটতা না করিয়া, অকপটভাবে। **কালে**—শেষকালে, মৃত্যুকালে।

৪৭১-৪৭২। **তবে**—বহু জন্ম পর্যন্ত নিজধর্ম করিয়া, অহিংসায় ও অমায়ায় সর্বকর্ম করিয়া, মৃত্যুকালে "নারায়ণ"-নাম উচ্চারণ করিয়া গঙ্গা লাভ হইলে, জীব **হয় মুক্ত** ইত্যাদি—মুক্ত হয়, তাহার সর্ববিধ মায়াবন্ধনের বিনাশ হয়। এইরূপে **মুক্ত হৈলে** ইত্যাদি—যিনি মুক্ত হয়েন, তিনি গোবিন্দের দাস হয়েন (পরিকরত্ব লাভ করিতে পারেন)। "মুক্ত"-স্থলে "মুক্তি" এবং "হৈলে সেই হয়"-স্থলে "হইলে সে হই"-পাঠান্তর। ২।১৭।১০৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**শ্লো ॥ ২॥** অন্বয়াদি ২।১৭।১-শ্লোক-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৪৭৩। **ঈশ্বর সমান**—ভক্তিপ্রভাবে ঈশ্বরতুল্য। ২।২১।১৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "মাগে"-স্থলে "মানে"-পাঠান্তর।

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্তুতিমালা।
'ভক্ত'-হেন স্তুতির না ধরে কেহো কলা ॥ ৪৭৪
'দাস'-নামে ব্রহ্মা শিব হরিষ সভার।
ধরণীধরেন্দ্রো চাহে দাস-অধিকার ॥ ৪৭৫
এ সব ঈশ্বর-তুল্য স্বভাবেই ভক্ত।
তথাপিহ ভক্ত হইবারে অনুরক্ত ॥ ৪৭৬
হেন ভক্ত অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে।
পাপী সব দুঃখ পায় নিজ-কর্ম্ম-দোষে ॥ ৪৭৭
কৃষ্ণের সন্তোষ বড় 'ভক্ত' হেন নামে।
কৃষ্ণচন্দ্র বই ভক্তি আর কে বা জানে ॥ ৪৭৮
উদর-ভরণ লাগি এবে পাপী সব।
লওয়ায় 'ঈশ্বর আমি',—মূলে জরদগব ॥ ৪৭৯
গর্দ্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লৈয়া।
কেহো বোলে "আমি রঘুনাথ, ভাব' গিয়া॥ ৪৮০
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ,—ইহারে লইয়া।
বোলায় 'ঈশ্বর' বিষ্ণুমায়ামুগ্ধ হৈয়া ॥ ৪৮১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৭৪-৪৭৫। কলা—অংশ। **না ধরে কেহো কলা**—কেহ (কোনও স্তুতিই) "ভক্ত"-রূপ স্তুতির অংশের তুল্যও নহে। **দাস-নামে**—"আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস"—এইরূপ ভাব মনে পোষণ করিলে। **ধরণীধরেন্দ্র**—শ্রীবলরাম বা শ্রীনিত্যানন্দ। ১।১।১৬৪-পয়ার দ্রষ্টব্য।

৪৭৬। **এসব**—ধরণী-ধরেন্দ্র প্রভৃতি হইতেছেন **ঈশ্বরতুল্য** স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা শক্তি বলিয়া ঈশ্বরতুল্য; সুতরাং **স্বভাবেই ভক্ত**—স্বভাবতঃই তাঁহারা ভক্ত; যেহেতু, তাঁহারা স্বয়ংভগবানের অংশ এবং শক্তি বলিয়া এবং অংশীর সেবা অংশের এবং শক্তিমানের সেবা শক্তির, স্বরূপগত ধর্ম বলিয়া তাঁহারা স্বরূপতঃই ভক্ত; সুতরাং তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃই ভক্তি বিরাজিত। **তথাপি**—তাঁহাদের মধ্যে স্বভাবতঃই ভক্তি বিরাজিত থাকিলেও **ভক্ত হইবারে** ইত্যাদি—ভক্তির স্বরূপগত ধর্মবশতঃ, ভক্তি লাভের জন্য, অর্থাৎ ভক্ত হইবার জন্য, তাঁহারা সর্বদা আগ্রহবান্। **অনুরক্ত**—অনুরাগবিশিষ্ট, আগ্রহবান্। ইহাদ্বারা ভক্তির পরম-লোভনীয়তা সূচিত হইয়াছে।

৪৭৭। **হেন ভক্ত অদ্বৈতেরে ইত্যাদি**—শ্রীঅদ্বৈতকে হরিষে ( হর্ষের বা আনন্দের সহিত ) হেন ভক্ত ( এতাদৃশ ভক্ত, ভক্তি-প্রভাবে যিনি ভগবানকে বশীভূত করিয়া রাখিতে এবং বিক্রয় করিতেও সমর্থ, এবং ধরণী-ধরেন্দ্রাদিও যেরূপ ভক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাদৃশ ভক্ত ) বলিতে **পাপী সব ইত্যাদি**--নিজ নিজ কর্মদোষে পাপীগণ দুঃখ পাইয়া থাকে। যাহারা শ্রীঅদ্বৈতকে "শ্রীকৃষ্ণ" বলিতেই আনন্দ পায়, এ-স্থলে তাহাদের কথাই বলা হইয়াছে। ২।২২।১২১-২৫ ও ১৩১-পয়ার ও টীকা দ্রষ্টব্য। "কর্ম্ম"-স্থলে "দৈব" এবং "দ্বৈধ"-পাঠান্তর। দ্বৈধ--দ্বিধার বা সন্দেহের ভাব।

৪৭৮। **ভক্তি**—ভক্তির মহিমা। "বই ভক্তি"-স্থলে "বৈ ভক্ত"-পাঠান্তর।

৪৭৯। **উদর-ভরণ লাগি**—উদর-পূর্তির নিমিত্ত, অর্থাদির লোভে। **লওয়ায় "ঈশ্বর আমি"**—অনুগত লোকদের দ্বারা নিজেকে "ঈশ্বর" বলিয়া প্রচার করায়। **মূলে জরদ্গব**—মূলে ( আসলে, বস্তুতঃ ) তাহারা জরদ্গব ( জরাগ্রস্ত বা বৃদ্ধ গাভী, অর্থাৎ অত্যন্ত অকর্মণ্য, মহামূর্খ )। "লওয়ায়"-স্থলে "বোনায়"-পাঠান্তর।

**৪৮০-৮১।** ১।১০।৮১-৮৬-পয়ার ও তট্টীকা দ্রষ্টব্য।

সর্ব্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচীনন্দন।
দেখ তাঁর শক্তি এই ভরিয়া নয়ন ॥ ৪৮২

ইচ্ছামাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধ হইল।
কত কোটি মহাদীপ জ্বলিতে লাগিল ॥ ৪৮৩
কে বা রুইলেক কলা প্রতি ঘরে ঘরে।
কে বা গায় বা'য় কে বা পুষ্পবৃষ্টি করে ॥ ৪৮৪
করিলেন মাত্র শ্রীধরের জল-পান।
কি হইল না জানি প্রেমের অধিষ্ঠান ॥ ৪৮৫
ভকতবাৎসল্য দেখি ত্রিভুবন কান্দে।
ভূমিতে লোটায় কেহো কেশ নাহি বান্ধে ॥ ৪৮৬
শ্রীধর কান্দয়ে তৃণ ধরিয়া দশনে।
উচ্চ করি 'হরি' বোলে সজল-নয়নে ॥ ৪৮৭
"কি জল করিল পান ত্রিদশের রায়।"
নাচয়ে শ্রীধর কান্দে করে "হায় হায় ॥" ৪৮৮
ভক্তজল পান করি প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর-অঙ্গনে নাচে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ॥ ৪৮৯
প্রিয়গণে চতুর্দ্দিগে গায় মহা-রসে।
নিত্যানন্দ গদাধর শোভে দুই পাশে ॥ ৪৯০
খোলাবেচা-সেবকের দেখ ভাগ্য-সীমা।
ব্রহ্মা শিব কান্দে যার দেখিয়া মহিমা ॥ ৪৯১
ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরে নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঞি ॥ ৪৯২

জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি।
নগরে আইলা পুন গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥ ৪৯৩
নাচে গৌরচন্দ্র ভক্তিরসের ঠাকুর।
চতুর্দ্দিগে হরিধ্বনি শুনিঞা প্রচুর ॥ ৪৯৪
সর্ব্বলোক জিনে নবদ্বীপের শোভায়।
হরি-বোল শুনি মাত্র সভার জিহ্বায় ॥ ৪৯৫
যে সুখে বিহ্বল শুক নারদ শঙ্কর।
সে সুখে বিহ্বল সব নদীয়ানগর ॥ ৪৯৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৮৩। প্রভুকর্তৃক শ্রীধরের জলপানের কথার পরে, প্রসঙ্গক্রমে ভক্তের ও ভক্তির মহিমা বর্ণন করিয়া ( ৪৫৮-৮২-পয়ারে ), এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের কথা বলা হইতেছে। ইচ্ছামাত্র—প্রভুর ইচ্ছামাত্র ( লীলা শক্তির প্রভাবে ) কোটি কোটি ইত্যাদি—সঙ্কীর্তন কোটি কোটি গুণে সমৃদ্ধ ( উৎকর্ষময় ) হইয়া উঠিল। "মহাদীপ"-স্থলে "মহাতাপ"-পাঠান্তর।

৪৮৪। রুইলেক—রোপণ করিল। বা'য়—বাজায়। "ঘরে ঘরে"-স্থলে "দ্বারে দ্বারে"-পাঠান্তর। প্রতি গৃহের দ্বারদেশে কাহারাই বা কলাগাছ রোপণ করিলেন, কাহারাই বা কীর্তন করিতেছেন, বাদ্য করিতেছেন, বা পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ এ-সমস্ত হইতেছে প্রভুর লীলাশক্তির কার্য।

৪৮৫। কি হইল না জানি —ইত্যাদিকি অদ্ভুত প্রেমের অধিষ্ঠান, প্রেমবন্যার আবির্ভাব হইল, তাহা বলা যায় না।

৪৯০। প্রিয়গণে—প্রভুর প্রিয় ভক্তগণ। "প্রিয়গণে"-স্থলে "ভক্তগণ"-পাঠান্তর।

৪৯২। "কৃষ্ণেরে"-স্থলে "চৈতন্যে"-পাঠান্তর।

৪৯৫। সর্ব্বলোক জিনে—সমস্ত স্থানকে শোভায় পরাজিত করে। "জিনে"-স্থলে "জিনি" পাঠান্তর।

সর্ব্বনদীয়ায় নাচে ত্রিভুবন-রায়।
গাদিগাছা-পারডাঙ্গা-আদি দিয়া যায়॥ ৪৯৭
'এক নিশা' হেন জ্ঞান না করিহ মনে।
কত কল্প গেল সেই নিশির কীর্ত্তনে॥ ৪৯৮
চৈতন্যচন্দ্রের কিছু অসম্ভব নয়।
ভ্রূভঙ্গে যাহার হয় ব্রহ্মার প্রলয়॥ ৪৯৯
মহাভাগ্যবানে সে এ সব তত্ত্ব জানে।
সূক্ষ্ম তর্কবাদী পাপী কিছুই না মানে॥ ৫০০
যে নগরে নাচে বৈকুণ্ঠের অধিরাজ।
তাহারা ভাসয়ে পরানন্দ-সিন্ধু-মাঝ॥ ৫০১
যে হুঙ্কার সে গর্জ্জন সে প্রেমের জল।
দেখিয়া কান্দয়ে স্ত্রী পুরুষ সকল॥ ৫০২
কেহো বোলে "শচীর চরণে নমস্কার।
হেন মহাপুরুষ জন্মিলা গর্ভে যাঁর॥" ৫০৩
কেহো বোলে "জগন্নাথমিশ্র পুণ্যবন্ত।"
কেহো বোলে "নদীয়ার ভাগ্যের নাহি অন্ত॥" ৫০৪
এইমত বলি সভে দেই জয়কার।
সর্ব্বলোক 'হরি' বই না বোলয়ে আর॥ ৫০৫
প্রভু দেখি সর্ব্বলোক দণ্ডবত হৈয়া।
পড়য়ে পুরুষ-স্ত্রীয়ে বালক লইয়া॥ ৫০৬
শুভদৃষ্টি গৌরচন্দ্র করি সভাকারে।
স্বানুভাবানন্দে প্রভু কীর্ত্তন বিহরে॥ ৫০৭
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ॥ ৫০৮
যেখানে যে রূপে ভক্তগণে করে ধ্যান।
সেই খানে সে-ই রূপে প্রভু বিদ্যমান॥ ৫০৯

তথাহি ( ভা. ৩।৯।১১ )—
"যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে মদনুগ্রহায়॥" ৩॥

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৯৭। গাদিগাছা ও পারডাঙ্গা হইতেছে মূল নবদ্বীপের নিকটবর্তী দুইটি গ্রাম। আদি—প্রভৃতি।

৪৯৯। "অসম্ভব"-স্থলে "অসম্ভাব্য" এবং "ব্রহ্মার"-স্থলে "ব্রহ্মাণ্ড"-পাঠান্তর। **প্রলয়—ধ্বংস, বিনাশ।**

৫০০। "মহাভাগ্যবান্ যে এ"-স্থলে "ভাগ্যবান্ যে সে", "তত্ত্ব"-স্থলে "মর্ম্ম" এবং "সূক্ষ্ম"-স্থলে "শুষ্ক"-পাঠান্তর।

৫০৪। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন —"ইহার পরে মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'এই মত লীলা প্রভু কত কল্প কৈলা। সভে বোলে আজি রাত্রি প্রভাত না হৈলা॥' "

৫০৭। **স্বানুভাবানন্দে**—১।৬।১১৯, ১৫০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "করি"-স্থলে "করে" এবং "প্রভু কীর্ত্তন"-স্থলে "হরি কীর্ত্তন"-পাঠান্তর।

৫০৮। ১।২।২৮২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫০৯। এই পয়ারোক্তির সমর্থনে নিম্নে একটি ভাগবত-শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ২।২৩।৪৬৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**শ্লো॥ ৩॥ অন্বয়॥** হে উরুগায়! ( বেদ যাঁহার বহু রূপের কীর্তন করেন, হে তাদৃশ ভগবান্! ).

অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে ।
যার ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে ॥ ৫১০
মধ্যখণ্ড-কথা বড় অমৃতের খণ্ড ।
যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥ ৫১১
ভক্ত লাগি প্রভুর সকল অবতার ।
ভক্ত বই কৃষ্ণ-মর্ম্ম না জানয়ে আর ॥ ৫১২
কোটি জন্ম যদি যোগ তপ করি মরে ।
ভক্তি বিনে কোন কর্ম্ম ফল নাহি ধরে ॥ ৫১৩
হেন 'ভক্তি' বিনে-ভক্ত-সেবিলে না হয় ।
অতএব ভক্ত-সেবা সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ ৫১৪
আদি দেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায় ।
চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায় ॥ ৫১৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

[ ভক্তাঃ—ভক্তগণ ] ধিয়া ( বুদ্ধিদ্বারা, মনের দ্বারা ) তে ( তোমার ) যদ্ যৎ ( যে যে ) বপুঃ ( দেহ, রূপ, স্বরূপ ) বিভাবয়ন্তি ( ভাবনা করেন, ধ্যান করেন ) সদনুগ্রহায় ( সেই সাধুগণের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনের নিমিত্ত ) তদ্‌তৎ ( সেই সেই ) বপুঃ ( দেহ, স্বরূপ ) প্রণয়সে ( তুমি তাহাদের নিকটে প্রকটিত কর )।

**অনুবাদ।** হে উরুগায় ! ভক্তগণ নিজেদের মনে তোমার যে-যে রূপের বা স্বরূপের ভাবনা বা ধ্যান করেন, যে-সকল ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনের নিমিত্ত, তুমি তোমার সেই-সেই রূপ বা স্বরূপ তাঁহাদের নিকটে প্রকটিত করিয়া থাক । ২।২৩।৩।

**ব্যাখ্যা।** পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ বহু বা অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ রূপে অনাদিকাল হইতেই আত্ম-প্রকট করিয়া বিরাজিত। বেদ তাঁহার এই সকল অনন্ত স্বরূপের গুণ-মহিমাদি কীর্তন করিয়া থাকেন বলিয়া, বহু প্রকারে তাঁহার কীর্তন করেন বলিয়া, তাঁহার একটি নামও উরুগায়—"বহুধৈব গীয়তে ইতি উরুগায়ঃ।" তিনি আবার পরম-ভক্তবৎসল, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনের জন্য ব্যাকুল। আবার, সকল ভক্তের রুচি এবং প্রবৃত্তি এক রকম নহে। তাঁহার অনন্ত-স্বরূপের মধ্যে যে-স্বরূপে যাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তিনি মনে মনে সেই স্বরূপেরই ধ্যান করিয়া থাকেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই ভক্তের নিকটে তাঁহার ধ্যেয়-স্বরূপ প্রকটিত করিয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

**৫১০। অদ্যাপিও**—এখনও ভগবানের প্রকটলীলাও নিত্য, সর্বদা, সর্বত্র বিদ্যমান। তিনি কৃপা করিয়া যখন এবং যে স্থানে কোনও ভক্তকে তাহা দেখাইতে ইচ্ছা করেন, তখন এবং সেই স্থানে সেই ভক্ত তাহা দেখিয়া থাকেন। ১।২।২৮২ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**৫১২। কৃষ্ণমর্ম্ম**—শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার লীলার মর্ম বা রহস্য। "মর্ম্ম"-স্থলে "কর্ম্ম" এবং "ধর্ম্ম"-পাঠান্তর। **আর**—অন্য কেহ।

**৫১৩। মরে**—সাধনের দুঃখ ভোগ করে। "যোগ তপ করি মরে"-স্থলে "যোগ যজ্ঞ তপ করে"-পাঠান্তর। **ভক্তি বিনে** ইত্যাদি—২।১০।২৪৭ এবং ২।১৬।১৪৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**৫১৪। হেন ভক্তি** ইত্যাদি—ভক্তের সেবা না করিলে এতাদৃশী ভক্তি পাওয়া যায় না। **বিনে-ভক্ত-সেবিলে**—ভক্তেরা সেবাবিনা ( ব্যতীত )।

কেহো বোলে "নিত্যানন্দ বলরাম-সম।"
কেহো বোলে "চৈতন্যের বড় প্রিয়তম ॥" ৫১৬
কেহো বোলে "মহাতেজী অংশ অধিকারী।"
কেহো বোলে "কোন রূপ বুঝিতে না পারি ॥" ৫১৭
কিবা জীব নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেনমত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি ॥ ৫১৮
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তভু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে ॥" ৫১৯
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে ॥ ৫২০
চৈতন্যপ্রিয়ের পা'য়ে মোর নমস্কার।
অবধূতচন্দ্র প্রভু হউক আমার ॥" ৫২১
চৈতন্যের কৃপায় সে নিত্যানন্দ চিনি।
নিত্যানন্দ জানাইলে গৌরচন্দ্র জানি ॥ ৫২২
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র—শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র—কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ ॥ ৫২৩
নিত্যানন্দস্বরূপে সে চৈতন্যের ভক্তি।
সর্ব্বভাবে করিতে ধরয়ে প্রভু শক্তি ॥ ৫২৪
চৈতন্যের যত প্রিয় সেবক-প্রধান।
তাহারা সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের আখ্যান ॥ ৫২৫
তবে যে দেখহ হের অন্যোঽন্যে বাজে।
রঙ্গ করে কৃষ্ণচন্দ্র কেহো নাহি বুঝে ॥ ৫২৬
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
অন্য বৈষ্ণবের নিন্দে' সে-ই যায় ক্ষয় ॥ ৫২৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫১৭। **মহাতেজী অংশ অধিকারী**—মহা তেজীয়ান্ এবং অতি উচ্চ অধিকারী। অথবা, শ্রীকৃষ্ণের মহাতেজীয়ান্ অংশ এবং অধিকারী। শ্রীনিত্যানন্দ হইতেছেন স্বরূপতঃ ব্রজের বলরাম। বলরাম হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রধান অংশস্বরূপ। এবং মূল-ভক্ত-অবতার—ভক্তিশক্তির পূর্ণ আধার, ভক্তিশক্তি যে মহাতেজীয়সী, অবিজয়প্রভাব-সম্পন্না তাহা পূর্ববর্তী পয়ার-সমূহেই বলা হইয়াছে। নিত্যানন্দরূপ বলরাম শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া এবং মহাতেজীয়সী ভক্তিশক্তির আধার বলিয়া, তাঁহাকে মহাতেজী অংশ (শ্রীকৃষ্ণের মহাতেজীয়ান্ অংশ) এবং অধিকারী (পূর্ণ ভক্তিশক্তির অধিকারী) বলা হইয়াছে। "তেজী অংশ"-স্থলে "তেজীয়াংশ"-পাঠান্তর।

৫১৮। "ভক্ত"-স্থলে "ব্রহ্ম"-পাঠান্তর। কেনি—কেন।

৫২০। ১৷৬৷৪২৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫২১। **অবধূতচন্দ্র**—নিত্যানন্দ। ১৷৬৷৩৩৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫২৪। অন্বয়। প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপেই চৈতন্যের ভক্তি (শ্রীচৈতন্য-বিষয়াভক্তি) সর্বভাবে (সর্বতোভাবে) করিতে (উদ্রেক করাইতে) শক্তি ধরয়ে (ধারণ করেন)। অথবা, প্রভু (নিত্যানন্দ-প্রভু তাঁহার) নিত্যানন্দস্বরূপে সে (শ্রীনিত্যানন্দরূপেই) সর্ব্বভাবে (সর্বতোপ্রকারে, সকল রকমে, মহাপ্রভুর অভিপ্রেত প্রেমদানাদিদ্বারাও) চৈতন্যের ভক্তি (সেবা) করিতে শক্তি ধরয়ে (ধারণ করেন, সমর্থ হয়েন)। "করিতে"-স্থলে "ধরিতে" এবং "প্রভু শক্তি"-স্থলে "প্রেমভক্তি"-পাঠান্তর। ধরিতে- ভক্তির উদ্রেক করাইয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে (তাহার স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে) সমর্থ।

৫২৬। **বাজে**—কলহ লাগে। "কৃষ্ণচন্দ্র"-স্থলে "কৃষ্ণ ইহা" এবং "গৌরচন্দ্র"-পাঠান্তর।

সর্ব্বভাবে ভজে কৃষ্ণ যে কারে না নিন্দে'।
সেই সে গণনা পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে ॥ ৫২৮
অদ্বৈতচরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার ॥ ৫২৯
সর্ব্বগোষ্ঠীসহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলেই মধ্যখণ্ড ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৫৩০
অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া নিন্দে' গদাধর।
সে অধম কভো নহে অদ্বৈতকিঙ্কর ॥ ৫৩১
চৈতন্যচন্দ্রের কথা অমৃতমধুর।
সকল জীবের মনে বাঢ়ুক প্রচুর ॥ ৫৩২
শুনিলে চৈতন্যকথা যার হয় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-শ্রীমুখ ॥ ৫৩৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৫৩৪

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীধরজলপানাদিবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫২৮। কারে—কাহাকেও। "কারে"-স্থলে "কাথো" এবং "সেই সে গণনা"-স্থলে "সেই সবগণ" এবং "সেইত কারণে"-পাঠান্তর।

৫২৯। তান প্রিয়—তাঁহার ( শ্রীঅদ্বৈতের ) প্রিয় ( প্রীতির পাত্র যিনি ) তাহে ( তাঁহাতে ) আমার মতি ( মনোগতি ) রহুক ( থাকুক )।

৫৩১। পরবর্তী ২।২৪।৯৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৩৪। ১।২।২৮৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্ত।

( ২৭. ১০. ১৯৬৩—৩. ১১. ১৯৬৩ )

# মধ্যখণ্ড

## চতুর্বিংশতি অধ্যায়

জয় জয় জয় গৌর-সিংহ মহাধীর।
জয় জয় শিষ্ট-পাল জয় দুষ্ট-বীর ॥ ১
জয় জগন্নাথ-পুত্র শ্রীশচীনন্দন।
জয় জয় জয় পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥ ২
জয় জয় শ্রীজগদানন্দের জীবন।
জয় হরিদাস-কাশীশ্বর-প্রাণ ধন ॥ ৩
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু সর্ব্ব-তাত।
যে বোলে 'তোমার' প্রভু! তার হও নাথ ॥ ৪
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
বিদিত-কীর্ত্তন প্রভু হইলা সদায় ॥ ৫

### নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। মহাপ্রভুর রাধাভাবাবেশ। অদ্বৈতাচার্যের গোপীভাবে নৃত্য। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে প্রভুর অর্জুনদৃষ্ট-বিশ্বরূপ-প্রদর্শন। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের প্রণয়-কলহ।

১। শিষ্ট-পাল—শিষ্টলোকদের পালনকর্তা। দুষ্ট-বীর—দুষ্টলোকদের পক্ষে মহাপরাক্রম বীরের তুল্য, অর্থাৎ দুষ্টলোকদিগের সংহার-কর্তা।

২। পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তন—যাঁহার গুণ-মহিমাদির শ্রবণ ও কীর্তন হইতেছে পুণ্য (চিত্তের পবিত্রতা-বিধায়ক)।

৪। সর্ব্ব-তাত—সকলের তাত (পিতা—পালনকর্তা)। যে বোলে ইত্যাদি—যিনি বলেন—"প্রভু, আমি তোমার হইলাম," প্রভু, তুমি তাঁহার নাথ (সর্বতোভাবে রক্ষাকর্তা) হও। "সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম ॥ হ. ভ. বি. ॥ ১১।৩৯৭-ধৃত রামায়ণ-বচন ॥—(শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন) আমার শরণাপন্ন হইয়া যিনি একবার মাত্র বলেন—'হে ভগবন্! আমি তোমার', আমি তাঁহাকে সর্বদা অভয় প্রদান করিয়া থাকি। ইহা আমার ব্রত।" "তোমার"-স্থলে "তোমারে"-পাঠান্তর।

৫। বিদিত-কীর্ত্তন—বিদিত (জ্ঞাত) হইয়াছে কীর্তন যাঁহার তিনি বিদিত-কীর্তন। বিদিত-কীর্ত্তন প্রভু ইত্যাদি—প্রভু সর্বদা বিদিত-কীর্তন হইলেন, অর্থাৎ প্রভুর কীর্তনের (সম্ভবতঃ পূর্ব-অধ্যায়-কথিত নগর-কীর্তনের) কথা সকলেই জানিতে পারিলেন এবং সকলে সদয় (সর্বদা) সেই কীর্তন-সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতে লাগিলেন। অথবা, বিদিত-কীর্ত্তন—বিদিত (সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুভূত) হইয়াছে কীর্তন (কীর্তনের অপ্রাকৃত পরমানন্দ) যাঁহাকর্তৃক, তিনি বিদিত-কীর্তন। বিদিত কীর্ত্তন প্রভু ইত্যাদি—প্রভু সর্বদা বিদিত-কীর্তন হইলেন, সর্বদাই কীর্তনের অপ্রাকৃত পরমানন্দ সাক্ষাদ্‌-ভাবে অনুভব (আস্বাদন) করিতেন। পরবর্তী ৬-১২ পয়ার হইতে মনে হয়, এইরূপ অর্থই প্রকরণ-সঙ্গত।

হেন সে হইলা প্রভু হরিসঙ্কীর্ত্তনে।
নাম শুনি মাত্র প্রভু পড়ে যে-তে স্থানে ॥ ৬
কি নগরে কি চত্বরে কিবা জলে বনে।
নিরন্তর অশ্রুধারা বহে শ্রীনয়নে ॥ ৭
আপ্তগণে রক্ষিয়া বুলেন নিরন্তর।
ভক্তিরসময় হইলেন বিশ্বম্ভর ॥ ৮
কেহো মাত্র কোনরূপে যদি বোলে 'হরি'।
শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা' পাসরি ॥ ৯
মহাকম্প অশ্রু হয় পুলক সর্ব্বাঙ্গে।
গড়াগড়ি যায়েন নগরে মহারঙ্গে ॥ ১০
যে আবেশ দেখিলে ব্রহ্মাদি ধন্য হয়।
তাহা দেখে নদীয়ার লোক-সমুচ্চয় ॥ ১১
শেষে অতি মূর্চ্ছা দেখি মিলি সর্ব্ব দাসে।
আলগ করিয়া নিঞা চলিলেন বাসে ॥ ১২
তবে দ্বার দিয়া যে করেন সঙ্কীর্ত্তন।
সে সুখে পূর্ণিত হয় অনন্ত ভুবন ॥ ১৩
যত সব ভাব হয়—অকথ্য সকল।
হেন নাহি বুঝি প্রভু কি রসে বিহ্বল ॥ ১৪

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬-৭। **নাম শুনি মাত্র**—"হরি"-নাম শুনামাত্র অথবা কীর্তনের নাম শুনামাত্র, প্রভু পড়ে ইত্যাদি—প্রেমাবেশে প্রভু যে-কোনও স্থানেই মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়েন। **চত্বরে**—চাতারে, কোনও বিস্তীর্ণ স্থানে। "শুনি"-স্থলে "শ্রুতি" এবং "চত্বরে"-স্থলে "চাতারে"-পাঠান্তর। **শ্রুতি**—শ্রবণ।

৮। "রসময় হইলেন"-স্থলে "রস হইলেন প্রভু"-পাঠান্তর। প্রভুর ভক্তভাবে আবেশের কথাই বলা হইয়াছে।

৯। **কেহো মাত্র**—যে-কোনও লোক।

১০। **মহাকম্প**—সুদ্দীপ্ত কম্প (২।৮।১৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এ-স্থলে "মহা"-শব্দ "অশ্রু" এবং "পুলক"-শব্দদ্বয়েরও বিশেষণ। অশ্রু এবং পুলকও সুদ্দীপ্ত হইয়াছে। (২।১।৪২, ২।১।৬২-৬৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১১। **লোক-সমুচ্চয়**—লোক-সমূহ, সকল লোকে।

১২। **অতি মূর্চ্ছা**—যে মূর্ছাতে শ্বাস-প্রশ্বাস এবং উদর-স্পন্দনাদিও থাকে না, তাহাই হইতেছে অতি মূর্ছা। ইহা হইতেছে প্রলয়-নামক সাত্ত্বিক ভাবের সুদ্দীপ্ত অবস্থা। ১০-১২-পয়ারত্রয়ে প্রভুর মধ্যে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবসমূহের কথাই বলা হইয়াছে (২।১।৪২, ৬২-৬৩ এবং ২।৮।১৫৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই সাত্ত্বিকভাব-সমূহ সুদ্দীপ্ত হয় না এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-কালেই শ্রীরাধার মধ্যে সাত্ত্বিকভাবসমূহ সুদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। এ-স্থলে ১০-১২-পয়ারত্রয়ে প্রভুর মধ্যে যখন সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবের উদয়ের কথা বলা হইয়াছে, তখন পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, প্রভু এই সময়ে, কৃষ্ণবিরহ-ক্লিষ্টা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। প্রভু যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ, ইহাদ্বারা তাহাও সূচিত হইতেছে। **আলগ করিয়া**—আলগা করিয়া, ধরাধরি করিয়া ভূমি হইতে উপরে উঠাইয়া। **বাসে**—প্রভুর গৃহে।

১৪। **অকথ্য**—অবর্ণনীয়। "সকল"-স্থলে "কথন" এবং "বুঝি প্রভু কি রসে বিহ্বল"-স্থলে "বুঝি কোন্ রসে অচেতন ॥"-পাঠান্তর। ২।৮।২১৯-পয়ার ও তট্টীকা দ্রষ্টব্য।

ক্ষণে বোলে "মুঞি সেই মদনগোপাল।"
ক্ষণে বোলে "মুঞি কৃষ্ণদাস সর্ব্বকাল॥" ১৫

'গোপী গোপী গোপী' মাত্র কোনদিন জপে'।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জ্বলে মহাকোপে॥ ১৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫। **ক্ষণে**—কখনও কখনও। **মুঞি সেই ইত্যাদি**—আমি সেই মদনগোপাল ব্রজেন্দ্র-নন্দন। একথা যখন বলিতেন, তখন প্রভু ঈশ্বর-ভাবে (শ্রীকৃষ্ণ-ভাবে) আবিষ্ট থাকিতেন। আবার "মুঞি কৃষ্ণদাস সর্ব্বকাল"-একথা যখন বলিতেন, তখন প্রভু ভক্তভাবে আবিষ্ট থাকিতেন।

এই পয়ারোক্তি হইতে জানা যায়, প্রভু কখনও ঈশ্বরভাবে এবং কখনও বা ভক্তভাবে আবিষ্ট হইতেন। "মুঞি সেই"-স্থলে "আমি এই"-পাঠান্তর।

১৬। **গোপী গোপী ইত্যাদি**—প্রভু কোনও দিন "গোপী গোপী গোপী"-ইত্যাদি জপ করেন। আবার, **শুনিলে কৃষ্ণের নাম ইত্যাদি**- কাহারও মুখে কৃষ্ণের নাম শুনিলে মহাকোপে (অত্যন্ত রোষে যেন) জ্বলিয়া উঠেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলায় শ্রীরাধাও কখনও কখনও এইরূপ করিতেন। কোনও কারণে, দুর্জয়-মানে মানবতী হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের কেবল দোষের কথাই বলিতেন; শ্রীকৃষ্ণের যে-কার্যকে তিনি দোষের কার্য বলিয়া প্রকাশ করিতেন, তখন সেই কার্যের গূঢ়রহস্যের দিকে শ্রীরাধার মন যাইত না, তাহাতে বাস্তবিক কোনও দোষ না থাকিলেও, তিনি তাহাকেই দোষময় কার্য বলিয়া প্রকাশ করিতেন। শ্রীরাধা তখন এমনই ভাব প্রকাশ করিতেন যে, তিনি যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে আর কখনও তাঁহার নিকটে আসিতে বা তাঁহার কুঞ্জে প্রবেশ করিতে দিবেন না। যদি কেহ তাঁহার নিকটে আসিয়া কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিতেন, বা কৃষ্ণসম্বন্ধে কোনও কথা বলিতেন, তাঁহাকেও কৃষ্ণের পক্ষভুক্ত লোক মনে করিয়া দুর্জয়-মানবতী শ্রীরাধা তাঁহাকেও তিরস্কার করিতেন, এমন কি তাঁহাকে "খেদাড়িয়াও" যাইতেন (লাঠি, ঠেঙ্গা-আদি লইয়া তাঁহাকে তাড়া করিতেন)। তখন তিনি তাঁহার প্রাণপ্রিয়া সহচরী গোপীদিগকেই তাঁহার একমাত্র প্রিয়, হিতৈষী, মরমী বন্ধু বলিয়া এবং তাঁহার একমাত্র সম্বল বলিয়া, মনে করিতেন এবং তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত প্রিয়ত্ব তাঁহাদের উপরই ঢালিয়া দিতেন এবং তাঁহাদের নাম-উচ্চারণেই আনন্দ অনুভব করিতেন; পূর্বে কৃষ্ণনাম জপ করিয়া যে-আনন্দ পাইতেন, তখন "গোপী গোপী"-জপ করিয়াই সেইরূপ আনন্দ অনুভব করিতেন। আলোচ্য ১৬-পয়ারোক্তি হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়, প্রভু যখন "গোপী গোপী" জপ করিতেছিলেন এবং কৃষ্ণের নাম শুনিলেই মহাক্রোধে যেন জ্বলিয়া যাইতেন, তখন তিনি শ্রীরাধার উল্লিখিত ভাবেই আবিষ্ট হইয়াছিলেন।

এ-স্থলে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, কৃষ্ণপ্রেম-ঘন-বিগ্রহা শ্রীরাধার একমাত্র কার্য হইতেছে কৃষ্ণের সর্ববিধ বাসনা-পূরণের দ্বারা প্রীতিবিধান। তিনি আবার কিরূপে কৃষ্ণসম্বন্ধে মানবতী হইতে পারেন? কিরূপেই বা কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে পারেন? এবং কিরূপেই বা তিনি কৃষ্ণকে তাঁহার নিকটে আসিতে না দিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে পারেন? এ-সমস্ত কি শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-বাসনার বিপরীত ভাব নহে? শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের বিরোধী নহে? এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই।

"কোথাকার কৃষ্ণ তোর মহাদস্যু সে।
শঠ ধৃষ্ট কিতব,—ভজে বা তারে কে॥ ১৭

স্ত্রীজিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কাণ।
লুব্ধকের প্রায় নৈল বালির পরাণ॥ ১৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সর্পের গতি যেমন স্বভাবতঃই কুটিল, তদ্রূপ প্রেমের গতিও স্বভাবতঃই কুটিল। "অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ॥" সাপ বক্রগতিতে, আঁকা বাঁকা হইয়া, চলিলেও সর্বত্রই তাহার দেহটি থাকে সাপের দেহ, তখনও তাহার দেহের কোনও-স্থলেই সাপের দেহব্যতীত অন্য প্রাণীর দেহ হইয়া যায় না। তদ্রূপ, প্রেম কুটিল বা বক্রগতি ধারণ করিলেও তখনও প্রেম সর্বত্রই প্রেমই থাকে, প্রেমের বিরুদ্ধ কোনও ভাব তাহাতে স্থান পায় না; অর্থাৎ প্রেমের বক্রগতিকালেও প্রেম প্রেমই থাকে, তাহার স্বরূপগত ধর্মবশতঃ তখনও তাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই করিয়া থাকে। তাহার হেতু এই। কৃষ্ণপ্রেম স্বরূপতঃই আনন্দস্বরূপ (২।১।৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীরাধাদি গোপীদিগের প্রেম হইতেছে আবার "মহাভাব", যে-মহাভাবের স্বরূপগত সম্পত্তি হইতেছে "বরামৃত—স্বর্গের অমৃতও যাহার মাধুর্য কামনা করে, তাদৃশ অপূর্ব-মাধুর্যময় অমৃততুল্য" এবং যে-মহাভাব মহাভাববতীদিগের মন এবং মনের সহিত সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়বর্গ এবং ইন্দ্রিয়বর্গের কার্যকেও নিজের স্বরূপত্ব— অপূর্ব অনির্বচনীয় মাধুর্যময়ত্ব— দান করিয়া থাকে। মহাভাব "বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ॥ উ. নী. ম. (স্থা॥ ১১২)। এজন্য মহাভাববতী গোপীদিগের যে-কোনও কার্য এবং যে-কোনও বাক্য, এমন কি তাঁহাদের তিরস্কারও, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দ-জনক হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হৈতে সেই হরে মোর মন॥ চৈ. চ. ১।৪।২৩॥" চিনির পুতুল সর্পের বা ব্যাঘ্রাদির আকারে নির্মিত হইলেও তাহার মিষ্টত্ব দূরীভূত হয় না। ইহা হইল মহাভাব-সম্বন্ধে এবং মহাভাববতী-গোপীদের কার্য বা বাক্যাদি-সম্বন্ধে সাধারণ কথা। এই মহাভাবই ঘনীভূততমত্ব লাভ করিয়া শ্রীরাধার প্রেমে পরিণত হয়; সুতরাং শ্রীরাধার প্রেম যখন বক্রগতি ধারণ করিয়া মানের বা ক্রোধের আকার ধারণ করে, তখনও তাহার কার্য— তিরস্কারাদি— যে সর্বাতিশায়ী মাধুর্য বিস্তার করিয়া শ্রীকৃষ্ণেরও সর্বাতিশায়ী আনন্দের হেতু হইবে, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহেরই অবকাশ থাকিতে পারে না।

১৭। এই পয়ারও দুর্জয়-মানবতী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট প্রভুর উক্তি। এই পয়ারেও শ্রীকৃষ্ণের দোষের কথাই বলা হইয়াছে। **মহাদস্যু**—দস্যুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। **কিতব**—কপট। **ভজে বা তারে কে**—কে তাহার ভজন বা সেবা করে? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভজনের বা সেবার যোগ্য পাত্র নহেন, তাঁহার ভজনে কখনও কাহারও অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গল হইতে পারে না; কেন না, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন— শঠ, ধৃষ্ট, কপট। ব্যঞ্জনা এই যে, শ্রীরাধা বলিতেছেন—"আমি তো আমার সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহার ভজন— তাঁহার প্রীতিবিধানের চেষ্টা—করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে শঠ, ধৃষ্ট এবং কপটের ন্যায়ই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "শঠ-ধৃষ্ট-বৃত্ত কৈতব তারে ভজে কে॥"-পাঠান্তর। **বৃত্ত কৈতব**—যাঁহার বৃত্তিই হইতেছে কৈতব (কপটতা)।

১৮। এই পয়ারে শ্রীরামচন্দ্রের দোষের কথা বলা হইয়াছে। **স্ত্রীজিত হইয়া**- স্ত্রীর বশীভূত

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইয়া। এই "স্ত্রীজিত"-শব্দের অন্তর্গত "স্ত্রী"-শব্দে রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাদেবী সূচিত হইতেছেন। বনবাস-কালে শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটী বনে বাস করিতেছিলেন, তখন সীতাকে হরণ করার উদ্দেশ্যে লঙ্কেশ্বর রাবণ, রাম ও লক্ষ্মণকে কুটির হইতে দূরে সরাইয়া সীতাকে একাকিনী কুটিরে রাখার অভিপ্রায়ে, তাঁহার অনুচর মারীচকে বলিয়াছিলেন, "তুমি একটি স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের কুটিরের সম্মুখে যাও এবং কৌশলে রাম ও লক্ষ্মণকে কুটির হইতে বহুদূরে সরাইয়া নাও।" মারীচ রাবণের আদেশ শিরোধার্য করিয়া মায়াবলে একটি স্বর্ণ-মৃগের রূপ ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের কুটিরের সম্মুখে আসিলে, স্বর্ণমৃগদর্শনে সীতাদেবীর লোভ জন্মিল এবং সেই মৃগটিকে ধরিয়া দেওয়ার জন্য তিনি রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার প্রীতিবিধানের নিমিত্ত রামচন্দ্র, কুটির রক্ষার নিমিত্ত লক্ষ্মণকে আদেশ দিয়া, স্বর্ণমৃগটিকে ধরিবার নিমিত্ত কুটির হইতে বাহির হইয়া মৃগটির পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিলেন (এই ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে—রামচন্দ্র ছিলেন—স্ত্রীজিত, স্ত্রীর বশীভূত, স্ত্রৈণ)। রামচন্দ্র "ধরি ধরি" করিয়াও মৃগটিকে ধরিতে পারিলেন না। বহুদূর গমনের পরে সেই মৃগটিও রামচন্দ্রের স্বর অনুকরণ করিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"ভাই লক্ষ্মণ! আমি রাক্ষসের কবলে পড়িয়াছি। শীঘ্র আসিয়া আমাকে রক্ষা কর। এ-কথা শুনিয়া সীতাদেবী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রামচন্দ্রের উদ্ধারের জন্য লক্ষ্মণকে যাওয়ার আদেশ করিলেন, তদনুসারে লক্ষ্মণও কুটির ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। সীতাদেবী একাকিনী কুটিরে রহিলেন।

স্ত্রীর কাটে নাক-কান—স্ত্রীলোকের নাক ও কান কাটিয়া দেয়। এ-স্থলেও রামচন্দ্রের কথা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে "স্ত্রী"-শব্দে লঙ্কেশ্বর রাবণের ভগিনী সূর্পনখাকে বুঝাইতেছে। পূর্বকথিত স্বর্ণমৃগ-সম্বন্ধীয় ঘটনার পূর্বে সূর্পনখার নাসাকর্ণ কর্তিত হইয়াছিল। রামচন্দ্রকর্তৃক, স্বীয় ভাগিনী সূর্পনখার নাসা-কর্ণ ছেদনের কথা জানিয়াই, রাবণ সীতাহরণের সঙ্কল্প করিয়া মারীচকে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতাহরণের সুযোগ করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছিলেন।

সূর্পনখার নাসা-কর্ণ-ছেদনের বিবরণ। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র পঞ্চবটী বনে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে সূর্পনখা একদিন পঞ্চবটীবন দেখিতে আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পূর্ণ যৌবন, অসাধারণ সৌন্দর্য্য! রামচন্দ্রের অলৌকিক রূপ-লাবণ্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া সূর্পনখা রামচন্দ্রের নিকটে আসিলেন এবং রামচন্দ্রের সঙ্গ কামনা করিলেন। রামচন্দ্র তখন ছিলেন কুটীরমধ্যে সীতাদেবীর নিকটে; সূর্পনখার কথা শুনিয়া তিনি সীতার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া ইঙ্গিতে সূর্পনখাকে জানাইলেন —"আমার স্ত্রী আছেন, অন্য স্ত্রীলোককে বিবাহ করার আমার প্রয়োজনও নাই, ইচ্ছাও নাই।" রামচন্দ্র লক্ষ্মণের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া ইঙ্গিতে সূর্পনখাকে জানাইলেন—"তুমি লক্ষ্মণের নিকটে যাইতে পারো।" তখন সূর্পনখা লক্ষ্মণের নিকটে আসিয়া সমস্ত জানাইলে লক্ষ্মণ বলিলেন—"আমি শ্রীরামের কিঙ্করমাত্র। শ্রীরামচন্দ্র রাজা, তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, একাধিক বিবাহও করিতে পারেন; তুমি তাঁহার নিকট যাও।" তখন সূর্পনখা আবার শ্রীরামের নিকট আসিলে শ্রীরাম এবারও তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন প্রচণ্ড ক্রোধের আবেশে সূর্পনখার ভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশ পাইলে, তাহা

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

দেখিয়া সীতাদেবী অত্যন্ত ভয় পাইলেন। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ রোষভরে সূর্পনখার নাসিকা ছেদন করিয়া দিলেন ( রামায়ণের বিবরণ )। তজ্জন্য রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে তিরস্কারাদি করিলেন না। ইহাতেই লক্ষ্মণের কার্য রামচন্দ্রের অনুমোদন লাভ করিল। সেবকের কর্ম প্রভুর অনুমোদন লাভ করিলে, সেই কর্মের জন্য প্রভুই দায়ী, তাহাও প্রভুরই কর্ম। এ-কথা বিবেচনা করিলে, সূর্পনখার নাসিকা-ছেদনকেও রামচন্দ্রের কার্য মনে করা যায়। "পদ্মপুরাণের মতে শ্রীরামচন্দ্রই সূর্পনখার নাসা-কর্ণ-ছেদন করিয়াছিলেন। যথা,—'শ্রীরামঃ খড়্গমুদ্যম্যনাসাকর্ণৌ প্রচিচ্ছিদে ॥ ১১২ ॥ ( উত্তরখণ্ড, ৩১ অধ্যায় ॥' অ. প্র.।"

**লুব্ধক**—ব্যাধ। কোনও দুইটি প্রাণী যখন পরস্পর বিবাদাদিতে লিপ্ত থাকে, ব্যাধ তখনও তাহাদিগকে, বা তাহাদের একটিকে, হত্যা করিয়া থাকে। লুব্ধকের প্রায় ইত্যাদি—ব্যাধের ন্যায় বালির প্রাণ বিনষ্ট করিলেন। এ-স্থলেও রামচন্দ্রকর্তৃক বালি-হত্যার কথা বলা হইয়াছে।

বালি-হত্যার বিবরণ। বালি ও সুগ্রীব ছিলেন দুই সহোদর; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর শত্রুতা ছিল। সুগ্রীব ছিলেন রামচন্দ্রের বন্ধু। রাবণ-কর্তৃক সীতা-হরণের পরে, একদিন সুগ্রীব ছিলেন বালির সহিত যুদ্ধে রত। রামচন্দ্র নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। হঠাৎ শ্রীরামচন্দ্র, সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে রত বালির উপর তীর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের এই আচরণকেই ব্যাধের আচরণ বলা হইয়াছে।

এ-স্থলে একটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচ্য। এই পয়ারটি হইতেছে রাধা-ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর উক্তি, সুতরাং শ্রীরাধারই উক্তি। শ্রীকৃষ্ণের দোষের কথা বলিতে বলিতে, এই পয়ারে শ্রীরাধা রামচন্দ্রের দোষের কথা বলিয়াছেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরামচন্দ্ররূপে স্ত্রৈণ ছিলেন, সূর্পনখার নাসা-কর্ণ-ছেদন করিয়াছিলেন এবং ব্যাধের ন্যায় বালিকে হত্যা করিয়াছিলেন। এইরূপ যথাশ্রুত অর্থ স্বীকার করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং-ভগবান্ এবং শ্রীরামচন্দ্রাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণই যে বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এ-সব কথা শ্রীরাধা জানিতেন। কিন্তু এতাদৃশ জ্ঞান শ্রীরাধার পক্ষে সম্ভব নহে, শ্রীরাধা কেন, শ্রীকৃষ্ণের কোনও ব্রজপরিকরের পক্ষেই সম্ভব নহে। যেহেতু, গাঢ় প্রেমের এবং অত্যধিক মমত্ববুদ্ধির প্রভাবে, ব্রজপরিকরগণ—শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ংভগবান্ বলিয়া মনে করা তো দূরে, কোনও ভগবৎ-স্বরূপ বলিয়াও জানিতেন না, মনে করিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার পরিকর বলিয়া, স্বরূপতঃ স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ হইলেও, লীলাশক্তির প্রভাবে তাঁহারা যেমন নিজেদিগকে সাধারণ জীব বলিয়া মনে করিতেন, তদ্রূপ, গাঢ় প্রেম এবং গাঢ় মমত্ববুদ্ধির প্রভাবে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেও, তাঁহাদের মতনই একজন নন্দমহারাজের পুত্রমাত্র মনে করিতেন। শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধানপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার বিরহ-খিন্না গোপীগণ যে তাঁহাকে "ন খলু গোপিকা-নন্দনো ভবানখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্" বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের পরিহাসবাক্যমাত্র ছিল, প্রাণের অনুভূতির কথা ছিল না ( ভাগবতের টীকায় বৈষ্ণবাচার্য গোস্বামিগণ এইরূপ তাৎপর্যই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই রামচন্দ্ররূপে সূর্পনখার নাসা-কর্ণ-ছেদনাদি করিয়াছেন, এইরূপ উক্তি শ্রীরাধার স্বরূপগত ভাবের পক্ষে সম্ভব নয়।

কি কার্য্য আমার সে বা চোরের কথায় ।"
যে 'কৃষ্ণ' বোলয়ে তারে খেদাড়িয়া যায় ॥ ১৯
'গোকুল গোকুল' মাত্র বোলে ক্ষণে ক্ষণে ।
'বৃন্দাবন বৃন্দাবন' বোলে কোনদিনে ॥ ২০
'মথুরা মথুরা' কোনদিন বোলে সুখে ।
কোনদিন পৃথিবীতে নখে অঙ্ক লেখে ॥ ২১
ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ-আকৃতি ।
চাহিয়া রোদন করে, ভাসে সব ক্ষিতি ॥ ২২
ক্ষণে বোলে "ভাইসব ! বড় দেখি বন ।
পালে পালে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের গণ ॥" ২৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এই পয়ারোক্তির তাৎপর্য হইতেছে এই । শ্রীরাধা দুর্জয়-মানভরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের কেবল দোষের কথাই বলিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের বর্ণটি ছিল—কৃষ্ণ, কালো। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তীব্র-রোষভরে শ্রীরাধা মনে করিতেছিলেন, "যাঁহাদের বর্ণ কালো, তাঁহাদের স্বভাব কখনও ভাল হয় না, তাঁহারা কেবল দোষময় কার্যই করিয়া থাকেন।" শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন—নবদুর্বাদল-শ্যাম ; ইহাকেই শ্রীরাধা "কালো" মনে করিয়া রামচন্দ্রের দোষের কথা বলিয়া, "যাঁহাদের বর্ণ কালো, তাঁহারা যে কখনও ভাল হইতে পারেন না", তাহা দেখাইয়াছেন । শ্রীল কৃষ্ণকমলগোস্বামী-মহোদয় তাঁহার একটি গ্রন্থে, পূর্বকথিতরূপ মানবতী শ্রীরাধার ভাবটি অতি সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের দোষের কথা বলিতে যাইয়া শ্রীরাধা বলিয়াছেন—"যার বরণ কালো, স্বভাব কুটিল, অন্তরে কি ভাল তার। রামচন্দ্র ছিল কালো, সূর্পনখা বেসে ভাল, সঙ্গ আশে পাশে এলো, নাসা-কর্ণ ছেদে তার ॥ আর এক কালোর কথা বলি, ছিল বামন মহাছলী, ( বলি ) সর্বস্ব অর্পণ করি, পাতালে বসতি তার ॥ ইত্যাদি ।" আলোচ্য পয়ারে শ্রীরাধার উক্তির মর্মও এইরূপই ।

১৯। এই পয়ারের প্রথমার্ধও রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর, বা শ্রীরাধার উক্তি। **সে বা চোরের কথায়**—সেই চোর শ্রীকৃষ্ণের কথায় (আমার কি প্রয়োজন ?) শ্রীকৃষ্ণ তো চোর—কাত্যায়ণী-ব্রতপরায়ণা গোকুল-কন্যাদের বসন চুরি করিয়াছেন, গোকুলবাসীদের ঘরে ঘরে ক্ষীর-নবনীতাদি চুরি করিয়া খাইয়াছেন। এইভাবের আরও কত রকমের চুরি তিনি করিয়াছেন। এতাদৃশ চোরের প্রসঙ্গে কোনও কথা বলা বা শুনার পক্ষে আমার কি প্রয়োজন ? **যে কৃষ্ণ বোলয়ে** ইত্যাদি—শ্রীরাধার বা রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর শ্রুতিগোচরভাবে যিনি "কৃষ্ণ"-শব্দটি উচ্চারণ করেন, রোষভরে তিনি তাঁহাকে খেদাড়িয়া—( তাড়া করিয়া ) যায়েন। পূর্ববর্তী ১৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ।

২০। ২০-২৪-পয়ার-সমূহেও রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর আচরণের কথা বলা হইয়াছে।

২১। "সুখে"-স্থলে "মুখে"-পাঠান্তর। **কোনদিন পৃথিবীতে** ইত্যাদি—কোনও দিন বা নখের দ্বারা মাটিতে আঁক ( রেখা ) টানিতে থাকেন। ইহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহাবস্থায় শ্রীরাধার "চিন্তা"-নামক ভাবের লক্ষণ ।

২২। **ত্রিভঙ্গ আকৃতি**—ত্রিভঙ্গ-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের আকৃতি ।

২৩। এই পয়ারে ভাবাবেশে বৃন্দাবন-দর্শনের কথা বলা হইয়াছে।

দিবসেরে বোলে রাত্রি, রাত্রিরে দিবস।
এইমত প্রভু হইলেন ভক্তিরস ॥ ২৪
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্বভক্তগণ।
অন্যোহন্যে গলা ধরি করেন ক্রন্দন ॥ ২৫
যে আবেশ দেখিতে ব্রহ্মার অভিলাষ।
সুখে দেখে তাহা সর্ব্ব-বৈষ্ণবের দাস ॥ ২৬
ছাড়িয়া আপন বাস প্রভু বিশ্বম্ভর।
বৈষ্ণবের ঘরে প্রভু থাকে নিরন্তর ॥ ২৭
বাহ্য-চেষ্টা ঠাকুর করেন কোনক্ষণে।
সে কেবল জননীর সন্তোষকারণে ॥ ২৮
সুখময় হইলেন সর্ব্বভক্তগণ।
বিনি-ঠাকুরেও সভে করেন কীর্ত্তন ॥ ২৯
নিত্যানন্দ মত্তসিংহ সর্ব্বনদীয়ায়।
ঘরে ঘরে বুলে প্রভু অনন্ত লীলায় ॥ ৩০
প্রভু-সঙ্গে গদাধর থাকেন সর্ব্বথা।
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ব-বৈষ্ণবের কথা ॥ ৩১
একদিন অদ্বৈত নাচেন গোপীভাবে।
কীর্ত্তন করেন সভে মহা-অনুরাগে ॥ ৩২
আর্ত্তি করি নাচয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
পুনঃপুন দন্তে তৃণ করিয়া পড়য় ॥ ৩৩
গড়াগড়ি যায়েন অদ্বৈত প্রেমরসে।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ গায়েন উল্লাসে ॥ ৩৪
দুই প্রহরেও নৃত্য নহে সম্বরণ।
শ্রান্ত হইলেন সব ভাগবতগণ ॥ ৩৫
সভে মেলি আচার্য্যেরে স্থির করাইয়া।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে আচার্য্য বেঢ়িয়া ॥ ৩৬
কিছু স্থির হই যদি আচার্য্য বসিলা।
শ্রীবাস-রামাই-আদি তবে স্নানে গেলা ॥ ৩৭
আর্ত্তিযোগ আচার্য্যের পুনঃপুন বাঢ়ে।
একেশ্বর শ্রীবাস-অঙ্গনে গড়ি পাড়ে ॥ ৩৮
কার্য্যান্তরে নিজগৃহে ছিলা বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতের আর্ত্তি চিত্তে হইল গোচর ॥ ৩৯
ভক্ত আর্ত্তি-পূর্ণকারী সদানন্দ রায়।
আইলা অদ্বৈত যথা গড়াগড়ি যায় ॥ ৪০
অদ্বৈতের আর্ত্তি দেখি ধরি তাঁর করে।
দ্বার দিয়া বসিলেন গিয়া বিষ্ণুঘরে। ৪১
হাসিয়া ঠাকুর বোলে "শুনহ আচার্য্য!
কি তোমার ইচ্ছা বোল, কিবা চাহ কার্য্য?" ৪২
অদ্বৈত বোলয়ে "তুমি সর্ব্ববেদসার।
তোমারেই চাহোঁ প্রভু! কি চাহিব আর ॥" ৪৩

### নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৪। **ভক্তিরস**—প্রেমভক্তিরসের মূর্তবিগ্রহ। "হইলেন ভক্তিরস"-স্থলে "ভাবে হইলেন বশ" এবং "হইলেন ভক্তিবশ"-পাঠান্তর।

২৭। **বাস**—বাসস্থান, ঘর।

২৯। **বিনি-ঠাকুরেও**—ঠাকুর গৌরচন্দ্রব্যতীতও, গৌর সঙ্গে না থাকিলেও।

৩৮। **আর্ত্তি**—প্রেমজনিত আর্তি—কাতরতা। "আর্ত্তি"-স্থলে "ভক্তি"-পাঠান্তর। **গড়ি পাড়ে**—গড়াগড়ি যায়। "পাড়ে"-স্থলে "পড়ে"-পাঠান্তর।

৪০। **সদানন্দ রায়**—সর্বদা আনন্দ অনুভব করেন যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অথবা সদানন্দ—সচ্চিদানন্দ। সদানন্দ রায়—সচ্চিদানন্দ-স্বরূপসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ( গৌরচন্দ্র )।

৪১। **করে**—হস্তে। **বিষ্ণুঘরে**—বিষ্ণুমন্দিরে।

৪৩। **সর্ব্ববেদ সার**—১।১০।১৭৪ এবং ১।২।২১১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

হাসি বোলে প্রভু "আমি এই ত সাক্ষাত।
আর কি আমারে চাহ বোলহ আমা'ত ॥" ৪৪
অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু! কহিলা সুসত্য।
এই তুমি প্রভু! সর্ব্ববেদান্তের তত্ত্ব ॥ ৪৫
তথাপিহ বিভব দেখিতে কিছু চাই।"
প্রভু বোলে "কি ইচ্ছা বোলহ মোর ঠাঁই ॥" ৪৬
অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু! পূর্ব্বে অর্জ্জুনেরে।
যাহা দেখাইলা তথি ইচ্ছা বড় ধরে ॥" ৪৭
বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ।
চতুর্দ্দিগে সৈন্য দেখে মহা-যুদ্ধ-পথ ॥ ৪৮
রথের উপরে দেখে শ্যামল-সুন্দর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধর ॥ ৪৯
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ দেখে সেইক্ষণে।
চন্দ্র সূর্য্য সিন্ধু গিরি নদী উপবনে ॥ ৫০
কোটি চক্ষু বাহু মুখ দেখে পুনঃপুন।
সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জ্জুন ॥ ৫১

মহা অগ্নি যেন জ্বলে সকল বদন।
পোড়ে যত পতঙ্গ-পাষণ্ড দুষ্টগণ ॥ ৫২
যে পাপিষ্ঠ পর নিন্দে পরদ্রোহ করে।
চৈতন্যের মুখাগ্নিতে সে-ই পুড়ি মরে ॥ ৫৩
এরূপ দেখিতে অন্য কারো শক্তি নাঞি।
প্রভুর কৃপায় দেখে আচার্য্যগোসাঞি ॥ ৫৪
প্রেমসুখে অদ্বৈত কান্দেন অনুরাগে।
দন্তে তৃণ করি পুনঃপুন দাস্য মাগে ॥ ৫৫
পরম-আনন্দ প্রভু নিত্যানন্দরায়।
পর্য্যটনসুখে ভ্রমে সর্ব্বনদীয়ায় ॥ ৫৬
প্রভুর প্রকাশ সব জানে নিত্যানন্দ।
জানিলেন প্রভু হইয়াছে বিশ্ব-অঙ্গ ॥ ৫৭
সত্বরে আইলা যথা আছেন ঠাকুর।
বিষ্ণুগৃহে দ্বার দিয়া গর্জ্জেন প্রচুর ॥ ৫৮
নিত্যানন্দ আগমন জানি বিশ্বম্ভর।
দ্বার ঘুচাইলা, প্রভু হইলা ভিতর ॥ ৫৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৪৪। আমারে—আমার নিকটে। আমাতে—আমার কাছে, আমাকে।

৪৫। সর্ব্ববেদান্তের তত্ত্ব—সমস্ত বেদান্ত বা উপনিষৎ যাঁহার তত্ত্ব বলিয়া গিয়াছেন। ১।২।২১১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "সর্ব্ববেদান্তের"-স্থলে "সর্ব্ব-বেদ-বেদান্তের"-পাঠান্তর।

৪৬। বিভব—ঐশ্বর্য।

৪৭। তথি ইচ্ছা—তাহা দেখিতে ইচ্ছা। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের যে-বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, গীতার ১১শ অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈতও সেই বিশ্বরূপ-দর্শনের ইচ্ছাই জানাইলেন।

৫১। স্তুতি করয়ে অর্জুন—অর্জুনের স্তব গীতা ১১।৩৬-৪৬-শ্লোকসমূহে দ্রষ্টব্য।

৫২। পতঙ্গ-পাষণ্ড দুষ্টগণ—পতঙ্গরূপ পাষণ্ড-দুষ্ট-লোকগণ। অগ্নিতে পতঙ্গ-সমূহ যেমন পুড়িয়া মরে, তদ্রূপ।

৫৩। পর নিন্দে—পরের নিন্দা করে। "পর নিন্দে"-স্থলে "পরনিন্দা"-পাঠান্তর।

৫৪। এরূপ—এই বিশ্বরূপ। অন্য কারো শক্তি নাই—শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনের নিকটে একথা বলিয়াছেন। গীতা ॥ ১১।৫২-৫৪-শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৫৭-৫৮। বিশ্ব-অঙ্গ—সমস্ত বিশ্ব অঙ্গে যাঁহার। বিশ্বরূপ। ঠাকুর—শ্রীগৌরাঙ্গ।

৫৯। দ্বার ঘুচাইল—বিষ্ণুমন্দিরের দ্বার খুলিয়া দিলেন। প্রভু—প্রভু নিত্যানন্দ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-রূপ নিত্যানন্দ দেখি।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা বুজি আঁখি ॥ ৬০
প্রভু বোলে "উঠ নিত্যানন্দ মোর প্রাণ!
তুমি সে জানহ মোর সকল আখ্যান ॥ ৬১
যে তোমারে প্রীত করে মুঞি সত্য তার।
তোমা' বই প্রিয়তম নাহিক আমার ॥ ৬২
তুমি আর অদ্বৈতে যে করে ভেদবুদ্ধি।
ভালমতে না জানে সে অবতার-শুদ্ধি ॥" ৬৩
নিত্যানন্দ অদ্বৈত দেখিয়া বিশ্বরায়!
আনন্দে কান্দিয়া বিষ্ণুগৃহে গড়ি যায় ॥ ৬৪
হুঙ্কার গর্জ্জন করে শ্রীশচীনন্দন।
'দেখ দেখ' করি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন ॥ ৬৫
'প্রভু প্রভু' বলি স্তুতি করে দুই জন।
বিশ্বমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দময় মন ॥ ৬৬
এ সব কৌতুক হয় শ্রীবাসমন্দিরে।
তথাপি দেখিতে শক্তি অন্য নাহি ধরে ॥ ৬৭
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ-সকল কথা।
ইহা যে না মানয়ে সে দুষ্কৃতি সর্ব্বথা ॥ ৬৮
'সর্ব্বমহেশ্বর গৌরচন্দ্র' যে না বোলে।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্বকালে ॥ ৬৯
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এই সে ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর ॥ ৭০
নবদ্বীপে হেন সব প্রকাশের স্থান।
তথাপিহ ভক্ত বই না জানয়ে আন ॥ ৭১
ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ধন।
'ভক্তি' এই—কৃষ্ণনাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥ ৭২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৬০। **অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ**—বিশ্বম্ভরের অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় রূপ ( অর্থাৎ বিশ্বরূপ )। **বুজি আঁখি**—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া। "হইয়া পড়িলা বুজি"-স্থলে "হইল বুজিলা দুই" এবং "হইয়া পড়িলা যুড়ি"-পাঠান্তর।

৬১। **আখ্যান**—বিবরণ, লীলা।

৬৩। **তুমি আর অদ্বৈত ইত্যাদি**—২।৬।১৪৭ এবং ২।৬।১৫০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অবতার-শুদ্ধি**—অবতারের শুদ্ধতা, অর্থাৎ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত—এই দুই অবতার-সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান।

৬৪। **বিশ্বরায়**—বিশ্বের রাজা, অধিপতি—শ্রীগৌরাঙ্গ।

৬৫। "দেখ দেখ"-স্থলে "ডাক ডাক"-পাঠান্তর।

৬৬। **দুইজন**—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। **বিশ্বমূর্ত্তি**—বিশ্বরূপ। "আনন্দময়"-স্থলে "আনন্দ-মগ্ন"-পাঠান্তর।

৬৭। "হয়"-স্থলে "যত" এবং "সব"-পাঠান্তর।

৬৮। **অদ্বৈতের শ্রীমুখের ইত্যাদি**—এই উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীঅদ্বৈত-কর্ত্তৃক প্রভুর বিশ্বরূপ-দর্শনের কথা শ্রীঅদ্বৈতের নিকটেই গ্রন্থকার শুনিয়াছেন।

৬৯। **সর্ব্বমহেশ্বর**—মহা মহেশ্বর। ১।২।১ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭১। "প্রকাশের"-স্থলে "বৈষ্ণবের"-পাঠান্তর।

৭২। **ভক্তিযোগ ধন**—কৃষ্ণপ্রেমভক্তিই একমাত্র ধন ( সম্পত্তি ) ২।৪।৩৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। সেই প্রেমভক্তি-লাভের উপায় হইতেছে ভক্তিযোগ বা শুদ্ধাভক্তির সাধন। এই সাধনে প্রেমভক্তি পাওয়া

'কৃষ্ণ' বলি কান্দিলে সে কৃষ্ণ নাথ মিলে।
ধনে কুলে কিছু নহে 'কৃষ্ণ' না ভজিলে ॥ ৭৩
মধ্যখণ্ড-কথা বড় অমৃতের খণ্ড !
যে কথা শুনিলে খণ্ডে' অন্তর-পাষণ্ড ॥ ৭৪
তুই-ঠাকুরের বিশ্বরূপ দরশন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণধন ॥ ৭৫
ক্ষণেকে সকল সম্বরিয়া গৌরচন্দ্র।
চলিলেন নিজগৃহে লই ভক্তবৃন্দ ॥ ৭৬
বিশ্বরূপ দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
কাহারো নাহিক বাহ্য,—পরম-আনন্দ ॥ ৭৭
বিভব-দর্শন-সুখে মত্ত তুইজন।
ধূলায় যায়েন গড়ি সকল অঙ্গন ॥ ৭৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যায় বলিয়া ভক্তিযোগকেও "ধন" বলা হইয়াছে। **"ভক্তি" এই** ইত্যাদি—ধন-স্বরূপ ভক্তি (প্রেমভক্তি) হইতেছে এই—কৃষ্ণনাম-স্মরণ-ক্রন্দন, অর্থাৎ কৃষ্ণনামের স্মরণে ক্রন্দন। লক্ষণের দ্বারা প্রেমভক্তির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইলে কৃষ্ণনামের স্মরণেও প্রেম-ক্রন্দন প্রকাশ পাইয়া থাকে। অথবা, ভক্তি—সাধনভক্তি—হইতেছে এই যে—প্রাণের অন্তস্তল হইতে উত্থিত আর্তির সহিত (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবা লাভের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও লালসার সহিত) কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে, শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্মরণ। কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা-প্রাপ্তির এবং তজ্জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় বস্তু প্রেমভক্তি-লাভের, একমাত্র উপায় যে ভক্তিযোগ, তাহা দৃঢ়রূপে জ্ঞাপনের জন্য "ভক্তিযোগ"-শব্দ তিনবার উল্লিখিত হইয়াছে।

৭৩। **'কৃষ্ণ' বলে** ইত্যাদি—প্রাণের অন্তস্তল হইতে উত্থিত আর্তির সহিত (পূর্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য) 'কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিতে পারিলেই "কৃষ্ণ নাথ"—অর্থাৎ নাথরূপে বা একমাত্র সেব্যরূপে কৃষ্ণকে—পাওয়া যাইতে পারে। একমাত্র রাগানুগামার্গের সাধনেই প্রেমভক্তি লাভ সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত কোনও ভাগ্যে যাঁহার লোভ জন্মিয়াছে, তিনিই রাগানুগা-মার্গে সাধনার অধিকারী। কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত বলবতী লালসাবশতঃ, বলবতী উৎকণ্ঠার ফলে, তাঁহার পক্ষেই প্রাণের অন্তস্তল হইতে উত্থিত আর্তির সহিত "কৃষ্ণ" বলিয়া ক্রন্দন সম্ভব। তাঁহার এতাদৃশ ক্রন্দনে প্রেম-প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহার লালসাই সূচিত হয়।

**ধনে কুলে** ইত্যাদি—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের ফলেই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা এবং তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় বস্তু প্রেমভক্তি পাওয়া যাইতে পারে এবং তাহাতেই মানব-জন্মের সার্থকতা। শ্রীকৃষ্ণ-ভজন না করিলে প্রেমভক্তিও পাওয়া যায় না, মানব-জন্মও সার্থক হয় না। কৃষ্ণ-ভজনব্যতীত কেবল ধন-কুল-পাণ্ডিত্যাদিতে মানব-জন্মের বাস্তব-সার্থকতা লাভ হইতে পারে না, ধন-কুলাদির গর্বে বরং আরও অধঃপতনই হইয়া থাকে। ১।৫।৫৩, ২।৪।৩৮, ২।১৬।১৪৩-পয়ারের টীকা এবং ১।২।৩-৪-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৫। **তুই ঠাকুরের**—অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের।

৭৬। **সকল সম্বরিয়া**—বিশ্বরূপ-প্রদর্শন-কালের ঈশ্বর-ভাবাদি সম্বরণ করিয়া।

৭৮। **ধূলায় যায়েন গড়ি** ইত্যাদি—শ্রীবাস-অঙ্গনের সর্বত্র ধূলার উপরে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

কেহো নাচে কেহো গায় দিয়া করতালী।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে ছুই মহাবলী ॥ ৭৯
এইমতে ছুইজন মহাকুতূহলী।
শেষে ছুইজনেই বাজিল গালাগালী ॥ ৮০
অদ্বৈত বোলয়ে "অবধূত মাতালিয়া।
এথা কোন্ জন তোকে আনিল ডাকিয়া ॥ ৮১
ছুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি সাম্ভাইলি কেনে।
'সন্ন্যাসী' বলিয়া তোরে বোলে কোন্ জনে ॥ ৮২
হেন জাতি নাহি না খাইলা যার ঘরে।
'জাতি আছে' হেন কোন্ জনে বোলে তোরে ॥৮৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮০। **ছুই জনে বাজিল গালাগালী**—অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ পরস্পরকে গালাগালি ( তিরস্কার, নিন্দা ) করিতে লাগিলেন। বলা-বাহুল্য, ইহা হইতেছে তাঁহাদের প্রেম-কোন্দল। পরবর্তী ৮১-৮৪-পয়ারসমূহে এবং ৯০-৯৫-পয়ারসমূহে অদ্বৈতকর্তৃক নিত্যানন্দের সম্বন্ধে এবং ৮৫-৮৮-পয়ারসমূহে নিত্যানন্দ-কর্তৃক অদ্বৈতের সম্বন্ধে গালাগালি কথিত হইয়াছে। পরস্পরের প্রতি তাঁহাদের উক্তিগুলির ছুই রকম অর্থ আছে—যথাশ্রুত অর্থে নিন্দা এবং গূঢ় অর্থে স্তুতি।

৮১। **অবধূত**—১।৬।৩৩৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অবধূত মাতালিয়া**—নিন্দার্থ। অদ্বৈত নিত্যানন্দকে বলিতেছেন—তুই তো অবধূত-আচার-ভ্রষ্ট এবং মাতাল। স্তুতি-অর্থ। তুমি মাতালিয়া—কৃষ্ণপ্রেম-মত্ত এবং তজ্জন্য অবধূত-আচারাদি-সম্বন্ধে তোমার কোনও অনুসন্ধান থাকে না বলিয়া কখনও কখনও আশ্রমোচিত আচারের পালন তোমার পক্ষে সম্ভব হয় না।

৮২-৮৩। **সাম্ভাইলি**—বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিলি। **ছুয়ার ভাঙ্গিয়া**—বিষ্ণুমন্দিরের দরজা ভাঙ্গিয়া। বস্তুতঃ নিত্যানন্দ নিজে বিষ্ণুমন্দিরের দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন নাই; প্রভুই দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়াছেন। প্রেম-ক্রোধাবেশে অদ্বৈত এ-কথা বলিয়াছেন। **সন্ন্যাসী বলিয়া** ইত্যাদি—নিন্দার্থ। কে তোকে সন্ন্যাসী বলে? সন্ন্যাসীর কোনও আচরণই তোর মধ্যে নাই যে। স্তুতি অর্থ। তুমি তো বস্তুতঃ ব্রজের বলরাম ( ২।৫।১০৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া থাকিলেও, বাস্তবিক তুমি প্রাকৃত জীবের ন্যায় সাধন-ভজনের নিমিত্ত সন্ন্যাস-গ্রহণ কর নাই। তুমি মূলভক্ত-অবতার বলরাম বলিয়া সাধন-ভজনের কোনও প্রয়োজনই তোমার নাই, সুতরাং সন্ন্যাস-গ্রহণেরও প্রয়োজন নাই। বলরামরূপে তুমি যেমন "কৃপাসিন্ধু ভক্তগণ-প্রাণ ( ১।২।১২৭ )" ছিলে, এই নিত্যানন্দরূপেও তুমি "কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণবধাম ( ১।২।৩৬ )।" কলিহত জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ, নিজে আচরণ করিয়া জীবকে ভক্তি-লাভের উপায় শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তই তুমি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছ এবং ইহা দ্বারা জীবকে জানাইতেছ—সন্ন্যাস অর্থাৎ বিষয়-বাসনাদি সম্যক্-রূপে ত্যাগ না করিলে শ্রীকৃষ্ণভজন হয় না। ( বস্তুতঃ নিত্যানন্দের সন্ন্যাস হইতেছে তাঁহার একটি স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা। প্রাকৃত জীব যেরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, নিত্যানন্দ সেরূপ, অর্থাৎ সেই উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং লৌকিক জগতের সন্ন্যাসীর ন্যায় সন্ন্যাসী তিনি ছিলেন না )। **হেন জাতি** ইত্যাদি—নিন্দার্থ। তুই যাহার-তাহার ঘরে ভাত খাইয়াছিস্। তাহাতে তোর জাতি গিয়াছে। এখন কে বলিবে তোর জাতি আছে? স্তুতি-অর্থ। তুমি ঈশ্বরতত্ত্ব বলরাম বলিয়া, জাতিবর্ণ-

বৈষ্ণবসভায় কেনে মহামাতোয়াল।
ঝাট নাহি পলাইলে নহিবেক ভাল ॥" ৮৪
নিত্যানন্দ বোলে "আরে নাঢ়া! বসি থাক।
কিলাইয়া পাড়োঁ পাছে দেখাঙ প্রতাপ ॥ ৮৫
আরে বুঢ়া বামনা! তোমার ভয় নাই।
আমি অবধূত-মত্ত ঠাকুরের ভাই ॥ ৮৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নির্বিশেষে যে-কেহ ভক্তির সহিত তোমাকে অন্ন নিবেদন করেন, "ভক্তগণ-প্রাণ"-বলিয়া তুমি সেই ভক্তের নিবেদিত অন্নই ভোজন করিয়া থাক। ইহা তোমার ভক্তবাৎসল্যেরই পরিচায়ক। আর, তুমি যখন ঈশ্বর-তত্ত্ব, সুতরাং জন্মরহিত এবং অনাদি, তখন তোমার কোনও জাতিই থাকিতে পারে না, প্রাকৃত লোকের ন্যায় জন্ম-অনুসারে তোমার জাতির পরিচয় থাকিতে পারে না। ৮২-পয়ারে "আসি"-স্থলে "তুঞি" এবং ৮৩-পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "হেন জাতি নাহি খাইয়াছ (খাইয়াছে) যার ঘরে।" এবং "হেন জন নাহি যে না খাও তার ঘরে"-পাঠান্তর।

৮৪। এই পয়ারের নিন্দাসূচক অর্থ অতি সহজবোধ্য। কেবল স্তুতিমূলক অর্থই প্রকাশ করা হইতেছে। **বৈষ্ণবসভায়** ইত্যাদি—তুমি তো কৃষ্ণপ্রেমরূপ মদিরা-পানে সর্বদা মহামত্ত হইয়া থাক। তুমি "কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা" বলিয়া সাধকভক্ত (বৈষ্ণব)-গণ দূর হইতেই তোমার উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া তুমি দর্শন দিতে ইচ্ছা কর, তিনিই তোমার দর্শন পাইয়া থাকেন। একস্থানে উপস্থিত থাকিলেও সকল বৈষ্ণব একসঙ্গে তোমার দর্শন পায়েন না। কিন্তু এখন তুমি সমস্ত বৈষ্ণবের সাক্ষাতে কেন উপস্থিত হইয়াছ? এই উক্তির ব্যঞ্জনা এই যে—সকল বৈষ্ণবের সাক্ষাতে তোমার উপস্থিতির হেতু হইতেছে এই যে—তুমি সকল বৈষ্ণবকে কৃপা করার নিমিত্তই স্বয়ং তাঁহাদের মধ্যে উপনীত হইয়াছ, তোমার কৃপায় তাঁহারা সকলেই প্রেমভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। **ঝাট নাহি** ইত্যাদি—এ-সকল বৈষ্ণব তো তোমার কৃপায় প্রেমভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেনই। এখন আর এই বৈষ্ণব-সভায় তোমার থাকার কোনও প্রয়োজন নাই। ঝাট (শীঘ্র) তুমি এই স্থান হইতে পলাইয়া (ইঁহারা তোমাকে ছাড়িতে চাহিবেন না, তথাপি তুমি তোমার কৃপাধন্য এই বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে) অন্যত্র (বিষয়-সুখমত্ত মায়ামুগ্ধ জীবের নিকটে) গমন কর। নচেৎ তাহাদের (সেই বিষয়ী লোকদের) ভাল (মঙ্গল) হইবে না (তাহাদিগকেও প্রেমভক্তি দান করিয়া কৃতার্থ কর)।

৮৫। ৮৫-৮৮-পয়ারোক্তি হইতেছে শ্রীঅদ্বৈত-সম্বন্ধে শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাজস্তুতি। **নাঢ়া**—২।২।২৬২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **কিলাইয়া পাড়োঁ** ইত্যাদি—কিলাইতে কিলাইতে তোমাকে মাটীতে ফেলিয়া শোয়াইয়া দিব। পাছে (তখন) আমার কিরূপ প্রতাপ, তাহা বুঝিতে পারিবে। ইহা হইতেছে শ্রীনিত্যানন্দের প্রীতি-পরিহাসোক্তি। "নিত্যানন্দ অদ্বৈতে অভেদ। প্রেম জ্ঞান॥ ২।৬।১৫০॥"

৮৬। **বুঢ়া বামনা**—২।৩।১২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **অবধূত মত্ত**—অবধূত (আচার ভ্রষ্ট, সুতরাং শিষ্টাচারেরও ধার ধারি না; তাই তুমি বুঢ়া বলিয়া তোমাকে যে কিলাইব না, তাহা মনে করিও না); তাহাতে আবার আমি মত্ত; সুতরাং সাবধান হও।" "মত্ত"-স্থলে "মল্ল"-পাঠান্তর। আমি

স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী।
পরমহংসের পথে আমি অধিকারী ॥ ৮৭

আমি মারিলেও তুমি বলিতে না পার'।
আম'সনে অকারণে তুমি গর্ব্ব কর' ॥ ৮৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মল্ল-মহা পালোয়ান; সুতরাং তোমাকে কিলাইয়া শোয়াইয়া দেওয়া আমার পক্ষে অতি সহজ। **ঠাকুরের ভাই**—তাতে আমি আবার ঠাকুর গৌরচন্দ্রের ভাই। আমি তোমাকে গ্রাহ্যই করি না। এ-সমস্তও নিত্যানন্দের প্রীতি-পরিহাসোক্তি। ব্যঞ্জনা এই যে, "অদ্বৈত! তুমি আমাকে অবধূত বলিয়াছ, মত্ত (মাতোয়াল) বলিয়াছ। আমি যদি তাহাই হইয়া থাকি, তাহা হইলে তোমাকে কিলাইয়া আমার প্রতাপ দেখাইতে আমি সঙ্কোচ অনুভব করিব কেন?"

**৮৭। স্ত্রীয়ে পুত্রে** ইত্যাদি—যথাশ্রুত নিন্দার্থ—"তুমি স্ত্রী-পুত্র লইয়া গৃহে অবস্থান করিতেছ; সুতরাং তুমি পরম-সংসারী। আর আমি—বিবাহও করি নাই, গৃহেও বাস করি না; গৃহত্যাগ করিয়া আমি পরমহংসগণের পথের অধিকারী হইয়াছি।" গূঢ় স্তুতিপর অর্থ। **সংসার**—সম্যক্‌রূপে সারবস্তু। **সংসারী**—যিনি সম্যক-সার-বস্তুকে গ্রহণ করিয়াছেন বা পাইয়াছেন, তিনি সংসারী। **পরম সংসারী**—যাহা পরম সার এবং সম্যকরূপে সারবস্তু, তাহাকে যিনি গ্রহণ করিয়াছেন বা পাইয়াছেন, তিনিই পরম-সংসারী। কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই এবং তাদৃশী সেবার পক্ষে অপরিহার্যরূপে আবশ্যক প্রেমই হইতেছে জীবের পক্ষে পরম এবং সম্যকরূপে সারবস্তু; সুতরাং যিনি সেই প্রেম এবং কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা পাইয়াছেন, অথবা যিনি প্রেম এবং কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা প্রাপ্তির নিমিত্ত ঐকান্তিকভাবে যত্নপর, তিনিই পরম-সংসারী। **স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে** ইত্যাদি—স্ত্রী-পুত্র লইয়া গৃহে অবস্থান করিলেও তুমি কিন্তু স্ত্রী-পুত্রে বা গৃহে আসক্ত নও। যেহেতু, তুমি হইতেছ—**পরম সংসারী**—যাহা পরম সারবস্তু এবং সম্যক্ সারবস্তু, সেই কৃষ্ণপ্রেম এবং কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা তুমি পাইয়াছ, অথবা সেই প্রেম এবং সেই সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত তুমি স্ত্রীপুত্রের সহিত ঐকান্তিকভাবে যত্নপর। **পরমহংসের পথে** ইত্যাদি—আর আমি কি পরমহংসগণের পথের অধিকারী? ভাগবত-পরমহংসগণের ন্যায় আমি পোষাক ধারণ করিয়াছি বটে, বাহিরে তাঁহাদের আচরণেরও অনুকরণ করিয়া থাকি বটে; কিন্তু পোষাকে এবং আচরণে কি আমার অধিকার আছে? আমার অধিকার নাই। যেহেতু, তোমার ন্যায়, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার লালসা তো আমার নাই। ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ, বিশেষতঃ, অদ্বৈতের উৎকর্ষ প্রদর্শনের ইচ্ছাবশতঃ, শ্রীনিত্যানন্দের এতাদৃশী উক্তি।

**৮৮।** যথাশ্রুত নিন্দার্থ। আমি যদি তোমাকে মারিও (কিলাইও), তথাপি তুমি আমাকে কিছু বলিতে পার না, বলা তোমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। যেহেতু, তুমি গৃহাসক্ত পরম-সংসারী; আর আমি পরম-হংসগণের পথের অধিকারী। আমার সহিত (নিকটে) তোমার গর্ব প্রকাশ করার কোনও হেতুই থাকিতে পারে না। গূঢ় স্তুতিপর অর্থ। অহৈতুকী স্পর্ধা-বশতঃ আমি যদি তোমাকে মারিও (কিলাইও), তথাপি, "ভুঞ্জান এব আত্মকৃতং বিপাকম্"—ব্রহ্মার এই উক্তির অনুসরণে, বিশেষতঃ শ্রদ্ধাভক্তির প্রভাবে তোমার অমানিতা

শুনিঞা অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বোলে ॥ ৮৯

"মৎস্য খায় মাংস খায় কেমত সন্ন্যাসী।
বস্ত্র এড়িলাঙ এই আমি দিগবাসী ॥ ৯০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ও নিরভিমানতাবশতঃ, তুমি আমাকে কিছু বলিতে পারিবে না, আমার অশোভন-কার্যের প্রতিবাদ করিতে পারিবে না, তদ্রূপ ইচ্ছাও তোমার চিত্তে উদিত হইবে না। তোমার মধ্যে গর্বের কোনও কারণই নাই, যেহেতু তোমার শুদ্ধাভক্তির প্রভাবে, সংসারী লোকের ন্যায় গর্বের সমস্ত কারণ বা হেতুই তোমার সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়াছে। তুমি এখন যদি গর্ব প্রকাশ কর, তাহা হইবে তোমার "অকারণ গর্ব"। ভক্তির প্রভাবে "অকারণ গর্ব"-প্রকাশের প্রবৃত্তিও তোমার হইবে না। সুতরাং তুমি কি আমার সহিত অকারণ-গর্ব প্রকাশ করিবে? তাহা কখনও করিবে না। **অথবা,** তুমি যদি কৃপা করিয়া আমার মঙ্গলের নিমিত্ত আমার কোনও দোষ দেখাইয়া দাও এবং তাহা দূর করার জন্য আমাকে উপদেশ দাও, তাহা হইলে তোমাকর্তৃক আমার দোষ-প্রদর্শনের এবং আমার প্রতি উপদেশ-দানের মর্ম আমি বুঝিতে পারিব না। কেন বুঝিতে পারিব না, তাহাও বলিতেছি। আমি নিজে ভক্তিহীন বলিয়া নিজের কোনও দোষ আছে বলিয়া মনে করি না, সুতরাং উপদেশাদিকে তোমার গর্বের পরিচায়কই মনে করি; সেই হেতু, আমার কোনও দোষ নাই মনে করিয়া তোমার এই গর্বকেও "অকারণ গর্ব" বলিয়াই মনে করি, মনে করি "আমার সহিত অকারণে তুমি গর্ব কর।" কিন্তু বাস্তবিক আমার সহিত তোমার এই গর্ব—যাহার ফলে তুমি আমার দোষ প্রদর্শন কর, আমার প্রতি উপদেশ দাও, সেই গর্ব—কি অকারণ? "আমা সহিত অকারণে তুমি গর্ব কর?" না, অকারণে গর্ব কর না। আমার মঙ্গলের নিমিত্তই তুমি আমার দোষ-প্রদর্শন কর এবং আমাকে উপদেশ দাও। ইহা আমার প্রতি তোমার কৃপা; আমি ভক্তিহীন বলিয়া ইহাকে "অকারণে গর্ব" বলিয়া মনে করি। ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ এবং অদ্বৈতের মহিমা-খ্যাপনের ইচ্ছাবশতঃ, নিত্যানন্দের এতাদৃশী উক্তি। "কর"-স্থলে "ধর"-পাঠান্তর।

৮৯। **অগ্নি হেন জ্বলে**—মহাক্রোধের আবেশে অদ্বৈত অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে লাগিলেন। ইহাও কৃত্রিম ক্রোধ, প্রেম-ক্রোধ। **অশেষ মন্দ বোলে**—নিত্যানন্দের প্রতি অশেষ মন্দ কথা বলিতে লাগিলেন। পরবর্তী ৯০-৯৫ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৯০। **মৎস্য খায় ইত্যাদি**—যাঁহারা মৎস্য-মাংস ভোজন করেন, তাঁহারা কি রকম সন্ন্যাসী? অর্থাৎ তাঁহারা বাস্তবিক সন্ন্যাসী নহেন; যেহেতু, সন্ন্যাসীদের পক্ষে মৎস্য-মাংস-ভোজন বেদে নিষিদ্ধ। অদ্বৈতাচার্য এ-স্থলে বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রের অনুগত সন্ন্যাসীদের কথাই বলিয়াছেন। তাঁহারা মৎস্য-মাংসাদি আহার করেন। যাঁহারা উচ্চ অধিকারী তান্ত্রিক সাধক, তাঁহারা মৎস্য-মাংসাদির তন্ত্রশাস্ত্রকথিত আধ্যাত্মিক অর্থের অনুসরণ করেন। এই আধ্যাত্মিক অর্থে "মাংস" বলিতে, মুদ্রাবিশেষের সহায়তায় জিহ্বাকে উল্টাইয়া টাগরার ভিতর দিয়া ঊর্ধ্বদিকে চালাইয়া সহস্রার হইতে ক্ষরিত সুধা-পানকে বুঝায়। আর, "মৎস্য"-শব্দের তান্ত্রিক আধ্যাত্মিক অর্থ হইতেছে এইরূপ। জীবের দেহে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটি প্রধান

কোথা মাতা পিতা কোন্ দেশে বা বসতি।
কে জানয়ে ইহা সে বলুক দেখি আসি ॥ ৯১

এ চোরা আসিয়া এতেক করে পাক।
খাইমু শুষিমু সংহারিমু সব থাক ॥ ৯২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নাড়ী আছে। তান্ত্রিকেরা এই তিনটি নাড়ীকে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী বলেন। তাঁহাদের মতে এই নদীত্রয়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ মৎস্য বিচরণ করেন। এইরূপে বিচরণশীল জীবাত্মা-পরমাত্মারূপ মৎস্যের অনুভবই হইতেছে তাঁহাদের মতে "মৎস্য-ভোজন"। মতান্তরে, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীতে বিচরণশীল শ্বাস-প্রশ্বাস-রূপ মৎস্যের ভোজনকেই (অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসকে বাহিরে আসিতে না দিয়া সুষুম্না-পথে চালিত করাকেই) মৎস্য-ভোজন বলা হয়। অদ্বৈতাচার্য এই পয়ারার্ধে এই দুই রকম বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রের অনুগত সন্ন্যাসীদের কথাই বলিয়াছেন। ইঁহাদিগকে বেদবিহিত সন্ন্যাসী বলা যায় না (কেমত সন্ন্যাসী); কেন না, ইঁহাদের দ্বারা বাস্তব ধর্মের অনুষ্ঠান হয় না (১।২।৩-৪-শ্লোকব্যাখ্যায় বাস্তব-ধর্মের স্বরূপ দ্রষ্টব্য)। তৎকালে বাংলাদেশে এতাদৃশ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী অনেক ছিলেন। এমন কি, অদ্বৈতাচার্যের বাসস্থল শান্তিপুরের নিকটেও একজন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ছিলেন, তিনি যে মদ্যপানও করিতেন, এই গ্রন্থেরই মধ্যখণ্ডের ১৯শ অধ্যায় হইতে তাহা জানা যায়। এতাদৃশ তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের কথা এবং তাঁহাদের শাস্ত্রবর্হির্ভূত আচরণের কথা স্মরণ করিয়াই বোধ হয় অদ্বৈতাচার্য প্রীতি-পরিহাসোক্তিতে শ্রীনিত্যানন্দকেও এতাদৃশ-তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বলিয়াছেন। বস্তুতঃ নিত্যানন্দ বেদবিরুদ্ধ-তন্ত্রশাস্ত্রানুগত সন্ন্যাসী বা অবধূত ছিলেন না, এবং কখনও মৎস্য-মাংস ভোজন করিতেন না। তিনি ছিলেন বেদানুগত সন্ন্যাসী এবং বেদানুগত তুরীয়াতীতাবধূত (১।৬।৩৩৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রীতি-পরিহাস-চ্ছলেই অদ্বৈত তাঁহাকে মৎস্য-মাংসাশী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাহার এই পরিহাসোক্তির গূঢ় অর্থ হইতেছে—নিত্যানন্দ এতাদৃশ মৎস্য-মাংস-ভোজী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী নহেন। তিনি বাস্তবিক বেদানুগত সন্ন্যাসী। "খায় মাংস খায়"-স্থলে "খাও মাংস খাও"-পাঠান্তর। **এড়িলাম**—ছাড়িলাম। **দিগ্ বাসী**—দিগ্ বসন, উলঙ্গ। নিত্যানন্দ-প্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া অদ্বৈত দিগ্ বসন হইয়াছেন।

**৯১।** এই পয়ারের যথাশ্রুত নিন্দার্থ সহজবোধ্য। গূঢ় স্তুতিপর অর্থ এইরূপ। নিত্যানন্দ অনাদি অজ বলিয়া তাঁহার জন্ম নাই, সুতরাং বাস্তবিক মাতাপিতাও নাই। বলদেবরূপে তাঁহার পিতা-মাতা—বসুদেব ও রোহিণী—হইতেছেন নিত্যসিদ্ধ পরিকর। বস্তুতঃ তাঁহারা তাঁহার জন্মদাতাও নহেন, গর্ভধারিণীও নহেন। অনাদিসিদ্ধ শুদ্ধবাৎসল্যের প্রভাবে তাঁহারা নিজেদিগকে পিতামাতা বলিয়া মনে করেন এবং সেই বাৎসল্যের প্রভাবেই তিনিও তাঁহাদিগকে পিতামাতা বলিয়া মনে করেন। প্রকট-লীলা-কালে তাঁহাদের যোগেই তিনি অবতীর্ণ হয়েন। ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া তিনি স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন—সর্বব্যাপক; সুতরাং তাঁহার কোনও নির্দিষ্ট বাসস্থানও নাই, সর্বত্রই তিনি বিরাজিত। "ইহা সে বলুক দেখি আসি"-স্থলে "আসিয়া বলুক দেখি ইথি"-পাঠান্তর।

**৯২। এক চোরা**—অদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দকে "এক চোরা" বলিয়াছেন (চোরা—গূঢ় অর্থে—আত্মগোপ-তৎপর। **এতেক করে পাক**—এত প্রকার কার্য করে। গূঢ়ার্থ—লোকের উদ্ধাররূপ কার্য।

তারে বলি 'সন্ন্যাসী', যে কিছু নাহি চায়।
বোলায় 'সন্ন্যাসী', দিনে তিনবার খায় ॥ ৯৩
শ্রীনিবাসপণ্ডিতের মূলে জাতি নাঞি।
কোথাকার অবধূতে আনি দিলা ঠাঞি ॥ ৯৪
অবধূত করিব সকল জাতি নাশ।
কোথা হৈতে মদ্যপের হইল প্রকাশ ॥" ৯৫
কৃষ্ণপ্রেমসুধারসে মত্ত দুইজন।
অন্যোহন্যে কলহ করেন অনুক্ষণ ॥ ৯৬
ইথি একজনের হইয়া পক্ষ যেই।
অন্যজনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সেই ॥ ৯৭
হেন প্রেমকলহের মর্ম্ম না জানিয়া।
এক নিন্দে' আর বন্দে সে মরে পুড়িয়া ॥ ৯৮
অদ্বৈতের পক্ষ হই নিন্দে' গদাধর।
সে অধম কভু নহে অদ্বৈতকিঙ্কর ॥ ৯৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**খাইমু** ইত্যাদি—এখন থাকুক, আমি সমস্তই খাইব, শোষণ করিব এবং সংহার করিব। গূঢ় স্তুতিপর অর্থ—কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা নিত্যানন্দ যেন এখানেই থাকেন। তাহা হইলে আমি তাঁহার নিকট হইতে ভক্তিরস শোষণ করিয়া খাইতে ( আস্বাদন করিতে ) পারিব। তাঁহার কৃপায় প্রেমভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব। "শুষিমু"-স্থলে "গিলিমু"-পাঠান্তর।

৯৩। যথা-শ্রুত অর্থ সহজবোধ্য। গূঢ় স্তুতিপর অর্থ এইরূপ। যিনি বাস্তবিক সন্ন্যাসী, তিনি কাহারও নিকটে কিছুই যাচ্ঞা করেন না; অযাচিতভাবে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই তিনি আহার করেন, কিছু পাওয়া না গেলে উপবাসী থাকেন। কিন্তু যাঁহারা নিজেদিগকে "সন্ন্যাসী" বলিয়া প্রচার করেন, অথচ লোকের নিকটে যাচ্ঞা করিয়া দিনে তিনবার ভোজন করেন, তাঁহারা বাস্তবিক সন্ন্যাসী নহেন, তাঁহারা জিহ্বা-লম্পট, উদর ভরণের নিমিত্তই তাঁহারা সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন। নিত্যানন্দ কিন্তু এই রকম সন্ন্যাসী নহেন। তিনি কাহারও নিকটে কখনও কোনও ভোজ্য দ্রব্য যাচ্ঞা করেন না। তিনি ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার উপাসক ভক্তগণ ভক্তির সহিত যখনই তাঁহাকে যাহা কিছু নিবেদন করেন, ভক্তবৎসল নিত্যানন্দ তখনই ভক্তের প্রীতিমিশ্রিত সেই দ্রব্য ভোজন করেন। ভক্তগণ দিনে তিন বেলা তাঁহাকে কিছু দিলেও তাহা তিনি ভোজন করেন—এতাদৃশই তাঁহার ভক্তবাৎসল্য।

৯৪। এই পয়ারোক্তিও নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে শ্রীঅদ্বৈতের প্রীতি-পরিহাস মাত্র। **মূলে**—বাস্তবিক, আসলে। **জাতি নাই**—তাঁহার জাতি নষ্ট হইয়াছে। গূঢ় অর্থ—জাত্যভিমান নাই। "দিলা"-স্থলে "দেই"-পাঠান্তর।

৯৫। **অবধূত**—আচার-ভ্রষ্ট। স্তুতি-অর্থে—কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ততাবশতঃ বাহ্যজ্ঞানহারা বলিয়া আচার-পালনে অনুসন্ধানহীন। **অবধূত করিব** ইত্যাদি—এই আচার-ভ্রষ্ট অবধূত নিজের আদর্শে ও আচরণে সকলকেই জাতিভ্রষ্ট করিবেন। গূঢ় স্তুতিপর অর্থ—ইনি সকলকে কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়া সকলের জাত্যভিমান দূর করিবেন। "করিব"-স্থলে "করিল"-পাঠান্তর। **কোথা হৈতে** ইত্যাদি– যথা-শ্রুত নিন্দাসূচক অর্থ সহজবোধ্য। গূঢ় স্তুতিপর অর্থ—আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ কোথা হইতে এই কৃষ্ণপ্রেম-মদিরা-পানরত নিত্যানন্দ এ-স্থানে আসিয়া সকলের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

৯৯। অদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুত গদাধরপণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। যাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতকে

ঈশ্বরে সে ঈশ্বরের কলহের পাত্র ।
কে বুঝয়ে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা মাত্র ॥ ১০০
সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া ।
যে কৃষ্ণচরণ ভজে সে যায় তরিয়া ॥ ১০১
ভক্তগোষ্ঠীসহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয় ।
বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয় ॥ ১০২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১০৩

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে বিশ্বরূপ-দর্শনাদি-বর্ণনং নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন, তাঁহারা মনে করিতেন, গদাধরপণ্ডিত গোস্বামী শ্রীঅচ্যুতকে ভুলাইয়া নিজের শিষ্য করিয়াছেন। এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা গদাধরপণ্ডিতের নিন্দা করিতেন। যে অধম ইত্যাদি—তাঁহারা নিজেদিগকে অদ্বৈতের সেবক বলিয়া মনে করিলেও শ্রীঅদ্বৈত কিন্তু তাঁহাদিগকে নিজের সেবক বলিয়া অঙ্গীকার করেন না। যেহেতু, তাঁহারা অদ্বৈতের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য করেন না। অদ্বৈত কখনও নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না, কৃষ্ণদাস বলিয়াই মনে করেন।

১০০। শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দের মধ্যে যে-কলহ, তাহা হইতেছে তাঁহাদের প্রেম-কলহ। তাঁহারা উভয়েই ঈশ্বর-তত্ত্ব। এক ঈশ্বর-তত্ত্বের কলহের পাত্র আর এক ঈশ্বর-তত্ত্বই হইতে পারেন, অপর কেহ হইতে পারেন না। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ উভয়েই ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে অভেদ-প্রেম বিরাজিত। ২।৫।১০৫, ২।৬।১৪৭ এবং ২।৬.১৫০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১০৩। ১।২।২৮৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে চতুর্বিংশ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

( ৫. ১১. ১৯৬৩—৭. ১১. ১৯৬৩ )

# মধ্যখণ্ড

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়

জয় জয় সর্ব্বলোকনাথ গৌরচন্দ্র। জয় ধর্ম্ম-বেদ-বিপ্র-সন্ন্যাসী মহেন্দ্র ॥ ১

### নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বিষয়। "দুঃখী"-নাম্নী শ্রীবাসপণ্ডিতের দাসীকর্তৃক গৌরের সেবা এবং প্রভুকর্তৃক তাঁহার "সুখী"-নামকরণ। শ্রীবাসের অঙ্গনে প্রভুর আনন্দ-নৃত্যকালে শ্রীবাসপুত্রের পরলোক-গমন এবং প্রভুর নৃত্যসুখ-ভঙ্গভয়ে শ্রীবাসকর্তৃক স্বীয় পরিজনবর্গকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ। নৃত্যাবসানে প্রভুর উক্ত সংবাদ শ্রবণ ও দুঃখ। প্রভুর সন্ন্যাসের ইঙ্গিত। প্রভুকর্তৃক মৃতশিশুর মুখে তত্ত্বকথার প্রকাশ এবং তাহার শ্রবণে শ্রীবাসগোষ্ঠীর শোক-নাশ। গৌর-নিত্যানন্দের শ্রীবাসনন্দনত্ব অঙ্গীকার। শুক্লাম্বরের অন্ন ভোজনের জন্য প্রভুর ইচ্ছা। শুক্লাম্বরের গৃহে ভোজন। আঁখরিয়া বিজয়দাসের প্রভুর বৈভব-দর্শন। প্রভুকর্তৃক স্বদেহে মৎস্য-কূর্মাদি ভগবৎ-স্বরূপের প্রকটন। প্রভুর বলরাম-ভাব। প্রভুর গোপীভাব বা রাধাভাব বহির্মুখ পড়ুয়াগণকর্তৃক প্রভুর নিন্দা। তাঁহাদের উদ্ধারের ছলে প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ এবং তাহাতে আপ্তবৈষ্ণবগণের নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশ।

১। **ধর্ম্ম-বেদ-বিপ্র-সন্ন্যাসি-মহেন্দ্র**—ধর্মের মহেন্দ্র, বেদের মহেন্দ্র, বিপ্রের মহেন্দ্র এবং সন্ন্যাসীর মহেন্দ্র (হইতেছেন শ্রীগৌরচন্দ্র)। **মহেন্দ্র**—মহা ইন্দ্র। ইন্দ্র দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া "ইন্দ্র"-শব্দে শ্রেষ্ঠত্ব বুঝায়। "মহেন্দ্র" বা "মহা ইন্দ্র"-শব্দে "শ্রেষ্ঠগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" বুঝায়, সর্বশ্রেষ্ঠ। **ধর্ম্ম-মহেন্দ্র**—ধর্মের, অর্থাৎ ধর্মবিষয়ে মহেন্দ্র—সর্বশ্রেষ্ঠ। ধর্মবিষয়ে গৌরচন্দ্রের শিক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ। জগতের জীবকে তিনি যে-ধর্মের কথা জানাইয়া গিয়াছেন, তাহার উপর আর কোনও ধর্ম নাই, থাকিতেও পারে না। কেন না, তিনি জগৎকে জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্মের কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবার এবং সেই সেবার নিমিত্ত অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় বস্তু তদ্রূপ-সেবা-বাসনার বা কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের কথা এবং সেই প্রেমপ্রাপ্তির সাধনরূপ ধর্মের কথা জানাইয়া গিয়াছেন। যাহা জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম, তাহার উপর আর কোনও ধর্ম থাকিতে পারে না। তিনি যে-কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেছে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষেরও উপরের (উৎকর্ষময়) পুরুষার্থ—পঞ্চম-পুরুষার্থ এবং তাহার উপরে, অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা উৎকর্ষময় অপর কোনও পুরুষার্থ নাই বলিয়া এই পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেম হইতেছে পরম-পুরুষার্থ। সুতরাং গৌরচন্দ্র যে-ধর্মের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেছে সর্বধর্ম-শ্রেষ্ঠ। এজন্য তাঁহাকে ধর্ম-মহেন্দ্র—অর্থাৎ ধর্মের, বা ধর্ম-বিষয়ে, ধর্মবিষয়ে উপদেষ্টাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ—বলা হইয়াছে। ১।৫।৫৩ ও ২।৪।৩৮-পয়ারের টীকা এবং ১।২।৩-৪-শ্লোকব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। **বেদ-মহেন্দ্র**—

জয় শচী-গর্ব্ভ-রত্ন-করুণাসাগর।
জয় নিত্যানন্দ-প্রভু জয় বিশ্বম্ভর ॥ ২
ভক্তগোষ্ঠীসহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩
মধ্যখণ্ডকথা ভক্তিরসের নিধান।
নবদ্বীপে যে ক্রীড়া করিলা সর্ব্বপ্রাণ ॥ ৪
নিরবধি করে প্রভু হরিসঙ্কীর্ত্তন।
আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশয়ে অনুক্ষণ ॥ ৫
নৃত্য করে মহাপ্রভু নিজনামাবেশে।
হুঙ্কার করিয়া ক্ষণে মহা অট্ট হাসে ॥ ৬
প্রেমরসে নিরবধি গড়াগড়ি যায়।
ব্রহ্মার বন্দিত অঙ্গ পূর্ণিত ধূলায় ॥ ৭
প্রভুর আনন্দ-আবেশের নাহি অন্ত।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভাগ্যবন্ত ॥ ৮
বাহ্য হৈলে বৈসেন সকল গণ লৈয়া।
কোনদিন গঙ্গাজলে বিহরহে গিয়া ॥ ৯
কোনদিন নৃত্য করি বসেন অঙ্গনে।
ঘরে স্নান করায়েন সর্ব্বভক্তগণে ॥ ১০
যতক্ষণ প্রভুর আনন্দনৃত্য হয়ে।
ততক্ষণ 'দুঃখী' পুণ্যবতী জল বহে ॥ ১১
ক্ষণেকে দেখিয়া নৃত্য সজল-নয়নে।
পুনঃপুনঃ গঙ্গাজল বহি' বহি' আনে ॥ ১২
সারি করি চতুর্দ্দিগে এড়ে কুম্ভগণ।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**বেদের মহেন্দ্র,** বেদ যাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন। **মহামহেশ্বর** ( ১।২।১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। **চারিবেদ-শির-মুকুট** ( ১।২।২১১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। **বিপ্র-মহেন্দ্র**—বিপ্রদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। **সন্ন্যাসি-মহেন্দ্র**—সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। "সন্ন্যাসি"-স্থলে "ন্যাসীর"-পাঠান্তর। ন্যাসীর—সন্ন্যাসীর।

২। **নিত্যানন্দ-প্রভু**—নিত্যানন্দের প্রভু বা সেব্য ( বিশ্বম্ভর )।

৩। "কথা"-স্থলে "লীলা"-পাঠান্তর।

৬। **নিজনামাবেশে**—নিজের নামরসে আবিষ্ট হইয়া। প্রভু যে-সমস্ত নামের কীর্তন করিতেন, সে-সমস্ত ছিল বাস্তবিক তাঁহারই কৃষ্ণস্বরূপের নাম। ভক্তভাবের আবেশে তিনি সে-সমস্ত নামের কীর্তন করিতেন। স্বীয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য আস্বাদনই হইতেছে গৌর-স্বরূপের স্বরূপানুবন্ধী উদ্দেশ্য। এজন্য তিনি স্বীয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপের নাম-মাধুর্য আস্বাদনের নিমিত্ত কৃষ্ণনাম কীর্তন করেন।

৭। "নিরবধি"-স্থলে "মহাপ্রভু"-পাঠান্তর।

৯। **বাহ্য হৈলে**—বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে, নামাবেশ তিরোহিত হইলে। "গণ"-স্থলে "ভক্ত"-পাঠান্তর। **বিহরহে**—বিহার করেন।

১১। **দুঃখী**—শ্রীবাসপণ্ডিতের এক দাসীর নাম ছিল "দুঃখী"। **বহে**—গঙ্গা হইতে বহন করিয়া আনে।

১৩। **সারি করি**—একটির পর একটি সারিবদ্ধভাবে রাখিয়া। **এড়ে**—রাখে। **কুম্ভগণ**—গঙ্গাজল পূর্ণ কলসীসমূহ। "করি"-স্থলে "দিয়া"-পাঠান্তর।

শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনে।
"প্রতিদিন গঙ্গাজল কোন্ জনে আনে' ?" ১৪
শ্রীবাস বোলয়ে "প্রভু! 'দুঃখী' বহি' আনে।"
প্রভু বোলে "'সুখী' করি বোল সর্ব্বজনে॥ ১৫
এ জনের 'দুঃখী' নাম কভু যোগ্য নহে।
সর্ব্বকাল 'সুখী' হেন মোর চিত্তে লয়ে॥" ১৬
এতেক কারুণ্য শুনি প্রভুর শ্রীমুখে।
কান্দিতে লাগিলা ভক্তগণ প্রেমসুখে॥ ১৭
সভে 'সুখী' বলিলেন প্রভুর আজ্ঞায়।
দাসী-বুদ্ধি শ্রীবাস না করে সর্ব্বথায়॥ ১৮
প্রেমযোগে সেবা করিলে সে কৃষ্ণ পাই।
মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই॥ ১৯
কুলে রূপে ধনে বা বিদ্যায় কিছু নহে।
প্রেমযোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়ে॥ ২০
যতেক কহেন তত্ত্ব বেদে ভাগবতে।
সব দেখায়েন গৌরসুন্দর সাক্ষাতে॥ ২১
দাসী হই যে প্রসাদ দুঃখীরে হইল।
বৃথা-অভিমানী সব তাহা না দেখিল॥ ২২
কি কহিব শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা।
যার দাস-দাসীর প্রসাদে নাহি সীমা॥ ২৩
একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাসমন্দিরে।
সুখে শ্রীনিবাস-আদি সঙ্কীর্ত্তন করে॥ ২৪
দৈবে ব্যাধিযোগে গৃহে শ্রীবাসনন্দন।
পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ॥ ২৫
আনন্দে করেন নৃত্য শ্রীশচীনন্দন।
শ্রীবাসের গৃহে মহা উঠিল ক্রন্দন॥ ২৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫। **'সুখী' করি ইত্যাদি**—আজ হইতে এই "দুঃখী"কে সকলে "সুখী" বলিয়া ডাকিবে, ইঁহাকে আর কেহ "দুঃখী" বলিয়া ডাকিবে না। এই ভাগ্যবতী শ্রীবাস-দাসীর নাম প্রভু রাখিলেন—"সুখী"। প্রভু কেন এই দাসীর নাম "সুখী" রাখিলেন, পরবর্তী পয়ারে প্রভু তাহা বলিয়াছেন।

১৯-২০। "দুঃখী"-নাম্নী শ্রীবাস-দাসীর ধন, বিদ্যা, কুলাদি কিছুই ছিল না, তাঁহার ছিল কেবল গৌরের প্রতি প্রাণভরা প্রীতি। এই প্রীতির সহিতই তিনি গৌরের সেবা করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে গৌরের অসাধারণ কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া গ্রন্থকার এই দুই পয়ারে কৃষ্ণ-প্রাপ্তির অনুকূল ভজনের কথা জগতের জীবকে উপদেশ করিতেছেন। **প্রেমযোগে**—প্রীতির সহিত। **মাথা মুড়াইলে**—প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণভজন না করিয়া, কেবল মস্তক-মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী হইলেই, **যমদণ্ড না এড়াই**—যমদণ্ড হইতে (মায়া-বন্ধন হইতে) অব্যাহতি পাওয়া যায় না। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" ইত্যাদি এবং "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনের নিকটে এ-কথাই বলিয়া গিয়াছেন। ২০-পয়ারে "রূপে"-স্থলে "শীলে"-পাঠান্তর। ২।২৪।৭৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩। **প্রসাদে নাহি সীমা**—প্রসাদ বিষয়ে, গৌরের কৃপাবিষয়ে সীমা নাই।

২৫। **ব্যাধিযোগে**—রোগের আক্রমণে। **শ্রীবাসনন্দন**—শ্রীবাস-পণ্ডিতের পুত্র। **পরলোক হইলেন**—পরলোক প্রাপ্ত হইলেন, প্রাণত্যাগ করিলেন।

২৬। "শ্রীবাসের গৃহে মহা"-স্থলে "আচম্বিতে শ্রীবাসগৃহে"-পাঠান্তর। হঠাৎ শ্রীবাসগৃহের নারীগণ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সত্বরে অইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাস।
দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোকবাস ॥ ২৭
পরম গভীর ভক্ত মহা-তত্ত্ব-জ্ঞানী।
স্ত্রীগণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি ॥ ২৮
"তোমরা ত সব জান' কৃষ্ণের মহিমা।
সম্বর' ক্রন্দন সভে চিত্তে দেহ' ক্ষমা ॥ ২৯
অন্তকালে সকৃত শুনিলে যার নাম।
অতিমহাপাতকীও যায় কৃষ্ণধাম ॥ ৩০
হেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে করে নৃত্য।
গুণ গায় যত তাঁর ব্রহ্মা-আদি ভৃত্য ॥ ৩১
এ সময়ে যাহার হইল পরলোক।
ইহাতে কি জুয়ায় করিতে আর শোক ॥ ৩২
কোন কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে।
'কৃতার্থ' করিয়া আপনারে মানি তবে ॥ ৩৩
যদি বা সংসারধর্ম্মে নার' সম্বরিতে।
বিলম্বে কান্দিহ যার যেন লয় চিত্তে ॥ ৩৪
অন্য যেন কেহো এ আখ্যান না শুনয়ে।
পাছে ঠাকুরের নৃত্যসুখভঙ্গ হয়ে ॥ ৩৫
কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে আজি গঙ্গা প্রবেশিমু সর্ব্বথায় ॥" ৩৬
সভে স্থির হইলেন শ্রীবাসবচনে।
চলিলেন শ্রীবাস প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ৩৭
পরানন্দে সঙ্কীর্ত্তন করয়ে শ্রীবাস।
পুনঃপুন বাঢ়ে আরো বিশেষ উল্লাস ॥ ৩৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৭। **সত্বরে** ইত্যাদি—প্রভু যদি ক্রন্দন শুনেন, তাহা হইলে তাঁহার নৃত্যের আনন্দ ভঙ্গ হইবে মনে করিয়া গৌরগত-প্রাণ শ্রীবাসপণ্ডিত, তাঁহার গৃহে নারীদিগের ক্রন্দন থামাইবার জন্য তাড়াতাড়ি গৃহে গেলেন।

২৮। "গভীর ভক্ত মহা"-স্থলে "গম্ভীর মহাভক্ত"-পাঠান্তর, **তত্ত্ব-জ্ঞানী**—সমস্ত তত্ত্ব-সম্বন্ধে, জন্ম-মৃত্যুর তত্ত্ব-সম্বন্ধেও, জ্ঞানবিশিষ্ট। **প্রবোধিতে**—প্রবোধ বা সান্ত্বনা দিতে।

২৯। "সব"-স্থলে "সভে"-পাঠান্তর। **সম্বর**—সম্বরণ কর। **চিত্তে দেহ ক্ষমা**—চিত্তের ক্ষোভ দূর কর, চিত্ত স্থির কর। ২৯-৩৬-পয়ারসমূহের উক্তিতে শ্রীবাস নারীদিগকে প্রবোধ দিয়াছেন।

৩০। **অনন্তকালে**—শেষ-সময়ে, মৃত্যুকালে। **সকৃত**—একবার।

৩২। **এ-সময়ে** ইত্যাদি—সাক্ষাতে প্রভুর নৃত্যকালে যাঁহার পরলোক-গমন হয়, (তাঁহার কৃষ্ণধাম-প্রাপ্তি-বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। সুতরাং তাঁহার পরলোক-গমন দুঃখের বিষয় নহে, সুখেরই বিষয়)। **ইহাতে কি** ইত্যাদি—এই অবস্থায়, অর্থাৎ সাক্ষাতে প্রভুর নৃত্য-কালে আমার যে পুত্রের পরলোক-গমন হইয়াছে, সেই পুত্রের জন্য শোক-প্রকাশ করা কি সঙ্গত হয়? "ইহাতে কি জুয়ায় করিতে আর"-স্থলে "ইহাতেও জুয়ায় কি করিবারে"-পাঠান্তর।

৩৪। **সংসার-ধর্ম্মে**—সংসারী জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া পুত্রাদির প্রতি মমতাবুদ্ধি পোষণ করে বলিয়া পুত্রাদির মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হয়। ইহাই সংসারী জীবের স্বভাব এবং এইরূপই হইতেছে এই মায়িক সংসারেরও ধর্ম। এইরূপ সংসার-ধর্মের অনুসরণে, যদি বা **নার সম্বরিতে**—শোক সম্বরণ করিতে না পার, **বিলম্বে কান্দিহ**—কিছুকাল পরে, প্রভুর আনন্দ-নৃত্য শেষ হইয়া গেলে, কাঁদিও।

৩৫। **এ আখ্যান**—এই বিবরণ, আমার পুত্রের মৃত্যুর কথা।

শ্রীনিবাসপণ্ডিতের এমন মহিমা।
চৈতন্যের পার্ষদের এই গুণ-সীমা ॥ ৩৯
স্বানুভাবানন্দে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
কথোক্ষণে রহিলেন লই ভক্তবৃন্দ ॥ ৪০
পরম্পরা শুনিলেন সর্ব্বভক্তগণ।
পণ্ডিতের পুত্র হৈলা বৈকুণ্ঠগমন ॥ ৪১
তথাপিহ কেহো কিছু ব্যক্ত নাহি করে।
দুঃখ বড় পাইলেন সভেই অন্তরে ॥ ৪২
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর।
জিজ্ঞাসেন প্রভু সর্ব্বজনের অন্তর ॥ ৪৩
প্রভু বোলে "আজি মোর চিত্ত কেন করে।
কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে ॥" ৪৪
পণ্ডিত বোলয়ে "প্রভু! মোর কোন্ দুঃখ।
যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ ॥ ৪৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৩৯। শ্রীবাসপণ্ডিত হইতেছেন শ্রীচৈতন্যের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ—সুতরাং সর্বতোভাবে মায়াপ্রভাব হইতে মুক্ত। প্রকট-লীলাতে যদিও চৈতন্য-পার্ষদগণ, লীলাশক্তির প্রভাবে নিজেদিগকে সংসারী জীব বলিয়া মনে করেন, তথাপি তাঁহাদের স্বরূপগত ধর্ম—সর্বতোভাবে শ্রীচৈতন্য মনের আবেশরূপ ধর্ম এবং সর্বতোভাবে গৌরের প্রীতিবিধানরূপ ধর্ম তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে না। শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের চিত্তের আবেশ বলিয়া স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-বিত্তাদিতে তাঁহারা কখনও আসক্ত হয়েন না, কোনওরূপ মমত্ববুদ্ধি পোষণ করেন না। ইহাই হইতেছে শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণের গুণ-সীমা, মহিমার সীমা। শ্রীবাসপণ্ডিতও শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ বলিয়াই তাঁহার এতাদৃশ মহিমা—পুত্রের পরলোক-গমনেও তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হয়েন নাই, পুত্রের মৃত্যুর কথা জানিয়াও প্রভুর নৃত্যে পরমানন্দে কীর্তন করিয়াছেন। বাস্তবিক এতাদৃশী গৌর-প্রীতিই হইতেছে গৌর-পার্ষদগণের মহিমার সীমার পরিচায়ক। "এমন"-স্থলে "এসব" এবং "পার্ষদের" স্থলে "পারিষদ"-পাঠান্তর। পারিষদ—তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ—ইহাই হইতেছে তাঁহাদের গুণের ( মহিমার ) সীমা ( পরাকাষ্ঠা )।

৪০। **স্বানুভবানন্দে**—১।৬।১১৯, ১৫০ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **রহিলেন**—নৃত্য বন্ধ করিয়া বসিলেন।

৪১। **পরম্পরা** ইত্যাদি—লোকপরম্পরায়, অন্য লোকের মুখে, সমস্ত ভক্ত শুনিতে পাইলেন।

৪৩। অন্বয়। সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি এবং সর্ব্বজনের অন্তর ( সকলের ) অন্তর-স্বরূপ ( চিত্তস্বরূপ, সকলের অন্তর্যামী ) প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভক্তগণের মনোদুঃখ প্রভু জানিলেন এবং ভক্তপ্রিয় প্রভুর চিত্তেও সেই দুঃখ অনুভূত হইল। এ-জন্যই প্রভু বলিয়াছেন "আজি মোর চিত্ত কেন করে ( পরবর্তী পয়ার )। "সর্ব্বজনের"-স্থলে "সর্ব্ব জানেন"-পাঠান্তর।

৪৪। **কেন**—কেমন। "কেন"-স্থলে "কেমন"-পাঠান্তর। **কোন দুঃখ** ইত্যাদি—নিশ্চয়ই শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে কোনও দুঃখ ( দুঃখজনক ব্যাপার ) ঘটিয়াছে, তাহাতেই ভক্তগণের মনে এবং আমার মনেও দুঃখ জাগিয়াছে ; নতুবা আমার মন কেমন কেমন করিবে কেন? **অথবা**, শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে কি কোনও দুঃখ ( দুঃখজনক ব্যাপার ) ঘটিয়াছে? ইত্যাদি।

৪৫। **অন্বয়। প্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীবাসপণ্ডিত বলিলেন, "প্রভু! যাহার গৃহে তোমার সুপ্রসন্ন**

শেষে আছিলেন যত সকল মহান্ত।
কহিলেন পণ্ডিতের পুত্রের বৃত্তান্ত ॥ ৪৬
সম্ভ্রমে বোলয়ে প্রভু "কহ কতক্ষণ ?"
শুনিলেন "চারিদণ্ড রজনী যখন ॥ ৪৭
তোমার আনন্দ-ভঙ্গ-ভয়ে শ্রীনিবাস।
কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ ॥ ৪৮
পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর।
এবে আজ্ঞা দেহ' কার্য্য করিতে সত্বর ॥" ৪৯
শুনি শ্রীবাসের অতি অদ্ভুত কথন।
'গোবিন্দ গোবিন্দ' প্রভু করেন স্মরণ ॥ ৫০
প্রভু বোলে "হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে ?"
এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে ॥ ৫১
"পুত্রশোক না জানিল যে মোহোর প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িমু কেমনে ॥" ৫২
এত বলি মহাপ্রভু কান্দয়ে নির্ভর।
ত্যাগ-বাক্য শুনি সভে চিন্তেন অন্তর ॥ ৫৩
না জানি কি পরমাদ পড়য়ে কখন।
অন্যোহন্যে চিন্তয়ে সকল-ভক্তগণ ॥ ৫৪

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শ্রীমুখ বিরাজিত, সেই আমার আবার কোন্ ( কিসের ) দুঃখ থাকিতে পারে ?" ( তোমার এই সুপ্রসন্ন শ্রীমুখ দর্শন করিলে কাহারও চিত্তে কি কোনওরূপ দুঃখ স্থান পায় ? সকলের চিত্তই পরমানন্দে প্রসন্ন হইয়া যায় )। "সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ"-স্থলে "প্রসন্ন তোমার চাঁদমুখ"-পাঠান্তর।

৪৬। **শেষে**—পণ্ডিতের কথার পরে।

৪৭। **সম্ভ্রমে**—ত্বরান্বিত হইয়া, ভক্তদের কথা শুনামাত্রই ব্যাকুলতার সহিত। কহ **কতক্ষণ**—কোন্ সময়ে পণ্ডিতের পুত্রের পরলোক-গমন হইয়াছে, তাহা বল।

৪৯। **কার্য্য করিতে**—সৎকারের কার্য করার নিমিত্ত। ভক্তগণ যখন প্রভুকে সংবাদ জানাইয়াছেন, তাহার "আড়াই প্রহর-পূর্বে শ্রীবাস-পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুও হইয়াছে "রাত্রি চারি দণ্ডের, অর্থাৎ অর্ধ-প্রহরের" সময়। সুতরাং প্রভু যখন সংবাদ জানিলেন, তখন রাত্রি তিন প্রহর ( প্রভু রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত নৃত্য করিয়াছিলেন )। তখন রাত্রি আর বেশী নাই। তজ্জন্যই ভক্তগণ "সত্বর" সৎকার্যের আদেশ চাহিয়াছেন ; তখনই সৎকার না করিলে "বাসি মরা" হওয়ার আশঙ্কা।

৫০। "শুনি শ্রীবাসের অতি অদ্ভুত"-স্থলে "শুনিঞা ত শ্রীবাসের অকথ্য"-পাঠান্তর। **কথন**—বিবরণ।

৫১-৫২। প্রভুর সম্বন্ধে এতাদৃশ প্রীতিময় ভক্তদিগকে ত্যাগ করিয়া প্রভু যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে যাইবেন, এই দুই পয়ারোক্তিতে প্রভু তাহাই ইঙ্গিতে জানাইলেন।

৫৩। **নির্ভর**—অত্যধিকরূপে। **ত্যাগবাক্য**—"হেন সঙ্গ ছাড়িমু কেমনে"-বাক্যে প্রভু যে ভক্তগণকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ার কথা বলিয়াছেন, তাহা। **চিন্তেন অন্তর**—মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরবর্তী ৫৪-৫৫ পয়ারদ্বয়ে তাঁহাদের চিন্তার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। "চিন্তেন অন্তর"-স্থলে "চিন্তে অনুচর"-পাঠান্তর। —অনুচর-সভে চিন্তেন।

৫৪। **পরমাদ**—প্রমাদ, বিপদ। "পড়য়ে কখন"-স্থলে "হয় বা এখন" এবং "চিন্তয়ে সকল"-স্থলে "চিন্তে মনে সব"-পাঠান্তর।

গারস্থ ছাড়িয়া প্রভু করিব সন্ন্যাস।
তার-ধ্বনি করি কান্দে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস ॥ ৫৫
স্থির হইলেন যদি ঠাকুর দেখিয়া।
সৎকার করিতে শিশু যায়েন লইয়া ॥ ৫৬
মৃত-শিশু-প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনে।
"শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি যাহ কি কারণে ?" ৫৭
শিশু বোলে "প্রভু ! যেন নির্ব্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥" ৫৮
মৃত-পুত্র উত্তর করয়ে প্রভু সনে।
পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব্বভক্তগণে ॥ ৫৯
শিশু বোলে "এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্ব্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাঙ সেই রস ॥ ৬০
নির্ব্বন্ধ ঘুচিল আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাঙ অন্য নির্ব্বন্ধিত-পুরী ॥ ৬১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৫। **গারস্থ**—গার্হস্থ্য, গৃহাশ্রম। **তার-ধ্বনি**—উচ্চ চীৎকার। "গারস্থ"-স্থলে "গারিহস্থ" ও "গৃহবাস" "গারস্থ ছাড়িয়া"-স্থলে "গারিহস্থ ছাড়িব" এবং "করি কান্দে ছাড়ি"-স্থলে "করিয়া কান্দয়ে ছাড়ে"-পাঠান্তর।

৫৫। **স্থির হইলেন** ইত্যাদি—প্রভু স্থির হইয়াছেন দেখিয়া।

৫৭। **জিজ্ঞাসে**—জিজ্ঞাসা করিলেন। "জিজ্ঞাসে"-স্থলে "বোলেন"-পাঠান্তর।

৫৮। **শিশু বোলে**—শ্রীবাসের মৃতপুত্র বলিলেন। জীবের দেহ পঞ্চভূতাত্মক বলিয়া অচেতন, কথা বলিতে বা অন্য কোন কাজ করিতে অসমর্থ। প্রত্যেক জীবের দেহেই দেহী বা জীবাত্মা থাকে। সেই জীবাত্মা চেতন বস্তু। এই চেতন জীবাত্মার চেতনাশক্তির প্রভাবেই জীবের দেহও চেতনের ধর্ম প্রাপ্ত হয়, সকল রকমের কার্য করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সেই জীবাত্মা যখন দেহ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়, তখন দেহ অচেতন হইয়া পড়ে, কথা বলিতে পারে না, শুনিতে বা দেখিতেও পায় না, কোনও কাজই করিতে পারে না। দেহ হইতে চেতন জীবাত্মার অন্যত্র গমনকেই আমরা মৃত্যু বলিয়া থাকি। সুতরাং কাহারও মৃতদেহ কথা বলিতে অসমর্থ। কিন্তু প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে মৃতশিশু যে কথা বলিলেন, তাহার হেতু হইতেছে এই যে, সর্বনিয়ন্তা প্রভু যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন শিশুর জীবাত্মা আসিয়া শিশুর দেহে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতেই সেই দেহ তখন চেতনত্ব লাভ করিয়া প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়াছে। **নির্ব্বন্ধ**—নিয়ম বা বিধান। **যেন নির্ব্বন্ধ তোমার**—তোমার যেমন নিয়ম। তোমার নিয়মের অনুসরণেই আমি শ্রীবাসপণ্ডিতের ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি। "নির্ব্বন্ধ"-শব্দের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"কোন কোন পুঁথিতে সর্ব্বত্রই 'নির্ব্বন্ধের' পরিবর্তে 'নিবন্ধ' আছে।" নিবন্ধ—শাস্ত্রের নির্দেশ বা বিধান।

৫৯। "পুত্র"-স্থলে "শিশু"-পাঠান্তর। **পরম অদ্ভুত**—মৃত শিশু কথা বলিতেছে, ইহা এক অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার। প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে শিশু যাহা বলিয়াছেন, পরবর্তী ৬০-৭০-পয়ারসমূহে তাহা কথিত হইয়াছে।

৬০-৬১। জীবের যে-সমস্ত কর্ম ফলপ্রসূ হয়, সেই সমস্ত কর্মফল-ভোগের উপযোগী দেহ লাভ করিয়াই জীব জন্মগ্রহণ করে। সে-সমস্ত কর্মের ফলভোগ হইয়া গেলে, অন্য কর্ম উদ্বুদ্ধ হয়। এই দেহ

কে বা কার্ বাপ প্রভু ! কে কার্ নন্দন। সভে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন ॥ ৬২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

সেই নবোদ্‌বুদ্ধ **কর্মফল** ভোগের উপযোগী নহে বলিয়া এই দেহের আর তখন প্রয়োজনীয়তা থাকে না, জীব তখন নবোদ্‌বুদ্ধ কর্মফল ভোগের উপযোগী দেহে প্রবেশ করার জন্য এই দেহ ছাড়িয়া যায়। শ্রীবাসপুত্র এই দুই পয়ারোক্তিতে বলিলেন, **এ দেহেতে** ইত্যাদি—আমার প্রারব্ধ কর্মফল ভোগের জন্য যতদিন এই দেহে থাকার পক্ষে নির্বন্ধ ( নিয়ম ) ছিল, ততদিন আমি আমার প্রারব্ধ কর্মের ফল সমস্ত ভোগ করিয়াছি। এখন **নির্ব্বন্ধ ঘুচিল** ইত্যাদি– প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ হইয়া যাওয়ায়, এই দেহে অবস্থানের যে নিয়ম, সেই নিয়মের আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা ঘুচিয়া যাওয়ায়, আমি আর এই দেহে থাকিতে পারি না। এখন আমি **অন্য নির্ব্বন্ধিত-পুরীতে** (আমার নূতন প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগের জন্য যে-স্থানে বা যে-দেহে গমনের নিয়ম আছে, সেই দেহে এবং সেই স্থানে ) চলিলাম। "অন্য"-স্থলে "যথা" এবং "আর"-পাঠান্তর। পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'এ দেহের নির্ব্বন্ধ হোল রহিতে না পারি। হেন কৃপা কর যেন তোমা না পাসরি ॥"

**৬২। কেবা কার বাপ** ইত্যাদি—বস্তুতঃ কেহ কাহারও পিতাও নহেন, কেহ কাহারও পুত্রও নহেন। **সবে আপনার** ইত্যাদি—সকলে নিজ নিজ প্রারব্ধ কর্মই ভোগ করেন। বস্তুতঃ পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ হইতেছে দেহের সম্বন্ধ পিতার দেহের পুত্র হইতেছে পুত্রের দেহ। দেহেরই জন্ম, দেহেরই মৃত্যু। দেহী বা জীবাত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। পিতার জীবাত্মার সহিত পুত্রের জীবাত্মার সাক্ষাদ্‌ভাবে কোনও সম্বন্ধ নাই, অবশ্য সাধারণভাবে সম্বন্ধ আছে। সকল জীবই স্বরূপতঃ ভগবানের দাস বলিয়া, সকলে একই প্রভুর দাস বলিয়া জীবাত্মায়-জীবাত্মায় যে-সম্বন্ধ আছে, পিতার জীবাত্মার সঙ্গে পুত্রের জীবাত্মারও সেই সম্বন্ধ। ইহা হইতেছে সাধারণ সম্বন্ধ। কেন না, জীবমাত্রের সহিতই জীবমাত্রের এইরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান। সুতরাং পিতার জীবাত্মার সহিত পুত্রের জীবাত্মারও এইরূপ সাধারণ-সম্বন্ধ, বিশেষ সম্বন্ধ কিছু নাই। বিশেষ সম্বন্ধ হইতেছে দেহের সহিত যাঁহাকে পিতৃরূপে পাইলে সম্যকরূপে কর্মফল ভোগের সম্ভাবনা থাকে, তাঁহার যোগেই, তাঁহার পুত্ররূপেই জীব জন্ম-গ্রহণ করে। যতদিন প্রারব্ধ কর্ম থাকে, ততদিনই পিতা-পুত্র সম্বন্ধ। প্রারব্ধ কর্ম শেষ হইয়া গেলে আবার অন্য লোকের সঙ্গে পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ-স্থাপন করিতে হয়। সুতরাং বাস্তবিক কেহ কাহারও পুত্রও নহেন, কেহ কাহারও পিতাও নহেন। কেবল কর্মফল ভোগের জন্যই কিছুকালের জন্য পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ। সুদীর্ঘ জীবন-পথে পথিকের সহিত পথিকের সম্বন্ধের ন্যায়ই পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ। নদী পার হওয়ার জন্য কিছুকাল লোককে যে-নৌকায় থাকিতে হয়, সেই নৌকা সেই লোকের হইয়া যায় না।

যাহাদের তীব্র ভোগবাসনা থাকে, শুনা যায়, মৃত্যুর পরেও গৃহ-বিত্ত-স্ত্রী-পুত্রাদিতে তাহাদের আসক্তি থাকে এবং প্রেতদেহে তৎসমস্তের সহিত সংযোগ-স্থাপনে চেষ্টা করে। শ্রীবাসপণ্ডিতের ন্যায় পরম-ভাগবতোত্তমের পুত্ররূপে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার তদ্রূপ আসক্তি থাকিতে পারে না।

যতদিন ভাগ্য ছিল পণ্ডিতের ঘরে।
আছিলাঙ, এবে চলিলাঙ অন্য-পুরে ॥ ৬৩
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ, বিদায় আমার ॥ ৬৪
এত বলি নীরব হইলা শিশু-কায়।
এমত কৌতুক করে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায় ॥ ৬৫
মৃত-পুত্র-মুখে শুনি অপূর্ব্ব কথন।
আনন্দসাগরে ভাসে সর্ব্বভক্তগণ ॥ ৬৬
পুত্রশোক দূরে গেল শ্রীবাসগোষ্ঠীর।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে সভে হইলা অস্থির ॥ ৬৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

এ-জন্যই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন—"কে বা কার বাপ প্রভু কে কার নন্দন।" ( নারদের কৃপায় মহারাজ চিত্রকেতুর মৃত পুত্রও এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন ॥ ভা. ৬।১৬-অধ্যায় দ্রষ্টব্য )।

শ্রীবাসের মৃত পুত্র আরও বলিলেন, **সভে আপনার কর্ম্ম** ইত্যাদি—পিতা, পুত্র প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করেন। প্রারব্ধ কর্মফল-ভোগের অনুকূল পিতা-মাতার যোগেই, অনুকূল পরিবেশেই ( অর্থাৎ অনুকূল স্থানে এবং অনুকূল প্রতিবেশী প্রভৃতির মধ্যেই জীব জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। জন্মের পরে, কর্মফল-ভোগের অনুকূল আত্মীয়-স্বজন এবং অনুকূল স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত মিলন হয়। ইঁহারা সকলেই পরস্পরের সাহচর্যে স্ব-স্ব কর্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। এই পয়ারার্ধে তাহাই বলা হইয়াছে। **ভুঞ্জন**—ভোগ। "কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন"-স্থলে "কর্ম্মে করিয়ে ভোজন"-পাঠান্তর।

৬৩। "পণ্ডিতের"-স্থলে "শ্রীবাসের" এবং "অন্য পুরে"-স্থলে "অন্যন্তরে"-পাঠান্তর। **অন্যন্তরে**—অপরের ঘরে। অথবা, অন্য পিতার অন্তরে ( মধ্যে )। যাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, জন্মের পূর্বে জীব বা জীবাত্মা, তাঁহার ভোজনোপযোগী শস্যের মধ্যে প্রবেশ করে। সেই শস্যের সহিত পিতার উদরে প্রবেশ করে, পরে পিতার শুক্রের সহিত মিশ্রিত হইয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। মাতৃগর্ভে, পিতামাতার শুক্র-শোণিতে, ভোগায়তন দেহ লাভ করিয়া থাকে।

৬৪। **বিদায় আমার**—তোমার নিকটে আমি এখন বিদায় প্রার্থনা করিতেছি। "বিদায়"-স্থলে "বচন"-পাঠান্তর। অর্থ—আমার অপরাধ গ্রহণ করিবে না, ইহাই আমার বচন ( প্রার্থনা )।

৬৫। **শিশু-কায়**—শিশুর শরীর। **এত বলি নীরব** ইত্যাদি—মৃত শিশুর শরীর পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিয়া নীরব হইল ; আর কোনও কথা বলিল না। প্রভুর ইচ্ছায় বা নিয়ন্ত্রণে শিশুর জীবাত্মা আসিয়া শিশুর মৃত দেহে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়াই দেহ চেতনত্ব লাভ করিয়া কথা বলিয়াছিল। সেই জীবাত্মা যখন প্রভুর নিকটে বিদায় লইয়া ( পূর্ব পয়ার দ্রষ্টব্য ) চলিয়া গেল, তখন দেহ আবার অচেতন হইয়া পড়িল, কোনও কথা বলিতেও অসমর্থ হইয়া পড়িল। **কৌতুক**—রঙ্গ।

জগতের জীবকে জন্ম-মৃত্যুর রহস্য জানাইবার নিমিত্ত এবং পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র-গৃহ-বিত্তাদিতে আসক্তি যে নিরর্থক-ভ্রান্তিমাত্র, তাহা জানাইবার নিমিত্তই প্রভু শ্রীবাসপণ্ডিতের মৃতপুত্রের মুখে এ-সকল তথ্য প্রকাশ করাইয়াছেন।

৬৭। **শ্রীবাসগোষ্ঠীর**—শ্রীবাসের গৃহের লোকসকলের। **পুত্রশোক দূরে** ইত্যাদি—**মৃত**

কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীনিবাস গোষ্ঠীর সহিতে।
প্রভুর চরণ ধরি লাগিলা কান্দিতে ॥ ৬৮
"জন্ম জন্ম তুমি পিতা মাতা পুত্র প্রভু।
তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু ॥ ৬৯
যেখানে সেখানে প্রভু! কেনে জন্ম নহে।
তোমার চরণে যেন প্রেমভক্তি রহে ॥" ৭০
চারি ভাই প্রভুর চরণে কাকু করে।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ কান্দে উচ্চস্বরে ॥ ৭১
কৃষ্ণপ্রেমে চতুর্দ্দিগে উঠিল ক্রন্দন।
কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল শ্রীবাসভবন ॥ ৭২
প্রভু বোলে "শুন শুন শ্রীবাসপণ্ডিত!
তুমি ত সকল জান' সংসারচরিত ॥ ৭৩
এ সব সংসারদুঃখ তোমার কি দায়।
যে তোমারে দেখে, সেহো কভু নাহি পায় ॥ ৭৪
আমি নিত্যানন্দ—দুই নন্দন তোমার।
চিত্তে কিছু তুমি ব্যথা না ভাবিহ আর ॥" ৭৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**শিশুর মুখে** উল্লিখিত তথ্য শুনিয়া, প্রভুর কৃপায় শ্রীবাসের পরিজনবর্গ অন্তরে অনুভব করিতে পারিলেন যে, এই শিশু তো বাস্তবিক শ্রীবাসের পুত্র নহে; সুতরাং তাহার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হওয়ার সার্থকতা কিছুই নাই। সকল জীবকেই এইভাবে, কাহারও পুত্র-কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, আবার সে-স্থান হইতে এইভাবে চলিয়া যাইতে হয়। এ-সমস্ত অনুভব করিয়া তাঁহাদের শ্রীবাসপুত্রের জন্য শোক দূরীভূত হইল। তাঁহাদের শোক দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুর কৃপায় **কৃষ্ণপ্রেমানন্দে সভে** ইত্যাদি—তাঁহারা সকলে কৃষ্ণপ্রেমানন্দে অস্থির (ধৈর্যহারা) হইয়া পড়িলেন। অথবা, সভে—সকল ভক্ত কৃষ্ণপ্রেমানন্দে অস্থির হইয়া পড়িলেন। "দূরে"-স্থলে "দুঃখ"-পাঠান্তর।

৬৮। **লাগিলা কান্দিতে**—গোষ্ঠীর সহিত শ্রীবাসপণ্ডিত কাঁদিতে লাগিলেন।

৬৯-৭০। কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদিতে কাঁদিতে, এই পয়ারদ্বয়ের উক্তিতে, শ্রীবাস প্রভুর চরণে প্রার্থনা জানাইলেন। ৬৯-পয়ারে "প্রভু"-স্থলে "মহাপ্রভু" এবং ৭০-পয়ারে "প্রেমভক্তি" স্থলে "প্রেমযোগ"-পাঠান্তর। প্রেমযোগ – তোমার চরণের সহিত আমাদের যেন প্রীতিময় সংযোগ (অর্থাৎ তোমার চরণে যেন প্রীতি) থাকে।

৭১। **চারি ভাই**—শ্রীবাসপণ্ডিতেরা চারি ভাই।

৭৩। **সংসারচরিত**—সংসারী লোকের চরিত্র বা আচরণ। "সংসার-চরিত"-স্থলে "সংসারের রীত"-পাঠান্তর। রীত—রীতি।

৭৪। **তোমার কি দায়** ইত্যাদি – তোমার কথা আর কি বলিব, যিনি তোমার দর্শন লাভ করেন, তিনিও কখনও এ-সকল সংসার-দুঃখ ভোগ করেন না (তাঁহাকেও সংসার-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। তোমার দর্শনের প্রভাবেই তাঁহার সমস্ত সংসার-দুঃখ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়)। "সেহো"-স্থলে "শোক"-পাঠান্তর।

৭৫। **আমি নিত্যানন্দ** ইত্যাদি—শ্রীবাসপণ্ডিতের শ্রদ্ধা-ভক্তির বশীভূত হইয়া প্রভু নিজেও শ্রীবাসের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিলেন এবং তাঁহার অভিন্নস্বরূপ নিত্যানন্দকেও শ্রীবাসের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করাইলেন।

শ্রীমুখের পরম কারুণ্য বাক্য শুনি।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করে জয় ধ্বনি ॥ ৭৬
সর্ব্ব-গণ-সহ প্রভু বালক লইয়া।
চলিলেন গঙ্গাতীরে কীর্ত্তন করিয়া ॥ ৭৭
যথোচিত ক্রিয়া করি, করি গঙ্গাস্নান।
'কৃষ্ণ' বলি সভে গৃহে করিলা পয়ান ॥ ৭৮
প্রভু ভক্তগণে সভে গেলা নিজ ঘর।
শ্রীবাসের গোষ্ঠী সব হইলা বিহ্বল ॥ ৭৯
এ সব নিগূঢ় কথা যে করে শ্রবণ।
অবশ্য মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ৮০
শ্রীনিবাস চরণে রহুক নমস্কার।
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ নন্দন যাহার ॥ ৮১
এ সব অদ্ভুত সেই নবদ্বীপে হয়।
তথাপিহ ভক্ত-বিনে অন্যে না জানয় ॥ ৮২
মধ্যখণ্ডে পরম অদ্ভুত সব কথা।
মৃতদেহে তত্ত্বজ্ঞান কহাইলেন যথা ॥ ৮৩

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
বিহরয়ে সঙ্কীর্ত্তনসুখে নিরন্তর ॥ ৮৪
প্রেমরসে প্রভুর সংসার নাহি স্ফুরে।
অন্যের কি দায় বিষ্ণু পূজিতে না পারে ॥ ৮৫
স্নান করি বৈসে প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজিতে।
প্রেমজলে সকল শ্রীঅঙ্গ বস্ত্র তিতে ॥ ৮৬
বাহির হইয়া প্রভু সে বস্ত্র ছাড়িয়া।
পুন অন্য বস্ত্র পরি বিষ্ণু পূজে গিয়া ॥ ৮৭
পুন প্রেমানন্দজলে তিতে সে বসন।
পুন বাহিরাই অঙ্গ করে প্রক্ষালন ॥ ৮৮
এইমত বস্ত্র-পরিবর্ত্ত করে মাত্র।
প্রেমে বিষ্ণু পূজিবারে নারে তিল মাত্র ॥ ৮৯
শেষে গদাধর-প্রতি বলিলেন বাক্য।
"তুমি বিষ্ণু পূজ, মোর নাহিক সে ভাগ্য ॥" ৯০
এইমত বৈকুণ্ঠনায়ক ভক্তিরসে।
বিহরয়ে নবদ্বীপে রাত্রিয়ে দিবসে ॥ ৯১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭৬। **কারুণ্য বাক্য**—শ্রীবাসের প্রতি করুণাময় বাক্য। "কারুণ্য"-স্থলে "করুণা" এবং "জয়"-স্থলে "হরি"-পাঠান্তর।

৭৮। **পয়ান**—প্রয়াণ, গমন।

৭৯। **বিহ্বল**—প্রভুর করুণার স্মরণে প্রেমবিহ্বল। "হইলা"-স্থলে "পরম"-পাঠান্তর।

৮০। "মিলয়ে"-স্থলে "মিলিবে"-পাঠান্তর। **কৃষ্ণপ্রেমধন**—২।৪।৩৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৮২। "সেই"-স্থলে "সব"-পাঠান্তর।

৮৩। "মৃতদেহে তত্ত্বজ্ঞান কহাইলেন"-স্থলে "মৃতশিশু তত্ত্বজ্ঞান কহিলেন"-পাঠান্তর। **যথা**—যে-স্থলে, যে মধ্যখণ্ডে।

৮৫। **সংসার নাহি স্ফুরে**—সাংসারিক কোনও বিষয়ের কথাই মনে জাগে না। **অন্যের কি দায়**—প্রেমরসব্যতীত অন্যবিষয়ের কথা দূরে, **বিষ্ণু পূজিতে না পারে**—বিষ্ণুপূজা করিতেও পারেন না। পরবর্তী ৮৬-৯০-পয়ার দ্রষ্টব্য।

৮৬। **তিতে**—ভিজিয়া যায়।

৮৭। "প্রভু"-স্থলে "পুন" এবং "ছাড়িয়া"-স্থলে "এড়িয়া"-পাঠান্তর।

৮৮। **বাহিরাই**—বাহির হইয়া।

একদিন শুক্লাম্বরব্রহ্মচারি-স্থানে।
কৃপায় তাহানে অন্ন মাগিলা আপনে ॥ ৯২
"তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়।
কিছু ভয় না করিহ বলিলাঙ দঢ় ॥" ৯৩
এইমত মহাপ্রভু বোলে বারবার।
শুনি শুক্লাম্বর কাকু করেন অপার ॥ ৯৪
"ভিক্ষুক অধম মুঞি পাপিষ্ঠ গর্হিত।
তুমি ধর্ম্ম সনাতন, মুঞি সে পতিত ॥ ৯৫
মোরে কথা দিবে প্রভু! চরণের ছায়া।
কীটতুল্য নহোঁ মোরে এত বড় মায়া ॥" ৯৬
প্রভু বোলে " 'মায়া' হেন না বাসিহ মনে।
বড় ইচ্ছা বসে মোর তোমার রন্ধনে ॥ ৯৭
সত্বরে নৈবেদ্য গিয়া করহ বাসায়।
আজি আমি মধ্যাহ্নে যাইব সর্ব্বথায় ॥" ৯৮
তথাপিহ শুক্লাম্বর ভয় পাই মনে।
যুক্তি জিজ্ঞাসিলেন সকল ভক্তস্থানে ॥ ৯৯
সভে বলিলেন "তুমি কেনে কর' ভয়।
পরমার্থে ঈশ্বরের কেহো ভিন্ন নয় ॥ ১০০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৯২। **কৃপায়**—শুক্লাম্বরের প্রতি কৃপাবশতঃ।

৯৪। **কাকু**—দৈন্য। পরবর্তী ৯৫-৯৬-পয়ারদ্বয়ে শুক্লাম্বরের কাকূক্তি দ্রষ্টব্য।

৯৫। **গর্হিত**—গর্হার ( নিন্দার ) পাত্র, ঘৃণিত। "ধর্ম্ম"-স্থলে "ব্রহ্ম"-পাঠান্তর।

৯৬। **কীটতুল্য নহোঁ**—আমি একটি কীটের তুল্যও নহি, বরং কীট অপেক্ষাও হেয়। **মোরে এত বড় মায়া**—আমার প্রতি তুমি এত বড় ( এত অধিক ) মায়া ( ছলনা বা দয়া ) প্রকাশ করিতেছ? "তুল্য"-স্থলে "যোগ্য" এবং "মোরে এত বড় মায়া"-স্থলে "প্রভু! মোরে এত দয়া ॥"-পাঠান্তর।

৯৭। **মায়া হেন** ইত্যাদি—মায়া বা দয়া বলিয়া মনে করিও না। **বড় ইচ্ছা** ইত্যাদি—তোমার রন্ধন ( পাচিত অন্ন ) ভোজন করার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত ইচ্ছা জন্মিয়াছে। "মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ।"

৯৮। **সর্ব্বথায়**—সর্বপ্রকারে, নিশ্চিতই।

৯৯। "স্থানে"-স্থলে "গণে"-পাঠান্তর।

১০০। **পরমার্থে**—পারমার্থিক তত্ত্বের বিচারে, বস্তুতঃ। **ঈশ্বরের** ইত্যাদি—জীবমাত্রই ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া, শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিচারে, কেহই ঈশ্বর হইতে ভিন্ন তত্ত্ব নহে। জীবমাত্রেই ঈশ্বরের নিত্যদাস এবং ঈশ্বরের প্রিয়। তিনিও জীবের একমাত্র প্রিয়। প্রিয়ত্বাংশেও তাঁহার সহিত জীবের ভেদ নাই। ১।৫।৫৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। অথবা, পরমার্থে ( তত্ত্বের বিচারে, ঈশ্বরের নিকটে ) এক জীব হইতে অন্য জীব ভিন্ন নহে; কেন না, জীবমাত্রই হইতেছে তাঁহার শক্তি—জাব-শক্তির অংশ। দেবতা-গন্ধর্ব-মনুষ্য যেমন তাঁহার শক্তি, তদ্রূপ কৃমি-কীট-বৃক্ষ-লতাদিও তাঁহার শক্তি। সুতরাং সকল জীবই তাঁহার একই জীব-শক্তির অংশ বলিয়া, এক রকম দেহধারী জীব হইতে অন্য রকম দেহধারী জীব ভিন্ন নহে। আবার, ঈশ্বর সকল জীবেরই একমাত্র প্রিয় বলিয়া এবং প্রিয়ত্ববস্তুটি স্বরূপতঃই পারস্পরিক বলিয়া, তত্ত্বের বিচারে জীবমাত্রই ঈশ্বরের প্রিয়; এই প্রিয়ত্বাংশেও, বাস্তব-দৃষ্টিতে, সকল জীব তাঁহার নিকটে সমান, তাঁহার নিকটে এক

বিশেষে যে জন তানে সর্ব্বভাবে ভজে।
সর্ব্বকাল তান অন্ন অপনেই খোজে ॥ ১০১

আপনে শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে।
অন্ন মাগি খাইলেন স্বভাব-কারণে ॥ ১০২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

রকম দেহধারী জীব অন্য রকম দেহধারী জীব হইতে ভিন্ন নহে। (সুতরাং শুক্লাম্বর! তোমার ভয়ের কোনও কারণ নাই। ইহা হইতেছে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর প্রতি ভক্তদের উক্তি)।

১০১। **বিশেষে**—তত্ত্বের বিচারে, সকল জীব ঈশ্বরের নিকটে সমান হইলেও, একটি বিশেষত্ব আছে। জীব যে ঈশ্বরের জীব-শক্তির অংশ এবং ঈশ্বর যে জীবের একমাত্র প্রিয় এবং জীবও যে ঈশ্বরের প্রিয়—একথা অনাদিবহির্মুখ জীবগণের সকলে জানে না, এজন্য সকলে ঈশ্বরের ভজনও করে না। যাঁহারা ঈশ্বরের ভজন করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে গতানুগতিক ভাবেই ভজন করিয়া থাকেন, কেহ বা কেবল ভুক্তি-প্রাপ্তির জন্য, আবার কেহ বা মোক্ষ-প্রাপ্তির জন্যই ভজন করেন। ভজনকারীদের মধ্যে যদি কেহ সর্বভাবে (সর্বতোভাবে, ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ-পূর্বক, কায়মনোবাক্যে একমাত্র ঈশ্বর-প্রীতির উদ্দেশ্যেই) ঈশ্বরের ভজন করেন, তাঁহার সম্বন্ধে ঈশ্বরেরও একটা বিশেষ মনোভাব থাকে। **বিশেষে যে জন** ইত্যাদি—যিনি উল্লিখিতরূপে সর্বভাবে ঈশ্বরের ভজন করেন, **সর্ব্বকাল তান অন্ন** ইত্যাদি—ঈশ্বর নিজেই (আপনা হইতেই) তাঁহার অন্ন খোঁজেন (অনুসন্ধান করেন, যাচ্ঞা করেন)। যেহেতু, ঈশ্বর যে তাঁহার একমাত্র প্রিয়, ঈশ্বরের প্রীতি-বিধানই যে তাঁহার একমাত্র কর্তব্য, সেই ভক্ত তাঁহার প্রাণের অন্তস্তলে তাহা অনুভব করিয়াছেন। অন্য জীব হইতে ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব এবং তাঁহার এই বিশেষত্বই ঈশ্বরের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, তাঁহার প্রীতিরস-নিষিক্ত অন্ন গ্রহণের নিমিত্ত ঈশ্বরের লালসা জাগায়। ঈশ্বরই যে জীবের একমাত্র প্রিয় এবং ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা পরিত্যাগপূর্বক কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রীতির জন্যই ঈশ্বরের সেবা করাই যে জীবের একমাত্র কর্তব্য—এতাদৃশ জ্ঞান যাহাদের চিত্তে জাগ্রত হয় নাই, ঈশ্বরের চিত্তকে আকৃষ্ট করার উপযোগী কোনও বস্তুই তাহাদের মধ্যে নাই; তাহাদের প্রদত্ত অন্ন প্রীতিরস-মিশ্রিতও নহে। এজন্য তাহাদের অন্ন-গ্রহণের নিমিত্ত ঈশ্বরের মধ্যেও কোনওরূপ লালসা জাগে না। **সর্ব্বকাল**—ইহাই হইতেছে সর্বকালে ঈশ্বরের রীতি।

১০২। "বিদুরের"-স্থলে "দরিদ্রের"-পাঠান্তর। **স্বভাব কারণে**—ভক্তের দ্রব্যগ্রহণের নিমিত্ত লোলুপতারূপ স্বভাব-বশতঃ। পরবর্তী পয়ারের প্রথমার্ধ দ্রষ্টব্য। দাসীপুত্র দরিদ্র বিদুরের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীকৃষ্ণরূপে মহাপ্রভুর) অন্ন-ভিক্ষার বিবরণ মহাভারত-উদ্যোগপর্ব ৯০-অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়।

কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে যখন যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতেছিল, তখন দুর্যোধন একদিন শ্রীকৃষ্ণকে আহারের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি-স্থাপনের আশায়, শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ কখনও যুধিষ্ঠিরাদি পরমভক্ত পাণ্ডবদিগের বিদ্বেষী দুর্যোধনের অর্থে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। দুর্যোধনের গৃহে যাওয়ার পথে, তিনি তাঁহার পরমভক্ত বিদুরের গৃহে আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া তাহার পরে দুর্যোধনের নিমন্ত্রণে যাওয়ার ইচ্ছা করিলেন এবং বিদুরের গৃহে যাইয়া বিদুরের নিকটে অন্ন যাচ্ঞা করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন।

ভক্তস্থানে মাগি খায় প্রভুর স্বভাব।
দেহ' গিয়া তুমি বড় করি অনুরাগ ॥ ১০৩
তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস' মনে।
আলগ করিয়া তুমি করিহ রন্ধনে ॥ ১০৪
বড় ভাগ্য তোমার, এমত কৃপা যারে।
শুনি বিপ্র হরিষে আইলা নিজঘরে ॥ ১০৫
স্নান করি শুক্লাম্বর অতিসাবধানে।
সুবাসিত জল তপ্ত করিলা আপনে ॥ ১০৬
তণ্ডুলসহিত তবে দিব্য গর্ভথোড়।
আলগোছে দিয়া দিয়া বিপ্র কৈলা করজোড় ॥১০৭
"জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।"
বলিতে লাগিলা শুক্লাম্বর কুতূহলী ॥ ১০৮
সেইক্ষণে ভক্ত-অন্নে রমা জগন্মাতা।
দৃষ্টিপাত করিলেন মহাপতিব্রতা ॥ ১০৯
ততক্ষণে সর্ব্বামৃত হৈল সেই অন্ন।
স্নান করি প্রভু আসি হৈলা উপসন্ন ॥ ১১০
সঙ্গে নিত্যানন্দ আদি আপ্ত কথো জন।
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ১১১
আপনে লইয়া অন্ন তান ইচ্ছা পালি'।
শুক্লাম্বর দেখিয়া হাসেন কুতূহলী ॥ ১১২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০৪। **আলগ করিয়া**—আল্‌গোছে, রন্ধন-পাত্র না ছুঁইয়া। "আলগা করিয়া"-স্থলে "আলগোছে তবে"-পাঠান্তর।

১০৫। "তোমার, এমত কৃপা যারে"-স্থলে "যার এমত কৃপা তারে"-পাঠান্তর। **বিপ্র**—শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।

১০৬। **আপনে**—নিজে। "আপনে"-স্থলে "এখনে"-পাঠান্তর।

১০৭। **গর্ভথোড়**—কলাগাছের অভ্যন্তরে অবস্থিত থোড়।

১০৮। "গোপাল"-স্থলে "মুকুন্দ"-পাঠান্তর।

১০৯। **রমা**—লক্ষ্মীদেবী।

১১০। **উপসন্ন**—উপস্থিত।

১১১। **তিতাবস্ত্র**—ভিজা কাপড়। **এড়িলেন**—ছাড়িলেন। **আপ্ত**—অন্তরঙ্গ ভক্ত।

১১২। "লইয়া"-স্থলে "লইলা"-পাঠান্তর। **তান্ ইচ্ছা পালি**—তাঁহার (শুক্লাম্বরের) ইচ্ছা পালন করিয়া। শুক্লাম্বর পাচিত দ্রব্য, এমন কি রন্ধনের সময়ে রন্ধন-ভাণ্ডটিও, স্পর্শ করেন নাই। পাচিত দ্রব্য প্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত করিতে হইলে, শুক্লাম্বরকে সেই দ্রব্য স্পর্শ করিতে হইবে। ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ, প্রভুর ভোজ্য পাচিত দ্রব্য স্পর্শ করার অধিকার তাঁহার নাই মনে করিয়া, তিনি তাহা স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু এবং সর্বান্তর্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া নিজেই শুক্লাম্বরের পাচিত দ্রব্য তুলিয়া লইলেন।

**শুক্লাম্বর দেখিয়া** ইত্যাদি—শুক্লাম্বরের দিকে চাহিয়া, তাঁহার ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যের কথা ভাবিয়া, প্রভু কুতূহলী হইয়া (অর্থাৎ পরমানন্দে) হাসিতে লাগিলেন। অথবা, তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে, প্রভু কৃপা করিয়া নিজেই পাচিত অন্ন তুলিয়া লইয়াছেন দেখিয়া, শুক্লাম্বর পরমানন্দে হাসিতে লাগিলেন।

গঙ্গার অগ্রেতে ঘর গঙ্গার সম্মুখে।
বিষ্ণু-নিবেদন করিলেন বড় সুখে ॥ ১১৩
হাসি বসিলেন প্রভু আনন্দভোজনে।
নয়ন ভরিয়া দেখে সর্ব্বভৃত্যগণে ॥ ১১৪
ব্রহ্মাদির যজ্ঞভোক্তা যে গৌরসুন্দর।
সেহো ধ্যানে, এমত সাক্ষাতে সুদুষ্কর ॥ ১১৫
হেন প্রভু বোলে "জন্ম যাবত আমার।
এমন অন্নের স্বাদু নাহি পাই আর ॥ ১১৬
কিবা গর্ভথোড় স্বাদু না পারি বলিতে।
আলগোছে এমত বা রান্ধিলা কেমতে ॥ ১১৭
তুমিহেন জন সে আমার বন্ধু-কুল।
তুমি সব লাগি সে আমার আদি মূল ॥" ১১৮
শুক্লাম্বর-প্রতি দেখি কৃপার বৈভব।
কান্দিতে লাগিলা অন্যোঽন্যে ভক্ত সব ॥ ১১৯
এইমত প্রভু পুনঃপুন আস্বাদিয়া।
করিলেন ভোজন আনন্দযুক্ত হৈয়া ॥ ১২০
যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক শুক্লাম্বর।
দেখুক অভক্ত সব পাপী কোটীশ্বর ॥ ১২১
ধনে জনে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
'ভক্তিরসে বশ প্রভু' চারিবেদে গাই ॥ ১২২
বসিলেন প্রভু প্রেম ভোজন করিয়া।
তাম্বূল খায়েন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥ ১২৩

### নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৩। **বিষ্ণু-নিবেদন** ইত্যাদি—প্রভু বড় সুখে (পরমানন্দে) পাচিত অন্ন বিষ্ণুকে (বিষ্ণুতত্ত্ব-শ্রীকৃষ্ণকে) নিবেদন করিলেন। একে তো শুক্লাম্বরের ন্যায় পরম-ভাগবতের অন্ন এবং "আল্‌গোছে" হইলেও তাঁহারই পাচিত অন্ন সুতরাং শুক্লাম্বরের প্রীতিরস-পরিষিক্ত অন্ন, তাহার উপরে আবার শ্রীকৃষ্ণে পরম-ভক্তিমতী গঙ্গার সাম্মুখ্য—এ-সমস্তই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন নিবেদনের সময়ে প্রভুর পরমানন্দের হেতু।

১১৪। "ভৃত্য"-স্থলে "ভক্ত"-পাঠান্তর।

১১৫। **সেহো ধ্যানে**—ব্রহ্মাদির নিবেদিত যজ্ঞদ্রব্য যে প্রভু ভোজন করেন, তাহাও কেবল ধ্যানে—ব্রহ্মাদির ধ্যানে, ধ্যানেই ব্রহ্মাদি প্রভুর ভোজন দেখেন, **এমত সাক্ষাতে সু-দুষ্কর**—শুক্লাম্বরের অন্ন, শুক্লাম্বরের দৃষ্টির গোচরীভূত ভাবে যেরূপে প্রভু ভোজন করিতেছেন, ব্রহ্মাদির পক্ষেও এইরূপ নয়নের গোচরীভূত ভাবে প্রভুর ভোজন-দর্শন সুদুর্লভ।

১১৮। **তুমি সব লাগি সে**—তোমাদের ন্যায় বন্ধুসকলের নিমিত্তই, তোমাদের ন্যায় বন্ধুসকল আছেন বলিয়াই। **আমার আদি মূল**—আমার আদি মূল্য বা মহিমা, তোমরাই আমার মহিমার মূল হেতু। প্রভু এ-স্থলে ভক্তের মহিমাই জ্ঞাপন করিলেন। **বন্ধু-কুল**—বান্ধব-সমূহ; অথবা, বন্ধু এবং কুল। ভক্তের কুলই ভক্তভাবাপন্ন প্রভুরও কুল।

১১৯। **বৈভব**—প্রাচুর্য।

১২১। **প্রসাদ**—কৃপা, অনুগ্রহ। **কোটীশ্বর**—কোটি কোটি টাকার অধিপতি।

১২২। ২।২৪।৭৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "প্রভু চারিবেদে"-স্থলে "কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে"-পাঠান্তর। **গাই**—গান করে।

১২৩। **প্রেম-ভোজন**—প্রীতির সহিত ভোজন। অথবা, শুক্লাম্বরের প্রীতিরসের আস্বাদন। "প্রেম"-স্থলে "প্রেমে"-পাঠান্তর।

পত্র লই ভৃত্যগণ ভুলিলা আনন্দে।
ব্রহ্মা শিব অনন্ত যে পত্র শিরে বন্দে॥ ১২৪
কি আনন্দ হইল সে ভিক্ষুকের ঘরে।
এমত কৌতুক করে শ্রীগৌরসুন্দরে॥ ১২৫
কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গ করিয়া কথোক্ষণ।
সেইখানে মহাপ্রভু করিলা শয়ন॥ ১২৬
ভক্তগণ করিলেন তথাই শয়ন।
তথি মধ্যে অদ্ভুত দেখয়ে একজন॥ ১২৭
ঠাকুরের এক শিষ্য শ্রীবিজয়দাস।
সে মহাপুরুষ কিছু দেখিলা প্রকাশ॥ ১২৮
নবদ্বীপে তেনমত নাহি আঁখরিয়া।
প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া॥ ১২৯
'আঁখরিয়া বিজয়' করিয়া সভে ঘোষে'।
মর্ম্ম নাহি জানে লোক ভক্তি-হীন-দোষে॥ ১৩০
শয়নে ঠাকুর তান অঙ্গে দিলা হস্ত।
বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব্ব সমস্ত॥ ১৩১
হেম-স্তম্ভ-প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন।
পরিপূর্ণ দেখে তহিঁ রত্ন-অভরণ॥ ১৩২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২৪। **পত্র**—কদলীপত্র। প্রভু যে কদলীপত্রে ভোজন করিয়াছেন, তাহা, অর্থাৎ সেই পত্রে অবস্থিত প্রভুর ভুক্তাবশেষ। **ভৃত্যগণ**—ভক্তগণ। **ভুলিলা আনন্দে**—আনন্দের আবেশে আত্মস্মৃতি হারাইয়া ফেলিলেন। **যে পত্র**—প্রভুর যে-ভুক্তাবশেষ। **বন্দে**—বন্দনা করেন। "পত্র"-স্থলে "পাত্র" এবং "ভুলিলা"-স্থলে "তুলিলা"-পাঠান্তর। তুলিলা—প্রভুর ভুক্তাবশেষ তুলিয়া লইলেন।

১২৭। **অদ্ভুত**—অপূর্ব বৈভব ( পরবর্তী ১৩২-৩৪-পয়ার দ্রষ্টব্য )। **একজন**—শ্রীবিজয় দাস। পরবর্তী পয়ার দ্রষ্টব্য।

১২৮। **ঠাকুরের**—প্রভুর। **শিষ্য**—ছাত্র-শিষ্য। **প্রকাশ**—ঐশ্বর্যের প্রকাশ।

১২৯। এই দুই পয়ারে বিজয়দাসের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। **তেনমত**—তাঁহার ( বিজয়-দাসের ) মত। **আঁখরিয়া**—পুঁথির নকলকারী। তৎকালে ছাপাখানা ছিল না, মুদ্রিত পুস্তক পাওয়া যাইত না। সেজন্য অধ্যয়নার্থীদের পুঁথি নকল করাইতে হইত। যাঁহারা পুঁথি নকল ( পুঁথির প্রতিলিপি ) করিতেন, তাঁহাদিগকে "আঁখরিয়া" বলা হইত। "দিয়াছে"-স্থলে "দিলেন"-পাঠান্তর।

১৩০। **ঘোষে**—ঘোষণা করে, বলে। **মর্ম্ম**—বিজয়দাসের মর্ম বা অন্তরের ভাব, বিজয়দাসের চিত্তে যে-উত্তমা-ভক্তি বিরাজিত, তাহা, **লোক** ইত্যাদি—ভক্তিহীন বলিয়া সাধারণ লোক জানিতে পারে না।

১৩১। পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রভু শয়ন করিয়াছিলেন ( ১২৬-পয়ার ) এবং ভক্তগণও শয়ন করিয়াছিলেন ( ১২৭-পয়ার )। ভক্তগণ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ( পরবর্তী ১৩৮-পয়ার দ্রষ্টব্য ); কিন্তু প্রভু নিদ্রিত হয়েন নাই। **শয়নে ঠাকুর** ইত্যাদি—শায়িত অবস্থায় থাকিয়াই প্রভু তান্ ( বিজয়-দাসের ) অঙ্গে হস্তার্পণ করিলেন। প্রভুর হস্তার্পণমাত্রেই **বিজয় দেখেন** ইত্যাদি—বিজয়দাস ( পরবর্তী ১৩২-৩৪-পয়ার সমূহে কথিত ) যত সব অপূর্ব বস্তু দেখিতে পাইলেন।

১৩২। বিজয়দাস প্রভুকে কি রকম দেখিলেন, ১৩২-৩৪-পয়ারত্রয়ে তাহা বলা হইয়াছে। **হেম-স্তম্ভ-প্রায়**—স্বর্ণ-নির্মিত স্তম্ভের ন্যায় প্রভুর দীর্ঘ এবং সুবলন হস্ত। **সুবলন**—সুগঠিত।

শ্রীরত্নমুদ্রিকা যত অঙ্গুলীর মূলে।
না জানি কি কোটি সূর্য্য চন্দ্র মণি জ্বলে ॥ ১৩৩
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ম্ময়।
হস্ত দেখি পরানন্দ হইলা বিজয় ॥ ১৩৪
বিজয় উদ্‌যোগ মাত্র করিলা ডাকিতে।
শ্রীহস্ত দিলেন প্রভু তাঁহার মুখেতে ॥ ১৩৫
প্রভু বোলে "যত দিন মুক্রি থাকোঁ এথা।
তাবত কাহারে পাছে কহ এই কথা ॥" ১৩৬
এত বলি হাসে প্রভু বিজয় চা'হিয়া।
বিজয় উঠিলা মহা হুঙ্কার করিয়া ॥ ১৩৭
বিজয়ের হুঙ্কারে জাগিলা ভক্তগণ।
ধরেন বিজয় তভু না যায় ধরণ ॥ ১৩৮
কথোক্ষণ উন্মাদ করিয়া মহাশয়।
শেষে হৈলা পরানন্দ-মূচ্ছিত তন্ময় ॥ ১৩৯
ভক্ত সব বুঝিলেন—বিভব-দর্শন।
সর্ব্ব-গণ লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ ১৪০
সভারে জিজ্ঞাসে, প্রভু "কি বোল ইহার।
আচম্বিতে বিজয়ের বড় ত হুঙ্কার ॥" ১৪১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হেমস্তম্ভ যেমন সুগোল এবং সর্বত্র মসৃণ ( গ্রন্থিহীন ), প্রভুর সুদীর্ঘ হস্তদ্বয়ও তদ্রূপ। **পরিপূর্ণ দেখি** ইত্যাদি—বিজয়দাস দেখিলেন, প্রভুর তাদৃশ হস্তযুগল রত্নালঙ্কারে পরিপূর্ণ। **অভরণ**—আভরণ, অলঙ্কার। "দীর্ঘ"-স্থলে "অতি"-পাঠান্তর।

১৩৩। **শ্রীরত্নমুদ্রিকা**—অতি সুন্দর রত্ন-খচিত অঙ্গুরীয়ক ( আংটি ) **না জানি** ইত্যাদি—অঙ্গুরীয়কের রত্নসমূহ যেন কোটি কোটি চন্দ্রসূর্যের ন্যায় এবং কোটি কোটি মণির ন্যায় জ্বলিতেছে—প্রভা বিস্তার করিতেছে। "চন্দ্র"-স্থলে "রত্ন"-পাঠান্তর।

১৩৪। **আব্রহ্ম-পর্য্যন্ত**—এই পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মালোক:( সত্যলোক ) পর্যন্ত। **পরানন্দ**—পরামানন্দে আবিষ্ট।

১৩৫। **ডাকিতে**—নিদ্রিত ভক্তগণকে ডাকিতে। অথবা, চীৎকার করিতে।

১৩৬। **যত দিন** ইত্যাদি—যত দিন পর্যন্ত আমি এথা(এই স্থানে—এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট) থাকিব; **তাবত কাহারে** ইত্যাদি—ততদিন পর্যন্ত কাহাকেও এই কথা বলিবে না।

১৩৭। **হুঙ্কার**—প্রেমাবেশ-জনিত হুঙ্কার।

১৩৮। "জাগিলা"-স্থলে "উঠিলা"-পাঠান্তর। **ধরেন বিজয়** ইত্যাদি—বিজয় প্রেমাবেশে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। ভক্তগণ তাঁহাকে স্থির করার জন্য ধরিয়া রাখেন, কিন্তু তথাপি, **না যায় ধরণ**—ধরিয়া রাখিতে পারেন না, বিজয়কে স্থির করিয়া রাখিতে পারেন না।

১৩৯। **উন্মাদ**—উন্মাদের ন্যায়, অস্থিরতা প্রকাশ। **পরানন্দ** ইত্যাদি—তিনি যাহা দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া অত্যধিক ( অথবা, পারমার্থিক ) আনন্দে বিজয় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

১৪০-১৪১। **ভক্ত সব** ইত্যাদি—ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন, বিজয়দাস প্রভুর কোনও বৈভব ( ঐশ্বর্য ) দর্শন করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। "সব"-স্থলে "তাঁর"-পাঠান্তর। তাঁর—তাঁহার, বিজয়ের। আত্মগোপন-তৎপর রঙ্গীয়া প্রভু ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, **কি বোল**

প্রভু বোলে "জানিলাঙ গঙ্গার প্রভাব।
বিজয়ের বিশেষ গঙ্গায় অনুরাগ ॥ ১৪২
নহে শুক্লাম্বরগৃহে দেব অধিষ্ঠান।
কিবা দেখিলেন ইহা কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥" ১৪৩
এত বলি বিজয়ের অঙ্গে দিয়া হস্ত।
চেতন করিলো, হাসে' বৈষ্ণব সমস্ত ॥ ১৪৪
উঠিয়াও বিজয় হইলা জড়-প্রায়।
সপ্তদিন ভ্রমিলেন সর্ব্বনদীয়ায় ॥ ১৪৫
আহার পানী নিদ্রা রহিত দেহধর্ম্ম।
ভ্রময়ে বিজয়, কেহো নাহি জানে মর্ম্ম ॥ ১৪৬
কথোদিনে বাহ্য-চেষ্টা জানিলা বিজয়।
শুক্লাম্বরগৃহে হেন সব রঙ্গ হয় ॥ ১৪৭
শুক্লাম্বর-ভাগ্য বলিবারে শক্তি কার।
গৌরচন্দ্র অন্ন-পরিগ্রহ কৈলা যার ॥ ১৪৮
এইমত ভাগ্যবন্ত-শুক্লাম্বর-ঘরে।
গোষ্ঠীর সহিত গৌরসুন্দর বিহরে ॥ ১৪৯
বিজয়েরে কৃপা,—শুক্লাম্বরান্ন-ভোজন।
ইহার শ্রবণে মাত্র মিলে ভক্তিধন ॥ ১৫০
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ববেদবন্দ্য লীলা করে নিরন্তর ॥ ১৫১
এইমত প্রতি বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে।
প্রতিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥ ১৫২
নিরবধি প্রেমরসে শরীর বিহ্বল।
'ভাব' নামে যত তাহা প্রকাশে' সকল ॥ ১৫৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**ইহার**—বিজয়ের এইরূপ অবস্থার কারণ কি, বল দেখি। **আচম্বিতে** ইত্যাদি—হঠাৎ বিজয় এত বড় হুঙ্কার করিতেছে কেন? "আচম্বিতে বিজয়ের"-স্থলে "দেখি কেনে বিজয়ের"-পাঠান্তর।

**১৪২-১৪৩।** আত্ম-প্রভাব গোপনের জন্য প্রভু ভক্তগণের নিকটে এই পয়ারদ্বয়োক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন—"উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে" চাপাইতেছেন। **গঙ্গার প্রভাব**—গঙ্গার প্রভাবেই বিজয় এইরূপ হুঙ্কার করিতেছে। **নহে শুক্লাম্বর গৃহে** ইত্যাদি—যদি গঙ্গার প্রভাবে এইরূপ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে শুক্লাম্বরের গৃহে যে-দেব (কৃষ্ণ) অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার প্রভাবেই বিজয়ের এই অবস্থা হইয়াছে। **কিবা দেখিলেন** ইত্যাদি—কি দর্শন করিয়া যে বিজয়ের এই অবস্থা হইয়াছে, সেই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণই প্রমাণ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই তাহা নিশ্চিতরূপে জানেন। "নহে শুক্লাম্বরগৃহে দেব"-স্থলে "কিবা শুক্লাম্বর গৃহে কৃষ্ণ"-পাঠান্তর।

**১৪৪।** "চেতন"-স্থলে "চৈতন্য" এবং "হাসে'"-স্থলে "হাসি"-পাঠান্তর।

**১৪৫।** "উঠিয়াও"-স্থলে "উঠিয়া ত" এবং "উঠিয়া সে"-পাঠান্তর। **জড়প্রায়**—জড়ের তুল্য বাক্‌শক্তিহীন।

**১৪৬।** পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "না আহার না লঘ্বী বৃহতী আদি কর্ম্ম (দেহধর্ম)"-পাঠান্তর। **লঘ্বী**—প্রস্রাব। **বৃহতী**—সম্ভবতঃ মলত্যাগ। "জানে"-স্থলে "পায়"-পাঠান্তর। **মর্ম্ম**—বিজয়ের এইরূপ আচরণের তাৎপর্য।

**১৪৮।** **পরিগ্রহ**—গ্রহণ, ভোজন।

**১৫৩।** **ভাব**—প্রেমবিকার। অথবা, ভক্তভাবে নানারূপ প্রেমবিকার এবং ঈশ্বর-ভাবে নানাবিধ ভগবৎ-স্বরূপের প্রকটন।

মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বরাহ বামন।
রঘুসিংহ বৌদ্ধ কল্কি শ্রীনন্দনন্দন ॥ ১৫৪
এইমত যত অবতার সে সকল।
সেই রূপ হয় প্রভু স্বভাববৎসল ॥ ১৫৫
এ সকল ভাব হই, লুকায়ে তখনে।
সবে না ঘুচিল রাম-ভাব চিরদিনে। ১৫৬
মহামত্ত হৈলা প্রভু হলধর-ভাবে।
"মদ আন" "মদ আন" মহা উচ্চ ডাকে ॥ ১৫৭
নিত্যানন্দ জানেন প্রভুর সমীহিত।
ঘট ভরি গঙ্গাজল দিলা সাবহিত ॥ ১৫৮
হেন সে হুঙ্কার শুনি হেন সে গর্জ্জন।
নবদ্বীপ-আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন ॥ ১৫৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৫৪-১৫৫। এই পয়ারদ্বয়ে প্রভুর ঐশ্বর্য-প্রকটনের কথা বলা হইয়াছে। প্রভু স্বয়ংভগবান্‌ বলিয়া, অবতারকালে তাঁহার মধ্যেই মৎস্য-কূর্মাদি ভগবৎ-স্বরূপ বিরাজিত। (১।৮।৯৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। লীলাশক্তি কখনও কখনও যে-সমস্ত স্বরূপগণকে প্রকট করিয়া দেখাইয়া থাকেন (১।১।৫৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **নরসিংহ**—নৃসিংহ। **রঘুসিংহ**—রামচন্দ্র। **বৌদ্ধ**—বুদ্ধদেব। বুদ্ধ ও কল্কির পরিচয় ১।২।১৭০-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। **শ্রীনন্দ-নন্দন**—ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। **স্বভাববৎসল**—স্বীয় ঈশ্বরভাবের আবেশে এবং ভক্তবৃন্দের প্রতি বাৎসল্যের আবেশে। ১৫৫-পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "সব রূপ হয় প্রভু করি ভাবছল"-পাঠান্তর।

স্বয়ংভগবান্‌ নন্দ-নন্দন-শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই মৎস্য-কূর্ম-নৃসিংহাদি ভগবৎ-স্বরূপগণ অবস্থান করেন; কিন্তু নন্দ-নন্দন-কৃষ্ণ তাঁহাদের কাহারও মধ্যেই অবস্থান করেন না; যেহেতু, তাঁহারা কেহই স্বয়ংভগবান্‌ নহেন। এ-স্থলে কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর দেখাইলেন—শ্রীনন্দ-নন্দনও তাঁহার মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু শ্রীগৌর-সুন্দর যে নন্দ-নন্দনের মধ্যে অবস্থিত, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। শ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যে শ্রীনন্দ-নন্দনকে দেখাইয়া, লীলাশক্তি এ-স্থলে জানাইলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর হইতেছেন—অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর, শ্রীরাধার গৌর অঙ্গ এবং গৌর-কান্তির আবরণে আবৃত হইয়া ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যে অবস্থিত। শ্রীগৌরসুন্দর যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ, এ-স্থলে লীলাশক্তি তাহাই জানাইলেন।

১৫৬। **এ সকল ভাব** ইত্যাদি—এ-সকল, অর্থাৎ মৎস্য-কূর্মাদির ভাব, প্রভুর মধ্যে প্রকাশ পাইয়া, তখনি (তৎক্ষণাৎই) তাহা লুকায় (অন্তর্হিত হয়)। **সবে না ঘুচিল** ইত্যাদি—সবে (একমাত্র) রামভাব (বলরামের ভাব) চিরদিনে (বহুকালেও) না ঘুচিল (ঘুচিল না)। তাৎপর্য—মৎস্য-কূর্মাদির ভাব অল্পকাল স্থায়ী থাকে; কিন্তু বলরামের ভাব বহুকাল স্থায়ী হয়। "হই"-স্থলে "হয়"-পাঠান্তর।

১৫৭। **হলধরভাবে**—বলরামের ভাবে—**মহা উচ্চ ডাকে**—অতিশয় উচ্চস্বরে বলেন। "উচ্চ"-স্থলে "মত্ত"-পাঠান্তর।

১৫৮। **সমীহিত**—অভিপ্রায়। **সাবহিত**—সাবধান হইয়া।

১৫৯। এ-স্থলে **হুঙ্কার** ও **গর্জ্জন** হইতেছে বলরামের ভাবাবেশে প্রভুর হুঙ্কার ও গর্জন। "শুনি"-স্থলে "করে"-পাঠান্তর।

হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড।
পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় খণ্ড ॥ ১৬০
টলমল করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ডসহিতে।
ভয় পায় ভৃত্য সব সে নৃত্য দেখিতে ॥ ১৬১
বলরাম-বর্ণনা গায়েন সভে গীত।
শুনিঞা হয়েন প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত ॥ ১৬২
আর্য্যাতর্জ্জা পঢ়েন পরম-মত্ত-প্রায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া সব-অঙ্গনে বেড়ায় ॥ ১৬৩
কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ হইল রাম-ভাবে।
দেখিতে দেখিতে কারো আর্ত্তি নাহি ভাগে॥ ১৬৪
অতি-অনির্ব্বচনীয় দেখি মুখচন্দ্র।
ঘন ঘন ডাকে 'নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ !' ॥ ১৬৫
কদাচিত কখন প্রভুর বাহ্য হয়।
"প্রাণ যায় মোর" সবে এই কথা কয় ॥ ১৬৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড**—বলরামের ভাবাবেশে মহা-প্রচণ্ড তাণ্ডবনৃত্য, মহা-প্রচণ্ড লম্ফ-ঝম্প। **পৃথিবীতে পড়িলে** ইত্যাদি—মহা প্রচণ্ড লম্ফ-ঝম্পাদি দেখিলে মনে হয়, প্রভু যদি ভূমিতে পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে।

**১৬১-১৬২। ভৃত্য সব**—প্রভুর ভক্তগণ। **বলরাম-বর্ণনা** ইত্যাদি—সভে ( সকল ভক্ত ) বলরামের লীলাদি-বর্ণনাত্মক গীত গান করেন। "সভে"-স্থলে "সব"-পাঠান্তর।

**১৬৩। আর্য্যাতর্জ্জা**—নানা রকমের ছড়া ও হেঁয়ালি-বাক্য। **পঢ়েন**—প্রভু আবৃত্তি করেন।

**১৬৪। রামভাবে**—বলরামের ভাবে ( ভাবাবেশে )। **নাহি ভাগে**—দূর হয় না, চলিয়া যায় না। **দেখিতে দেখিতে** ইত্যাদি—বলরামভাবাবিষ্ট প্রভুর অপরূপ সৌন্দর্য পুনঃ পুনঃ দেখা-সত্ত্বেও, তাহার আরও দর্শনের নিমিত্ত আর্তি ( উৎকণ্ঠা ) কাহারওই তিরোহিত হয় না। "ভাগে"-স্থলে "ভাঙ্গে"-পাঠান্তর। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"ইহার পরে একখানি পুঁথির অতিরিক্ত পাঠ—" 'বলরাম' বলি প্রভু ডাকে ঘনেঘন। বরজ-বালক-সঙ্গে দেহ দরশন ॥ সেই ক্ষণে নিত্যানন্দ প্রকাশ করিয়া। আইলা প্রভুর কাছে সঙ্গের সঙ্গিয়া ।। শ্রীদাম-সুদাম আদি বরজ-রাখাল ! সুবল লবঙ্গ আর অর্জুন বিশাল ॥ সকলের গলা প্রভু ধরিয়া আপনে। কান্দিয়া পড়িলা ভূমে নাহিক চেতনে ॥"

**১৬৫। ঘন ঘন ডাকে** ইত্যাদি—"নিত্যানন্দ ! নিত্যানন্দ !" বলিয়া প্রভু ঘন ঘন ডাকিতে লাগিলেন।

**১৬৬। কদাচিত কখন** ইত্যাদি—প্রভু যখন বলরাম-ভাবে আবিষ্ট হয়েন, তখন সেই ভাব প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলিতে থাকে ( পূর্ববর্তী ১৫৬-পয়ার দ্রষ্টব্য ); কদাচিত কখনও প্রভু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হয়েন। "কদাচিৎ কখন"-ইত্যাদি বাক্য হইতে বুঝা যায়—বলরামভাবে আবিষ্ট হইলে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেই ভাবের অবস্থিতি-কালে, প্রভুর বাহ্যদশা-প্রাপ্তি অত্যন্ত বিরল। গ্রন্থকার সাধারণভাবেই এ-কথাগুলি বলিয়াছেন ; তখন যে প্রভুর বলরামভাব তিরোহিত হইয়াছিল, ইহা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু, এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধের উক্তির সহিত বাহ্যদশা-প্রাপ্তির সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়ার্ধের উক্তির সহিত পরবর্তী ১৬৭-পয়ারের সম্বন্ধ বলিয়া মনে হয় ( পরবর্তী

প্রভু বোলে "বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ।　　মারিলেন হেন দেখি জ্যেঠা বলরাম ॥" ১৬৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। অর্থাৎ বলরাম-ভাবের আবেশে, অথবা তাহার পরিণতি-বিশেষেই, প্রভু "প্রাণ যায় মোর" বলিয়াছেন। "কখন"-স্থলে "যখনে"-পাঠান্তর আছে। কিন্তু এই পাঠান্তরের সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয় না। ( ইহা লিপিকর-প্রমাদ বলিয়া মনে হয় )। কেন না, প্রভুর বাহ্যদশায় "প্রাণ যায় মোর" বলার কোন হেতু থাকিতে পারে না। কোনও এক ভাবের আবেশেই প্রভু "প্রাণ যায় মোর"— এই কথাটি মাত্র ( সবে এই কথা ) বলিয়াছেন। কোন্ ভাবের আবেশে প্রভু এই কথাগুলি বলিয়াছেন, পরবর্তী ১৬৭-পয়ারের টীকায় তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে।

১৬৭। এই পয়ারোক্তি হইতে মনে হয়, যে-ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে "বাপ" এবং তাঁহার অগ্রজ বলরামকে "জ্যেঠা" বলা যায়, প্রভু সেই ভাবের আবেশেই এই পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। প্রভুর স্বাভাবিক ভক্তভাবে এইরূপ কথা বলা সম্ভব নয়। কেন না, প্রভুর স্বাভাবিক ভক্তভাব হইতেছে— রাধাভাব। রাধাভাবে প্রভু কখনও শ্রীকৃষ্ণকে "বাপ" বলিতে পারেন না। যেহেতু "বাপ"-শব্দ দুই ভাবে বলা যায়—এক, নন্দ-যশোদা বা দেবকী-বসুদেবের ন্যায়, বাৎসল্যের আবেশে স্নেহের সহিত পুত্রকে "বাপ" বলা যায়। আর, পুত্রস্থানীয় স্নেহের পাত্রকেও বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজন "বাপ" বলিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পুত্রও ছিলেন না, পুত্রস্থানীয় স্নেহের পাত্রও ছিলেন না; সুতরাং প্রভুর স্বরূপগত রাধা-ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে "বাপ" বলা সম্ভব নয়। যদি বলা যায়—শ্রীরাধার মহাভাবাখ্য-প্রেমের মধ্যে যখন শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-ভাবও বিরাজিত, তখন বাৎসল্যভাবের আবেশে, স্নেহভরে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে "বাপ" বলিতে পারেন, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—মহাভাবের মধ্যে বাৎসল্য থাকিলেও সেই বাৎসল্য শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে পুত্রজ্ঞান জন্মাইতে পারে না; কেন না, মহাভাবানুগত কান্ত-ভাব এবং বাৎসল্যানুগত পুত্রভাব হইতেছে পরস্পরবিরোধী। মহাভাবান্তর্গত বাৎসল্যের তাৎপর্য হইতেছে বাৎসল্যের ন্যায় স্নেহ-মমতা এবং তদনুরূপ সেবা; পরন্তু পুত্রজ্ঞান নহে। সুতরাং সম্বন্ধে কান্তাভাবময়ী শ্রীরাধা এবং তাদৃশী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে "বাপ" বলিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপ "বাপ" বলিতে পারেন না বলিয়া, তাঁহার অগ্রজ বলরামকেও "জ্যেঠা" বলিতে পারেন না। এই আলোচনা হইতে জানা যায়, প্রভু যখন এই পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক রাধাভাব ছিল না, বাহ্যাবস্থাও ছিল না। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে "বাপ" এবং বলরামকে "জ্যেঠা" বলিতে পারেন এবং যিনি জানেন, শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, পরে বলরাম তাহাকেই বধ করিয়াছেন, তাদৃশ কাহারও ভাবেই প্রভু তখন আবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং সেই ভাবের আবেশেই এই পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন। এক্ষণে দেখিতে হইবে, কাহার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু এই উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, প্রভু এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্নের ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-তনয় প্রদ্যুম্ন শ্রীকৃষ্ণকে "বাপ" এবং বলরামকে "জ্যেঠা" বলিতে পারেন; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ বস্তুতঃই প্রদ্যুম্নের "বাপ" এবং বলরাম তাঁহার "জ্যেঠা"। প্রদ্যুম্ন ইহাও জানিতেন যে, রুক্মিণীকে

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বিদর্ভ-পুরী হইতে দ্বারকায় আসিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মিকে বধ করার জন্য খড়্‌গ উত্তোলন করিলে রুক্মিণীর প্রার্থনায় রুক্মির প্রাণ সংহার করেন নাই, অর্থাৎ রুক্মিকে আসন্ন মৃত্যু হইতে-রক্ষা করিয়াছিলেন ( ২।১০।২১৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ) এবং প্রদ্যুম্ন স্বীয় পুত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ-সময়ে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন—বলরাম রুক্মিকে বধ করিয়াছিলেন ( ২।১৫।৫০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য )। সুতরাং এই পয়ারোক্ত কথাগুলি প্রদ্যুম্নের পক্ষেই বলা সম্ভব এবং প্রদ্যুম্নের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু এই কথাগুলি বলিয়াছেন। "মারিলেন"-স্থলে "মারিবেন"-পাঠান্তর।

পূর্ববর্তী ১৫৭-৬৫-পয়ারসমূহ হইতে জানা যায়, প্রভু বলরামের ভাবেই আবিষ্ট ছিলেন। পূর্ববর্তী ২।৩।১৪৮-৫১-পয়ারসমূহ হইতে জানা যায়, নিত্যানন্দরূপ বলরামের কথা বলিতে বলিতেই ( অর্থাৎ বলরামের স্মৃতিমাত্রেই ) প্রভু বলরামের ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়—কাহারও কথা বলিতে বলিতেই অথবা কাহারও স্মৃতিমাত্রেই, প্রভু কখনও কখনও তাঁহার ভাবে আবিষ্ট হইতেন। বলরাম যখন এবং যে-স্থানে রুক্মিকে বধ করিয়াছিলেন, প্রদ্যুম্নও তখন সে-স্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন—বলরাম রুক্মিকে নিহত করিলেন। ইহা দেখিয়া প্রদ্যুম্নের মনে এইরূপ কথা জাগ্রত হওয়া এবং বলা একান্তই সম্ভব যে—"বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ। মারিলেন হেন দেখি জেঠা বলরাম ।। —অর্থাৎ, আমার বাপ ( শ্রীকৃষ্ণ ) যে-রুক্মির প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, এখন দেখিতেছি, জ্যেঠা বলরাম সেই রুক্মিকেই মারিয়া ফেলিলেন।" আলোচ্য পয়ারের উক্তি হইতে বুঝা যায়, প্রদ্যুম্ন এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। প্রদ্যুম্ন যখন এইরূপ কথা বলিলেন, তখন বলরামও তাহা শুনিয়াছেন। বলরাম-ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভুর চিত্তে রুক্মি-বধের কথা এবং প্রদ্যুম্নের উক্তির কথাও উদিত হইয়াছিল এবং উল্লিখিত কথাগুলির বক্তা প্রদ্যুম্নের স্মৃতিমাত্রেই প্রভু প্রদ্যুম্নের ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রদ্যুম্নের কথিত বাক্যের—"বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ"-ইত্যাদি বাক্যের—আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

এক্ষণে, পূর্ববর্তী ১৬৬-পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে কথিত "প্রাণ যায় মোর" উক্তিটি কাহার, তাহা বিবেচিত হইতেছে। রুক্মিই সে-স্থলে বলরামের হস্তে প্রাণ হারাইতেছিলেন। সুতরাং "প্রাণ যায় মোর"-বাক্যটি রুক্মিরই উক্তি, অন্য কাহারও উক্তি হইতে পারে না। রুক্মি যখন বলরামের হস্তে নিহত হইতেছিলেন, উল্লিখিত কথা ছাড়া অন্য কোনও কথা তাঁহার মুখে স্ফুরিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। রুক্মির সেই অবস্থার স্মৃতিমাত্রই বলরাম-ভাবাবিষ্ট প্রভু রুক্মির ভাবে আবিষ্ট হইয়া রুক্মির কথিত "প্রাণ যায় মোর"-বাক্যটির আবৃত্তি করিয়াছেন। লীলাশক্তিই প্রভুকে বিভিন্নভাবে আবিষ্ট করাইয়াছেন এবং লীলা-শক্তিই প্রভুর মুখে বিভিন্ন উক্তি প্রকাশ করাইয়াছেন।

এই পয়ারোক্তি-প্রসঙ্গে কেহ কেহ মনে করেন,—এই পয়ারে "বাপ কৃষ্ণ"-শব্দদ্বয়ে বাৎসল্য ভাব সূচিত হইতেছে। প্রভুর মধ্যে যে শ্রীরাধার ভাব আছে, তাহার মধ্যে বাৎসল্যও আছে। এ-স্থলে প্রভুর মধ্যে অবস্থিত বাৎসল্য ভাবের আবেশে প্রভু নিজে আচরণ করিয়া জগতের জীবকে জানাইলেন, "সাধকের প্রায় সকল দশায় সর্বপ্রথমে বাৎসল্য ভাবের স্ফূর্তি, তারপর পরিপাক-দশায় মধুর ভাবের স্ফূর্তি হইয়া থাকে। আজ-কালের মত একেবারে লাফ দিয়া মগডালে চড়া সেকালে ছিল

### নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

না। একেবারে সকলেই রাগের উপাসনা বা মধুর ভাবের উপাসনা করিতেন না। উপাসনা-রাজ্যে একটা অধিকারি-নিয়ম ছিল—ক্রমও ছিল। শাস্ত্রে ও সদাচারে তাহাই আছে।”

কিন্তু ইহা এই পয়ারোক্তির বাস্তব অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয় না। এ-কথা বলার হেতু এই। **প্রথমতঃ**, মধুর ভাবের উপাসনার প্রস্তুতি-হিসাবে যিনি প্রথমে বাৎসল্য ভাবের উপাসনায় রত হইবেন, “বাপ”—শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, তাহাতে আপত্তির কিছু নাই। কিন্তু “জ্যেঠা”—বলরাম তাঁহাকে “মারিবেন” কেন? যে-বলরাম “কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্তা,” যে-বলরাম “মূল-ভক্ত অবতার”, নিত্যানন্দরূপে যে-বলরামের মহিমা-সম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন—“নিতাই-এর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, ধর নিতাই-এর চরণ দুখানি।”, সেই বলরাম যে মধুরভাবে রাধা-কৃষ্ণ-সেবা-প্রাপ্তির উপাসনার প্রস্তুতিরূপে বাৎসল্যভাবের সাধককে “মারিবেন”, তাহা বিশ্বাসযোগ্য কি না, সুধী ভক্তগণ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। **দ্বিতীয়তঃ**, রাধাভাবের অন্তর্গত বাৎসল্য যে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে পুত্রজ্ঞান জাগাইতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণকে “বাপ” বলিয়া সম্বোধন করাইতে পারে না, তাহা এই পয়ারের আলোচনার পূর্বেই বলা হইয়াছে। **তৃতীয়তঃ**, বলা হইয়াছে—বাৎসল্য-ভাবের সাধনের “পরিপাক-দশায় মধুর ভাবের স্ফূর্তি হইয়া থাকে”। যথাবস্থিত দেহে সাধনের পরিপাক-দশা হইতেছে জাতপ্রেম-দশা। পরিপাক-দশায় সাধকের চিত্তে যদি বাৎসল্য-প্রেমের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে সেই সাধকের চিত্তে কিরূপে আবার মধুর ভাবের স্ফূর্তি হইতে পারে? চিত্তে বাৎসল্য-প্রেমের উদয়ে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে পুত্রতুল্য-বুদ্ধি হইবে অবিচলা এবং তদ্রূপ বুদ্ধিতে প্রাণঢালা প্রীতির সহিত শ্রীকৃষ্ণ-সেবার বাসনাও তখন হইবে সুদৃঢ়া। এই অবস্থায়, “শ্রীকৃষ্ণ আমার কান্ত—প্রাণবল্লভ” এইরূপ মধুর ভাবোচিত-বুদ্ধি কিরূপে মনে জাগিতে পারে? পুত্রকে বা পুত্র-স্থানীয় বাৎসল্যের পাত্রকে কেহ কি “কান্ত” বলিয়া মনে করিতে পারে? লৌকিক জগতেও ইহা দৃষ্ট হয় না। **চতুর্থতঃ**, বলা হইয়াছে—সেকালে “একেবারে সকলেই রাগের উপাসনা বা মধুর ভাবের উপসনা করিতেন না।” মধুর ভাবের উপাসনাই কি একমাত্র রাগের উপাসনা? বাৎসল্য ভাবের উপাসনা কি রাগের উপাসনা নয়? শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে যে-উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিভাবের উপাসনাই রাগের (রাগমার্গের) উপাসনা। রাগমার্গের উপাসনা-ব্যতীত, এই চারিভাবের কোনও ভাবেই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায় না। **পঞ্চমতঃ**, বলা হইয়াছে, সেকালে “উপাসনা-রাজ্যে একটা অধিকারি-নিয়ম ছিল—ক্রমও ছিল।” ইহা অতি সত্য কথা। “সেকালে” কেন, অধিকার-বিচার এবং ক্রম সকল সময়ের জন্যই। কিন্তু রাগমার্গের উপাসনা-সম্বন্ধে অধিকার-বিচার হইতেছে এই যে—ব্রজের কোনও এক ভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য যাঁহার লোভ জন্মিয়াছে, একমাত্র তিনিই রাগানুগা-মার্গে ভজনের অধিকারী। যাঁহার তাদৃশ লোভ জন্মে নাই, তিনি রাগানুগার ভজনে অধিকারী নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন, “রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন॥ রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে। তার অনুগত ভক্তির ‘রাগানুগা’ নামে॥ ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা ‘রাগ’—এই স্বরূপলক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থ লক্ষণ॥ রাগময়ী ভক্তির হয় ‘রাগাত্মিকা’ নাম।

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন্ ভাগ্যবান্ ॥ লোভে ব্রজবাসিভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥ ( অর্থাৎ সেবার জন্য অত্যন্ত লোভ জন্মিয়াছে বলিয়া শাস্ত্র-যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। কৃষ্ণ-ভজনের উপদেশ শাস্ত্র দিয়াছেন বলিয়াই ভজন করা হয় না, কৃষ্ণসেবার জন্য লোভ জন্মিয়াছে বলিয়াই ভজন করা হয়। তত্তদ্‌ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্য্যদপেক্ষতে। নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ ॥ ভ. র. সি. ১।২।১৪৮ ॥ ) ॥ 'বাহ্য' 'অন্তর' ইহার দুই ত সাধন। বাহ্য—সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥ মনে—নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন। নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা ॥ (নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি ভাবের মধ্যে যে-ভাবের লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য অভিলাষ বা লোভ জন্মিয়াছে, সেই ভাবের লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ ( প্রিয়তম ) পরিকরদের অনুগত হইয়া ) ॥ দাস, সখা, পিত্রাদি, প্রেয়সীর গণ। রাগমার্গে এই সব ভাবের গণন ॥ এই মত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি। কৃষ্ণের চরণে তার উপজয় প্রীতি ॥ চৈ. চ. ২।২২।৮৪-৯৩ ॥" মহাপ্রভুর এই উক্তি হইতে জানা গেল—দাস্য-সখ্যাদি চারি ভাবের মধ্যে যে-কোনও এক ভাবের সেবার জন্য সাধকের লোভ জন্মিবে। তিনি সেই ভাবের ব্রজপরিকরদের আনুগত্যেই সেই ভাবেরই সেবা করিবেন। সখ্যভাবের সাধককে যে তৎপূর্ববর্তী দাস্যভাবের, বা বাৎসল্যভাবের সাধককে যে তদপূর্ববর্তী সখ্যভাবের, কিংবা মধুর ভাবের সাধককে যে তৎপূর্ববর্তী বাৎসল্যভাবের সাধন করিয়া স্বীয় অভীষ্টভাবের উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, তাহা মহাপ্রভু বলেন নাই। শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামী মধুর ভাবের উপাসনার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকেও প্রভু বলিয়াছেন—"অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥ চৈ. চ. ৩।৬।২৩৫ ॥" মধুর ভাবের উপযোগিনী রাধা-কৃষ্ণের সেবার উপদেশই প্রভু দাসগোস্বামীকে দিয়াছেন, বাৎসল্যভাবের উপযোগিনী যশোদামাতার এবং যশোদা-স্তন্যপায়ী শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপদেশ দেন নাই। দাসগোস্বামী তৎপূর্বে যে বাৎসল্যভাবের ভজন করিতেন, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। প্রথমেই তিনি শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য শ্রীযদুনন্দন আচার্যের নিকটে মধুর ভাবের উপাসনার মন্ত্র ও উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং মধুরভাবে সেবালোভী সাধককে প্রথমে যে বাৎসল্যভাবের ভজন করিতে হইবে এবং ইহাই যে মধুরভাবের উপাসনার ক্রম, তাহা বলা যায় না। **ষষ্ঠতঃ**, বলা হইয়াছে, "উপাসনা-রাজ্যে একটা অধিকারি-বিচার ছিল—ক্রমও ছিল। শাস্ত্রে ও সদাচারে তাহাই আছে।" মধুরভাবের সেবালোভী সাধকের যে প্রথম হইতেই মধুরভাবোচিত-ভজনের অধিকার নাই, তাঁহাকে যে প্রথমে বাৎসল্য-ভাবের ভজন করিতে হইবে এবং ইহাই যে মধুরভাবের উপাসনার ক্রম তাহা কোন্ শাস্ত্রে আছে, তাহা কিন্তু বলা হয় নাই। কোনও গুরুর উপদেশে কেহ তদ্রূপ করিলেই যে তাহা সর্বজনগ্রাহ্য সদাচার হইবে, তাহাও নহে। সাধুদিগের যে-আচরণ শাস্ত্রসম্মত, তাহাই সদাচার। উল্লিখিতরূপ অধিকার-বিচার, ক্রম এবং আচার যে শাস্ত্রসম্মত নহে, তাহা পূর্ববর্তী পঞ্চম হেতুতে প্রদর্শিত হইয়াছে। **সপ্তমতঃ**, বলা হইয়াছে, "আজকালের মত একেবারে লাফ দিয়া মগডালে চড়া সেকালে ছিল না।" কিন্তু পূর্বোদ্ধৃত মহাপ্রভুর উক্তি হইতে জানা যায়, "লাফ দিয়া মগডালে চড়ার"

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

জন্য যাহার লোভ জন্মে, তিনি প্রথম হইতেই "মগডালে চড়ার" চেষ্টাই করেন। সেকাল-একাল সকল কালেই এই রীতি। **অষ্টমতঃ**, আলোচ্য পয়ারে, প্রভুর উক্তিতে এমন কোনও বাক্য বা একটি শব্দও নাই, যাহা হইতে মধুর ভাবের একটি ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং মধুর ভাবের উপাসনার প্রস্তুতিরূপে বাৎসল্যভাবের সাধনের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। **নবমতঃ**, উল্লিখিত কেহ কেহ আরও বলেন—"শ্রীপ্রভুর সাক্ষাৎ-শক্তি-অবতার শ্রীমৎ-গদাধরপণ্ডিতও অগ্রে বাৎসল্যভাবের উপাসনা করিতেন, তৎপরে মধুর ভাবের—কান্তাভাবের উপাসনা করিয়াছিলেন। ইহাও তো লোকশিক্ষার্থ। জগতের শিক্ষাগুরু শ্রীমহাপ্রভুও বোধ হয় তাই সর্ব্বপ্রথমে—শ্রীদীক্ষাগ্রহণের পরেই শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্য-ভাবে 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।" এই প্রসঙ্গে বক্তব্য এই। গদাধরপণ্ডিত গোস্বামী যে "অগ্রে বাৎসল্যভাবের উপাসনা করিতেন, তৎপরে মধুর ভাবের—কান্তাভাবের উপাসনা করিয়াছিলেন"—তাহার প্রমাণ কোথায়? প্রাচীন গৌর-চরিতকারদের উক্তি হইতে জানা যায়, তিনি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকটেই কান্তাভাবের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তৎপূর্বে তিনি যে বাৎসল্যভাবের মন্ত্রে কাহারও নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, কোনও প্রাচীন চরিতকারই তাহা বলেন নাই। পণ্ডিত গোস্বামীর দুইজন দীক্ষাগুরুর কথাও জানা যায় না। বিদ্যানিধিও যে তাঁহাকে বাৎসল্যভাবের একটি মন্ত্র এবং মধুরভাবের একটি মন্ত্র দিয়াছিলেন, তাহাও জানা যায় না। বিদ্যানিধি ছিলেন কান্তাভাবের উপাসক; তিনি বাৎসল্যভাবের মন্ত্র দিবেনই বা কেন? দিলেই বা সেই মন্ত্র ফলপ্রসূ হইবে কিরূপে? যে-ভাবের উপাসনা গুরুদেব নিজে করেন নাই, সুতরাং যে-ভাবের কৃষ্ণলীলা-সম্বন্ধে গুরুদেবের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ হয় নাই, সেই ভাবের উপাসনামন্ত্র সেই গুরুদেব দিলেও তাহা অভীষ্ট ফলদায়ক হইতে পারে না। তার পর, মহাপ্রভুর কথা। মহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন (১।১২।১০৬-পয়ার দ্রষ্টব্য)। দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্র হইতেছে মধুরভাবে বা কান্তাভাবে উপাসনার মন্ত্র। এই মন্ত্রের ধ্যানে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণেরই ধ্যান করা হয়। দীক্ষার পরে "একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে। নিজ ইষ্টমন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে॥ ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া। করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া॥ 'কৃষ্ণরে বাপরে! মোর জীবন শ্রীহরি। কোন দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥ ১।১২।১১৩-১৫॥ আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চস্বরে। কোথা গেল বাপ কৃষ্ণ! ছাড়িয়া মোহরে॥ ১।১২।১১৮।" এই ভাবের আবেশে প্রভু তাঁহার শিষ্যগণকে দেশে ফিরিয়া যাইতে বলিয়া, বলিলেন—"মথুরা দেখিতে মুঞি চলিব সর্ব্বথা। প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥ ১।১২।১২৩।" প্রভুর এ-সমস্ত উক্তি হইতে জানা যায়, যাঁহাকে তিনি "বাপ" বলিয়াছেন, তাঁহাকেই প্রভু "প্রাণনাথ—প্রাণবল্লভ" বলিয়াছেন, তিনিই যে প্রভুর "প্রাণ চুরি" করিয়াছেন, তাহাও প্রভু বলিয়াছেন। "বাপ"-শব্দে জনককেও সম্বোধন করা যায়, বাৎসল্যের পাত্র পুত্রকেও সম্বোধন করা যায়; কিন্তু এখানে এই দুইটি অর্থের কোনও অর্থেই "বাপ"-শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। কেন না, জনককে, বা পুত্রকে "প্রাণচোরা, প্রাণনাথ" বলা সম্ভব নয়। প্রভু স্বীয় ইষ্টমন্ত্র—দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে ধ্যানানন্দেই উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া

এতেক বলিয়া প্রভু হেন মূর্চ্ছা যায়।
দেখি ত্রাসে ভক্তগণ কান্দে উচ্চ-রা'য় ॥ ১৬৮
যেই ক্রীড়া করে প্রভু সে মহা অদ্ভুত।
নানা ভাবে নৃত্য করে জগন্নাথসুত ॥ ১৬৯
কখনো বা বিরহ প্রকাশ হেন হয়ে।
অকথ্য অদ্ভুত প্রেম সিন্ধু যেন বহে ॥ ১৭০
হেন সে ডাকিয়া প্রভু করেন রোদন।
শুনিলে বিদীর্ণ হয় অনন্ত-ভুবন ॥ ১৭১
আপনার রসে প্রভু আপনে বিহ্বল।
আপনা' পাসরি যেন কহেন সকল ॥ ১৭২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ছিলেন। দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রের ধ্যানে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণচিত্তে স্ফুরিত হইতে পারেন, যশোদার ক্রোড়স্থিত এবং যশোদার স্তন্যপানরত শিশু কৃষ্ণ স্ফুরিত হইতে পারেন না। সুতরাং প্রভু যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যভাবের আবেশে "কৃষ্ণরে বাপরে!" বলিয়াছেন, তাহা মনে করা সঙ্গত হইবে না। বাৎসল্যভাব দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রের ভাব-বিরোধী। এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা এবং প্রকরণ অনুসারে "বাপ"-শব্দের তাৎপর্য ১।১২।১১৫-পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য। এ-সমস্ত কারণেই পূর্বে বলা হইয়াছে, এই পয়ারোক্তিতে প্রভু যে মধুরভাবের উপাসককে প্রথমে বাৎসল্যভাবের উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নয়। পরবর্তী ১৬৮-পয়ারের টীকাও দ্রষ্টব্য।

**১৬৮।** "যায়"-স্থলে "পায়", "দেখি ত্রাসে"-স্থলে "দেখিয়া সে" এবং "উচ্চরায়"-স্থলে "উভরায়"-পাঠান্তর। **উচ্চরায়**—উভরায়, উচ্চস্বরে।

এই পয়ারোক্তি হইতেও বুঝা যায়, প্রদ্যুম্নের ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু পূর্ব পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। যে-বলরাম স্বহস্তে রুক্মির বন্ধন খুলিয়া দিয়াছিলেন এবং রুক্মিকে "বিরূপ" করিয়াছিলেন বলিয়া, যে-বলরাম শ্রীকৃষ্ণকে মৃদু ভর্ৎসনাও করিয়াছিলেন।" ( ২।১০।২১৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ), সেই বলরামই আবার স্বহস্তে রুক্মিকে বধ করিয়াছেন। বলরামের এই অদ্ভুত চরিত্র এবং অদ্ভুত মহিমার কথা ভাবিতে ভাবিতে, মহিমা-স্মরণের পরমাবেশে প্রভুর মূর্চ্ছা। বাহ্যদশায়, বা স্বীয় স্বরূপগত ভক্তভাবের আবেশে, জীবকে ভজনোপদেশ দেওয়ার ফলে মূর্চ্ছার কোনও হেতু দেখা যায় না। যদি বলা যায়, মধুর ভাব-সম্বন্ধে ভজনোপদেশ দিতে দিতে স্বীয় স্বরূপগত রাধাভাবের উচ্ছ্বাসেও মূর্চ্ছা হইতে পারে, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, এস্থলে মধুর-ভাব-সম্বন্ধে উপদেশের এবং তাহার ফলে রাধাভাবের উচ্ছ্বাসের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। যেহেতু, পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পূর্ববর্তী ১৬৭-পয়ারোক্তিতে মধুর ভাবের ইঙ্গিত পর্যন্তও নাই।

**১৬৯।** "সে মহা অদ্ভুত"-স্থলে "সেই অদভুত" এবং "ভাবে"-স্থলে "সুখে"-পাঠান্তর।

**১৭০-১৭১।** **বিরহ**—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ। "বিরহ"-স্থলে "বিরহে"-পাঠান্তর। এই পয়ারদ্বয়ের উক্তি হইতে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ বিরহার্তা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়াই প্রভু কখনও কখনও এইরূপ আর্তি প্রকাশ করিতেন।

**১৭২।** **আপনার রসে**—স্বীয় স্বরূপগত রাধাভাবের আবেশে। **আপনা পাসরি**—নিজেকে ভুলিয়া, আত্মস্মৃতি হারাইয়া। "কহেন"-স্থলে "করয়ে" পাঠান্তর।

পূর্ব্বে যেন গোপী সব কৃষ্ণের বিরহে।
পায়েন মরণ ভয় চন্দ্রের উদয়ে ॥ ১৭৩
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার।
কান্দেন সভার গলা ধরিয়া অপার ॥ ১৭৪
ভাবাবেশে প্রভুর দেখিয়া বিহ্বলতা।
রোদন করেন গৃহে শচী জগন্মাতা ॥ ১৭৫
এইমত প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি।
মনুষ্য কি তাহা বর্ণিবারে ধরে শক্তি ॥ ১৭৬
নানারূপে নাট্য প্রভু করে দিনে দিনে।
যে ভাব প্রকাশ প্রভু করেন যখনে ॥ ১৭৭
একদিন গোপী-ভাবে জগত-ঈশ্বর।
'বৃন্দবন গোপী গোপী' বোলে নিরন্তর ॥ ১৭৮
কোনো যোগে তহিঁ এক পঢ়ুয়া আসিল।
ভাব-মর্ম্ম না জানিঞা সে উত্তর দিল ॥ ১৭৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭৩-৭৪। **পূর্ব্বে যেন**—পূর্বলীলায় ( প্রভুর কৃষ্ণস্বরূপের দ্বাপর-লীলায়) যেমন। **পায়েন মরণ ভয়** ইত্যাদি—চন্দ্রকে উদিত হইতে দেখিলে মৃত্যু হইবে বলিয়া ভয় পাইতেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহের জ্বালায় গোপীগণের বিশেষতঃ শ্রীরাধার, দেহের উত্তাপ এত আধিক্য লাভ করিত যে, দেহকে শীতল করার জন্য ঘনচন্দনের দ্বারা লিপ্ত করিলে, সেই চন্দনও তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া ফাটিয়া পড়িয়া যাইত; কোমল ও শীতল পত্র-পুষ্পের শয্যায় দেহকে শোয়াইয়া রাখিলে, পত্র-পুষ্পাদি তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া চূর্ণ হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিত। চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণও কোটি সূর্যের ন্যায় এত উত্তপ্ত বলিয়া মনে হইত যে, যেন তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিবে। অথবা, শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় চলিয়া গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বিরহে গোপীগণ অত্যন্ত খিন্না হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে অবস্থানকালে তাঁহারা রাত্রিকালে অভিসার করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহের অবস্থায়, চন্দ্রের উদয়ে রাত্রির সূচনা হইলে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত পূর্বের ন্যায় মিলন সম্ভবপর হইবে না বলিয়া, তাঁহাদের বিরহ-যন্ত্রণা মৃত্যু-যন্ত্রণা-তুল্য হইত। **সেই সব ভাব** ইত্যাদি—গোপীগণের এই সকল ভাব স্বীকার করিয়া, অর্থাৎ এই সকল গোপীভাবে আবিষ্ট হইয়া, প্রভু ভক্তদিগের সকলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অশেষ প্রকারে ক্রন্দন করিতেন—কৃষ্ণ-বিরহার্তা শ্রীরাধা স্বীয় সখীদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া যে-ভাবে ক্রন্দন করিতেন, ঠিক সেই ভাবে। এই পয়ারদ্বয়ে প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-কাতরা শ্রীরাধার ভাবাবেশই কথিত হইয়াছে। "মরণ"-স্থলে "পরম" এবং "স্বীকার"-স্থলে "বিকার"-পাঠান্তর। বিকার—সে সমস্ত ভাবের বিকার ( বহির্লক্ষণ ) প্রকাশ করিয়া।

১৭৫। "ভাবাবেশে"-স্থলে "ভাবরসে"-পাঠান্তর। **রোদন করেন** ইত্যাদি—তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় নিমাইর নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বলতা দেখিয়া, সংসার ছাড়িয়া নিমাইর সন্ন্যাস-গ্রহণের আশঙ্কায় শচীমাতা ঘরে বসিয়া রোদন করিতেন।

১৭৮। **গোপী ভাবে** দুর্জয়-মানবতী শ্রীরাধার ভাবে। ২।২৪।১৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৯। **কোনো যোগে**—কোনও কারণের যোগ হওয়ায়, ঘটনাচক্রে। **তহিঁ**—সে-স্থানে, প্রভুর নিকটে। **ভাব-মর্ম্ম**—যে-ভাবের আবেশে প্রভু "গোপী গোপী" বলিতেছিলেন, সেই ভাবের মর্ম বা রহস্য। **উত্তর**—পরবর্তী পয়ারদ্বয় দ্রষ্টব্য।

"'গোপী গোপী' কেনে বোল নিমাঞি-পণ্ডিত।
'গোপী গোপী' ছাড়ি 'কৃষ্ণ' বোলহ ত্বরিত ॥ ১৮০
কি পুণ্য জন্মিব 'গোপী গোপী' নাম লৈলে।
কৃষ্ণনাম লইলে সে পুণ্য বেদে বোলে ॥" ১৮১
ভিন্ন ভাব প্রভুর সে, অজ্ঞে নাহি বুঝে।
প্রভু বোলে "দস্যু কৃষ্ণ, কোন্ জনে ভজে ॥ ১৮২
কৃতঘ্ন হইয়া 'বালি' মারে দোষ বিনে।
স্ত্রীজিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক-কাণে ॥ ১৮৩
সর্ব্বস্ব লইয়া 'বলি' পাঠায় পাতালে।
কি হইব আমার তাহার নাম লৈলে ॥" ১৮৪
এত বলি মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লৈয়া।
পঢ়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া ॥ ১৮৫
আথেব্যথে পঢ়ুয়া উঠিয়া দিল রড়।
পাছে ধায় মহাপ্রভু বোলে 'ধর ধর' ॥ ১৮৬
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ ঠেঙা হাতে ধায়।
সত্বরে সংশয় মানি পঢ়ুয়া পালায় ॥ ১৮৭
ভিন্ন-ভাবে ধায় প্রভু না জানে পঢ়ুয়া।
প্রাণ লৈয়া মহা-ত্রাসে যায় পলাইয়া ॥ ১৮৮
আথেব্যথে ধাইয়া প্রভুর ভক্তগণ।
আনিয়া ধরিলেন প্রভুরে ততক্ষণ ॥ ১৮৯
সভে মেলি স্থির করাইলেন প্রভুরে।
মহাভয়ে পঢ়ুয়া পলাঞা গেল দূরে ॥ ১৯০
সত্বরে চলিলা যথা পঢ়ুয়ার গণ।
সর্ব্ব-অঙ্গে ঘর্ম্ম, শ্বাস বহে ঘনে ঘন ॥ ১৯১

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**১৮২।** পঢ়ুয়া মনে করিয়াছিলেন—প্রভু সহজ স্বাভাবিক অবস্থাতেই ছিলেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থাতেই "গোপী গোপী" বলিতেছিলেন। এজন্য সেই পঢ়ুয়া প্রভুকে পূর্ববর্তী পয়ারদ্বয়ে কথিত উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভুর তখন স্বাভাবিক অবস্থা বা বাহ্যভাব ছিল না, ছিল তাহা অপেক্ষা একটি ভিন্নভাব।

**ভিন্ন ভাব প্রভুর সে**—সহজ অবস্থায় প্রভুর যে-রকম ভাব থাকে, তাহা অপেক্ষা যে-ভিন্ন ভাব, অর্থাৎ দুর্জয়-মানবতী শ্রীরাধার ভাব। **অজ্ঞে**—অজ্ঞ পঢ়ুয়া। **দস্যু কৃষ্ণ** ইত্যাদি—২।২৪।১৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**১৮৩।** ২।২৪।১৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**১৮৪।** **সর্ব্বস্ব লইয়া বলি** ইত্যাদি—বামনদেবরূপে। ১।৬।১৪৪-৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। **কি হইব**—কি লাভ বা পুণ্য হইবে?

**১৮৫।** **স্তম্ভ**—স্তম্ভাকৃতি লাঠি বা ঠেঙ্গা। ২।২৪।১৯-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**১৮৬।** **আথেব্যথে**—ব্যস্ত-সমস্ত ও ভীত হইয়া। **রড়**—দৌড়।

**১৮৭।** **দেখিয়া প্রভুর** ইত্যাদি—যে-ক্রোধের আবেশে প্রভু ঠেঙ্গা হাতে করিয়া পঢ়ুয়ার পশ্চাতে ধাবিত হইতেছিলেন, সেই ক্রোধ দেখিয়া। **সংশয় মানি**—নিজের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন মনে করিয়া।

**১৮৮।** **ভিন্ন-ভাবে**—পূর্ববর্তী ১৮২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

**১৮৯।** "ধাইয়া প্রভুর ভক্তগণ"-স্থলে "ধায় প্রভুর সব ভক্তগণ"-পাঠান্তর।

**১৯১।** "ঘর্ম্ম"-স্থলে "কম্প"-পাঠান্তর।

সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে' সভে ভয়ের কারণ।
"কি জিজ্ঞাস আজি ভাগ্যে রহিল জীবন॥ ১৯২
সভে বোলে 'বড় সাধু নিমাঞি-পণ্ডিত'।
দেখিতে গেলাঙ আজি তাহার বাড়ীত॥ ১৯৩
দেখিলাঙ বসি মাত্র জপে' এই নাম।
অহর্নিশি 'গোপী গোপী' না বোলয়ে আন॥ ১৯৪
তাহে আমি বলিলাঙ 'কি কর' পণ্ডিত।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোল—যেন শাস্ত্রের বিহিত॥ ১৯৫
এই বাক্য শুনি মহা ক্রোধে অগ্নি হৈয়া।
ঠেঙ্গা হাতে আমারে আনিল খেদাড়িয়া॥ ১৯৬
কৃষ্ণেরেহ হইল যতেক গালাগালি।
তাহা আর মুখে আমি আনিতে না পারি॥ ১৯৭
রক্ষা পাইলাঙ আজি পরমায়ুগুণে।
কহিলাঙ এই আজিকার বিবরণে॥" ১৯৮
শুনিঞা হাসয়ে সব মহা-মূর্খগণে।
বল্গিতে লাগিল যার যেন লয় মনে॥ ১৯৯

কেহো বোলে "ভাল ত 'বৈষ্ণব' বোলে লোকে।
ব্রাহ্মণ লঙ্ঘিতে আইসেন মহাকোপে॥" ২০০
কেহো বোলে 'বৈষ্ণব' বা বলিব কেমনে।
'কৃষ্ণ' হেন নাম ত না বোলেন বদনে॥ ২০১
কেহো বোলে "শুনিলাঙ অদ্ভুত আখ্যান।
বৈষ্ণবে জপিব মাত্র 'গোপী গোপী' নাম॥" ২০২
কেহো বোলে "এত বা সম্ভ্রম কেনে করি।
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি॥ ২০৩
তেঁহো সে ব্রাহ্মণ, আমরা কি বিপ্র নহি।
তেঁহো মারিতে বা আমরা কেনে বা সহি॥ ২০৪
রাজা ত নহেন তেঁহো মারিবেন কেনে।
আমরাও সমবায় হও সর্ব্বজনে॥ ২০৫
যদি তেঁহো মারিতে ধায়েন পুনর্ব্বার।
আমরা সকল তবে না সহিব আর॥ ২০৬
তিঁহো নবদ্বীপে জগন্নাথমিশ্র-পুত্র।
আমরাহ নহি অল্প-মানুষের সূত্র॥ ২০৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৯২। **সম্ভ্রমে**—ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া। "আজি"-স্থলে "ভাই"-পাঠান্তর।

১৯৪। "বসি মাত্র জপে"-স্থলে "বসিয়া জপেন"-পাঠান্তর।

১৯৫। **যেন**—যেমন, যেরূপ।

১৯৭। "কৃষ্ণেরেহ"-স্থলে "প্রভুরেহ"-পাঠান্তর।

১৯৯। **বল্গিতে**—আস্ফালনপূর্বক যাহা-তাহা বলিতে। "যার যেন লয়"-স্থলে "যার যার যেবা"-এবং "সভে যার যেন"-পাঠান্তর। ইঁহাদের উক্তি পরবর্তী ২০০-২০৮-পয়ারে দ্রষ্টব্য।

২০২। "জপিব"-স্থলে "জপয়ে"-পাঠান্তর।

২০৪। "মারিতে বা"-স্থলে "মারিতে কে" এবং "মারিবেন বড়"-পাঠান্তর।

২০৫। **সমবায় হও সর্ব্বজনে**—সকলে মিলিয়া সমবেত হও, দল বাঁধ।

২০৬। **যদি তেঁহো** ইত্যাদি—যদি তিনি (সেই নিমাইপণ্ডিত) আমাদের কাহাকেও আবার মারিতে (প্রহার করিতে) ধাবিত হইয়া আসেন, **আমরা সকল** ইত্যাদি—তাহা হইলে আমরা সকলেও তাহা সহ্য করিব না (অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কোনও একজনকে মারিতে আসিলেও আমরা সকলে তাঁহাকে মারিব)। এজন্যই সকলের সমবেত হওয়ার কথা বলিয়াছি।

২০৭। **তিঁহো নবদ্বীপে** ইত্যাদি—তিনি (সেই নিমাইপণ্ডিত) হইতেছেন নবদ্বীপে (অর্থাৎ

হের সভে পঢ়িলাম কালি তান সনে।
আজি তিঁহো 'গোসাঞি' বা হইলা কেমনে।।"২০৮
এইমত যুক্তি করিলেন পাপিগণ।
জানিলেন অন্তর্য্যামী শ্রীশচীনন্দন ॥ ২০৯
একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া।
চতুর্দ্দিগে সকল পার্ষদগণ লৈয়া ॥ ২১০
এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিত।
কেহো না বুঝিল অর্থ, সভে চমকিত ॥ ২১১
"করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাঢ়িল দেহেতে ॥" ২১২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পণ্ডিত-প্রধান নবদ্বীপে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ) জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র ( ব্যঞ্জনা এই যে—জগন্নাথমিশ্রের পুত্র বলিয়া নিমাইপণ্ডিত অত্যন্ত গর্ব পোষণ করেন ; কিন্তু ) **আমরাহ**—আমরাও **নহি অল্প মানুষের সূত্র**—অল্প ( সামান্য বা ক্ষুদ্র ) মানুষের ( লোকের ) সূত্র ( সুত বা পুত্র ) নহি, সুতরাং আমাদের নিকটে তাঁহার গর্ব প্রকাশ করার কোনও যুক্তিসঙ্গত হেতুই থাকিতে পারে না। এ-স্থলে "সূত্র"-শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে—সুত বা পুত্র। তাহার হেতু এই। বস্তুতঃ লোকের বংশে পরবর্তীকালে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের সহিত যথাবিহিত সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পক্ষে পুত্রই হইতেছে সূত্রস্বরূপ। যাঁহার পুত্র থাকে না, বংশের পরবর্তী লোকদের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধও থাকে না। এ-জন্যই তাঁহাকে লোকে "নির্বংশ" বলে। কন্যা থাকিলেও কন্যাদ্বারা বংশের পরবর্তী লোকদের সহিত সম্বন্ধ রক্ষিত হয় না ; যেহেতু, কন্যা বিবাহের পরে ভিন্ন গোত্রে এবং ভিন্ন বংশে চলিয়া যায়, পিতৃবংশের সহিত তাহার গোত্রাদির সম্বন্ধ থাকে না। এইরূপে দেখা গেল—পুত্র হইতেছে-বংশের পরবর্তী লোকদের সঙ্গে যথাবিহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার পক্ষে সূত্রস্বরূপ। এজন্য পুত্রকে সূত্রও বলা যায়—বংশপরম্পরাক্রমে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ার পক্ষে সূত্রস্বরূপ।

এই পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "তিঁহো ত নবদ্বীপে জগন্নাথের পুত্র" এবং "সূত্র"-স্থলে "সুত"-পাঠান্তর।

**২০৮। হের**—দেখ। **সভে পঢ়িলাম কালি** ইত্যাদি—কালি ( এই সেই দিন, বেশী দিনের কথা নয়, অল্পকাল পূর্বেই ) আমরা সকলে তান ( তাঁহার, নিমাইপণ্ডিতের ) সঙ্গে পঢ়িয়াছি। এই অবস্থায় **আজি তিঁহো** ইত্যাদি—আজ তিনি কিরূপে "গোসাঞি" হইলেন ? ব্যঞ্জনা এই—এই সেদিন আমরা তাঁহার সঙ্গে একত্রে পড়াশুনা করিয়াছি। এখন তিনি "গোসাঞি" সাজিয়া বসিয়াছেন, আমাদিগকে তৃণজ্ঞানও করেন না ! আমাদের সম্বন্ধে তাঁহার সহপাঠিত্বের ভাব যদি থাকিত, তাহা হইলে আমাদের এক জনকে তিনি মারিতে আসিতেন না। জগতে দেখা যায়—কোনও কোনও গোসাঞি স্বচ্ছন্দে অপরকে উপদেশ দিয়া থাকেন ; কিন্তু তাঁহাকে কেহ কোনও উপদেশ দিতে গেলে, কিংবা তাঁহার কোনও আচরণের ত্রুটি দেখাইতে গেলে, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন না, ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া পড়েন। নিমাইপণ্ডিতেরও সে-রকম ব্যবহারই দেখিতেছি।

**২১১। একবাক্য**—পরবর্তী ২১২-পয়ারোক্ত বাক্য। **আচম্বিত**—হঠাৎ। **চমকিত**—বিস্মিত।

**২১২। পিপ্পলখণ্ড**—একটি আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধের নাম হইতেছে পিপ্পলখণ্ড। এই ঔষধ সেবন

বলি অট্ট অট্ট হাসে' সর্ব্বলোকনাথ।
কারণ না বুঝি ভয় জন্মিল সভা'ত ॥ ২১৩
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন—'প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর' ॥ ২১৪
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ-রায়।
'হইব সন্ন্যাসি-রূপ প্রভু সর্ব্বথায় ॥ ২১৫
এ সুন্দর কেশের হইব অন্তর্দ্ধান।'
দুঃখে নিত্যানন্দের বিকল হৈল প্রাণ ॥ ২১৬

ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ-হাথে ধরি।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ২১৭
প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহাশয়!
তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয়-নিশ্চয় ॥ ২১৮
ভাল সে আইলাঙ আমি জগত তারিতে।
তরণ নহিল আইলাঙ সংহারিতে ॥ ২১৯
আমারে দেখিয়া কোথা পাইব বন্ধ-নাশ।
একগুণ বন্ধ আরো হৈল কোটি-পাশ ॥ ২২০

**নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা**

করিলে দেহের কফ-দোষ দূরীভূত হয়। পিপ্পল (পিপুল)-নামক লতাগাছ বা সেই গাছের পত্রের যোগে এই ঔষধ প্রস্তুত করা হয়।

এই পয়ারের অন্বয়। প্রভু বলিলেন - "কফ নিবারিতে (দেহের কফ-দোষ দূর করার নিমিত্ত) আমি পিপ্পল-খণ্ড প্রস্তুত করিলাম (এবং কফ-দোষযুক্ত লোককে সেই ঔষধ খাওয়াইলাম; কিন্তু) উলটিয়া (ফল হইল উলটা—বিপরীত; যেহেতু, পিপ্পল-খণ্ড সেবনের ফলে) সেই লোকের দেহেতে কফ আরও বাড়িল (বাড়িয়া গেল)।" এই পয়ারের তাৎপর্য পরবর্তী ২১৯-২২-পয়ারত্রয়ে প্রভু নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। তদনুসারে জানা যায়—"কফ" হইতেছে জগতের জীবের **সংসার-বন্ধন**। "পিপ্পলখণ্ড" হইতেছে—প্রভুর ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভাব এবং জগতের সংসারী জীবদিগকে **দর্শনদান**। **আর** উল্‌টা ফল হইতেছে—সংসার-বন্ধনের কোটি গুণ বৃদ্ধি।

২১৩। **সর্ব্বলোকনাথ**—সকলের প্রভু গৌরচন্দ্র। **কারণ**—অট্ট অট্ট হাসির কারণ। **সভাত**—সকলের মধ্যে।

২১৫। **বিষাদে**—দুঃখে। নিত্যানন্দের বিষাদের কারণ, এই পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে এবং **পরবর্তী** পয়ারের প্রথমার্ধে বলা হইয়াছে—প্রভু মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন ভাবিয়াই নিত্যানন্দের বিষাদ। **সর্ব্বথায়**—নিশ্চিত।

২১৭। **নিভৃতে**—নির্জন স্থানে। "গিয়া"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর।

২১৮। **নিজ হৃদয়-নিশ্চয়**—আমার নিজের হৃদয়ের (চিত্তের) নিশ্চিত ভাব।

২১৯। **তারিতে**—ত্রাণ বা উদ্ধার করিতে। **তরণ**—উদ্ধার। "সংহারিতে"-স্থলে "সে মারিতে"-পাঠান্তর। পরবর্তী ২২০-২১-পয়ারে এই পয়ারোক্তির হেতু বলা হইয়াছে।

২২০। **বন্ধ-নাশ**—সংসারবন্ধনের বা মায়াবন্ধনের বিনাশ। "আমারে দেখিয়া কোথা"-ইত্যাদি বাক্যে প্রভু জানাইলেন, তাঁহার দর্শনমাত্রেই মায়াবন্ধন সমূলে বিনষ্ট হইতে পারে। মুণ্ডক এবং মৈত্রায়ণী শ্রুতিও সে-কথাই বলিয়াছেন (২।১।১৬৬-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **অবশ্য** প্রভু যখন কোনও উদ্দেশ্যে তাঁহার এইরূপ মহিমা ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা না **করেন, তখন তাহা**

আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে।
তখনেই পড়ি গেল অশেষ-বন্ধনে ॥ ২২১
ভাল লোক রাখিতে করিলুঁ অবতার।
আপনে করিলুঁ সর্ব্বজীবের সংহার ॥ ২২২
দেখ কালি শিখা-সূত্র সব মুণ্ডাইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া ॥ ২২৩
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে ॥ ২২৪
তবে মোরে দেখি সে-ই ধরিব চরণ।
এইমতে উদ্ধারিব সকল ভুবন ॥ ২২৫
সন্ন্যাসীরে সর্ব্বলোকে করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহো আর না করে প্রহার ॥ ২২৬
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি-ঘরে-ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলোঁ-দেখোঁ কে মোহরে মারে ॥২২৭
তোমারে কহিলুঁ এই আপন হৃদয়।
গারিহস্থ বাস আমি ছাড়িব নিশ্চয় ॥ ২২৮
ইথে তুমি কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ' তুমি মোরে সন্ন্যাসকরণে ॥ ২২৯
যেরূপ করাহ তুমি, সে-ই হই আমি।
এতেকে বিধান দেহ' অবতার জানি ॥ ২৩০
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে ॥ ২৩১
ইথে মনে দুঃখ না ভাবিহ কোন ক্ষণ।
তুমি ত জানহ অবতারের কারণ ॥" ২৩২
শুনি নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল মন দেহ প্রাণ ॥ ২৩৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ব্যক্ত হয় না। **একগুণ বন্ধ**—একটি গুণের ( রজ্জুর ) বন্ধন। **কোটি-পাশ**—কোটি রজ্জু, কোটি রজ্জুর বন্ধন।

২২১। এই পয়ারে পূর্ব্বকথিত পঢ়ুয়াদের কথাই বলা হইয়াছে।

২২২। **ভাল**—ভাল ব্যাপারই হইল !!

২২৪। "যে যে জনে চাহিয়াছে"-স্থলে "যেজন চাহিয়া আছে"-পাঠান্তর।

২২৫। "মোরে দেখি সে-ই"-স্থলে "সে-ই দেখি মোর"-পাঠান্তর।

২২৭। "মোহরে"-স্থলে "বা মোরে"-পাঠান্তর।

২২৮। "এই"-স্থলে "আমি"-পাঠান্তর। **আপন হৃদয়**—নিজের মনের কথা। **গারিহস্থ**—গার্হস্থ্য, গৃহাশ্রম। "গারিহস্থ বাস"-স্থলে "গৃহবাস রস"-পাঠান্তর। অর্থ—গৃহবাসের সুখ। প্রভু যে **সন্ন্যাস** গ্রহণ করিবেন, এই সময়েই শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে তাহা খুলিয়া বলিয়াছেন। ইহার পূর্বে শ্রীবাসপণ্ডিতের পুত্রের মৃত্যু-সময়ে ইঙ্গিতে মাত্র তাহা জানাইয়াছিলেন।

২২৯-২৩০। **বিধি দেহ'**—আদেশ দাও। **সন্ন্যাস-করণে**—সন্ন্যাস গ্রহণ করার নিমিত্ত। "করণে"-স্থলে "কারণে" এবং "সেই হই"-স্থলে "সে হইব" এবং "সেই করি"-পাঠান্তর। **অবতার জানি**—আমার এই অবতারের ( জগতে অবতীর্ণ হওয়ার ) জগৎসম্বন্ধীয় গূঢ় উদ্দেশ্যের কথা মনে করিয়া।

২৩২। "কোন"-স্থলে "একো"-পাঠান্তর। **কোন ক্ষণ**—কোনও সময়েই।

২৩৩। **শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান**—পরম-সুন্দর কেশের বিলোপ ( বিলোপের কথা ), অর্থাৎ প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের ইচ্ছা। **সন্ন্যাস-কালে শিখা-সূত্র ( অর্থাৎ কেশ ও যজ্ঞোপবীত ) ত্যাগ করিতে হয়।**

কোন্ বিধি দিব কিছু না আইসে বদনে।
'অবশ্য করিব প্রভু' জানিলেন মনে।। ২৩৪
নিত্যানন্দ বোলে "প্রভু! তুমি ইচ্ছাময়।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু! সেই সে নিশ্চয়।। ২৩৫
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে।
সেই সত্য যে তোমারে আছয়ে অন্তরে।। ২৩৬
সর্ব্বলোকপাল তুমি সর্ব্বলোকনাথ।
ভাল হয় যেমতে সে বিদিত তোমা'ত।। ২৩৭
যেরূপে করিবে তুমি জগত-উদ্ধার।
তুমি সে জানহ তাহা কে জানয়ে আর।। ২৩৮
স্বতন্ত্র পরমানন্দ তোমার চরিত।
তুমি যে করিব সে-ই হইব নিশ্চিত।। ২৩৯
তথাপিহ কহ সর্ব্বসেবকের স্থানে।
কে বা কি বোলেন তাহা শুনহ আপনে।। ২৪০
তবে যে তোমার ইচ্ছা করিব তাহারে।
কে তোমার ইচ্ছা প্রভু! বিরোধিতে পারে।।" ২৪১
নিত্যানন্দ বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
পুনঃপুন আলিঙ্গন করিতে লাগিলা।। ২৪২
এইমত নিত্যানন্দসঙ্গে যুক্তি করি।
চলিলেন বৈষ্ণবসমাজে গৌরহরি।। ২৪৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৩৮। "তুমি"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর।

২৩৯। "করিব সে-ই"-স্থলে "করিব তাহা"-পাঠান্তর।

২৪১। তবে—তোমার সন্ন্যাস-গ্রহণের ইচ্ছার কথা ভক্তদের নিকটে জানাইবার পরে। তাহারে—তোমার সেই ইচ্ছা অনুসারে। "করিব তাহারে"-স্থলে "করিব তাহাতে" এবং "বিরোধিতে পারে"-স্থলে "পারে বিরোধিতে"-পাঠান্তর।

২৪২। নিত্যানন্দ প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণেচ্ছার বিরোধিতা করিলেন না বলিয়া প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। "হইলা"-স্থলে "পাইলা" এবং "করিতে লাগিলা"-স্থলে "অনেক করিলা"-পাঠান্তর।

প্রভুর এই সন্ন্যাস হইতেছে বাস্তবিক তাঁহার একটি স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা। যখন-যখনই তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন-তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণরূপে ব্যাসদেবের নিকটে তাহা বলিয়াও গিয়াছেন। "অহমেব ক্বচিদ্‌ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ। হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥ চৈ. চ. ১৩-পরিচ্ছেদে ধৃত উপপুরাণ-বাক্য॥ —হে ব্রহ্মন্! ব্যাসদেব! এই আমিই কোনও কোনও কলিতে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকি, পাপহত লোকদিগকেও হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকি।" মহাভারতের সহস্রনাম-স্তোত্রেও "সন্ন্যাসকৃৎ"—এক স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে (মশ্রী ।। ৯।৪-ঘ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। অপ্রকটধামে তাঁহার সন্ন্যাস-রূপ নাই। প্রকট-কালে সন্ন্যাস-গ্রহণে তাঁহার নিজস্ব একটি গূঢ় উদ্দেশ্যও আছে—আত্মগোপন (মশ্রী ।। ৯।৪ গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এজন্য গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর বলিয়াছেন—"গৌরনিধি কপট সন্ন্যাসীবেশধারী ।।২।৯।১।।" অন্যান্যরাও তাহা বলিয়াছেন (২।৯।১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, প্রভুর সন্ন্যাস তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা হইলেও, নরলীল বলিয়া প্রভু প্রাকৃত লোকের ন্যায় সন্ন্যাস-গ্রহণের একটা হেতুর অপেক্ষা রাখেন। তাঁহার প্রতি কয়েক জন পঢ়ুয়ার মনোভাবকেই তিনি তাঁহার সন্ন্যাসের হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের গূঢ় উদ্দেশ্য এবং ইহা যে প্রভুর একটি স্বরূপানুবন্ধিনী

'গৃহ ছাড়িবেন প্রভু' জানি নিত্যানন্দ।
বাক্য নাহি স্ফুরে দেহ হইল নিষ্পন্দ ॥ ২৪৪
স্থির হই নিত্যানন্দ মনে মনে গণে'।
প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিব কেমনে ॥ ২৪৫
কেমতে বঞ্চিব আই কাল—দিন-রাতি।"
এতেক চিন্তিতে মূর্চ্ছা পায় মহামতি ॥ ২৪৬
ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দরায়।
নিভৃতে বসিয়া প্রভু কান্দয়ে সদায় ॥ ২৪৭
মুকুন্দের বাসায় আইলা গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া মুকুন্দ হৈলা পরম-আনন্দ ॥ ২৪৮
প্রভু বোলে "গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।"
মুকুন্দ গায়েন, প্রভু শুনিঞা বিহ্বল ॥ ২৪৯
'বোল বোল' হুঙ্কার করয়ে দ্বিজমণি।
পুণ্যবন্ত-মুকুন্দের শুনি দিব্য-ধ্বনি ॥ ২৫০
ক্ষণেকে করিলা প্রভু ভাব-সম্বরণ।
মুকুন্দের সঙ্গে তবে কহেন কথন ॥ ২৫১
প্রভু বোলে "মুকুন্দ! শুনহ কিছু কথা।
বাহির হইব আমি, না রহিব এথা ॥ ২৫২
গারিহস্থ আমি ছাড়িবাঙ সুনিশ্চিত।
শিখা সূত্র ছাড়িয়া চলিব যে-তে ভিত ॥" ২৫৩
শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনিঞা মুকুন্দ।
পড়িলা বিরহে সব ঘুচিল আনন্দ ॥ ২৫৪
কাকু করি বোলয়ে মুকুন্দ মহাশয়।
"যদি প্রভু! এমত সে করিবা নিশ্চয় ॥ ২৫৫
দিন-কথো এইরূপে করহ কীর্ত্তনে ॥
তবে প্রভু! করিহ সে যে তোমার মনে ॥"২৫৬
মুকুন্দের কাকু শুনি গৌরাঙ্গসুন্দর।
চলিলেন যথায় আছেন গদাধর ॥ ২৫৭
সম্ভ্রমে চরণ বন্দিলেন গদাধর।
প্রভু বোলে "শুন কিছু আমার উত্তর ॥ ২৫৮
না রহিব গদাধর! আমি গৃহবাসে।
যে-তে-দিগে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে ॥ ২৫৯
শিখা-সূত্র সর্ব্বথায় আমি না রাখিব।
মাথা মুণ্ডাইয়া যে-তে দিগে চলি যাব ॥" ২৬০
শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনি গদাধর।
বজ্রপাত যেন হৈল শিরের উপর ॥ ২৬১
অন্তরে দুঃখিত হই বোলে গদাধর।
যতেক অদ্ভুত সেই তোমার উত্তর ॥ ২৬২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

লীলা, শ্রীনিত্যানন্দ তাহা জানিতেন বলিয়াই প্রভুর ইচ্ছার বিরোধিতা করেন নাই। তিনি জানিতেন, যাহা প্রভুর স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা, তাহা প্রভু করিবেনই, ইহাতে কেহ তাহাকে বাধা দিতে সমর্থ নহে।

২৪৪। "স্ফুরে"-স্থলে "মুখে"-পাঠান্তর।

২৪৬। আই—শচীমাতা। কাল—সময়। মহামতি—নিত্যানন্দ।

২৪৭। প্রভু—নিত্যানন্দপ্রভু।

২৫০। "শুনি"-স্থলে "হেন"-পাঠান্তর।

২৫৫। "করি"-স্থলে "বোল" এবং "যদি"-স্থলে "আজি"-পাঠান্তর।

২৫৬। "সে যে"-স্থলে "যে লয়"-পাঠান্তর।

২৬০। "দিগে চলি যাব"-স্থলে "দিগেরে চলিব"-পাঠান্তর।

২৬১। "যেন হৈল"-স্থলে "পড়ে হেন"-পাঠান্তর।

শিখা-সূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই।
গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই॥ ২৬৩
মাথা মুণ্ডাইলে সে সকল দেখি হয়ে।
তোমার সে মত, এ বেদের মত নহে॥ ২৬৪
অনাথিনী-মা'য়েরে বা কেমতে ছাড়িবে।
প্রথমে ত জননী-বধের ভাগী হবে॥ ২৬৫
তুমি গেলে সর্ব্বথা জীবন নাহি তান।
সবে অবশিষ্ট আছ তুমি তাঁর প্রাণ॥ ২৬৬
ঘরে থাকিলে কি ঈশ্বরের প্রীত নহে।
গৃহস্থ সে সভার প্রীতের স্থলি হয়ে॥ ২৬৭

## নিতাই করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৬৩। **শিখা-সূত্র**-ইত্যাদি—সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি কৃষ্ণকে পাওয়া যায়? **গৃহস্থ তোমার মতে** ইত্যাদি—তোমার মতে কি গৃহস্থ বৈষ্ণব (গৃহাশ্রমে থাকিয়াও বৈষ্ণব—কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধক) কেহই নাই? "যে কৃষ্ণ"-স্থলে "কৃষ্ণ যদি" এবং "ঘরে কৃষ্ণ" এবং "গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি"-স্থলে "গৃহস্থ বৈষ্ণব কি তোমার মত"-পাঠান্তর।

বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণভজনের নিমিত্ত সন্ন্যাস-গ্রহণের অত্যাবশ্যকত্ব কিছু নাই। গৃহে থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করা যায়। মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সেই আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুরের একটি উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়—"গৃহে বা বনেতে থাকে, হা-গৌরাঙ্গ বলি ডাকে, নরোত্তম মাগে তাঁর সঙ্গ।" বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে প্রভুর সন্ন্যাস নয়, তাঁহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের কোনও প্রয়োজনও ছিল না। সন্ন্যাস তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা বলিয়াই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন (পূর্ববর্তী ২৪২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৬৪। "সকল দেখি"-স্থলে "সকল কি" এবং "এ বেদের মত"-স্থলে "এবে বেদমত"-পাঠান্তর। এবে—এখন, কলিযুগে। বেদানুগত শাস্ত্র বলেন, কলিতে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ। "অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈত্রিকম্। দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কৃষ্ণজন্মখণ্ডে। ১৮৫।১৮০॥" এ-স্থলে যে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতেছে বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রে-বিহিত চতুর্থ আশ্রমের সন্ন্যাস। অন্য কোনওরূপ সন্ন্যাসের কথা বেদাদিশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। মশ্রী॥ ৯৪ ক, খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৬৬। **সবে অবশিষ্ট** ইত্যাদি—তাঁহার (শচীমাতার) প্রাণস্বরূপ একমাত্র তুমিই তো অবশিষ্ট আছ, বিশ্বরূপাদি আর সকলেই তো তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

২৬৭। **ঘরে থাকিলে** ইত্যাদি—গৃহে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিলে কি ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি লাভ করেন না? (অর্থাৎ করেন)। **গৃহস্থ সে** ইত্যাদি—যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া কৃষ্ণভজন করেন, তাঁহারা সকলেরই (অন্য সকল আশ্রমীরই) প্রীতির পাত্র। **স্থলি**—স্থান, পাত্র। "স্থলি"-স্থলে "স্থান"-পাঠান্তর।

গৃহস্থাশ্রমই অন্য সকলের উপজীব্য, গৃহস্থেরাই অন্য সকল আশ্রমীকে সাহায্য করিয়া থাকেন। "সর্ব্বাশ্রমান্ উপদায় স্বাশ্রমেণ কলত্রবান্। ব্যসনার্ণবমত্যেতি জলযানৈরিবার্ণবম্॥ ভা. ৩।১৪।১৬॥ জলযানের দ্বারা যেমন সমুদ্র পার হওয়া যায়, তদ্রূপ, স্ত্রীর সহিত বর্তমান গৃহস্থও অন্নাদি দান করিয়া

তথাপিহ মাথা মুণ্ডাইলে স্বাস্থ্য পাও।
যে তোমার ইচ্ছা তাই কর' চল যাও॥" ২৬৮

এইমত আপ্ত-বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে।
"শিখা-সূত্র ঘুচাইমু" বলিলা আপনে॥ ২৬৯

সভেই শুনিঞা শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছিত পড়িলা কারো দেহে নাহি জ্ঞান॥ ২৭০

( রামকিরি রাগ )

করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শ্রীশিখা স্মঙরি কান্দে সর্ব্বভক্তগণ॥ ২৭১

কেহো বোলে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
আর মালা গাঁথিয়া কি না দিব উপরে॥" ২৭২

কেহো বোলে না দেখিয়া সে কেশবন্ধন।
কেমতে রহিব এ না পাপিষ্ঠ জীবন॥ ২৭৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**সকল** আশ্রমের লোকদিগের দুঃখ দূর করিয়া নিজেও দুঃখ-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়েন।" চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই যে শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুসংহিতা হইতেও তাহা জানা যায়। যথা, "ব্রহ্মচারী যতির্ভিক্ষুর্জীবন্ত্যেতে গৃহাশ্রমাৎ। তস্মাদভ্যাগতানেতান্ গৃহস্থো নাবমানয়েৎ॥ গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ। দদাতি চ গৃহস্থস্তু তস্মাজ্জ্যেষ্ঠো গৃহাশ্রমী॥ ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা। আশাসতে কুটুম্বেভ্যস্তস্মাৎ শ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী॥ বিষ্ণুসংহিতা॥ ৫৯।২৭-২৯॥ —ব্রহ্মচারী, যতি এবং ভিক্ষু ( অর্থাৎ বাণপ্রস্থ ), ইঁহারা গৃহস্থাশ্রম হইতেই জীবিকা নির্বাহ করেন ; অতএব ইঁহারা অভ্যাগত হইলে, গৃহস্থ ইঁহাদিগের অবমাননা করিবে না। গৃহস্থই যাগ করে, গৃহস্থই তপস্যা করে, গৃহস্থই দান করে, অতএব গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভৃত্যগণ ও অতিথিবর্গ গৃহস্থের মুখাপেক্ষী, অতএব গৃহস্থই শ্রেষ্ঠ। —শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন-কৃত অনুবাদ। মনুসংহিতাও সে-কথাই বলিয়াছেন। যথা—"সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ। গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তি হি॥ যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্। তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্॥ মনুসংহিতা॥ ৬।৮৯-৯০॥ —বেদ এবং স্মৃতির বিধান অনুসারে, এ-সমস্ত আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে গৃহস্থই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়েন। যেহেতু, তিনি এই তিন আশ্রমের ভরণপোষণ করেন। সমস্ত নদ-নদী যেমন সাগরে যাইয়া সম্যক্ স্থিতিলাভ করে, তদ্রূপ সমস্ত আশ্রমীরাও গৃহস্থেই সম্যক্ স্থিতিলাভ করিয়া থাকেন ( গৃহস্থাশ্রমের আনুকূল্যেই বাঁচিয়া থাকিতে পারেন )।" এ-সমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে—গৃহস্থই সকলের প্রীতির পাত্র।

২৬৮। **স্বাস্থ্য—সুখ।** "কর' চল"-স্থলে "করি চলি"-পাঠান্তর।

২৬৯। **এই মত**—মুকুন্দ ও গদাধরের নিকটে প্রভু যে-ভাবে স্বীয় সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন, সেই ভাবে, **আপ্ত-বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে**—যেখানে-যেখানে প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ আছেন, সেখানে-সেখানে যাইয়া তাঁহাদের সকলের নিকটে, **শিখা-সূত্র** ইত্যাদি—নিজেই প্রভু বলিলেন, 'আমি আমার শিখা-সূত্র' ত্যাগ করি, অর্থাৎ আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব।

২৭০। "পড়িলা"-স্থলে "হইলা" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "মূর্চ্ছিতে পড়য়ে কারো নাহি রহে প্রাণ॥"-পাঠান্তর।

"সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর।"
এত বলি শিরে কর হানে আপনার ॥ ২৭৪
কেহো বোলে "সে সুন্দর কেশ আরবার।
আমলক দিয়া কি না করিব সংস্কার ॥" ২৭৫
'হরি হরি' বলি কেহো কান্দে উচ্চস্বরে।
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে ॥ ২৭৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৭৭

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ভক্তদুঃখবর্ণনং নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২৭৪। **শিরে কর** ইত্যাদি—নিজের মস্তকে নিজের হাতে আঘাত করিতে লাগিলেন। "হানে আপনার"-স্থলে "কেহো হানয়ে অপরে"-পাঠান্তর।

২৭৭। ১।২।২৮৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা

(৮. ১১. ১৯৬৩—১২. ১১. ১৯৬৩)

## মধ্যখণ্ড

### ষড়বিংশ অধ্যায়

এইমত অন্যোঽন্যে সর্ব্বভক্তগণ।
প্রভুর বিরহে সভে করেন ক্রন্দন॥ ১
"কোথা যাইবেন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
কোথা বা আমরা সব দেখিবাঙ গিয়া॥ ২
সন্ন্যাস করিলে গ্রামে না আসিব আর।
কোন্ দিগে যায়েন বা করিয়া বিচার॥" ৩
এইমত ভক্তগণ ভাবে' নিরন্তরে।
অন্ন পানী কারো নাহি রোচয়ে শরীরে॥ ৪
সেবকের দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু প্রবোধে' সভারে॥ ৫
প্রভু বোলে "তোমরা চিন্তহ কি কারণ।
তুমি সব যথা, তথা আমি সর্ব্বক্ষণ॥ ৬
তোমা'সভার জ্ঞান আমি সন্ন্যাস করিয়া।
চলিলাঙ আমি তোমা'সভারে ছাড়িয়া॥" ৭
সর্ব্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে।
তোমা'সভা' আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে॥ ৮
সর্ব্বকাল তোমরা-সকল মোর সঙ্গ।
এই জন্ম হেন না জানিবা— জন্ম জন্ম॥ ৯

#### নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**বিষয়।** ভক্তবৃন্দের প্রতি প্রভুর প্রবোধ-বাক্য। লোকপরম্পরা প্রভুর সন্ন্যাসের সঙ্কল্প জানিয়া শচীমাতার মর্মন্তুদ রোদন। শচীমাতার প্রতি প্রভুর গোপ্যকথা। প্রভুকর্তৃক নিত্যানন্দের নিকটে সন্ন্যাস-গ্রহণার্থ গৃহত্যাগের কথা এবং সন্ন্যাস-গ্রহণের তারিখের কথা। সকলের প্রতি প্রভুর কৃষ্ণভজনোপদেশ। গৃহত্যাগ-কালে শচীমাতার নিকটে প্রভুর প্রবোধ-বাক্য। গৃহত্যাগ। ভক্তবৃন্দের দুঃখ। কেশবভারতীর নিকটে প্রভুর আগমন ও কৃষ্ণদাস্য-ভিক্ষা। প্রভুর কেশমুণ্ডন। কেশবভারতীর কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেই মন্ত্রে প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ। কেশবভারতীকর্তৃক প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম—ভারতী উপাধিহীন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামের প্রকটন।

১। পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন, এই পয়ারের পূর্বে, অর্থাৎ এই অধ্যায়ের আরম্ভে, "মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস। জয় জয় বিশ্বম্ভর শ্রীশচীনন্দন। জয় জয় গৌরসিংহ পতিতপাবন॥' "

২। "দেখিবাঙ গিয়া"-স্থলে "দেখিবাঙ আরো"-পাঠান্তর।

৪। **নাহি রোচয়ে**—রুচিকর (তৃপ্তিজনক) হয় না।

৫। **প্রবোধে**—প্রবোধ বা সান্ত্বনা দান করেন। পরবর্তী ৬-১৩-পয়ার হইতেছে ভক্তদের প্রতি প্রভুর প্রবোধ-বাক্য।

৬। **তুমি সব যথা** ইত্যাদি – তোমরা যেখানে থাক, আমিও সর্বদা সেখানে থাকি। ইহাদ্বারা প্রভু ভক্তগণকে জানাইলেন, তাঁহারা সকলেই প্রভুর নিত্যপরিকর।

৭। "তোমা'সভার জ্ঞান"-স্থলে "তোমরা যা ভাব"-পাঠান্তর।

এই জন্মে যেন তুমিসব আমা'সঙ্গে।
নিরবধি আছ সঙ্কীর্ত্তন-সুখ-রঙ্গে ॥ ১০

এইমত আছে আর দুই অবতার।
কীর্ত্তন-আনন্দ রূপ হইব আমার ॥ ১১

তাহাতেও তুমিসব এইমত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমা'সঙ্গে ॥ ১২

লোকরক্ষা-নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।
এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর' নাশ ॥" ১৩

এতেকে বলিয়া প্রভু ধরিয়া সভারে।
প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু পুনঃ পুনঃ করে ॥ ১৪

প্রভুবাক্যে ভক্ত-সব কিছু স্থির হৈলা।
সভা' প্রবোধিয়া প্রভু নিজবাসে গেলা ॥ ১৫

পরম্পরা এ সকল যতেক আখ্যান।
শুনিঞা শচীর দেহে নাহি রহে প্রাণ ॥ ১৬

প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা।
হেন দুঃখ জন্মিল—না জানে আছে কোথা ॥ ১৭

মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে।
নিরবধি ধারা বহে, না পারে রাখিতে ॥ ১৮

বসিয়া আছেন প্রভু কমললোচন।
কহিতে লাগিলা শচী করিয়া ক্রন্দন ॥ ১৯

( ভাটিয়ারি রাগ )

"না যাইয় না যাইয় বাপ ! আমারে ছাড়িয়া।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ দেখিয়া ॥ ২০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০। এই পয়ারে পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পাঠ—'যুগে যুগে অনেক আমার অবতার। সে সকলে সঙ্গী সবে হ'য়েছে আমার ॥' "

১১-১২। **এই মত**—এই বর্তমান অবতারের মত। **কীর্ত্তন-আনন্দরূপ**—কীর্তনানন্দরূপ দুই অবতার। **তাহাতেও**—সেই দুই অবতারেও। পরবর্তী ৪৯-পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৫। **নিজ বাসে**—নিজের গৃহে।

১৬। **পরম্পরা**—লোক-পরম্পরা। লোকের মুখে মুখে। **আখ্যান**—বিবরণ, কথা। "এ-সকল যতেক"-স্থলে "শুনিলেন যতেক" এবং "যত সব এসব"-পাঠান্তর। প্রভু যে সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছেন, লোকের মুখে মুখে সেই সংবাদ শচীমাতার কানে আসিয়া পৌঁছিল।

১৭। **না জানে আছে কোথা**—তিনি কোথায় আছেন, তাহাও শচীমাতা জানিতে পারিতেছিলেন না; ঐ দুঃসংবাদ ভাবিতে ভাবিতে তিনি অন্য সমস্ত ভুলিয়া গেলেন।

১৯। **কহিতে লাগিলা ইত্যাদি**—শচীমাতা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার প্রাণাধিক নিমাইর নিকটে বলিতে লাগিলেন। প্রভুর নিকটে শচীমাতার উক্তি পরবর্তী ২০-২৬ এবং ২৮-৩৪-পয়ারে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রভু এ-পর্যন্ত তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্পের কথা মাতাকে বলেন নাই। লোকের মুখে শুনিয়া মাতা এখন প্রভুর নিকটে তাঁহার আর্তি জানাইতেছিলেন।

২০। "ভাটিয়ারি রাগ"-স্থলে "করুণ ভাটিয়ারি", "না যাইয় না যাইয় বাপ! আমারে"-স্থলে "না যাইহ আরে বাপ মায়েরে" এবং "পাপ"-স্থলে "পাপী"-পাঠান্তর। **পাপ জীউ**—আমার পাপস্বরূপ ( বা পাপী ) জীবাত্মা।

( গৌরাঙ্গ হে। ধ্রু॥ )
কমল-নয়ন তোর শ্রীচন্দ্র-বদন।
অধর সুরঙ্গ, কুন্দ-মুকুতা-দশন॥ ২১
অমিয়া বরিখে যেন সুন্দর বচন।
কেমনে বঞ্চিব না দেখি গজেন্দ্র-গমন॥ ২২
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি তোর অনুচর।
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর॥ ২৩
পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে।
গৃহে রহি কীর্ত্তন করহ তুমি রঙ্গে॥ ২৪
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ! তোর অবতার।
জননী ছাড়িবা কোন্ ধর্ম্ম বা বিচার॥ ২৫
তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা।
কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥" ২৬
প্রেমশোকে কহে শচী, শুনে বিশ্বম্ভর।
প্রেমেতে রোধিতকণ্ঠ না করে উত্তর॥ ২৭
"তোমার অগ্রজ আমা' ছাড়িয়া চলিলা।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা॥ ২৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২১। **অধর-সুরঙ্গ**—সুরঙ্গ (সুন্দররূপে রঞ্জিত, সুষ্ঠু লাল বর্ণ) অধর। **কুন্দ-মুকুতা-দশন**—কুন্দফুল এবং মুক্তার ন্যায় সুন্দর ও শুভ্র দন্ত।

২২। **বরিখে**—বরিষে, বর্ষণ করে। **সুন্দর বচন**—সুমধুর বাক্য। "যেন সুন্দর বচন"-স্থলে "তোর মধুর বচনে"-পাঠান্তর। **গজেন্দ্র-গমন**—গজেন্দ্রের ন্যায় ধীর গমন। "গমন"-স্থলে "গমনে"-পাঠান্তর।

২৩। **প্রাণের দোসর**—প্রাণপ্রিয় সঙ্গী।

২৪। **রঙ্গে**—পরমানন্দে।

২৫-২৬। **ধর্ম্ম বুঝাইতে**—জগতের জীবকে ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত। "কোন্ ধর্ম্ম বা"-স্থলে "এ না কোন ধর্ম্ম"-পাঠান্তর। অর্থ—ইহা কোনও ধর্ম নহে। **বিচার**—বিচার করিয়া দেখ। **অথবা**, ইহা কি রকম বিচার?

প্রভু যে ভগবান্, জগতের জীবকে ধর্ম-শিক্ষাদানের নিমিত্তই যে প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই পয়ারদ্বয়ের উক্তিতে শচীমাতার মুখে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। অথচ, সহজ অবস্থায় শুদ্ধবাৎসল্যময়ী শচীমাতার মুখে, তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রের সম্বন্ধে এ-সকল কথা প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। পূর্ববর্তী ২০-২৪-পয়ারসমূহেও তাঁহার শুদ্ধ বাৎসল্যই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, লীলাশক্তি শচীমাতার মুখে এই পয়ারদ্বয়ের-উক্তি প্রকাশ করাইয়াছেন। পরবর্তী ৪৮-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২৭। **প্রেম-শোকে**—বাৎসল্য-প্রেম হইতে উত্থিত শোকবশতঃ। **প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ** ইত্যাদি—প্রভুর কণ্ঠও, শচীমাতার শুদ্ধবাৎসল্যের অনুরূপ, শচীমাতার প্রতি পুত্রোচিত প্রেম বা ভক্তি-বশতঃ, রুদ্ধ হইয়া গেল; তাহাতেই তিনি শচীমাতার কাতর উক্তি কেবল শুনিয়াই যাইতেছিলেন, তাহার কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। "প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ"-স্থলে "প্রেমে রুদ্ধকণ্ঠে কিছু"-পাঠান্তর। এই পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"অধিকাংশ পুঁথিতে ইহার পরেই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু সঙ্গত বোধ হইল না।"

**২৮। প্রভু তো বসিয়া বসিয়া কেবল শুনিয়াই যাইতেছেন, প্রেমাবেশে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে**

তোমা' দেখি সকল সন্তাপ পাসরিলুঁ।
তুমি গেলে প্রাণ মুঞি সর্ব্বথা ছাড়িমু॥ ২৯

করুণ ভাটিয়ারি ( রাগ )

প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ,
অনাথিনী ছাড়িতে না জুয়ায়॥ ৩০
সভা' লঞা কর' নিজ অঙ্গনে কীর্ত্তন,
নিত্যানন্দ আছেন সহায়॥ ধ্রু॥ ৩১
( তোমার ) প্রেমময় দুই আঁখি,
দীর্ঘভুজ দুই দেখি,
বচনেতে অমিয়া বরিষে হে।
বিনি-দীপে ঘর মোর,
তোমার অঙ্গেতে উজোর,
রাঙ্গা-পা'য়ে কত মধু বৈসে হে॥" ৩২
প্রেমশোকে কহে শচী, বিশ্বম্ভর শুনে বসি,
( যেন ) রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়॥ ৩৩
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, সুখদাতা সদানন্দ,
বৃন্দাবনদাস রস গায়॥ ৩৪

এইমত বিলাপ করয়ে শচীমাতা।
মুখ তুলি ঠাকুর না কহে একো কথা॥ ৩৫
বিবর্ণ হইলা শচী—অস্থি-চর্ম্ম-সার।
শোকাকুলী দেবী কিছু না করে আহার॥ ৩৬
প্রভু দেখে জননীর জীবন না রহে।
নিভৃতে বসিয়া তানে গোপ্য কথা কহে॥ ৩৭
প্রভু বোলে "মাতা! তুমি স্থির কর' মন।
শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন॥ ৩৮
চিত্ত দিয়া শুনহ আপন গুণগ্রাম।
কোনো কালে আছিল তোমার পৃশ্নি-নাম॥ ৩৯
তথায় আছিলা তুমি আমার জননী।
তবে তুমি স্বর্গে হৈলা অদিতি আপনি॥ ৪০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিয়া কোনও কথাই বলিতে পারিতেছেন না। কিন্তু শচীমাতা তাঁহার আর্তি প্রকাশ করিয়া যাইতে লাগিলেন, ২৮-৩৪-পয়ারে। **তোমার অগ্রজ**—বিশ্বরূপ।

৩০। "হের"-স্থলে "হে" এবং "রে"-পাঠান্তর।

৩২। **বিনি-দীপে**—প্রদীপ-ব্যতীতই। **তোমার অঙ্গেতে**—তোমার অঙ্গের জ্যোতিতে। **উজোর**—উজ্জ্বল। "বৈসে"-স্থলে "বর্ষে"-পাঠান্তর। বর্ষে—বর্ষণ করে।

৩৩। **যেন রঘুনাথে ইত্যাদি**—পিতৃসত্য-পালনার্থ রঘুনাথ-শ্রীরামচন্দ্র বনে গমন করিবেন শুনিয়া শ্রীরাম-জননী কৌশল্যা যে-ভাবে রামচন্দ্রকে বুঝাইয়াছিলেন, সেই ভাবে।

৩৪। "শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, সুখদাতা সদানন্দ"-স্থলে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভু জান ( ভাল )"-পাঠান্তর।

৩৫। **না কহে একো কথা**—একটি কথাও বলেন না।

৩৭। "দেখে"-স্থলে "দেখি"-পাঠান্তর। **গোপ্যকথা**—অতি গোপনীয় কথা, যাহা পূর্বে কখনও বলা হয় নাই, তদ্রূপ কথা। পরবর্তী ৩৮-৪৮-পয়ারে এই গোপ্যকথা উল্লিখিত হইয়াছে।

৩৯। **কোনো কালে**—কোনও সময়ে, অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে ( ভা. ১০।৩।৩২ )। "শুনহ"-স্থলে "শুন মাতা"-পাঠান্তর।

৪০। **তথায়**—সেই স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরে। **তুমি আমার জননী**—আমি যখন পৃশ্নিগর্ভ-রূপে অবতীর্ণ

তবে আমি হইলুঁ বামন-অবতার।
তথাও আছিলা তুমি জননী আমার ॥ ৪১
তবে তুমি দেবহূতি হৈলা আরবার।
তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার ॥ ৪২
তবে ত কৌশল্যা হৈলা আরবার তুমি।
তথাও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি ॥ ৪৩
তবে তুমি মথুরায় দেবকী হইলা।
কংসাসুর-অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা ॥ ৪৪
তথাও আমার তুমি আছিলা জননী।
তুমি সেই দেবকী, দেবকী-পুত্র আমি ॥ ৪৫
আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥ ৪৬
এইমত তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে ॥ ৪৭
অমায়ায় এই সব কহিলাঙ কথা।
আর তুমি মনে দুঃখ না ভাব' সর্ব্বথা ॥ ৪৮
কহিলেন প্রভু অতি রহস্য-কথন।
শুনিঞা শচীর কিছু স্থির হৈল মন ॥ ৪৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

হইয়াছিলাম, তখন তুমিই আমার জননী ছিলে (ভা. ১০।৩।৪১)। **তবে তুমি স্বর্গে** ইত্যাদি—তাহার পরে তুমি অদিতি-নামে আবির্ভূত হইয়াছিলে (ভা. ১০।৩।৪২)।

৪১। **তবে আমি** ইত্যাদি—তুমি অদিতি-নামে স্বর্গে আবির্ভূত হইলে আমি তোমার পুত্র বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম (ভা. ১০।৩।৪২)। বামনের নাম—উপেন্দ্র, খর্বাকৃতি ছিলেন বলিয়া বামন বলা হইত (ভা. ১০।৩।৪২)

৪৪। "মথুরায়"-স্থলে "আরবার"-পাঠান্তর।

৪৬। পূর্ববর্তী ১১-পয়ার দ্রষ্টব্য। "হইব"-স্থলে "হইল"-পাঠান্তর। পরবর্তী ৪৯-পয়ারের টীকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৪৭। **মর্ম্মে**—প্রকৃতপক্ষে, বস্তুতঃ, পরমার্থ-বিচারে। "নাহি"-স্থলে "নহে"-পাঠান্তর।

৪৮। **অমায়ায়**—অকপটে। "মনে দুঃখ না ভাব"-স্থলে "দুঃখ নাহি ভাবিহ"-পাঠান্তর।

পূর্ববর্তী ৩৮-৪৮-পয়ারসমূহে শচীমাতার নিকটে প্রভু নিজের স্বয়ংভগবত্তার কথাই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু নরলীল এবং নর-অভিমানবিশিষ্ট প্রভুর পক্ষে স্বীয় জননীর নিকটে নিজের স্বয়ং-ভগবত্তার প্রকাশ সম্ভব নহে। শচীমাতার সঙ্গে প্রভুর স্বরূপগত অনাদি এবং অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের কথা জগতের জীবকে জানাইবার জন্য লীলাশক্তিই প্রভুর মুখে এই কথাগুলি প্রকাশ করাইয়াছেন। সেই উদ্দেশ্যে সেই লীলাশক্তিই শচীমাতার মুখেও ইহার সূচনা করাইয়াছেন। পূর্ববর্তী ২৫-২৬-পয়ার দ্রষ্টব্য।

৪৯। "রহস্য"-স্থলে "পূর্ব্বের" কথন। পূর্ব্বের—পূর্ব পূর্ব জন্মের বা অবতারের।

এক্ষণে পূর্ববর্তী ১১-১২-পয়ার এবং ৪৬-পয়ার-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে। ১১-পয়ারে প্রভু ভক্তদের নিকটে বলিয়াছেন—"এই মত আছে **আর দুই অবতার**।" এবং ৪৬-পয়ারে শচীমাতার নিকটে প্রভু বলিয়াছেন—"**আরো দুই জন্ম** এই সঙ্কীর্তনারম্ভে। হইব তোমার পুত্র আমি **অবিলম্বে**।" প্রথমে দুই অবতার-সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইতেছে।

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

**আছে আর দুই অবতার এবং আরো দুই জন্ম।** এই দুইটি উক্তি হইতে বুঝা যায়, এইবারের পরে মহাপ্রভু আর মাত্র দুইবারই অবতীর্ণ হইবেন, তদধিক অবতরণ তাঁহার হইবে না। কিন্তু মহাপ্রভু হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ এবং অনাদিকাল হইতেই তিনি নিত্য বিরাজিত। কবিরাজ-গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন, "ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো (স্বয়ংভগবান্) একবার। অবতীর্ণ হয়্যা করেন প্রকট বিহার॥ চৈ. চ. ॥ ১।৩।৪ ॥ শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও "শ্রীশ্রীগোপালচম্পূ"-নামক গ্রন্থে এ-কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং ইহা শাস্ত্রসম্মত (মশ্রী ॥ ১।২২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। প্রতিকল্পে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে, বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরের শেষভাগে এবং শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কলিযুগের প্রারম্ভে একবার অবতীর্ণ হইয়া থাকেন (মশ্রী ॥ ১।২২ এবং ৩।৮-১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অনাদিকাল হইতেই এইভাবে প্রতিকল্পে স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হইতেছেন এবং অনন্তকাল পর্যন্তই এইভাবে অবতীর্ণ হইবেন। সুতরাং এইবারের পরে মহাপ্রভু আর মাত্র দুই বারই যে অবতীর্ণ হইবেন, এই দুইবারের পরে যে আর অবতীর্ণ হইবেন না - এইরূপ উক্তি শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে না। যাঁহারা মনোযোগের সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের আলোচনা করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের কিরূপ অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান ছিল। তিনি যে এইরূপ মাত্র দুই অবতারের কথা লিখিবেন, ইহা বিশ্বাস করাও তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর হইবে।

**অবিলম্বে দুই জন্ম।** শচীমাতার নিকটে প্রভু বলিয়াছেন—অবিলম্বেই প্রভুর আরও দুই জন্ম হইবে। "অবিলম্বে" বলিতে "অনতিকালের মধ্যেই" বুঝায়—শীঘ্রই। কিন্তু পূর্বে বলা হইয়াছে, মহাপ্রভু ব্রহ্মার একদিনের (এক দিবারাত্রির) মধ্যে মাত্র একবাব অবতীর্ণ হয়েন। ব্রহ্মার এইরূপ এক দিবারাত্রির মধ্যে আছে—নরমানে আট শত চৌষট্টি কোটি বৎসর (মশ্রী ॥ ১।১৪-খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে জানা যায়, বর্তমান সময়ের আট শত চৌষট্টি কোটি বৎসর পরে মহাপ্রভুর আর একটি অবতার হইবে এবং তাহারও আট শত চৌষট্টি কোটি বৎসর পরে (অর্থাৎ বর্তমান সময় হইতে সতর শত আটাশ কোটি বৎসর পরে) আরও একটি অবতার হইবে। আট শত চৌষট্টি কোটি বৎসর পরের এবং সতর শত আটাশ কোটি বৎসর পরের অবতারকে "অবিলম্বে অবতার" বলা যায় কি না, সুধীবর্গ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। অগাধ-শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যে এইরূপ কথা বলিবেন, তাহা বিশ্বাস করাও কষ্টকর।

**কিছু স্থির।** প্রথমে ভক্তদের কিছু স্থির হওয়ার কথাই বিবেচনা করা যাউক। "প্রভুবাক্যে ভক্ত-সব কিছু স্থির হৈলা ॥ পূর্ববর্তী ১৫-পয়ার।" প্রভুর যে-বাক্য শুনিয়া "ভক্ত-সব কিছু স্থির" হইলেন, তাহা হইতেছে এই—"তোমা" সভা আমি না ছাড়িব কোনক্ষণে॥ সর্ব্বকাল তোমরা-সকল মোর সঙ্গ। এই জন্ম হেন না জানিবা—জন্ম জন্ম॥ পূর্ববর্তী ৮-৯ পয়ার।" "জন্ম জন্ম", অর্থাৎ প্রতি অবতারেই ভক্তগণ প্রভুর নিত্য সঙ্গী, প্রভু তাঁহাদিগকে কখনও ছাড়িবেন না—প্রভুর মুখে এই কথা শুনিয়া ভক্তগণের "কিছু স্থির" হওয়া খুবই সম্ভব। প্রভুর সন্ন্যাসের প্রসঙ্গে তাঁহাদের "কিছু স্থির" হওয়ার পক্ষে আরও একটি কথা আছে। প্রভু সন্ন্যাস করিতে যাইতেছেন, অন্তর্ধান করিতে যাইতেছেন

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

না। সন্ন্যাসের পরে প্রভু স্বীয় জন্মস্থানে থাকিবেন না বটে, সুতরাং তখনকার মত ভক্তগণ সর্বদা প্রভুর সঙ্গ পাইবেন না বটে; কিন্তু প্রভু যেখানেই থাকেন, সময় সময় ভক্তগণ সেখানে যাইয়া প্রভুর সঙ্গসুখ লাভ করিতে পারিবেন। প্রভু যদি গঙ্গাদর্শনের নিমিত্ত কখনও বঙ্গদেশে আসেন, তখনও তাঁহার সঙ্গসুখ ভক্তদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে। এ-সমস্ত ভাবিয়াও তাঁহারা "কিছু স্থির" হইতে পারেন।

এক্ষণে শচীমাতার "কিছু স্থির" হওয়ার কথা আলোচিত হইতেছে। "কহিলেন প্রভু অতি রহস্য-কথন। শুনিঞা শচীর কিছু স্থির হইল মন॥ ৪৯-পয়ার। যে-রহস্য-কথা শুনিয়া শচীমাতার মন "কিছু স্থির" হইল, তাহা হইতেছে এই – প্রভু যখন যে-স্বরূপেই জন্মগ্রহণ করেন, শচীমাতাও তখন সেই স্বরূপের জননী থাকেন (পূর্ববর্তী ৩৮-৪৫-পয়ার)—ইহা জানাইয়া প্রভু মাতাকে বলিলেন "এইমত তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে। তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে॥ পূর্ববর্তী ৪৭-পয়ার। প্রভুর এ-কথা শুনিয়া শচীমাতার মন "কিছু স্থির" হওয়া খুবই সম্ভব। আবার, প্রভু সন্ন্যাস করিতে যাইতেছেন, অন্তর্ধান করিতে যাইতেছেন না, ইহা ভাবিয়াও মাতা মনে করিতে পারেন—আমার প্রাণাধিক নিমাইকে এখনকার মত সর্বদা নিকটে পাইব না বটে; কিন্তু ভক্তগণের সঙ্গে সময় সময় নিমাইর দেখা-সাক্ষাৎ হইতে পারে। তখন ভক্তদের মুখে নিমাইর সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। নিমাই যদি গঙ্গাদর্শনের নিমিত্ত কখনও বঙ্গদেশে আসেন তাহা হইলে তখন তাঁহার দর্শনও পাইতে পারিব। এ-সমস্ত ভাবিয়াও শচীমাতার মন "কিছু স্থির" হইতে পারে।

**দুই অবতার-সম্বন্ধীয় বাক্য সান্ত্বনা-দায়ক নহে।** প্রভুর সন্ন্যাসের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া ভক্তগণ এবং শচীমাতা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়াই প্রভু তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেছিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে "দুই অবতারের" কথা কিছুতেই সান্ত্বনাদায়ক হইতে পারে না, তাহা যে বরং হৃদয়-বিদারক এবং কাহারও কাহারও পক্ষে যে প্রাণ-ঘাতকও, এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমে ভক্তগণের নিকটে "দুই অবতারের" কথা আলোচিত হইতেছে। "দুই অবতার" বলিলেই অন্তর্ধানের কথা সূচিত হয়। যে-হেতু, অন্তর্ধানব্যতীত আবার নূতন অবতার হইতে পারে না। "দুই অবতার"-কথার মধ্যে প্রভুর অন্তর্ধানের ইঙ্গিত জানিলে, "ভক্তগণ প্রভুর জন্ম-জন্ম সঙ্গী, প্রভু ভক্তগণকে কখনও ছাড়িবেন না"—প্রভুর এতাদৃশ সান্ত্বনা-বাক্য-সত্ত্বেও, ভক্তগণ কখনও চিত্ত স্থির করিতে পারেন না। এই অন্তর্ধানের ইঙ্গিত তাঁহাদের পক্ষে হৃদয়-বিদারক, প্রাণ-ঘাতক। প্রভু হয়তো অন্তর্ধান করিতে পারেন আশঙ্কা করিয়া, প্রভুর অন্তর্ধানের পূর্বেই, নিজের প্রাণ-বিনাশের নিমিত্ত মুরারিগুপ্ত তো একখানা "খরসান ছুরি" প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছিলেন। সুতরাং ভক্তদিগের নিকটে সান্ত্বনা-বাক্য বলার প্রসঙ্গে, অন্তর্ধানের ইঙ্গিতময় বাক্য সান্ত্বনার পক্ষে যে সম্পূর্ণরূপে বিরোধী, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই ইঙ্গিতময় বাক্য হইতেছে এই—"এই জন্মে যেন তুমি সব আমা সঙ্গে। নিরবধি আছ সঙ্কীর্তন-সুখ রঙ্গে॥ এই মত আছে আর দুই অবতার। কীর্ত্তন-আনন্দরূপ হইব আমার॥ তাহাতেও তুমি সব এইমত রঙ্গে। কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমাসঙ্গে॥ পূর্ববর্তী ১০-১২-পয়ার॥" এই পয়ারত্রয়েও, পূর্ববর্তী ৬-৯-পয়ারোক্তির

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ন্যায়, ভক্তগণের পক্ষে প্রভুর নিত্য-সঙ্গিত্বের কথাই বলা হইয়াছে। নির্বিচার যথাশ্রুত অর্থে এই পয়ারত্রয়ে নিত্যসঙ্গিত্ব-কথন-ব্যতীত অন্য কোনও কথাই নাই। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে যে ইহাতে হৃদয়-বিদারক এবং প্রাণ-ঘাতক অন্তর্ধান সূচিত হইতেছে, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অথচ, এই পয়ারত্রয় না থাকিলে, সান্ত্বনা-বাক্য অক্ষুণ্ণ থাকে, কোনওরূপ অসঙ্গতিও থাকে না। কেন না, এই পয়ারত্রয়ের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পয়ার হইতেছে—"সর্ব্বকাল তোমরা-সকল মোর সঙ্গ। এই জন্ম হেন না জানিবা—জন্ম জন্ম॥ ৯-পয়ার।" আর উল্লিখিত পয়ারত্রয়ের অব্যবহিত পরবর্তী পয়ার হইতেছে—"লোকরক্ষা-নিমিত্ত সে আমরা সন্ন্যাস। এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর নাশ॥ ১৩ পয়ার।" সুতরাং সান্ত্বনা-দানের পক্ষে এই পয়ারত্রয় অনাবশ্যক এবং অন্তর্ধানের ইঙ্গিত আছে বলিয়া সান্ত্বনা-দানের পক্ষে সম্পূর্ণ-রূপে বিরোধী। সুবিচক্ষণ গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যে, অনাবশ্যক এবং সান্ত্বনা-বিরোধী এই পয়ারত্রয় লিখিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করা দুষ্কর।

এক্ষণে শচীমাতার নিকটে "দুই অবতারের" কথা বিবেচিত হইতেছে। "আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে। হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥ পূর্ববর্তী ৪৬-পয়ার।" এই উক্তিতেও প্রভুর অন্তর্ধানের ইঙ্গিত আছে বলিয়া, ইহা শচীমাতার পক্ষে সান্ত্বনার হেতু হইতে পারে না, বরং হৃদয়-বিদারক এবং প্রাণঘাতক। অথচ, এই পয়ারটি না থাকিলে সান্ত্বনা-বাক্য অক্ষুণ্ণ থাকে, কোনওরূপ অসঙ্গতিও থাকে না। যেহেতু, এই পয়ারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পয়ার হইতেছে—"তথাও আমার তুমি আছিলা' জননী। তুমি সেই দেবকী, দেবকী-পুত্র আমি॥ পূর্ববর্তী ৪৫ পয়ার।" এবং এই সান্ত্বনা-বিরোধী পয়ারের অব্যবহিত পরবর্তী পয়ার হইতেছে—"এইমত তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে। তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে॥ ৪৭-পয়ার॥" সুতরাং সান্ত্বনাদানের পক্ষে এই পয়ারটি অনাবশ্যক এবং অন্তর্ধানের ইঙ্গিত আছে বলিয়া সান্ত্বনা-দানের সম্পূর্ণ বিরোধী। গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যে, অনাবশ্যক এবং সান্ত্বনা-বিরোধী এই পয়ারটি লিখিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করা দুষ্কর।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটি কথাও বিবেচনার যোগ্য। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, প্রভু তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্পের কথা তাঁহার সমস্ত ভক্তদের নিকটেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। "এই মত আপ্ত-বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে। 'শিখাসূত্র ঘুচাইমু' বলিলা আপনে॥ ২।২৫।২৬৯॥" সুতরাং মুরারিগুপ্তের নিকটেও বলিয়াছিলেন, তাহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না। আবার, প্রভু যে-সমস্ত ভক্তকে প্রবোধ-বাক্য বলিয়াছিলেন, যে "সকল প্রভুবাক্যে ভক্তসব কিছু স্থির হৈলা। ২।২৬।১৫॥" সে-সকল ভক্তের মধ্যে মুরারিগুপ্তও একজন ছিলেন. এবং মুরারিগুপ্ত যে সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রভুর প্রবোধবাক্য শুনিয়াছিলেন, তাহা মনে করাও অসঙ্গত হইবে না। যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, মুরারি সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রভুর প্রবোধ-বাক্য শুনেন নাই, তথাপি অন্য ভক্তদের মুখে তিনি যে তাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। লোকপরম্পরা শচীমাতাও যখন প্রভুর সন্ন্যাসের সঙ্কল্প শুনিয়াছিলেন, তখন ভক্তদের মুখে প্রভুর প্রবোধ-বাক্যের কথা মুরারিগুপ্ত শুনেন নাই, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। ভক্তদের মুখে তিনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহাও সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রোতাদেরই উক্তি— সুতরাং সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য।

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন, প্রবোধ-বাক্য-কথনপ্রসঙ্গে শ্রীবাস-পণ্ডিতের কথার উত্তরে প্রভু বলিয়াছেন—"ভবতামেব প্রেমার্থে গমিষ্যামি দিগন্তরম্ ॥ সাধুর্ভির্নাবমারুহ্য যথা গত্বা দিগন্তরম্। অর্থমানীয় বন্ধুভ্যো দীয়তে তদহং পুনঃ ॥ দিগন্তরাৎ সমানীয় দাস্যামি প্রেমসন্ততিম্। যয়া সর্ব্ব-সুরারাধ্যং শ্রীকৃষ্ণং পরিপশ্যসি ॥ কড়চা ॥ ২।১৮।১৯-২১ ॥—তোমাদের প্রেমার্থে আমি দেশান্তরে যাইব। সাধু-বণিকগণ যেমন নৌকাযোগে দেশান্তরে যাইয়া অর্থ আনয়নপূর্বক বন্ধুদিগকে তাহা প্রদান করেন, আমিও তদ্রূপ দেশান্তর হইতে প্রেমরাশি আনিয়া তোমাদিগকে দিব, যাহাতে তোমরা সর্ব-দেবারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের সম্যক দর্শন লাভ করিতে পার।" কবিকর্ণপূরও এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। "ভবতামিতোঽহং প্রেমার্থং প্রতিদিশঘটিষ্যামি নিতরাম্ ॥ মহাকাব্য ॥ ১১।৪৫ ॥—তোমাদের নিকট হইতে যাইয়া প্রেমলাভের নিমিত্তই আমি দিকে দিকে ভ্রমণ করিব।" দুই অবতারের কথা মুরারিগুপ্ত বা কর্ণপূর লেখেন নাই। শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণে গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাসঠাকুর মুরারিগুপ্ত-রচিত দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন (১।১।৩-৪ শ্লোক)। ইহাতে অনুমিত হইতে পারে, তিনি মুরারিগুপ্তের শ্লোক-গ্রন্থাদি, সুতরাং কড়চাও, আলোচনা করিয়াছেন। কড়চায় লিখিত মুরারিগুপ্তের "রামাষ্টকের" কয়েকটি শ্লোকও শ্রীলবৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, শ্রীলবৃন্দাবন-দাস মুরারিগুপ্তের কড়চারও আলোচনা করিয়াছেন (ভূমিকায় ২-গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই অবস্থায়, মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা না লিখিয়া, মুরারিগুপ্ত যাহা লেখেন নাই, তাহা লেখা, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। আর, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যে মুরারিগুপ্তের কড়চা দেখিয়াছেন, কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়। কবিরাজ-গোস্বামীও লিখিয়াছেন, মুরারিগুপ্তের কড়চা অনুসারেই বৃন্দাবনদাস প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ পর্যন্ত লীলা বর্ণন করিয়াছেন। তথাপি যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকার করা যায় যে, বৃন্দাবনদাস মুরারিগুপ্তের কড়চা দেখেন নাই, তাহা হইলে, প্রভুর নিত্যসঙ্গী, লীলার প্রত্যক্ষদর্শী, সকলের আদি-চরিতকার মুরারিগুপ্তের উক্তিকেই সম্পূর্ণরূপে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে কি না এবং দুই অবতার-সম্বন্ধীয় পয়ারগুলি কিম্বদন্তীমূলক মনে করা সঙ্গত হইবে কি না, তাহা সুধীগণের বিচার্য। শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের লেখার মধ্যে কিম্বদন্তীমূলক উক্তি থাকা যে অসম্ভব নয় এবং তদ্রূপ উক্তি যে আছে, তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (২।১৯।১০৫-৬-পয়ারের টীকা এবং ভূমিকায় ১১।১২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

**প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর উক্তি।** যাহা হউক, দুই অবতার-সম্বন্ধীয় পয়ারগুলির প্রসঙ্গে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পুত্র শ্রীবীরভদ্রপ্রভুই, সেই দুই জন।" ইহা অবশ্য প্রভুপাদের নিজের মত নহে। কিন্তু এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দের নিকটে বলিয়াছেন—"এই জন্মে যেন তুমি সব আমা সঙ্গে। নিরবধি আছো সঙ্কীর্ত্তন-সুখ-রঙ্গে ॥ **এই মত** আছে আর দুই অবতার। কীর্ত্তন-আনন্দরূপ হইব আমার ॥ তাহাতেও তুমি সব **এই মত** রঙ্গে। কীর্ত্তন করিবা মহাসুখে আমা সঙ্গে ॥ ২।২৬।১০-১২ ॥" প্রভুর কথিত "এই মত"-শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য হইতেছে—তখন যেমন মহাপ্রভু এবং তাঁহার নিত্যসঙ্গী ভক্তবৃন্দ

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যে-যে-স্বরূপে বিরাজিত ছিলেন, সেই-সেই স্বরূপে। প্রভুর স্বরূপ হইতেছে—স্বর্ণবর্ণ অনাদিসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-রূপ ( ১।২।১৬৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য ), এবং বাৎস্যগোত্রীয় ( কড়চা। ১।৫।২৮ ); দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে নিজের হাতের চারিহস্ত-পরিমিত, গুম্ফ-শ্মশ্রুহীন, নিরোগ, বিমৃত্যু। ( মশ্রী ॥ ৫।৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহার মধ্যে অবস্থিত, তাঁহার দর্শনমাত্রেই লোকের পূর্বসঞ্চিত পুণ্য-পাপ সমূলে বিনষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে লোক প্রেমলাভ করে। এই লক্ষণ-সমূহের সমস্ত লক্ষণই তাঁহাতে একসঙ্গে বিরাজিত। তাঁহার নিত্যসঙ্গী ভক্তগণেরও স্ব-স্ব স্বরূপগত লক্ষণ আছে। তাঁহার নিত্যসিদ্ধ-স্বরূপে, নিত্যসঙ্গীদের সহিত প্রভু অবতীর্ণ হইবেন—এ-কথাই প্রভু ভক্তগণের নিকটে বলিয়াছেন।

আবার শচীমাতার নিকটে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্যও হইতেছে এই যে, তিনি যখনই স্বয়ংভগবান্ গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হয়েন, তখনই জগন্নাথ-মিশ্র-পত্নী শচীদেবীই তাঁহার জননী থাকেন। শচীমাতা এবং জগন্নাথমিশ্রের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ এবং কুল ও গোত্র ( বাৎস্যগোত্র ) আছে। শ্রীনিবাস আচার্য এবং নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র-প্রভুতে উল্লিখিত লক্ষণসমূহের সমস্ত লক্ষণ বিরাজিত ছিল কি না, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। বীরভদ্র-প্রভু-সম্বন্ধে যে বলা হইয়াছে, তিনি নিত্যানন্দ-প্রভুর পুত্র, তাহাতেই তাঁহার শচী-জগন্নাথ-পুত্রত্বহীনতা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষতঃ কবি কর্ণপূর বীরভদ্র-প্রভুকে ক্ষীরোদশায়ীর অবতারই বলিয়া গিয়াছেন, মহাপ্রভুর অবতার বলেন নাই।

প্রভুপাদ আরও বলিয়াছেন, "এই দুই অবতারের আসন অধিকার করিবার জন্য বর্তমানে অনেকেরই একান্ত আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভুই জানেন, এই দুই অবতার কে ?"

বস্তুতঃ, শ্রীচৈতন্যভাগবতের দুই অবতার-সম্বন্ধীয় উক্তির দোহাই দিয়া বঙ্গদেশে অধুনা অনেকেই নিজেদিগকে মহাপ্রভুর অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছেন, কেহ কেহ বা পরলোকগত কোনও কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মহাপ্রভুর অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছেন। অথচ, "এতাদৃশ অবতার-সমূহের" কাহারও মধ্যেই পূর্বকথিত লক্ষণসমূহের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না ; পরন্তু তাঁহারা সকলেই স্বহস্তের সার্ধত্রিহস্ত-পরিমিত-কলেবর, কোনও না কোনরূপ রোগবিশিষ্ট, গুম্ফ-শ্মশ্রুবিশিষ্ট ; মৃত্যুর অধীন ! প্রচারের ফলে অনেক সরল-প্রকৃতি ধর্মপিপাসু নর-নারীও স্বয়ংমহাপ্রভু-জ্ঞানে এ-সমস্ত "অবতারদের" আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিজেদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন !!

**একটি অতিরিক্ত পয়ার।** একখানি মুদ্রিত পুস্তকে, ৪৬-পয়ারের পরে এবং ৪৭-পয়ারের পূর্বে এইরূপ একটি অতিরিক্ত পয়ার দৃষ্ট হয় - " 'মোর অর্চ্চা মূর্ত্তি' মাতা তুমি সে ধরণী। 'জিহ্বারূপা' তুমি মাতা নামের জননী ॥" এবং টীকায় লিখিত হইয়াছে—"অর্চ্চা-মূর্ত্তি মৃন্ময়ী প্রভৃতি হইয়া থাকে আর ভগবন্নাম শব্দাত্মক, সুতরাং শচীনন্দনের দুই অবতার—অর্চ্চাবতার ও নামাবতার। 'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার' ( চৈ. চ. আদি ১৭।২২ )—ইহাই গৌরসুন্দরের বাণী। অর্চ্চা-বিগ্রহ শ্রীস্বরূপ ও শ্রীনামের সহিত অভিন্ন—'নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি—তিন চিদানন্দরূপ ॥' চৈ. চ. মধ্য ১৭ অ. ॥" আমাদের দৃষ্ট অন্য কোনও মুদ্রিত পুস্তকে, এই অতিরিক্ত পয়ারটি দৃষ্ট হয় না। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী যে-সকল হস্তলিখিত পুঁথি বা মুদ্রিত পুস্তক দেখিয়াছেন, সে-সকল

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

পুঁথিতে এবং মুদ্রিত পুস্তকেও এই পয়ারটি তিনি দেখেন নাই ; দেখিলে, পাদটীকায় অতিরিক্ত পাঠ বলিয়া এই পয়ারটির নিশ্চয়ই উল্লেখ করিতেন। এ-কথা বলার হেতু এই যে, তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থে তিনি বহু পাঠান্তর এবং অতিরিক্ত পয়ার উদ্ধৃত করিয়াছেন। যে-সকল পাঠান্তরে বা অতিরিক্ত পাঠে, অর্থান্তর হয় না, সুতরাং যে-সকল পাঠান্তরের বা অতিরিক্ত পাঠের উল্লেখ অনাবশ্যক, সে-সকল পাঠান্তরও এবং অতিরিক্ত পাঠও তিনি পাদটীকায় দেখাইয়া গিয়াছেন। যে-মুদ্রিত পুস্তকে এই অতিরিক্ত পয়ারটি দৃষ্ট হয়, সেই পুস্তকের সম্পাদক হয়তো পরবর্তীকালে কোনও পুঁথি পাইয়া থাকিবেন, যাহাতে এই পয়ারটি আছে।

যাহা হউক, এই অতিরিক্ত পয়ারের পূর্ববর্তী পয়ারে শচীমাতার নিকটে প্রভু বলিয়াছেন "আরো দুই জন্ম এই সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে। হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥ ৪৬-পয়ার ॥" এই পয়ারটি, অতিরিক্ত পয়ারবিশিষ্ট মুদ্রিত পুস্তকেও আছে ; সুতরাং এই পয়ারের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই অতিরিক্ত পয়ারটির তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হইবে। এই দুই অবতারের এক অবতার যে প্রভুর "অর্চ্চা-বিগ্রহ" এবং আর এক অবতার যে "নামাবতার", তাহাই উপরের উদ্ধৃত টীকায় বলা হইয়াছে। কিন্তু এই অতিরিক্ত পয়ারটি হইতে কিরূপে যে এই দুই অবতারের কথা পাওয়া যায়, টীকাকার তাহা বলেন নাই। এই অতিরিক্ত পয়ারের পূর্ববর্তী পয়ারসমূহে প্রভু বলিয়াছেন—শচীদেবীই জন্মে জন্মে প্রভুর জননী এবং পরবর্তী পয়ারেও প্রভু বলিয়াছেন -"এই মত তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে। তোমার আমার কভু ত্যাগ নাহি মর্ম্মে ॥" ইহা হইতে প্রভুর এইরূপ অভিপ্রায়ই জানা যায় যে—যে-যে রূপে প্রভু অবতীর্ণ হয়েন, সে-সে-রূপেই শচীদেবী তাঁহার জননী থাকেন। কিন্তু এই অতিরিক্ত পয়ারের প্রথমার্ধে "মোর-অর্চ্চা মূর্ত্তি মাতা তুমি সে ধরণী"—এই বাক্যেই বোধ হয়, টীকাকার প্রভুর "অর্চ্চা-বিগ্রহের" উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াছেন। যদি এ-স্থলে "অর্চ্চা-বিগ্রহের উল্লেখ স্বীকৃতও হয়, তাহা হইলেও শচীমাতা নিজে হইয়া পড়েন প্রভুর "অর্চ্চা-বিগ্রহ" ; যেহেতু, পরিষ্কারভাবেই বলা হইয়াছে "মোর অর্চ্চা মূর্ত্তি মাতা তুমি।" অর্থাৎ মহাপ্রভু-জ্ঞানে, লোকগণ শচীদেবীকে, অর্থাৎ শচীদেবীর দেহকে, অর্চনা বা পূজা করিবে। এই ভাবে বুঝা যায়, শচীদেবী এবং প্রভুর অর্চ্চা বিগ্রহ এক হইয়া পড়েন, তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। ইহাতে জানা যায়, প্রভু যে শচীমাতাকে বলিয়াছেন—জন্মে জন্মেই শচীদেবী প্রভুর জননী, প্রভুর এই উক্তির কোনও সার্থকতা থাকে না ; কেন না, প্রভুর অর্চ্চা বিগ্রহরূপ অবতার শচীদেবীর পুত্র হইবেন না, শচীদেবীই হইবেন। যেহেতু, শচীদেবী হইতে অর্চ্চা বিগ্রহের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে না। এইরূপে দেখা গেল, পূর্বোদ্ধৃত টীকায় যে বলা হইয়াছে, এই অতিরিক্ত পয়ারে প্রভুর অর্চ্চা-বিগ্রহরূপ এক অবতারের কথা বলা হইয়াছে, পয়ারের প্রথমার্ধ হইতে তাহার সমর্থক অর্থ নিষ্কাসিত করা যায় না। প্রভুর সন্ন্যাসের পরে কোনও সময়ে লোকে যে মহাপ্রভু-জ্ঞানে শচীমাতার বা তাঁহার দেহের পূজা করিয়াছেন, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং উল্লিখিতরূপ অর্থের কোন বাস্তবতাও নাই। "শচীমাতা প্রভুর বিগ্রহ-সেবা প্রবর্তিত করিয়াছেন"—এইরূপ অর্থ পয়ারের প্রথমার্ধ হইতে পাওয়া না গেলেও, যুক্তির অনুরোধে

নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তাহা স্বীকার করিলেও, এইরূপ অর্থের সার্থকতা দেখা যায় না। যেহেতু, প্রভুর সন্ন্যাসের পরে শচীমাতা যে মহাপ্রভুর বিগ্রহ-সেবার প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণই নাই। এইরূপে দেখা গেল, উল্লিখিত টীকায় অর্চ্চা-বিগ্রহরূপ অবতারসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, পয়ারের প্রথমার্ধ হইতে তাহার সমর্থক অর্থ বাহির করা যায় না। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইতেও তদ্রূপ কোনও অর্থ পাওয়া যাইবে না। পয়ারের প্রথমার্ধে আবার "মাতা তুমি সে ধরণী" - এই একটি বাক্য আছে। ধরণী-শব্দের অর্থ হইতেছে পৃথিবী, মাটি। পূর্বোদ্ধৃত টীকায় এক স্থলে "মৃণ্ময়ী অর্চ্চা বিগ্রহের" কথা বলা হইয়াছে। বোধ হয় টীকাকার "তুমি সে ধরণী"-বাক্য দেখিয়াই "মৃণ্ময় বিগ্রহের" কথা বলিয়াছেন। তাহা হইলে "তুমি সে ধরণী"-বাক্য হইবে "অর্চ্চা-মূর্ত্তির" বিশেষণ মৃন্ময়ী অর্চ্চা-মূর্তি। সেবার নিমিত্ত লোকে যে-মৃণ্ময় বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া থাকে, তুমিই আমার সেই মৃণ্ময়ী অর্চ্চা-মূর্তি। ইহাতে পূর্বকথিত আপত্তিগুলির খণ্ডন হয় না।

এক্ষণে টীকায় কথিত "নামাবতার"-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে একটি বাক্য আছে—"তুমি মাতা নামের জননী।" এই বাক্যটি দেখিয়াই বোধ হয় টীকার শচীদেবী হইতে নামাবতারের" উৎপত্তির কথা বলিয়াছে। নামীরই ন্যায়, নাম নিত্যবস্তু বলিয়া কেহই নামের জনক বা জননী হইতে পারে না; তবে যিনি নামের বা নামসঙ্কীর্তনের প্রবর্তন করেন, তাঁহাকেও নামের জনক বা জননী বলা যায়। কিন্তু গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর গ্রন্থারম্ভেই মহাপ্রভুকে "সঙ্কীর্ত্তন-পিতা" বলিয়া গিয়াছেন (১।১।১-শ্লোক দ্রষ্টব্য)। মহাপ্রভু যে নামসঙ্কীর্তনের প্রবর্তক, ইহা সর্বসম্মত। শচীমাতা যে কখনও নাম বা নামসঙ্কীর্তনের প্রবর্তন, এমন কি প্রভুর সন্ন্যাসের পরে নাম বা নামসঙ্কীর্তন প্রচার করিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণই নাই। সুতরাং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে, শচীমাতার যোগে "নামাবতারের" আবির্ভাব হইবে—এই অর্থের বাস্তবতা কিছু থাকিতে পারে না। আবার, এই অতিরিক্ত পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধে "জিহ্বারূপা" একটি শব্দ আছে। টীকাকারের মতে এই শব্দের তাৎপর্য বোধ হয় এই যে—"জিহ্বাই শব্দ উচ্চারণ করে, নামেরও উচ্চারণ করে। সুতরাং জিহ্বাকে নামের জননী বলা যায়।" যাহা হউক, ইহাতেও পূর্বকথিত অসঙ্গতির বা অবাস্তবতার খণ্ডন হয় না। এইরূপে দেখা গেল "নামাবতার"-সম্বন্ধে উল্লিখিত টীকায় যাহা বলা হইয়াছে, এই অতিরিক্ত পয়ারটি হইতে তাহার বাস্তব-সমর্থন কিছুই পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, এই অতিরিক্ত পয়ারটি প্রক্ষিপ্ত নহে মনে করিয়া এবং "দুই অবতার"-সম্বন্ধীয় পয়ারগুলি-সম্বন্ধে পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তদনুসারে এই অতিরিক্ত পয়ারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী যে-পয়ারে "অবিলম্বে আরও দুই জন্মের" কথা বলা হইয়াছে, সেই পয়ারটি বাদ দিয়া, পূর্ববর্তী অবশিষ্ট পয়ারগুলির এবং পরবর্তী পয়ারের সঙ্গে সঙ্গতি-রক্ষণপূর্বক, এই অতিরিক্ত পয়ারটির গ্রহণযোগ্য কোনও অর্থ পাওয়া যায় কি না, এক্ষণে তাহা দেখা যাউক।

**মোর অর্চ্চা-মূর্ত্তি মাতা তুমি সে ধরণী**—প্রভু শচীমাতাকে বলিয়াছেন—"মা! তুমি আমার অর্চ্চা-মূর্ত্তি-(অর্চনীয় বিগ্রহ-) স্বরূপা, তুমি সে ধরণী (তুমি আমার সম্বন্ধে ধরণী বা পৃথিবীস্বরূপা, পৃথিবীর ন্যায় সর্বংসহা)। শচীদেবী হইতেছেন প্রভুর জননী, জননী সকলেরই পূজনীয়া। এ-জন্য প্রভু

এইমত আছেন ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
সঙ্কীর্ত্তন-আনন্দ করেন নিরন্তর ॥ ৫০

স্বেচ্ছাময় মহেশ্বর কখনে কি করে।
ঈশ্বরের মর্ম্ম কেহো বুঝিতে না পারে ॥ ৫১

নিরবধি পরানন্দে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে।
হরিষে থাকেন সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে ॥ ৫২

পরানন্দে বিহ্বল সকল ভক্তগণ।
পাসরি রহিলা সভে প্রভুর গমন ॥ ৫৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলিয়াছেন, শচীদেবী হইতেছেন প্রভুর সেব্য-বিগ্রহ-স্বরূপা। সর্বতোভাবে সেবনীয়া। আর, প্রভু-সম্বন্ধে শচীদেবীকে পৃথিবীর ন্যায় সর্বংসহা বলিবার হেতু এই যে, শ্রীজগন্নাথমিশ্রের অন্তর্ধানের পরে, বালক-কালে প্রভু নিজগৃহে অনেক উৎপাত করিয়াছিলেন—ঘর-দ্বার-ভাঙ্গা, গৃহের হাড়ীকুড়ি-ভাঙ্গা, জিনিসপত্র নষ্ট করা—ইত্যাদি ( ১৷৬৷১২১-১৩৮-পয়ার দ্রষ্টব্য )। "যদ্যপিহ প্রভু এত করে অপচয়। তথাপি শচীর চিত্তে দুঃখ নাহি হয় ॥ ১৷৬৷১৫৭ ॥ এইমত গৌরাঙ্গের যত চঞ্চলতা। সহিলেন অনুক্ষণ শচী জগন্মাতা ॥ ঈশ্বরের ক্রীড়া জানি কহিতে কতেক। এই মত চঞ্চলতা করেন যতেক ॥ সকল সহেন শচী কায়-বাক্য-মনে। **হইলেন আই যেন পৃথিবী আপনে** ॥ ১৷৬৷১৫৯-৬১ ॥" প্রভুর সমস্ত চঞ্চলতা, সমস্ত উৎপাত—শচীমাতা সর্বংসহা পৃথিবীর ন্যায় কায়-বাক্য-মনে সহ্য করিয়াছেন; কখনও তিনি প্রভুকে একটিও রূঢ় কথা বলেন নাই, হাতেও কখনও মারেন নাই, মারিবার ভঙ্গীও প্রকাশ করেন নাই, এবং মনে মনেও কখনও তাঁহার প্রাণ-নিমাইর প্রতি রুষ্ট হয়েন নাই। শচীমাতার এতাদৃশী সহিষ্ণুতার কথা স্মরণ করিয়াই প্রভু বলিয়াছেন—"মাতা তুমি সে ধরণী—তুমি পৃথিবীই, পৃথিবীর মতনই সর্বংসহা।" **জিহ্বারূপা তুমি মাতা নামের জননী**—তুমি আমার ( আমার পক্ষে ) নামের জননী—জিহ্বারূপা মাতা ( জননী )। অর্থাৎ জিহ্বা নামের যেরূপ জননী, তুমিও আমার সেইরূপ জননী। তাৎপর্য এই। জিহ্বাব্যতীত অন্য কোনও ইন্দ্রিয়দ্বারা যেমন নামের জন্ম বা উচ্চারণ সম্ভব নয়, তদ্রূপ তুমি-ব্যতীত অন্য কোনও রমণীর দ্বারে আমার জন্মও সম্ভব নয়। আবার—হরি, কৃষ্ণ, কেশব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি যে কোনও আকারেই নামের উচ্চারণ হউক না কেন, তাহা যেমন কেবল জিহ্বাদ্বারাই সম্ভব, তদ্রূপ—পৃশ্নিগর্ভ, বামন, দেবকী-নন্দন, যশোদা-নন্দন প্রভৃতি যে-কোনও স্বরূপেই আমার জন্ম হউক না কেন, আমার সমস্ত জন্মই কেবল তোমার দ্বারেই, অন্য কোনও রমণীর দ্বারেই নহে। তুমিই আমার জন্মে-জন্মে জননী, অপর কোনও রমণী নহে। এইরূপে দেখা গেল, পূর্ববর্তী ৩৯-৪৫ এবং ৪৭-পয়ারে শচীমাতার প্রতি প্রভু যে সান্ত্বনাবাক্য বলিয়াছেন, এই অতিরিক্ত পয়ারেও তদনুরূপ সান্ত্বনা-বাক্যই, জিহ্বার উদাহরণে, আরও দৃঢ়তরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং জননী শচীদেবীকে পৃথিবীর ন্যায় সর্বংসহা বলিয়া সেই সান্ত্বনা-বাক্যকে প্রভু আরও অধিকতর মর্মস্পর্শী করিয়াছেন। এইরূপে, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী পয়ারসমূহের সহিত ইহার সুসঙ্গতিই দৃষ্ট হয়।

**৫১। মহেশ্বর**—১৷২৷১-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। "কেহো বুঝিতে না"-স্থলে "কে বা বুঝিবারে"-পাঠান্তর।

**৫৩। প্রভুর গমন**—সন্ন্যাস-গ্রহণার্থ গৃহ ছাড়িয়া যাওয়ার কথা।

সর্ব্ব বেদে মনে ভাবে' যাহারে দেখিতে।
ক্রীড়া করে ভক্তগণ সে-প্রভু-সহিতে ॥ ৫৪
যে-দিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস করিতে।
নিত্যানন্দস্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে ॥ ৫৫
"শুন শুন নিত্যানন্দস্বরূপ গোসাঞি !
এ কথা ভাঙ্গিবে সবে পঞ্চ-জন-ঠাঞি ॥ ৫৬
এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণ-দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে ॥ ৫৭

## নিতাই করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৫৫। যে-দিন ইত্যাদি—সন্ন্যাস-গ্রহণ করার নিমিত্ত যেই দিন প্রভু গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, সেই দিন, **নিত্যানন্দ-স্থানে** ইত্যাদি—তিনি নিভৃতে নিত্যানন্দের নিকটে তাহা বলিলেন। নিত্যানন্দের নিকটে প্রভু যাহা বলিলেন তাহা পরবর্তী ৫৬-৬০-পয়ারে কথিত হইয়াছে।

৫৬। **এ-কথা**—পরবর্তী ৫৭-৬০-পয়ারোক্ত কথা। **পঞ্চজন**—পরবর্তী ৬০-পয়ারে উল্লিখিত পাঁচ জন।

৫৭। **সংক্রমণ**—সংক্রান্তি। সমস্ত বৎসরে সূর্য আকাশে যে-পথে ভ্রমণ করে, তাহাকে বারটি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহার এক একটি ভাগকে এক-একটি "রাশি" বলা হয়—যেমন: মেষ, বৃষ, মিথুন ইত্যাদি রাশি। এক একটি রাশি অতিক্রম করিতে সূর্যের এক একটি মাস সময় লাগে। সূর্য বৈশাখ মাসে থাকে মেষ-রাশিতে, জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ-রাশিতে, ইত্যাদিক্রমে মাঘ মাসে মকর রাশিতে, ফাল্গুনে কুম্ভরাশিতে এবং চৈত্রে সর্বশেষ মীনরাশিতে। সূর্যের এক রাশি হইতে অব্যবহিত পরবর্তী রাশিতে গমনকে বলে সংক্রমণ বা সংক্রান্তি। **উত্তরায়ণ**—বৎসরে দুইটি অয়ন আছে, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। মাঘ মাসের প্রথম তারিখ হইতে আষাঢ় মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত সূর্য বিষুবরেখার উত্তরে থাকে বলিয়া এই ছয় মাস সময়কে বলে উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণের প্রথম তারিখ হইতে পৌষ মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত সূর্য বিষুবরেখার দক্ষিণে থাকে বলিয়া এই ছয়মাস সময়কে বলে দক্ষিণায়ণ। **উত্তরায়ণ-দিবসে**—উত্তরায়ণ-দিনে, উত্তরায়ণ-কালের মধ্যে; "শীতের দিনে" বলিলে যেমন শীতকালে বুঝায়, তদ্রূপ। **সংক্রমণ-উত্তরায়ণ-দিবসে**—ইহা হইতেছে একটি সন্ধিবদ্ধশব্দ। "লোপঃ শাকল্যস্য"-ব্যাকরণের এই সন্ধি-সূত্রানুসারে সংক্রমণে উত্তরায়ণ-দিবসে = সংক্রমণ-উত্তরায়ণ-দিবসে। অর্থাৎ উত্তরায়ণ কালে সংক্রমণে (সংক্রান্তিতে)। **এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণ-দিবসে**—উত্তরায়ণকালে এই সংক্রমণে বা সংক্রান্তিতে, উত্তরায়ণ-সময়ের মধ্যে এই যে সংক্রমণ বা সংক্রান্তি আসিতেছে, সেই সংক্রান্তিতে। "এই রবিবারে যাইব"—একথা বলিলে যেমন —যে-সময়ে এই কথা বলা হইতেছে, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী রবিবার বুঝায়, তদ্রূপ প্রভুর কথিত "এই সংক্রমণে" বলিতেও, প্রভু যখন এই কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী সংক্রমণকেই বুঝায়। মাঘ মাসের প্রথম দিন হইতে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয় বলিয়া, উত্তরায়ণ-কালের মধ্যে প্রথম সংক্রান্তি বা সংক্রমণ হইতেছে মাঘ মাসের শেষ তারিখ। এই তারিখেই সূর্য মকররাশি হইতে কুম্ভরাশিতে গমন করে। আলোচ্য ৫৭-পয়ারের অন্বয় হইবে এইরূপ—"এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণ-দিবসে (অর্থাৎ, উত্তরায়ণ-কালে এই যে-সংক্রমণ আসিতেছে, সেই সংক্রমণে) করিতে সন্ন্যাসে (সন্ন্যাস গ্রহণ করার নিমিত্ত) আমি নিশ্চয় চলিব (আমি নিশ্চয়ই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব)। এই অন্বয় অনুসারে বুঝা যায়, প্রভু

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যেদিন শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে এই কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী সংক্রমণ-দিনেই প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ করিবেন বলিয়া নিত্যানন্দের নিকটে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই অব্যবহিত পরবর্তী সংক্রমণ-দিনটি কোন্ দিন, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে। সেই দিনটি যে উত্তরায়ণ-কালের মধ্যে অর্থাৎ মাঘ মাসের প্রথম দিন হইতে আষাঢ় মাসের শেষ তারিখের মধ্যে, হইতে হইবে, তাহাও স্মরণে রাখিতে হইবে।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়সম্বন্ধে, শ্রীল মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন সূর্য যখন মকররাশি হইতে কুম্ভরাশিতে যাইতেছিল, তখন সেই সংক্রমণ-সময়েই ( অর্থাৎ মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে, সংক্রমণসময়েই ) প্রভু কেশবভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস-মন্ত্র পাইয়াছিলেন। "ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুম্ভং প্রয়াতে মকরাৎ মনিষী। সন্ন্যাসমন্ত্রং প্রদদৌ মহাত্মা শ্রীকেশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিৎ॥ কড়চা ॥৩।২।১০॥" শ্রীললোচনদাসঠাকুরও তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মধ্যখণ্ড, উল্লিখিত কড়চা-বাক্য অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছেন—"মুণ্ডন করিয়া প্রভু দেখি শুভক্ষণে। সন্ন্যাস করয়ে শুভদিন সংক্রমণে॥ মকর নেউটে কুম্ভ আইসে হেন বেলে। সন্ন্যাসের মন্ত্র গুরু কহে হেন কালে॥" প্রভুর আবির্ভাব—১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে। প্রভু চব্বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন। তাহা হইলে জানা যায়, ( ১৪০৭+২৪= ) ১৪৩১-শকের মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিনেই, অর্থাৎ মাঘ মাসের শেষ তারিখই প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। জ্যোতিষের গণনা হইতে জানা যায়, ১৪৩১-শকের মাঘ মাসে ২৯টি দিন ছিল, অর্থাৎ মাঘ মাসের শেষ তারিখ বা সংক্রান্তি ছিল ২৯শে মাঘ। সেই দিন পূর্ণিমা তিথি ছিল—সুতরাং শুক্লপক্ষ, মাঘ-শুক্লপক্ষ ( চৈ. চ. তৃতীয় বা চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায়, "জ্যোতিষের গণনা"-প্রবন্ধে "(চ) মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সময়"-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। এ-জন্যই শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন "চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥ চৈ. চ.॥ ২।১।১১॥" মহাপ্রভুর বয়সের চতুর্বিংশতি বর্ষের শেষভাগে যে-মাঘ মাস ছিল, সেই মাঘ মাসেই শুক্লপক্ষে ( পূর্ণিমা-দিনে ), অর্থাৎ ১৪৩১ সালের মাঘ মাসের শেষ তারিখে, প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলোচ্য ৫৭-পয়ারের একরকম অন্বয় এবং সেই অন্বয়ের সহিত মুরারিগুপ্তের এবং কবিরাজ-গোস্বামীর উক্তির সঙ্গতি পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথাদৃষ্টভাবে এই পয়ারের অন্য একরকমের অন্বয়ও হইতে পারে। যথা "করিতে সন্ন্যাসে ( সন্ন্যাস গ্রহণ করার নিমিত্ত ) এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণ-দিবসে ( উত্তরায়ণ-কালে এই যে-সংক্রমণ আসিতেছে, সেই সংক্রমণে ) নিশ্চয় চলিব আমি ( আমি নিশ্চয়ই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব )। এই অন্বয় অনুসারে, বুঝা যায়, প্রভু যে-দিন নিত্যানন্দের নিকটে এই কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহার অব্যবহিত পরবর্তী ( উত্তরায়ণ-কালের ) সংক্রমণ-দিনেই তিনি গৃহত্যাগ করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী ৬১-১১০-পয়ারোক্তি, বিশেষতঃ ৬৩, ৬৭, ৮৯, ৯১, ৯৪ এবং ১১০ পয়ার-সমূহের উক্তি, হইতে জানা যায়, প্রভু যে-দিন পূর্বাহ্ণে নিত্যানন্দের নিকটে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সেই দিনই শেষ রাত্রিতে প্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং উল্লিখিত দ্বিতীয় রকমের অন্বয় গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এবং

'ইন্দ্রাণি' নিকটে কাটোয়া-নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশবভারতী শুদ্ধ নাম ॥ ৫৮
তান স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।
এ-পঞ্চ-জনারে কথা কহিবা বিদিত ॥ ৫৯
আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, অপর মুকুন্দ ॥" ৬০
এই কথা নিত্যানন্দস্বরূপের স্থানে।
কহিলেন প্রভু ইহা কেহো নাহি জানে ॥ ৬১
পঞ্চ-জন-স্থানে মাত্র এ সব কথন।
কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গমন ॥ ৬২
সেই দিন প্রভু সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে।
সর্ব্বদিন গোঙাইলা সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে ॥ ৬৩
পরম-আনন্দে প্রভু করিয়া ভোজন।
সন্ধ্যায় করিলা গঙ্গা দেখিতে গমন ॥ ৬৪
গঙ্গা নমস্করিয়া বসিলা গঙ্গাতীরে।
ক্ষণেক থাকিয়া পুন আইলেন ঘরে ॥ ৬৫
আসিয়া বসিলা গৃহে গৌরাঙ্গসুন্দর।
চতুর্দ্দিগে বসিলেন সর্ব্ব অনুচর ॥ ৬৬
সে-দিনে চলিব প্রভু কেহো নাহি জানে।
কৌতুকে আছেন সভে ঠাকুরের সনে ॥ ৬৭
বসিয়া আছেন প্রভু কমললোচন।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত মালা সুগন্ধি চন্দন ॥ ৬৮
যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে।
সভেই চন্দন মালা লই দুই করে ॥ ৬৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শাস্ত্রযুক্তিহীন বিরুদ্ধমতের খণ্ডন, চৈ. চ. তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে, অথবা চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় "শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের তারিখ"-শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

পরবর্তী বিবরণ হইতে জানা যায়, যে-দিন প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে এ-সকল কথা বলিয়াছিলেন সেই দিন পূর্বাহ্ণেই এ-সকল কথা বলিয়াছিলেন (পরবর্তী ৬৩-৬৪-পয়ার দ্রষ্টব্য)। সেই দিনই রাত্রি চারিদণ্ড অবশেষ থাকিতে প্রভু গৃহত্যাগ করায় ( পরবর্তী ৯৪-পয়ার ) এবং পরের দিন কণ্টকনগরে ( কাটোয়ায় ) কেশব-ভারতীর আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন এবং এই পরের দিনই শ্রীনিত্যানন্দাদি কয়েক জন ভক্তও কাটোয়ায় গিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন ( পরবর্তী ১৪৬-৪৭-পয়ার )। এই পরের দিন, প্রভু সমস্ত দিবারাত্রি সঙ্কীর্তনানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন ( পরবর্তী ১৭৩-পয়ার ) এবং তাহার পরের দিন ২৯শে মাঘ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই বিবরণ হইতে জানা যায়, ২৮শে মাঘ প্রভুর কীর্তনানন্দে অতিবাহন এবং ২৭শে মাঘ গৃহত্যাগ হইয়াছিল। এইরূপে জানা গেল, ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের ২৭শে তারিখে প্রভু সন্ন্যাসার্থ গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সেই তারিখেই পূর্বাহ্ণে শ্রীনিত্যানন্দের নিকটে গৃহত্যাগের কথা জানাইয়াছিলেন।

৫৮। **ইন্দ্রাণি**—"বর্তমান কাটোয়ার নিকটে 'ইন্দ্রাণি পরগণা'। অ. প্র. ॥" "ইন্দ্রাণি"-স্থলে "ইন্দ্রাআনি"-পাঠান্তর।

৫৯। "এ পঞ্চজনারে কথা কহিবা"-স্থলে "এই পাঁচ জনে মাত্র করিবা"-পাঠান্তর। **বিদিত**—জ্ঞাত; তুমি আমার নিকটে যাহা জানিলে, তাহা।

৬৩। **সেই দিন**—যে-দিন নিত্যানন্দের নিকটে প্রভু পূর্ববর্তী ৫৬-৬০-পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সেই দিন।

হেন আকর্ষণ প্রভু করিলা আপনি।
কে বা কোন্ দিগ হৈতে আইসে নাহি জানি॥ ৭০
কতেক বা নগরিয়া আইসে দেখিতে।
ব্রহ্মাদিরো শক্তি ইহা নাহিক লিখিতে॥ ৭১
দণ্ডপরণাম হঞা পড়ে সর্ব্বজন।
একদৃষ্ট্যে সভেই চা'হেন শ্রীবদন॥ ৭২
আপন গলার মালা সভাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সভে "কৃষ্ণ গাও গিয়া॥ ৭৩
বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহো কিছু না ভাবিহ আন॥ ৭৪
যদি আমা' প্রতি স্নেহ থাকে সভাকার।
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইব আর॥ ৭৫
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বোলহ-বদনে॥" ৭৬
এইমত শুভদৃষ্টি প্রভু সভাকারে।
উপদেশ কহিয়া কহেন "যাও ঘরে॥" ৭৭
এইমত কত যায় কত বা আইসে।
কেহো কারে নাহি চিনে, আনন্দেতে ভাসে॥ ৭৮
পূর্ণ হৈল শ্রীবিগ্রহ চন্দন-মালায়।
চন্দ্রের কিরণ শোভা কহন না যায়॥ ৭৯
প্রসাদ পাইয়া সভে হরষিত হইয়া।
উচ্চ হরিধ্বনি সভে যায়েন করিয়া॥ ৮০
এক লাউ হাথে করি সুকৃতি শ্রীধর।
হেনই সময়ে আসি হইলা গোচর॥ ৮১
লাউ ভেট দেখি হাসে' বৈকুণ্ঠের রায়।
"কোথায় পাইলা?" প্রভু জিজ্ঞাসে' সদায়॥ ৮২
নিজ-মনে জানে প্রভু "কালি চলিবাঙ।
এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাঙ॥ ৮৩
শ্রীধরের পদার্থ কি হইব অন্যথা।
এ লাউ ভোজন আজি করিব সর্ব্বথা॥" ৮৪
এতেক চিন্তিয়া ভক্তবাৎসল্য রাখিতে।
জননারে বলিলেন রন্ধন করিতে॥ ৮৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৭০। "দিগ হইতে আইসে"-স্থলে "দিগে আইসে কিছুই" এবং "দিগে আইসে এই দুই"-পাঠান্তর। এই দুই – কে আইসে এবং কোন্ দিক হইতে আইসে—এই দুইটি বিষয়।

৭১। "লিখিতে"-স্থলে "লখিতে"-পাঠান্তর। লখিতে—লক্ষ্য করিতে।

৭২। **দণ্ডপরণাম**—ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া। **শ্রীবদন**—প্রভুর শ্রীবদন। "দণ্ডপরণাম হঞা পড়ে"-স্থলে "দণ্ডবৎ প্রণাম হইলা" এবং "সভেই চা'হেন"-স্থলে "সভে সেই চা'হে"-পাঠান্তর।

৭৪। "গাও"-স্থলে "লহ" এবং "ভাবিহ"-স্থলে "দেখিও"-পাঠান্তর।

৭৫। "ব্যতিরিক্ত না গাইব"-স্থলে "ব্যতিরেক না ভাবিহ"-পাঠান্তর।

৭৭। "কহিয়া কহেন যাও ঘরে"-স্থলে "করি, আজ্ঞা করে যাইবারে,"-পাঠান্তর।

৭৯। "চন্দ্রের কিরণ শোভা কহন"-স্থলে "চন্দ্রের বা কিবা শোভা কহিল"-পাঠান্তর।

৮০। **প্রসাদ**—প্রভুর অনুগ্রহ। "করিয়া"-স্থলে "গাইয়া"-পাঠান্তর।

৮২। "সদায়"-স্থলে "সভায়"-পাঠান্তর।

৮৩। **কালি চলিবাঙ**—আগামী কল্য তো আমি গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। তাৎপর্য—আজ শেষ রাত্রেই তো চলিয়া যাইব; আজ যদি এই লাউ ভোজন করিতে না পারি, আগামী কাল তো ভোজন করা হইবে না। "কালি"-স্থলে "আজি"-পাঠান্তর।

হেনই সময়ে আর কোন পুণ্যবান্।
দুগ্ধ ভেট আনিঞা দিলেন বিদ্যমান ॥ ৮৬
হাসিয়া ঠাকুর বোলে "বড় ভাল ভাল।
দুগ্ধ-লাউ পাক গিয়া করহ সকাল ॥" ৮৭
সন্তোষে চলিলা শচী করিতে রন্ধন।
হেন ভক্তবৎসল শ্রীশচীর নন্দন ॥ ৮৮
এইমতে মহানন্দে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
কৌতুকে আছেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ॥ ৮৯
সভারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভোজনে বসিলা আসি ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥ ৯০
ভোজন করিয়া প্রভু মুখশুদ্ধি করি।
চলিলা শয়ন-গৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৯১
যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিলা ঈশ্বর।
নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর ॥ ৯২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

৮৭। এই পয়ারোক্তি প্রভুর জননীর প্রতি।

৯২। **নিকটে শুইলা** ইত্যাদি—প্রভুর শয়ন-গৃহে প্রভুর নিকটে গদাধর-পণ্ডিত এবং হরিদাস-ঠাকুর শয়ন করিলেন। এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সে-দিন বাড়ীতে ছিলেন না।

গ্রন্থকার পূর্বে লিখিয়াছেন, গয়া হইতে প্রভুর প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু যখন সর্বদাই "পরম-বিরক্ত-প্রায় থাকিতেন, তখন শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনিয়া যখন প্রভুর নিকটে বসাইয়াছিলেন, তখন প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াও চাহিতেন না (২।১।১৩৪)। কখনও কখনও প্রভু যখন ভয়ঙ্কর প্রেমহুঙ্কার করিতেন, তখন বিষ্ণুপ্রিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেন এবং শচীমাতাও ভয় পাইতেন (২।১।১৩৬)। তাহার পরে, একদিন যখন প্রভু মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়াছিলেন, তখন শচীমাতা অন্ন পরিবেশন করিয়া প্রভুর সম্মুখে বসিয়াছিলেন, আর গৃহের ভিতরে থাকিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর ভোজন দেখিতেছিলেন। আবার, প্রভু প্রেমাবেশে "ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কাঁদে, ক্ষণে মূর্ছা পায়। লক্ষ্মীরে (বিষ্ণুপ্রিয়াকে) দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায় ॥ ২।২।৮৭ ॥" শচীমাতার চিত্তে একটু সুখ জন্মাইবার উদ্দেশ্যে প্রভু কখনও কখনও বিষ্ণুপ্রিয়ার সান্নিধ্যে থাকিতেন, তখন বিষ্ণুপ্রিয়াও আনন্দের সহিত প্রভুকে তাম্বূল যোগাইতেন (২।১১।৬৬-৬৯)। ইহার পরে প্রভু যখন আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন প্রভুর "নিরবধি অদ্বৈতের সংহতি বিলাস ॥ ২।২২।১১০ ॥" এখন "ছাড়িয়া সংসার-সুখ প্রভু বিশ্বম্ভর। লক্ষ্মী (বিষ্ণুপ্রিয়া) পরিহরি থাকে অদ্বৈতের ঘর ॥ ২।২২।১১১ ॥" ইহাতে শচীমাতা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ইহার পরে গ্রন্থকার বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রসঙ্গ আর কিছু লিখেন নাই। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে প্রভু সর্বদাই ভক্তসঙ্গে থাকিতেন। কখনও কখনও "গৃহে আইলেও নাহি ব্যাভার প্রস্তাব। নিরন্তর আনন্দ-আবেশ আবির্ভাব ॥ ২।২।১৯৫ ॥" এই প্রসঙ্গে ২।২।১৯৬-৯৯-পয়ারও দ্রষ্টব্য। ইহার পরে একদিন প্রভু কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য অস্থির হইয়া যখন "কৃষ্ণ কোথায়" বলিয়া আর্তি প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন গদাধর বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণ তোমার হৃদয়েই আছেন।" তখন প্রভু নখের দ্বারা বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইলে, গদাধর তাঁহাকে বাধা দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন শচীমাতা গদাধরকে বলিয়াছিলেন, "বাপ তুমি সর্ব্বথা থাকিবা। ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথাও না

আই জানে—আজি প্রভু করিব গমন।
আইর নাহিক নিদ্রা, কান্দে অনুক্ষণ ।। ৯৩
'দণ্ড চারি রাত্রি আছে' ঠাকুর জানিয়া।
উঠিলেন চলিবারে সামগ্রী লইয়া ।। ৯৪
গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি।
গদাধর বোলেন "চলিব সঙ্গে আমি ॥" ৯৫
প্রভু বোলে "আমার নাহিক কারো রঙ্গ।
এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব্ব রঙ্গ ॥" ৯৬
আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে বসিয়া রহিলেন ততক্ষণ ॥ ৯৭
জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর।
বসিয়া কহেন তানে প্রবোধ-উত্তর ॥ ৯৮
"বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পঢ়িলাঙ শুনিলাঙ তোমার কারণ ॥ ৯৯

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

যাবা ॥ ২।২।২০৯ ॥" "প্রভুসঙ্গে গদাধর থাকেন সর্ব্বথা ॥ ২।২৪।৩১ ॥" মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন—গদাধর প্রতিদিন চন্দনলেপন মাল্যাদিদ্বারা প্রভুর সেবা করিতেন এবং প্রভুর শয়নগৃহে শয্যা রচনা করিতেন এবং প্রভুর নিকটেই শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেন। "গদাধরঃ প্রত্যহং তং চন্দনেনানুলেপনম্। কৃত্বা মাল্যাদি গাত্রেষু দদাতি সততং মুদা। শয়নীয়গৃহে শয্যাং কৃত্বা তৎসন্নিধৌ সুখম্। স্বপিতি ॥ কড়চা ॥ ২।৩।১৫-১৬ ॥ প্রভুর গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের অল্প কিছুকাল পর হইতেই ভক্তবৃন্দের সহিত, সন্ন্যাসের পূর্ব পর্যন্ত, প্রতি রাত্রিতে শ্রীবাসঅঙ্গনে প্রভু কীর্তন করিয়াছেন। প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেন। সন্ন্যাসের নিমিত্ত গৃহত্যাগের রাত্রিতেও প্রভুর শয়নগৃহে গদাধর ও হরিদাস প্রভুর নিকটে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও গ্রন্থকার বলিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী বিবরণ হইতে জানা যায়, প্রভুর গৃহত্যাগের পরবর্তী প্রাতঃকালে প্রভুর গৃহত্যাগের কথা শুনিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত আর্তির সহিত রোদন করিয়াছিলেন, শোকে শচীমাতা তো মৃতপ্রায় হইয়াই রহিয়াছিলেন। কিন্তু এ-স্থলেও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কোনও উল্লেখ নাই। মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চার ৩।১ সর্গে ভক্তগণের ক্রন্দনের কথা লিখিয়াছেন; কিন্তু সে-স্থলেও বিষ্ণুপ্রিয়ার কোনও উল্লেখ নাই। ইহাতে মনে হয়, প্রভুর সন্ন্যাসের কিছুকাল পূর্ব হইতেই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁহার পিতৃগৃহে চলিয়া গিয়াছিলেন। অবশ্য লোচনদাস-ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে, প্রভুর গৃহত্যাগের রাত্রিতে, বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সহিত প্রভুর বিহারাদির কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মুরারিগুপ্ত-প্রভৃতি প্রামাণ্য চরিতকারদের উক্তির বিরোধী বলিয়া শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের এই বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ভূমিকায় ৫৩-অনুচ্ছেদে "গৌরলক্ষ্মী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী"-শীর্ষক প্রবন্ধে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৯৩। "প্রভু"-স্থলে "পুত্র" এবং "কান্দে অনুক্ষণ"-স্থলে "করয়ে ক্রন্দন"-পাঠান্তর।

৯৬। এক অদ্বিতীয় ইত্যাদি—আমার সমস্ত রঙ্গই (লীলাই) এক এবং অদ্বিতীয়। প্রভু জানাইলেন—তিনি কাহাকেও সঙ্গে নিবেন না। তিনি একাকীই যাইবেন। "কারো"-স্থলে "কেহো" এবং পয়ারের দ্বিতীয়ার্ধ-স্থলে "একাকী অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব্বাঙ্গ"-পাঠান্তর।

৯৭। "বসিয়া"-স্থলে "আসিয়া"-পাঠান্তর।

আপনার তিলার্দ্ধেকো না লইলা সুখ।
আজন্ম আমার তুমি বাঢ়াইলা ভোগ ॥ ১০০
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার।
আমি কোটি-কল্পে নারিব শুধিবার ॥ ১০১
তোমার সাদ্‌গুণ্য সে তাহার প্রতিকার।
আমি পুন জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার ॥ ১০২
শুন মাতা! ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥ ১০৩
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত ॥ ১০৪
দশদিন অন্তরে কি এখনে বা আমি।
চলিলেও কোন চিন্তা না করিহ তুমি ॥ ১০৫
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার॥" ১০৬
বুকে হাথ দিয়া প্রভু বোলে বার বার।
"তোমার সকল ভার আমার আমার॥" ১০৭
যত কিছু বোলে প্রভু, শচী সব শুনে।
উত্তর না স্ফুরে কান্দে অঝর-নয়নে ॥ ১০৮
পৃথিবী-স্বরূপা হৈলা শচী জগন্মাতা।
কে বুঝয়ে কৃষ্ণের অচিন্ত্য সর্ব্ব কথা ॥ ১০৯
জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তানে চলিলা সত্বরে ॥ ১১০
চলিলেন বৈকুণ্ঠনায়ক গৃহ হৈতে।
সন্ন্যাস করিয়া সর্ব্বজীব উদ্ধারিতে ॥ ১১১
শুন শুন আরে ভাই! প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে কর্ম্মবন্ধ যায় নাশ ॥ ১১২
প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা।
জড় হইলেন, কিছু নাহি স্ফুরে কথা ॥ ১১৩
ভক্তগণ না জানেন এ সব বৃত্তান্ত।
উষঃকালে স্নান করি যতেক মহান্ত ॥ ১১৪
প্রভু নমস্করিতে আইলা প্রভু-ঘরে।
আসিয়া দেখেন আই বাহির-দুয়ারে ॥ ১১৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১০০। **আজন্ম**—আমার জন্মাবধি। **ভোগ**—সুখ-ভোগ। "না লইলা সুখ"-স্থলে "না করিলা দুঃখ" এবং "না করিলা সুখ" এবং "ভোগ"-স্থলে "সুখ"-পাঠান্তর।

১০১। "তুমি"-স্থলে "স্নেহ" এবং "কল্পে নারিব"-স্থলে "কল্পে তাহা নারি"-পাঠান্তর।

১০৩। "কাহার"-স্থলে "আমার"-পাঠান্তর।

১০৫। "এখানে"-স্থলে "কখনে"-পাঠান্তর।

১০৮। "স্ফুরে"-স্থলে "করে"-পাঠান্তর।

১০৯। "বুঝয়ে"-স্থলে "বুঝিবে"-পাঠান্তর।

১১০। "তানে"-স্থলে "প্রভু"-পাঠান্তর।

১১২। **কর্ম্মবন্ধ**—মায়ার প্রভাবে কৃত কর্মের বন্ধন, সংসার-বন্ধন। "কর্ম্মবন্ধ যায়"-স্থলে "সর্ব্ব বন্ধ হয়"-পাঠান্তর।

১১৩। **জড়**—জড় বস্তুর ন্যায় কর্মশক্তিহীন ও বাকশক্তিহীন। "জড় হইলেন কিছু"-স্থলে "জড় প্রায় রহিলেন"-পাঠান্তর।

১১৪-১১৫। **এ-সব বৃত্তান্ত**—প্রভুর গৃহত্যাগের কথা "স্নান করি যতেক"-স্থলে "স্নানে চলে সকল"-পাঠান্তর। "অসিয়া দেখেন আই"-স্থলে "আসি সভে আই দেখে"-পাঠান্তর।

প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
"আই কেনে রহিয়াছে বাহির-দুয়ার ॥" ১১৬
জড়প্রায় আই, কিছু না স্ফুরে উত্তর।
নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর ॥ ১১৭
ক্ষণেকে বলিলা আই "শুন বাপ-সব!
বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগী সকল বৈষ্ণব ॥ ১১৮
এতেকে যে কিছু দ্রব্য আছয়ে তাহান।
তোমরা-সভের হয় শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ ১১৯
এতেকে তোমরা-সভে আপনে মিলিয়া।
যেন ইচ্ছা তেন কর', মো যাঙ চলিয়া ॥" ১২০
শুনি মাত্র ভক্তগণ প্রভুর গমন।
ভূমিতে পড়িলা সভে হই অচেতন ॥ ১২১
কি হইল সে বৈষ্ণবগণের বিষাদ।
কান্দিতে লাগিলা সভে করি আর্ত্তনাদ ॥ ১২২
অন্যোহন্যে সভেই সভার ধরি গলা।
বিবিধ বিলাপ সভে করিতে লাগিলা ॥ ১২৩
"কি দারুণ নিশি পোহাইল গোপীনাথ।"
বলিয়া কান্দেন সভে শিরে দিয়া হাথ ॥ ১২৪
"না দেখিয়া সে শ্রীমুখ বঞ্চিব কেমনে।
কিবা কার্য্য এ না আর পাপিষ্ঠ জীবনে ॥ ১২৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১১৬। **প্রথমেই**—অন্যান্য ভক্তগণ কিছু বলিবার পূর্বেই। "রহিয়াছে"-স্থলে "বসিয়াছে"-পাঠান্তর।

১১৮-১২০। **বিষ্ণুর দ্রব্যের** ইত্যাদি—বিষ্ণু-ভগবানের যাহা কিছু দ্রব্য থাকে, তাঁহার সেবক বৈষ্ণবগণই তৎসমস্তের অধিকারী হইয়া থাকেন। প্রভুর দ্রব্যে সেবকদেরই অধিকার, অপরের নহে। **এতেকে যে কিছু** ইত্যাদি—অতএব, তাঁহার (ভগবান্ বিষ্ণুর যত কিছু দ্রব্য আছে, শাস্ত্রপ্রমাণ অনুসারে, সে-সমস্ত দ্রব্য তোমাদেরই। **এতেকে তোমরা-সভে** ইত্যাদি—অতএব, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া, এ-সমস্ত দ্রব্যসম্বন্ধে, তোমাদের যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর, আমি অন্যত্র চলিয়া যাইতেছি। শচীমাতা এ-স্থলে তাঁহার গৃহের দ্রব্যাদির কথাই বলিয়াছেন। তিনি মনে করিতেন, এ-সমস্ত দ্রব্য তাঁহার নহে, পরন্তু তাঁহার গৃহ-দেবতা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুরই। ইহাই ভক্তজনোচিত মনোভাব। ১১৯ পয়ারে, "আছয়ে তাহান"-স্থলে "যত আছে তান"-পাঠান্তর। **তাহান**—তাঁহার, বিষ্ণুর।

১২০-পয়ারের পাদটীকায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"এক খানি পুঁথিতে ইহার পরে 'পঠমুঞ্জুরীরাগ' এই অতিরিক্ত পাঠ আছে।"

১২১। **শুনিমাত্র**—শ্রবণমাত্র, শুনিয়াই। "হই অচেতন"-স্থলে "হরিয়া চেতন"-পাঠান্তর। **অর্থ**—অচেতন হইয়া, চেতনাহারা হইয়া।

১২২। "কি হইল সে বৈষ্ণব"-স্থলে "কি হৈল কি হৈল ভক্ত"-পাঠান্তর।

১২৪। **কি দারুণ** ইত্যাদি—গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণ আজ কি দারুণ (হৃদয়-বিদারক, নিষ্ঠুর) রজনীর প্রভাত করিলেন। অথবা হে গোপীনাথ! আজ কি দারুণ নিশি পোহাইল (প্রভাত হইল)। দারুণ-শব্দ "পোহাইল" বা প্রভাতের (বিশেষণ)। তাৎপর্য—কি নিদারুণভাবে আজ এই প্রভাত আসিয়া উপনীত হইল।

আচম্বিতে কেনে হেন হৈল বজ্রপাত।"
গড়াগড়ি যায় কেহো করে আত্মঘাত ॥ ১২৬
সম্বরণ নহে ভক্তগণের ক্রন্দন।
হইল ক্রন্দনময় প্রভুর ভবন ॥ ১২৭
যে ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবার তরে।
সে-ই আসি ডুবে মহা-বিরহ-সাগরে ॥ ১২৮
কান্দে সব ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া।
"সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥" ১২৯
কথোক্ষণে ভক্তগণ হই কিছু শান্ত।
শচীদেবী বেঢ়ি সব বসিলা মহান্ত ॥ ১৩০
কথোক্ষণে সর্ব্বনবদ্বীপে হৈল ধ্বনি।
"সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলা দ্বিজমণি ॥" ১৩১
শুনি সর্ব্বলোকের লাগিল চমৎকার।
ধাইয়া আইলা সর্ব্বলোক নদীয়ার ॥ ১৩২
আসি সর্ব্বলোক দেখে প্রভুর বাড়ীতে।
শূন্য বাড়ী সভে লাগিয়াছেন কান্দিতে ॥ ১৩৩
তখনে সে 'হায় হায়' করে সর্ব্বলোক।
পরম নিন্দক পাষণ্ডীও পায় শোক ॥ ১৩৪
"পাপিষ্ঠ আমরা না চিনিল হেন জন।"
অনুতাপ ভাবি সভে করেন ক্রন্দন ॥ ১৩৫
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নগরিয়াগণ।
"আর না দেখিব বাপ! সে চন্দ্রবদন ॥" ১৩৬

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১২৬। "করে"-স্থলে "করি"-পাঠান্তর। আত্মঘাত—স্বীয় অঙ্গে (মাথায়—কপালে) আঘাত। "আত্মঘাত"-স্থলে "আর্ত্তনাদ"-পাঠান্তর।

১২৯। "সব"-স্থলে "কান্দে" এবং "চলিয়া"-স্থলে "ছাড়িয়া"-পাঠান্তর।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন, এই পয়ারের পরেই কোনও কোনও পুঁথিতে অধ্যায়-সমাপ্তিসূচক "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান। বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥" এই অতিরিক্ত পাঠ সন্নিবেশিত হইয়াছে। "ইহার পরে নিম্নলিখিত পদ্যগুলি কেবলমাত্র মুদ্রিত পুস্তকেই পরিলক্ষিত হইল; আমাদিগের অবলম্বিত একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতেও ইহার কিয়দংশও দৃষ্টিগোচর হইল না। পদ্যগুলি এই—"অনাথের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া। আমা সবে বিরহ সমুদ্রে ফেলাইয়া ॥ কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন, হরি হরি বলি উচ্চস্বরে। কিবা মোর ধন জন, কিবা মোর জীবন, প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে ॥ মাথায় দিয়া হাত, বুকে মারে নির্ঘাত, হরি হরি প্রভু বিশ্বম্ভর। সন্ন্যাস করিতে গেলা, আমা সভা না বলিয়া, কাঁদে ভক্ত ধূলায় ধূসর ॥ প্রভুর অঙ্গনে পড়ি, কাঁন্দে মুকুন্দ-মুরারি, শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস। শ্রীবাসের গণ যত, তারা কাঁদে অবিরত, শ্রীআচার্য কাঁদে হরিদাস ॥ শুনিয়া ক্রন্দনরব, নদীয়ার লোক সব, দেখিতে আইসে সব ধাঞা। না দেখি প্রভুর মুখ, সবে পায় মহাশোক, কাঁদে সবে মাথে হাত দিয়া ॥ নাগরিয়া যত ভক্ত, তারা কাঁদে অবিরত, বালবৃদ্ধ নাহিক বিচার। কাঁদে সব স্ত্রী পুরুষ, পাষণ্ডীগণ হাসে, নিমাইরে না দেখিমু আর ॥' "

১৩১। "প্রভু গেলা"-স্থলে "চলিলেন"-পাঠান্তর।

১৩৩। শূন্য—প্রভুশূন্য। "সভে লাগিয়াছেন"-স্থলে "দেখি সভে লাগিলা"-পাঠান্তর।

১৩৫। পাপিষ্ঠ আমরা ইত্যাদি হইতেছে অনুতপ্ত পাষণ্ডীদের উক্তি।

১৩৬। "বাপ"-স্থলে "কেহো"-পাঠান্তর।

কেহো বোলে "চল ঘর-দ্বারে অগ্নি দিয়া।
কাণে পরি কুণ্ডল চলিব যোগী হৈয়া ॥ ১৩৭
হেন প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িল যখন।
আর কেনে আছে আমা'সভার জীবন ॥ ১৩৮
কি স্ত্রী পুরুষ যে শুনিল নদীয়ার।
সভেই বিষাদ বই না ভাবয়ে আর ॥ ১৩৯
প্রভু সে জানয়ে যারে তারিব যেমতে।
সর্ব্বজীব উদ্ধার পাইব হেনমতে ॥ ১৪০
নিন্দা দ্বেষ যাহার মনেতে যে আছিল।
প্রভুর বিষয়ে সর্ব্বজীবের খণ্ডিল ॥ ১৪১
সর্ব্বজীবনাথ গৌরচন্দ্র জয় জয়।
ভাল রঙ্গে সভা' উদ্ধারিলা দয়াময় ॥ ১৪২
শুন শুন আরে ভাই ! প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে কর্ম্ম বন্ধ যায় নাশ ॥ ১৪৩
গঙ্গার হইয়া পার শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই দিনে আইলেন কণ্টক-নগর ॥ ১৪৪
যারে যারে আজ্ঞা প্রভু করিয়া আছিলা।
তাঁহারাও অল্পে অল্পে অসিয়া মিলিলা ॥ ১৪৫
অবধূতচন্দ্র, গদাধর, শ্রীমুকুন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, আর ব্রহ্মানন্দ ॥ ১৪৬
আইলেন প্রভু যথা কেশবভারতী।
মত্ত-সিংহ-প্রায় প্রিয়বর্গের সংহতি ॥ ১৪৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৩৭। **কাণে পরি কুণ্ডল** ইত্যাদি—"কাণফাটা"-সম্প্রদায়ের যোগীরা কাণে কুণ্ডল ধারণ করেন। মনে হয়, তৎকাল বঙ্গদেশে এই যোগিসম্প্রদায়ের লোক বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন।

১৩৯। "কি স্ত্রী পুরুষ যে শুনিল"-স্থলে "কি স্ত্রী পুরুষ যে জন শুনে" এবং "কিবা স্ত্রীপুরুষ সেই শুনে"-পাঠান্তর।

১৪০। "পাইব"-স্থলে "পাইল"-পাঠান্তর। **হেন মতে**—প্রভুর সন্ন্যাসের কথা জানিয়া, প্রভুর নিন্দা-বিদ্বেষকারীদের অনুতাপে, অন্য লোকদের আর্ত-ক্রন্দনে ও বিষয়-বাসনার তিরোধানে।

১৪১। অন্বয়। প্রভুর বিষয়ে যাহাদের মনেতে যে-কিছু নিন্দা-বিদ্বেষ ছিল, ( প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের সংবাদে ), সে-সমস্ত জীবের সে-সমস্ত নিন্দা-বিদ্বেষ খণ্ডিয়া গেল ( নিন্দা-বিদ্বেষের ভাব দূরীভূত হইল )। "যাহার মনেতে যে"-স্থলে "যার মতে যে" ও "যার যার মনেতে" এবং "বিষয়ে"-স্থলে "বিরহে"-পাঠান্তর।

১৪২। সর্বজীবের নাথ ( পালক ) গৌরচন্দ্রের জয়। সেই দয়াময় প্রভু ভাল রঙ্গে ( উত্তম কৌশলে ) সকলকে উদ্ধার করিলেন। প্রভুর সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া সকলের হৃদয়ই গলিয়া গেল, সকলেই আর্তির সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অশ্রুধারায় তাঁহাদের চিত্তের কলুষ সম্পূর্ণ-রূপে বিধৌত হইয়া গেল। প্রভুর প্রতি তাঁহাদের চিত্তের আবেশ জন্মিয়াছে বলিয়া তাঁহারা উদ্ধার প্রাপ্ত হইলেন।

১৪৩। "কর্ম্ম"-স্থলে "সর্ব্ব"-পাঠান্তর।

১৪৪। **সেই দিনে**—গৃহত্যাগের অব্যবহিত পরের দিনই।

১৪৬-১৪৭। **অবধূতচন্দ্র**—শ্রীনিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ দত্ত, চন্দ্রশেখরাচার্য এবং ব্রহ্মানন্দ—এই কয়জন কাটোয়ায় কেশবভারতীর আশ্রমে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহারা

অদ্ভুত দেহের জ্যোতি দেখিয়া তাহান্।
উঠিলেন কেশবভারতী পুণ্যবান্॥ ১৪৮
দণ্ডবত-প্রণাম করিয়া প্রভু তানে।
করজোড় করি স্তুতি করেন আপনে॥ ১৪৯
"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর' মহাশয়!
পতিতপাবন তুমি মহাকৃপাময়॥ ১৫০
তুমি সে দিবারে পার' কৃষ্ণ-প্রাণ-নাথ।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমা'ত॥ ১৫১
কৃষ্ণদাস্য বই যেন্ মোর নহে আন।
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ' দান॥" ১৫২
প্রেমজলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে।
হুঙ্কার করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে॥ ১৫৩
গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি ভক্তগণ।
নিজাবেশে মত্ত নাচে শ্রীশচীনন্দন॥ ১৫৪
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক শুনি সেইক্ষণে।
আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথা-হনে॥ ১৫৫
দেখিয়া প্রভুর রূপ মদন সুন্দর।
একদৃষ্ট্যে পান সভে করেন নির্ভর॥ ১৫৬
অকথ্য অদ্ভুত ধারা প্রভুর নয়নে।
তাহো কি কহিল হয় অনন্ত-বদনে॥ ১৫৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

অবশ্য প্রভুর গৃহত্যাগের পরের দিনই যাত্রা করিয়া সে-স্থানে গিয়াছিলেন। কবিরাজ-গোস্বামী কেবল নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য এবং মুকুন্দ দত্ত এই তিন জনের নামই লিখিয়াছেন। চৈ. চ.॥ ১৷১৭৷২৬৬॥

১৪৯। "করজোড় করি"-স্থলে "করজোড়ে প্রভু"-পাঠান্তর।

১৫১। "প্রাণ"-স্থলে "হেন"-পাঠান্তর। **নিরবধি ইত্যাদি**—তোমার মধ্যে (তোমার হৃদয়ে) কৃষ্ণচন্দ্র নিরবধি বাস করেন। এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, কেশবভারতী পরম-বৈষ্ণব ছিলেন। অবশ্য তাঁহার "ভারতী"-উপাধি হইতে জানা যায়, তিনি ভক্তিবিরোধী মায়াবাদি-সম্প্রদায়েই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে থাকিয়া কেহ পরম-বৈষ্ণব হইতে পারেন না। তাহাতে বুঝা যায়, শঙ্কর-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে কোনও ভাগ্যে শ্রীপাদ কেশব-ভারতী শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং ভজনের ফলে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার চিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি পরম-বৈষ্ণব না হইলে প্রভু তাঁহাকে ১৫১-১৫২-পয়ারোক্ত কথাগুলি বলিতেন না।

১৫৩। "নাচিতে"-স্থলে "বলিতে" এবং "কান্দিতে"-পাঠান্তর।

১৫৪। **নিজাবেশে**—স্বীয় স্বরূপগতভাবে আবিষ্ট হইয়া। পূর্ববর্তী ১৫১-পয়ারোক্তিতে প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে "কৃষ্ণ প্রাণনাথ" বলিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায়, প্রভু তাঁহার স্বরূপগত রাধাভাবেই আবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃ ভারতীগোস্বামীর নিকটে কৃষ্ণদাস্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

১৫৫। "শুনি"-স্থলে "শুনে"-পাঠান্তর। **কোথা-হনে**—কোথা হইতে।

১৫৬। **মদন-সুন্দর**—মদনের বা কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর। "মদন"-স্থলে "পরম"-পাঠান্তর। **নির্ভর**—অত্যধিকরূপে। "করেন নির্ভর"-স্থলে "করে নিরন্তর"-পাঠান্তর।

১৫৭। **অকথ্য**—অনির্বচনীয়। **তাহো কি ইত্যাদি**—সহস্র-বদন অনন্তদেব তাঁহার সহস্রমুখে বর্ণনা করিলেও শেষ করিতে পারিবেন না। এই পয়ারোক্তিতে এবং পরবর্তী ১৫৮-১৫৯ পয়ারোক্তিতে

পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥ ১৫৮
সর্ব্বলোক তিতিল প্রভুর প্রেম-জলে।
স্ত্রী-পুরুষে বাল-বৃদ্ধে 'হরি হরি' বোলে॥ ১৫৯
ক্ষণে কম্প ক্ষণে স্বেদ ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোকে পায় ভয়॥ ১৬০
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ নিজ-দাস্যভাবে।
দন্তে তৃণ করি সভা'স্থানে ভক্তিমাগে'॥ ১৬১
সে কারুণ্য দেখিয়া কান্দয়ে সর্ব্বলোক।
সন্ন্যাস শুনিঞা সভে ভাবে' মহা শোক॥ ১৬২
"কেমনে ধরিব প্রাণ ইহার জননী।
আজি তান পোহাইল কি কাল-রজনী॥ ১৬৩
কোন্ পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি।
কোন্ বা দারুণ দোষে হরিলেক বিধি॥ ১৬৪
আমরা-সভের প্রাণ বিদরে দেখিতে।
ভার্য্যা বা জননী প্রাণ রাখিব কেমতে॥" ১৬৫
এইমত নারীগণ দুঃখ ভাবি কান্দে।
সর্ব্বলোক পড়িলেন চৈতন্যের ফান্দে॥ ১৬৬
ক্ষণেক সম্বরি নৃত্য বৈসে বিশ্বম্ভর।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে সর্ব্ব অনুচর॥ ১৬৭
দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশবভারতী।
আনন্দসাগরে পূর্ণ হই করে স্তুতি॥ ১৬৮
"যে ভক্তি তোমার আমি দেখিল নয়নে।
এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে॥ ১৬৯
তুমি সে জগতগুরু জানিল নিশ্চয়।
তোমার গুরুর যোগ্য কেহো কভু নয়॥ ১৭০
তভু তুমি লোকশিক্ষা নিমিত্ত কারণে।
করিবা আমারে গুরু, হেন লয় মনে॥" ১৭১
প্রভু বোলে "মায়া মোরে না কর' প্রকাশ।
হেন দীক্ষা দেহ' যেন হঙ কৃষ্ণদাস॥" ১৭২

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

প্রভুর সুদ্দীপ্ত অশ্রুর পরিচয় পাওয়া যায়। সুদ্দীপ্ত অশ্রু একমাত্র কৃষ্ণবিরহার্তা শ্রীরাধাতেই সম্ভব। ২।১।৪২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৫৮। **পাক দিয়া**—ঘুরিয়া ঘুরিয়া।

১৫৯। **তিতিল**—ভিজিয়া গেল। **প্রেম-জলে**—প্রেমাশ্রুতে।

১৬৩। ১৬৩-১৬৫-পয়ার নারীদিগের উক্তি।

১৬৪। **নিধি**—পতিরূপ রত্ন। "হেন পাইলেক নিধি"-স্থলে "হেন পাঞা ছিল পতি" এবং "পাইল হেন পতি"-পাঠান্তর।

১৬৫। "দেখিতে"-স্থলে "শুনিতে"-পাঠান্তর। **ভার্য্যা**—স্ত্রী।

১৬৬। **ফান্দে**—প্রেমের ফান্দে। সকলের চিত্তেই শ্রীচৈতন্যবিষয়ক প্রেমের উদয় হইল।

১৬৮। "ভক্তি"-স্থলে "নৃত্য" এবং "পূর্ণ"-স্থলে "মগ্ন"-পাঠান্তর।

১৬৯। "শক্তি"-স্থলে "ভক্তি"-পাঠান্তর।

১৭১। "তভু"-স্থলে "তবে" এবং "কারণে"-স্থলে "আপনে"-পাঠান্তর। **লোকশিক্ষা** ইত্যাদি—সাধন-ভজন করিতে হইলে গুরুর চরণ আশ্রয় করা প্রয়োজন, জগতের জীবকে এই শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত।

১৭২। **মায়া**—ছলনা। "যেন হও"-স্থলে "মোরে হই"-পাঠান্তর। **দীক্ষা**—সন্ন্যাস-দীক্ষা।

এইমত কৃষ্ণকথা-আনন্দ প্রসঙ্গে।
বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সভা'সঙ্গে ॥ ১৭৩
পোহাইল নিশি সর্ব্বভুবনের পতি।
আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি ॥ ১৭৪
"বিধিযোগ্য যত কর্ম্ম সব কর' তুমি।
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ আমি ॥" ১৭৫
প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর-আচার্য্য।
করিতে লাগিলা সর্ব্ব বিধিযোগ্য কার্য্য ॥ ১৭৬
নানা গ্রাম হইতে সে নানা উপায়ন।
আসিতে লাগিল অতি অকথ্য-কথন ॥ ১৭৭
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মুদ্গ, তাম্বূল চন্দন।
পুষ্প, যজ্ঞসূত্র, বস্ত্র আনে' সর্ব্বজন ॥ ১৭৮
নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন্ ভিতে ॥ ১৭৯
পরম আনন্দে সভে করে হরি-ধ্বনি।
ত্রিবিধ লোকের মুখে অন্য নাহি শুনি ॥ ১৮০
তবে মহাপ্রভু সর্ব্বজগতের প্রাণ।
বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান ॥ ১৮১
নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখনে।
ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখনে ॥ ১৮২
ক্ষুর দিতে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
হাথ নাহি দেয় নাপিত ক্রন্দম মাত্র করে ॥ ১৮৩
নিত্যানন্দ-আদি করি যত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সভে করেন ক্রন্দন ॥ ১৮৪
ভক্তের কি দায়, যত ব্যবহারি-লোক।
তাহারাও কান্দিতে লাগিলা করি শোক ॥ ১৮৫
কেহো বোলে "কোন্ বিধি সৃজিল সন্ন্যাস।"
এত বলি নারীগণ ছাড়ে মহাশ্বাস ॥ ১৮৬
অগোচরে থাকি সব কান্দে দেবগণ।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডময় হইল ক্রন্দন ॥ ১৮৭
হেন সে কারুণ্যরস গৌরচন্দ্র করে।
শুষ্ক-কাষ্ঠ-পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে ॥ ১৮৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৭৩। সে নিশা—গৃহত্যাগের পরবর্তী রাত্রি।

১৭৫। বিধিযোগ্য—সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত শাস্ত্রে যে-সমস্ত বিধি আছে, সে-সমস্ত **বিধির** উপযোগী। প্রতিনিধি—আমার স্থলবর্তী

১৭৭। "হইতে সে নানা"-স্থলে "হৈতে নানামত ( দ্রব্য )"-পাঠান্তর। **উপায়ন—শাস্ত্রীয় কর্মের** উপযোগী দ্রব্য। **আসিতে লাগিল**—আপনা-আপনিই আসিতে লাগিল। **অকথ্য**—অদ্ভুত।

১৭৮। "মুদ্গ"-স্থলে "মধু"-পাঠান্তর।

১৭৯। কোন্ ভিতে—কোন্ দিক্ হইতে।

১৮০। "হরি"-স্থলে "জয়"-পাঠান্তর। **ত্রিবিধ লোকের**—বালক, বৃদ্ধ ও যুবা—এই তিন রকম লোকের।

১৮১। **শ্রীশিখার**—কেশের। **শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান**—ক্ষৌরকর্ম, মস্তক-মুণ্ডন।

১৮৩। "সে সুন্দর"-স্থলে "নাপিত সে" এবং "দেয়"-স্থলে "নড়ে"-পাঠান্তর।

১৮৫। **কি দায়**—কি কথা। **ব্যবহারি-লোক**—বিষয়ী লোক।

১৮৮। "রস"-স্থলে "সব"-পাঠান্তর। **দ্রবয়ে অন্তরে**—ভিতরে দ্রবীভূত হইয়া ( গলিয়া ) যায়।

এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণ।
এই তার সাক্ষী দেখ কান্দে সর্ব্বজন ॥ ১৮৯
প্রেমরসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র।
স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প ॥ ১৯০
'বোল বোল' করি প্রভু উঠে বিশ্বম্ভর।
গায়েন মুকুন্দ, প্রভু নাচে মনোহর ॥ ১৯১
বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে।
প্রেমরসে মহাকম্প, বহে অশ্রুধারে ॥ ১৯২
'বোল বোল' করি প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
ক্ষৌরকর্ম্ম নাপিত না পারে করিবার ॥ ১৯৩
কথং-কথমপি সর্ব্বদিন-অবশেষে।
ক্ষৌরকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেমরসে ॥ ১৯৪
তবে সর্ব্বলোকনাথ করি গঙ্গাস্নান।
আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান। ১৯৫
'সর্ব্বশিক্ষাগুরু গৌরচন্দ্র' বেদে বোলে।
কেশবভারতী-স্থানে তাহা কহে ছলে ॥ ১৯৬
প্রভু বোলে "স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন ॥ ১৯৭
বুঝ দেখি তাহা তুমি কিবা হয় নহে।"
এত বলি প্রভু তাঁর কর্ণে মন্ত্র কহে ॥ ১৯৮

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

১৮৯। **এই তার সাক্ষী** ইত্যাদি—জীব উদ্ধারের নিমিত্তই যে প্রভু এ-সকল লীলা করিতেছেন, তাহার প্রমাণ এই যে, এই দেখ—সমস্ত লোক কাঁদিতেছেন। প্রভুর অতি সুন্দর চাচর-চিকুর-শোভিত মস্তকের মুণ্ডনাদি করুণ দৃশ্য দেখিয়া সকল লোকই অতি দুঃখে রোদন করিতেছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, প্রভুর প্রতি তাঁহাদের প্রীতি জন্মিয়াছিল। নচেৎ তাঁহারা কাঁদিবেন কেন? এই প্রীতিই তাঁহাদের সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার হেতু হইয়াছে। সূর্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় প্রীতির উদয়ে তাঁহাদের সংসার-বন্ধন আপনা-আপনিই দূরীভূত হইয়াছে।

১৯০। **ভাব**—প্রেম, বা প্রেমবিকার। "ভাব"-স্থলে "ভাবে"-পাঠান্তর। **ভাবে**—প্রেমে, প্রেমাবেশে।

১৯১। "মনোহর"-স্থলে "নিরন্তর"-পাঠান্তর।

১৯৪। **কথং-কথমপি**—কোনও প্রকারে। **সর্ব্বদিন-অবশেষে**—সমস্ত দিবাভাগ শেষ হইয়া গেলে, সন্ধ্যায়।

১৯৬। "বেদে"-স্থলে "লোকে"-পাঠান্তর। **তাহা কহে ছলে**—গৌরচন্দ্র যে সর্বশিক্ষাগুরু, পরবর্তী পয়ারোক্ত-বিষয়ে কেশব-ভারতীর অভিমত-জিজ্ঞাসার ছলে, তিনি তাহা জানাইলেন। পরবর্তী ১৯৯-পয়ার দ্রষ্টব্য।

১৯৮। **কিবা হয় নহে**—সঙ্গত কি না।

সকলের আদি গৌর-চরিতকার এবং মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী শ্রীল মুরারিগুপ্ত তাঁহার কড়চায় লিখিয়া গিয়াছেন, গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান-কালে একদিন প্রভু ভক্তদিগের নিকটে বলিলেন—"আমি স্বপ্নে দেখিলাম, এক জন ব্রাহ্মণোত্তম আসিয়া হাসিতে হাসিতে আমার কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র বলিলেন। তাহা শুনিয়া আমি ব্যথিতচিত্তে দিবানিশি রোদন করিতেছি। প্রাণনাথ প্রিয় হরিকে ত্যাগ করিয়া অন্য কিছু করা আমার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হয়?"— ততঃ কিয়দ্দিনে প্রাহ ভগবান্ কার্য্যমানুষঃ। স্বপ্নে দৃষ্টো

## নিতাই করুণা-কল্লোলিনী টীকা

ময়া কশ্চিদাগত্য ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥ সন্ন্যাসমন্ত্রং মৎকর্ণে কথয়ামাস সুস্মিতঃ। তৎ শ্রুত্বা ব্যথিতো রাত্রৌ দিবা চাহং বিরোদিসি ॥ কথং প্রিয়ং হরিং নাথং ত্যক্ত্বান্যতুচিতং মম ॥ কড়চা ॥ ২।১৮।১-৩ ॥

সন্ন্যাসের মন্ত্র হইতেছে "তত্ত্বমসি"। নির্বিশেষবাদী মায়াবাদাচার্য শ্রীপাদ শঙ্কর এই মন্ত্রের জীব-ব্রহ্মের ঐক্যপর অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, পরব্রহ্ম হইতেছেন সর্বতোভাবে নির্বিশেষ এবং এই নির্বিশেষ ব্রহ্মই মায়ার প্রভাবে জীবরূপে প্রতিভাত। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মে ভেদ কিছু নাই। জীব-ব্রহ্মে কোনও রূপ ভেদ নাই বলিয়া, অর্থাৎ স্বরূপতঃ জীব ব্রহ্ম বলিয়া, শঙ্করমতে সেব্য-সেবক-ভাব থাকিতে পারে না। কেন না, সেব্য-সেবক-ভাবে, সেব্য ও সেবকের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকার প্রয়োজন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে জীবের নিত্য পৃথক্ অস্তিত্বই শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত। ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেবও তাহা বলিয়া গিয়াছেন; মুক্ত জীবেরও যে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, ব্যাসদেব তাহাও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর আবার হরির বা শ্রীকৃষ্ণের পারমার্থিক সত্তাও স্বীকার করেন না—যদিও স্মৃতি-শ্রুতি শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম পরতত্ত্ব বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণভজনকেই জীবের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের পারমার্থিক প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ বলিয়া এবং সেই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জীবের পরম-পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন (ইহা বৃহদারণ্যক-শ্রুতিবাক্যেরও তাৎপর্য। ১।৫।৫৩-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্; ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণরূপে যেমন জীব-অভিমান পোষণ করেন. গৌরচন্দ্ররূপেও তদ্রূপ জীব-অভিমান পোষণ করিয়া থাকেন এবং জীব-অভিমানে স্বীয় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে নিজের একমাত্র প্রিয় মনে করেন। আবার, গৌরচন্দ্র রাধাভাবাবিষ্ট বলিয়া শ্রীরাধার ন্যায় তিনিও শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রাণনাথ বা প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য-কথিত অর্থে, "তত্ত্বমসি"-বাক্য জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবাচক বলিয়া এবং শঙ্কর-মতে শ্রীকৃষ্ণের পারমার্থিকতা—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণভজনের কোনও পারমার্থিক-সার্থকতা নাই বলিয়া, স্বপ্নদৃষ্ট ব্রাহ্মণের মুখে সন্ন্যাসের মন্ত্র ("তত্ত্বমসি") শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন—ইহা তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প। সন্ন্যাস-গ্রহণ করিতে হইলেও "তত্ত্বমসি"-মন্ত্রেই সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। "তত্ত্বমসি"-বাক্যের শঙ্কর-কথিত অর্থ খুব ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল। তাই "তত্ত্বমসি"-বাক্যের ভক্তিবিরোধী জীব-ব্রহ্মৈক্যপর অর্থের কথা মনে করিয়া প্রভুর চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হইল। ব্যথার কারণ এই যে—জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবাচক অর্থে "তত্ত্বমসি"-বাক্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণকে, অর্থাৎ সেব্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের ভজনকে, ত্যাগ করিতে হয়। ইহা প্রভুর পক্ষে অসম্ভব। কেন না, তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁহার একমাত্র ক্রিয়রূপেও প্রাণনাথরূপে গ্রহণ করিয়াছেন; প্রিয়রূপে, প্রাণনাথরূপে শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বিরাজিত।

যাহা হউক, প্রভুর উল্লিখিত কথা শুনিয়া মুরারিগুপ্ত বুঝিতে পারিলেন, সন্ন্যাস-মন্ত্র "তত্ত্বমসির" জীব-ব্রহ্মৈক্যপর অর্থ গ্রহণ করিয়াই প্রভুর চিত্ত ব্যথিত হইয়াছে। তাই তিনি প্রভুকে বলিলেন—"ভগবান্! সেই মন্ত্রে ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাস চিন্তা করিয়া তুমি সুখী হও।" —"মুরারিঃ প্রাহ তৎ শ্রুত্বা তন্মন্ত্রে ভগবন্ স্বয়ম্। ষষ্ঠীসমাসং মনসা বিচিন্ত্য ত্বং সুখী ভব ॥ কড়চা ২।১৮।৩-৪ ॥"

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"তত্ত্বমসি"-বাক্যের অন্তর্গত "তত্ত্বম্"-শব্দটিকে শ্রীপাদ শঙ্কর সমাসবদ্ধ-শব্দরূপে গ্রহণ করেন নাই, সন্ধিবদ্ধ-শব্দরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তৎ+ত্বম্=সন্ধিতে তত্ত্বম্। তত্ত্বমসি– তৎ ( সেই ব্রহ্ম ) ত্বম্ ( তুমি ) অসি ( হও )—ইহাই শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থ। এই অর্থে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য বুঝায় বলিয়া প্রভুর চিত্ত ব্যথিত হইয়াছে। মুরারিগুপ্ত বলিলেন—"প্রভু, তুমি 'তত্ত্বম্'-শব্দটিকে সন্ধিবদ্ধ শব্দ মনে না করিয়া ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাসবদ্ধ শব্দ বলিয়া মনে কর। তাহা হইলে ইহার ব্যাসবাক্য হইবে – তস্য ( তাঁহার, সেই ব্রহ্মের ) ত্বম্ ( তুমি, অর্থাৎ জীব ) অসি ( হও )।" অর্থাৎ জীব হইতে ব্রহ্মের। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়া, জীব ব্রহ্মেরই, শক্তিমান্ ব্রহ্মেরই। শক্তিমানের সেবাই শক্তির স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য বলিয়া জীব স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস—সুতরাং কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য। এই অর্থ চিন্তা করিলে প্রাণপ্রিয় হরি শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করার প্রশ্নই উঠিতে পারে না ; বরং শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য চিত্তের আকুলতাই জন্মিবে। তাহাতেই প্রভুর চিত্তে সুখ জন্মিবে।

মুরারিগুপ্তের কথা শুনিয়া, "তত্রোবাচ প্রভুর্বাচং তথাপি খিদ্যতে মনঃ। শব্দশক্ত্যা করিষ্যামি কিমিত্যুক্ত্বা রুরোদ সঃ ॥ কড়চা ॥ ২।১৮।৫ ॥ —প্রভু বলিলেন, 'তথাপি শব্দশক্তিবশতঃ মনের খেদ থাকিয়া যায়। আমি কি করিব ?' —ইহা বলিয়া প্রভু রোদন করিতে লাগিলেন।"

প্রভুর উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য এই। "মুরারি ! তত্ত্বমসি"-বাক্যের অন্তর্গত 'তত্ত্বম্'-শব্দটি যে সন্ধিবদ্ধ পদ নহে, পরন্তু ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাসবদ্ধ পদ, তাহা সত্য এবং এই ষষ্ঠিতৎপুরুষাত্মক অর্থই যে শাস্ত্রসম্মত, জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রুতির অন্যান্য উক্তির সহিত সঙ্গতিযুক্ত, তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই। তথাপি কিন্তু মুরারি, 'তৎ ত্বম্'-শব্দদুইটির যে-শক্তি—যথাশ্রুত অর্থ—তাহার কথা ভাবিলেই আমার মনে খেদ জন্মে। শ্রুতির সমস্ত উক্তির সহিত সমন্বয় রক্ষা করিয়া অর্থ-নির্ণয় করার সামার্থ্য বা ইচ্ছা যাঁহাদের নাই, এই বাক্যে যে ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাস আছে, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিবেন না। যথাদৃষ্ট-ভাবে তাঁহারা মনে করিবেন—"পরিষ্কার ভাবেই যখন দেখা যাইতেছে 'তৎ ত্বম্ অসি', তখন অন্য অর্থ চিন্তা করার কি প্রয়োজন ? সুতরাং 'তাহাই ( সেই ব্রহ্মই ) তুমি হও'—এই অর্থই সঙ্গত। তাঁহাদের কল্পিত এই শ্রুতিবিরুদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা নিজেদিগকে ব্রহ্ম মনে করিয়া অপরাধ-গ্রস্ত হইবেন এবং শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ত্যাগ করিয়া জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা হইতে—পরমপুরুষার্থ হইতে— বঞ্চিত হইবেন। মুরারি, এ-কথা ভাবিয়াই আমার মনে খেদ জন্মিতেছে। আমি কি করিব মুরারি!" প্রভুর খেদ বাস্তবিক জীব-ব্রহ্মৈক্য-বাদীদের জন্য। পরমার্থভূত বস্তু হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন বলিয়াই প্রভুর খেদ এবং তাঁহাদের জন্য সর্বপরিত্রাণেচ্ছু প্রভুর রোদন।

মুরারিগুপ্তের কথা শুনিয়া প্রভু যে বাস্তবিক আনন্দিত হইয়াছিলেন, কবিকর্ণপূর তাঁহার মহাকাব্যে পরিষ্কারভাবেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। —"ততোহন্যেদ্যুঃ শ্রীমান্নয়নজলধৌতঃ সমবদৎ দ্বিজৈকঃ স্বপ্নে যে শ্রুতিমভিমহাবাক্যমবদৎ। অতো হেতুর্হিত্বা প্রভুচরণমন্যৎ কিমুচিতং মমেতি ক্রন্দামি ক্ষণমপি ন মে নির্বৃত্তিরিহ ॥ ইতি শ্রুত্বা গুপ্তঃ সপদি স মুরারিঃ সমবদৎ প্রভো তৎ ষষ্ঠী তৎপুরুষবচনং

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

তত্র কুরু ভোঃ। তথা শ্রুত্বা নাথঃ সমুদিতমনাঃ সাম্প্রতমভূত্তথা তে চ শ্রুত্বা ব্যথিতমনযোগাঢ়মভবন্ ॥ মহাকাব্য ॥ ১১।৪১-৪২ ॥—তাহার পরে অন্য এক দিন শ্রীমান্ গৌরসুন্দর সজল-নয়নে বলিলেন—'এক-জন ব্রাহ্মণ স্বপ্নে আমার কর্ণমূলে মহাবাক্য ( তত্ত্বমসি-বাক্য ) বলিয়াছিলেন। অতএব ( মহাবাক্যানুসারে ) প্রভুর ( আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের ) চরণ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কিছু করা কি আমার পক্ষে উচিত হয়? এ-জন্যই আমি কাঁদিতেছি। আমার চিত্তে ক্ষণকালের জন্যও সুখ নাই।' একথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ মুরারিগুপ্ত বলিলেন—'প্রভো! তুমি সেই মহাবাক্যটিকে ষষ্ঠীতৎপুরুষ বচন কর।' এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু সম্যক্‌রূপে আনন্দিত-চিত্ত হইয়া বলিলেন—'সাম্প্রত', অর্থাৎ ঠিক কথাই বলা হইয়াছে।' ভক্তগণ প্রভুর এই কথা শুনিয়া ( প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন ভাবিয়া ) অত্যন্ত ব্যথিতমনা হইলেন।"

১৯৭-২০০-পয়ারে প্রভু কেশবভারতীর নিকটে যাহা বলিয়াছেন, মুরারিগুপ্তও তাঁহার কড়চায় তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কেশবভারতীর কর্ণমূলে প্রভু তিন বার বিশুদ্ধ-সন্ন্যাসমন্ত্র বলিয়াছিলেন। —"ততঃ সমীপং স গুরোর্হিতার্থী গত্বাবদৎ কর্ণসমীপ ঈশঃ। স্বপ্নে মহামন্ত্রবরো হি লব্ধঃ শৃণুষ্ব তৎ কিং তব সম্মতং স্যাৎ॥ বরেত্রয়ং তৎশ্রবণান্তিকং স্বয়ং প্রোবাচ ন্যাসোক্তমনুং বিশুদ্ধম্। শ্রুত্বানুবদৎ সোঽপি হরেরিদং স্যাৎ সন্ন্যাসমন্ত্রং পরমং পবিত্রম্॥ ব্যাজেন দীক্ষাং গুরবে স দত্বা লোকৈকনাথো গুরুরব্যয়াত্মা। গুরো দদস্বাদ্য মনীষিতং মে সন্ন্যাসমিত্যাহ পুটাঞ্জলিঃ প্রভুঃ॥ কড়চা॥ ৩।২।৭-৯॥ —অনন্তর গুরুর হিতার্থী ঈশ্বর ( গৌরচন্দ্র ) তাঁহার ( কেশব-ভারতীর ) নিকটে গিয়া তাঁহার কর্ণসমীপে বলিলেন—'আমি স্বপ্নে মহামন্ত্র বর পাইয়াছি; তুমি তাহা শুন এবং বল, তাহা তোমার সম্মত কি না।' ইহা বলিয়া প্রভু ভারতীর কর্ণতটে তিন বার সেই বিশুদ্ধ সন্ন্যাস-মন্ত্র বলিলেন। শুনিয়া কেশবভারতীও বলিলেন—'ই[illegible] শ্রীহরির পরম পবিত্র সন্ন্যাসমন্ত্র।' সেই লোকৈকনাথ, সর্বলোকগুরু, অব্যয়াত্মা প্রভু ( গৌরচন্দ্র ) [illegible] গুরুকে দীক্ষা দিয়া, পুটাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—'হে গুরুদেব! এক্ষণে আমার অভীষ্ট সন্ন্যাস আমাকে দান করুন'।"

"তত্ত্বমসি" যে সন্ন্যাসের মন্ত্র, তাহা সন্ন্যাসী কেশবভারতী অবশ্যই জানিতেন। তথাপি প্রভু কেন প্রভুর স্বপ্নপ্রাপ্তমন্ত্রটি ভারতীর কর্ণমূলে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহা তোমার সম্মত কি না, বল?" ইহার হেতু এই। কেশবভারতী সন্ন্যাসের মন্ত্র জানিলেও, তাঁহার বিশুদ্ধ অর্থ তিনি জানিতেন না, জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবাচক অর্থই তিনি জানিতেন; কেন না, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের অনুগত মায়াবাদী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়েই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবাচক অর্থ শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া "বিশুদ্ধ" নহে। প্রভু তাঁহার কর্ণমূলে "তত্ত্বমসি"-বাক্যের ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাসাত্মক ব্রহ্ম ও জীবের সেব্য-সেবক-ভাবপর শ্রুতিসম্মত বিশুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বিশুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রভু ভারতীর মধ্যে এমন এক কৃপাশক্তি সঞ্চারিত করিলেন যে, তিনি সন্ন্যাসমন্ত্রের যথার্থ বিশুদ্ধ অর্থ উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন—"ইহাই শ্রীহরির পরম-পবিত্র সন্ন্যাসমন্ত্র।" তাঁহার বিস্ময়ের হেতু এই যে, এতকাল পর্যন্ত তিনি সন্ন্যাসমন্ত্রের এই বিশুদ্ধ পরম-পবিত্র অর্থ বুঝিতে পারেন

ছলে প্রভু কৃপা করি তাঁরে শিষ্য কৈলা।
ভারতীর চিত্তে মহাবিস্ময় জন্মিল ॥ ১৯৯
ভারতী বোলেন "এই মহামন্ত্রবর।
কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর ।।" ২০০

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নাই, প্রভুর কৃপাতেই আজ তাহা বুঝিলেন। প্রভুর অপূর্ব কৃপাশক্তিই তাঁহার বিস্ময়ের হেতু। বাস্তবিক প্রভু এই নূতনভাবে দীক্ষিত করিয়া ভারতীকে তাঁহার শিষ্যই করিলেন। লোচনদাস-ঠাকুর লিখিয়াছেন "মন্ত্র শুনি ন্যাসিবর হৈলা প্রেমময়। কম্প-পুলকিত অঙ্গ রাধাকৃষ্ণ কয় ।। বৃন্দাবন যমুনা ফুকারে ঘনে ঘন। বুঝিল এ জন কৃষ্ণ শচীর নন্দন ।। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ।। মধ্য, ১৫৬ পৃঃ ।।" মহাপ্রভু কৃপা করিয়া কেশবভারতীর পারমার্থিক উপকার সাধন করিয়াছেন বলিয়াই মুরারিগুপ্ত প্রভুকে "গুরুর হিতার্থী" বলিয়াছেন। উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, মুরারিগুপ্তের কড়চার অনুসরণেই গ্রন্থকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ১৯৭-২০০-পয়ারোক্ত কথাগুলি লিখিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—"তত্ত্বমসি"-বাক্যের শ্রীপাদ শঙ্কর-কথিত অর্থের কথা ভাবিয়াই প্রভু অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার দুঃখ-দূরীকরণের নিমিত্তই মুরারিগুপ্ত অন্য রকম অর্থের কথা বলিয়াছেন এবং প্রভুও তাহাতে তুষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং মুরারিগুপ্তের অর্থ যে বেদানুমোদিত, তাহার প্রমাণ কি?

উত্তরে নিবেদন এই। মুরারিগুপ্তের কথিত অর্থই বেদানুমোদিত, শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত অর্থ বেদানুমোদিত নহে। এ-কথা বলার হেতু কথিত হইতেছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের অর্থানুসারে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই হইয়া পড়ে; ব্রহ্ম বিভু বলিয়া, তাহাতে জীবস্বরূপও বিভু হইয়া পড়ে। কিন্তু শ্রুতিবাক্যে জীব হইতেছে অণুপরিমিত, অতি সূক্ষ্ম। ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রেও জীবের বিভুত্ব-খণ্ডনপূর্বক অণুত্ব স্থাপন করিয়াছেন ( এই গ্রন্থের ভূমিকায় ৭০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। বিস্তৃত আলোচনা গৌ. বৈ. দ., দ্বিতীয় পর্ব, তৃতীয় অধ্যায়ে, বাঁধান দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৭১-৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )। সুতরাং "তত্ত্বমসি"-বাক্যের শঙ্কর-কথিত অর্থ বেদবিরুদ্ধ।

আর, শ্রীলমুরারিগুপ্তের অর্থে ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সেব্য-সেবকত্বভাব সূচিত হয়; জীব যে ব্রহ্মের চিদ্‌রূপা শক্তি এবং শক্তিরূপ সনাতন অংশ, ( গীতা ।। ১৫।৭ ), জীব যে স্বরূপতঃ অণু-পরিমিত ( ভূমিকা। ৭০-অনু ), মুরারিগুপ্তের অর্থ হইতে তাহাই জানা যায়। সুতরাং মুরারিগুপ্তের অর্থই যে বেদানুমোদিত, তাহাই জানা গেল।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ হইতে জানা যায়—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"—ইহা হইতেছে ঋষি উদ্দালকের উক্তি, তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুর প্রতি। উদ্দালক ব্রহ্ম-তত্ত্ব-কথন-প্রসঙ্গে শ্বেতকেতুর নিকটে অনেকগুলি কথা বলিয়াছেন। সে-সমস্ত কথার পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষণ-পূর্বক অর্থ করিলে দেখা যায়, "তত্ত্বমসি"-বাক্যের উদ্দালকের অভিপ্রেত-অর্থও মুরারিগুপ্তের কথিত অর্থেরই অনুরূপ ( গৌ. বৈ. দ.। বাঁধান দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬২-৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। কতকগুলি শ্রুতিবাক্য আছে, আপাতঃদৃষ্টিতে সে-সমস্ত হইতে মনে হয়,—জীবের বিভুত্বের কথাই বলা হইয়াছে। বাস্তবিক সে-সমস্ত শ্রুতিবাক্যেও বিভুত্বের কথা

প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশবভারতী।
সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহামতি ॥ ২০১
চতুর্দ্দিগে হরিনাম সুমঙ্গল শুনি।
সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি ॥ ২০২
পরিলেন অরুণ-বসন মনোহর।
তাহাতে হইলা কোটি-কন্দর্প-সুন্দর ॥ ২০৩
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত।
মালায় পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত ॥ ২০৪
দণ্ড কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল।
নিরবধি নিজ প্রেমে আনন্দে বিহ্বল ॥ ২০৫
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি শোভে শ্রীবদন।
প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল-লোচন ॥ ২০৬
কি সন্ন্যাসি-রূপের হইল পরকাশ।
পূর্ণ করি তাহা কহিবেন বেদব্যাস ॥ ২০৭
সহস্রনামেতে যে কহিলা বেদব্যাস।
'কোনো অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস ॥' ২০৮
এই তাহা সত্য করিলেন দ্বিজরাজ।
এ মর্ম্ম জানয়ে সর্ব্ব-বৈষ্ণব-সমাজ ॥ ২০৯
তথাহি ( মহাভারতে দানধর্ম্মে) সহস্রনামস্তোত্রে (৬৩)—
"সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিঃ পরায়ণঃ ॥ ১ ॥

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

বলা হয় নাই, জীব-ব্রহ্মের একত্বের কথাও বলা হয় নাই ( গৌ. বৈ. দ. পূর্বোল্লিখিত খণ্ডের ১৩৫৮-১৪১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )।

২০১। **সেই মন্ত্র**–ভারতীর কর্ণমূলে প্রভু কর্তৃক প্রকাশিত সেব্য-সেবক-ভাব-সূচক সন্ন্যাস-মন্ত্র।

২০২। "শুনি"-স্থলে "ধ্বনি"-পাঠান্তর।

২০৪। "লেপিত"-স্থলে "ভূষিত"-পাঠান্তর।

২০৭। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "কিবা সে সন্ন্যাসীরূপ হইল প্রকাশ।"-পাঠান্তর।

২০৮-২০৯। **সহস্রনামেতে**–মহাভারতের সহস্রনাম-স্তোত্রে। পরবর্তী শ্লোক দ্রষ্টব্য। **কোনো অবতারে** ইত্যাদি—কোনও অবতারে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, এ-কথা সহস্রনাম-স্তোত্রে বলা হইয়াছে। "করেন"-স্থলে "করিব"-পাঠান্তর। **এই তাহা সত্য** ইত্যাদি—দ্বিজচূড়ামণি প্রভু এই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাভারতের বাক্যের সত্যতা প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হওয়ার পরে একমাত্র মহাপ্রভুই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন, অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপ তাহা করেন না।

শ্লো ॥ ১। **অন্বয়**। সহজ।

**অনুবাদ**। ( এই শ্রীবিষ্ণু ) সন্ন্যাসকৃৎ ( ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ) শম ( শ্রীহরির রহস্য-পর্যালোচক, বা সকলের শান্তিবিধান-কর্তা ), শান্ত ( স্থির-চিত্ত, অথবা শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে একনিষ্ঠ-বুদ্ধি ) এবং নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণ ( কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠা-পরায়ণ )। ২।২৬।১ ॥

**ব্যাখ্যা**। মহাভারতের দুইটি শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা বলা হইয়াছে। **"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। ১২৭।৯২ ॥ সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ১২৭।৭৫ ॥"** এ-স্থলে শ্রীবিষ্ণুর আটটি নাম পাওয়া যায়—সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী, সন্ন্যাসকৃৎ, শম, শান্ত ও

তবে নাম থুইবারে কেশবভারতী।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি ॥ ২১০
চতুর্দ্দশ-ভুবনেতে এমত বৈষ্ণব।
আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব ॥ ২১১
এতেকে কোথাও যে না থাকে হেন নাম।
থুইলে সে ইহান, আমার পূর্ণ কাম ॥ ২১২
মূলে ভারতীর শিষ্য 'ভারতী' সে হয়ে।
ইহানে ত তাহা থুইবারে যোগ্য নহে।।" ২১৩
ভাগ্যবান্ ন্যাসিবর এতেক চিন্তিতে।
শুদ্ধা সরস্বতী তান আইলা জিহ্বাতে ॥ ২১৪
পাইয়া উচিত নাম কেশবভারতী।
প্রভু-বক্ষে হস্ত দিয়া বোলে শুদ্ধ মতি ॥ ২১৫

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

নিষ্ঠাশান্তি-পরায়ণ। বিস্তৃত আলোচনা মশ্রী ॥ ৯।১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। এই কয়টি নামের একমাত্র আস্পদ হইতেছেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। মশ্রী ॥ ৯।২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

**২১০। নাম থুইবারে**—প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম রাখার জন্য। **চিন্তিতে লাগিলা**—কেশব-ভারতী যাহা চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী ২১১।১৩-পয়ারে কথিত হইয়াছে।

**২১২।** অন্বয়। এতেকে ( এ-জন্য ) কোথাও যে নাম না থাকে ( নাই ), ইহার এইরূপ একটি নাম রাখিলেই আমার কামনা পূর্ণ হয়।

**২১৩। মূলে**—বস্তুতঃ, আসলে। **ভারতীর শিষ্য** ইত্যাদি—আমার নাম কেশবভারতী। "ভারতী" আমার উপাধি—সম্প্রদায়বাচক উপাধি। ভারতী-উপাধিধারী আমার শিষ্য বলিয়া ইহারও সম্প্রদায়-সূচক উপাধি "ভারতী"ই হয়। কিন্তু **ইহানে ত** ইত্যাদি—ইহার "ভারতী" উপাধি রাখা যোগ্য হইবে না। "ভারতী" ইহার পক্ষে যোগ্য উপাধি নহে। "থুইবারে"-স্থলে "সে আমার"-পাঠান্তর। অর্থ—ইহার "ভারতী"-উপাধি রাখা আমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না।

"ভারতী"-উপাধি প্রভুর যোগ্য নহে বলিয়া যে কেশবভারতী মনে করিয়াছেন, তাহার হেতু এই। "ভারতী" হইতেছে মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের উপাধি। মায়াবাদীরা ভক্তিবিরোধী এবং শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের পারমার্থিকতা স্বীকার করেন না। প্রভুকে যদি "ভারতী"-উপাধি দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহার উপাধি দেখিয়া লোকে তাঁহাকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু প্রভু তো মায়াবাদী নহেন। প্রভুর মধ্যে যে-অদ্ভুত প্রেমবিকারের উদয় হইয়াছিল, কেশব-ভারতী তাহা দেখিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—"চতুর্দ্দশ ভুবনেতে এমত বৈষ্ণব। আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব॥ ২১১-পয়ার।" সুতরাং কেশবভারতী হৃদয়ের অন্তস্তলে অনুভব করিয়াছেন—ভক্তিবিরোধী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের "ভারতী"-উপাধি প্রভুর পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য, কোনও বৈষ্ণবের পক্ষেও অযোগ্য। এ-সমস্ত ভাবিয়া ভারতী গোস্বামী প্রভুকে "ভারতী"-উপাধি দিলেন না।

**২১৪-১৫।** অন্বয়। ভাগ্যবান ন্যাসিবর ( কেশবভারতী ) এতেক ( ২১১-১৩-পয়ারোক্তরূপে ) চিন্তা করিতে করিতে, তাঁহার জিহ্বায়, শুদ্ধা সরস্বতীর ( অপ্রাকৃত চিন্ময়ী বাগীশ্বরী সরস্বতীর ) আবির্ভাব হইল। সেই সরস্বতীর নিকটে উচিত নাম ( প্রভুর যোগ্য নাম ) পাইয়া, প্রভুর বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া

"যত জগতেরে তুমি 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য—কীর্ত্তন প্রকাশিয়া॥ ২১৬
এতেকে তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
সর্ব্বলোকে তোমা হইতে যাতে হৈল ধন্য॥" ২১৭
এই যদি ন্যাসিবর বলিলা-বচন।
জয়ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি হইল তখন॥ ২১৮
চতুর্দ্দিগে মহাহরিধ্বনি-কোলাহল।
করিয়া আনন্দে ভাসে বৈষ্ণব-সকল॥ ২১৯
ভারতীরে সর্ব্ব ভক্ত করিলা প্রণাম।
প্রভুও হইলা তুষ্ট লভিয়া স্ব-নাম॥ ২২০
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম হইল প্রকাশ।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা সর্ব্ব দাস॥ ২২১
হেনমতে সন্ন্যাস করিয়া প্রভু ধন্য।
প্রকাশিলা আত্মনাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'॥ ২২২
এ সকল কথার অবধি নাহি হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র বেদে কয়॥ ২২৩

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

শুদ্ধমতে কেশবভারতী প্রভুকে বলিতে লাগিলেন (তিনি কি বলিলেন, তাহা পরবর্তী পয়ারদ্বয়ে কথিত হইয়াছে)। "শুদ্ধ"-স্থলে "মহা"-পাঠান্তর।

২১৬-২১৭। কেশবভারতী প্রভুকে বলিলেন—যত জগতেরে তুমি (জগদ্‌বাসী সমস্ত জীবকে তুমি) কৃষ্ণ বোলাইলা (কৃষ্ণনাম বলাইয়াছ)। কীর্ত্তন প্রকাশিয়া (কীর্তন প্রচার করিয়া কৃষ্ণবিষয়ে অচেতন জীবগণের) চৈতন্য করাইয়া (কৃষ্ণ বিষয়ে চেতনা সম্পাদন করিয়াছ; তাহাতে) সমস্ত লোক তোমা হইতে (তোমার কৃপায়) ধন্য হইয়াছে। এতেকে (এ-জন্য আমি) তোমার নাম (রাখিলাম)—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। "জগতেরে তুমি 'কৃষ্ণ'"-স্থলে "ত্রিজগতে তুমি ত শ্রীকৃষ্ণ"-পাঠান্তর। অর্থ একই। কেশবভারতী প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম রাখিলেন শুধু "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য", "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী" নাম রাখিলেন না। এ-জন্য সমস্ত চরিতকারই প্রভুকে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" বলিয়াছেন, কেহই "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-ভারতী" বলেন নাই।

২২০। পয়ারের প্রথমার্ধ-স্থলে "কেশবভারতীরে করেন সভে মান।" এবং "লভিয়া স্ব-নাম"-স্থলে "লই আত্মনাম"-পাঠান্তর।

২২১-২২২। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" হইতেছে প্রভুর অনাদিসিদ্ধ একটি নিত্যনাম। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণোপলক্ষে কেশবভারতীর মুখে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। **সর্ব্ব দাস**—সমস্ত সেবক, সকল ভক্ত। **হেনমতে সন্ন্যাস** ইত্যাদি—এইরূপে, নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, প্রভু সন্ন্যাসকে, সন্ন্যাসাশ্রমকে ধন্য করিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে **প্রকাশিলা আত্মনাম** ইত্যাদি—স্বীয় স্বরূপভূত "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম প্রকাশ করিলেন। প্রভুর জগৎসম্বন্ধী স্বরূপভূত কার্য হইতেছে-শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অচেতন জীবের, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে চেতনা সম্পাদন। এ-জন্য "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূত একটি নাম।

২২৩। ১।২।২৮২-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। প্রকটলীলায় সন্ন্যাস-গ্রহণ প্রভুর স্বরূপানুবন্ধিনী একটি লীলা বলিয়া ইহাও নিত্য-প্রকটে নিত্য। এক ব্রহ্মাণ্ডে যখন ইহার তিরোভাব হয়, তখন অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে ইহার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

সর্ব্বকাল চৈতন্য সকল লীলা করে।
কৃপায় যখন যে দেখায়েন যাহারে ॥ ২২৪
আর কত লীলারস হইল সেই স্থানে।
নিত্যানন্দস্বরূপে সে সর্ব্ব তত্ত্ব জানে ॥ ২২৫
তাঁহার আজ্ঞায় আমি কৃপা-অনুরূপে।
কিছু মাত্র সূত্র আমি লিখিল পুস্তকে ॥ ২২৬
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥ ২২৭
দৈবে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদব্যাসে।
বর্ণিবেন নানামতে অশেষবিশেষে ॥ ২২৮
এইমতে মধ্যখণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে হয় চৈতন্যের দাস ॥ ২২৯
মধ্যখণ্ডে ঈশ্বরের সন্ন্যাস-গ্রহণ।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ২৩০
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই প্রভু।
এই বাঞ্ছা ইহা যেন না পাসরি কভু ॥ ২৩১
হেন দিন হইব ( কি ) চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিগে ভক্তবৃন্দ ॥ ২৩২
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥ ২৩৩
মুখেহ যে জন বোলে 'নিত্যানন্দদাস'।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-প্রকাশ ॥ ২৩৪
চৈতন্যের প্রিয়তম নিত্যানন্দ-রায়।
প্রভু ভৃত্য সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায় ॥ ২৩৫
জগতের প্রেমদাতা হেন নিত্যানন্দ।
তান হঞা যেন ভজোঁ প্রভু গৌরচন্দ্র ॥ ২৩৬
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক নিতাইচান্দেরে ॥ ২৩৭

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

২২৪। শ্রীচৈতন্য সকল-সময়েই সকল লীলা করিয়া থাকেন। প্রকটকালে সকলেই সে-সকল লীলা দেখিতে পায়েন ; অপ্রকটকালে সকলে তাহা দেখিতে পায়েন না। তিনি কৃপা করিয়া কাহাকেও কোনও লীলা দেখাইলেই তিনি তাহা দেখিতে পায়েন। "অদ্যাপিহ চৈতন্য এসব লীলা করে। যার ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে ॥ ২।২৩।৫১০ ॥", "যে দেখায়েন যাহারে"-স্থলে "যে যে দেখাইল যারে"-পাঠান্তর।

২২৫। **সেই স্থলে**—কণ্টকনগরে।

২২৬। "আমি লিখিল"-স্থলে "লিখি গেলাঙ" এবং "করি লিখিল"-পাঠান্তর। **সূত্র**—অতি-সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

২২৭। ১।১।৬৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

২২৮। "দৈবে"-স্থলে "বেদে"-পাঠান্তর।

২৩০। "মধ্যখণ্ডে ঈশ্বরের"-স্থলে "মধ্যখণ্ডকথা প্রভুর"-পাঠান্তর।

২৩১। "দুই"-স্থলে 'মহা"-পাঠান্তর।

২৩৬। **জগতের প্রেমদাতা** ইত্যাদি—সমস্ত জগদ্বাসীকে যিনি কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়াছেন, এতাদৃশ শ্রীনিত্যানন্দ। **তান হঞা**—সেই নিত্যানন্দের হইয়া, সেই নিত্যানন্দের সেবক হইয়া, সেই নিত্যানন্দের আনুগত্যে, **যেন ভজো** ইত্যাদি—যেন প্রভু গৌরচন্দ্রের ভজন করিতে পারি। শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্য-ব্যতীত গৌরভজন হয় না, গৌর তুষ্ট হয়েন না। ২।৫।৯৯-পয়ার দ্রষ্টব্য।

কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥ ২৩৮
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত শক্তি থাকে ততদূর উড়ি যায় ॥ ২৩৯

এইমত চৈতন্যকথার অন্ত নাই।
যার যত দূর শক্তি সভে তত গাই ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্য-সন্ন্যাস-বর্ণনং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

॥ সমাপ্তশ্চায়ং মধ্যখণ্ডঃ ॥

॥ ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ ॥

## নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা

"জগতের প্রেমদাতা হেন"-স্থলে "জগতেরে দান দেহ প্রভু" এবং "তান হঞা যেন "অহর্নিশ ভজি যেন"-পাঠান্তর।

২৩৮। "মোরে যে"-স্থলে "সভারে"-পাঠান্তর।

২৪০। "যার যতদূর শক্তি সভে তত"-স্থলে "যারে যত দেন শক্তি তত সেই গাই—গান করেন।

২৪১। ১।২।২৮৫-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

ইতি মধ্যখণ্ডে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা
(১২. ১১. ১৯৬৩—১৭. ১১. ১৯৬৩)

ইতি সমগ্র মধ্যখণ্ডের নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী টীকা সমাপ্তা
( ৫. ৬. ১৯৬৩—১৭. ১১. ১৯৬৩ )

# মূলে পয়ারাদির শুদ্ধিপত্র

| পৃষ্ঠা | পয়ারাদির সংখ্যা | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৪ | ২৩ | আধ্যেব্যথে | আথেব্যথে |
| ৯ | ৫৬ | গাণা | গানা |
| ২০ | ৬১ | গো খর | গো-খর |
| ২৪ | ৪ | মৃণ্ডে | মুণ্ডে |
| ৪৮ | শ্লো-১ | শ্রুতধনকূলকর্ম্মণাং | শ্রুতধনকুল কর্ম্মণাং |
| ৬৪ | ৮০ | কার্য্য ॥ | কার্য্য ॥” |
| ৭৪ | ১১ | “দিয়ড়িয় | “দিয়ড়িয়া |
| ৭৬ | ২৫ | চুড়ামণি | চূড়ামণি |
| ১৫১ | ২১৪ | মৃক্তি | মুক্তি |
| ১৬০ | ২৫৬ | লালা | লীলা |
| ১৮৩ | ১৫ | “ভক্ত” | “ভক্তি” |
| ২১৭-২২৪ | হেডিং এর সর্বত্র | ২২শ অধ্যায় | ২৩শ অধ্যায় |
| ২৩১ | ৮৮ | ‘রাম নারায়ণ ॥ | ‘রাম নারায়ণ’ ॥ |
| ২৩২ | ৯৭ | আমা’ত’ ॥ | আমা’ত” ॥ |
| ২৩৪ | ১১৩ | ভণ্ড ॥ | ভণ্ড” ॥ |
| ২৩৪ | ১১৭ | মৃত্তিধর | মূর্ত্তিধর |
| ২৩৬ | ১৪০ | আচার্য | আচার্য্য |
| ২২৫-২৪০ | হেডিং এর সর্বত্র | ২২শ অধ্যায় | ২৩শ অধ্যায় |
| ২৫৩ | ৩০২ ( প্রথমার্ধে ) | লোক | মহাদ্বীপ |
| ২৫৪ | ৩১১ | হুলাহুলা | হুলাহুলী |
| ২৫৯ | ৩৬৫ | ‘কি কর’ | “কি কর’ |
| ২৬৯ | ৪৪৮ | সভায় | সভার |
| ২৭০ | ৪৫৫ | ‘কৃষ্ণ | ‘কৃষ্ণ’ |
| ২৭৫ | ৫০২ | যে হুঙ্কার | সে হুঙ্কার |
| ২৭৫ | ৩-শ্লো | মদনুগ্রহায় | সদনুগ্রহায় |
| ২৭৭ | ৫১৯ | হৃদয়ে ॥” | হৃদয়ে ॥ |
| ২৭৭ | ৫২১ | আমার ॥” | আমার ॥ |
| ২৮৬ | ৩৯ | আত্তি | আর্ত্তি |
| ২৮৬ | ৪০ | ভক্ত আর্ত্তি | ভক্ত-আর্ত্তি |
| ২৯২ | ৮৮ | আম’সনে | আমা’সনে |
| ২৯২ | ৮৮ | গর্ব্বকর’ ॥ | গর্ব্বকর’ ॥” |
| ২৯৭ | ১ | সন্ন্যাসী মহেন্দ্র | সন্ন্যাসী-মহেন্দ্র |
| ৩০৫ | ৬৪ | আমার ॥ | আমার ॥” |
| ৩০৮ | ৯৬ | কথা | কোথা |
| ৩১০ | ১০৫ | কৃপা যারে। | কৃপা যারে।” |
| ৩১০ | ১০৭ | দিয়া দিয়া | দিয়া |

| পৃষ্ঠা | পয়ারাদির সংখ্যা | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৩১৪ | ১৪৪ | করিলো | করিল |
| ৩২৫ | ২০২ | গোপা' | গোপী' |
| ৩২৯ | ২৩৬ | তোমারে | তোমার |
| ৩৩০ | ২৪৪ | নিষ্পন্দ | নিস্পন্দ |
| ৩৩০ | ২৬২ | যতেক | "যতেক |
| ৩৩২ | ২৭২ | সে সুন্দর | "সে সুন্দর |
| ৩৩২ | ২৭৩ | না দেখিয়া | "না দেখিয়া |
| ৩৩৩ | ২৭৪ | "সে কেশের | সে কেশের |
| ৩৩৩ | পঞ্চম পংক্তি | চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ | পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ |
| ৩৩৪ | ৭ | ছাড়িয়া ॥" | ছাড়িয়া ॥ |
| ৩৩৮ | ৪৮ | সর্ব্বথা ॥ | সর্ব্বথা ॥" |
| ৩৫০ | ৮৫ | জননারে | জননীরে |
| ৩৫১ | ৯৬ | রঙ্গ | সঙ্গ |
| ৩৫২ | ৯৬ | থঙ্গ | রঙ্গ |
| ৩৫৬ | ১৩৮ | জীবন ॥ | জীবন ॥" |
| ৩৬৬ | ২১১ | চতুর্দ্দশ- | "চতুর্দ্দশ- |

## টীকার শুদ্ধিপত্র

| পৃষ্ঠ | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৪ | ১০ | বিদুর্ধ্ব যিয়ো | বিদুর্ধ্ব যয়ো |
| ৪ | ২১ | জীবনশক্তি | জীবনীশক্তি |
| ৬ | ৭ | কোথাও | কোথায় |
| ৬ | ৯ | পুরাণানমিদং | পুরাণানামিদং |
| ৭ | সর্বশেষ | ঐশ্চর্য | ঐশ্বর্য |
| ১০ | ২২ | "মানে" | "মীনে"-স্থলে "মানে" |
| ১৪ | ৮ | সৃষ্টি-শক্তি | সৃষ্টি-শক্তি। |
| ৩৮ | ১৮ | বিস্ময়োক্ত | বিস্ময়োক্তি |
| ৪০ | ১ | বিষণ্ণ | বিষণ্ণ। |
| ৪২ | ৪ | পত্না | পত্নী |
| ৪৬ | ৭ | অনুকূল্য | আনুকূল্য |
| ৪৭ | ৪ | স্থূলতুষাবখাতিনাম্ | স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ |
| ৫১ | ২২ | পষণ্ডীদের | পাষণ্ডীদের |
| ৫৪ | ৩০ | নির্মঞ্জন | নির্মঞ্ছন |
| ৫৫ | ১৬ | ঈর্ষা | ঈর্ষ্যা |
| ৫৫ | ২৪ | হইক | হউক |
| ৫৬ | ৯ | খুচাইয়া | ঘুচাইয়া |
| ৫৬ | ২২ | বংশাধ্বনি | বংশীধ্বনি |
| ৬১ | ১৩ | | |

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৬৩ | ১ | আমি | আসি |
| ৬৭ | ১৮ | কেহে | কেহো |
| ৬৯ | ১ | মুক্তিবাসনাও | মুক্তিবাসনাও |
| ৭০ | ১২ | স্থানে | স্থলে |
| ৭২ | ৬ | প্রভু | —প্রভু |
| ৭৭ | ১৭ | "গোলক" | "গোলোক" |
| ৮০ | ৮ | বাক্য-শুনিয়া | বাক্য—শুনিয়া |
| ৮৩ | ১৫ | বন্ধুন্ | বন্ধূন্ |
| ৮৩ | ১৭ | বাত্বতমো | বাত্মতমো |
| ৮৩ | ১৭ | জহামস্থনং | জহামস্থন্ |
| ৮৮ | ১৪ | নন্দনসব উক্ত | নন্দনসব—উক্ত |
| ৯২ | ১৩ | কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী" | কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী |
| ৯৫ | ২৩ | পরক্রমাণাৎ | পরাক্রমাণাং |
| ৯৬ | ২৬-২৭ | স্বরূপশক্তিই হইতেছে ) | স্বরূপশক্তিই ) |
| ৯৭ | ২০ | হইয়াছেন | হইয়াছেন। |
| ৯৮ | ১৮ | দেব্যাস্তনৌ | দেব্যাস্তনৌ |
| ১০২ | ১৭ | ( সূর্যকে | [ সূর্যকে |
| ১০৩ | ৮ | করিলেন। | করিলেন ]। |
| ১০৩ | ২৩ | হইতে এবং পরিষ্কার | হইতে পরিষ্কার |
| ১০৫ | ১০ | দ্রষ্টব্য, | দ্রষ্টব্য ), |
| ১২০ | ৭ | ক্ষিত্রিভুজাং | ক্ষিতিভুজাং |
| ১২৪ | ৪ | শ্রীহস্ত | শ্রীহস্ত |
| ১৩২ | ২০ | অস্তলীলায় | অন্ত্যলীলায় |
| ১৩৮ | ৬ | পৌণ্ডকের | পৌণ্ড্রকের |
| ১৩৮ | ১২ | পৌণ্ডক | পৌণ্ড্রক |
| ১৪০ | ১২ | দুর্ব্বাসা ন হও | দুর্ব্বাসা না হও |
| ১৪১ | ৯ | ৯-৪ | ৯।৪ |
| ১৪৩ | ৮ | পৌণ্ডকের | পৌণ্ড্রকের |
| ১৬৪ | ১০ | সেব্যতত্বের | সেব্যতত্ত্বের |
| ১৭৭ | ১৭ | ইভ্য | ইড্য |
| ১৭৭ | ১৮ | অজয়মানো | অজায়মানো |
| ১৭৭ | ১৮ | বিজয়তে | বিজায়তে |
| ১৭৮ | ১ | "সংহারও" | "সংহারেও" |
| ১৮০ | ১ | স্তবাদি | স্তুত্যাদি |
| ১৮৪ | সর্বশেষ | ২৬ পয়ারের | ২৬-পয়ারে |
| ১৮৫ | ১৪ | মগ্নসঙ্গে | মগ্নগন্ধে |
| ১৮৬ | ১০ | যাইতেছ না। | যাইতেছ না, |
| ১৮৮ | ১৯ | অভিপ্রায়) | অভিপ্রায়। |
| ১৯৫ | ৩ | থাকিলে ; | থাকিলে, |
| ১৯৮ | ৬ | শচামাতা | শচীমাতা |
| ২০১ | ১০- | পড়িতেছি | পড়িতেছি |

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ২০৭ | ১১, ১২, ১৫ | পৃথক | পৃথক্ |
| ২১১ | ১৮ | দরদীর | দরজীর |
| ২১৮ | ৮ | "চা'র" পাঠান্তর। | "চা'য়" পাঠান্তর। |
| | | চা'র—চরেন, বিচরণ করেন। | চা'য়—চাহেন, দৃষ্টিপাত করেন। |
| ২১৯ | ৮ | স্বাধ্যায়স্ত | স্বাধ্যায়স্ত- |
| ২২০ | ৩ | উদ্ধবা | উদ্ধব। |
| ২২১ | ৮ | সকল | সকলে |
| ২২২ | ৬ | যায় না। | যায়। |
| ২২৩ | ৪ | বণাদ্বর্ণং | বর্ণাদ্বর্ণং |
| ২২৩ | ২১ | রাত্বক | রাত্মক |
| ২২৫ | ২২ | কলাকৃতস্থ | কলাবৃতস্থ |
| ২২৬ | ৩ | মোক্ষ।" | মোক্ষ। |
| ২২৬ | ৪ | তমেব | "তমেব |
| ২২৭ | ৭ | স্থাল্লোকাৎ | স্মাল্লোকাৎ |
| ২২৯ | ১৩ | এই মহামন্ত্র | "এই মহামন্ত্র |
| ২৩০ | ৩ | যেরূপ | যে রূপ |
| ২৩০ | ২০ | "যাদব যদুবংশীয়" | "যাদব—যদুবংশীয়" |
| ২৩১ | ১ | আনন্দচিত্ত | অসঙ্গতি |
| ২৩১ | ৭ | মনে ধ্যানে | মনে প্রভুর চরণ ধ্যান |
| ২৪৪ | সর্বশেষ | সূরে | স্ফুরে |
| ২৫০ | ৮ | সভার | "সভার |
| ২৫৩ | ২০ | বসুমতার | বসুমতীর |
| ২৬৬ | ১৭ | দেহ সম্বন্ধ | "দেহ সম্বন্ধ |
| ২৬৭ | ৬ | মাগিছে | মাগিহে |
| ২৭০ | সর্বশেষ | নির্মল-পরম-বিশুদ্ধ | নির্মল—পরম-বিশুদ্ধ |
| ২৭২ | ৬ | উক্তি)। | উক্তি)।" |
| ২৭৩ | সর্বশেষ | "বোনায়" | "বোলায়" |
| ২৭৪ | ৯ | না জানি—ইত্যাদি কি | না জানি ইত্যাদি—কি |
| ২৭৫ | সর্বশেষ | ভগবান্!) | ভগবন্!) |
| ২৭৬ | ৩ | তাহাদের | তাঁহাদের |
| ২৭৬ | ৬ | যে-সকল | সে-সকল |
| ২৭৬ | সর্বশেষ | ভক্তেরা | ভক্তের |
| ২৭৭ | ১ | তেজীয়ান্ | তেজীয়ান্ অংশ |
| ২৭৭ | ৩ | অংশস্বরূপ। | অংশস্বরূপ |
| ২৭৭ | ৩ | আধার, | আধার। |
| ২৭৭ | ৪ | অবিজয়প্রভাবসম্পন্না | অবিতর্ক্যপ্রভাবসম্পন্না, |
| ২৭৯ | ৯ | যন্ত্রবাস্মীতি | যস্তবাস্মীতি |
| ২৭৯ | ১৫ | সদয় | সদায় |
| ২৮২ | ১১ | (স্থা. ॥ ১১২)। | (স্থা. ॥ ১১২)।" |
| ২৮৩ | ১৩ | রক্ষা কর। | রক্ষা কর।" |
| ২৮৪ | ২৭ | বিরহ-খিল্লা | বিরহ-খিন্না |

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
| --- | --- | --- | --- |
| ২৮৪ | ১০ | করিয়াছেন। | করিয়াছেন)। |
| ২৮৫ | ৬ | গোস্বামী- | গোস্বামি- |
| ২৮৫ | ১৪ | (আমার কি প্রয়োজন?) | আমার কি প্রয়োজন? |
| | | কাত্যায়ণী | কাত্যায়নী |
| ২৮৭ | ৫ | লখিতে | দেখিতে |
| ২৮৯ | ৬ | স্মরণে | স্মরণ |
| ২৮৯ | ৯ | 'কৃষ্ণ' বলে | 'কৃষ্ণ' বলি |
| ২৯০ | ৭ | অবধৃত-আচার-ভ্রষ্ট | অবধূত– আচর-ভ্রষ্ট |
| ২৯০ | ৮ | অবধৃত-আচারাদি | অবধূত– আচারাদি |
| ২৯১ | ২৩ | অভেদ। প্রেম জ্ঞান | অভেদ প্রেম জান |
| ২৯২ | ১ | মল্ল-মহা | মল্ল—মহা |
| ২৯২ | ৯, ১০, ১২ | সম্যকরূপে | সম্যক্‌রূপে |
| ২৯৪ | ২৫ | আমি" | আসি" |
| ২৯৪ | ২৭ | এক, এক | এ, এ |
| ২৯৪ | সর্বশেষ | আত্মগোপ-তৎপর | আত্মগোপন-তৎপর ) |
| ২৯৭ | ৭ | রাধাভাব | রাধাভাব। |
| ২৯৭ | ১৫ | কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবার | —কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ীসেবার— |
| ২৯৮ | ১০ | স্বরূপানুবন্ধা | স্বরূপানুবন্ধী |
| ২৯৯ | ১ | 'সুখা' | 'সুখী' |
| ৩০০ | ৮ | অনন্তকালে | অন্তকালে |
| ৩০১ | ৩, ৪ | শ্রীচৈতন্য | শ্রীচৈতন্যে |
| ৩০২ | ৮ | প্রহর-পূর্বে | প্রহর-পূর্বে" |
| ৩০৪ | ১৪ | দেহের সম্বন্ধ | দেহের সম্বন্ধ— |
| ৩০৪ | ১৬ | দান | দাস |
| ৩০৪ | ২০ | সহিত | সহিত— |
| ৩০৪ | ২১ | সম্যকরূপে | কম্যক্‌রূপে |
| ৩০৫ | ৮ | বলা হইয়াছে। | বলা হইয়াছে)। |
| ৩০৮ | ১৭ | জাব-শক্তির | জীব-শক্তির |
| ৩০৯ | ২৬ | অর্থে | অন্নে |
| ৩১০ | ১ | "আলগা | "আলগ |
| ৩১৫ | ৩ | যে-সমস্ত | সে-সমস্ত |
| ৩১৬ | ২ | থাকেন | যায়েন |
| ৩২০ | ৪ | ধীর্য্যদপেক্ষতে | ধীর্যদপেক্ষতে |
| ৩২০ | ১৩ | জন্মিবে। | জন্মিবে, |
| ৩২২ | ১ | শ্রীকৃষ্ণচিত্তে | শ্রীকৃষ্ণ চিত্তে |
| ৩২২ | ২২ | শ্রীকৃষ্ণ বিরহার্তা | শ্রীকৃষ্ণ-বিরহার্তা |
| ৩২৩ | ২ | গোপীগণের | গোপীগণের, |
| ৩২৪ | সর্বশেষ | "ধর্ম্ম" | "ঘর্ম্ম" |
| ৩৩১ | ২৪ | ব্যসনার্ণবষত্যেতি | ব্যসনার্ণবমত্যেতি |
| ৩৩২ | ৪ | ভূতান্যতিময়স্তথা | ভৃত্যান্যতিথ্যস্তথা |
| ৩৩২ | ৯ | অনুবাদ। | অনুবাদ।", |

| পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৩৩২ | ১৭ | উচ্চতে | উচ্যতে |
| ৩৩২ | ২১ | করি, | করিব, |
| ৩৩৫ | ১ | পয়ারে | পয়ারের |
| ৩৩৫ | ২ | হয়েছে | হয়েছ |
| ৩৩৬ | ৪ | ধার | ধীর |
| ৩৩৮ | ১৭ | কথন। | পাঠান্তর। |
| ৩৩৯ | ৫ | ১।৩।৪ ॥ | ১।৩।৪ ॥" |
| ৩৪০ | ১ | স্বায় | স্বীয় |
| ৩৪০ | ৭ | ৪৯-পয়ার ॥ | ৪৯-পয়ার ॥" |
| ৩৪০ | ১০ | ৪৭-পয়ার ॥ | ৪৭-পয়ার ।।" |
| ৩৪১ | ৭ | আমরা সন্ন্যাস | আমার সন্ন্যাস |
| ৩৪৩ | ৩ | নিরোগ | নীরোগ |
| ৩৪৩ | ২৯ | তিলে | তিনে |
| ৩৪৫ | ৮ | বিশেষণ মৃন্ময়ী | বিশেষণ—মৃণ্ময়ী |
| ৩৪৫ | ১১ | টীকার | টীকাকার |
| ৩৪৫ | ১২ | নামাবতারের" | "নামাবতারের" |
| ৩৪৫ | ১২ | বলিয়াছে। | বলিয়াছেন। |
| ৩৪৭ | সর্বশেষ | বলিব | চলিব |
| ৩৪৮ | ২৬ | যাইব)। | যাইব)।" |
| ৩৪৯ | ৫ | করায় | করিয়া |
| ৩৫১ | ৬ | বিরক্ত-প্রায় | বিরক্ত-প্রায়" |
| ৩৫২ | ৫ | ২।৩।১৫-১৬॥ | ২।৩।১৫-১৬ ॥" |
| ৩৫৩ | ১১ | বাকশক্তিহীন | বাক্‌শক্তিহীন |
| ৩৫৩ | ১৩ | কথা | কথা। |
| ৩৫৪ | ৬ | তোমাদেরই। | তোমাদেরই)। |
| ৩৫৪ | ১৯ | (বিশেষণ) | বিশেষণ |
| ৩৫৫ | ১৫ | পুরুষ | পুরুষে |
| ৩৫৮ | সর্বশেষ | হও" | হঙ'' |
| ৩৬১ | ১৫ | স্বয়ংভগবান্; | স্বয়ংভগবান্ |
| ৩৬১ | ২৬ | ক্রিয়রূপেও | প্রিয়রূপে ও |
| ৩৬১ | ৩০ | "ভগবান্! | "ভগবন্! |
| ৩৬২ | ৫ | তস্য | "তস্য |
| ৩৬২ | ৬ | হইতে | হইতেছে |
| ৩৬২ | ১৫ | ষষ্ঠিতৎপুরুষাত্মক | ষষ্ঠীতৎপুরুষাত্মক |
| ৬২ | ১৮ | সামার্থ্য | সামর্থ্য |
| ৩৬২ | ২১ | সঙ্গত। | সঙ্গত।" |
| ৩৬২ | ৩০ | যে | মে |
| ৩৬৩ | ১ | ব্যথিতমনষো | ব্যথিতমনসো |
| ৩৬৩ | ১৩ | বরেত্রয়ং | বারত্রয়ং |
| ৩৬৬ | ৪ | ২১১।১৩ | ২১১-১৩ |
| ৩৬৭ | ১ | শুদ্ধমতে | শুদ্ধমতি |

## ড. রাধাগোবিন্দ নাথ-সম্পাদিত শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত —
## "রাধাগোবিন্দনাথ-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য"

**প্রভুপাদ শ্রীল প্রানগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন।** – পরিপক্ক হস্ত, প্রতিভাশালিনী বুদ্ধি, সুপাণ্ডিত্য এবং শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের অপার করুণা —এই চারিটি থাকিলে যেরূপ হয়, সেইরূপই তোমার এই সংস্করণ হইয়াছে। . . . ভূমিকাংশটি অতি সুন্দর হইয়াছে; বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবদ্ধ এবং বাহুল্য পরিবর্জিত হইয়া শুধু জ্ঞানপূর্ণ তথ্যে ইহা পরিপূর্ণ। জটিল স্থানসমূহের সমাধানে তুমি যেরূপ ধৈর্য এবং যত্নসহকারে সুসঙ্গত অর্থ করিতে প্রয়াস করিয়াছ, তাহা অননুকরণীয়; ইহাতে তুমি সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছ। দার্শনিক তত্ত্বসমূহের যে-সুমীমাংসা করিয়াছ, তাহা মনোরম হইয়াছে। . . . তুমি যে প্রচুর গবেষণার পরিচয় দিয়াছ, ইহা সর্বসাধারণের বলিতেই হইবে।

**প্রভুপাদ শ্রীল রাধারমণ গোস্বামী বেদান্তভূষণ।** – এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, গ্রন্থের প্রথমে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, ধামতত্ত্ব প্রভৃতি কতকগুলি তত্ত্ব ভূমিকাতে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হওয়ায় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। . . . শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দবাবু গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকাতে অন্যের ব্যাখ্যা দূষণ করিয়া নিজ মতে শাস্ত্রানুগত যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অন্য ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ অথবা তাঁহাদের মর্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই; বৈষ্ণবোচিত রীতিতেই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দবাবুর যে ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ অধিকার আছে, তাহা তৎকৃত টীকা পাঠেই স্পষ্টরূপে পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালব্ধ ভাগ্যবানের পক্ষেই শ্রীগৌর-কৃপাতরঙ্গিণী টীকা লেখা সম্ভব। বঙ্গভাষায় বিস্তৃত ব্যাখ্যাসম্বলিত এই প্রকার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। . . . এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবসাহিত্যের দার্শনিক তত্ত্বগর্ভ ব্যাখ্যাসম্বলিত একটি অপূর্ব সম্পদ।

**মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডক্টর শ্রীল ভাগবত কুমার গোস্বামী, এম. এ., পি-এইচ্. ডি., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।** – আপনার ব্যাখ্যানচাতুর্য ও লিপিকৌশল বড়ই হৃদয়াকর্ষক। এরূপ দুরূহ গ্রন্থের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অপ্রকৃত ভাবরাজি এমন উজ্জ্বল ভাষায় ব্যাখ্যা করিবার শক্তি যাঁহার আছে, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীশচীনন্দনের কৃপাপাত্র, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আপনার এই প্রেমভক্তির বিবৃতি উজ্জ্বলরসের উপাসকগণের কণ্ঠহার রূপে বিরাজ করুক, ইহাই প্রার্থনা। 'ভূমিকাদিতে আপনি (অপ্রকটে) স্বকীয়াবাদ অবলম্বন করিয়াই প্রেমধর্মের অপূর্ব অপ্রাকৃত মহিমা প্রকটন করিয়াছেন ঃ এপথের যাঁহারা ভাগ্যবান পথিক, তাঁহার আপনার প্রদর্শিত যুক্তিপদ্ধতি আশ্রয় করিয়া অবশ্যই কৃতার্থ হইবেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ের বরেণ্য শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর উপদিষ্ট এই পথ।

**মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীল প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ।** আপনার প্রকাশিত শ্রীশ্রীচরিতামৃত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যে-আনন্দ পাইলাম, তাহা ভাষায় লিখিয়া আপনাকে জানাইবার সামর্থ্য আমার নাই। আমি এপর্যন্ত এই গ্রন্থের যত সংস্করণ দেখিয়াছি, আমার বিবেচনায় আপনার সম্পাদিত সংস্করণই তাহার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

**শ্রীল রাখালানন্দঠাকুর-শাস্ত্রী** (শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী পত্রিকায়)। . . . বঙ্গভাষায় দুরূহ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সারমর্ম প্রকাশ করিতে ইনি সিদ্ধহস্ত। সেই জন্য সম্পাদক-মহাশয় ভূমিকার মধ্যে — যেসকল বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের উপর মূলগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, সেই দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির বিশ্লেষণ করিতে পারিয়াছেন এবং তাহাদ্বারা গ্রন্থপাঠকগণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকাটিও বেশ সুন্দর হইয়াছে।

**পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (বহু গোস্বামিগ্রন্থের অনুবাদক)।** – শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এমন প্রাঞ্জল সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থের সুবিস্তৃত ভূমিকা বৈষ্ণবজগতের সম্পদবিশেষ।

**পণ্ডিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ষড়দর্শনাচার্য,** আয়ুর্বেদশাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্য-বেদান্ত-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ, জ্যোতিভূষণ। . . . এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু এরূপ সুসজ্জিতভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া কোনও সংস্করণই বাহির হয় নাই, হইবে কি না তাহাতেও আমার সন্দেহ আছে। কি সিদ্ধান্ত পরিবেষ, কি ভাবাসনিবেশ - - - সর্বপ্রকারেই এই সংস্করণটি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

**ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী** – ছয় গোস্বামীর মহাদানের প্রতিটি অক্ষর আস্বাদনে-বিতরণে রাধাগোবিন্দের জুড়ি নেই গত পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে। . . . আগামী সহস্র বৎসর তাঁহার দান ভক্তিগঙ্গার পূতধারায় মানবগতিকে জীবন্ত রাখিবে।

**অধ্যক্ষ জনার্দন চক্রবর্তী** – শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্বের পারস্পরিক সম্পর্কে ও বৈষ্ণবীয় পরতত্ত্বের স্থাপনকল্পে এমন সামগ্রিক ও সার্থক দার্শনিক আলোচনা তাঁহার পূর্বে হয়েছে বলে আমার জানা নাই। . . . আধুনিক কালের উচ্চতর গণিততানুশীল ও বিজ্ঞানচর্চা তাঁর শাস্ত্রবিচারে তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্মতা বিধান করে।

**উদ্বোধন** – ড. রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশ পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ সুবিদিত। তাঁহার সুবৃহৎ ভূমিকা টীকাসম্বলিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' বঙ্গদেশের অমূল্য ও অনপম সম্পদ।

---

**মূল্য ঃ ২,৫০০.০০ (৬ খণ্ড)**